

সিনথিয়া

এ কে এম হারুন আল রশিদ

সিনথিয়া

বিদগ্ধ বন্ধু আমার,

চীনদেশে তোমার আমার বন্ধুত্বের সেতুবন্ধনে যে সকল ঘটনাপ্রবাহ আমাদের দুজনাকে উদ্বেলিত ও শিহরিত করেছে সেগুলো হীরা জহরতের চেয়েও দামী, ওগুলো হারিয়ে যেতে দিওনা। তোমার সাথে আমার ভাবের আদান প্রদান একটা অবিশ্বাস্য উচ্চতায় সমাসীন। আমি অনুক্ষণ অধীর আগ্রহ নিয়ে একজন বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলাম। তোমাকে প্রথমদিন দেখার পর আমি নিশ্চিত হলাম যে তুমিই আমার সেই প্রার্থিত বন্ধুজন যার অপেক্ষায় আমি কালাতিযাপন করছি। তোমাকে আবিষ্কারের পর অপার আনন্দে আমি এতটাই উদ্বেল হলাম যে মনে হলো একটা প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস আমার অন্তর সাগরে ভয়ঙ্কর তরঙ্গ তুলে নাচিয়ে-ভাসিয়ে এক অনুপম বেলাভূমিতে নিয়ে আমাকে আছড়ে ফেললো। দুর্বার আনন্দ-উচ্ছ্বলতায় আমি অভিষিক্ত হলাম। ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত আমি আমার অভিলাষ তোমাকে জানালাম। জীবনের বেদনার্ত অর্জনটুকু আমি তোমাকে দিলাম।

আমার অর্জনকৃত ঐ অমূল্য সম্পদের হিসাব নিকাশ করাটাও জরুরি। তুমি কথা দিয়েছো যে আমাদের অন্তরঙ্গতায় উৎসরিত সম্পদগুলোর কথা তুমি প্রকাশ করবে। একটা বই রচনা করবে। অগণিত মানুষ বইটা পড়ে আনন্দ বেদনার দোলাচলে নির্মোহ সত্যের মুখোমুখি হবে। আমি অধীর আগ্রহ নিয়ে তোমার বই প্রকাশের সেই শুভদিনের অপেক্ষায় থাকলাম।

ইতি-

সিনথিয়া



সিনথিয়া

এ কে এম হারুন আল রশিদ





একটি সৃজনশীল প্রকাশনা সংস্থা

সিনথিয়া
এ কে এম হারুন আল রশিদ

প্রকাশকাল
১ম প্রকাশ: একুশে বইমেলা ২০২৪ ইং
প্রতিষ্ঠাতা প্রকাশক: বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. সাদত আলী সিকদার
প্রকাশক: আলমগীর সিকদার লোটন ও সুর জাহান পুনম



সিকদার প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস্-এর একটি সৃজনশীল প্রকাশনা সংস্থা
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুঠোফোন: ০১৭১১৫২৬৯৭০, ০১৯১৮৯২৮৩০৯
বিক্রয়কেন্দ্র: চন্দ্রবিন্দু ডটকম
৩৪ বাংলাবাজার (১ম তলা), ঢাকা-১১০০
প্রচ্ছদ: মুসফেক আহমেদ সজল
বর্ণ বিন্যাস ও অলংকরণ: শেখ মাহ্‌তাব আহমদ
মুদ্রণ: অগ্র প্রিন্টিং প্রেস
২ ডি.আই.টি এ্যাভিনু্য (এক্সটেনশন), মতিঝিল বা.এ, ঢাকা ১০০০
মূল্য: ৫০০ টাকা

Cynthia, by A K M Harun Al Rashid

1st Published: Ekushey boimela 2024
Published by Alamgir Sikder Loton & Sur Jahan Punam
Akash (A House of Literary Publications)
38 Banglabazar, Dhaka 1100, Bangladesh
Phone: +8801711526970, +8801918928309
e-mail: akashbooksbd@gmail.com
INDIA Distributor: Boi Bangla Stall-17, Block-2, Surjo Sen Street. Kolkata-700012
USA Distributor: Muktodhara, Jackson Heights, New York
UK Distributor: Sangeeta Ltd. 22 Brick Lane, London
Cover: Musfeq Ahmed Sajal
Compose & Pre-press: Sheikh Mahtab Ahmed
Printed by: Ogro Printing Press
2 DIT Avinue (Extention), Motijheel CA, Dhaka-1000
Price: 500 Taka



International Standard Book Number
ISBN: 978-984-98257-9-1



জীবনের প্রথম শিক্ষাগুরু
আমার মা ও বাবার
অকৃত্রিম ভালবাসায় সিক্ত
আমার হৃদয়-আমার অস্তিত্ব ।

তাঁদের প্রতি নিবেদিত আমার এই শ্রদ্ধাঞ্জলি

ভূমিকা

জনাব এ কে এম হারুন আল রশিদ মানিকগঞ্জের সন্তান। তাঁকে আমি পেয়েছি একজন সহকর্মী হিসেবে। মন ও মননে অত্যন্ত সংস্কৃতিমনা। সর্বোপরি মানবতার সেবায় জন্মগতভাবে উৎসর্গ করা একটি মহান প্রাণ। তাঁর সাহচর্যে এসে তাঁর গুণাগত বিষয়গুলির- ক্রমান্বয়ের প্রকাশ আমাকে বিমোহিত করেছে। একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক, সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় ব্যতীত মহাকাশ-বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূতত্ত্ব সহ সকল বিষয়ে তাঁর অসাধারণ জ্ঞানের প্রকাশ দেখেছি 'রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট' এর বিভিন্ন কার্যক্রম উপলক্ষ্যে। নিজের আরাম আয়েশ বিসর্জন দিয়ে তিনি রাত-দিন মাঠে ময়দানে কাজ করেছেন। সহকর্মী হিসেবে তাঁকে জানার সুযোগ পাওয়ার ফলশ্রুতিতে সর্ম্পকটি পরবর্তিতে বন্ধুত্বে রূপ নেয়।

জনাব হারুন আল রশিদ একজন রেড ক্রিসেন্ট নিবেদিত প্রাণ। কর্মী হিসেবে ইতিহাসের খলিফা হারুন আল রশিদের অনুসারী হওয়ার মতই কর্মদক্ষতা দেখিয়েছেন। দেশ ও বিদেশের যে কোন দুর্যোগ মোকাবিলায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করা ছিল তাঁর স্বভাবজাত গুণ। যার স্বীকৃতি তিনি নিজ গুণে অর্জন করতে সক্ষম হন।

জনাব হারুনের প্রথম রচিত গ্রন্থ "একটি প্রত্যাশার উন্মেষ" অক্টোবর ২০২১ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি প্রকাশ হওয়ার পর তাঁর সহকর্মী, উপকূলীয় অঞ্চলের জনগণ সহ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচীর স্বেচ্ছাসেবকদের মাঝে দারুণ উৎসাহ উদ্দীপনার কাজ করে। পাশাপাশি গ্রন্থটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। এখানে একটি কথা উল্লেখ না করলেই নয় যে, "ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী"র গোড়া পত্তনে জনাব হারুন আল রশিদ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ "সিনথিয়া"। হারুন আল রশিদ প্রয়াত হওয়ার কিছুদিন পূর্বে বইটির পান্ডুলিপি খানি শেষ করেছিলেন তবে তা প্রকাশ করে যেতে পারেননি। শেষ বারের মত চিকিৎসার জন্য চেন্নাই ক্যানসার হাসপাতালে যাওয়ার পূর্বে তাঁকে দেখতে গেলে, পান্ডুলিপিটি হাতে নিয়ে আনন্দের সংগে আমাকে দেখিয়ে বলেছিলেন "পান্ডুলিপিটি বহু কষ্টে শেষ করতে পেরেছি"। বিরাট কলেবরের ৩৮৪ পৃষ্ঠার গ্রন্থটি তিনি রচনা করেছেন প্রতিদিন ফজরের নামাজ শেষে, নিজ হাতে এক তর্জনীর সাহায্যে টাইপ করে। শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকা অবস্থায়ও তিনি লেখার মনোবল হারাননি।

তাঁর প্রয়াণের কিছুদিন পর তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে আমাকে বইটির ভূমিকা লিখে দেবার অনুরোধ করা হয়। আমার নিজের অসুস্থতার কারণে বিরাট কলেবরের পান্ডুলিপি যথাসময়ে পড়ে শেষ করা সম্ভব হয়নি। সংগত কারণে ভূমিকা লিখে দিতে বিলম্ব হওয়ার আমি আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত।

আন্তর্জার্তিক ভাবে যাঁরা মানবতার সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁদের মত অগণিত কর্মী বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে আছেন। কর্মক্ষেত্রে তাঁদের ভাবের আদান-প্রদান, যোগ্যতা-অযোগ্যতা নির্ধারিত হয়।

ক্রমান্বয়ে জীবনের জন্য যে-জীবিকা তার বাইরেও নিবেদিত প্রাণের প্রকাশ ঘটে। দু-টির সমন্বয়ে বাইরেও থাকে স্বেচ্ছা শ্রমের গুণমান। যাঁরা প্রকৃত অর্থে স্বেচ্ছাসেবক, তাঁরা সেবার মাধ্যমে অনাবিল আনন্দে নিজের অজান্তেই সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভের সূযোগ পেয়ে যান। শুধুমাত্র এই কারণে হারুন একজন নিঃস্বার্থ, সৎ ও উদার মানসিকতার মানুষ হতে পেরেছিলেন। লোভ-লালসা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় "বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি" আন্তর্জাতিক-ভাবে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে গৌরবের স্থানটি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। 'সিনথিয়ার' রচয়িতা জনাব হারুন আল রশিদ সেই সময়ে একের পর এক দুর্যোগ মোকাবিলায় একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলেন। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৯৯ সালে বন্যা কবলিত চীনের হুনান প্রদেশে "আন্তর্জাতিক রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট ফেডারেশনের" একজন ডেলিগেট হিসেবে যোগদান করেন।

জনাব হারুন ডেলিগেট হিসেবে আমন্ত্রণ পেয়ে জেনেভা থেকে চীন যাওয়ার পথে উড়ন্ত বিমানে এক কৌতুকপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে যাঁর সাথে তাঁর দেখা হয়েছিল তাঁর নাম সিনথিয়া। ঘটনাটি ঘটার পর থেকে হুনান প্রদেশে পৌঁছানোর পূর্বে তাঁরা আনুষ্ঠানিক পরিচয় পর্বের কোন সূযোগ পাননি। পরবর্তীতে দেখা যায় তাঁরা উভয়ে প্রায় একই সেবায় নিবেদিত যাত্রী। সিনথিয়া দুস্থ শিশু-কিশোরদের সেবা ও সংবাদ মাধ্যমের কর্মী হয়ে মানবতাকে আঁকড়ে ধরে ছিলেন ও আত্মস্থ করেছিলেন মনে প্রাণে।

চীন দেশে অবস্থানকালে নানা কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ প্রাক্কালে ও অবসর সময়ে কথোপকথনে তাঁদের আলোচনার ক্ষেত্র কোথাও কেন্দ্রীভূত থাকেনি। সারা বিশ্ব থেকে বিশ্ব ব্রম্মান্ডের জানা-অজানা বিষয়গুলিকে প্রাসঙ্গিক যৌক্তিকতায় তাঁদের হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছিলেন। ফলে দুজনার বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত হয়। হারুন পেয়েছিলেন একজন নিঃস্বার্থ বন্ধু, ফিলোসফার, পরামর্শক ও গাইড। এই গুণগুলির সমন্বয়ে 'সিনথিয়া' কাহিনীর নায়িকা পরিস্ফুটিত হয়েছেন।

গ্রন্থটির লেখক তাঁদের আলোচনার প্রেক্ষিতে সময় অসময়ে নিজ-নিজ দেশের ছোটখাটো সূত্র থেকে বৃহত্তর আলোচনায় সামিল হতেন। প্রাগৈতিহাসিক-প্রাগাধুনিক, জ্যোর্তিমন্ডল, জ্যোতিষশাস্ত্র, যুদ্ধ-বিগ্রহ, হিংসা-বিদ্বেষ, পৃথিবীর প্রাণ যে প্রকৃতি- তার নিধন প্রক্রিয়ার প্রতি, ঘৃণা-মানবতার বিপর্যয়, নারীর প্রতি সহিংসতা, সামাজিক অবক্ষয় নৈতিকতার কোন বিষয় এড়িয়ে যেতে পারেনি। এমনকি লেখক নিজ দেশের ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকে সিনথিয়ার বর্ণনায় সকল বিষয়ের জ্ঞান শুনে তাঁর মেধা ও জানার গন্ডিকে উচ্চ আসনে বসিয়েছেন। লেখকের রচনায় খুঁটিনাটি বিষয়গুলিতে দিনপঞ্জির প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছেন। কথোপকথনের সময় কোন চিত্রকল্প বা ঘটনা হৃদয়ের মণিকোঠায় যখনই নাড়া দিয়েছিল দুজনেরই নস্ট্যাল্‌জিক্‌ বিষয়গুলি তাঁরা অনুধাবন করতেন। রোমন্থন করেছেন ফেলে আসা শৈশবের মধুর চিত্রকল্পগুলিকে। এখানেই লেখকের সার্থকতা।

মোঃ নাসির উল্লাহ

২৮শে জানুয়ারি, ২০২৪

প্রাসঙ্গিক কথা

চীনের মতো প্রাচীন ঐতিহ্যে বিকশিত একটি দেশে সিনথিয়ার সাথে আমার পরিচয় ও বন্ধুত্ব একটা অবিশ্বাস্য উচ্চতায় সমাসীন হয়ে উঠেছিলো। আত্মবিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও অন্তরঙ্গতায় পরিপূর্ণ আমাদের বন্ধুত্বের পরিসীমায় অসংখ্য ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে মানুষের দুঃখ বেদনার প্রসঙ্গটি মুখ্য বিষয় হয়ে প্রতিভাত হয়ে উঠে। শহরের কোলাহল ছেড়ে বনানীর নিভৃতে নিরবচ্ছিন্ন পরিবেশে আমাদের আসর বসেছে বহু নিশিদিন। সিনথিয়ার বিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ দক্ষতা ছাড়াও তাঁর অভূতপূর্ব মায়াবী শক্তি ও রহস্যময়তায় আমি বিস্মিত ও উদ্বেলিত হয়েছি যা দীর্ঘবছর পরও আমার কাছে মহারহস্য হিসাবেই বিরাজমান রয়েছে। তবে সবকিছু ছাপিয়ে আমাদের হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে উৎসরিত মানবতার আলোকচ্ছটায় আমরা মহিমান্বিত হয়ে উঠেছিলাম। সুদূরপ্রসারী আমাদের এই দুরন্ত আকাঙ্খা বিশ্বব্যাপী সকল মানুষের হৃদয় স্পর্শ করবে, মানবাধিকার ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত মানবজাতির বিজয়ধ্বজা অধিক উচ্চতায় উড্ডীন হবে দেশ থেকে দেশান্তরে, এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হয়েছিলাম।

সিনথিয়াকে কথা দিয়েছিলাম যে চীন দেশে তাঁর সাথে বন্ধুত্বের যাদুস্পর্শে যে সকল অবিশ্বাস্য ঘটনাপ্রবাহের উন্মেষ ঘটেছিলো তা আমি পুস্তকাকারে প্রকাশ করবো। কিন্তু বাস্তবতা এতটাই নির্মম যে অবিরত লেখার তাড়না অনুভূত হওয়া সত্ত্বেও আমার কর্মক্ষেত্রের ব্যস্ততায় আমি সময়ের কাছে হার মেনে গেছি বারবার। ভারতের ভূজ ভূমিকম্প ও ইন্দোনেশিয়ার সুনামি পরবর্তী দায়িত্ব আমাকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে অনেকগুলো বছর। এভাবে সময় যেমন গড়িয়ে গেছে অনেক, ব্যস্ততাও বেড়েছে সমহারে। এতদ্‌সত্ত্বেও সিনথিয়াকে দেয়া ওয়াদার তাড়না থেকে আমি এক মুহূর্তের জন্যও মুক্ত হতে পারিনি। পরবর্তীতে একটা সময়ে সমস্ত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে বইটি রচনায় নিমগ্ন হলাম এবং প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সমাপ্ত করতে সমর্থ হলাম। এরপর বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের আগমনের পর আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্টর একজন পরামর্শক হিসাবে কাজের ব্যস্ততায় আবার চার বছরের একটা ছেদ পড়লেও পরবর্তীতে এই ব্যস্ততার মধ্যে বাকি কাজটুকু সমাপ্ত করতে সমর্থ হলাম। লেখার এই দীর্ঘসূত্রিতার কারণে বইটা শেষ করতে আমার দশ বছরের বেশি সময় লেগে গেল।

সুদীর্ঘ বাইশ বছরের প্রতীক্ষার পর আমার এই বই প্রকাশের সংবাদটি সিনথিয়া জানতে পারবে কিনা জানিনা তবে অগণিত মানুষ বইটি পড়বে – তাঁর বাসনা যদি পূরণ হয় তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে। আমার অন্তরাত্মা পুলকিত হবে।

এ কে এম হারুন আল রশিদ
১লা ডিসেম্বর, ২০২২

আর্ত মানবতার সেবায় নিবেদিত একটি প্রতিষ্ঠনে একজন কর্মকর্তা হিসাবে আমি কর্মরত। আমাদের কর্মতৎপরতা ও কর্মক্ষেত্র পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত। মানব সেবায় উজ্জীবিত একটি প্রতিষ্ঠান - একটি আন্দোলন। দুর্যোগ ও দুর্ঘটনায় বিপন্ন মানুষ যখন অসহায় ও দিশেহারা হয়ে পড়ে তখন সুসংগঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি কর্মমূখর হয়ে উঠে এবং এর অন্তর্নিহিত অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ কিছু নীতিমালায় বিশ্বাসী ও নিবেদিত স্বেচ্ছাসেবকেরা পরম যত্নের সাথে আর্ত মানবতার সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন। স্বেচ্ছাসেবার মধ্যে অনাবিল একটা আনন্দ আছে এবং স্বেচ্ছাসেবকেরা কিভাবে তা আহরণ করে সেটা প্রত্যক্ষ ও হৃদয়ঙ্গম করতে আমার বেশিদিন সময় লাগেনি। এজন্যই হয়তোবা চাকুরিজীবী হওয়া সত্ত্বেও আমি একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নিজেকে স্থলাভিষিক্ত করতে পেরেছি এবং ঐ অনাবিল আনন্দের একজন ন্যায্য ভাগীদারও হতে পেরেছি।

১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সেপ্টেম্বর মাসে আমি চাকুরিতে যোগদানের পর মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী সুইডেনের একজন নাগরিক মিঃ ক্ল্যাস হেগস্ট্রম এর স্নেহ ও সান্নিধ্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশের উপকূলের পাঁচ লক্ষাধিক মানুষের প্রাণহানি এবং অগণিত বিপন্ন মানুষের যন্ত্রণার সময়টাতে মিঃ ক্ল্যাস হেগস্ট্রম আর্ত মানবতার সেবায় নিবেদিত বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত মানবিক প্রতিষ্ঠানটির একজন আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি হিসাবে এ দেশে আসেন। তিনি তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ চিন্তা চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থার একটি রূপরেখা প্রণয়ন করেন এবং তা প্রতিষ্ঠা করেন। এই কার্যক্রমটিকে সুদূরপ্রসারী এবং টেকসই করার লক্ষ্যে তিনি সরকারের সহযোগিতার ক্ষেত্রটিও বিন্যস্ত করেন। মিঃ হেগস্ট্রমের মধ্যেও আমি একজন দরদী স্বেচ্ছাসেবককে আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম।

পৃথিবীর এই সংক্ষিপ্ত জীবনটুকুতে মানুষের আশেপাশে হাতের কাছে বহু মূল্যবান সামগ্রী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তবে সবাই কি এগুলোর খোঁজ পেয়ে ধন্য হতে পারে? আমার অনেক সহকর্মী তাদের দীর্ঘদিনের কর্মজীবনে অনেক অতৃপ্তির কথা আমাকে বলেছেন, অত্যন্ত কাছে অবস্থান করেও আনন্দের পরশ পাথরটির সন্ধান তারা পাননি।

চাকুরি জীবনে আমার কর্মব্যস্ততা দিনের পর দিন শুধু বেড়েই গেছে, এতটুকুও কমেনি কখনও। প্রতিটি দিনের প্রভাতই আমাকে উদ্বেলিত করেছে দারুণভাবে। হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে কর্মতৎপরতা, তাঁদের প্রশিক্ষণ, সেবামূলক কর্মকান্ডে মনোবল ও আস্থার উন্নয়ন, দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রশমন বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে নতুন ধারা প্রবর্তন ইত্যাদি ব্যস্ততা নিয়েই আমার কর্মচঞ্চল সময় অতিবাহিত হয়েছে এবং নিয়তই তা দাপ্তরিক নির্ধারিত সময়ের সীমারেখা ডিঙ্গিয়ে গেছে। এই রোমাঞ্চকর তৎপরতার মধ্যে যখন বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সৃষ্টিজনিত কারণে ঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়া যেতো তখন অধীর আগ্রহে নিরীক্ষণপূর্বক অপেক্ষা করতাম স্বেচ্ছাসেবকদের দুর্যোগ প্রস্তুতি কাজের সফলতার সংবাদ পেতে। সফলতা মানে বিধ্বংসী ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের করাল গ্রাস থেকে বিপদাপন্ন জন-মানুষের জীবন রক্ষার প্রয়াস। প্রায়শঃই সফলতায় আবেগতাড়িত হয়ে রেডিওর মাধ্যমে প্রত্যন্ত কোন দ্বীপাঞ্চলে কর্মমূখর স্বেচ্ছাসেবদেরকে অভিবাদন জানাতাম। মনের নিভৃত কোণে একটা পুলক শিহরণ বয়ে যেত - মনে হতো এই সফলতা আমারও।

আমার কর্মস্থল ছিল অনেক বিস্তৃত। সাত শতাধিক কিলোমিটার প্রলম্বিত বাংলাদেশের দ্বীপাঞ্চল সমৃদ্ধ উপকূলীয় এলাকা। টেকনাফ থেকে সুন্দরবনের কোলঘেঁষা জনবসতি পর্যন্ত।

কর্মস্থল অনেক বড় হওয়ার কারণে ঘন ঘন আমাকে সফরে যেতে হতো। বেশ মনে আছে, ১৯৯৯ সালের জুলাই মাস। স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ তদারকি কাজ শেষে প্রায় দু'সপ্তাহ পর ঢাকায় এসেই শুনতে পেলাম যে, আমাদের সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল আলী হাসান কোরেশী বেশ কয়েকরার আমার খোঁজ করেছেন এবং ফিরে আসার সাথে সাথেই আমি যেন তার সাথে সাক্ষাৎ করি এমনতরো নির্দেশও দিয়ে রেখেছেন। সেক্রেটারি জেনারেল আলী হাসান কোরেশী একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর এবং কর্মতৎপর মানুষ। তিনি সাধারণত বিশেষ কোন কাজ ছাড়া আমাকে তলব করেন না। তবে বিষয়টি কী হতে পারে তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে সোজা চলে গেলাম তার অফিস রুমে।

আমাকে দেখেই তিনি হাত বাড়িয়ে আমার সাথে করমর্দন করলেন এবং বসতে বলে ডান পাশের র‍্যাক থেকে একটি ফাইল বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে সহাস্যে বললেন, ফাইলের ভেতর মেইলটা পড়।

জেনেভা থেকে আমাদের সংস্থার এশিয়ান ডেস্কের সেক্রেটারি প্রেরিত একটা মেইল। আমি ফাইলটা হাতে নিয়ে নিমিষেই মেইলটা পড়ে ফেললাম। চীন দেশে আমাদের সংস্থার ডেলিগেশনে একজন ডেলিগেট হিসাবে কাজ করার জন্য আমাকে মনোনীত করা হয়েছে। আমি কয়েকবার মেইলটি পড়লাম। অতঃপর উদ্বেলিত মনের ভাব অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে নিবৃত্ত করে বসের দিকে তাকালাম।

বস জিজ্ঞেস করলেন, অফারটি পছন্দ হচ্ছে?

বসকে আমি ভাল করে জানি, তিনিও আমাকে ভাল করে জানেন। আমার প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাসের প্রমাণ বহুবার আমি পেয়েছি। আমার প্রতি তাঁর সুগভীর কিন্তু অদৃশ্যমান স্নেহ মমতার জন্য আমিও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত ছিলাম। আমি তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছি অনেক। মানুষের জন্য মানুষের প্রেরণা অতিশয় মূল্যবান। প্রেরণা মানুষের অনুভূতিকে সঞ্চারিত করে, তাঁর প্রজ্ঞার দুয়ার উন্মোচন করে, মেধা ও মনন অনুরণিত ক'রে কৃতকর্মে বৈচিত্রের সমাহার ঘটিয়ে তাকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে সহায়তা করে।

আমি সহাস্য বদনে বললাম, স্যার অফারটি আমার পছন্দ হয়েছে, সবার সহায়তা পেলে আমি ভাল করতে পারব। এরপর আর অন্য কথায় না গিয়ে তিনি সরাসরি বললেন, প্রস্তুতি নাও, চলতি মাসের শেষের দিকে জেনেভা হয়ে বেইজিং যাওয়ার ব্যবস্থা হবে।

মিশনটির মেয়াদ প্রাথমিক পর্যায়ে তিন মাসের জন্য বলা হলেও পরবর্তীতে এর মেয়াদ আরও বাড়বে বলে তিনি আমাকে জানালেন এবং একই সাথে আমাকে জেনেভা সেক্রেটারিয়েটের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য বললেন।

আমি বসকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার অফিসে ফিরে এলাম।

সংবাদটি শোনার পর আমার সহকর্মীরা আমাকে অভিনন্দন জানালেন। তবে আমার প্রোগ্রামের পরিচালক জনাব এমদাদ হোসেন আমাকে স্বাগত জানালেও তাঁর মধ্যে একটা অতৃপ্তির রেশ আমার দৃষ্টি এড়াতে পারলো না। হঠাৎ করে আমার অনুপস্থিতিতে একটা প্রতিষ্ঠিত বিশাল কর্মকান্ডের নানাবিধ দায়িত্বভার পুনর্বিন্যাস করা এবং কার্যকারিতা অক্ষুণ্ন রাখার চ্যালেঞ্জ থেকেই যে অতৃপ্তিটুকুর আবির্ভাব তা বুঝতে পারলাম।

আমি কালক্ষেপণ না করে কাজ গোছানোর প্রতি মনোনিবেশ করলাম। সবেতো আগষ্ট মাস শুরু হলো, হাতে এখনো ছাব্বিশ দিন রয়েছে। দাপ্তরিক দায়িত্ব গোছানোর পাশাপাশি ব্যক্তিগত প্রস্তুতির প্রয়োজনও রয়েছে। বাড়ি ফেরার পর গিন্নিকে খবরটা জানালাম। গিন্নি অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে সহাস্য বদনে বললো, এই আনন্দের খবরটি স্বজনদের সবাইকে এখুনি জানানো প্রয়োজন। একথা বলেই গিন্নি টেলিফোন নিয়ে বসে পড়লো। আমার বড় কন্যা ইমন বিদেশ থেকে কি কি আনতে হবে তার একটা ফিরিস্তি শুনিয়ে দিল। ছোট কন্যা চমনের আবদার হলো চকোলেট, সে আমাকে শাসিয়ে বললো, চকোলেট না আনলে ফিরে আসার পর তোমাকে বাসায়ই ঢুকতে দেবো না। আমার পাঁচ বছর বয়সী পুত্র উল্লাস তেমনটা খুশি হয়েছে বলে মনে হলো না। আমি দূরে চলে যাব এবং ওর সাথে খেলবো না, একসাথে ঘুমাবো না এটা হয়তো ও মেনে নিতে পারছে না। তবুও ওকে সান্তনা দিয়ে বললাম যে তোমার জন্যতো বেশি বেশি চকোলেট আর খেলনা নিয়ে আসবো।

আমি ওদেরকে সবাইকে আশ্বস্ত করে বললাম যে সবার জন্যই সবকিছু আনব।

একে একে আত্মীয় ও বন্ধুদের জানানো শেষ হলে গিন্নি আমাকে বললো, তা তোমার মিশনটা কতদিনের জন্য হলো?
আমি বললাম আপাতত তিন মাস বলা হলেও সময়সীমা বর্ধিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা আছে বলে আমাদের মহাসচিব আমাকে জানিয়েছেন।

মোটামুটি এক সপ্তাহের মধ্যেই দাপ্তরিক কাজ গুছিয়ে নিলাম। এর মধ্যে সুইজারল্যান্ড এবং চীনের ভিসা সম্পন্নের কাজও চলছিল। দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম দিকেই মায়ের সাথে দেখা করার জন্য বাড়ি গেলাম। আমার বাড়ি মানিকগঞ্জ শহরে। ঢাকা থেকে সড়ক পথে মাত্র ষাট কিলোমিটার, যানজট না থাকলে যেতে সর্বসাকুল্যে দেড় ঘন্টার বেশি সময় লাগে না। চাকুরির সুবাদে ঢাকায় থাকতে হলেও মোটামুটি প্রতি দু'মাসে অন্তত একবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে মানিকগঞ্জ যাওয়া হয়। প্রধান উদ্দেশ্য মায়ের সাথে দেখা করা, ভাইবোনদের সাথে দেখা করা তৎপর বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আড্ডা দেয়া।
আমাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা নেহাত কম নয়। সাত বোন দুই ভাই। ভাইয়ের মধ্যে আমি বড়। আমার বড় এক বোন এবং বাকি সবাই আমার ছোট। ভাইবোন সবারই বিয়ে হয়েছে। সমষ্টিগতভাবে হিসাব করলে ছেলেমেয়েসহ পঁচিশ জনের সমাহার। জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে সবাই বাড়ি ছাড়া হলেও আমাদের পরিবারিক বন্ধন ও সংযুক্তি অত্যন্ত সুদৃঢ়। ঐতিহ্যগতভাবেই এই গুণাবলী আমাদের পরিবারের সকল সদস্যদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। হয়তোবা শুধুমাত্র পারিবারিক আন্তরিকতার কারণে কাছের ও দূরের আত্মীয়-স্বজন প্রতিনিয়তই আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করেন।
এর বড় কারণ ছিল আমার বাবা। তাঁর সাহচর্য লাভ সবার জন্যই অত্যন্ত লোভনীয় ছিল। ঈদের সময় আমরা যখন সবাই বাড়িতে যেতাম তখন যে কি আনন্দ হতো তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আমার আব্বা বেশ কয়েকবছর পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। আব্বার ইন্তেকালের পর আমাদের বাড়ির আনন্দের মাত্রাও পরিবর্তিত হয়েছে।

চাকুরী করার জন্য চীন দেশে যেতে হবে শুনে মা খুশি হলেন এবং বললেন, দেখে শুনে চলো আর স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রেখো বাবা। লক্ষ্য করলাম, মা সেদিন জায়নামাজে অধিক সময় অতিবাহিত

করলেন। মায়ের আশীর্বাদ, ভাইবোনদের দোয়া ও বন্ধুদের শুভ কামনা নিয়ে ঢাকায় ফিরে এলাম। গিন্নির সার্বক্ষণিক সহযোগিতায় সবকিছু ঠিকঠাক গোছাতে মোটেই বেগ পেতে হলোনা। ভিসা ব্যবস্থা করতে কয়েকটা দিন ব্যস্ততায় কাটলো।

নতুন কিছু করতে গেলে রোমাঞ্চিত হওয়া আমার অতি পুরানো অভ্যাস। এই রোমাঞ্চিত অবস্থাটা যদি দীর্ঘতর হয় তবে মন ও মননে এর প্রভাব পড়ে, এক ধরনের উষ্ণতা ও মৃদু জ্বর শরীরকে আচ্ছন্ন করে, বিশেষ করে ঠোঁটে জ্বরঠুঁটো বা জ্বরঠোসা বের হয়। এবারও এর ব্যতিক্রম তো হলোই না পক্ষান্তরে অসংখ্য জ্বরঠুঁটোয় মুখের আদলটাই বদলে যাওয়ার অবস্থা হলো। জ্বরঠুঁটো একবার হলে সহজে ভালো হতে চায় না। জ্বর হয়তোবা দুতিন দিনেই সেরে যায় কিন্তু জ্বরঠুঁটো ভালো হতে সময় লাগে সাত থেকে দশ দিন। এমনিতর অবস্থার মধ্যে অবশেষে সেই কাঙ্খিত দিনটির সূর্যোদয় হলো। সুটকেস-ব্যাগ ঠিকমতো গোছানো হয়েছে কিনা তা আবার পরীক্ষা করা হলো। ইমন, চমন ও উল্লাসকে নিয়ে গিন্নি এয়ারপোর্ট পর্যন্ত এলেন। হঠাৎ মনটা বিষণ্ন হলো। গিন্নিকে দুএকটা জরুরি উপদেশ দিয়ে ছেলেমেয়েদেরকে আদর জানিয়ে টার্মিনালে ঢুকে গেলাম। সময়মতই বিমান আকাশে উড়লো। পরদিন সকালেই জেনেভা পৌঁছলাম। হোটেলে কিছুটা বিশ্রামের পর বাইরে বের হলাম। ছিমছাম, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন শহর। পরিসরে শহরটা কত বড় তা অনুমান করতে না পারলেও জেনেভা খুবই গোছানো এবং সুন্দর বলে মনে হলো।

মহামনীষী জীন হেনরী ডুনান্ট এর জন্মস্থান আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের সূতিকাগার জেনেভাকে গৌরবোজ্জ্বল একটি শহরের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। বেলা এগারোটা নাগাদ আমার সংস্থার আন্তর্জাতিক সদর দপ্তরে হাজির হলাম। চেনা অচেনা অনেকের সাথেই সাক্ষাৎ হলো। এশিয়া প্যাসেফিক ডেস্ক থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহের পর পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী উর্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে একের পর এক সাক্ষাৎ ও ব্রিফিং চলতে থাকলো। পরিচিত একজন কর্মকতার আমন্ত্রণে লাঞ্চের পর্বটিও সমাধা হলো। অপরাহ্নটি ভালই কাটলো। জেনেভা শহর ঘুরে ফিরে দেখা হলো। লেকের ভেতর সুউচ্চ ফোয়ারায় প্রবল বেগে পানির বিচ্ছুরণ সত্যিই উপভোগ করার মত। পরদিনও দাপ্তরিক ব্যস্ততায় কাটলো।

তৃতীয় দিন অপরাহ্নে জেনেভা থেকে আবার আকাশে উড়লো বিমান। লক্ষ্য বেইজিং। বেশ দীর্ঘ যাত্রা। অনেক উচ্চতায় বিমান। জানালা দিয়ে দৃশ্যমান বিস্তৃত নীল আকাশ। খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘমালা ভেদ করে এগিয়ে চলছে বিমান, নিচে বহু দূরের অবস্থানে যেন পাখির দৃষ্টিতে দেখা পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, বনভূমি খচিত ভূ-খণ্ড। সে এক অভাবনীয় নৈসর্গিক দৃশ্য।

মনে মনে চীন দেশের কথা ভাবছিলাম, ছোটবেলা থেকেই চীনের প্রতি আমার কৌতুহলের শেষ ছিল না। চীনের ইতিহাস, প্রাচীন সভ্যতা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ইত্যাদি আমাকে আকৃষ্ট করতো নিয়তই। চীনে যাওয়ার এমন সুবর্ণ সুযোগ পাওয়ায় সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মনে-প্রাণে পুলক অনুভব করছিলাম। ডিংকস্, স্ন্যাকস, চা-কফি পরিবেশন শেষ হয়েছে। বেশিরভাগ যাত্রীই গল্পগুজবে মশগুল। তবে আমার পাশের ভদ্রলোক তন্দ্রাচ্ছন্ন।

ঠিক এমনি সময়ে ঘটে গেল এক অভাবনীয় ঘটনা। আমি ওয়াশ রুমে যাব বলে আমার সিট থেকে উঠে সামনে একটু এগিয়েছি, এমনসময় হঠাৎ করে এক ঝলক তরল পদার্থ সবেগে ছুটে এসে আমার মুখমণ্ডল ও পরিধেয় জামাকাপড় ভিজিয়ে দিল। পরিস্থিতির আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে গেলাম।

মুখমণ্ডলের উপর থেকে চুইয়ে জিহ্বায় পড়তেই টের পেলাম যে দ্রব্যটি কোমল পানীয়। তাকিয়ে দেখলাম যে আমার পাশের সারির ডান দিকের সিটে উপবিষ্ট এক মহিলা বিস্ময় ও বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে এবং তাঁর হাতে ধরা ক্যান থেকে তখনও কালচে রংয়ের পানীয় উপচিয়ে পড়ছে। নিমিষেই বুঝতে পাররাম যে কোমল পানির ক্যানে কোন কারণবশত সঞ্চিত গ্যাসের প্রভাবেই এমনতর অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সবার অলক্ষ্যে অনেকটা নীরবেই ঘটনাটি ঘটে গেল। সম্ভবত এয়ার হোস্টেজরা চা-কফি পানে ব্যস্ত ছিল, এজন্য ঘটনাটি সম্পর্কে তারাও কিছু জানতে পারল না। ঘটনার আকস্মিকতা কেটে যাওয়ার পর মহিলাটি তাঁর আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একটা তোয়ালে দিয়ে আলতো হাতে সার্টে লেগে থাকা হালকা কালচে দাগ মুছে ফেলার প্রচেষ্টায় রত হলো। বার বার তোয়ালের ঘর্ষণে দাগগুলো সম্পূর্ণ না হলেও বেশ কিছুটা দূরীভূত হলো।

আমি তাকে উদ্বিগ্ন না হওয়ার জন্য বললাম, দাগগুলো তো প্রায় উঠেই গেছে, তাছাড়া আমার হ্যান্ডব্যাগে টি-সার্ট রয়েছে। মেয়েটি আশ্বস্ত হলো। আমি ওয়াশ রুমে গিয়ে ভেজা টিস্যু দিয়ে সার্টের দাগগুলো মুছে ফেলার চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুটা ফিকে হয়ে দাগগুলো রয়েই গেল। আমি আমার সিটে ফিরে এলাম। ফেরার সময় দেখলাম যে মহিলাটি তার সিটটাকে হেলিয়ে নিয়ে রিডিং লাইট জ্বালিয়ে বই পড়ছে। লক্ষ্য করলাম দৃঢ়চিত্ত সম্পন্ন ঐ মহিলা অপূর্ব সুন্দরীও বটে।

আমি আমার চিন্তার জগতে ফিরে যেতে চাইলাম কিন্তু একটি বিষয় আমার চিন্তাকে বাধাগ্রস্ত করছিল আর তা হলো ঘটনাটি ঘটার পর মহিলাটির দুঃখ প্রকাশ না করা। কৃতকর্মের জন্য স্বাভাবিকভাবেই তার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত ছিল। কেন যে সে 'দুঃখিত' শব্দটিও উচ্চারণ করল না তা আমাকে বার বার অস্বস্তিতে ফেলছিল। তবে ঘটনাটি ঘটার পর তার অব্যক্ত অনুশোচনার অভিব্যক্তি এবং শুশ্রুষার কথা মনে করে সান্তনা লাভ করলাম। এর পরও তার দুঃখ প্রকাশ না করার বিষয়টি আমার কাছে রহস্যপূর্ণই থেকে গেলো। মনের এসকল মিশ্র প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কখন যে ঘুমিয়ে গেলাম টের পেলাম না।

কিছুক্ষণ পর ঘুম ভেঙ্গে গেল। ওয়াশ রুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। অতঃপর এক কাপ গরম কফির কল্যাণে স্বল্প সময়ের ভ্রমণজনিত ঘূমের ক্লান্তি দূরীভূত হলো। আমার পার্শ্ববর্তী সারিতে উপবিষ্ট ঐ মহিলাটি তখনোও নিবিষ্ট মনে বইয়ের ভেতর ডুবে রয়েছে। একটা ভাল ভিডিও দেখার জন্য আমি ভিডিও লিষ্ট উল্টে পাল্টে দেখলাম। একটা প্রামাণ্য ভিডিও খুঁজে পেলাম। এর বিষয়বস্তু হচ্ছে এশিয়ার স্বল্পোন্নত দেশে কৃষি কাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও পোকামাকড় দমনের জন্য রাসায়নিক বিষাক্ত ঔষধ ব্যবহার এবং এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কিত।

যদিও বিষয়টি আমার কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় তবুও ভিডিওটির নামের আকর্ষণে আমি প্রলুব্ধ হলাম। বাল্যকালে বেশ কয়েক বছর আমি আমাদের গ্রামের বাড়িতে ছিলাম। আমার আত্মীয় স্বজনের অনেকেই কৃষিকাজে ব্যাপৃত ছিল। সূর্য উদয়ের পূর্বে প্রতি প্রত্যুষেই লাঙ্গল-জোয়াল-গরু নিয়ে কৃষকদের উন্মুক্ত মাঠের উপর দিয়ে পরিস্ফুট শিশির মাড়িয়ে ছুটে চলা আমাকে আপ্লুত করত অহর্নিশ।

ছেলেবেলায় আমি প্রায়ই অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে পড়তাম। সূর্য উঠার আগে ঐ সময়টায় পাখিদের কলকাকলী ও গুঞ্জন আমাকে দারুণভাবে প্রলুব্ধ করতো। কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে বেশ কয়েকদিন আমিও ওদের সাথে মাঠে গিয়েছি। সূর্য ওঠার আগে থরে থরে বিন্যস্ত শিশির

পায়ে দলে পথচলা; সে ছিল এক নির্মল আনন্দে ভরা বিরল অভিজ্ঞতা। মনে পড়ে একদিন দুপুর পর্যন্ত ওদের সাথে মাঠে ছিলাম। হাল ধরে জমি চাষ করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু পারিনি, উপরন্তু অনভিজ্ঞ হাতের লাঙ্গলের ফাল গরুর পায়ে লেগে গরুকেই আহত করেছিলো। স্পষ্ট মনে আছে তখনকার সময়ে ফসল ফলানোর জন্য জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হতো না তবে বিভিন্ন প্রকার জৈব সারের ব্যবহার দেখেছি। পোকামাকড় দমনের জন্য বিষাক্ত কোন রাসায়নিক পদার্থ যতদূর মনে পড়ে তখন ছিল না। প্রায় ত্রিশ মিনিটের ভিডিওটি দেখে মনটা বিষণ্নতায় ছেয়ে গেল। তথ্যসমৃদ্ধ নিদারুণ বাস্তবতায় ভবিষ্যতের একটা করুণ চিত্র আমার মানসপটে উদিত হলো। কী সাংঘাতিক তথ্য, পোকামাকড় দমনের জন্য ব্যবহৃত বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ পোকামাকড়ের সাথে মাটির উর্বরা শক্তির আধার অগণন অনুজীবগুলোকেও মেরে ফেলছে। অন্যদিকে মরা পোকামাকড় খেয়ে সাপ, ব্যাঙ ও বিভিন্ন প্রজাতির পাখি বিলুপ্ত হচ্ছে। বৃষ্টির পানিতে মিশে এসকল বিষাক্ত পদার্থ খাল-বিল-নদীতে পড়ছে এবং মাছের জন্য জীবন বিনাশী হয়ে একের পর এক বিভিন্ন প্রজাতির মাছ বিলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এর সাথে যুক্ত হচ্ছে ক্রমবিকাশমান কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ। ক্রমাগত বিষাক্ত হচ্ছে নদ-নদীর পানি। অতি ধীরগতিতে চলা এই প্রক্রিয়া আগামীদিনের পৃথিবীকে বন্ধ্যা করে ছাড়বে এ কথা নির্দ্ধিধায় বলা হয়েছে ভিডিওটিতে। মনে মনে ভাবলাম, জীববৈচিত্র ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এতো প্রয়োজনীয় ও তথ্যসমৃদ্ধ এ সকল কথা ব্যাপকভাবে প্রচারের দাবী রাখে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম যে দেশে ফিরে গিয়ে ব্যাপকভাবে না পারলেও স্বল্প পরিসরে আমাদের গ্রামে এই সকল অতি প্রয়োজনীয় কথা প্রচারের কাজ শুরু করবো।

চোখ বন্ধ করে চিন্তার সাগরে ডুব দিলাম। অসংখ্য চিত্রের সমাবেশের মধ্যে দু একটি চিত্রের ভেতর ঢুকে গেলাম। অবসর সময়ে স্মৃতি রোমন্থন করা আমার একটা অভ্যাস। স্মৃতি রোমন্থনের সাথে সাথে ভবিষ্যতে বিশেষভাবে কি কি করব কল্পনায় তারও একটা চিত্র অংকন করতে আমার ভাল লাগে, এতে আমি পুলকিত হই- আনন্দিত হই।

রাতের খাবার পরিবেশিত হলো। খাবারের পর আরো কয়েকটি স্বল্প দৈর্ঘ্য ভিডিও উপভোগ কররাম। এরপর সিটটাকে পেছন দিকে হেলিয়ে নিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। কল্পনার সাগরে ভাসতে ভাসতে একসময় ঘুমিয়ে গেলাম। সকালে ঘুম থেকে উঠে পরিপাটি হয়ে নিলাম। হালকা ব্রেকফাস্ট পরিবেশিত হলো।

এর কিছুক্ষণ পর ককপিট থেকে ক্যাপ্টেনের গুরুগম্ভীর স্বরের ঘোষণা শোনা গেলো, অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা বেইজিং অবতরণ করতে যাচ্ছি। এমিরাটস্ এয়ারওয়েতে ভ্রমণের জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। এরপর সিট বেল্ট বাঁধার তাগাদা এলো। বিমান নিচের দিকে নামতে শুরু করলো। পরবর্তী কয়েক মিনিটের মধ্যেই রানওয়ে গড়িয়ে টার্মিনাল সংলগ্ন নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে বিমানটি স্থির হলো। এয়ার হেস্টেজের কাছ থেকে কোটটি নিয়ে গায়ে চড়ালাম এবং ব্যাগ থেকে আমাদের সংস্থার প্রতীক চিহ্ন সম্বলিত ব্যাজটি বের করে কোটে লাগিয়ে নিলাম। ব্যাজটি আমার আইডিন্টিটি। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম যে আমার পাশের সারিতে উপবিষ্ট মহিলাটি আমার ব্যাজটির দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। অভিব্যক্তিতে তার রহস্যময় হাসি। আমিও একটু হেসে তার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বিমান থেকে নামার প্রস্তুতিতে মনোযোগী হলাম। যাত্রীরা সবাই একে একে নেমে যাচ্ছে। আমিও ব্যাগটি হাতে নিয়ে সামনে অগ্রসর হলাম। ঐ মহিলাটিকে

দেখতে পেলাম না। কোন ফাঁকে সে সামনে এগিয়ে গেছে দেখতে পাইনি। ইচ্ছে ছিল ওর সাথে সাথে নামবো। হয়তোবা চলে যাওয়ার পূর্বে সে আমাকে 'দুঃখিত' এই কথাটি বলবে আর আমি আমার মনে সঞ্চিত অস্বস্তিটুকু থেকে মুক্তি পাবো।

যা হোক ধীরে ধীরে সামনে এগুতে থাকলাম। নীচে নেমে এসে লাগেজ সংগ্রহ করে বাইরে লাউঞ্জে চলে এলাম। মুহূর্তেই আমার সংস্থার বেইজিংস্থ কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ মিঃ রবার্টসনের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। আমার ব্যাজটি দেখেই তিনি আমাকে শনাক্ত করতে পেরেছেন। তিনি আমাকে হ্যালো হারুন বলে অভ্যর্থনা জানালেন। আমিও তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম।

তিনি আমাকে ভ্রমণ কেমন হলো জিজ্ঞেস করলেন।

বললাম- নির্মল, নির্বিঘ্ন ও আনন্দঘন।

কথোপকথনের মধ্যেই দুজনে হেঁটে হেঁটে লাউঞ্জের বাইরে এলাম। গাড়ির ড্রাইভারকে সকালের শুভেচ্ছা জানালাম। ড্রাইভার প্রতি উত্তর দিয়ে লাগেজগুলো গাড়িতে তুললো। আমরা সিটে উপবিষ্ট হলাম।

হঠাৎ সামনে বাম দিকে দাঁড়ানো একটি গাড়ির দিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হলো। অনিমিষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলাম- সেই মহিলাটি আমার দিকে তাকিয়ে পূর্ববৎ রহস্যময় মৃদু হাসির অভিব্যক্তি ছড়িয়ে দিয়ে তার ডান হাতের তর্জনী উঁচিয়ে কিছু একটা অজানা সংকেত জানানোর প্রচেষ্টায় রত। আমি পুলকিত হলাম। মনের কোণে সঞ্চিত অস্বস্তিটুকু কিছুটা হলেও দূরীভূত হলো। দেখলাম মহিলাটির গাড়ি বেরিয়ে গেল। আমরাও আমাদের গন্তব্যে যাত্রা করলাম।

অনেক দিনের স্বপ্নে দেখা আরাধ্যের দেশ চীনের রাজধানী বেইজিং সিটির রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে এর সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম আর এক অভূতপূর্ব শিহরণে শিহরিত হচ্ছিলাম। এর ফাঁকে ফাঁকে মিঃ রবার্টসনের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবও দিচ্ছিলাম। এভাবে চলতে চলতে প্রায় ঘন্টাদেড়েক পর বেইজিংয়ের ওয়াংফুজিং এ্যাভিনিউতে আমার আবাসস্থল 'ক্রাউন প্লাজা' হোটেলে এসে উপস্থিত হলাম।

মিঃ রবার্টসন কতিপয় উপদেশ প্রদানের পর হোটেল থেকে বিদায় নিলেন।

হোটেলে চেক ইন-এর পর ভাল করে গোসল করে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। বেইজিং সিটি ম্যাপটি হাতে নিয়ে তিয়েনএনমেন স্কয়ারের অবস্থান নির্ণয় করলাম এবং বিকেলবেলা ওখানে যাব বলে মনস্থির করলাম। সময়ের পার্থক্য ও ভ্রমণজনিত ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে গেলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই।

বিকেলবেলা তিয়েনএনমেন স্কয়ারে গেলাম। স্থানটি আমার হোটেল থেকে স্বল্প দূরত্বের পথ। সকালে বিকালে হাঁটার জন্য আদর্শ দূরত্ব। প্রাচীন ইতিহাসের স্বাক্ষর বহনকারী তিয়েনএনমেন স্কয়ার বিশাল এক চত্বরের চতুস্পার্শে দৃষ্টিনন্দন বিভিন্ন স্থাপনা দ্বারা পরিবেষ্টিত। অসংখ্য মানুষ ঘুরে ফিরে দেখছে আর আনন্দ উপভোগ করছে। দেখে মনে হলো এখানে বিদেশীদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। একজন পর্যটকের সাথে আলাপ হলো এবং তিনি আমাকে জানালেন যে চুআল্লিশ হেক্টর জায়গা জুড়ে এই স্কয়ারটি বিস্তৃত। তিনি আমাকে স্কয়ারের মাঝবরাবর জাতীয় নেতাদের স্মৃতিবহ স্তম্ভ, উত্তর দিকে চ্যাং এন এ্যাভিনিউ, তিতেনএনমেন ফটক, মাও সেতুং এর বিশাল ভাস্কর্য, ফরবিডেন সিটি, পশ্চিম দিকে গ্রেট হল অব পিপল, পূর্ব দিক ন্যাশনাল হিষ্ট্রি মিউজিয়াম ইত্যাদির সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বিদেশী পর্যটককে ধন্যবাদ জানিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে হোটেলে ফিরে এলাম। বেইজিং-এ প্রথম দিনটা বেশ ভালই কাটলো।

সন্ধ্যার পর আমার মিশন সংক্রান্ত বিষয়াদির উপর চোখ বুলিয়ে নিলাম। রাতের খাবারের পর ঘুমিয়ে গেলাম। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বুঝতে পারলাম দীর্ঘ ভ্রমণজনিত ক্লান্তি অধিকাংশই দূরীভূত হয়েছে। প্রাতঃরাশ সেরে অফিসের উদ্দেশ্যে বের হলাম। নির্দেশমতো হেঁটে হেঁটেই আমাদের সংস্থার বেইজিং সদর দপ্তরে পৌঁছে গেলাম। সদর দপ্তরটি কয়েকতলা বিশিষ্ট বড় একটি ভবনে অবস্থিত। ভবনের মূল প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকেই বেশ বড় একটি চত্বরে পার্ক করা গাড়ি থেকে একজন নেমে এসে আমাকে স্বাগত জানিয়ে মিঃ রবার্টসনের অফিস দেখিয়ে দিল। এ হচ্ছে সেই ড্রাইভার যে আমাকে গতকাল এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে নিয়ে এসেছিল। সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে অফিসে হাজির হলাম।

মিঃ রবার্টসন আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং একই সাথে কতিপয় প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, এই যেমন, কেমন লাগছে বেইজিং, ঘুম কেমন হলো, অফিসে আসতে কোন অসুবিধা হয়েছে কি না ইত্যাদি।

তিনি আমাকে ডেলিগেটবৃন্দ ও ষ্টাফদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অতঃপর একটি টেবিলের সামনে থেমে গিয়ে আমাকে বললেন, এই টেবিলটি তোমার।

আমি রবার্টসনকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার টেবিলে উপবেশন করলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অফিস সেক্রেটারি আমার ব্যবহারের জন্য একটি ল্যাপটপ এবং দাপ্তরিক কিছু কাগজপত্র আমাকে বুঝিয়ে দিলেন।

ঐ সময়ে আমাদের সংস্থার চীন ডেলিগেশনে আরও দুজন ডেলিগেট কর্মরত ছিলেন। এদের মধ্যে রস আর্মিটেজ ছিলেন রিপোর্টিং ডেলিগেট এবং মাইক এ্যাসওয়ার্থ ছিলেন ফাইনান্স ডেলিগেট। প্রোগ্রাম অফিসার মিস চাঙমিং এবং সেক্রেটারি মিস লিলিং স্থানীয় ষ্টাফ।

প্রথম দিনই সবার সাথে বেশ কিছু আলাপ আলোচনা হলো। সবাইকে আমার খুব আন্তরিক মনে হলো। চীনের এই মিশনটায় যাদের সাথে কাজ করবো তারা সবাই উচ্ছল ও প্রাণখোলা মানুষ এ কথা ভেবে সাচ্ছন্দ বোধ করলাম এবং মনটাও আনন্দে ভরে উঠলো।

এর পরের দিন আমাদের সংস্থার চায়না সোসাইটির সেক্রেটারি জেনারেল এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে পরিচিত হলাম। এদের মধ্যে বহিঃসম্পর্ক বিভাগের উপ-পরিচালক মিঃ ওয়াং আমার পূর্ব পরিচিত। বাংলাদেশে সে অনেকদিন কাজ করেছে।

মিঃ ওয়াং আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, তোমার সাথে অনেকদিন পর দেখা হলো, ভালই হলো, আবার আমরা একসাথে কাজ করতে পারবো, তবে এখানের প্রেক্ষাপট ভিন্ন, কর্ম সম্পাদন কালে তোমার কোন সহযোগিতা প্রয়োজন হলে আমাকে জানাবে।

দেখতে দেখতে দু দিন পার হলো। প্রতিদিন সকালে হেঁটে অফিসে যাই এবং বিকেলে আবার হেঁটেই হোটেলে ফিরি। আমার মিশনটা মাত্র তিন মাসের হওয়াতে কোন ফ্ল্যাটে উঠার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। তবে হোটেলটি ভাল বিধায় ফ্ল্যাটের সাথে এর পার্থক্যও খুব একটা ছিল না। এরই মধ্যে মাঝে মাঝে সহকর্মী ডেলিগেটদের সাথে ডিনারে অংশ নিয়েছি। সাপ্তাহিক ছুটি শনি ও রবিবার।

সে দিনটি রবিবার ছিল, বিকেলবেলা আমার সহকর্মী মাইকের সাথে বাইরে বেরিয়েছি। তিয়েনএনমেন স্কয়ারে ঘন্টাখানেক হাঁটাহাঁটির পর ডিনার পর্বটা সেরে নেয়ার জন্য ওমর খৈয়াম

নামের একটা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে এসেছি। আধো আলো আধো ছায়া পরিবেশ। মৃদুমন্দ সেতারের ঝংকার এবং কৃত্রিম ঝর্ণার পানির শব্দ যেন শিহরিত করছে সবাইকে। মাইকের সাথে কি একটা বিষয় নিয়ে আলাপ করছি। হঠাৎ রেস্টুরেন্টের কোণের একটা টেবিলে বসা এক মহিলার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হলো। বিস্ময়াবিভূত হয়ে দেখলাম প্লেনে অঘটন ঘটানো সেই মহিলাটিকে। সম্ভবত তার ডিনার পর্ব শেষ হয়েছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে ভ্যানিটি ব্যাগটি হাতে নিয়ে সামনের দিকে এগুতে থাকলো। সে আমাকে দেখতে পেলো। সামনাসামনি হওয়া মাত্রই তার সাথে দৃষ্টি বিনিময় হলো। আবার সেই রহস্যময় মৃদু হাসির অভিব্যক্তি আর ডান হাতের তর্জনী উঁচিয়ে অজানা এক সংকেত জানিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে সে বেরিয়ে গেল। মাইকের কাছ থেকে আমার অস্বস্তি ভাবটুকু লুকানোর জন্য দুঃখিত বলে ওয়াশ রুমের দিকে উঠে গেলাম। চোখে মুখে পানির ঝাপ্টা দিতে দিতে নিজের কাছে নিজেকে বোকা বলে মনে হলো।

মহিলাটি কেন আমাকে সম্বোধন করলো না তা আমার কাছে রহস্যময় মনে হলো। আমিওতো উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে হ্যালো বলে সম্বোধন করতে পারতাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম পরবর্তীতে আবার কখনোও দেখা হলে আমিই প্রথম তাঁকে সম্বোধন করবো। মাইকের সাথে ডিনার পর্ব শেষ করে হোটেলে ফিরে এলাম। সে রাত্রে ঘুমোতে বেশ দেরি হলো।

পরদিন যথারীতি অফিসে গেলাম। বস ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, তোমাকে অতি সত্বর হুবেই, আনহুয়ি এবং হূনান প্রদেশের বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে যেতে হবে। এই সফরে বন্যার তীব্রতা, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অবস্থা, তাঁদের আশ্রয়, খাদ্য ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদি বিষয়ের উপর পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন তৈরি করে আমার কাছে পাঠাবে। একই সাথে স্থানীয় ব্রাঞ্চের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে খাদ্যত্রাণ হিসাবে চাউল ক্রয়ের ব্যবস্থা করবে। প্রথম বারের সফর শেষ হওয়ার পর পরবর্তী সফরে ত্রাণসামগ্রী ক্রয় এবং বিতরণের ব্যবস্থা করবে। আনহুয়ি, হুবেই ও হুনান প্রদেশে তুমি দায়িত্ব পালন করবে এবং অন্য তিনটি প্রদেশের দায়িত্ব থাকবে অন্য একজন ডেলিগেটের উপর, যিনি অতি সত্বর বেইজিং এসে পৌঁছুবেন।

বন্যার অবস্থা-প্রতিবেদন এবং একই সাথে চাল ক্রয় ও পরিবহণ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা সম্বলিত একটা নোট আমাকে দিয়ে বস বললেন, প্রস্তুতি নাও, দুদিন পর তোমার ফ্লাইট, একজন দোভাষী তোমার সাথে যাবে, আশা করি এ সফরটা এক সপ্তাহের বেশি সময় লাগবে না। বন্যার অবস্থা-প্রতিবেদন তাৎক্ষণিকভাবে আমার কাছে পাঠাবে। হুবেই প্রদেশের ওহান হবে তোমার প্রথম সফর। সেক্রেটারি লিলিং তোমাদের প্লেনের টিকিটের ব্যবস্থা করবে এবং হোটেল ও অন্যান্য ব্যবস্থাদি আমাদের সংস্থার প্রাদেশিক দপ্তরগুলো সম্পাদন করবে।

বসকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের টেবিলে ফিরে এলাম। প্রাথমিক সফর সংক্রান্ত নির্দেশাবলী ভালভাবে দেখে নিলাম। এবারের বন্যায় সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ ছয়টি প্রদেশের দুই লক্ষেরও অধিক ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করতে হবে। তবে আশার কথা এই যে, ছয়টি প্রদেশের মধ্যে হুবেই, আনহুয়ি ও হুনানের দায়িত্ব থাকবে আমার কাঁধে এবং বাকি তিনটির দায়িত্বে থাকবেন অপর একজন ডেলিগেট। এক সপ্তাহের মধ্যে দুটি প্রদেশ সফর করা একটি চ্যালেঞ্জ। তবে আশার কথা যে আমাদের সংস্থার সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চের লোকজনের সাহায্য ও সহযোগিতা তো আমি পাবোই।

লাঞ্চের পর মিস লিলিং এসে সাক্ষাৎ করলো। তার সাথে ওহান সফর সম্বন্ধে বিভিন্ন কথা হলো। সে জানালো যে আগামী পরশুদিন সকাল আটটায় শাওলিং নামের একজন দোভাষী গাড়ি নিয়ে হোটেল পার্কিং এ প্রস্তুত থাকবে।

আমাকে সময়মত হাজির হওয়ার তাগাদা দিয়ে মিস লিলিং বিদায় নিলো।

আমি হুবেই ভ্রমণের সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করলাম। নির্ধারিত দিনে অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে প্রাতরাশ সেরে আটটা বাজার দশ মিনিট পূর্বেই হোটেলের লাউঞ্জে চলে এলাম। লাউঞ্জের এক কোণে দেখলাম শাওলিং বসে আছে।

সে আমাকে দেখেই সামনে এগিয়ে এলো এবং সকালের সম্ভাষণ জানালো।

শাওলিংয়ের সময়জ্ঞান আমাকে মুগ্ধ করলো। আমিও তাকে সম্ভাষণ জানালাম এবং পার্কিংলটে অপেক্ষমান গাড়ির সামনের সিটে গিয়ে বসলাম। শাওলিং পেছনের সিটে বসলো।

কথাবার্তা বলার এক ফাঁকে বুঝতে পারলাম যে আমার সামনের সিটে বসাতে শাওলিং আঘাত পেয়েছে। তাঁর সাথে পেছনের সিটে না বসায় সে অপমানিত বোধ করছে।

প্রসঙ্গক্রমে তাঁকে বুঝালাম যে আমার ভ্রমণজনিত কিছুটা অসুবিধা রয়েছে বিধায় সাধারণত আমি সামনের সিটে বসাটাই পছন্দ করি, তাছাড়া সামনের সিটে বসে বাইরের দৃশ্য সাবলীলভাবে দেখা যায়। আমার এই যুক্তি প্রদর্শনের পরও স্বাভাবিক হতে শাওলিংয়ের বেশ সময় লাগলো।

সকালের স্নিগ্ধতার একটা আবেশ অনুভব করতে করতে সামনে এগিয়ে চললাম। প্রশস্ত পিচ ঢালা পথ, দুপাশে সারি সারি ইমারত। বেইজিংয়ের ব্যস্ততা এখনো পূর্ণতা পায়নি। রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা কম।

বিষণ্ন শাওলিংয়ের মনটা চাঙ্গা করার জন্য বললাম, তোমাদের চীন দেশটা অত্যন্ত সুন্দর- যতই দেখছি ততই ভালো লাগছে।

শাওলিং বললো, আমার দেশ তোমার কাছে ভালো লাগার জন্য তোমাকে অভিনন্দন জানাই, তা তোমার দেশ বাংলাদেশ কেমন?

জবাবে বললাম, বাংলাদেশে চীনের মত এত পাহাড়-পর্বত নেই তবে নদ নদী ঘেরা, বিস্তৃত সমতল, চোখ জুড়ানো সবুজের দেশ বাংলাদেশ। আমরা তো বলি সকল দেশের রাণী হলো বাংলাদেশ।

শাওলিং হেসে বললো আমরাও চীন দেশকে সকল দেশের রাজা হিসাবে মনে করি।

এই ফাঁকে সে ড্রাইভারকে বোধহয় চীন দেশ যে সকল দেশের রাজা তা স্থানীয় ভাষায় বললো।

ড্রাইভার একটু জোরে হেসে আমার দিকে ইঙ্গিত করে মাথা ঝাঁকালো।

শাওলিংয়ের অট্টহাসির সাথে আমিও যোগ দিলাম।

সে তার ডান হাত প্রসারিত করে বললো, চীন-বাংলাদেশ বন্ধুত্ব চিরজীবী হোক - চিরজীবী হোক।

আমিও শাওলিংয়ের কথার পুনরাবৃত্তি করলাম এবং করমর্দন করলাম।

ড্রাইভারকে বললাম, তোমার সাথে করমর্দনটা পাওনা থাকলো, এয়ারপোর্টে পৌঁছানোর পর ওটা আদায় করে নেবো।

শাওলিং তাদের ভাষায় ড্রাইভারকে আমার কথা তরজমা করে বললো। ড্রাইভার মাথা ঝাঁকিয়ে আবারো হো হো করে হেসে উঠলো।

এভাবে প্রায় ঘন্টাখানেক আলাপচারিতার পর এয়ারপোর্ট টার্মিনালের সামনে এসে পৌঁছলাম। গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভারের সাথে করমর্দন শেষে শাওলিংকে অনুসরণ করে টর্মিনালে প্রবেশ করলাম। লাইনে দাঁড়িয়ে বোর্ডিং পাশ সংগ্রহ করলাম।

এয়ারপোর্টের পরিবেশটা বেশ পরিচ্ছন্ন ও ছিমছাম। হই-হুল্লোর নেই, যাত্রীরা যে যার মত কাজে ব্যস্ত। প্লেনের সময়সূচি ঠিক আছে এবং এখনো পৌনে একঘন্টা সময় হাতে রয়েছে জানিয়ে শাওলিং আমাকে কফি পানের আমন্ত্রণ জানালো। আমি তাঁকে অনুসরণ করে স্বচ্ছ কাঁচে ঘেরা একটি কফি শপে গিয়ে বসলাম।

পাশের টেবিলে এক মহিলা কফি পান করছে এবং পত্রিকা পড়ছে। তার মেয়ে ও ছোট ছেলেটি দুষ্টুমী করছে এবং ছোটাছুটি করছে। হঠাৎ মেয়েটি ছেলেটার পায়ের সাথে বাধা পেয়ে উল্টিয়ে পড়লো এবং চিৎকার করে উঠলো। ওর মা মেয়েটাকে উঠালো এবং ছেলেটাকে ভর্ৎসনা করলো। আমি দেখলাম মেয়েটার বাম চোখের উপরের দিকে সামান্য কেটে গেছে এবং রক্ত ঝড়ছে। আমি আমার হ্যান্ড ব্যাগ থেকে মিনি ফাষ্ট এইড কিটটি বের করে তাকে শুশ্রূষা করে ক্ষতস্থানে একটা এ্যাডহেসিভ ষ্ট্রিপ লাগিয়ে দিলাম। রক্ত বন্ধ হলো এবং তার কান্নাও বন্ধ হলো। বুঝতে অসুবিধা হলো না যে মেয়েটির মা ছেলে-মেয়ে দুটির দুষ্টামির ফিরিস্তি একের পর এক শাওলিংকে শুনিয়ে যাচ্ছে।

বোর্ডিংয়ের আমন্ত্রণ শুনে ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মহিলাটি আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে অভিবাদন করলো। আমিও তাঁকে স্বাগত জানিয়ে শাওলিংয়ের সাথে নির্ধারিত গেটের দিকে এগিয়ে চললাম। এবার শাওলিংয়ের সাথে পাশাপাশি বসলাম তবে জানালার পাশের সিটটা আমি নিলাম, যুক্তি সেই একটাই- ট্রাভেল সিকনেস।

নির্ধারিত সময়েই বিমান আকাশে উড়লো। চায়না সাউদার্ন এয়ারওয়েজের বিমান। পরিপূর্ণ বিমান, একটা সিটও খালি নেই। একঘন্টা দশ মিনিটের ফ্লাইট। বিমানের সিট সংলগ্ন পকেট থেকে একটা ম্যাগাজিন নিয়ে দেখতে দেখতে এয়ার হোষ্টেজ এসে হাজির। পরিবেশিত হলো হালকা নাস্তা এবং সাথে কফি।

কফি পানের পরও প্রত্যুষের ক্লান্তিতে শাওলিংয়ের চোখে ঘুমের আবেশ। হেলানো চেয়ারে মাথাটা কাত করে ঘুমুচ্ছে সে। জানালার বাইরে মেঘমুক্ত নীল আকাশ। নিচে কালচে সবুজ রংয়ের বনভূমি, মাঝে মাঝে আঁকা বাঁকা নদ-নদী। পটে আঁকা ছবির মত দৃশ্য।

বাইরের পরিবেশ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আমি আমার মনোজগতের ভাবনার সাগরে ডুব দিলাম। অগ্রপশচাৎ অনেক স্মৃতি ও কল্পনা অনেকক্ষণ রোমন্থন করলাম এবং শাওলিংয়ের নড়াচড়ায় বাস্তবে ফিরে এলাম।

শাওলিং হেসে জিজ্ঞেস করলো, ঘুম কেমন হলো?

আমি বললাম ঘুমালে তো তুমি, আর এই ফাঁকে আমি আমার কল্পনার সাগরে ডুব দিয়ে মণি-মুক্তো কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখছিলাম।

শাওলিং কিছুটা আর্শ্চয্য হয়ে আমার দিকে অনিমিষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

আমি তাঁকে বললাম, মনের মধ্যে এক বিশাল জগতের অবস্থান, সে জগৎ বাস্তব জগতের সমান্তরাল এবং সেখানে স্মৃতির সাগর, বেদনার সাগর, আনন্দের সাগর, কল্পনার সাগর ইত্যাদি আপন মহিমায় সুবিন্যস্ত রয়েছে। কোন মানুষই এই মনোজগত বিবর্জিত নয়। মনোজগতের আবহাওয়ার পরিবর্তনও ঘটে। আনন্দ, বেদনা, দুঃখ ও সুখের অবগাহন এই মনোজগত থেকেই উৎসারিত হয়। আমার কথা শাওলিংয়ের কাছে হৃদয়গ্রাহী বলে মনে হলো।

সে বললো, এই মনোজগৎ নিয়েই হয়েছে যত জ্বালা, এটা না থাকলেই বরঞ্চ ভালো হতো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কথা কেন বলছ?

উত্তরে সে বললো- মনোজগৎ আছে বলেই মনে প্রতিক্রিয়া হয়, না থাকলে হতো না, অতীত ও ভবিষ্যত নিয়ে কখনো কোন চিন্তা, শংকা বা দুশ্চিন্তা থাকতো না, শুধু বর্তমানই হতো উপজীব্য।

হঠাৎ করে আমাদের কথোপকথনের ছেদ পড়লো। ক্যাপটেনের গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, "অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমান ওহান টিয়ানহি ইন্টারন্যাশানাল এয়ারপোর্টে অবতরণ করতে যাচ্ছে, চায়না সাউথ এয়ারওয়েজে ভ্রমণের জন্য ধন্যবাদ, আপনাদের চীন ভ্রমণ আনন্দময় হোক, ধন্যবাদ।"

বিমান অবতরণ করলো। আমি বললাম, ফ্লাইটটা বেশ উপভোগ্য ছিল।

শাওলিং আমার কথা মাথা নাড়িয়ে সমর্থন করলো।

অবতরণের পর লাগেজ কর্ণার থেকে লাগেজ সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করছি। কনভেন্ট বেল্টে বেশ দ্রুতই লাগেজগুলো বেরিয়ে আসছে।

হঠাৎ দেখলাম বেইজিং এয়ারপোর্টের কফি শপে ফাষ্ট এইড দেয়া সেই ছোট্ট মেয়েটি ও তার মা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। মেয়েটি এক পর্যায়ে ছুটে এসে আমার সামনে দাঁড়ালো এবং কিছু একটা বললো, একই সাথে তার ছোট্ট হাতটা আমার দিকে প্রসারিত করলো। ওর হাতে একটা চকোলেট, আমাকে দেয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে কয়েকটি শব্দ বার বার উচ্চারণ করে চলেছে।

ওর মা শাওলিংকে বললো, মেয়েটা কিছুতেই শুনছে না, ওনাকে একটা চকোলেট দিতেই হবে।

শাওলিং আমাকে বিষয়টি বললো। আমি মেয়েটির সামনে হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়লাম। ওকে আদর করে পরম যত্নের সাথে চকোলেটটি নিলাম।

বললাম, আমি অবসর সময়ে খুব মজা করে চকোলেটটি খাব।

আমার কথা শাওলিং ওকে বুঝিয়ে বললো। ও আনন্দমুখর হয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো।

আমি হ্যান্ড ব্যাগ থেকে বংলাদেশের একটা ভিউ কার্ড এবং ছোট্ট লাল ভেলভেট বক্সে সজ্জিত বাংলাদেশের এক টাকার একটা কয়েন মেয়েটাকে দিলাম। সে তাৎক্ষণিক সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অভিবাদনের ভঙ্গিতে উপহার দুটি আমার হাত থেকে গ্রহণ করলো এবং যথারীতি ধন্যবাদ জানালো।

শাওলিং হাততালি দিয়ে বললো, রিহার্সেল দেয়া অভিনয়ের মত একটা ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম।

ওদের মা আমাকে ধন্যবাদ জানালো।

শাওলিং বললো, লাগেজ এসে গেছে।

লাগেজ হাতে নিয়ে দেখলাম, মেয়েটি ওর মায়ের হাত ধরে চলে যাচ্ছে এবং পেছন ফিরে তাকাচ্ছে।

আমি হাত উঁচিয়ে ওকে বিদায় জানালাম, সেও আমাকে হাত উঁচিয়ে বিদায় জানালো।

লাউঞ্জের বাইরে এলাম। আমাদের সংস্থার হুবেই ব্রাঞ্চের ডেপুটি সেক্রেটারি মিসেস ইয়ুয়ান জিং এবং তার এক দোভাষী সহযোগী আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। দোভাষীর নাম জিয়াং। পরিচিতি পর্ব শেষ করে গাড়িতে উঠলাম। হুবেই প্রদেশের রাজধানী ওহান, বেশ পরিচ্ছন্ন শহর, প্রশস্ত রাস্তা। অসংখ্য নতুন ভবন, দেখেই বোঝা যায় যে পুরানো ভবন ভেঙ্গে নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে। এ দৃশ্য শুধু ওহানে নয়, বেইজিংয়েও প্রত্যক্ষ করেছি।

শাওলিং এখন কিছুটা চুপচাপ কারণ মিসেস জিংয়ের সহকারী তরুণ জিয়াং এখন দোভাষীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। মিসেস জিং চল্লিশোর্ধ বয়স্ক মহিলা, আমাদের আন্তর্জাতিক মানবহিতৈষী সংস্থার হুবেই ব্রাঞ্চের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা আমাদের জন্য নির্ধারিত হোটেলে এসে পৌঁছুলাম।

হোটেলে চেক ইন এর পর হাত-মুখ ধুয়ে দশ মিনিটের মধ্যেই লবিতে ফিরে এলাম। সবাই লবিতেই অপেক্ষা করছিলেন। আমরা পাঁচজন দুটো গাড়িতে উঠলাম। ড্রাইভার লি উয়ি সদা হাস্যোজ্জ্বল এবং অত্যন্ত সাবধানতার সাথে গাড়ি চালাচ্ছেন।

গাড়ি সোজা এসে থামলো এক রেস্টুরেন্টের সামনে। একজন সুদর্শনা মহিলা, সম্ভবত রিসিপশনিস্ট আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে রেস্টুরেন্টের নির্দিষ্ট টেবিলে নিয়ে গিয়ে উপবেশনের ব্যবস্থা করলো।

মিসেস জিং সবিনয়ে বললেন, এখানে নিজের ইচ্ছেমতো খাবার নিজেই তৈরি করে নেয়া যায়, আশা করি আপনাদের ভাল লাগবে।

প্রত্যেকটি টেবিলের মাঝ বরাবর রয়েছে একটি করে বার্ণার এবং ওটার উপরে রয়েছে বড় একটি পাত্র। পাত্রটিতে স্যুপ জাতীয় তরল পদার্থ রয়েছে। প্রথমেই শুরু হলো চায়ের পর্ব। চায়ের কাপ সবার সামনে সাজিয়ে দেয়া হলো। চীন দেশের ঐতিহ্যবাহী পোষাকে সুসজ্জিত এক সুন্দরী ললনা বেশ কিছুটা দূরে কারুকার্যকচিত লম্বা নলযুক্ত কেটলি সদৃশ চকচকে পিতলের পাত্র উঁচু করে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমার উৎসুক্য বেড়ে গেল। কি করতে চাচ্ছে ঐ মহিলা?

আমাদের কৌতুহল নিবৃত্ত করে সুন্দরী তার কাজ শুরু করলো। সে পিতলের পাত্রটা কাৎ করে ধরে থাকলো আর অনেক দূর থেকে কিছুটা সোনালী রংয়ের তরল পানীয় ঠিক আমাদের কাপে এসে পড়তে লাগলো। দূর থেকে দিক পরিবর্তন করে করে সে সবগুলো কাপে অত্যন্ত সফলতার সাথে চা ঢেলে দিল। কাপের বাইরে এক ফোটা চা ছিটকে পর্যন্ত পড়লো না।

মিসেস জিং ও শাওলিং আমার দিকে অনিমিষ তাকিয়ে আছে, আমার মুখাবয়বে ফুটে উঠা বিষ্ময়াত্মক অনুভূতি উপভোগ করাই বোধহয় ওদের উদ্দেশ্য।

আমি ব্রাভো বলে হাততালি দিয়ে উঠলাম এবং উঠে দাঁড়িয়ে সুন্দরীকে ধন্যবাদ জানালাম।

আশেপাশের টেবিল শুধু নয়, আমাদের টেবিল থেকেও হাসির রোল উঠলো।

গতানুগতিক চা নয়, একটু ভিন্ন স্বাদের চা, অবসাদ কাটানোর জন্য মোক্ষম। মিসেস জিং চীনের ঐতিহ্যবাহী চা সম্পর্কে ছোটখাট একটা বক্তৃতাই দিয়ে ফেললেন।

আমিও আমাদের বাংলাদেশের চা সম্পর্কে ওদেরকে জানালাম।

চা পর্ব শেষ হলো। এবার খাবারের পালা। খাবার রান্না করে খেতে হবে।

শাওলিংকে অনুসরণ করলাম এবং বললাম, একটু বুঝিয়ে শুনিয়ে দিও। সে হেসে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালো।

বিভিন্ন প্রজাতির তাজা মাছ, এ্যাকুয়রিয়ামের মধ্যে সাঁতার কাটছে। একটা মাঝারী আকারের মাছ নির্দিষ্ট করে দিলাম, দু'মিনিটের মধ্যেই ওয়েটার মাছটা পরিস্কার করে আমার টেবিলে পৌঁছে দিল। কিছু কাঁচা শাকসব্জিসমেত মাছটা ঐ ফুটন্ত স্যুপের মধ্যে ছেড়ে দিলাম।

আমাদের টেবিলের বাকি তিনজন একইভাবে তাঁদের পছন্দের খাবার ঐ একই পাত্রে ঢেলে দিয়েছে। ফুটন্ত পানিতে সবার খাবার মিলে মিশে একাকার, আমার মাছটা মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে, একবার ভেসে উঠছে আবার ডুবে যাচ্ছে। ওলটপালট হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে আমার মাছটার দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখলাম। দু'তিন মিনিটের মধ্যেই চপষ্টিক হাতে নিয়ে সবাই একে একে তাঁদের খাবার তুলে নিতে লাগল।

আমি চপষ্টিক ব্যবহারে অভ্যস্ত নই, তবু চেষ্টা করলাম কিন্তু ব্যর্থ হলাম। কিছুতেই মাছটাকে তুলতে পারছিলাম না। ওয়েটারকে ইঙ্গিত করে বললাম একটা চামচ দিতে। ওয়েটার বেশ কয়েকটা ছোট-বড় চামচ এনে দিল। চামচ দিয়ে মাছ এবং শাকসব্জি থালায় তুলে নিয়ে পাশে রাখা বিভিন্ন প্রকার মসল্লা মাখিয়ে কাটাচামচ দিয়ে খেতে শুরু করলাম। ওগুলো শেষ হলে কাগজের মতো স্লাইস করা কিছু বিফ ও মাটন ঐ একই প্রক্রিয়ায় রান্না করে খেয়ে নিলাম।

এ ধরনের খাবার কখনো না খেলেও তৃপ্তি সহকারেই খেলাম। তবে বুঝতে পারলাম যে আরো কয়েকবার এখানে খেতে পারলে প্রক্রিয়াটি ভালভাবে রপ্ত করতে পারবো। খাওয়া শেষ হলে ঐ ফুটন্ত পাত্রটি অপসারিত হলো এবং বার্ণারটাও নিভিয়ে দেয়া হলো।

আমার আগ্রহ দেখে শাওলিং আমাকে বিল দেয়ার প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত করলো এবং বললো এটা ওদের ঐতিহ্য বিরোধী কাজ হবে।

রেস্টুরেন্ট থেকে মিসেস জিং আমাদেরকে সংস্থার ওহান ব্রাঞ্চ অফিসে নিয়ে আসলেন। সভা কক্ষে এবার দাপ্তরিক কাজ সম্পর্কিত সভা শুরু হলো। ওহান অফিসের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা সভায় যোগ দিলেন।

মিসেস জিং আমাকে পুনরায় স্বাগত জানিয়ে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভূমিকায় তিনি হুবেই প্রদেশের বন্যা এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুর্ভোগ সম্পর্কে সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। একই সাথে তিনি দেয়ালে টাঙ্গানো মানচিত্রে প্রদেশের বন্যা কবলিত এলাকা প্রদর্শন করছিলেন।

স্থানীয়ভাবে ত্রাণকাজের পরিধি সম্পর্কে জানতে চাইলাম।

মিসেস জিং বললেন, স্থানীয়ভাবে ত্রাণ কাজের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনকে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে তবে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা এবং দুর্গত মানুষের সংখ্যা বেশি হওয়ায় সবাইকে অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব যাচ্ছে না। ত্রাণ হিসাবে চালের প্রয়োজন সর্বাধিক বলে তিনি জানালেন।

বেশি পরিমাণ চাল কোথায় পাওয়া যায় তা জানা গেল। শাওলিংকে ঠিকানা লিখে রাখার জন্য বললাম। বিস্তারিত অলোচনার পর পরের দিন দুর্গত এলাকার কয়েকটি গ্রাম এবং অপসারিত লোকজনের আশ্রয়শিবির পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সভা শেষে হোটেলে ফিরে এলাম। শাওলিং আমাকে জানালো যে তার এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ওহানে থাকে এবং দীর্ঘদিন পর তার সাথে দেখা হবে বলে সে আশা করছে। আমি সানন্দে তাকে তার বান্ধবীর সাথে সাক্ষাতের জন্য ছুটি দিলাম।

সে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললো বান্ধবীর সাথে ডিনার করে হোটেলে ফিরতে রাত কিছুটা বেশি হবে। শাওলিং সানন্দে বেরিয়ে গেল।

এককাপ কফি খাব বলে হোটেলের নীচতলায় রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসলাম। সুন্দর আসবাবপত্রের সমাহারে পরিচ্ছন্ন ও গোছানো রেস্টুরেন্টে তখন লোকজনের সমাগম নাই বললেই চলে। রেস্টুরেন্টের কোণের একটা টেবিলে দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। চমকে উঠলাম এবং বিস্ময়াভিভূত হলাম।

এ সেই মহিলা, যে বেইজিং আসার সময় বিমানে আমার সাথে একটা অঘটন ঘটিয়েছিলো। বেইজিংয়ে ওমর খৈয়াম রেস্টুরেন্টে যাকে আমি দ্বিতীয়বার দেখেছিলাম। দেখলাম তাঁর দৃষ্টিও আমার দিকে। সেই রহস্যময় হাসি, তর্জনী উচিঁয়ে সেই একই ইঙ্গিত। কেমন যেন একটা শিহরণ অনুভব করলাম। নিজের অজান্তেই হঠাৎ উঠে দাড়াঁলাম।

একই সাথে মহিলাটিও উঠে দাড়াঁলো এবং দৃঢ় পদক্ষেপে হেঁটে আমার কাছে এসে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললো, কেমন আছো?

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত হাত বাড়িয়ে ওর সাথে করমর্দন করলাম এবং বললাম ভাল আছি, তুমি কেমন আছো?

আমি বসতে বলার পূর্বেই সে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমি দাঁড়িয়েই রইলাম।

সে আমাকে বসার অনুরোধ করলো। আমি বসলাম। অদম্য উচ্ছল হাসি তাঁর মুখে। আমি অনিমিষ নেত্রে অপলক চেয়ে আছি তাঁর দিকে।

সে নীরবতা ভেঙ্গে বললো, আমার নাম ওয়াং ইয়ান। তবে আমি সিনথিয়া নামে বেশি পরিচিত।

আমি বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বললাম, আমার নাম হারুন আল রশিদ, তবে হারুন বলে ডাকলেই চলবে।

সিনথিয়া বললো, কি খাবে?

আমি বললাম, এক কাপ কফির তৃষ্ণায় এখানে এসেছিলাম, তবে কফি অর্ডার দেয়ার পূর্বেই তোমার সাথে দেখা হলো। তোমার সাথে এখানে এভাবে দেখা হবে তা কল্পনাও করতে পারিনি।

আমার কথার উত্তর না দিয়ে বেয়ারারকে ডেকে সে দু কাপ কফির অর্ডার দিল।

আমি বললাম, কয়েকদিন পূর্বে বেইজিংয়ে এক রেস্তোরাঁয় তোমাকে দেখেও পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাইনি। এবার এখানে তোমার সাথে পরিচিত হতে পেরে আমি আনন্দবোধ করছি।

সিনথিয়া বললো, আমিও তোমার সাথে পরিচিত হতে পেরে আনন্দিত।

আমি বললাম, তোমার বাড়ি কি এই উহান শহরে?

সে বললো, না - আমার বাড়ি কুমনিং প্রদেশের পাহাড়ঘেরা এক প্রত্যন্তগ্রামে। তবে কার্যপোলক্ষ্যে বেইজিংয়েই বেশি সময় থাকতে হয়। আমি একজন সৌখিন সাংবাদিকও বটে। বন্যা ত্রাণ সংক্রান্ত বিশেষ কাজে ওহান এসেছি। কয়েকদিন এখানে থাকতে হবে।

আমি বললাম, তুমি একজন সৌখিন সাংবদিক এবং দুস্থ মানবতার স্বার্থে নিবেদিত একজন কর্মী। তোমার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা আমার দাপ্তরিক কর্তব্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমিও বন্যা দুর্গতদের সহায়তার জন্য আন্তর্জাতিক একটি সেবামূলক সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে কয়েক মাসের জন্য চীনে এসেছি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত চীন দেশও ঐ আন্তর্জাতিক সেবামূলক সংস্থার সদস্য এবং চীনের জাতীয়, প্রাদেশিক, ডিষ্ট্রিক, কাউন্টি এবং টাউনশীপ পর্যায়ে এই সেবামূলক সংগঠনের অসংখ্য শাখা বিদ্যমান। সুতরাং বুঝতেই পারছো চীনের যেখানেই যাব সেখানেই আমাদের সংস্থার অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক এবং প্রশিক্ষিত কর্মীবৃন্দের সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে যে কোন কাজ সুসম্পন্ন করতে মোটেই বেগ পেতে হবে না। দুর্গত সবকটি প্রদেশেই আমি কাজ করবো। হুবেইতে কয়েকদিন থাকবো, ত্রাণ কাজে স্থানীয় সংগঠনকে সহায়তা প্রদান করবো এবং তারপর আবার বেইজিং ফিরে যাব।

সিনথিয়া বললো, বন্যা পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। বন্যার্তদের সহযোগিতা করাই এখন সবার দায়িত্ব। আমিও বন্যার্তদের সহযোগিতার জন্য কয়েকটা দিন এখানে থাকবো। আমি যে সংস্থায় কাজ করি তা আমাদের নিজেদের হাতে গড়া। নিজেদের মানে আমরা সমমনা কয়েকজন মিলে কয়েকবছর পূর্বে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেছি। এর মূল কাজ হচ্ছে গরীব মহিলাদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা, তাঁদেরকে ক্ষমতায়ন করা, তাদের সন্তানদের জন্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং সর্বোপরি মানুষে মানুষে বিভেদ দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করা। তবে এখন বন্যাত্রাণের কাজটিই মূখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে।

আমি বললাম, যে কাজগুলোর কথা বললে তার মধ্যে আমার কাজের পরিস্কার প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি। এ কাজগুলো আমাদের দেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর চেয়ে ভাল কাজ আর কি হতে পারে ভেবে পাচ্ছি না।

সিনথিয়া বললো, এবারের বন্যা পূর্বের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে বলে মনে হচ্ছে। জুন মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত ক্রমাগত বৃষ্টিপাতের কারণে চীনের ইয়াংৎসি নদীর উপর ও মধ্য ভাগের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে প্রবল বন্যা সংঘটিত হয়েছে। এই বন্যার কারণে ইতিমধ্যেই সাত শতাধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে, চব্বিশ হাজার মানুষ আহত হয়েছে এবং দেশব্যাপী সাড়ে পাঁচ মিলিয়ন মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে। এযাবৎ প্রায় দুই মিলিয়ন মানুষ অন্যত্র স্থানান্তরে বাধ্য হয়েছে। এই বন্যায় ঝিজিয়াং, জিয়াংশু, জিয়াংসি, হুবেই, হুনান এবং আনহুয়ি এই ছয়টি প্রদেশ সর্বোচ্চ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

আমি বললাম, হালনাগাদ তথ্যাদি পরিবেশনের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমিও বন্যার হালনাগাদ তথ্যাদি আমাদের স্থানীয় দপ্তর থেকে নিয়মিতভাবেই পাচ্ছি।

সিনথিয়া বললো, আমাদের দেশের একটা বিরাট জনগোষ্ঠীর বিপদের সময় তাদেরকে সার্বিক ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতার জন্য বিশ্বের সর্ববৃহৎ সেবামূলক একটি সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে তুমি আমাদের দেশে এসেছো এজন্য আমি তোমাকে স্যালুট জানাই।

একথা বলেই সিনথিয়া উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে অভিবাদন করলো।

আমিও দাঁড়ালাম, ওর এই বিনয়ী কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য অন্তরের অন্তস্থল থেকে ওকে ধন্যবাদ জানালাম।

একজন পরিচারিকা কফি নিয়ে এলো। কফিতে দুধ চিনি মেশাতে মেশাতে সিনথিয়া শুধালো, তোমার দেশ কোথায়?

আমি বললাম, তোমার দেশের অতি সন্নিকটেই আমার দেশের অবস্থান, বাংলাদেশ।

সিনথিয়া বললো, বাংলাদেশ সম্পর্কে আমি কিছুটা পড়াশুনা করেছি। পৃথিবীর বেশ কটা দেশের মধ্যে বাংলাদেশও আমার আগ্রহের দেশ। তোমার দেশও দুর্যোগপ্রবণ। মাঝে মাঝেই ঘূর্ণিঝড় ও প্রবল বন্যা বাংলাদেশে আঘাত হানে এবং জীবন ও সহায়-সম্পত্তির প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে। তোমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পূর্বের বছর ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে পাঁচ লক্ষেরও অধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। তোমাদের উপকূলীয় জনপদ একেবারে লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালে তোমাদের দেশ প্রবল বন্যার সম্মুখীন হয়েছিল।

বাংলাদেশের দুর্যোগ সম্পর্কে সিনথিয়ার জ্ঞানের পরিধি আমাকে মুগ্ধ করলো।

আমি বললাম, তুমি কি কখনো বাংলাদেশে গেছো?

সে বললো, এখনো যাইনি, তবে যাবার প্রবল ইচ্ছে আছে।

আমি আনন্দিত হয়ে ওকে ধন্যবাদ জানালাম।

সিনথিয়া বললো, সম্ভবত তোমরাই পৃথিবীর একমাত্র জাতি যারা মাতৃভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছো। তোমাদের সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের কথাও আমি জানি।

সিনথিয়ার কথা শুনে আমি আবার শিহরিত হলাম। বাংলাদেশের সবকিছুই ওর নখদর্পণে। এবার ওর প্রতি আমার আগ্রহ এবং উৎসুক্য দুটোই প্রবলতর হলো। বিদেশ বিভূয়ে বিদেশীদের মুখে নিজের দেশের স্তুতি শুনতে কার না ভাল লাগে।

আমি বললাম, বাংলাদেশের প্রতি তোমার আগ্রহের কারণ জানতে পারি কি?

ও বললো, আমি ইতিহাসের ছাত্রী, সব দেশের ইতিহাসই কমবেশি আমি জানি। ইতিহাস কথা বলে। ইতিহাসের মধ্যে আমি আনন্দ খুঁজে পাই আবার বেদনার্তও হই অহর্নিশ।

শূন্যপ্রায় কাপে কিছুটা কফি ঢেলে এক চুমুক মুখে দিয়ে সিনথিয়া বললো, সৃষ্টির পর থেকে অগণিত মানুষের কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় নির্মিত হয়েছে আমাদের আজকের এই সভ্যতা। এই সত্য উপলব্ধির মাধ্যমে এর ভিত্তি ও অসামান্য অবদানের নিয়ামকগুলো অন্বেষণ করা অতীব আনন্দের একটা বিষয়।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত ওর কথা শুনছি, ওর বাচনভঙ্গি ও বর্ণনা বিজ্ঞজনচিত।

আমি বললাম, তোমার উপলব্ধির ব্যপ্তি আমাকে প্রলুব্ধ করছে, যে ইঙ্গিত তুমি দিলে তা প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ।

ও বললো, আমার কথা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

আমি বললাম, তোমার আরো অনেক কথা শোনার জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে উঠেছি।

একটু অন্যমনস্কতা ও ক্ষণিক নীরবতার পর সিনথিয়া বললো, তুমি কি আমাকে একটু সাহায্য করতে পার?

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম, আমার মত একজন বিদেশীর কাছে সুন্দরী একজন মহিলার সাহায্যের আবেদন কি হতে পারে তা ভেবে পাচ্ছিলাম না।

আমাকে কথা বলার অবকাশ না দিয়েই সে বললো, সাহায্যের কথা বলায় তোমাকে বেশ চিন্তাযুক্ত মনে হচ্ছে। আপাতত কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই, যখন প্রয়োজন হবে তখন তোমাকে বলবো।

বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে একটা গুরুগম্ভীর পরিস্থিতির পরিবেশ সৃষ্টি হতে যাচ্ছিলো। আমি লক্ষ্য করলাম যে গম্ভীর পরিস্থিতিটাকে হালকা করার জন্য সিনথিয়া প্রসঙ্গ পাল্টে হালকা বিষয়ের অবতারণা করলো।

আমি বললাম, যেমন তোমার মর্জি, তবে যখন যে কোন সহায়তা তুমি চাইবে আমি আন্তরিকতার সাথে আমার সাধ্যমতো তা তোমাকে প্রদান করতে সচেষ্ট থাকবো।

সিনথিয়া বললো, যদি আপত্তি না থাকে তবে চল বাইরে কোথাও ঘুরে আসি।

আমি বললাম, আপত্তি কেন থাকবে, এতো আমার সৌভাগ্য, আমি অত্যন্ত আনন্দচিত্তে তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করলাম।

সিনথিয়াকে অনুসরণ করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। সে আমাকে দাঁড়াতে বলে পার্কিংলট থেকে হালকা নীল রংয়ের একটা ট্যাক্সি নিয়ে এসে দরজা খুলে বললো, উঠো।

আমি গাড়িতে উঠে বসলাম। সিনথিয়া হোটেলের এ্যাপ্রোচ রোড ডিঙ্গিয়ে বড় রাস্তায় উঠে একজন অভিজ্ঞ চালকের মতো গাড়ি চালাতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই শহরের বাইরে চলে এলাম। গাড়ি চলছে।

নীরবতা ভেঙ্গে সিনথিয়া শুধালো, তুমি কি ধূমপানে অভ্যস্ত?

আমি বললাম, ধূমপানে আমি মোটেই আসক্ত নই তবে অবসর সময়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কদাচিৎ ধূমপান করে থাকি।

সিনথিয়া বললো, তোমার যদি ইচ্ছে হয় তবে ধূমপান করতে পারো, আমার অসুবিধা হবে না।

আমি বললাম, আমি কোন বদ্ধ জায়গায়, বিশেষ করে গাড়িতে কখনো ধূমপান করি না এবং পছন্দও করি না।

সিনথিয়া একটু হেসে বললো, ধন্যবাদ।

গাড়ি চলছে, সময় অনেকটা পেরিয়ে গেছে, শহর থেকে আমরা অনেক দূরে। সামনে রাস্তার দু'পাশেই বনভূমি। বনভূমির ভেতর দিয়ে চলতে চলতে একসময় সদর রাস্তা ছেড়ে বা দিকের একটা সরু রাস্তা দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চললো। কিছুটা চড়াই-উৎরাই পার হয়ে বনের বেশ গভীরে একটা ছোট জলাশয়ের কাছে গিয়ে গাড়ি দাঁড়ালো। তখন অপরাহ্নের শেষ লগ্ন। সূর্যমামা দিগন্তে ডুব দেয়ার জন্য উন্মুখ। নির্জন পরিবেশ। পাখিদের কোলাহল ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছিলো না। সাড়া দিনের ক্লান্তির পর নীড়ে ফেরার আয়োজন পাখিদের। সিনথিয়ার সাথে গাড়ি থেকে নেমে ওকে অনুসরণ করলাম। কিছুটা হেঁটে গিয়ে জলাশয়ের প্রান্তসীমায় উপরে পড়ে থাকা গাছের একটা গুড়ির উপর বসলাম আমরা। পড়ন্ত সূর্যের আলোকছটা লেকের জলরাশিকে

রাঙিয়ে দিয়েছে। মৃদুমন্দ বাতাসে ঢেউ খেলানো পানিতে আলোর নাচন অপূর্ব লাগছিল। লেকের অপরপ্রান্তে পরিচ্ছন্ন সমতলভূমি প্রলম্বিত হতে হতে সুউচ্চ পাহাড়ের সাথে গিয়ে মিশেছে। নির্মল নীল আকাশ। যতই সময় যাচ্ছিল প্রকৃতির অপরূপ ভান্ডার ততই আমার কাছে উন্মোচিত হচ্ছিল। সূর্যটা হেলে গিয়ে বনভূমির পেছনে পড়ল। ধীরে ধীরে আলো অপসারিত হচ্ছে। দিব্যদৃষ্টিতে আলো আঁধারের এমন খেলা আগে দেখেছি কিনা মনে করতে পারলাম না। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে, কথা বলার কোন অবসর নেই। প্রকৃতির রূপ-লাবণ্য ও সরলতা একটা সুনসান নীরবতার মধ্য দিয়ে অনুভব করলাম। সূর্য অস্তাচলে ডুব দিল, অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। এভাবে অনেকক্ষণ নির্বাক আমরা বসে থাকলাম।

হঠাৎ মনে হলো ঘনিয়ে আসা অন্ধকার যেন আবার ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে যাচ্ছে। সিনথিয়ার কণ্ঠে সম্বিত ফিরে পেলাম। সে আমাকে হাত ধরে উল্টো দিকে ফিরিয়ে নিয়ে বললো, উপরের দিকে তাকাও। আমি পূর্ব দিগন্তে তাকিয়ে বনভূমির উপর দিয়ে উদীয়মান চাঁদ দেখতে পেলাম। চাঁদটার কিয়দংশ মাত্র দৃশ্যমান। বাকিটা তখনোও বনের আড়ালে। মনে হচ্ছে বনে বোধ হয় আগুন লেগেছে। মনের অজান্তেই বলে উঠলাম, আহা কি অপূর্ব দৃশ্য। মনের সবটুকু মাধুরী মিশিয়ে অব্যক্ত মমতা ভরা দৃষ্টিতে দেখছিলাম ঐ নৈসর্গিক দৃশ্য। অনেকক্ষণ পর দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখতে পেলাম সিনথিয়া আমার অভিব্যক্তি অলক্ষ্যে লক্ষ্য করছে। প্রকৃতির এমনতরো অনবদ্য রূপ অবলোকন করে আমি বিস্ময়াভিভূত হলাম।

এরই মধ্যে ঝিঁঝি পোকার ডাকে বনানীতে এক বৈচিত্রময় শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। বনের উপর দিয়ে চাঁদটা এবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, মনে হচ্ছে আজকের চাঁদটা আকারে অনেক বড়। আমার আগ্রহের বস্তু সামগ্রীর মধ্যে আকাশ অনন্য। আকাশের গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্কমন্ডলীর গতিবিধি, আচার আচরণ আমাকে ছেলেবেলা থেকেই কৌতুহলী ও বিমুগ্ধ করে। আমার অনেকগুলো আনন্দের মধ্যে নিঃসন্দেহে জ্যোর্তিবিজ্ঞান একটি। চাঁদ সম্বন্ধে জানি যে চাঁদ তার অক্ষরেখায় আবর্তন করতে করতে যখন পৃথিবীর নিকটতম স্থানে চলে আসে তখন সেই অবস্থায় চাঁদ দেখতে বড় দেখায়।

আমি হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে উচ্চস্বরে বলে উঠলাম, আমরা নিশ্চয়ই ব্লু-মুনটাই দেখতে পাচ্ছি।

সিনথিয়া হেসে উঠে বললো, আজকে ব্লু-মুন নয়, ফুল-মুন। একটি ব্লু-মুন সাধারণত দুই থেকে তিন বছর অন্তর অন্তর পরিলক্ষিত হয়। এ বছর ব্লু-মুন দেখার সৌভাগ্য আমাদের হবে কিনা তা খুঁজে দেখতে হবে।

ব্লু-মুন সম্বন্ধে সিনথিয়ার বর্ণনা শুনে আমি বিস্মিত হলাম। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে ওর জ্ঞান আমার চেয়ে যে ঢের বেশি তা মুহূর্তেই অনুধাবন করলাম।

আমি চাঁদের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললাম, এ মুহূর্তে একটা দূরবীন থাকলে প্রাণবন্ত চাঁদটাকে আরো ভাল করে দেখা যেত।

সিনথিয়া তাঁর কালো ব্যাগটা খুলে বললো, এইতো দূরবীন, এটাকে সেট করে দিচ্ছি।

আমি অবাক হলাম, সিনথিয়া কি ইচ্ছে করেই আমাকে পূর্ণিমার চাঁদ দেখানোর জন্য দূরবীনটা নিয়ে এসেছে? তবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারলাম না। সিনথিয়ার রহস্যময়তা আমার কৌতুহলকে আরো প্রবৃদ্ধ করলো।

দূরবীন দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চাঁদের দৃশ্য দেখে উল্লসিত হলাম।

হঠাৎ সিনথিয়ার কণ্ঠে বাস্তবে ফিরে এলাম, এখন আমাদের ফেরার সময় হয়েছে।

আমি এতোক্ষণে বুঝলাম যে রাত বেশ হয়েছে এবং হোটেলে ফেরা প্রয়োজন। সিনথিয়ার সাথে লেকের পার দিয়ে হেঁটে হেঁটে গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। চাঁদের আলো থাকলেও ছোট ছোট ঝোপঝাড় থাকায় অন্ধকারেই পা ফেলতে হচ্ছিল, হঠাৎ ওর হাতে ছোট একটা টর্চলাইট জ্বলে উঠলো। পরিস্কার আলোতে পথটুকু পেরিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

গাড়ির হেডলাইট বনের নির্ভৃত স্বাভাবিক সৌন্দর্যময় পরিবেশটাকে ভেঙ্গে দিলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি পাকা রাস্তায় উঠে এলো।

চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত চারিদিক। চাঁদকে সামনে নিয়েই গাড়ি ছুটছে। যতই সামনে এগুচ্ছি, চাঁদটা ততটাই পেছনে সরে যাচ্ছে। ছেলেবেলার সেই গ্রামের দৃশ্য মানসপটে ভেসে উঠলো। জ্যোৎস্নাভরা শীতের রাত। উঠানে সবাই বৃত্তাকারে বসে ক্ষেত থেকে গাছসমেত সদ্যতোলা আধাপাকা ছোলা-বুট পুড়িয়ে পুড়িয়ে খাওয়া, আবার কোন কোন রাতে পুঁথির আসরে বসে পুঁথি শোনা, আবার কখনো বা বর্ষাকালের জ্যোৎস্না-স্নাত রাতের গভীরে নৌকা নিয়ে এদিক সেদিক ঘোরাফেরা।

হঠাৎ স্তব্ধতা ভেঙ্গে সিনথিয়া শুধালো, সময়টুকু তোমার কাছে কেমন লাগলো ?

আমি বললাম, অসাধারণ, জোৎস্নাভরা রাতে এমন নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে আমি বিমোহিত। জ্যোৎস্না রাতে উদ্ভাসিত চাঁদের আলোর বন্যা দেখতে আমার সবসময়েই ভাল লাগে।

সিনথিয়া বললো, তুমি কি জানতে আজ পূর্ণিমা?

আমি বললাম, না, আজ যে পূর্ণিমা তা আমার জানা ছিল না।

সিনথিয়া আপনমনে গাড়ি চালাচ্ছিলো, কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, বাস্তবতা ও বস্তুগত প্রয়োজন এখন আমাদেরকে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে যে এর বাইরে আমাদের যেনো আর কিছু ভাবার অবকাশ নেই। শহর মানে তো ইট সিমেন্টের বস্তি, নিয়ন লাইটের চোখ ধাঁধাঁনো আলো, দিনরাত শুধু ভোগ বিলাসের প্রাচুর্য অন্বেষণের ব্যস্ততা, এতে মানুষ এখন এতটাই নিমগ্ন যে এর বাইরে কোন তৃপ্তির কথা সে আর মনে করতেই পারে না। আর মনে হলেও তার সন্ধান সে করে না। কিন্তু তাতে প্রকৃতির কিছু আসে যায় না। ঐ চাঁদকে দেখে তুমি যদি আনন্দ না পাও তবে দুঃখটা তোমার, চাঁদের নয়। মনে রেখো, এই যে বিন্যস্ত ও সমর্পিত প্রকৃতি আমাদেরকে বেষ্টন করে আছে তার অপূর্ব রূপ যদি তুমি অনুভব করতে না পার, ঐ অপরূপ রূপের যোগ্যতম প্রশংসা করতে না পার তবে তোমার সাধনা পূর্ণতায় বিকশিত হলো না। তখন বেঁচে থাকাটা হবে শুধুমাত্র ভোগ আর বিলাসের।

সিনথিয়ার দিকে তাকিয়ে ওকে আরেকবার দেখে নিলাম, ছিটকে পড়া চাঁদের আলো তখন গাড়ির ভেতর নিচের দিকে সরে যাচ্ছে অর্থাৎ দিগন্ত রেখা ছেড়ে চাঁদ উপরের দিকে অগ্রসরমান। চাঁদের আলোতে উদ্ভাসিত সিনথিয়ার মুখমন্ডল থেকে আলো কিছুটা অপসৃত হয়েছে। আলো আঁধারের এই সম্মিলনে ওর মুখাবয়বে অনুযোগের অতৃপ্তিকর অভিব্যক্তি যা ঐ কোলাহল বিবর্জিত পরিবেশে আমাকে উদ্বেলিত করলো, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সাগরের উদ্দাম ঊর্মিমালা যেন সহসা আমাকে নাচিয়ে

দিয়ে গেলো। তবে নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না যে সিনথিয়ার সাথে আমার সাক্ষাৎ কি অসাধারণ কোন ঘটনার ইঙ্গিতবহ যা অবিসম্ভাবী হিসাবে নির্ধারিত ছিলো।

আমি বললাম, আমরা কেন এই অপরূপ রূপের অনুভব এবং যোগ্যতম প্রশংসা করতে পারছি না? তোমার নিকট থেকে তা জানতে পারবো বলে আমি প্রত্যাশা করি।

সিনথিয়া এবার বেশ উঁচু স্বরে হেসে উঠলো, এতে গম্ভীর পরিস্থিতিটা অনেকটাই হালকা বলে মনে হলো।

হাসির রেশ না থামিয়েই ও বললো, তোমার সাথে কথোপকথন তো কেবলমাত্র শুরু হলো, একদিনেই সব শেষ করে ফেললে বাকি দিনগুলো কেমন করে কাটবে? ওর সাথে হাসিতে আমিও যোগ দিলাম।

সিনথিয়া হঠাৎ করেই গাড়ির গতি কমিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়ালো। কয়েকটি ছোট ছোট দোকান এবং তার পাশে একটা রেস্টুরেন্ট। সিনথিয়ার সাথে রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। স্থাপনাটি বেশ খোলামেলা এবং জ্যোৎস্নাভরা রাতে প্রকৃতির অপার দৃশ্য সামনে উন্মোচিত। এমন পরিবেশে ভোজনের মজাটাই আলাদা।

একজন পরিচারিকা ছুটে এসে অভ্যর্থনা জানালো। লাল ও নীল আলোর মিশ্রণ কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তবে এমন নয় যে বাইরের চাঁদের আলো একেবারে নিস্প্রভ হয়ে যাচ্ছে। বোঝাই যায় যে বাইরের চাঁদের আলোর সাথে ভেতরের আলোর একটা নিবিড় সামঞ্জস্য রয়েছে।

বিখ্যাত চা পর্ব দিয়ে শুরু হলো রাতের খাবার।

সিনথিয়া বললো, এখানকার খাবার চীনের ঐতিহ্যবাহী খাবারের অনুরূপ নয়, তবে মজার কথা হলো যে, শহরের কিছুটা বাইরে প্রকৃতির আপন পরিবেশে এই খাবার খেতে হয়তোবা তোমার ভালই লাগবে। আমি আশা করছি যে তুমি তৃপ্তি সহকারে পেট ভরে খাবে।

আমি সিনথিয়াকে আশ্বস্ত করে বললাম, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো কারণ খাওয়ার সময় সমস্ত লজ্জাশরম আমার ভেতর থেকে উড়ে যায়।

সিনথিয়া হেসে বললো, আজ তোমার সাথে আমিও খাব, দেখি কে বেশি খেতে পারে, তুমি না আমি? চা পর্ব শেষ হতেই বাঁশের কাঠিতে ভরা ভাজা মুরগি এবং বিভিন্ন পাত্রে ভরা নানাপ্রকার মসল্লা। এর সাথেই পরিবেশিত হলো ছোট আকারের এক ধরনের রুটি যা স্বাদে ও গন্ধে নানরুটির মতই সুস্বাদু।

অনেকেই বলে থাকেন যে পরিবেশের সাথে ভোজনের একটা যোগসূত্র রয়েছে। আমি স্মরণ করতে পারলাম না এমনতরো সুস্বাদু খাবার অতীতে কখন ভক্ষণ করেছিলাম কিনা।

বেশ কতগুলো আইটেমের পর ডেজার্ট হিসাবে পেলাম ফলের ককটেল। আজকের ভোজনটা এত বেশি পরিমাণে হয়ে গেল যে সম্ভবত সিনথিয়াও ঘাবড়ে গিয়ে থাকবে।

সিনথিয়াকে শুধালাম, কে বেশি খেলো, আমি না তুমি?

সিনথিয়া বললো, আমি দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম যে তুমি তৃপ্তির সাথে খেতে ভালবাস এবং পরিমাণটা তোমার কাছে বিবেচ্য বিষয় নয়। ভবিষ্যতে আমার কাছে তোমার অনেক খাবার পাওনা থাকলো।

আমি সহাস্যে সিনথিয়াকে স্বাগত জানালাম।

রেস্টুরেন্ট থেকে গাড়ি আবার ছুটলো শহরের দিকে। চাঁদের জ্যোৎস্নায় ভাসছে চারিদিক।

এরই মধ্যে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম।

সিনথিয়া গাড়ি থেকে নেমে আমার সাথে করমর্দন করে বললো, আমাকে সঙ্গ দেবার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভাল থেকো, আবার দেখা হবে।

আমিও সিনথিয়াকে ধন্যবাদ জানালাম।

সিনথিয়া গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গেল। আমি রিসিপশন থেকে রুমের চাবি সংগ্রহ করলাম। রিসিপশনিস্ট চাবির সাথে ছোট একটি খাম এগিয়ে দিল। খামটি খুলে দেখলাম শাওলিং লিখেছে, 'আমি হোটেলে ফিরে এসেছি। সকালে একসাথে ব্রেকফাস্ট করবো। শুভ রাত্রি'।

আমি আমার রুমে প্রবেশ করলাম। পরদিন সকালে মাঠ সফরে বের হতে হবে সুতরাং কাগজপত্র গোছগাছ করে, হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। সিনথিয়ার সাথে কয়েক ঘন্টার ভ্রমণ অভিজ্ঞতার আনন্দমিশ্রিত অনুভূতির অনুরণন আমাকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করলো।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে শাওলিংয়ের সাথে দেখা হলো। সে প্রস্তুত হয়েই এসেছে। আজ আমাদের একটা রাইস মিলে যেতে হবে এবং দুর্গতদের আশ্রয় শিবির পরিদর্শন করতে হবে।

শাওলিংকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বান্ধবী কেমন আছে? কেমন কাটলো সময়টুকু?

শাওলিং বললো, অনেকদিন পর দেখাতো, সুখ-দুখের কথা বলতে না বলতেই সময় শেষ হয়ে গেল। তবে ওকে কথা দিয়ে এসেছি যে এর মধ্যে সময় করে আবার ওর ওখানে যাবো।

আমি বললাম, বেশতো, দুর্গত এলাকা সফর ও ত্রাণ বিতরণ শেষ করার পর একটা দিনতো ফ্রি থাকার কথা, ওই দিনই না হয় তুমি আবার পুরো সময়টা তোমার বান্ধবীর সাথে কাটালে।

শাওলিং আমার প্লেটে একটা পোচ করা ডিম তুলে দিয়ে বললো, আপনাকে ধন্যবাদ স্যার। আমার বান্ধবীটি একটি জটিল সমস্যায় ভুগছে। বলতে লজ্জা নেই, বিষয়টি প্রেমঘটিত।

আমি খুব একটা আগ্রহ না দেখিয়ে বললাম, সমস্যা না থাকলে প্রেমে আনন্দ কোথায়?

শাওলিং বললো, ঘটনাটি অভিনব, আপনার আগ্রহ থাকলে এই প্রেম কাহিনীটি সবিস্তারে আপনাকে শুনাবো।

আমি বললাম, আগ্রহ না থাকার কোন কারণ নেই। পরবর্তীতে অবসর কোন সময়ে শুনবো তোমার বান্ধবীর প্রেম কাহিনি।

ব্রেকফাস্ট শেষে গোছগাছ করে বাইরে বেরুলাম। আমাদের আন্তর্জাতিক মানবহিতৈষী সংস্থার হুবেই ব্রাঞ্চের ডেপুটি সেক্রেটারি মিসেস জিং এবং স্থানীয় দোভাষী জিয়াং এসে হাজির হলেন।

সম্ভাষণ পর্ব শেষে মিসেস জিং বললেন, কেমন কাটলো আপনার সময়? হুবেই আপনার কেমন লাগছে?

আমি বললাম, অপূর্ব এবং তুলনাহীন। এখানকার জলবায়ু উপভোগ্য। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে একেবারে সুশোভিত হুবেই।

এতগুলো প্রশংসাসুলভ উপমা অবতারণায় মিসেস জিং গাড়িতে উঠতে উঠতে অত্যন্ত খুশি হয়ে

বললেন, আমিতো হুবেইকে চীন দেশের রাণী বলে মনে করি।

একথার সমর্থনে সবাই একযোগে হেসে উঠলো।

যথারীতি আমি সামনের সিটে বসলাম। মিসেস জিং, শাওলিং এবং জিয়াং পেছনের সিটে বসলেন।

আট আসনের প্রশস্ত গাড়িটি বড় রাস্তায় উঠে গন্তব্যের দিকে ছুটে চললো। উহানের বিখ্যাত লেকের দৃশ্য উপভোগ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। এত বিস্তৃত ও বিশাল লেক এর আগে আমি দেখেছি বলে মনে হলো না। চলমান বন্যার কারণে ফুলে ফেঁপে উঠেছে লেকের জলরাশি।

আমরা লেকটাকে পেছনে ফেলে একটা উদ্বাস্তু শিবিরের দিকে রওয়ানা হলাম।

হাইওয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে গাড়ি। প্রশস্ত ও মসৃণ ডাবল লেন। জনমানবহীন প্রান্তর পেরিয়ে যাচ্ছি একের পর এক। সমতলভূমি হলেও দিগন্ত রেখায় উঁচুভূমির প্রতিচ্ছবি। রাস্তার দু'পাশেই নানা ধরনের ফসল।

নীরবতা ভেঙ্গে মিসেস জিং বললেন, তোমাদের বাংলাদেশের ভূমি প্রকৃতি কেমন?

আমি বললাম, আমাদের দেশের ভূমি প্রকৃতি সমতল, দিগন্ত বিস্তৃত সমতল। বড় বড় কয়েকটি নদী এবং শত শত শাখা নদীগুলো সারাদেশব্যাপী বিস্তৃত। মজার কথা হলো সবকটি নদীর উৎসস্থল হলো দেশের বাইরে হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে। প্রবল প্রমত্তা এই নদীগুলো পর্বত বিধৌত কোটি কোটি টন পলিমাটির মিশ্রণ ঘটিয়ে ছুটে চলে ভাটিতে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্য দিয়ে গড়িয়ে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পলিমাটি প্রলেপ ছড়িয়ে অবশেষে সমর্পিত হয় বঙ্গোপসাগরে। যুগ যুগ ধরে চক্রাকারে ঘটে চলেছে এই প্রক্রিয়া, ফলে অবিরত পলিমাটির প্রভাবে বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে বিশ্বের বৃহত্তম শস্য-শ্যামল ও উর্বর এক সমভূমিতে।

মিসেস জিং বললেন, তোমার বর্ণনা শুনে লোভ হচ্ছে বাংলাদেশে যেতে। শ্যামল রূপ আমার অত্যন্ত প্রিয়। তোমাদের জমিতে কি ধরনের ফসল ফলে?

আমি বললাম, তোমাদের এখানে চীন দেশে যে সকল ফসল ফলে তার প্রায় সবই আমাদের দেশেও ফলে। প্রধান ফসলগুলোর মধ্যে ধান হচ্ছে সবচেয়ে অধিকমাত্রায় আবাদি ফসল। বাঙ্গালিদের প্রধান খাবার হলো ভাত সেটা বোধহয় তুমি জান জিং।

মিসেস জিং জবাব দিল, বিষয়টা প্রায় চীনাদের অনুরূপ। আমরাও ভাতকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি।

আমি বললাম, প্রাসঙ্গিক বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই খাদ্যাভাস পরিবর্তনে আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের প্রয়োজন।

শাওলিং এবং জিয়াং প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠলো, সেটা কোন বিষয়?

বললাম, আমাদের খাদ্যাভাস পরিবর্তনের বিষয়। উন্নত দেশগুলো বাদ দিলে তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই একই ধরনের খাদ্যের উপর বেশিরভাগ মানুষই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

মিসেস জিং বললেন, খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বিষয়টি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। আচ্ছা মিঃ হারুন, তোমাদের বাংলাদেশে ভাতের বিকল্প খাদ্য কি? অর্থাৎ ভাত না পেলে মানুষ কোন বিকল্প খাবারটি পছন্দ করে থাকে।

আমি বললাম,বাংলাদেশে ভাতের বিকল্প কি তা চিন্তা করাটা সম্ভবত মানুষের কাছে অবাস্তব কোন বিষয়। কারণ প্রধান খাদ্য হিসাবে ভাত জনমানুষকে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে

যে একবেলা ভাত না পেলে তার চলে না। তবে শহর এলাকায় গমের প্রচলন বৃদ্ধি পেয়েছে বহুলাংশে। গ্রাম এলাকায় খাদ্য হিসাবে গমের প্রচলন কিছুটা থাকলেও প্রধান খাদ্য হিসাবে এর কোন অবদান নেই।

মিসেস জিং বললেন, তোমার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত পোষণ করি কারণ আমাদের মত জনবহুল দেশে একক খাদ্যের উপর নির্ভরশীলতা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। কোন দুর্যোগের কারণে ব্যাপক ফসলহানি হলে দুর্ভিক্ষ মহামারীর প্রাদুর্ভাব জনজীবনকে বিপর্যস্ত করতে পারে।

আমি বললাম, বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে আলুর ফলন হয় কিন্তু আলু আমরা বেশিরভাগ সময়েই তরকারি হিসাবে ভক্ষণ করি। কিন্তু ইউরোপের বহু দেশে আলু প্রধান খাদ্য হিসাবে পরিগণিত।

শাওলিং বললো, এ বিষয়ে গণসচেতনতা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

মিসেস জিং বললেন, শুধু গণসচেনতা নয়, একে একটি আন্দোলনে পরিণত করতে হবে।

আমি মিসেস জিংয়ের কথায় জোরালো সমর্থন জানালাম।

ইত্যবসরে গাড়ি উদ্বাস্তু শিবিরের নিকটবর্তী হলো।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে মিসেস জিংয়ের অনুসরণ কররাম।

মিসেস জিং বললেন, এই উদ্বাস্তু শিবিরের সবাই অতি সম্প্রতি এখানে আশ্রয় নিয়েছে। এটি জিজিয়াং ক্যাম্প নামে পরিচিত।

একটা জলাশয়ের পার্শ্ববর্তী বিস্তৃত উচুঁ ভূমিতে প্রায় গুচ্ছাকারে পাঁচ শতাধিক পরিবার নিয়ে আশ্রয় শিবিরটি স্থাপিত হয়েছে। বোঝা যায় যে প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু তাঁবু দিয়েই গড়ে উঠেছিল শিবিরটি, তবে কাঠ, বাঁশ এবং তারপুলিন শিট ব্যবহার করে সুবিধামত জায়গায় গড়ে উঠেছে বেশ কিছু শেড। শিবিরটির দক্ষিণ পাশে বিশাল জলাশয়, বন্যার পানিতে একেবারে টইটুম্বুর, সুতরাং দৈনন্দিন পানির অভাব হওয়ার কথা নয়।

উত্তর পাশে কিছুটা ঝোপঝাড়পূর্ণ এলাকায় সারিবদ্ধ অনেকগুলো ল্যাট্রিন। শিবিরের প্রায় মাঝ বরাবর জায়গায় বিশাল আকারের অনেকগুলো পানির ট্যাঙ্ক। ওগুলো খাবার পানির জন্য নির্ধারিত। একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনার ছকে ক্যাম্পটি যে গড়ে উঠেছে তা প্রথম দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। জিজিয়াং ক্যাম্পের আশে পাশে ছোট ছোট আরো কিছু ক্যাম্পের অস্তিত্ব লক্ষ্য করলাম। ক্যাম্পের ম্যানেজার প্রায় দৌড়ের উপর এসে হাজির হলেন। দীর্ঘদেহী মানুষটির সারা শরীর ভেজা। সহাস্য বদনে ভারী গলায় আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, পশ্চিম পাশে একটা ছোট ছেলে পানিতে পড়েছিল, ওকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে কিছুটা সময় লাগলো বলে আপনাদের আগমনের সময়ে উপস্থিত থাকতে পারিনি। জিয়াং তরজমা করে ম্যানেজারের কথা আমাদেরকে বলছিল।

আমি উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলাম, ছেলেটা ভাল আছে তো?

জিয়াং আমার কথা চীনা ভাষায় তরজমা করলো। ম্যানেজারের মুখটা নিমিষেই উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। বিজ্ঞজনচিত্ত ভঙ্গিমায় কিছুটা গম্ভীর হয়ে বললো, পানিতে ঝাঁপ দিতে আমার যদি আর একটু বিলম্ব হতো তবে ছেলেটাকে বাঁচাতে পারতাম না। পানির গভীরতা এতো বেশি যে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ছেলেটা পানির বেশ নিচে ডুবে গিয়েছিল। ওকে পানি থেকে উঠাতে

আমার পনেরো সেকেন্ডের বেশি সময় লাগেনি। পানি থেকে তুলে দেখলাম ওর অবস্থা ভাল নয়, তখন বিলম্ব না করে সিপিআর প্রয়োগ করলাম, ফলও পেলাম সাথে সাথেই। ছেলেটার জ্ঞান ফিরে এলো।

সে কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে উঠলো। আমি নিজের অজান্তে দীর্ঘদেহী মানুষটার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং ওকে জড়িয়ে ধরে ওর সাথে করমর্দন করলাম। ওর ভেজা কাপড়ের সংস্পর্শে আমার জামা কিছুটা ভিজে গেলো।

ম্যানেজারকে ওভাবে জড়িয়ে ধরায় মিসেস জিংয়ের অস্বস্তিবোধ আমার নজর এড়ালো না।

শাওলিং তার হ্যান্ড ব্যাগের ভেতর থেকে একটা তোয়ালে বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিলো।

আমি বললাম, এই গরমের সময় ভেজা কাপড়ের সংস্পর্শ বেশ আরামই লাগছে।

মিসেস জিং কিছুটা ব্যস্ততা প্রকাশ করে বললেন, আমরা যখন ক্যাম্প ঘুরে দেখবো তখন ঐ ছেলেটা কেমন আছে তা দেখার সুযোগ হাতছাড়া করবো না।

ম্যানেজারের নাম জং ওয়ি। তাঁর সাথে সবাই মিলে আমরা ক্যাম্পের ভেতরে প্রবেশ করলাম।

অনেকগুলো পরিবার বলতে গেলে গাদাগাদি করেই এই ক্যাম্পে বসবাস করছে। নিজের বাড়িঘর ছেড়ে পরিবার পরিজন নিয়ে মানুষ যখন অন্যত্র স্থানান্তরে বাধ্য হয় তখন তাদের দুঃখ কষ্টের পরিসীমা থাকে না। তারা শরণার্থী বা বাস্তুহারা যে নামেই পরিচিত হোক না কেন তাদের কষ্ট লাঘবে মানবিক প্রচেষ্টার পরিধি যথাসম্ভব বাড়ানো প্রয়োজন। আমার মানসপটে ভেসে উঠলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় লক্ষ লক্ষ মানুষের ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় আশ্রয় নেয়া বাংলাদেশী শরণার্থীদের কথা।

১৯৭১ তদানীন্তন পাকিস্তানের সামরিক জান্তা এদেশের আপামর জনসাধারণের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে বসে। ব্যাপক হারে গণহত্যা, বাড়িঘরে অগ্নি সংযোগ ও নারী নির্যাতনসহ এমন এক অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে দেশের একটা বিরাট সংখ্যক মানুষ ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় আশ্রয়গ্রহণে বাধ্য হয়। সেদিনের সেই স্মৃতি আমাকে বেদনার্ত করে তোলে অহর্নিশ। এরপর ১৯৮৪ সালে মিয়ানমার থেকে তিন লক্ষেরও অধিক রোহিঙ্গা নাফ নদী পার হয়ে দেশের পূর্ব সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। হঠাৎ করে এত অধিক মানুষের আগমন এক মানবিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মানুষের কষ্ট কিছুটা লাঘব হলেও দৈনন্দিন জীবন যাপনে মৌলিক প্রয়োজনের অনেক কিছুই সংস্থান করা সম্ভবপর হয়নি। সে দিনের সেই লাখ লাখ মানুষের বিপর্যয় এবং অশান্তির সেই বেদনাদায়ক অনুভূতির একটা আংশিক চিত্র এখানেও যেন প্রত্যক্ষ করলাম।

মিসেস জিং একটা শেডের সামনে দাঁড়ালেন। কয়েকজন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা মাটির উপর নির্লিপ্ত বসে আছে এবং গুটিকয়েক ছেলেমেয়ে ছুটোছুটি করে খেলছে। মিসেস জিং মাটিতে উপবিষ্ট বৃদ্ধজনদেরকে অভিবাদন জানিয়ে চীনা ভাষায় আলাপ শুরু করলেন। শাওলিং ও জিয়াং ধারাবর্ণনার ভঙ্গিতে আমাকে সব অবহিত করছে। আলোচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই ক্যাম্পটি আশেপাশের ক্যাম্পগুলোর তুলনায় অধিকতর সুশৃঙ্খল এবং পরিকল্পনা মাফিক স্থাপিত। সমস্যাগুলোর মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি প্রকট সেটি হলো রান্না করার জ্বালানী। পরবর্তীটি হলো মানসিক দুশ্চিন্তা। রোগ ব্যাধির ক্ষেত্রে যা জানা গেল তা হলো, দিনে রোদ ও রাতে ঠাণ্ডার কারণে

ঠান্ডাজনিত রোগ, ডায়রিয়া, জ্বর, চর্মরোগ ইত্যাদি অহরহই হচ্ছে তবে ক্যাম্পের দায়িত্বে থাকা মোবাইল স্বাস্থ্য টিম কর্তৃক সেবা প্রদান সত্ত্বেও রোগীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে।

ক্যাম্পের আবর্জনা অপসারণ প্রক্রিয়া এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করে ম্যানেজারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি তার সামর্থের সীমাবদ্ধতার কথা জানিয়ে প্রত্যয়ের সাথে বললেন, এ বিষয়ে যেটুকু অসঙ্গতি আপনারা প্রত্যক্ষ করলেন আগামীতে তা অবশ্যই দূরীভূত হবে বলে আশা করি।

ম্যানেজারের নিকট থেকে মোবাইল স্বাস্থ্য টিম সম্পর্কে আরো তথ্য সংগ্রহ করলাম। এখানে একটা পূর্ণাঙ্গ হেলথ ইউনিট স্থাপন জরুরি বলে ম্যানেজার আমাকে অবহিত করলো। পক্ষান্তরে আমারও তাই মনে হলো।

বিষয়টির আশু সমাধানের জন্য আমি মিসেস জিংয়ের মতামত জানতে চাইলাম।

মিসেস জিং বললেন, উহান ফিরে গিয়ে মেডিক্যাল ডিরেক্টরের সাথে আলোচনা করে এর একটা বিহিত করা সম্ভবপর হবে বলে আশা করছি।

আমি বললাম, যদি আপত্তি না থাকে তবে আমিও ঐ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে চাই।

মিসেস জিং বললেন, অবশ্যই আপনি অংশগ্রহণ করবেন।

আমরা ভাল করে ঘুরে ফিরে ক্যাম্পটাকে পর্যবেক্ষণ করলাম। কয়েকজন যুবককে দেখলাম বড়শি দিয়ে মাছ ধরছে এবং যখনি একটি মাছ টেনে তুলছে অমনি একপাল ছেলেমেয়ে আনন্দে চীৎকার করে হাততালি দিচ্ছে। ওদের আনন্দ উচ্ছলতা আমার ভাল লাগলো।

মিসেস জিং আগেই বলে রেখেছিলেন যে, ফেরার পথে আমরা একটা রাইস মিল পরিদর্শন করবো। জিজিয়াং ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে আমরা আরো কয়েকটা ছোট ছোট ক্যাম্প ঘুরেফিরে দেখলাম এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনের সাথে কথা বলে তাদের অবস্থা সম্যকভাবে উপলব্ধি করলাম।

এর পর আমরা রাইস মিলের উদ্দেশ্য রওয়ানা হলাম। প্রায় ঘন্টাখানেক চলার পর আমরা একটা রাইস প্রসেসিং মিলে এসে পৌঁছলাম। পৌছামাত্রই মিলের এক কর্মকর্তা আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালো।

বিশাল এলাকা জুড়ে মিলের অবস্থান। মালামাল পরিবহণের জন্য অসংখ্য ট্রাক যাতায়াত করছে। নানাবিধ কাজে শ্রমিকদের ছুটাছুটি ও কর্মব্যস্ততার মধ্যেই প্রমাণ পাওয়া গেল যে রাইস মিলটি সত্যিই পেশাদারিত্ব নিয়ে কাজ করে।

মিলের ম্যানেজার ছুটে এসে আমাদেরকে স্বাগত জানিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমার নাম লী উইয়ি। তিনি মিলের বিভিন্ন অংশে আমাদেরকে নিয়ে কিভাবে এবং কত কম সময়ে ধান প্রক্রিয়াজাত হয়ে চাল স্বয়ংকৃতভাবে বস্তাবন্দী হচ্ছে তা দেখালেন।

আমি চালের মান পরীক্ষা করে দেখলাম। মিলের কার্যকারিতা অবলোকনের পর আমরা মিটিংরুমে সমবেত হলাম। চালের মূল্য নির্ধারণের জন্য আমি মিল রেট জানতে চাইলাম এবং আমি যে চালের বর্তমান বাজার দর সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকিবহাল তাও জানালাম।

লী উইয়ি আমাদেরকে যে মূল্য তালিকা দিলেন তা বাজার দর থেকে তুলনামূলকভাবে কম। তারপরও আমি মূল্য আরও কমানোর জন্য অভিমত প্রকাশ কররাম। এতে কিছুটা কাজ হলো।

ম্যানেজার বললেন, মিল রেট নির্ধারণ করা রয়েছে, এটা কমানো বা বাড়ানোর সুযোগ নেই। তবে আপনাদের অনুরোধ এবং বন্যার্তদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে চালের বস্তার মূল্য রহিত করে কিছুটা কম মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।

ম্যানেজারের ব্যবহার এবং বন্যার্তদের প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ আমার ভাল লাগলো।

ইত্যবসরে মিল থেকে আমি বসকে ফোন করে জানালাম যে এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে চাল মজুদ রয়েছে এবং দু দিনের মধ্যেই পাঁচ হাজার পরিবারের মধ্যে চাল বিতরণ সম্ভব। বস আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং আমাদের সাথে একমত পোষণ করলেন।

মিসেস জিংয়ের সাথে আলোচনা করে দশ হাজার বস্তা চাল নির্ধারিত প্রতীক সম্বলিত বস্তায় ভরে আগামীদিন বিকালের মধ্যে মিলের নিজ দায়িত্বে বিতরণ স্পটসমূহে প্রেরণের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হলো। চালের মূল্য পরিশোধের প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হলো। স্থানীয় সকল দায়িত্ব এখন মিসেস জিং পালন করবেন।

মিসেস জিং টেলিফোনে তার সহকর্মীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিলেন।

ক্যাম্প সফর শেষে আমরা যখন উহান ফিরে এলাম তখন সন্ধ্যা সমাগত।

ডিনারের সময় শাওলিংয়ের সাথে সারা দিনে সম্পাদিত কার্যক্রম পর্যালোচনা করলাম।

ক্যাম্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ের দু একটি দুর্বল দিক তুলে ধরে ক্যাম্প ম্যানেজার লী উইয়ির দায়িত্ব ও ক্ষমতা আরো বাড়ানোর উপর শাওলিং গুরুত্ব আরোপ করলো।

আমি বললাম, ক্যাম্পের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে আগামী দু তিন মাস ওদেরকে ওই ক্যাম্পেই থাকতে হবে। এ বিষয়ে একটা ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

শাওলিং বললো, মিসেস জিংয়ের সাথে আলোচনা করে এর একটা উপায় বের করা যেতে পারে। শাওলিংয়ের কথায় সম্মতি জানিয়ে পরের দিনের কর্মসূচি সম্বন্ধে আলোকপাত করে রুমে ফিরে গেলাম। অনেক রাত অবধি কাজ করেও রিপোর্টের কিছু অংশ বাকি থেকে গেল। সকালে রিপোর্টের বাকি কাজ শেষ করবো চিন্তা করে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

পরদিন সকালে কর্মব্যস্ত আর একটি দিনের সূচনা হলো। প্রতিবেদনের কাজ করতে করতে অনেক সময় ব্যয় হলো।

শাওলিং টেলিফোন করে জানালো যে সে অনেকক্ষণ যাবৎ নাস্তার টেবিলে অপেক্ষা করছে। আমি অল্পক্ষণের মধ্যেই আসছি বলে ওকে আশ্বস্ত করলাম। তরিৎগতিতে গোসল সেরে ফিটফাট হয়ে নিচে নেমে এলাম।

শাওলিং স্বাগত জানিয়ে বললো, আপনার শরীর ভাল আছে তো?

আমি বললাম, কোন জরুরি অবস্থা মোকাবিলার সময় আমার শরীর সাধারণত খারাপ হয় না। আমি ভাল করে লক্ষ্য করেছি যে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময় আমার ইন্দ্রিয়গুলো এত বেশি সজাগ ও উত্তেজিত থাকে যে তখন শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটে, বাইরের রোগ বালাই শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যুহ ভেদ করে ভেতরে ঢুকতে পারে না এবং কোন অঘটনও ঘটাতে পারে না।

শাওলিং কিছুটা আশ্চর্য হয়ে বললো, এ প্রক্রিয়াটি কি সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য?

আমি বললাম, সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা তা জানি না, তবে আমার বেলায় এর কার্যকারিতা একেবারে শতকরা একশতভাগ।

সাধারণত সকালবেলায় আমি দু'টুকরো রুটি, ডিমের অমলেট এবং এক কাপ কফি দিয়ে নাস্তার পর্ব শেষ করি কিন্তু আজ খাওয়ার পরিমাণটা দ্বিগুণেরও বেশি হলো। শাওলিংয়ের সাথে কথা বলতে বলতে আরও এককাপ কফি শেষ করলাম। শাওলিং একটা পত্রিকা পড়ছিলো এবং মাঝেমধ্যেই জরুরি কিছু খবর আমাকে অবহিত করছিলো। বিভিন্ন এলাকার বন্যা ও ত্রাণের সংবাদ নিয়মিতভাবে সে একটি স্বতন্ত্র খাতায় সংরক্ষণ করে এবং প্রতিদিন আমাকে তা দেখিয়ে থাকে। আমাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যেগুলো প্রয়োজন সেগুলো নিয়ে আমি শাওলিং ও মিসেস জিংয়ের সাথে আলোচনা করে পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্যোগী হই।

ওয়েটার এসে বললো, মিস শাওলিং আপনার ফোন। এ নিশ্চয়ই মিসেস জিংয়ের ফোন বলেই শাওলিং ফোন রিসিভ করার জন্য রেস্টুরেন্ট ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল।

প্রায় পাঁচ মিনিট পর শাওলিং ফিরে এসে বললো, হেলথ ডিরেক্টরের সাথে মিসেস জিং এবং আপনার সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত হয়েছে আজ সকাল ১০টায়। মিসেস জিং তার দপ্তরে আপনার জন্য অপেক্ষা করবেন। আমি বললাম, এখন তো প্রায় পৌনে নয়টা বাজে, তুমি লবিতে থেকো, আমি রেডি হয়ে আসছি।

দশটা বাজার দশ মিনিট আগে আমরা হেলথ ডিরেক্টরের দপ্তরে হাজির হলাম। একজন কর্মকর্তা আমাদেরকে স্বাগত জানিয়ে হেলথ ডিরেক্টরের কক্ষে নিয়ে গেলেন।

হেলথ ডিরেক্টর ডঃ উই ওয়াং বেশ হাসিখুশি মানুষ। আমাদেরকে স্বাগত জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছেন? কেমন লাগছে এখানকার পরিবেশ?

আমি বললাম, ভাল আছি এবং এখান পর্যন্ত এখানকার পরিবেশ আমাদের দেশের অনুরূপই মনে হচ্ছে।

মিসেস জিং প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন এবং বন্যা দুর্গতদের জন্য আমাদের সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ডঃ ওয়াংকে অবহিত করে জিজিয়াং ক্যাম্পের জন্য একটা স্থায়ী স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানালেন।

ডঃ উই ওয়াং ক্যাম্পগুলোতে স্বাস্থ্যসেবার হালনাগাদ তথ্য সম্বলিত একটা কাগজ বের করে মিসেস জিংয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন যে, এ যাবৎ তিন শতাধিক মেডিক্যাল টিম গঠন করে ক্যাম্পগুলোতে পাঠানো হয়েছে। আরো একশত টিম আগামী দ'দিনের মধ্যে যোগ দিচ্ছে। জিজিয়াং ক্যাম্পে দুটি টিম কাজ করছে তবে তারা ওখানে স্থায়ী নয়। সপ্তাহে তিনদিন তারা কাজ করে।

তবে স্থায়ী একটা আউট পোষ্ট স্থাপন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে এবং আগামী তিনদিনের মধ্যে তা বাস্তবায়িত হবে। নিয়মিত ডাক্তারদের সাথে কয়েকটি মেডিকেল কলেজের সিনিয়র ছাত্ররা একযোগে কাজ করবে।

আমরা আরও কিছুক্ষণ ডঃ উই ওয়াং এর সাথে উদ্বাস্তুদের স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে আলোচনা করলাম এবং পরিশেষে চা নাস্তার পর মিসেস জিংয়ের দপ্তরে ফিরে এলাম।

শাওলিং বললো, এটা অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক যে স্বাস্থ্য পরিদপ্তর জিজিয়াং ক্যাম্পের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছে।

আমি বললাম, সমস্যাটি তো আর ছোটখাট নয়, বিশাল এলাকা জুড়ে অসংখ্য মানুষ তাঁদের আবাসস্থল ছেড়ে ক্যাম্পে এসে জড়ো হয়েছে। এদের সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করাটা এখন অবশ্যই প্রয়োজন।

মিসেস জিং তাড়া দিয়ে বললেন, আমাদের এখুনি বেরুতে হবে কারণ আজকে আমরা যে ক্যাম্প পরিদর্শনে যাব তা অনেক দূরের পথ।

আমরা সবাই গাড়িতে আসন গ্রহণ করলাম। গাড়ি ছুটে চললো নতুন আর একটি আশ্রয় শিবিরের অভিমূখে।

আমরা পর পর তিনটি ক্যাম্প পরিদর্শন করলাম। আশ্রিতদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে দেখতে পেলাম। অন্যান্য সমস্যা মোটামোটি একই ধরনের বলে প্রতীয়মান হলো। ফেরার পথে দুর্ঘটনা কবলিত একটি গাড়ির যাত্রীদের সেবা শুশ্রূষা করে যখন ওহান ফিরে এলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত নেমে গেছে। মিসেস জিং আমাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন।

মিসেস জিংকে বিদায় দিয়ে শাওলিংয়ের সাথে ডিনার শেষ করে রুমে ফিরে গেলাম। রাতের ঘুম ভালই হলো।

পরদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলেই শাওলিংকে পেলাম। আমার আসার পূর্বেই সে হাজির। শাওলিং সময়ের প্রতি যথেষ্ট নিষ্ঠাবান।

যথারীতি স্বাগত জানিয়ে শাওলিং বললো, রাতে ভাল ঘুম হয়েছে তো?

গতরাতে ক্যাম্প পরিদর্শন করে ফেরার পথে দুর্ঘটনা কবলিত একটি গাড়ির কয়েকজন যাত্রীকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে হোটেলে ফিরতে অনেক রাত হয়েছিল। একজন যাত্রীর মাথা ফেটে প্রচুর রক্তপাত হয়েছিল এবং তার রক্তপাত বন্ধের জন্য আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। রক্তাক্ত এই দুর্ঘটনাটি সামাল দিতে আমাদের মানসিক চাপ বহুলাংশে বেড়ে গিয়েছিল।

শাওলিংয়ের প্রশ্নের জবাবে বললাম, ঘুমাতে অনেক কষ্ট হয়েছে। সর্বমোট মাত্র ঘন্টাতিনেক ঘুমাতে পেরেছি।

শাওলিং বললো, একটা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে নিলেই তো পারতেন।

আমি বললাম, সাধারণত আমি ঘুমের ট্যাবলেট খাই না। ঘুম সম্বন্ধে আমার ধারণা ভিন্নতর। ঘুম না আসলেও আমি চোখ বুজে ঘুমানোর চেষ্টা করি। এভাবে কখনো দু-এক ঘন্টা দেরি হলেও একসময় ঘুম কিন্তু ঠিকই এসে যায়। মনে রেখো, শারীরিক পরিশ্রম হলো ঘুমের সবচেয়ে বড় ঔষধ।

শাওলিং বললো, সব রকম আলোচনাতেই আপনার কাছ থেকে কিছু না কিছু শেখা যায়। তবে একটা কথা মানতেই হবে যে, আপনার নিরলস প্রচেষ্টায় মাথাফাটা রোগীটির রক্তপাত বন্ধ হয়েছে। আশাকরি সে শঙ্কামুক্ত হয়ে ভাল হয়ে উঠবে।

আমি বললাম, কালকের ঘটনাটি ছিল আকস্মিক এবং সময় অপচয় না করে আমাদের দলগত প্রচেষ্টাতেই ঐ জরুরি অবস্থার মোকাবিলা করা সম্ভবপর হয়েছে। মিসেস জিংকে ধন্যবাদ জানাতেই

হয় কারণ তাঁর গাড়িতে যে প্রাথমিক চিকিৎসার কিটটি ছিল তা যথেষ্ট পরিমাণ সরঞ্জামাদি ছিল।

দুর্ঘটনার স্মৃতিচারণের মধ্যদিয়ে ব্রেকফাস্ট শেষ করে বাইরে এলাম। আমাদেরকে দেখে ড্রাইভার লি উয়ি গাড়ি নিয়ে এগিয়ে এলো এবং একগাল হেসে গাড়ির দরজা খুলে আমাদেরকে আসন গ্রহণের জন্য স্বাগত জানিয়ে বললো, কালকের দুর্ঘটনায় আমাদের ভূমিকাটি প্রশংসিত হয়েছে।

আমি গাড়িতে উঠতে উঠতে বললাম, সেজন্য তুমিও প্রশংসার ভাগীদার। তোমাকে ধন্যবাদ।

মিসেস জিংকে উঠিয়ে নিয়ে গাড়ি ছুটে চললো জিজিয়াং ক্যাম্পের দিকে।

মিসেস জিং বললেন, রাতে ভাল ঘুম হয়নি। আহত মানুষদের দুর্দশায় আমি কষ্ট পেয়েছি। গাড়ি চলাচল ও দুর্ঘটনার মাত্রা ইদানিং বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এটি রোধ করার জন্য আরও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এখন অতীব জরুরি।

আমি মিসেস জিংকে সমর্থন জানিয়ে বললাম, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তবে এ ধরনের সড়ক দুর্ঘটনা শুধু চীন দেশেই নয় পৃথিবীর অনেক দেশেই বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সকল দুর্ঘটনা ঘটার পেছনে যে সকল কারণ নিহিত রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ হলো চালকের মানসিকতার ভারসাম্যহীনতা। এরপর রয়েছে মাত্রাতিরিক্ত গতি, প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে ওভারটেক করা, সঠিক মনঃসংযোগের অভাব, অসতর্ক থাকা ইত্যাদি। গাড়ি চালনায় নিষ্ঠাবান হওয়া অত্যন্ত জরুরি। গাড়ি চালনা যে একটি দক্ষতা ও কৌশল সম্পন্ন আর্ট সে কথা আমরা কত জন জানি?

মিসেস জিং আমার বক্তব্য পূর্ণ সমর্থন করে বললেন, প্রযুক্তির এই যুগে নিরবচ্ছিন্ন এ সকল দুর্ঘটনা মেনে নেয়া যায় না। তিনি ড্রাইভারকে আমার বক্তব্য শোনালেন।

ড্রাইভার বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে বললো, ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের নিয়ম নীতিতে আরো পরিবর্তন আনা প্রয়োজন অর্থাৎ গাড়ি চালনায় বুৎপত্তি লাভ করার পরই লাইসেন্স প্রদান এবং প্রতি বছর অন্তত একবার তাঁদের পেশাগত দক্ষতা যাচাইপূর্বক গাড়ি চালনায় আচরণবিধি সম্পর্কে নতুন করে প্রশিক্ষণ প্রদান প্রয়োজন।

ড্রাইভারের বক্তব্য যখন শাওলিং আমাকে তরজমা করে শুনালো তখন আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, গাড়ি চালনা উন্নয়ন এবং দুর্ঘটনা রোধে তোমার কাছ থেকে শেখার মত অনেক কিছু রয়েছে।

মিসেস জিংয়ের নির্দেশে রাস্তার পাশে একটি টি স্টলের সামনে গাড়ি থামলো।

শাওলিং বললো, মিসেস জিং সবাইকে চা পানের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

কয়েক রকমের স্ন্যাকসের সাথে বড় মগ ভর্তি বিশেষ ধরনের চা সত্যিই খুব উপভোগ্য ছিল।

চা পানের পর আবার ছুটে চললো গাড়ি এবং পরবর্তী এক ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে আমরা জিজিয়াং ক্যাম্পে পৌঁছে গেলাম।

গাড়ি থেকে নেমেই টের পেলাম যে, ক্যাম্পের চেহারাটা অনেকটাই পাল্টে গেছে। আবর্জনার স্তূপগুলো অপসারিত হয়েছে এবং পুরো ক্যাম্পটাতেই পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার পরিবেশ বিরাজ করছে। উৎফুল্লতার আবেশ ছড়িয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন ম্যানেজার জং ওয়ি। স্বাগত জানিয়ে বললেন, আপনার পরামর্শমতে ক্যাম্পের পরিবেশগত কিছু পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছি, হয়তোবা লক্ষ্য করে থাকবেন।

আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে করমর্দন করলাম এবং প্রথমদিনের মত আবার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম।

শাওলিংয়ের মাধ্যমে আমি জং ওয়িকে প্রশ্ন করলাম যে কি করে সে মাত্র দুদিনের মধ্যে পুরো ক্যাম্পটাকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে গড়ে তুললো।

জবাবে জং ওয়ি বললো, ক্যাম্পে যারা বসবাস করে তারাই যার যার এলাকাভিত্তিক পরিস্কারের কাজ সম্পন্ন করেছে, আমি শুধু স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার প্রয়োজন ও গুরুত্বের কথা বলেছি, তাদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করেছি এবং অবশ্যই সার্বিক তদারকির কাজটুকু করেছি।

আমি বললাম, জং ওয়ি, আপনি তৈরি থাকুন, যে সকল ক্যাম্প স্বাস্থ্যবিধি পালন করছে না এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন নয় সেখানে এ সকল শেখানোর প্রয়োজনে আপনাকে পাঠানোর জন্য মিসেস জিং অবশ্যই ব্যবস্থা নেবেন।

ম্যানেজারের কাজের প্রশংসা করে মিসেস জিং বললেন, আপনার অভিজ্ঞতা অবশ্যই আমরা কাজে লাগাবো।

জং ওয়ি আনন্দে আটখানা হয়ে একটা উৎফুল্লতার হাসি ছড়িয়ে বললেন, সেতো আমার পরম সৌভাগ্য।

আমরা ক্যাম্পের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম। আজ এখানে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ বিষয়ে স্থানীয় যুবক ও স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে ছোটখাট একটা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। ওয়াদা মোতাবেক রাইস মিল কর্তৃপক্ষ চাল সরবরাহ শুরু করেছে যা পর্যায়ক্রমে চলতে থাকবে। আজকের আয়োজনটি মিসেস জিং যে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছেন তা তার আচরণে পরিস্ফুট হচ্ছিল।

যেখানে ত্রাণ বিতরণ করা হবে সে জায়গাটি পরিপাটি করার কাজ চলছে। এ আয়োজনগুলো অবশ্য মিসেস জিংয়ের দপ্তরের ষ্টাফরাই সম্পন্ন করেছেন বলে শাওলিং আমাকে জানালো।

কর্মশালার প্রারম্ভে মিসেস জিং সবার উদ্দেশ্যে একটি বক্তব্য দিলেন। বক্তব্যে তিনি বন্যা পরিস্থিতি দৃঢ়ভাবে মোকাবিলার করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানালেন এবং ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের সহায়তার জন্য সরকারের পাশাপাশি আমাদের সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক অনেক সংস্থা যে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে তা সকলকে অবহিত করলেন। ত্রাণ বিতরণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করে তার বক্তব্য শেষ করলেন। মিসেস জিংয়ের কথায় সবাই হাততালি দিয়ে তাদের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটালো।

আমাকে কিছু বলার জন্য আহ্বান করা হলো।

আমি দাঁড়িয়ে বললাম, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পূর্ণভাবে রোধ করার ক্ষমতা মানুষের নাই। বন্যার পানিতে বাড়িঘর ডুবে যাওয়ায় যারা ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন তারা এই দুঃখের মধ্যেও মোটেই বিচলিত হননি দেখে আমি অভিভূত হয়েছি। অনেক কষ্ট সত্ত্বেও জন-মানুষদের মধ্যে আনন্দের একটা সঞ্চারণ আমি লক্ষ্য করেছি যা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমরা আপনাদের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বড়িয়ে দিতে পেরেছি বলে নিজেদেরকে ধন্য মনে করছি। আমি আশা করি আজকের কর্মশালাটির মাধ্যমে ত্রাণ বিতরণ ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনারা ভালভাবে জানতে পারবেন এবং সূচারুরূপে বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন। আমি আপনাদের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। সকলকে অশেষ ধন্যবাদ।

আমার বক্তৃতার পরও একই রকম হাততালি চললো।

এর পর শুরু হলো ত্রাণ বিতরণ বিষয়ক কর্মশালা। মিসেস জিংয়ের দপ্তরের দুজন ষ্টাফ কর্মশালাটি পরিচালনা করছেন এবং জং ওয়ি ক্যাম্পের ভেতরের ও বাইরের ত্রিশজন যুবক ও স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয়কের কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। আমি ক্যামেরা দিয়ে প্রয়োজনমতো ছবি তুলে নিলাম। কর্মশালাটি দুই ঘন্টাব্যাপী পরিচালিত হলো।

মিসেস জিং ক্যাম্পে স্বাস্থ্যসেবার বিষয়ে যে ব্যবস্থাদি গৃহীত হতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত জং ওয়িকে অবহিত করলেন।

আশেপাশের আরো কিছু আশ্রয় শিবির পরিদর্শন করে হোটেলে ফিরতে সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল।

হোটেল লবিতে শাওলিং তার বান্ধবীকে পেয়ে জড়িয়ে ধরলো। ওকে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। ওর নাম ওয়াঙ মিন।

শাওলিং উইক এন্ডের দুদিন ছুটির সময়টা ওর বান্ধবীর সাথে কাটানোর জন্য আবেদন জানালো। আমি সানন্দে তা অনুমোদন করলাম। ওয়াঙ মিনকে বিদায় জানিয়ে আমি আমার রুমে প্রবেশ করলাম।

পাঁচ দিনের একটানা কর্মব্যস্ততার ক্লান্তি আমাকে যেন পেয়ে বসলো।

ভাল করে গোসল করে ফ্রেশ হয়ে নিলাম। রুম সার্ভিসের বদৌলতে এক বাটি ভেজিটেবল স্যুপ এবং এক প্লেট চৌমিন উদরস্ত করার পর কতগুলো পয়েন্ট নোট করে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

এ কদিনের ঘটনাবহুল দৃশ্যাবলী একের পর এক মানসপটে উদিত হতে থাকলো।

একসময় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলাম।

পরদিন ঘুম যখন ভাঙলো তখন সকাল সাতটা পার হয়ে গেছে। তারপরও শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। সাধারণত আমি খুব সকালে অন্ধকার দূরীভূত হওয়ার আগেই ঘুম থেকে উঠি। পূর্ব দিগন্তে আলো আঁধারের খেলার মধ্যে সূর্যালোকে রঞ্জিত উদয়াচল আমাকে বিমুগ্ধ করে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আলস্য ভেঙ্গে উঠে পড়লাম। সকালের করণীয় কাজগুলো শেষ করে এক কাপ কফি বানিয়ে অসমাপ্ত রিপোর্টটা নিয়ে বসলাম।

একটানা দুঘন্টা কাজ করার পর রিপোর্টটা একটা সন্তোষজনক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে বলে মনে হলো। অনেকটা স্বস্তির সাথেই বেইজিংয়ে বসের কাছে রিপোর্টটা পাঠিয়ে দিয়ে ল্যাপটপটা বন্ধ করলাম।

সকালের নাস্তার জন্য নিচে নামলাম। রেস্টুরেন্ট তখন জমজমাট। অনুসন্ধান করেও একটা খালি টেবিল পেলাম না। কিছুক্ষণ পর আসব বলে ফিরে যাওয়ার জন্য মন স্থির করলাম।

হঠাৎ পাশের একটা টেবিল থেকে আমাকে সম্বোধন করে কে যেন ডাকলো।

তাকিয়ে দেখি সিনথিয়া। ওকে এখানে দেখে আশ্চর্যান্বিত হলাম। একই সাথে আনন্দের এক শিহরণে পুলকিত হলাম।

আমি বললাম, শুভ সকাল সিনথিয়া। আজ এখানে অনেক ভিড়। তোমাকে দেখতে পাইনি বলে দুঃখিত।

সিনথিয়া বললো, শুভ সকাল। এ কদিন বন্যা ত্রাণ সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ততায় কেটেছে। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে তুমি এখনো এই হোটেলে আছো আর তাই সকালের নাস্তাটা তোমার সাথে

করবো বলে এলাম। তবে আধা ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করার পর তোমার দেখা পেলাম। দাঁড়িয়ে আছ কেন, অনুগ্রহ করে বস।

সিনথিয়ার টেবিলটার পাশে খালি চেয়ারটায় বসে বললাম, সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ওহানে তোমার সাথে আবার দেখা হলো, এতো আমার সৌভাগ্য।

সিনথিয়া বললো, আগে বলো কি খাবে?

আমি বললাম, বেশ ক্ষিদে পেয়েছে। তবে অমলেট, ব্রেড ও কফি হলেই চলবে।

সিনথিয়া বললো, ঐ খাবারে তোমার ক্ষুধা নিবারণ হবে?

আমি বললাম, না হলে সাথে অন্য আরো কিছু খেয়ে নেব।

সিনথিয়ার সাথে উঠে প্লেটে খাবার নিয়ে টেবিলে ফিরে এলাম।

সিনথিয়া বললো, বন্যা দুর্গতদের জন্য তোমাদের ত্রাণ বিতরণ কেমন চলছে?

আমি বললাম, আমরা তিনটি ক্যাম্প পরিদর্শন করেছি এবং এর মধ্যে জিজিয়াং ক্যাম্পে গতকাল ত্রাণ বিতরণ সমাপ্ত হয়েছে। বাকিগুলোতে ক্রমান্বয়ে ত্রাণ বিতরণ চলতেই থাকবে।

সিনথিয়া বললো, ক্যাম্পগুলোর সার্বিক ব্যবস্থাপনা কেমন দেখলে?

আমি বললাম, প্রাথমিক পর্যায়ে যেমনটি থাকা দরকার তেমনটিই রয়েছে। তবে কোন কোন ক্যাম্পের ব্যবস্থাপনার মান সন্তোষজনক। এক্ষেত্রে জিজিয়াং ক্যাম্পের নাম উল্লেখ করা যায়।

সিনথিয়া বললো, দুর্গত মানুষদের মানসিক অবস্থার কোন পরিবর্তন কি লক্ষণীয় ছিল?

আমি বললাম, এ বিষয়টি নিয়ে তোমার সাথে আলোচনা করবো বলে মনস্থির করে রেখেছিলাম। আসলে যতগুলো ক্যাম্প আমি পরিদর্শন করেছি এর কোনটাতেই ওদের দুর্দশার দুশ্চিন্তা কাটিয়ে উঠার মত উচ্ছলতা আমি প্রত্যক্ষ করিনি। এই মানসিক দুশ্চিন্তা দূরীভূত করার একটা সহজ উপায় হলো তাদের ছেলেমেয়েদেরকে আরো প্রাণবন্ত ও উচ্ছল করে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সিনথিয়া তার হাতের চপষ্টিক প্লেটে রেখে দিয়ে একটু আর্শ্চয্য হয়ে আমাকে শুধালো, বিষয়টি একটু বিশ্লেষণ করবে কি?

আমি বললাম, মানসিক দুশ্চিন্তার নানাবিধ কারণের মধ্যে নিজের ছেলেমেয়েদের জন্য উদ্বিগ্নতা পিতামাতার উপর প্রভাব বিস্তার করে সবচেয়ে বেশি। সুতরাং ক্যাম্পে বসবাসকারী ছেলেমেয়েদের জন্য লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। একই সাথে ওদের জন্য নানাবিধ বিনোদনের ব্যবস্থা করাও অপরিহার্য্য। এমনতর ব্যবস্থায় ক্যাম্পের সকল ছেলেমেয়েরা যখন আনন্দিত হবে এবং উচ্ছলতায় ভাসবে তখন অবশ্যম্ভাবীরূপে পুরো ক্যাম্পে বসবাসকারী সকলের মানসিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে।

আমার বিশ্লেষণ শুনে সিনথিয়া কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললো, বিষয়টির গভীরতা এখন অনুধাবন করতে পারছি। তোমাকে আগেও বলেছি যে আমরা বন্যার্তদের জন্য কিছু কাজ করবো। দুস্থ মহিলাদের মধ্যে ত্রাণ সহায়তা ছাড়া আর কি করবো তা নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করেছি কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি। তোমার কথা শুনে এখন মনে হচ্ছে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ও বিনোদন নিয়েই আমরা পরবর্তী কাজটা শুরু করতে পারি।

আমি বললাম, এ ধরনের কর্মকাণ্ড শুরু করার এই মহৎ সিদ্ধান্তের জন্য আমি তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সিনথিয়া শুধালো, কোন্ ক্যাম্পে কাজটা শুরু করতে পারি বলতে পার?

আমি বললাম, জিজিয়াং ক্যাম্প দিয়ে তুমি এই কাজের সূচনা করতে পার।

সিনথিয়া কফির কাপটি নামিয়ে বললো, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি আমার সেক্রেটারিকে বিষয়টি অবহিত করে আসি।

সিনথিয়া রেস্টুরেন্ট ডেস্ক থেকে তার সেক্রেটারির সাথে টেলিফোনে কথা বলার জন্য উঠে গেল এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললো, আজ থেকেই কাজ শুরু হবে। আগামীকাল আমাদের লোকজন জিজিয়াং ক্যাম্পে যাবে এবং বিস্তারিতভাবে জরিপ করে চাহিদা নির্ণয় করবে। আশা করছি দুএকদিনের মধ্যেই স্কুলের কাজ শুরু করা যাবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে অনুমোদন নেয়ার জন্যও বলে দিয়েছি। তবে বিনোদনের জন্য কি ব্যবস্থা নেয়া যায় সে সম্পর্কে আমাদের সেক্রেটারি একটু দ্বিধাগ্রস্ত।

আমি বললাম, চীনের তৈরি ছোটদের খেলনা সামগ্রী এখন সারা পৃথিবীব্যাপী সমাদৃত। এ রকম একটি কোম্পানীতে খোঁজ নিলে দেখবে ভাল ভাল খেলনা ঠিকই পাওয়া যাবে। একই সাথে একটি রাবার বোটেরও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বোটের চারদিকে বিভিন্ন জীবজন্তুর প্রতিকৃতি থাকতে পারে এবং একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস এর মাধ্যমে জীবজন্তুর ডাক সন্নিবেশ করতে পারলে শুধু ছোটরা কেন, বড়রাও নিঃসন্দেহে খুশি হবে। বোটের মাঝবরাবর ছোটরা সারিবদ্ধভাবে বসবে, সামনে স্বচ্ছ পাত্রে রংবেরংয়ের অনেক চকোলেট ও টফি থাকবে। ছোটদের জন্য কুইজের ব্যবস্থা থাকবে। যারা বিজয়ী হবে তারা বড় বড় টফি ও চকোলেট পাবে এবং যারা অকৃতকার্য হবে তারা ছোট আকারের টফি পাবে। এ ধরনের প্রক্রিয়া চালু করলে তাদের বুদ্ধির বিকাশ ঘটবে এবং তারা পড়াশোনায় মনোযোগী হবে। অবশ্য মাঝে মাঝে এই বোটটি বড়দের নিয়েও টইটুম্বুর পানিভর্তি লেকে বিনোদনের জন্য চালনা করা যেতে পারে।

সিনথিয়া বললো, তোমার কথাগুলো কল্পকাহিনীর মত রোমাঞ্চকর লাগছে। এ ধরনের ব্যবস্থা করতে পারলে আমি সত্যিই আনন্দিত হবো।

আমি বললাম, তুমি বোধহয় জান যে নদী অববাহিকায় নিচু এলাকায় বিপদাপন্ন বেশ কিছু গ্রাম বিলুপ্ত করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে অর্থাৎ ঐ সকল গ্রামে বসবাসকারীদেরকে অন্যত্র বন্যামুক্ত এলাকায় পুনর্বাসিত করা হবে। ঐ তালিকার মধ্যে জিজিয়াং ক্যাম্পের লোকজনও রয়েছে বলে আমি শুনেছি এবং তাই যদি হয় তবে যে সকল স্কুল ও বিনোদন ব্যবস্থা তুমি গড়ে তোলার কথা ভাবছ তা অস্থায়ী না হয়ে স্থায়ীরূপ পরিগ্রহ করবে।

সিনথিয়া একটু হেসে বললো, তোমার বিবেচনার মান ভাল এবং বাস্তবসম্মত। তবে তোমার কাছে একটা অনুরোধ থাকবে যে, জিজিয়াং ক্যাম্পে যেদিন স্কুল ও বিনোদন ব্যবস্থাদির উদ্বোধন হবে সে দিন কিন্তু তোমাকে সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে।

আমি বললাম, এতো আমার সৌভাগ্য। আমাকে আমন্ত্রণের জন্য তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সিনথিয়া প্রসঙ্গ পাল্টে বললো, আজ সারাদিনে তোমার কি কি কাজ রয়েছে?

আমি বললাম, তেমন জরুরি কোন কাজ নেই।

সিনথিয়া বললো, তোমার আপত্তি না থাকলে আমার সাথে সাইট সিইংয়ে যেতে পার। উহান এবং এর আশেপাশে দেখা এবং উপভোগ করার মত অনেক কিছু রয়েছে। আমিতো সময় পেলেই মাঝে মধ্যে এখানে চলে আসি।

আমি বললাম, হুবেই প্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অত্যন্ত মনোরম এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সত্যি বলতে কি আমি এখানকার স্থানীয় ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক স্থান সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

সিনথিয়া বললো, বলা হয়ে থাকে যে চীনা জাতির উন্মেষ ও সূচনা স্থানগুলোর মধ্যে হুবেই অন্যতম। এখানে বিভিন্ন সংখ্যালঘু নৃতাত্ত্বিক উপজাতির বসবাস যেমন মিআও, টুজিয়া, ডং ইত্যাদি। প্রদেশটির দীর্ঘ ইতিহাস এবং সমুজ্জ্বল 'চু' ঐতিহ্য বিখ্যাত। এখানকার প্রাচীন ইমারত, উদ্যানসমূহ, প্রাচীন শহরের ধ্বংশাবশেষ, রাজকীয় সমাধিস্থল, মন্দির, অভিজাত সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যগত এলাকা ইত্যাদি সারা প্রদেশ জুড়েই বিদ্যমান।

আমি বললাম, তোমার বর্ণনামতে হুবেই প্রদেশটি তো দেখছি সত্যিই উপভোগ্য হবে।

সিনথিয়া আরেক কাপ কফির অর্ডার দিয়ে বললো, নিঃসন্দেহে বলা চলে যে হুবেই প্রদেশ একাধারে যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক লীলাভূমি তেমনি মানুষের প্রাচীন কৃষ্টিতেও সমৃদ্ধ। পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী এবং সম্ভবত সর্ববৃহৎ বাদ্যযন্ত্র এই প্রদেশের ঝেং ষ্টেটের 'মার্কুইস ই' সমাধি সৌধের মাটির নিচ থেকে খনন করে বের করা হয়েছে। এটি আসলে সুরে বাধাঁ একটি বিশাল আকারের ঘন্টাপুঞ্জ যা পয়ষট্টিটি অংশে বিভক্ত এবং ওজন দুই হাজার পাঁচ শত কিলোগ্রামের বেশি। ব্রোঞ্জের তৈরি হওয়ায় বাদ্যযন্ত্রটি দীর্ঘদিন মাটির নিচে থেকেও ক্ষয়প্রাপ্ত বা নষ্ট হয়নি।

আমি বললাম, প্রাচীনকালে এমনতরো বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ ও ব্যবহার নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব এবং কৌতহলোদ্দীপক।

সিনথিয়া আমাকে সমর্থন করলো এবং বলে চললো, এ ছাড়াও ওডাঙ্গ পর্বত হচ্ছে টুরিষ্টদের পবিত্র স্থান যেখানে তাঁদের অসংখ্য মন্দির এবং পবিত্র স্থানসমূহ রয়েছে।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে সিনথিয়া বলতে থাকলো, ওহান সিটির পূর্বে রয়েছে ইষ্ট লেক যা সিটি সংলগ্ন লেকের মধ্যে চীনের বৃহত্তম লেক হিসাবে পরিচিত। এই লেকটি পর্যটকদের জন্য একটি দর্শনীয় স্থান। আরেকটি দর্শনীয় এবং বিখ্যাত স্থান হচ্ছে এখানকার স্নেক হিলে অবস্থিত ইয়েলো ক্রেন টাওয়ার।

আমি বললাম, ইয়েলো ক্রেন টাওয়ারের কথা আগেও শুনেছি।

সিনথিয়া আমার কথার উত্তর না দিয়ে তার বর্ণনা অবারিত রেখে বললো, হুবেই প্রদেশে অবস্থিত থ্রি গর্জেজ প্রজেক্ট সম্পর্কে নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে। এই পানি সংরক্ষণাগার প্রজেক্টটি শুধু চীনে নয় পৃথিবীর বৃহত্তম প্রজেক্ট। এখানকার পর্বতমালার মনোরম দৃশ্য সত্যিই অতুলনীয়। ছিবি নামক একটি স্থানে তুমি যেতে পার যেখানে প্রাচীন কালে বিখ্যাত যুদ্ধ সংঘটিত হযেছিল। এ ছাড়াও জিংঝু সিটি রয়েছে যেখানে 'থ্রি কিংডম যুদ্ধ' সংঘটিত হয়েছিল।

আমি বললাম, এবারতো মাত্র দু'সপ্তাহ সময় এখানে থাকছি, এতো কিছু একসঙ্গে দেখা সম্ভবপর হবে না। পরের বার যখন আসবো তখন একে একে আরো দু'চারটি দর্শনীয় স্থান দেখতে পারবো বলে আশা রাখি।

সিনথিয়া আমাকে সমর্থন করে একটা স্মিত হাসি হেসে বললো, এতক্ষণ যা যা বললাম তাই কিন্তু শেষ নয়। এখানকার জিংঝু সিটি ওয়াল, এনসি গ্রাণ্ড ক্যানিয়ন, সিয়ানিং হট স্প্রিং, সিয়াংলিঙ্গের মিং রাজবংশের সমাধি সৌধ ইত্যাদি পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় স্থান। এ ছাড়াও এখানে গহীন বনাঞ্চল এলাকা রয়েছে যা সেন্নগজিয়া বনাঞ্চল নামে পরিচিত। এই বনাঞ্চলে দুষ্পাপ্য নানাবিধ বৃক্ষরাজি যেমন রয়েছে ঠিক তেমনি রয়েছে দুষ্পাপ্য কিছু প্রাণী যেমন সোনালী বানর, সাদা ভালুক, এন্টিলপ ইত্যাদি।

আমি কিছুটা আবেগতাড়িত মেজাজেই বললাম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ইতিহাস ও কৃষ্টি আমাকে সবসময়ই প্রলুব্ধ করে। তবে আজকে তোমার ভ্রমণ পরিকল্পনাটা কি তা জানতে পারি কি?

সিনথিয়া বললো, আজ আমরা এখানকার প্রাদেশিক জাদুঘরটি ঘুরে ফিরে দেখব, তবে সবকিছু একসাথে দেখা সম্ভবপর হবে না তবে যতটুকু পারা যায় দেখে নেব এবং সন্ধ্যার পূর্বেই হোটেলে ফিরবো।

সিনথিয়াকে একটু অপেক্ষা করতে বলে আমি রুমে গিয়ে কাপড়চোপড় কিছুটা পাল্টিয়ে ফিরে এলাম। এবারও নীলাভ রংয়ের সেই গাড়ি। সিনথিয়া ড্রাইভ করছে।

আমি ওকে শুধালাম, ড্রাইভার থাকলে কি ভাল হতো না? তাহলে কষ্ট করে আর তোমাকে গাড়ি চালাতে হতো না।

সিনথিয়া একটু হেসে উত্তর দিল, এই গাড়িটা আমার এক আত্মীয়ের। ড্রাইভার তো রয়েছেই। তবে সাধারণত অবসর সময়ে আমি নিজে গাড়ি চালাতে পছন্দ করি।

সাপ্তাহিক বন্ধের দিন হওয়ায় রাস্তায় গাড়ির আধিক্য তেমন নেই। বড়ই ছিমছাম ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। শহরের মধ্যে বিভিন্ন রাস্তায় প্রায় আধাঘন্টা ঘুরে ফিরে অবশেষে জাদুঘরের সামনে এসে পোঁছুলাম। পার্কিংলটে গাড়ি পার্ক করে আমরা জাদুঘরে প্রবেশ করলাম।

নানাবিধ প্রাচীন সামগ্রীর বৈচিত্রপূর্ণ সমাহারে জাদুঘরটি সমৃদ্ধ। এর অবয়বটিও অনেক বড়।

সিনথিয়া আমাকে জানালো যে এই যাদুঘরটি প্রায় পঞ্চাশ হাজার বর্গমিটার জুড়ে বিস্তৃত এবং এখানে দুই লক্ষাধিক ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন রয়েছে। এগুলোর মধ্যে এক হাজারেরও বেশি নিদর্শন প্রথম গ্রেডের বলে বিবেচিত।

আমরা নিদর্শনগুলোর সামনে দিয়ে হাঁটছি। মাঝে মধ্যেই সিনথিয়া থমকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এবং কোন বস্তু সম্পর্কে আমাকে বিশ্লেষণ করে শুনাচ্ছে।

এভাবে ঘুরেফিরে দেখতে দেখতে প্রাচীন মানুষের কিছু মাথার খুলি ও হাড়গোড় দেখে আমার চলার গতি শ্লথ হলো। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ অর্থাৎ মানবজাতির সম্ভাব্য পূর্বপুরুষদের নিদর্শনগুলো দেখে আমি ভাবান্তরিত হলাম।

সিনথিয়া আমার ভাবান্তর দেখে বললো, নৃতত্ত্ব কি তোমার প্রিয় বিষয়?

আমি বললাম, প্রিয় কিনা জানিনা, তবে প্রাচীনকালের মানুষদের নিদর্শন দেখে ওদের সম্বন্ধে কল্পনা করতে ভাল লাগছে।

সিনথিয়া বললো, এসকল মাথার খুলি এবং হাড়গোড় সবই কিন্তু মানুষের নয়, দেখতে একই প্রকার হলেও ডি এন এ পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে যে এগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই হলো বানর প্রজাতির প্রাণীদের।

আমি বললাম, কিন্তু ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্ব অনুযায়ীতো বানর জাতীয় প্রাণী থেকেই মানুষের উদ্ভব।

সিনথিয়া বললো, সবই ঠিক আছে, কিন্তু হররোজ বিজ্ঞানীদের মধ্যেই এ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হচ্ছে, কেউ কেউ অভিমত ব্যক্ত করছেন যে কিছু মিসিং লিংক বা হারানো সংযোগ এখনো খুঁজে পাওয়া বাকি রয়েছে। গবেষণা চলছে। তবে কতদিন চলবে এবং কতদিনে ঐ মিসিং লিংক খুঁজে পাওয়া যাবে তা বলা দুষ্কর।

আমি বললাম, মানুষের বিবর্তনের পথটাতো আর ছোটখাট কিছু একটা নয়, অনেক দীর্ঘ। এমন দীর্ঘদিনের পথ যাত্রায় বিবর্তনের শেকলটি কোথাও না কোথাও ছিন্ন হয়ে যেতেই পারে, সেটা তো অস্বাভাবিক কিছু নয়।

সিনথিয়া আমাকে সমর্থন করে বললো, আমাদের এই গ্রহটি অবিনশ্বর না হলেও কখনো কিন্তু কোন কিছুকে হারিয়ে যেতে দেয় না। অর্থাৎ জন্মের পর থেকেই পৃথিবী তার উন্মুক্ত পরিসরে সংঘটিত সকল ঘটনার দলিল এবং প্রমাণ তার বুকের গভীরে সযত্নে সংরক্ষণ করে চলেছে। প্রশ্ন হচ্ছে ধরিত্রির এই বিপুল ভাণ্ডারে সঞ্চিত জ্ঞান ও সম্পদের কতটুকুইবা মানুষ ব্যবহার করতে পেরেছে এবং অনাগত লক্ষ-কোটি বছরে কতটুকু ব্যবহার করতে পারবে?

সিনথিয়া কিছুটা বিরতি নিয়ে একটু হেসে বললো, তবে একথা সত্যি যে সেই হারিয়ে যাওয়া সংযোগটি খুঁজে পেতে বিজ্ঞানীরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। তবে অনেকেই বলেন যে, ডারউইনের মতবাদ একটা ধারণামাত্র যা বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণিত কোন সিদ্ধান্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। ১৮৫৯ সালে ডারউইনের “দি অরিজিন অব স্পেসিস” বইটি প্রকাশের পর খোদ বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে মতভেদ ছিল এবং বিগত দীর্ঘ সময় পার হওয়ার পর আজ তা আরো বেড়েছে।

সিনথিয়া ভ্রুকুঞ্চন করে বললো, বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেননি যে কিভাবে তাঁদের তত্ত্ব অনুযায়ী এক ধরনের জীবন অন্য ধরনের জীবনে বদলে গেল। ডারউইনের পর বিবর্তনবাদ নিয়ে আরো কিছু মতবাদের কথা বিজ্ঞানীরা বলেছেন।

আমি বললাম, সেগুলো কি ডারউইনের মতবাদের অনুরূপ?

সিনথিয়া বললো, সেগুলোও শুধু ধারণামাত্র। এর মধ্যে একটি ধারণা হলো যে, জীবন এই পৃথিবীতে শুরু হয়নি। পৃথিবীর বাইরে কোথায়ও সৃষ্টি হয়ে তারপর পৃথিবীতে এসেছে। আরেকটি ধারণা হলো যে, নতুন সব প্রজাতির সৃষ্টি তার জিনের অভ্যন্তরে হঠাৎ আমুল পরিবর্তনের জন্য হতে পারে।

এ বিষয়ে আর একটি ধারণা হলো, যে কোন প্রজাতি একই সাম্যাবস্থায় থাকে। হঠাৎ করে একটা বিরাম বা ছেদের পরে লাফ দিয়ে সেটি নতুন কিছু হয়ে যায়।

আমি বোধহয় বিষয়টির গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করছিলাম, হয়তোবা তাই কিছুটা উত্তেজিতও হয়ে যাচ্ছিলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমার উত্তেজনা সিনথিয়ার দৃষ্টি এড়াতে পারেনি।

আমি নিজেকে আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, ডারউইনের বিবর্তনবাদের প্রতি আমার উৎসাহ থাকলেও এর ক্রমবিকাশ এবং অগ্রগতি সম্বন্ধে আমি অজ্ঞতার মধ্যেই আছি।

সিনথিয়ার সাথে নিচে নেমে এসে যাদুঘর সংলগ্ন একটা রেস্টুরেন্টে আমরা প্রবেশ করলাম এবং নিরিবিলি একটা কেবিনে গিয়ে বসলাম।

দুকাপ কফির অর্ডার দিয়ে সিনথিয়া বললো, বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন যে, সত্তুর লক্ষ থেকে সম্ভবত এক কোটি ত্রিশ লক্ষ বৎসরের কোন এক সময়ে বানর প্রজাতির প্রাণী থেকে আর একটি ধারা প্রবর্তিত হয় যা এ্যাষ্ট্রালোপিথেসিনস নামে পরিচিত। বিজ্ঞানীদের দেয়া প্রাচীনতম এই নামটি সম্ভবত মানব প্রজাতির আদি পূর্বপুরুষ বলে নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানীরা ধারণা করে থাকেন। সম্প্রতি সময়ে প্রাপ্ত অতি প্রাচীন এসকল হাড়গোড়, জীবাশ্ম এবং পদচিহ্ন থেকে বিজ্ঞানীরা নির্ধারণ করেছেন যে ওগুলো প্রাচীন মানুষের বিদ্যমান প্রমাণ। এর মধ্যে প্রাধান্য বিস্তারকারী নিদর্শনগুলো হচ্ছে যে, তারা দু পায়ে খাড়া হয়ে হাঁটতো এবং তাদের ছেদক দন্ত ছিল।

বানর প্রজাতির প্রাণীরা দু পায়ে হাঁটতে পারে না এবং ছেদক দন্ত সম্পন্নও নয় এবং এই নিদর্শনের তারতম্যের ভিত্তিতেই প্রাপ্ত জীবাশ্মগুলোর কোনটা বানর প্রজাতির এবং কোনটা মানুষের তা শনাক্ত করা সহজতর হয়েছে।

এ যাবৎ প্রাপ্ত এই প্রজাতির নমুনাগুলোর মধ্যে লুসির নমুনাটি সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। প্রাচীন প্রজাতির ক্রমবিকাশমান মানুষদেরকে সময়ের বিভাজনে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বিভিন্ন নামে অবহিত করা হয়।

আমাদের নিকটবর্তী সাদৃশ্যসম্পন্ন মানুষের জীবাশ্মের বয়সও আটাশ লক্ষ বছরের কম নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে আদিম পৃথিবীতে ব্যবহৃত প্রাচীনতম পাথরের অস্ত্রের বয়স তেত্রিশ লক্ষ বছর বলে ধারণা করা হয়। এর অর্থ হলো, তেত্রিশ লক্ষ বছর পূর্বে আদিম মানুষরাই ওগুলো ব্যবহার করেছে।

আমি বললাম, তাহলে এ কথা তো নির্দ্বিধায় বলা যায় যে তেত্রিশ লক্ষ বছর পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষেরাই পাথরের ঐ সকল অস্ত্র ব্যবহার করে দৃঢ়তার সাথেই সভ্যতার পথে তাদের পদচিহ্ন রেখে গিয়েছিলো।

আমার আবেগপ্রবণতার অতিশয্যে সিনথিয়া আরো দৃঢ়তা নিয়ে বললো, অবশ্যই, তবে তারা মানুষ ছিল, দু'পা দিয়ে খাড়া হয়ে হাঁটতো। লুসিকেই যদি দৃষ্টান্ত ধরি তবে বলতে হয় যে লুসি বত্রিশ লক্ষ বছর পূর্বে আদিম পৃথিবীর পরিবেশে জীবন অতিবাহিত করেছে। তুমি কি চিন্তা করতে পারছো যে বত্রিশ লক্ষ বছর পূর্বে কিশোরী লুসির জীবন কেমন বিপদসঙ্কুল ও বৈচিত্রপূর্ণ ছিল?

সিনথিয়ার দু চোখের সুদুরপ্রসারী মায়াবী দৃষ্টি আমার দু চোখে প্রতিফলিত হলো। সে তার হাত প্রসারিত করে আমার হাত ধরে বললো, আমার দিকে তাকাও। আমি সিনথিয়ার চোখে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। হঠাৎ করে যেনো চারিদিকের সবকিছু আলোরিত হতে থাকলো। প্রথমে বিষ্ময়াবিভূত হলাম এবং পরক্ষণেই আমি এক দুরন্ত গতিতে এক অতলান্ত গহ্বরের দিকে ছুটে চললাম এবং নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। এভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে গহ্বরের চতুর্দিকে ভাসতে ভাসতে কিছুক্ষণের মধ্যেই মায়াবী আবেশের অতিশয্যে নিজেকে আবিস্কার করলাম নিবিড় এক অরণ্যে। বত্রিশ লক্ষ বছর পূর্বে আদিম পৃথিবীর অরণ্য। সিনথিয়ার হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছি। আকাশে মেঘের ঘনঘটা, মাঝেমধ্যেই প্রতিভাত হচ্ছে সূর্য।

ঘন অরণ্য, নরম মাটিতে পা বসে যাচ্ছে। অচেনা পাখিদের কলতান। ঝি ঝি পোকাদের মত পোকারা ডেকে চলেছে অবিরাম।

হঠাৎ সিনথিয়া আমাকে সতর্ক করে বললো, ঐযে কেউ যেনো এদিকে এগিয়ে আসছে।

আমি ফিসফিস করে বললাম, ওর নামই কি লুসি?
সিনথিয়া বললো, ও লুসি কি না বলতে পারছি না তবে নিশ্চিত থাকো যে ও ঐ সমসাময়িক সময়ের কেউ হবে।
আমি বললাম, ওর কোন না কোন নামতো অবশ্যই ছিল তবে এই মুহূর্তে চল ওকেই আমরা লুসি বলে মনে করি।
সিনথিয়া বললো, তোমার কথামতে ওকে আমরা লুসি বলেই চিহ্নিত করবো।

একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে লুসিকে দেখলাম। পীত বর্ণের শরীর। মায়াভরা চেহারা। উচ্ছল, চঞ্চল, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে চারিদিক ঘুরে ফিরে দেখছে। চামড়া ও সবুজ পাতার পোষাকে সজ্জিত লুসি এক অপরূপ রূপে আমার নিকট প্রতিভাত হয়ে উঠলো। দৃঢ় পদক্ষেপে একেবারে সোজা হয়ে হাঁটছে লুসি। লুসির হাতে একটা গাছের ডাল, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে লাঠি হিসেবে ব্যবহার করবে হয়তো। তবুও ওকে খুবই ভীত বলে মনে হলো। লুসি গাছের ফোকরে হাত ঢুকিয়ে পোকামাকড় বের করে খাচ্ছে। ওর খাবারের কষ্ট দেখে আমি কষ্ট পেলাম। হঠাৎ একটি সাপ গাছের ফোকড় থেকে বের হয়ে লুসিকে ছোবল দেয়ার জন্য উদ্যত হলো। লুসি বিদ্যুৎগতিতে তার মাথা পেছন দিকে টেনে নিয়ে হাতের ডালটি দিয়ে সজোরে সাপটার মাথা বরাবর আঘাত করলো। মুহূর্তেই সাপটি ধরাশায়ী হলো। লুসি তার কোমরে গাছের লতা দিয়ে ঝুলানো একটি তীক্ষ্ণ প্রস্তরখণ্ড দিয়ে আঘাত করে সাপটির মাথাটি বিচ্ছিন্ন করলো। তারপর সাপটাকে পেঁচিয়ে নিয়ে তার কোমরে বাঁধা বন্যফলের খোলসের মধ্যে রাখলো। আমরা পাশের ঝোপটার আড়ালে বসে অপলক দৃষ্টিতে লুসির কার্যকলাপ দেখছিলাম। গাছের নিচ থেকে সে কিছু কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাচ্ছিল। এর মধ্যে হঠাৎ করেই কোন জন্তুর বিকট আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি ভীত হয়ে সিনথিয়ার হাতটাকে আরো শক্ত করে ধরলাম।
সিনথিয়া বললো, ভয় পাওয়ার কিছু নেই, জন্তু-জানোয়াররা আমাদেরকে দেখতে পাবে না কারণ আমরাতো লুকিয়ে রয়েছি। এরই মধ্যে কয়েকটি জন্তু বিকট শব্দ করতে করতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে দেখে আমি লুসির নিরাপত্তার কথা ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম।

সিনথিয়া আমাকে সান্তনা দিয়ে বললো, লুসি নিশ্চয়ই তাঁর নিরাপত্তার বিধান নিজেই করতে পারবে। একটু আগেইতো দেখলে লুসি সাপটার ছোবল থেকে কি ভাবে নিজেকে রক্ষা করলো। ধৈর্য ধরে দেখ পরিস্থিতি কি হয়।

হঠাৎ করেই দুটো ডাইনোসর আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো। জন্তু দুটির বিরাটাকায় অবয়ব দেখে আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম।
সিনথিয়া তার হাত দিয়ে আমার মাথা নিচের দিকে ঠেলে দিয়ে ফিসফিস করে বললো, কোন আওয়াজ করবে না, এরা কিন্তু ভয়ঙ্কর হিংস্র।
ডাইনোসর দুটো লুসিকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। লুসিও প্রস্তুত ছিল। জন্তুদুটো প্রচণ্ড গতিতে লুসির দিকে তেড়ে এলো। লুসি মুহূর্তমাত্র সময়ের অপচয় না করে তরতর করে গাছে উঠে গেল। একটা ডাইনোসর তো তাল সামলাতে না পেরে সোজা এসে লুসির পাশের গাছটার সাথে সংঘর্ষ ঘটিয়ে চিৎপটাং হয়ে উল্টে পড়লো। ভয়ঙ্কর এই ঘটনায় আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তবে তড়িৎ গতিতে লুসির গাছে উঠার দক্ষতা আমাকে বিমুগ্ধ করলো।

নিজের অজান্তেই হঠাৎ করে চিৎকার করে বলে উঠলাম, সাবাস লুসি সাবাস। তুমি আমাদের যোগ্য পূর্বসূরি।

সিনথিয়া আমার মুখ চেপে ধরে ঝোপের আড়াল দিয়ে পার্শ্বরেখা বরাবর টানতে টানতে বললো, ডাইনোসররা সামনের দিকে বেশি দেখতে পায়, পার্শ্বদৃষ্টিতে ওরা খুবই দুর্বল। ডাইনোসর দুটো আমার আওয়াজ শুনে ছুটে এলো এবং এদিক ওদিক না তাকিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে আমাদের পাশ দিয়ে সোজা বনের গভীরে প্রবেশ করলো।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে মেঘের প্রচণ্ড গর্জন শুরু হলো। মুহূর্তের মধ্যেই চারিদিক কালো হয়ে এলো। লুসি গাছ থেকে নেমে এসে কলা গাছ সদৃশ এক প্রকার গাছের প্রকাণ্ড কয়েকটি পাতা ছিড়ে নিয়ে এমনভাবে বিন্যস্ত করলো যে সেটি একটি ত্রিকোণাকার সুন্দর আশ্রয়স্থলের রূপ পরিগ্রহ করলো। আকাশ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করলো এবং প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হলো। আমরা অতি সন্তর্পণে উঠে ঘন পাতায় ছাওয়া একটা ছোট গাছের নিচে আশ্রয় নিলাম।

অনেকক্ষণ পর বৃষ্টি কিছুটা কমে এলো। ভাল আশ্রয় পেলেও বৃষ্টির পানিতে আমাদের কাপড়চোপড় সব ভিজে চুপসে গেছে। এত বিপত্তির মধ্যেও আমার দৃষ্টি লুসির আশ্রয়স্থলের উপর থেকে এক বিন্দুও সরে যায়নি।

বৃষ্টি কমে গেছে। হঠাৎ দেখলাম লুসি পাতার দেয়াল ভেঙ্গে একটু উঁকি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। আমার শরীরে শিহরণ বয়ে গেলো।

সিনথিয়া ফিস ফিস করে বললো, প্রস্তুত থাক আমরা ওকে অনুসরণ করবো।

আমিও মৃদু আওয়াজে বললাম, আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

লুসি ব্যায়ামের ভঙ্গিতে নিচু হয়ে আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে দৃঢ়তার সাথে সামনে এগিয়ে চললো। আমরা ঝোপ থেকে বেড়িয়ে ওকে অনুসরণ করতে থাকলাম।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর সামনে উঁচু একটা পাহাড় আমাদের নজরে এলো। লুসি পাহাড়টার উপরে উঠার চেষ্টা করছে কিন্তু বৃষ্টির পানিতে পাহাড়ের পাদদেশের মাটি পিচ্ছিল হয়ে যাওয়ায় বার বার আছাড় খেয়ে পড়ছে।

সিনথিয়া বললো, বুঝতে পারছো? ওটাই হলো লুসির বাড়ি। ঐ পাহাড়ের কোন স্থানে ও নিশ্চয়ই কোন গুহায় বসবাস করে। ওর সাথে সাথে আমরাও পাহাড়টাতে উঠবো এবং ওকে অনুসরণ করে ওর আস্তানায় ঢুকবো।

পিচ্ছিল কর্দমাক্ত মাটিতে চলতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল। কিন্তু কিছুটা উপরে উঠতেই পাথুরে শক্ত মাটি পাওয়ায় উপরে উঠা সহজতর হলো।

বৃষ্টি নামার পর আকাশ পরিস্ফুট হয়েছে। অন্ধকার দূরীভূত হয়ে আলো ঝলমলে চারিদিক। গোধূলীবেলা পার হয়ে যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে যে অন্ধকার নামতে আর বেশি বাকি নেই।

আমরা অতি সন্তর্পণে লুসির সাথে দূরত্ব বজায় রেখে পাহাড়টাতে উঠছিলাম। হঠাৎ করেই গুহাটাকে দেখতে পেলাম। লুসি গুহাটার সামনে দাঁড়িয়ে তার হাতের লাঠি দিয়ে পাথরের উপর আঘাত করলো, আঘাতের শব্দ বেশ জোরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তারপর সে মুখ দিয়ে অদ্ভুত দুর্বোধ্য কিছু শব্দ করলো। গুহার ভেতর থেকে প্রত্যুত্তর ভেসে এলো। আমরা বুঝতে

পারলাম যে এখানে লুসি একা নয়, গুহার ভেতর আরো কেউ রয়েছে। লুসির সাথে আমরা অন্য আরো কাউকে দেখবো।

আনন্দের অতিশয্যে আমি মোহিত হলাম। সিনথিয়া আমাকে চুপ থাকতে বললো।

লুসি পাহাড়ের গুহা দ্বারে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছু পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করছে। এটা নিরাপত্তাজনিত কোন বিষয়ের অংশ বলে মনে হলো।

অবশেষে লুসি গুহার ভেতরে প্রবেশ করলো। আমরাও ধীর পায়ে গুহার সামনে এসে দাঁড়ালাম। উঁকি দিয়ে গুহার ভেতরটা দেখার চেষ্টা করলাম। আধো-আলো ও আধো-অন্ধকারে সবকিছু ভালভাবে দেখা যাচ্ছিল না।

সিনথিয়া ফিস ফিস করে আমাকে বললো, এখানে দাঁড়িয়ে কিছুই দেখা যাবে না, আমাদেরকে গুহার ভেতরে প্রবেশ করতে হবে।

আমি সম্মতি জ্ঞাপন করলাম এবং হামাগুড়ি দিয়ে গুহার ভেতরে প্রবেশ করলাম। গুহাটার ভেতর থেকে পাথরের ঠোকাঠুকির শব্দ ভেসে এলো। একটা উৎকট গন্ধ পেলাম। দেয়ালে হাত রেখে রেখে অত্যন্ত ধীরপায়ে সামনে এগুচ্ছিলাম। হঠাৎ করেই গুহার ভেতরের দিকে একটু আলোর ঝলকানি দেখতে পেলাম। দূর থেকে লক্ষ্য করলাম যে লুসি আগুন প্রজ্বলন করেছে এবং খড়কুটো দিয়ে আগুনটাকে আরো বাড়ানোর চেষ্টা করছে।

সিনথিয়া ফিস ফিস করে বললো, কিছুক্ষণ আগে যে শব্দ শুনেছিলে আসলে তা ছিল চকমকি পাথরের ঠোকাঠুকির শব্দ। লুসি চকমকি পাথর ঘসে আগুন জ্বালিয়েছে।

আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে মৃদুস্বরে বললাম, যাক বাবা বাঁচা গেল, আমিতো ভেবেছিলাম এখনো ওরা আগুন জ্বালাতে শিখেনি।

লুসি যেখানে আগুন প্রজ্বলন করেছে সে জায়গাটা বেশ প্রশস্ত। লুসি একটা কাঠিতে আগুন নিয়ে ফলের খোলস জাতীয় একটা পাত্রে তা ধরিয়ে দিল। আমরা আশ্চর্যের সাথে একটা প্রাগৈতিহাসিক যুগে আদিম মানুষের পিদিম প্রজ্বলন লক্ষ্য করলাম। লুসির এই পিদিমের আলো সভ্যতার পথে প্রথম আলোর বিচ্ছুরণ বলে আমার কাছে প্রতিভাত হলো। আমরা যতটুকু সম্ভব সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে একটা প্রস্তরখণ্ডের আড়ালে দাঁড়িয়ে লুসির কাণ্ডকারখানা দেখছি।

হঠাৎ করে একজন বৃদ্ধা তার হাতে ধরা একটি শিশুকে নিয়ে লুসির প্রজ্বলিত অগ্নির পাশে এসে বসলো এবং সেই দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেনো বললো। বৃদ্ধার গায়ে পশুর চামড়ার আচ্ছাদন। ছেলেটা উলঙ্গ। লুসি এগিয়ে গিয়ে ছোট ছেলেটাকে আদর করে কোলে তুলে নিয়ে পরম যত্নে তার বুকের দুধ খাওয়াতে লাগলো।

আমি সিনথিয়ার হাত আরো জোরে চেপে ধরে বললাম, আমার মায়ের কথা মনে পড়ছে। মনে হচ্ছে লুসি আমার মা এবং আর ঐ ছোট্ট ছেলেটা হচ্ছি আমি।

সিনথিয়া আমার মনের ভাব উপলব্ধি করতে পারলো এবং বললো, মাতৃস্নেহ যুগ-যুগান্তরে একইরকম। অতলান্ত এই স্নেহের পরশ শাশ্বত এবং অমলিন চিরদিন।

ছেলেটাকে কোল থেকে নামিয়ে লুসি এবার তার ঝুলি থেকে সেই সাপটাকে বের করে আগুনের দুপাশে দুটো গাছের ডাল স্থাপন করে সাপটাকে ছড়িয়ে দিলো। আগুনের উত্তাপে কিছুক্ষণের

মধ্যেই সাপটা রোষ্টের আকার ধারণ করলো। লুসি তার ঝুলি থেকে কিছু শামুক ও বড় বড় কয়েকটা পতঙ্গ বের করে একটা পাত্রের মধ্যে রাখলো।

আমি বিষ্ময়ে অভিভূত হয়ে বললাম, লুসি ঐ পাত্রটি পেলো কোত্থেকে?

সিনথিয়া বললো, দেখতে পাচ্ছ না? ওটি কোন পাত্র নয়, গাছের কোন ফলের খোসা, ঠিক যেমন নারকেলের খোল আমরা আজো বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে থাকি।

ইতিমধ্যে যে বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে তা বোঝা যাচ্ছে কারণ এতক্ষণ গুহামুখে আলোর আভাস ছিল কিন্তু এখন আর তা নেই। অর্থাৎ সূর্য অস্তমিত হয়েছে।

লুসি আগুনের কয়েকটি অঙ্গার একত্র করে শামুক ও পতঙ্গগুলো ঐ অঙ্গারের উপর স্থাপন করলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাছের ছোট একটি ডাল দিয়ে নেড়েচেড়ে রোষ্ট হয়ে যাওয়া পতঙ্গগুলো বৃদ্ধাকে পরিবেশন করলো এবং নিজেও পরম তৃপ্তির সাথে খেতে শুরু করলো। পতঙ্গগুলো খাওয়ার পর সাপটাকে নামিয়ে নিয়ে দু'ভাগ করে দুজনে খেতে লাগলো। ওদের খাওয়ার ধরন আমার কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক বলেই মনে হলো। খাওয়ার পর্ব শেষে লুসি আমাদেরকে আশ্চর্যান্বিত করে লাউয়ের খোলসের মত একটি লম্বা পাত্র বের করে তা থেকে পানি পান করতে শুরু করলো।

ওদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো যে আজকের ভূরিভোজটা তৃপ্তিদায়কই হয়েছে। লুসি এবার পশুর একটা চামড়া গায়ে চাপিয়ে অন্য একটি ঝুলি থেকে কিছু সবুজ পাতা বের করে চিবুতে লাগলো। মনে মনে ভাবলাম, লুসি পান খাচ্ছে যা বর্তমানে ব্যাপক আকারে মানুষ খেয়ে থাকে। পাতা চিবুতে চিবুতে ক্লান্ত লুসি ছেলেকে বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণের মধ্যে বৃদ্ধাও ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লো।

আমরা অতি সন্তর্পণে লুসির নিকটবর্তী হলাম। খুব কাছে থেকে লুসিকে দেখার সাধ সংবরণ করতে পারলাম না। লুসির জ্বালানো আগুন তখনো জ্বলছে। ঐ লাল আলোর আভায় উদ্ভাসিত লুসিকে আমার অনন্য বলে মনে হলো। লুসি জানতে পারবে না জেনেও মনে মনে লুসিকে আন্তরিক অভিবাদন জানালাম।

ইতিমধ্যে গুহামুখে আবার আলোর আভাস দেখা গেলো। অন্ধকার বিদীর্ণ করে চাঁদের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

সিনথিয়া বাইরে যাওয়ার ইঙ্গিত দিল। ধীর পায়ে আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম।

আমি বিষ্ময়ে অভিভূত হয়ে বললাম, সিনথিয়া দেখো দেখো, চাঁদটাকে কত বড় দেখাচ্ছে।

সিনথিয়া বললো, হয়তো বা আজকে চাঁদ তার কক্ষপথে পৃথিবীর নিকটতম স্থান দিয়ে পরিভ্রমণ করছে।

আমি বললাম, এমনও তো হতে পারে যে বত্রিশ লক্ষ বছর পূর্বের চাঁদ এমনটি বড়ই ছিলো। নইলে চাঁদ এতো বড় দেখাবে কেন?

সিনথিয়া আমার হাত ধরে চোখে চোখ রেখে বললো, তোমার চোখ বন্ধ কর।

আমি চোখ বন্ধ করলাম। আবার সেই প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যার মধ্যে পাক খেতে খেতে মহাশূন্যের সীমানা ঘেঁসে কোথায় যেনো ছুটে চলেছি। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর একসময় সব কিছু শান্ত হয়ে উঠলো।

এবার সিনথিয়া বললো, চোখ খোল।

আমি চোখ মেলে তাকালাম, কিন্তু কি আর্শ্চয্য, আমিতো সেই রেস্টুরেন্টেই বসে আছি। তাহলে এতক্ষণ লুসির সাথে আদিম পৃথিবীতে ভ্রমণ সেটাও তো মিথ্যা নয়। অংকটা মেলাতে না পেরে বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে সিনথিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

আমার এহেন উদ্বিগ্নতা দেখে সিনথিয়া বললো, বিষয়টি মোটেই কোন দৃষ্টিবিভ্রম বা ঐন্দ্রজালিক নয়। এখন তুমি বর্তমানে রয়েছো একথা যেমন সত্য, ঠিক তেমনি কিছুক্ষণ পূর্বে তুমি সুদূর অতীতে কিছুটা সময় অতিবাহিত করে এসেছো সেটাও নির্মোহ সত্য। কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে এর যথার্থতা প্রমাণ করতে যেয়ো না কারণ তাতে কোন সমাধান তুমি পাবে না, শুধু শুধু মানসিক যন্ত্রণা বাড়বে এবং কালক্ষেপণ হবে।

আমি বললাম, ঠিক আছে কিন্তু আমার অনুসন্ধিৎসু মনের জন্য একটা সান্তনাও কি প্রয়োজন মনে করছ না?।

সিনথিয়া বললো, আমাকে বিশ্বাস কর, তোমার সাথে আমার অনেক কাজ। আমাদের সময় নিতান্তই কম এবং এই কম সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে আমাদের সুনির্দিষ্ট কাজ শেষ করতে হবে।

এই মুহূর্তে সিনথিয়ার কথাবার্তা এবং ব্যবহার আমার কাছে অত্যন্ত রহস্যময় বলে মনে হলো। কি এমন অনেক কাজ যা আমাকে সাথে নিয়ে সে করতে চায়? তবে আর যাই হোক আমি যে সিনথিয়ার ইচ্ছাশক্তিকে ছিন্ন করে তার বিরুদ্ধাচরণ কিছু করতে পারবো না তা বুঝতে পারলাম। সিনথিয়ার মায়াবী শক্তির অদৃশ্য বাঁধনে যে আমি বাঁধা পড়েছি।

আমি সিনথিয়াকে সমর্থন করে বললাম, তোমাকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করছি। এরপর থেকে তোমার ইচ্ছার কোন ব্যত্যয় হবে না। যে কাজটি তুমি করতে চাও আসলে সেটা কি প্রকৃতির তা আমি এখনো জানি না। তবে এটুকু অনুমান করতে পারি যে সে কাজটি অসাধারণ এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা হবে।

আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে সিনথিয়া বিল পরিশোধ করে আমাকে নিয়ে তার গাড়িতে গিয়ে বসলো। গাড়ি সোজা আমার হোটেলের সামনে গিয়ে থামলো।

সিনথিয়া বললো, এখন তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন। এতক্ষণ সময় তুমি আমাকে দিয়েছো সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কাল নটায় ব্রেকফাস্ট টেবিলে তোমার সাথে দেখা হবে। শুভ বিকেল।

সিনথিয়া গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গেল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে রুমে ফিরে গেলাম। আমার হৃদয়, মন ও মস্তিষ্ক নিয়ে মহা অস্বস্তিতে পড়লাম। জীবনে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি আমি কখনো হইনি। স্বপ্নতো অনেক দেখেছি কিন্তু সিনথিয়ার সাথে আমি যা দেখছি তাতো স্বপ্ন নয়, একেবারে জলজ্যান্ত সত্যি। মনে মনে ভাবলাম সিনথিয়া কি আমাকে হিপনোটাইজ করেছে? এটা কি মেসমেরিজমের কোন কারসাজি? যদি তাই হয় তবে এর উদ্দেশ্য কি?

এমনতরো নানাবিধ চিন্তার বিস্তৃতি আমার অনুভূতিকে দারুণভাবে অনুরণিত করছিল। ঘুমুতে অনেক দেরি হলো। পরদিন ঘুম থেকে উঠতেও বেশ দেরি হলো। অবসন্নতা এবং উত্তেজনা দুটোই কমেছে বলে মনে হলো। হাত মুখ ধুয়ে ভাল করে গোসল করে নিলাম। সকালে গোসল করা আমার অনেক পুরানো অভ্যাস।

নিচে নেমে হোটেলের রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করলাম। দেখলাম সিনথিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

সিনথিয়াকে স্বাগত জানালাম। আজ ওকে আরো মার্জিত দেখলাম। নীল রংয়ের জিন্সয়ের প্যান্টের সাথে একই রংয়ের সার্ট। পায়েও নীল রংয়ের কেডস্। এক কথায় নীলাভ সুন্দরী।

সেও আমাকে স্বাগত জানিয়ে বললো, রাতে তোমার ঘুম কেমন হয়েছে?

আমি বললাম, ঘুমুতে দেরি হলেও ঘুম ভাল হয়েছে।

সিনথিয়া উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চলো আগে ব্রেকফাস্ট এর পর্বটা সেরে নেই। উইকএন্ডের দুটোদিন তো চট করেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। প্লেটে খাবার সংগ্রহ করতে করতে সে বললো, আজ আমাদের অনেক কাজ। আজ আমরা জাদুঘরের আরো কিছু পুরানো নিদর্শন প্রত্যক্ষ করবো।

গতরাতে কিছুই খাইনি বিধায় প্রচণ্ড ক্ষুধা অনুভব করছিলাম।

আমার প্লেটে খাবারের পরিমাণ দেখে সিনথিয়া বললো, নিশ্চয়ই তুমি রাতে কিছু খাওনি।

আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ সূচক সম্মতি জানালাম।

ব্রেকফাস্টের পর্ব শেষ করে বাইরে এসে সিনথিয়ার সাথে গাড়িতে উঠলাম। নয়টা বাজে। গাড়ি ছুটে চললো ওহানের পথ ধরে। শহর সংলগ্ন মনোরম লেকের ধার দিয়ে ঘুরে ফিরে প্রায় ঘন্টাখানেক পর হুবেই প্রভিন্সিয়াল মিউজিয়ামের সামনে এসে গাড়ি থামলো। নির্ধারিত স্থানে গাড়ি পার্ক করে আমরা মিউজিয়ামে প্রবেশ করলাম।

বৈচিত্রপূর্ণ নানাবিধ নিদর্শন দেখতে দেখতে আমরা ধীরপায়ে এগুচ্ছিলাম। সিনথিয়া মাঝে মাঝে থেমে গিয়ে কোন কোন বিশেষ দ্রব্যাদির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী বর্ণনার মাধ্যমে আমাকে অবহিত করছিল।

এগুলোর মধ্যে প্রাচীন মূদ্রা, সিরামিকের তৈজসপত্র, তামা ও লোহার তৈরি নানাবিধ পাত্র ও অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি দেখে বিমুগ্ধ চিত্তে সিনথিয়াকে বললাম, মানব সভ্যতার দীর্ঘ যাত্রাপথে তোমাদের পূর্বপুরুষদের অবদান সত্যিই অবিস্মরণীয়।

সিনথিয়া মাথা নেড়ে একটু হেসে সামনে এগিয়ে চললো।

আমরা একটা বড় কক্ষে প্রবেশ করলাম। কক্ষের এক পাশে বিশাল আকৃতির কিছু ঘন্টা দেখতে পেলাম।

আমি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে ওগুলো অবলোকন করছিলাম।

সিনথিয়া থেমে গিয়ে আমাকে বললো, এটি হচ্ছে প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রের এক অপূর্ব সম্ভার। সম্ভবত পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ ও ভারী বাদ্যযন্ত্র এটি। ব্রোঞ্জের তৈরি ছোট বড় পয়ষট্টিটি ঘন্টাসমৃদ্ধ এই বাদ্যযন্ত্রটি জেং ষ্টেটের 'মার্কুইস ই' এর সমাধি সৌধের নিচ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এর প্রতিটি ঘন্টা নির্দিষ্ট সুরে বাঁধা। যন্ত্রটির মোট ওজন হলো দুই হাজার পাঁচ শত সাতষট্টি কিলোগ্রাম। ঐ যে সবচেয়ে বড় ঘন্টাটি দেখছো, ওটা পাঁচ ফিট লম্বা এবং ওজন হচ্ছে দুই শত তিন কেজিরও অধিক। সবচেয়ে ছোট ঘন্টাটি লম্বায় ২০ সেন্টিমিটার এবং ওজন হচ্ছে আড়াই কেজি।

আমি আশ্চর্যযান্বিত ও বিমোহিত চিত্তে বিশাল আকৃতির ঐ প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রটি দেখছিলাম এবং সিনথিয়ার বর্ণনা শুনছিলাম।

হঠাৎ করে সিনথিয়া আমার হাত ধরে আরো নিকটবর্তী হলো। আবার সিনথিয়ার সেই মায়াবী দৃষ্টি। আমার চোখে চোখ রেখে সে বললো, তোমার চিন্তাশক্তিকে প্রসারিত করে দেখো, কারা এই বিশাল বাদ্যযন্ত্রটি বাজাতো আর কারা সেই অপূর্ব সূরলহরী উপভোগ করতো।

সিনথিয়ার সুগভীর দৃষ্টি আমাকে সম্মোহিত করলো। মুহূর্তের মধ্যেই আমার চিন্তা ও চেতনায় ঐ বাদ্যযন্ত্রটি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না। আমার মনে হলো চারিদিক দিয়ে প্রবল এক ঘূর্ণিবাত্যা বয়ে যাচ্ছে আর আমি কোন এক অতলের দিকে নিক্ষিপ্ত হচ্ছি। আমি সিনথিয়ার হাত শক্ত করে ধরে আছি। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি বদলে গেলো এবং আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম জাকজমকপূর্ণ এক রাজ প্রাসাদের প্রাঙ্গণে।

সিনথিয়া আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বললো, আমাকে অনুসরণ কর।

আমি সিনথিয়ার পেছন পেছন চললাম। মসৃণ মারবেলের তৈরি প্রশস্ত বারান্দা দিয়ে চলতে চলতে সিনথিয়া একটি কক্ষে প্রবেশ করলো। কক্ষটিও বেশ প্রশস্ত, মাঝারি আকারের একটা হল রুমের অনুরূপ এবং কক্ষের ভেতরটা সুনিপুণ কারুকার্য খচিত। সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করতেই আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে প্রত্যক্ষ করলাম ঐ বাদ্যযন্ত্রটিকে যা আমরা কিছুক্ষণ পূর্বে জাদুঘরে দেখেছিলাম। তবে পার্থক্য শুধু একটাই আর তা হলো এই বাদ্যযন্ত্রটি একেবারে ঝকঝকে, ওটার উপর আলোর প্রতিফলন বিচ্ছুরিত হচ্ছে চারিদিকে। একটা সুদৃশ্য ডায়াসের উপর স্থাপিত বাদ্যযন্ত্রটির ঘন্টাগুলোর সামনে অপূর্ব পোষাক পরিহিত পুরুষ ও মহিলা বাদকেরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ডায়াসের সামনে লাল ভেলভেট কাপড়ে আবৃত আরাম কেদারায় বিশিষ্ট অতিথিরা উপবিষ্ট রয়েছেন। তবে ডায়াসের সম্মুখভাগে স্থাপিত জাকজমকপূর্ণ বৃহদাকার দুটি কেদারা খালি রয়েছে।

সিনথিয়া বললো, চলো আমরা পেছনের সারিতে গিয়ে বসি। অনুষ্ঠানটি সম্রাটের আগমনের অপেক্ষায় রয়েছে। সম্রাটের সাথে সম্রাজ্ঞীও হয়তো বা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

আমি কোন কথা না বলে সিনথিয়াকে অনুসরণ করে একেবারে পেছনের সারিতে গিয়ে তার পাশে একটা আরাম কেদারায় উপবেশন করলাম। কক্ষটি কারুকার্য করা পুরু কার্পেটে মোড়া। প্রতিটি সারিতে উনিশটি করে প্রশস্ত কেদারা রয়েছে। প্রতিটি সারির সামনে বিন্যস্ত নিচু টেবিলে প্রত্যেকের জন্য পানপাত্র ও পানীয় রয়েছে। গুণে দেখলাম যে সারির সংখ্যা পঁচিশটি।

বাইরে কিছুটা গরম অনুভূত হলেও হলের ভেতরটা বেশ ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক। হলরুমের বিভিন্ন জায়গায় কৃত্রিম আলোর উৎসগুলো আমাকে বিমুগ্ধ করলো। চতুর্ভূজ আকৃতির লাল ও সাদা রংয়ের মলিন আবরণীতে আচ্ছাদিত ঝুলন্ত লণ্ঠনগুলো থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আলো ঠিকরে পড়ে কক্ষটাকে মোহনীয় করে তুলেছে।

হঠাৎ করেই আমাদের সম্মুখদিকে অর্থাৎ আমরা যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিলাম ঠিক তার বিপরীত দিকের বৃহদাকার স্বর্ণালী দরজাটি খুলে গেল। কয়েকজন প্রহরী সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ভেতর দিক থেকে কয়েকটা ঢাকের আওয়াজ ভেসে এলো। হলরুমে উপবিষ্ট সকলেই তাঁদের কেদারা ছেড়ে উঠে দাড়াঁলেন। সিনথিয়ার সাথে আমিও দাঁড়ালাম।

উচ্চ স্বরে চীনা ভাষায় কিছু স্তুতিবাদ শোনা গেল এবং এর পরেই সভাসদ সমভিব্যাহারে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী কক্ষটিতে প্রবেশ করলেন। ঝলমলে ও জাকজমকপূর্ণ পোষাক পরিহিত মুখে মৃদু হাসিতে সমুজ্জ্বল সম্রাট একটু দাঁড়িয়ে সম্মুখস্থ অতিথিদেরকে হাত নেড়ে স্বাগত জানিয়ে সম্রাজ্ঞীকে তাঁর

আসনে বসিয়ে নিজের নির্ধারিত আসনটিতে উপবেশন করলেন। সভাসদরাও যার যার আসনে সম্রাটের পেছনের সারিতে উপবেশন করলেন। সেই সাথে সকল অতিথিবৃন্দও যার যার আসনে উপবেশন করলেন। হলঘরের দুপাশের বৃহদাকার দরজাটি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল।

কয়েকজন কেতাদুরস্ত সুন্দরী মহিলা সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর পানপাত্রগুলো পরিপূর্ণ করে তাঁদের সামনে পরিবেশন করলো। একই সাথে সভাসদ ও অতিথিবৃন্দ সবাই তাঁদের নিজ নিজ পানপাত্রগুলো পানীয় দ্বারা পূর্ণ করে নিল।

আমি সিনথিয়াকে ফিসফিস করে বললাম, এটা যদি মদ জাতীয় কিছু হয়ে থাকে তবে আমি তা পান করবো না, কারণ তুমি তো জান যে আমি মদ পান করি না।

সিনথিয়া ঝুঁকে পড়ে একটু দেখে নিয়ে আমাকে আমাকে আশ্বস্ত করে বললো, তোমার সামনে দুটি পাত্র রয়েছে, একটি সোনালি এবং একটি রুপালি। সোনালি পাত্রে মদ জাতীয় পানীয় রয়েছে আর রুপালি পাত্রে নির্ভেজাল ফলের জুস রয়েছে।

আমি আর কোন কথা না বলে রুপালি পাত্র থেকে ফলের রস পানপাত্রে ঢেলে নিলাম।

ওদিকে পানপাত্র হাতে সম্রাট উঠে দাঁড়ালেন এবং অতিথিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, আজকের এই সুর লহরী আমাদের সবাইকে অনুরণিত ও বিমোহিত করুক এবং আমরা যেনো অজানা কোন আনন্দ শিহরণে শিহরিত হই।

এ কথা বলেই সম্রাট পানপাত্রটি তাঁর মুখে তুলে নিলেন। সম্রাটের দেখাদেখি সবাই পানপাত্র থেকে পানীয় পান করলেন।

আমিও আমার পানপাত্র থেকে ফলের রস পান করলাম। অত্যন্ত সুস্বাদু পানীয়। আঙ্গুর ও কমলার রস মিশিয়ে এই পানীয় তৈরি করা হয়েছে বলে আমার মনে হলো। তবে সিনথিয়া কোন পাত্রের পানীয় পান করলো তা নিরিখ করতে পারিনি। এটা জিজ্ঞাসা করাও ভদ্রোচিত হবে বলে মনে হলো না।

হঠাৎ করেই আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে আমাকে আর্শ্চযান্বিত সিনথিয়া বললো, আমিও তোমার মতে ফলের জুসই পান করছি।

একজন উপস্থাপিকা ডায়াস থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কিছু একটা বর্ণনা করলো। বর্ণনার পরপরই মৃদু হাততালিতে কক্ষের সবাই উদ্বেলিত হয়ে উঠলো।

হাততালির শব্দ যখন মৃদু থেকে মৃদুতর হচ্ছিল ঠিক তখনই মৃদু এক ঘন্টাধ্বনি চারিদিকের বাতাস অনুরণিত করে ভেসে এলো কর্ণকুহরে। ঝলমলে পোষাক পরিহিত অনিন্দসুন্দরী একজন মহিলা তার হাত দুটো বিভিন্ন ভঙ্গিতে দুলিয়ে চলেছে এবং তারই হাতের ইশারায় বাদকবৃন্দ বিরাটকায় ঐ বাদ্যযন্ত্রটিতে সুরের লহরী সৃষ্টি করছে। ঘন্টাধ্বনির সাথে আরো কিছু ছোট ছোট বাদ্যযন্ত্রেরও সংমিশ্রণ রয়েছে। যন্ত্র সঙ্গীতের পরিবেশনাটি এর আপন গতিতে বিকশিত হতে থাকলো। বাদকদলের পরিবেশনা থেকে যে সুর ঝংকার নির্মিত হচ্ছিলো তা অকৃত্রিম, মৌলিক ও শুদ্ধ উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত বলেই আমার মনে হলো। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ধারার সাথে কিছু একটা সাদৃশ্য আমি অনুভব করলাম। সুর, তাল ও লয়ের অপূর্ব সংমিশ্রণে সৃষ্ট অনুরণন এক সম্মোহনী মায়ার জাল বিস্তার করে চললো। সম্রাট, সম্রাজ্ঞী, সভাসদ, অতিথি সবাই নির্বাক। আলোঝলমল হলঘরের বিভিন্ন কোনে অবস্থানরত প্রহরীরাও পাথরের মুর্তির মত দণ্ডায়মান। বাদকদলের অপূর্ব দক্ষতায় সুরের মোহময় ঝড় ছড়িয়ে যচ্ছিল চারিদিকে।

ধীরে ধীরে সুর মুর্ছনায় আবেশিত হতে থাকলো পরিবেশ। আমি নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেললাম। সুরের অপার্থিব সম্মোহনীতে সম্পূর্ণ মোহিত হলাম। সিনথিয়া আমার হাত ধরলো। ওর হাতের ভেতর বিন্যস্ত আমার হাত দৃঢ়তর চাপে সংকুচিত হলো। মনে হচ্ছিলো যে হাতের ঐ সংযোগ দিয়ে সিনথিয়া আমার হৃদয়ের গভীরে সৃষ্ট ভাবাবেগ ও আনন্দের অনুভূতি টের পাচ্ছিল এবং তা নিয়ন্ত্রণ করছিল।

আমি সুরের আনন্দস্রোতে ভেসে যাচ্ছিলাম। ঘন্টাখানেক সময় পার হয়ে গেছে তবে মনে হচ্ছিলো এই সুর লহরী শেষ হবার নয়। হঠাৎ করেই সুরের চাঞ্চল্য ও উঠানামার তারতম্য ব্যাপকতর হতে শুরু করলো।

সুরমূর্ছনা প্রবল বাত্যাবিক্ষুব্ধ ঝড়ের মতো যখন চারিদিক আচ্ছন্ন করে ফেললো ঠিক তখনই অপূর্ব সাজে সজ্জিত কয়েকজন নর্তকী মায়াভরা নৃত্যের প্রকাশ ঘটিয়ে সামনে আবির্ভূত হলো। বিশাল বাদ্যযন্ত্রটির সম্মুখভাগ রক্তিম বর্ণে সুশোভিত হলো। উচ্চাঙ্গ ভঙ্গির পরিবেশন- সে এক অসাধারণ নৃত্যকলা। এ ধরনের নৃত্য পরিবেশনা আমি কখনো প্রত্যক্ষ করেছি বলে আমার মনে হলো না। তবে ভরতনাট্যমের নৃত্য ভঙ্গিমার সাথে এই নৃত্যের সাদৃশ্য অনুমান করতে পারলাম। সুর লহরীর সাথে নৃত্যের অসাধারণ গাম্ভীর্যপূর্ণ অভিব্যক্তি দেখে হৃদয়-মন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠলো। সমস্ত পরিবেশনা ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে ধাবিত হতে থাকলো। যন্ত্রশিল্পী ও নৃত্যশিল্পীদের উদ্যমতা নদীর বাঁকের মতন ঘুরে ফিরে চলছে। সুদূরে মিলিয়ে গিয়ে প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে আবার ফিরে আসছে। বাদক দল ও নৃত্যশিল্পীদের অঙ্গভঙ্গি এবং অভিব্যক্তি তাল ও লয়ের সাথে অভূতপূর্ব সঙ্গতি ও সমন্বয়ে পরিপূর্ণতা পাচ্ছিল।

মনে হলো এ ব্যঞ্জনা অপার্থিব, এ সুর চিরন্তনী, সঞ্জীবনী সুধায় পরিব্যাপ্ত, এর কোন পরিসমাপ্তি অপার্থিব এই সুর লহরী এবং নৃত্যের ঝংকার আহরিত হতে হতে পাহাড়ের চূড়াসম উন্নত হলো আবার অবরহিত হতে হতে মাটিতে নেমে এলো। এমন জীবন্ত সুরোচ্ছাসে আমি সম্পূর্ণ বিমোহিত হলাম। এ এক অসাধারণ দৃশ্য। এক অনন্য অনুভূতি।

যে ধীর গতিতে সুরের ব্যঞ্জনা সূচনা হয়েছিল ঠিক সেভাবেই ধীর লয়ে তা শেষ হলো। মনে হলো যেন উথলা নদীর ঢেউ ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

হলঘরে পিনপতন নীরবতা।

শিল্পী ও কুশলীগণ অত্যন্ত ধীর লয়ে উঠে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বিশেষ ভঙ্গিমায় সম্রাট, সম্রাজ্ঞী ও অতিথিদেরকে অভিবাদন জানালেন।

তাঁদেরকে সম্মান জানানোর জন্য সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী উঠে দাঁড়ালেন। সভাসদ ও অতিথিবৃন্দও সম্রাটকে অনুসরণ করলেন। তারপর সম্রাট হাততালি দিয়ে শিল্পীদেরকে তাঁদের অবদানের জন্য যে অনুপ্রাণিত হয়েছেন তা জানিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। হলঘরে উপস্থিত সবাই হাততালি দিয়ে শিল্পীদের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

এতক্ষণ পর সিনথিয়া আমার হাত ছেড়ে দিয়ে হাততালিতে যোগদান করলো। হাততালি অনেকক্ষণ ধরে চললো।

আমি বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে ডায়াসের উপর বাদ্যযন্ত্র এবং শিল্পীদের দেখছিলাম কারণ বিস্ময়ের ঘোর তখনোও আমার কাটেনি।

সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞী হাস্যোজ্জ্বল অভিব্যক্তিতে কয়েকজন অতিথিদের সাথে কথা বললেন, করমর্দন করলেন এবং সভাসদ সমভিব্যাহারে প্রস্থান করলেন। শিল্পীরা সবাই ডায়াস থেকে নেমে এলো। অতিথিদের অনেকেই শিল্পীদের সাথে করমর্দন করে তাদের পরিবেশনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

এমন সময় একজন রাজ কর্মচারী ঘোষণা করলেন যে সম্রাট সকলকে নৈশ ভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং সবাই যেনো সন্ধ্যার পর প্রাসাদের দক্ষিণ প্লাজায় হলঘরে উপস্থিত থাকেন। আবার হাততালির একটা মৃদু ধ্বনি হলময় ছড়িয়ে পড়লো।

হলঘরের ভেতর হাস্যোজ্জ্বল আলাপচারিতা ও গুঞ্জন তখনোও চলছে।

সিনথিয়া হাতের ইশারা দিয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে বললো। আমি তাঁকে অনুসরণ করে হলঘরের বাইরে বেরিয়ে এলাম। সদর দরজা এবং প্রশস্ত রারান্দার বিভিন্ন অবস্থানে পাহারাদার সৈন্যরা মূর্তির মত যার যার অবস্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছে তবে তাদের সতর্ক দৃষ্টি সবার প্রতিই নিবিষ্ট বলে আমার মনে হলো।

সিনথিয়া বারান্দা দিয়ে অগ্রসর হয়ে এর প্রান্তসীমায় একটা পিলারের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়লো। আমিও তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে আমার হাত ধরে বললো চোখ বন্ধ করো। আমি চোখ বন্ধ করলাম এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে কেমন যেনো আবেশিত হলাম। পরিবেশ পরিস্থিতি ভুলে গেলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই।

আমার কাঁধে ঝাঁকুনি অনুভব করলাম। সিনথিয়া আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে।

চোখ মেলে চেয়ে দেখি আমি জাদুঘরের সেই বাদ্যযন্ত্রটির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। সিনথিয়ার চোখে মুখে তৃপ্তির অভিব্যক্তি। সে হাসছে।

আমি বাদ্যযন্ত্রটির দিকে তাকিয়ে এটিকে নিষ্প্রাণ দেখে বিমর্ষ হলাম। কিছুক্ষণ পূর্বের স্মৃতি আমাকে তাড়িত করতে থাকলো।

সিনথিয়া বললো, প্রাচীন কোন নিদর্শন দেখে কল্পনার রথে চেপে অতীতের ফেলে আসা হারানো সাগরে সন্তরণ তো কোন সহজ বিষয় নয়। তোমার সে ক্ষমতা রয়েছে। কিছুক্ষণ পূর্বে তুমি যাকিছু অবলোকন করেছো তার কোন কিছুই মিথ্যা নয়। সবই নির্ভেজাল সত্য।

আমি কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বাদ্যযন্ত্রটির সামনে দাঁড়ালাম। হাত প্রসারিত করে ঝুলে থাকা একটা ঘন্টা ছুঁয়ে দেখার প্রয়াস পেলাম।

সিনথিয়া আমাকে নিবৃত্ত করে পানির বোতল সামনে এগিয়ে বললো, তুমি তৃষ্ণার্ত। পানি পান করে নাও।

সত্যিই আমি তখন তৃষ্ণার্ত ছিলাম। সিনথিয়ার হাত থেকে পানির বোতল নিয়ে ঢক ঢক করে সবটুকু পানি নিমিষেই শেষ করে ফেললাম।

মুখ মুছতে মুছতে সিনথিয়ার দিকে তাকিয়ে বললাম, এই পৃথিবীর আর কেউ কি তোমার আমার মতো অতীতের এমনতরো ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছে?

সিনথিয়া বললো, বিষয়টি আপেক্ষিক এবং মনোজগতের নিয়ন্ত্রাণাধীন। তোমার মত কল্পনার রাজত্বে বিচরণকারী মানুষের পক্ষে অতীতের দৃশ্য অবলোকন করা অসম্ভব কিছু নয়।

ঘড়িতে তখন চারটা বাজে। হিসাব করে প্রতীয়মান হলো যে চার ঘন্টারও অধিক সময় আমরা বর্তমান ভুলে গিয়ে অতীতের পৃথিবীতে বিচরণ করে এক রাজদরবারের নৃত্য-গীতি সমৃদ্ধ সঙ্গীতমুখর সন্ধ্যা উপভোগ করেছি।

এক অপার বিস্ময় আমার মধ্যে বাসা বাঁধলো। ঐ মুহূর্তে সিনথিয়াকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাধর এবং সমৃদ্ধ মনের অধিকারী একজন রহস্যময়ী নারী হিসাবে আমার কাছে প্রতীয়মান হলো।

সিনথিয়া বললো, বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে। যাদুঘর পরিদর্শন আজ এখানেই ক্ষান্ত দিয়ে চল কোথায়ও গিয়ে কিছু খেয়ে নিই।

আমি সিনথিয়াকে বললাম, ক্ষুধা আমারও পেয়েছে তবে ভুলটা তো তুমিই করেছো।

সিনথিয়া অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে শুধালো, আমি আবার কি ভুল করলাম?

আমি বললাম, রাজবাড়িতে সঙ্গীতানুষ্ঠানের পর রাজার সাথে ডিনারের আমন্ত্রণ তো তুমিই উপেক্ষা করে চলে এলে। আমার কথা শুনে সিনথিয়া উচ্চস্বরে হেসে উঠে বললো, রাজার সাথে ডিনার করতে গেলে আমাদের বিড়ম্বনায় পড়তে হতো।

আমি বললাম কি ধরনের বিড়ম্বনায় পড়তে হতো?

সিনথিয়া বললো, ডিনারের জন্য আমাদের আরো দুই তিন ঘন্টা অপেক্ষা করতে হতো এবং ডিনার শেষ করে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হতো আর ততক্ষণে জাদুঘরটি বন্ধ হয়ে যেতো, অর্থাৎ আমাদেরকে এই জাদুঘরেই রাত কাটাতে হতো।

আমি বললাম, না সেটা মোটেই ভাল হতো না। তুমি ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে সঠিক কাজটিই করেছো।

সিনথিয়ার সাথে বাইরে বেরিয়ে এলাম। স্কুলের কিছু ছেলেমেয়েকে দেখলাম দল বেঁধে সুরম্য একটি বাস থেকে নেমে কি সুন্দর লম্বা লাইন করে সুশৃঙ্খলভাবে জাদুঘরে ঢুকছে এবং তিন চার জন শিক্ষক তাদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিচ্ছেন। দৃশ্যটা খুবই ভাল লাগলো। মনে মনে ভাবলাম, আমাদের দেশে কজন ছাত্রছাত্রী তাদের শিক্ষা জীবনে জাদুঘর দেখার সুযোগ পায়? ছোটদের মনোজগতে শিহরণ তুলতে এবং বাস্তবক্ষেত্রে তাদেরকে নিষ্ঠার দিকে ধাবিত করতে জাদুঘর দর্শনের প্রয়াস যে কত মূল্যবান তা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারলাম।

গাড়ি চালাতে চালাতে সিনথিয়া বললো, ছোটদের নিয়ে আমাদের অনেক কিছু করার রয়েছে। আমরা যা করছি তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু করা প্রয়োজন।

আমি বললাম, আমাদের ছোটকাল এবং আমাদের সন্তানদের ছোটকালের মধ্যে বিস্তর একটা পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্যের বেশিরভাগই সাফল্যের তবে আতঙ্কের বিষয়ও যে একেবারে নেই তা বলা যাবে না। যদিও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা একপ্রকার নয় তবে পড়ার চাপ এবং বইয়ের ভারে তারা বিমূঢ়তায় ভূগে থাকে। প্রথম থেকেই তাদেরকে সৃষ্টিশীলতার দিকে অনুপ্রাণিত করতে হলে শুধু পুথিগত বিদ্যা দিয়ে তা হবে না। প্রকৃতির সাথে পরিচয়ের মধ্য দিয়ে অতীতের ঐতিহ্য ও বর্তমানের নতুনত্বকে সমভাবে চিনতে তাদেরকে সহায়তা করতে হবে।

সিনথিয়ার মনোযোগ গাড়ি চালনায় নিবদ্ধ থাকলেও আমার কথা সে মনোযোগ দিয়েই শুনছিলো। সিনথিয়া বললো, আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম যাতে সঠিকভাবে গড়ে উঠে সে বিষয়ে সর্বাধিক

প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিষয়টি নিয়ে তোমার সাথে বিশদ ও গভীর আলোচনা প্রয়োজন রয়েছে।

আমি মাথা নেড়ে একমত পোষণ করে বললাম, এ বিষয়ে তোমার সাথে আলোচনা ও পর্যালোচনা করতে আমার আগ্রহের কোন কমতি নেই।

কথা বলতে বলতে গাড়ি আমার হোটেলের সামনে এসে দাড়াঁলো।

সিনথিয়া বললো, ভাল কথা তোমাকে তো বলাই হয়নি যে জিজিয়াং ক্যাম্পে তোমার সুপারিশ মতে আমরা ছোটদের খেলাধুলা এবং মনোরঞ্জনের জন্য বিভিন্ন আয়োজনের কাজ সমাপ্ত করেছি। তুমি কি দু'একদিনের মধ্যে জিজিয়াং ক্যাম্প সফরে যাবে?

আমি বললাম, আগামী পরশুদিন জিজিয়াং ক্যাম্প থেকে আমাদের ত্রাণ বিতরণ শুরু হবে এবং কাল সারাদিনই আমাকে সে বিষয়ে প্রস্তুতি নিতে হবে।

গাড়ি থেকে বেড়িয়ে এসে মৃদু একটা হাসির রেশ ছড়িয়ে সিনথিয়া বললো, তাহলে আগামী পরশুদিন শিশুদের জন্য গৃহীত কার্যক্রম অবলোকনের জন্য কিছুটা সময় হাতে রেখো।

আমি বললাম, দেখ, এটাতো আমাদের সম্মিলিত কাজেরই একটা অংশ। সুতরাং আমার দায়িত্ব হিসাবেই আমি তোমাদের কার্যক্রম দেখবো।

সিনথিয়া তার সহজাত সাবলীল ভঙ্গিতে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রস্থান করলো। তার গাড়ির শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পর আমি হোটেলে প্রবেশ করলাম।

অভ্যর্থনা ডেস্কে কর্তব্যরত পরিপাটি মহিলাটি আমাকে স্বাগত জানিয়ে একটি এনভেলপ প্রদান করলো। আমিও তাকে স্বাগত জানিয়ে এনভেলপটি খুলে দেখলাম শাওলিং লিখেছে যে তার বান্ধবী হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পরায় সে আজ হোটেলে ফিরতে পারবে না। বান্ধবীর অবস্থার উন্নতি হলে আগামীকাল সকালে সে ফিরে আসবে।

আমি আমার রুমে গিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে সারাদিনের ঘটনাবলীর একটা বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেলাম। মনে মনে ভাবলাম এগুলো যদি লিখে না রাখি তবে ভবিষ্যতে অনেক কিছু হারিয়েও যেতে পারে। মনস্থির করলাম সব ঘটনাই নিয়মিতভাবে লিখে রাখবো।

প্রায় ঘন্টাখানেক এসব আবোল-তাবোল চিন্তার মধ্য দিয়ে কাটলো। এর পর শাওয়ারের নিচে অনেকক্ষণ ভিজে মন ও শরীর শীতল করে নিজেকে পরিপাটি করলাম। নিজেকে অনেক হাল্কা মনে হলো। বিভিন্ন অবস্থায় মনের মধ্যে তৈরি হওয়া চাপ এখন নাই বললেই চলে।

ঢাকাতে গিন্নির কাছে ফোন করলাম। গত সপ্তাহে ফোন করার পর আমার প্রতি তার অনেক অভিযোগ ছিল। এর মধ্যে নিয়মিত ফোন না করার বিষয়টি ছিল মূখ্য।

টেলিফোনে গিন্নি জানতে চাইলো, তোমার কি এমন ব্যস্ততা যে সপ্তাহ পার হয়ে যায় একটা ফোন করতে পার না?

আমি বললাম, এখানে অনেক ব্যস্ততা, দিনরাত ছুটে বেড়াতে হচ্ছে, অসংখ্য বিপন্ন মানুষের জন্য ত্রাণসামগ্রীর ব্যবস্থা করা এবং তা তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া - এসকল কার্যক্রম তদারকি করতে করতে বেশিরভাগ সময় পার হয়ে যাচ্ছে।

গিন্নি আমার কথা অস্বীকার না করেই বললো, অতশত বুঝিনা, দুদিন পরপর ফোন করবে।

আমি সম্মতিসূচক জবাব দিলাম। এরপর ছেলেমেয়েদের খবর, মায়ের খবর, আত্মীয়-স্বজনদের খবরাখবর জানার পর টেলিফোন পর্ব শেষ হলো।

এরপর কাজকর্মের ফিরিস্তি ও অগ্রগতি বর্ণনা করে বেইজিং দপ্তরে একটা প্রতিবেদন প্রেরণ করলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে কখন রাত নেমে এসেছে টের পাইনি। ক্ষিধে তেমন না থাকলেও নিচে নেমে হালকা কিছু খেয়ে নিলাম। তারপর রুমে ফিরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলাম।

পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে শাওলিংয়ের সাথে দেখা হলো।

শাওলিং আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললো, আশা করি বন্ধের দিনগুলো তোমার ভালভাবেই কেটেছে।

সম্ভাষণের প্রত্যুত্তর জানিয়ে আমি শাওলিংকে বললাম, সবকিছুই ভাল ছিল, তবে তোমার বান্ধবীর শরীর এখন কেমন?

শাওলিং বললো, শরীরটা কিছুটা ভাল হলেও মনটা ভাল নেই। ও এখনো হাসপাতালে রয়েছে। ওর এক আত্মীয় এখন ওকে দেখাশোনা করছে।

আমি বললাম, শারীরিক সুস্থতা মানসিক সুস্থতার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। মন যদি সুস্থ না থাকে তবে শরীরের সুস্থতা ব্যহত হয়।

শাওলিং বললো, শরীর এবং মনের এই পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়টি নিয়ে আপনার কাছ থেকে আমি আরো বেশি কিছু জানতে চাই।

আমি বললাম, এ বিষয়টি নিয়ে প্রাচীন কাল থেকে বহু মানুষ বহু অবদান রেখেছেন। আমি এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ নই, তবে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারি ভালভাবেই। আগামীতে কোন সময়ে আমরা বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে পারবো।

শাওলিং প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললো, আমাদের আজকের কর্মসূচির কি কোন পরিবর্তন হয়েছে?

আমি বললাম, কোন পরিবর্তন হয়নি তবে মিসেস জিংয়ের সাথে আলোচনার পর এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

প্লেটে নাস্তা তুলতে তুলতে শাওলিং বললো, কালকের ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচিও আশা করি ঠিকই আছে। আমি বললাম, এখন পর্যন্ত ঠিকই আছে, তবে বিষয়টি নির্ভর করছে সময়মত ত্রাণ সামগ্রী প্রাপ্তির উপর।

নাস্তা পর্ব শেষ করে বাইরে বেরিয়ে দেখলাম যে আমাদেরকে নেয়ার জন্য গাড়ি দণ্ডায়মান।

খোশমেজাজী ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে আমাদেরকে স্বাগত জানালো।

ড্রাইভারের প্রতি সাড়া দিয়ে আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম।

ড্রাইভার শাওলিংকে ম্যানডারিন ভাষায় কিছু একটা বললো।

শাওলিং তরজমা করে যা বললো তা হলো যে সে অফিসের একজন কর্মকর্তাকে গাড়িতে উঠিয়ে নিতে চায়।

আমি এতে সানন্দে রাজি হওয়ায় ড্রাইভার খুশি হয়ে আমাকে ধন্যবাদ জানালো।

গাড়ি ছুটে চললো ওহান শহরের পার্শ্ববর্তী ডেংটং লেক বরাবর। লেকের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে করতে আমরা গন্তব্যে পৌঁছলাম। কর্মকর্তা প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। আমাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা মিসেস জিংয়ের দপ্তরে পৌঁছুলাম।

মিসেস জিং তার দপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে আলোচনা করছিলেন। আজ সবাই কিছুটা আগেভাগেই অফিসে এসেছেন।

মিসেস জিং আমাদেরকে স্বাগত জানিয়ে আমার কুশলাদি জানতে চাইলেন। আমিও জানালাম যে সবকিছুই ভালভাবে চলছে। মিসেস জিং খুশি হলেন এবং আমাকে চা পরিবেশন করলেন।

মিসেস জিংয়ের নেতৃত্বে সভা শুরু হলো। জিজিয়াং ক্যাম্পে ত্রাণ বিতরণ সম্পর্কিত সভা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তাদের কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন এবং কিভাবে বাস্তবায়ন করবেন সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করলেন। সভায় ত্রাণসামগ্রী কেনা এবং বিতরণ বিষয়ে কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা সবিস্তারে আলোচনার পর চূড়ান্ত করা হলো। শাওলিং আলোচনার বিভিন্ন অংশ তরজমা করে আমাকে অবহিত করছিল।

প্রায় তিন ঘন্টা স্থায়ী সভাটি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হলো এবং আগামীকাল ত্রাণ বিতরণ সুষ্ঠুভাবে হবে ভেবে বেশ তৃপ্তি বোধ করলাম।

সভা সমাপ্তির পর মিসেস জিং আমাদেরকে দুপুরের খাবারের আমন্ত্রণ জানালেন। ওহান শহরের বিখ্যাত হুবু লেনের সন্নিকটে একটি রেঁস্তোরায় আহার সমাপ্ত করে প্রায় তিনটে নাগাদ হোটেলে ফিরে এলাম। ডিনারের সময় দেখা হবে বলে শাওলিংকে বিদায় দিয়ে রুমে গিয়ে পানি গরম করে এককাপ কফি বানিয়ে সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বসলাম। সারাদিনের কর্মকাণ্ডে মনটা বেশ প্রফুল্ল ছিল।

টিভিটা অন করলাম। চ্যানেল পরিবর্তন করতে করতে বিবিসি এর ইংরেজি সংবাদ শুনলাম। নানা প্রকার বিগ্রহ এবং কয়েকটি মৃত্যুর সংবাদ শুনে মনটা আবার বিষণ্ন হলো। টিভি বন্ধ করে মেইল চেক করলাম। দু একটা মেইলের উত্তর দিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। চোখ বন্ধ করেও ঘুম এলোনা, জাগরণেই কাটলো অনেকক্ষণ।

বিছানা থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে কেডস্ জোড়া পায়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। তখন গোধুলি লগন। হাঁটতেও বেশ ইচ্ছে করছিলো। রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর পর্যন্ত গেলাম। প্রায় এক ঘন্টা হাঁটার পর যখন হোটেলে ফিরে এলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়।

শাওলিংয়ের সাথে একত্রে রাতের খাবার খেতে খেতে জিজিয়াং ক্যাম্পের ত্রাণ বিতরণ নিয়ে নানাবিধ আলোচনা হলো। কিছুটা উৎফুল্লতা নিয়ে রুমে ফিরে এলাম এবং বেশ ঘুম ঘুম অনুভব করলাম।

রাত না জাগা এবং অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠা আমার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। দিগন্তে প্রথম আলোর উদ্ভাসন, রাতের সন্ধিক্ষণে দিনের উত্তরণ, মোহময় নিঝুম নিস্তব্ধ প্রকৃতির অপরূপ সেই রূপ আমাকে বিস্মিত করে অহর্নিশ। তাই যেখানেই যাই প্রত্যুষের মোহময় আলোছায়ার অপরূপ রূপ প্রত্যক্ষ করার বাসনা আমাকে অভ্যাসের দাসে পরিণত করেছে। তবে পূর্ণিমা রাতের কথা অবশ্যই ভিন্নতর। পূর্ণিমা রাতে অধিক রাত অবধি জেগে জেগে চাঁদ ও প্রকৃতির রূপ অবলোকন আমার অতিশয় প্রিয়।

প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে অনুভব করলাম যে রাতে খুব ভাল ঘুম হয়েছে। অল্প কিছুক্ষণ খোলামেলা ব্যায়াম কার্য সম্পাদন করে শাওয়ার ছেড়ে ভাল করে গোসল করে নিলাম। তারপর ঝটপট মেইল চেক করে নিলাম। কাপড় পাল্টে নিয়ে নিচে নেমে এলাম।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে শাওলিংকে পেয়ে গেলাম। সকালের শুভেচ্ছা বিনিময় হলো।

শাওলিং বললো, আজতো আমাদের লম্বা কর্মসূচি, জিজিয়াং ক্যাম্পে ত্রাণ বিতরণ।

আমি বললাম, আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি, আশা করি গাড়িও সময়মতই এসে যাবে।

শাওলিং বললো, চলুন নাস্তাটা তাড়াতাড়ি সেরে নেই।

আমরা আমাদের ইচ্ছেমতো কিছু নাস্তা সংগ্রহ করে টেবিলে ফিরে এসে বসলাম। ওয়েটার কফি পরিবেশন করলো।

ডাইনিং হলে এত সকালে ভিড় একেবারে থাকেনা বললেই চলে।

এরই মধ্যে মিসেস জিংয়ের সম্ভাষণে আমরা তাঁর দিকে ফিরে তাকালাম। আমরা দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানালাম। সেই স্বভাবসুলভ একগাল হাসি তার মুখে।

শাওলিং তাকে নাস্তা করার আমন্ত্রণ জানালো। সে শুধুমাত্র এককাপ কফি নিয়ে আমাদের সাথে নাস্তার টেবিলে শরিক হলো।

আমি বললাম, আপনি আবার কষ্ট করে হোটেলে না আসলেও পারতেন। আমরাইতো যাওয়ার পথে আপনাকে তুলে নিতে পারতাম।

মিসেস জিং গালভরা হাসি হেসে বললেন, আপনিতো কয়েক হাজার মাইল দূর থেকে এখানে এসে কষ্ট করছেন, তা আমার কষ্টটুকু কি আপনার কষ্টের চেয়ে বেশি বলে মনে হচ্ছে।

আমি কথা না বাড়িয়ে মিসেস জিংয়ের হাসির সাথে যোগ দিলাম।

নাস্তা শেষ করে আমরা বাইরে অপেক্ষমান গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি ছুটে চললো জিজিয়াং ক্যাম্প বরাবর।

মিসেস জিং জানালেন যে বন্যার পানির তোড়ে একটা কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আমাদেরকে বিকল্প পথে যেতে হবে।

প্রায় দেড় ঘন্টার যাত্রায় নানাবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে করতে আমরা জিজিয়াং ক্যাম্পে উপস্থিত হলাম।

ক্যাম্পের ম্যানেজার আজ কেতাদুরুস্ত পোষাক পড়েছেন। আমাদেরকে স্বাগত জানালেন।

জিজিয়াং ক্যাম্পটি আজকে অনেক সাজানো গোছানো এবং পরিপাটি বলে মনে হলো। আমরা পায়ে হেঁটে ক্যাম্পের ভেতরে প্রবেশ করলাম। ত্রাণ বিতরণ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে একটি মঞ্চ নির্মিত হয়েছে। মঞ্চের পেছনে সাটানো ব্যানারে "বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ বিতরণ" কথাটি লিখা হয়েছে এবং এর নিচে আমাদের সংস্থার লাল রংয়ের লোগোটি শোভা পাচ্ছে। দুপাশে ত্রাণ সামগ্রী হিসাবে সারি সারি চালের বস্তা, কম্বল, ক্রোকারিজ ইত্যাদি থরে থরে সাজানো আবস্থায় রয়েছে। প্রায় পাঁচ শত ত্রাণ গ্রহীতা নারী পুরুষ মঞ্চের সামনে সারিবদ্ধভাবে উপবিষ্ট রয়েছেন। মিসেস জিংয়ের কর্মকর্তা এবং ম্যানেজারের সঙ্গে থাকা কয়েকজন তরুণ তখনোও কিছু সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করছিলেন। একজন কর্মকর্তা মিসেস জিংয়ের সাথে কিছু শলাপরামর্শ করে নিলেন।

মিসেস জিং বললেন, সকল আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে, এবার চলুন আমরা মঞ্চে উপবেশন করি।

একজন স্থানীয় তরুণ আমাদেরকে মঞ্চের দিকে আহ্বান জানিয়ে আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালেন।

আমার বাম পার্শে মিসেস জিং বসলেন এবং অন্যান্য চেয়ারগুলোতে ম্যানেজার ও অতিথিরা আসন গ্রহণ করলেন।

আমার ডান পাশের চেয়ারটা তখনো খালি। কিন্তু পরমুহূর্তেই একজন কেতাদুরুস্ত মহিলা চেয়ারটায় উপবেশন করে আমার দিকে তাঁর হাত বাড়িয়ে আমাকে সম্ভাষণ জানালেন। তাকিয়ে দেখি সিনথিয়া।

সিনথিয়ার সাথে হ্যান্ডসেক করে বললাম, তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

সিনথিয়া বললো, আমি তোমাদের আগেই এখানে পৌঁছেছি। ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানের পর আমাদের ছোট্ট একটি আয়োজনে তোমাকে যোগ দিতে হবে।

আমি বললাম, আমন্ত্রণটাতো তুমি আগেই আমাকে দিয়ে রেখেছো।

মাইকের জোড়ালো আওয়াজে একজন ঘোষক অনুষ্ঠান শুরু করলেন। মঞ্চের পাশে একটা গাছের কাণ্ডের সাথে স্থাপিত একগুচ্ছ পটকা ক্রমাগতভাবে আওয়াজ তুলে পট পট করে ফুটতে থাকলো। শিশুরা আনন্দে হাততালি দিয়ে তাদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলো।

এরপর মিসেস জিং সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে কিছু কথা বললেন। সবাই আগ্রহ নিয়ে তাঁর কথা শুনলো।

এবার আমাকে কিছু বলার জন্য আহ্বান করা হলো।

আমি আমার বক্তব্যে বললাম, আমি আপনাদের জন্য যা করছি তা সাহায্য নয়, সহযোগিতা মাত্র। আমি আপনাদের মধ্যে উপস্থিত থাকতে পেরে অত্যন্ত আনন্দবোধ করছি। আপনাদের সাথে কাজ করে আমি জেনেছি যে আপনাদের উপর নেমে আসা এই দুর্দশাকে আপনারা একটা দুর্ঘটনা হিসাবে দেখছেন। চলমান জীবনযাত্রার একটা অংশ হিসাবে এই দুর্দশাকে মেনে নিয়েছেন। সবাই মিলে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এর থেকে উত্তরণের জন্য চেষ্টা করছেন। শিশুদের নিরাপত্তার প্রতি আপনারা সজাগ দৃষ্টি রাখছেন। এই ক্যাম্পের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে আপনারা প্রত্যক্ষ অবদান রেখে চলেছেন। আপনাদের বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি থেকে আপনারা অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগ্রহণ করছেন যাতে আগামী দিনে এধরনের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হলে দুঃখ কষ্ট আরো লাঘব হয়। আমি আপনাদের আনন্দময় সুখী জীবন কামনা করছি এবং দুঃখের সময়ে যারা আপনাদেরকে সহযোগিতা প্রদান করছেন তাদের সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শাওলিং আমার কথা অনুবাদ করে সবাইকে বললেন।

আমার বক্তব্যের পর সবাই হাততালি দিয়ে আমাকে সমর্থন জানালো।

এরপর ক্যাম্পের ম্যানেজার ত্রাণ বিতরণ বিষয়ে সকলকে অবহিত করতে থাকলেন। মঞ্চের দুপাশে দুটি করে মোট চারটি বিতরণ বুথ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি বুথের পেছনে ঐ বুথ থেকে কারা ত্রাণ গ্রহণ করবেন তার একটা পূর্ণাঙ্গ তালিকা সম্পন্ন বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। এবার ম্যানেজারের একটা নির্দেশের সাথে সাথেই উপবিষ্ট ত্রাণ গ্রহীতাদের মধ্য থেকে অর্ধাংশ উঠে চার

ভাগে ভাগ হয়ে চারটি বুথের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। সবার হাতেই একটি করে সাদা রংয়ের কার্ড। এরই মধ্যে মাষ্টাররোলে স্বাক্ষরের কাজটি চলতে থাকলো। নির্দিষ্ট বুথের কর্মকতাদের নিকট কার্ডটি জমা দিয়ে গ্রহীতারা একে একে দুই বস্তা চাউল, দুটি কম্বল এবং এক সেট ক্রোকারিজ নিজেরাই উঠিয়ে নিয়ে বিতরণ কেন্দ্রের বাইরে চলে যেতে থাকলেন। সংস্থার প্রতীক সম্বলিত ভেস্ট পরিহিত কয়েকজন কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবক বয়স্ক গ্রহীতাদেরকে সাহায্য করতে থাকলেন। কোনপ্রকার দীর্ঘসূত্রিতা ছাড়াই অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে ত্রাণ বিতরণ এগিয়ে চললো। আমার কাছে প্রতীয়মান হলো যে, যারা ত্রাণ গ্রহণ করছেন তাদেরকে কি ভাবে ত্রাণ গ্রহণ করতে হবে তা ভালভাবে বুঝানো হয়েছে এবং হয়তোবা রিহার্সেলও দেওয়া হয়েছে। আমরা আর্শ্চয্যের সাথে লক্ষ্য করলাম যে মাত্র দুই ঘন্টা সময়ের মধ্যেই আড়াই হাজার মানুষ তাদের ত্রাণসামগ্রী গ্রহণ করে চলে গেলেন।

আমি আমার দেশে বিভিন্ন সময়ে এরকম ত্রাণ বিতরণ করেছি কিন্তু এত সুশৃঙ্খলভাবে এ কাজ আমি কখনও করতে পারিনি। সাধারণত প্রায় ক্ষেত্রেই ত্রাণ বিতরণের সবচেয়ে দুর্বল যে দিকটি পরিলক্ষিত হয় তা হলো বিতরণকালীন দীর্ঘসূত্রিতা। ত্রাণ গ্রহণের জন্য বিপদগ্রস্ত মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে অর্থাৎ সামান্য পরিমাণ ত্রাণের জন্য তাদের সারাটা দিন ব্যয় করতে হয়। এ প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা যে কতো গুরুত্বপূর্ণ তা সদ্য সমাপ্ত বিতরণ থেকে অতি সহজেই বোঝা গেল।

আমার ডান দিকের চেয়ারে উপবিষ্ট সিনথিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখি যে সে মিটি মিটি হাসছে।

সিনথিয়া বললো, আমি জানি এই মুহূর্তে তুমি ত্রাণ বিতরণের ব্যবস্থাপনা নিয়ে ভাবছো।

আমি বললাম, তোমার অনুমান যথার্থ, আজকের এই বিতরণ ব্যবস্থাপনা সত্যিই অপূর্ব। এত অল্প সময়ের মধ্যে বিতরণ শেষ হওয়ায় আনন্দ এবং ত্রাণ গ্রহণের আনন্দ এ দুটোর সম্মিলনে বিপন্ন মানুষজন সত্যিই উচ্ছসিত যা তাদের অভিব্যক্তিতেই প্রকাশ পাচ্ছে।

সিনথিয়া বললো, তোমার অর্ন্তদৃষ্টি প্রশংসনীয়।

মিসেস জিং তার কর্মর্তাদের নিয়ে একান্তে বসে কিছু নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। সেখানে ক্যাম্প ম্যানেজার এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকেরাও উপস্থিত আছেন। ত্রাণ বিতরণ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়েই যে আলোচনা হচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মিসেস জিং ডায়াসে ফিরে এলেন।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলাম এবং বললাম, পরিপাটি একটি বিতরণ অনুষ্ঠান এত সুন্দরভাবে সমাপ্ত করার জন্য আপনাকে অভিনন্দন।

মিসেস জিং তার মুখে হাসির রেশ ছড়িয়ে বললেন, অভিনন্দন জানানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এবং একই সাথে আজকের বিতরণে আপনার অসামান্য অবদানের জন্য আপনাকেও আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

মিসেস জিংয়ের মুখে তৃপ্তির হাসিটুকু হৃদয়ঙ্গম করে এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়ে আমিও মিসেস জিংকে ধন্যবাদ জানালাম।

ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দেশ্যে আমি কিছু বলার আগ্রহ প্রকাশ করায় মিসেস জিং সকলকে ডায়াসের সামনে ডাকলেন।

আমি কোনরূপ ভূমিকার অবতারণা না করেই বললাম, আজকে আমি যে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমটি অবলোকন করলাম তা আমার এ যাবৎকাল দেখা সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম। আমি এর পূর্বে আমার নিজের দেশসহ আরো কতিপয় দেশে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেছি কিন্তু এর কোনটাই ব্যবস্থাপনার দিক থেকে আজকের বিতরণের সমকক্ষ নয়। ত্রাণ বিতরণে গতানুগতিক যে দীর্ঘসূত্রিতা পরিলক্ষিত হয় তা আপনারা অতি সতর্কতার সাথে পরিহার করেছেন, বিপন্ন মানুষজন অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ত্রাণ গ্রহণ করেছে এবং এই ত্রাণ কোনরূপ দয়া হিসাবে নয় বরঞ্চ তাদের অধিকার হিসাবে তারা গ্রহণ করেছে এই উপলব্ধি সৃষ্টিতে আপনারা সমর্থ হয়েছেন এবং সর্বোপরি এই ত্রাণ বিতরণ প্রক্রিয়া থেকে সংশ্লিষ্ট সবাই শিক্ষাগ্রহণে সমর্থ হয়েছে এজন্য আমি আপনাদের প্রত্যেককে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিপন্ন মানুষের প্রতি আপনাদের মমতা এবং পরিশ্রম কোনটাই বৃথা যাবে না। মনের আনন্দই হচ্ছে সবচেয়ে বড় আনন্দ এবং মানুষের সেবা হচ্ছে সবচেয়ে বড় আনন্দগুলোর যোগানদার এই শাশ্বত সত্যটা যে আপনারা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেন সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আপনারা ভাল থাকবেন এবং আপনাদের সেবার মাধ্যমে বিপন্ন মানুষও ভাল থাকবে এই আশা পোষণ করি।

আমার বক্তব্যের পর মিসেস জিং সবার পক্ষ থেকে আমাকে এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিতরণ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

সিনথিয়া মিসেস জিংয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য অনুরোধ করলেন। মিসেস জিং এ বিষয়ে পূর্বেই অবগত ছিলেন।

মিসেস জিং-সহ আমরা সবাই ক্যাম্প অভ্যন্তরস্থ নির্দিষ্ট স্থানের দিকে এগিয়ে চললাম। প্রায় দশ মিনিট হাঁটার পর একটি ছোট মাঠের প্রান্তে এসে আমরা দাঁড়ালাম। মাঠের সম্মুখভাগে একটা বিশাল প্লাষ্টিক শীটের উপর রং-বেরংয়ের পোষাক পড়ে কয়েক শত ছোট ছেলেমেয়ে বসে রয়েছে। সবাই অসম্ভবরকম নিশ্চুপ। পেছনে প্রলম্বিত একটা নীল পর্দা এবং পর্দার উপর সাটানো ব্যানারে ম্যানডারিন ভাষায় কিছু লিখা। শাওলিং আমাকে ব্যানারের লিখা শব্দগুলো তরজমা করে শুনালো, যার অর্থ হলো "যাই কর - ছোটদের কথা আগে ভাবো"। এর নিচে সিনথিয়াদের সংস্থার নাম লিখা রয়েছে, যার অর্থ হলো "মা ও সোনামণিদের প্রতি ভালবাসা"।

যে সকল স্বেচ্ছাসেবক ত্রাণ বিতরণে সময় সহায়তা করেছিল তাঁদের অনেকে এখানেও কাজ করছে। তাঁদেরই কয়েকজন আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে বসার ব্যবস্থা করলো।

আমরা আসন গ্রহণ করার পর দেখলাম যে ক্যাম্পের লোকজন যারা এতক্ষণ চোখের অন্তরালে ছিল তারা এগিয়ে এসে অত্যন্ত শৃঙ্খলার সাথে মাঠের চারিদিকে বসে পড়লো। আমার মনে হলো এই ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষ একজন লীডারের নেতৃত্বে বেশ কয়েকদিন মহড়া করা হয়েছে।

আমার পাশে বসা সিনথিয়া অনুষ্ঠান শুরু করার জন্য মিসেস জিংয়ের অনুমোদন চাইলেন। মিসেস জিং সহাস্যে মাথা নেড়ে তার সম্মতি জানালেন।

সিনথিয়া হাত উঠিয়ে ইশারা দিতেই মাইকে একটা যন্ত্রসংগীত বেজে উঠলো এবং ধীরে ধীরে তা ক্ষীণতর হয়ে বাজতে থাকলো। এই পরিসরে মহিলা কন্ঠে ভেসে এলো কিছু কথা, যার অর্থ হলো "আমাদের চিরন্তন অকৃত্রিম ভালবাসায় শিশুদের নিরাপত্তা সুদৃঢ় থাকবে", "শিশুরা দুঃখ পেলে সে কলঙ্ক আমাদের সবার", "শিশুদের পরিচর্যা কর – একদিন তারা জাতির পরিচর্যা করবে"।

মাইকে এই শ্লোগানগুলো যখন চলছিল তখন প্রায় বিশ পচিশ জন স্বেচ্ছাসেবক দু'হাত ভরে নানা রংয়ের ছোট বড় খেলনা, রং-তুলি, বই খাতা ইত্যাদি নিয়ে দু দিক থেকে প্রবেশ করলো এবং উপবিষ্ট ছোটদের সামনে বিছিয়ে দিতে থাকলো। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে চললো। রং-বেরংয়ের খেলনা ও অন্যান্য দ্রব্যাদির সমাহারে মাঠের ঐ নির্দিষ্ট অংশটি কানায় কানায় ভরে উঠলো।

এবার সিনথিয়া মিসেস জিং এবং আমাকে নিয়ে শিশুদের কাছে গিয়ে দণ্ডায়মান দুটি ছোট্ট শিশুকে দুটো খেলনা প্রদান করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করার জন্য অনুরোধ করলো।

মিসেস জিং ও আমি দুটি খেলনা সম্ভবত সর্বকনিষ্ঠ সোনামণি দুজনকে প্রদান করলাম। ঐ মুহূর্তে কিছু পটকা সমস্বরে ফুটতে থাকলো। আমরা স্বস্থানে গিয়ে বসে পড়লাম।

এরপর শুরু হলো অভাবনীয় এক দৃশ্য। একসাথে দশজন শিশুর এক একটি দল উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে খেলনাগুলো তুলে নিয়ে একটু দূরে গিয়ে ওগুলো চালিয়ে চালিয়ে খেলছে। ক্রমান্বয়ে খেলনাগুলো কমে যাচ্ছিল এবং খেলোয়াড়দের দল ভারী হচ্ছিলো। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশাল ঐ প্লাষ্টিক শীটটি ছোটদের খেলাধুলার চাঞ্চল্য ও কলকাকলীতে মুখরিত হয়ে উঠলো। এরমধ্যেও কিছু কিছু বিপত্তিও ঘটে যেতে থাকলো। একজনতো একটা খেলনার সাথে আরও একটির বায়না ধরলো। তাকে সেটিও দেওয়া হলো। এর মধ্যে কেউ কেউ আবার কান্না শুরু করলো। কান্নার কারণ পরিবেশের সাথে মানাতে না পারা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আরো খেলনার বায়না ধরা। অবশ্য স্বেচ্ছাসেবকগণ দ্রুতই তাদের সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছিল। সোনামণিদের এমনতরো অভাবনীয় উচ্ছলতায় তাদের মা বাবারাও যে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন তা আমাদের সবার নজর কাড়লো।

পূর্বে প্রদানকৃত নীল রংয়ের পোষাকে সজ্জিত শত শত সোনামণিদের এই মহা-বিনোদন আমাকে বিমোহিত করলো। আমি অবাক দৃষ্টিতে ছোটদের অপার্থিব আনন্দের এই অমিতধারা উপভোগ করছি। ক্যাম্পের ম্যানেজার তার মুখে বিশালকায় হাসির আবেশ ছড়িয়ে পানির বোতল ও গ্লাস হাতে নিয়ে দৌড়াচ্ছে আর সকলকে পানি পান করাচ্ছে। এ ধরনের আনন্দময় পরিবেশের বিরল অনুভূতি আমি জীবনে কখনোও আস্বাদন করেছি বলে মনে করতে পারলাম না।

আমার পাশে উপবিষ্ট সিনথিয়ার ডাকে বাস্তবে ফিরে পেলাম।

সিনথিয়া বললো, এ পর্বটি এখানেই শেষ হচ্ছে। মূল ধারণাটি তো তোমার নিকট থেকেই পেয়েছি তবুও অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে তোমার মতামত জানার প্রবল আকাঙ্ক্ষা সংবরণ করতে পারছি না।

আমি বললাম, সত্যিকার মনোমুগ্ধকর পরিবেশনার একটি অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন হিসাবে আজকের এই অনুষ্ঠানটি আমাকে প্রলুব্ধ ও বিমোহিত করেছে। পৃথিবীর যেখানেই এ ধরনের উদ্বাস্তু সমস্যার সৃষ্টি হবে সেখানেই শিশুদের নিয়ে এই ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা বাস্তবতার নিরিখে অত্যন্ত জরুরি বলে আমি মনে করি। একথা তো নির্দ্বিধায় বলা যায় যে শিশুদের আনন্দ লাভের সাথে ক্যাম্পে বসবাসকারী সকল উদ্বাস্তুদের মানসিক প্রশান্তি অর্জনের একটা প্রত্যক্ষ ও দৃশ্যমান যোগাযোগ রয়েছে যা এই মুহূর্তে প্রত্যেকের চোখে মুখে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সিনথিয়া বললো, এর পর প্রতিযোগিতামূলক কিছু খেলাধুলার বিষয়াদি রয়েছে। এর একটা হচ্ছে পানি থেকে উদ্ধারের কৌশল এবং অপরটি হচ্ছে সাঁতার।

আমরা পরবর্তী অনুষ্ঠান অবলোকনের জন্য কিছুটা হেঁটে ক্যাম্পের দক্ষিণ দিকের জলাশয়ের

কাছে চলে এলাম। এখানেও বড় একটা রঙিন সামিয়ানা টানানো হয়েছে। আমরা সামিয়ানার নিচে বিন্যস্ত চেয়ারে উপবেশন করলাম। ক্যাম্পের ম্যানেজার জং ওয়ি বেশ ব্যস্ততার সাথে ব্যবস্থাপনার কাজ করে যাচ্ছেন। নিবিড় একাগ্রতা এবং কাজের প্রতি ভালবাসার মাধ্যমে অভিষ্ট ফলাফল প্রাপ্তির নিদারুণ প্রত্যাশা নিয়ে তিনি কাজ করে থাকেন যা আমি পূর্বেও প্রত্যক্ষ করেছি।

সিনথিয়াকে উদ্দেশ্য করে বললাম, জং ওয়ি সত্যিকারের একজন উদ্যোগী মানুষ। প্রতিটি আয়োজনে ওর মত একজন মানুষই যথেষ্ট।

সিনথিয়া বললো, কথাটা আপনি ঠিকই বলেছো, ব্যবস্থাপনায় জং ওয়ি'র তুলনা নাই। এছাড়া খেলাধুলা ও সাঁতারে ও খুবই পারদর্শী। এজন্য আজকের অনুষ্ঠানের মূল দায়িত্ব ওর উপরই অর্পণ করা হয়েছে।

এরই মধ্যে ছোটদের সাঁতারের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে, আমাদের সম্মুখস্থ লেকটার প্রায় একশ গজ দূরে লাল রংয়ের একটা মোটা দড়ি ভাসছে। ওটাই হচ্ছে সাঁতারের প্রান্তসীমা। ছোটদের গ্রুপে সংখ্যাধিক্ষের কারণে দুই গ্রুপে সাঁতার অনুষ্ঠিত হবে।

বারো জন কিশোর সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। ক্যাম্পের সকল নারী, পুরুষ, ছোট ছেলেমেয়ে লেকের পারে জড়ো হয়ে প্রতিযোগিতা উপভোগ করতে উন্মুখ হয়ে রয়েছে। জং ওয়ি বাঁশি মুখে নিয়ে হাত উঁচিয়ে সবাইকে চূড়ান্ত প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়ে বাঁশি বাজিয়ে দিলেন।

সবাই একযোগে পানিতে ঝাপিয়ে পড়লো। তুমুল প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে সবাই প্রাণপণে সাঁতরে চললো। ক্যাম্পের সবাই উচ্চস্বরে প্রতিযোগীদেরকে উৎসাহ যোগাতে থাকলো। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

আমি সিনথিয়াকে বললাম, দুস্থ উদ্বাস্তুদের জন্য নির্ভেজাল আনন্দ কিন্তু অত্যন্ত জরুরি একটা ত্রাণ। খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র ইত্যাদির অনুরূপ এই ত্রাণের প্রতিও আমাদের সমানভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।

সিনথিয়া তার উপলব্ধির সাথে আমার কথার যোগসূত্র আবিষ্কার করতে পেরেই হয়তোবা বিগলিত চিত্তে এক ঝলক হাসির রেশ ছড়িয়ে আমার বক্তব্য সমর্থন করলো এবং হাত বাড়িয়ে আমার সাথে করমর্দন করলো।

ইতিমধ্যে প্রতিযোগীদের কেউ কেউ লাল দড়িটা স্পর্শ করে ফিরে আসছে। হৈ-হুল্লোড়ের মাত্রা দ্বিগুণ হলো। পাঁচ জনের মধ্যে প্রতিযোগিতা প্রবলতর হয়ে উঠলো। প্রথম ও দ্বিতীয় জনকে চিহ্নিত করা যাচ্ছে কিন্তু এর পরবর্তী তিনজন মনে হচ্ছে সমানে সমান। জং ওয়ি প্রথম জনকে ধরে ফেললেন এবং অন্যেরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় জনকে ধরলেন। উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে যেন মহা আনন্দের বন্যা বয়ে গেল।

জং ওয়ি'র ব্যবস্থাপনায় আরো চার গ্রুপের সন্তরণ প্রতিযোগিতা শেষ হলো। এবার শুরু হলো পানি থেকে বিপন্ন মানুষের উদ্ধারের কৌশল প্রদর্শন। জং ওয়ির নেতৃত্বে আরো পাঁচজন সাঁতারুদের মনোমুগ্ধকর এক উদ্ধার নৈপুন্ন। এক্রোবেটিক কায়দায় কখনো চিৎ হয়ে, উপুড় হয়ে আবার ডুব দিয়ে বিপন্ন বা ডুবন্ত মানুষকে উদ্ধার করার প্রক্রিয়া উপস্থিত সবাইকে দারুণভাবে বিমুগ্ধ করলো। দড়ি, লাইফ বয়া, ছোট একটি নৌকা এই মহড়ায় ব্যবহৃত হলো।

অনুষ্ঠান সমাপ্তির পর পুরস্কার বিতরণের পালা। সামিয়ানার সামনে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, শিশু-কিশোর সবাই সুশৃঙ্খলভাবে উপবেশন করেছে। আমাদের সম্মুখস্থ লম্বা টেবিলটার সাথে আরো

কয়েকটি টেবিল জুড়ে দিয়ে প্রলম্বিত করা হলো এবং নানা ধরনের উপহার সামগ্রীতে ভরে তোলা হলো।

সিনথিয়াদের সংস্থার এক কর্তা ব্যক্তি অনুষ্ঠানের সূচনা বক্তব্য দিয়ে সিনথিয়াকে তার বক্তব্য প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। সিনথিয়া তাঁর বক্তব্যে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন এবং তাকে সহযোগিতা করার জন্য মিসেস জিং এবং ক্যাম্প কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানালেন। সর্বশেষ সিনথিয়া জানালেন যে অনুষ্ঠানটির ধারণা তিনি আমার নিকট থেকে পেয়েছেন। সবার পক্ষ থেকে তিনি আমাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানালেন।

এর পর মিসেস জিং তাঁর বক্তব্যে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন যে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় উপলব্ধি করতে পেরেছেন যা ভবিষ্যতে তাঁর কর্মক্ষেত্রে তিনি প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা নেবেন।

মিসেস জিংয়ের মত আমিও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম যে, ছোটরাই আমাদের ভবিষ্যত এবং তাদেরকে সবসময়ই আনন্দময় পরিবেশের আওতায় রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। বিষয়টি সংগঠনের কর্তা ব্যক্তিদের ভালভাবে বুঝতে হবে। সিনথিয়ার সংগঠন ভবিষ্যতেও প্রয়োজনের নিরিখে একইভাবে সাড়া প্রদান করবে বলে আমার প্রত্যাশা থাকলো।

এরপর পুরস্কার বিতরণ শুরু হলো। সবকটি প্রতিযোগিতার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার প্রদানের পর যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদের সবাইকে সান্তনা পুরস্কারে ভূষিত করা হলো। টর্চ লাইট, ছাতা, রেইন কোট, গাম বুট, ঘড়ি, বিছানার চাদর, ফ্লাক্স, ট্রানজিষ্টার রেডিও, খেলনা ইত্যাদি নানাবিধ সামগ্রী পুরস্কারের অন্তর্ভূক্ত। এসকল সামগ্রীর সমবিভ্যাহারে পুরস্কারগুলো বিন্যস্ত হওয়ার কারণে প্রত্যেকেই অনেকগুলো সামগ্রী পেয়েছেন। মজার বিষয়টি হলো যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদের প্রত্যেকেই সান্তনা পুরস্কার পেয়ে মহাখুশিতে টগবগিয়ে নাচছে। এর পর জং ওয়ি এবং তাঁর দলের সদস্যদেরকে উন্নতমানের তিন সেট উদ্ধার সামগ্রী প্রদান করা হলো। আনন্দের অতিশয্যে অশ্রুসজল জং ওয়ি সামরিক কায়দায় সিনথিয়া এবং মিসেস জিংকে অভিবাদন জানিয়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। জং ওয়ির চোখ থেকে দু ফোটা পানি গড়িয়ে নিচে পড়লো। আমি তাঁকে বুকে টেনে নিয়ে আমার অভিব্যক্তি প্রকাশ করলাম। পুরস্কার বিতরণের পর উপস্থিত দর্শকদের প্রত্যেকেই এক প্যাকেট করে বিস্কুট ও চকোলেট প্রদান করা হলো। দর্শকবৃন্দ খুশিতে উদ্বেল হয়ে উঠলো।

মিসেস জিং এক গাল হেসে উচ্চস্বরে কিছু একটা বললেন। শাওলিং আমাকে তরজমা করে যা বললো তা অর্থ হলো, দর্শকবৃন্দ অনুষ্ঠান দেখে উপভোগও করলো আবার মানসিকভাবে অংশগ্রহণের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কারও পেলো- এটি সত্যিই একটি অভিনব অনুষ্ঠান।

মিসেস জিংয়ের অভিব্যক্তিতে আমিও একগাল হেসে তাঁকে সমর্থন জানালাম এবং তাঁর অর্ন্তদৃষ্টির জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম।

অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে আজকের সবকটি অনুষ্ঠানই সম্পন্ন হয়েছে ভেবে মনে মনে প্রশান্তি লাভ করলাম। সিনথিয়ার সাথে লাঞ্চ করতে হবে এটা পূর্বেই নির্ধারিত ছিল। আমরা ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এলাম। আমাদের গাড়ি ছুটে চললো ওহানের পথে। সামনের দু'টি গাড়িতে সিনথিয়া এবং তার লোকজন রয়েছে।

মিসেস জিং ও শাওলিং দিনের কর্মকাণ্ডের নানাদিক নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এই আলোচনার সারমর্ম শাওলিং আমাকে তরজমা করে শুনাচ্ছিলো। প্রশান্ত হাসি ও আনন্দময়তার মধ্য দিয়ে প্রশস্ত লেকের পার ঘেষে আমরা ওহান সিটিতে প্রবেশ করলাম। দুপুর পার হয়ে গেছে। একটা রেষ্টুরেন্টের সামনে গাড়ি এসে থামলো।

রেষ্টুরেন্টের সামনের লনে সিনথিয়া আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালো।

আমরা হাতমুখ ধুয়ে খাবার টেবিলে গিয়ে বসলাম। ঐতিহ্যবাহী পোষাকে সজ্জিত সুন্দরী ললনাদের পরিবেশনার অভূতপূর্ব নৈপুন্নতায় চা পর্ব দিয়ে সূচনা হলো দুপুরের খাবার।

অনেক রকমের খাবার পরিবেশিত হলো তবে আমার অরুচিকর কোন খাবার দেখতে পেলাম না। বুঝতে পারলাম বাস্তবতা চিন্তা করেই সিনথিয়া খাবারের মেন্যু নির্বাচন করেছে।

ভাল ক্ষিদে ছিল বলে পেট পুরে খাওয়া হলো। সবার মুখেই তৃপ্তির হাসি।

আতিথেয়তার জন্য সিনথিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। গাড়ি থেকে নামার সময় মিসেস জিং আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে, আজ সন্ধ্যায় ওহান সিটির ভাইস-মেয়র আপনাকে ডিনারের আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং শাওলিং সন্ধ্যায় আপনাকে নিয়ে আমার অফিসে আসবে। সেখান থেকে আমরা সবাই একত্রে ডিনারে যোগ দেবো।

আমি ডিনারের প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হলাম এবং মিসেস জিংকে বললাম যে আগামীকাল আমাদেরকে বেইজিং ফিরতে হবে ।

মিসেস জিং বললেন, আপনাদের ফিরে যাওয়ার টিকিট কনফার্ম করা হয়েছে এবং আগামীকাল দশটায় ফ্লাইট, সকাল আটটার পূর্বেই ড্রাইভার আপনাদের হোটেলে পৌঁছে যাবে।

আমরা ধন্যবাদ জানিয়ে মিসেস জিংকে বিদায় দিলাম।

শাওলিং আমাকে কফি পানের আমন্ত্রণ জানালো। কফি পানের ইচ্ছেটা আমারও ছিল বলে শাওলিংয়ের প্রস্তাবে সাড়া দিলাম।

এই সময়টায় রেস্টুরেন্টে অতিথি সমাগম কম থাকে। শাওলিং দু'কাপ কফির অর্ডার দিয়ে আমার সামনাসামনি বসলো। আমার চোখের উপর ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললো, আজকের দিনের অনুষ্ঠানগুলোর মধ্য দিয়ে আমি অনেক আনন্দলাভ করেছি, আমার জীবনের বিগত সময়ে এ ধরনের আনন্দ আমি কখনো পাইনি। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সেই নির্ভেজাল আনন্দময় উচ্ছলতা আমাকে এখনোও আনন্দজোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সবকটি ইভেন্টের সময়ই আমি হেসেছি, সেই হাসি চোখের পানিও ঝরিয়েছে। আপনার সফরসঙ্গী না হলে এমন একটা দিনের সন্ধান আমি হয়তো কোনদিনও পেতাম না। শাওলিং চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অশ্রু সংবরণ করে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো, আপনাকে অভিনন্দন।

আমি শাওলিংয়ের মনের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করে বললাম, যখন কোন ঘটনা ঘটে তখন তা বহুমাত্রিকতা নিয়ে নানাবিধ অর্থবোধক অবস্থায় পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে, তবে মজার ব্যাপার হলো যে সবাই এর সবটুকু দেখতে পায় না। উপর থেকে দেখা আর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ভেতরের দৃশ্য দেখা - দুটো দুই জিনিস। আজকের ঘটনাপ্রবাহ তুমি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করেছো এবং অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যতা উপলব্ধি করতে পেরেছো, এজন্য তোমাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। মনে রেখো

মন বা অন্তরের সাথে দৃষ্টির সমন্বয় সাধন করতে পারলে একটা ঘটনার বাইরের দৃশ্যের সাথে অন্তর্নিহিত দৃশ্যও উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয়।

এরই মধ্যে পরিচারিকা কফি পরিবেশন করলো।

শাওলিং কফিতে দুধ-চিনি মেশাতে মেশাতে আমার বক্তব্যের জন্য আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললো, আপনি কি জানেন যে মিসেস জিং ছোটদের জন্য সম্পাদিত এই কর্মকাণ্ডে কতটুকু প্রভাবিত হয়েছেন? তিনি বলেছেন যে ভবিষ্যতে ত্রাণ কর্মকাণ্ডে ছোটদের জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করার জন্য তিনি প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন। সিনথিয়া তাঁর বক্তব্যে তো বলেই দিলেন যে এ বিষয়ের মূল ধারণাটি আপনার। আশা করি আপনার সহচার্যে আগামী দিনগুলোতে আমি এমনতর আরো ঘটনার সাক্ষী হবো এবং অনবদ্য সব অভিজ্ঞতা লাভ করবো।

আমি শাওলিংকে আশ্বস্ত করে বললাম, তোমাকে আমার সাহচর্যে বিশেষ কোন ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না, তোমার আশে পাশে যে সকল ঘটনা অহরহ ঘটছে তা যদি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন কর তবে অনবদ্য সব অভিজ্ঞতা তুমি অতি সহজেই লাভ করতে পারবে।

ইতিমধ্যে কফির পাত্র শূন্য হলো। আগামীকালের কাজের বিষয়ে কিছু আলোচনার পর শাওলিংকে বললাম যে, ওহানে আমাদের কাজের প্রথম পর্যায়টি আমরা ভালভাবে সম্পন্ন করেছি। এবার বেইজিংয়ে ফিরে যেতে হবে এবং অন্য কোন প্রদেশে ত্রাণ কার্যক্রমের জন্য মনোনিবেশ করতে হবে।

বেইজিংয়ে ফেরার কথা শুনে শাওলিং খুশি হলো এবং রুমে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালো।

আমি সারাদিনের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, সন্ধ্যায় দেখা হবে, শুভ অপরাহ্ন।

শুভ অপরাহ্ন বলে শাওলিং প্রস্থান করলো।

আমি আরো কিছুক্ষণ বসে রইলাম। নিজেকে আজকে আমার অসম্ভবরকম পরিতৃপ্ত মনে হচ্ছে। আরেক কাপ কফি পান করতে ইচ্ছে হলো, কিন্তু লোভটা সংবরণ করতে হলো কারণ বেশি কফি পান করলে রাতে আমার ঘুমের ব্যাঘাত হয়। ক্যামেরা থেকে ফিল্মটা বের করে নতুন একটা ফিল্ম ভরে নিলাম। আজকের অনুষ্ঠানের অনেকগুলো ছবি নিয়েছি। কালকেই ছবিগুলো প্রিন্ট করাতে হবে।

রুমে গিয়ে শাওয়ারের নিচে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ভাল করে গোসল করে নিলাম। তারপর বিছানায় গা এলিয়ে আজকের পত্রিকাটি নেড়ে-চেড়ে দেখলাম। চোখ বুজে একটু ঘুমানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু চেষ্টাটা বৃথা গেল।

জিজিয়াং ক্যাম্পের আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড এবং সিনথিয়ার সংগঠনের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় মাথায় যেনো জেঁকে বসেছে।

জিজিয়াং ক্যাম্পে সিনথিয়াদের সংগঠন যে কর্মটি সম্পাদন করলো সে ধারণাটি আমি সিনথিয়াকে দিয়েছিলাম, কিন্তু ভাবতেই পারিনি যে এত অল্প সময়ের মধ্যে সে এতো পরিপাটি করে তা বাস্তবায়ন করতে পারবে। অনেক বড় বড় সংগঠনের সাথে দুর্যোগ পরবর্তী সেবা প্রদানের বিষয়ে আমার কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তবে কোন নতুন ধারণা নিয়ে এত সত্ত্বর সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং

অত্যন্ত সার্থকভাবে তার বাস্তবায়ন এর পূর্বে দেখেছি বলে আমার মনে হলো না। মনে মনে সিনথিয়াকে আরো একবার ধন্যবাদ জানালাম। তবে সিনথিয়াকে আমি যে রহস্যময়ী হিসাবে আখ্যা দিয়েছিলাম তা আজকের অনুষ্ঠানের পর আরো ঘনীভূত হলো।

হঠাৎ করে টেলিফোন বেজে উঠলো।

বেইজিং থেকে বস টেলিফোন করেছে। আজকের সফল ত্রাণ বিতরণের সংবাদ বসকে জানালাম। বস অত্যন্ত খুশি হয়ে আমার কাজের প্রশংসা করলেন। ওহানে আমাদের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে এবং আগামীকাল আমরা বেইজিং ফিরে আসছি বলে বসকে জানালাম।

বস বললেন, তাহলে কাল সন্ধার পর আমরা একসঙ্গে ডিনার করবো, শাওলিংকে বলে রেখো।

আমি কৃতজ্ঞচিত্তে বসকে ধন্যবাদ জানালাম।

বস বললেন, আনহুয়ি প্রদেশের বন্যা মারাত্মক আকার নিয়েছে, তোমাকে আগামী দু'দিন পর হেফেই যেতে হবে।

আমি সানন্দে রাজি হয়ে বললাম, টিকিট কনফার্ম করে রাখুন। আগামী পরশুদিন সকালের ফ্লাইট হলে ভাল হবে।

বস আমাকে পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে টেলিফোন কথোপকথনের সমাপ্তি টানলেন।

আমি বেশ কিছুক্ষণ হাত পা ছড়িয়ে গা এলিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকলাম। নিদ্রা না গেলেও আচ্ছন্ন ছিলাম বেশ কিছুক্ষণ। বিছানা ছেড়ে যখন উঠলাম তখন পশ্চিম দিকের জানালা দিয়ে অস্তগামী সূর্যের লাল আভা রুমের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। সন্ধ্যা সমাগত। হাত মুখ ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে লবিতে নেমেই শাওলিংকে পেলাম, আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।

আমাকে দেখে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললো, গাড়ি এখনো আসেনি, চা-কফি কিছুর প্রয়োজন আছে কি?

আমি বললাম, ধন্যবাদ, চা-কফির প্রয়োজন নেই।

ইত্যবসরে গাড়ি পার্কিং লটে এসে দাঁড়ালো। সদা প্রফুল্ল ড্রাইভার আমাদেরকে নিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে সদর রাস্তায় উঠলো। স্ট্রীট লাইটগুলো জ্বলে উঠেছে। আশেপাশের ভবনগুলোও আলোকোজ্জ্বল হচ্ছে। নিয়ন বাতিগুলো বাহারি রংয়ের আলো ছড়াচ্ছে।

শাওলিং বললো, যে যাই বলুক না কেন আমার মতে ওহান সত্যিই একটা পরিচ্ছন্ন শহর।

আমি শাওলিংয়ের বক্তব্য সমর্থন করে বললাম, যারা ওহান শহরটাকে পরিচ্ছন্ন রাখার পরিকল্পনা প্রনয়ণ করে এবং সেই সঙ্গে এর বাস্তবায়ন তদারকি করে তাদের নিমন্ত্রণেই তো আমরা আজ ডিনারে যাচ্ছি। তোমার অন্তর নিঃসৃত স্বতঃস্ফুর্ত মন্তব্যটি ওহান সিটির মেয়র সাহেবকে আমি জানাবো।

শাওলিং কিছুটা হতচকিত হয়ে বললো, আমিতো মেয়র সাহেবকে জানানোর জন্য একথাটা বলিনি। তা ছাড়া বড় একটা ফোরামে কথাটা বললে না-জানি মেয়র সাহেব কি মনে করেন। না না কথাটি মেয়র সাহেবকে বলবেন না।

আমি বললাম, যারা ভাল কাজ করে তাদেরকে প্রশংসা করতে হয়। প্রশংসা করলে তাঁর কাজের বিস্তৃতি আরো ব্যাপকতর হয়। বিষয়টি সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তোমার পরিবারের কোন সদস্য যদি

ভাল কাজ করে এবং বিনিময়ে যদি সে কোন প্রশংসা না পায় তবে তার পরবর্তী কাজ তেমন সুন্দর নাও হতে পারে। ভাল কাজের প্রশংসা অনুপ্রেরণার উৎস। প্রশংসা মানুষের ভাবনাকে নাড়া দেয়, নতুন কিছু করার উদ্যমতা বাড়ায় এবং সৎভাবে কর্ম সম্পাদনের উৎসাহ যোগায়।

শাওলিং অনিমিষ কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে একটু হেসে বললো, বুঝেছি।
আমি বললাম, বুঝতেও হবে এবং তা হৃদয়ে ধারণও করতে হবে।
গাড়ি মিসেস জিংয়ের ফ্লাটের সামনে এসে থামলো। মিসেস জিং প্রস্তুত হয়েই ছিলেন।

গাড়িতে উঠতে উঠতে মিসেস জিং শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন, আমাদের সময় ঠিক আছে।

দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা একটা রেস্টুরেন্টের সামনে পৌঁছুলাম। মেয়রের দপ্তরের একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা আমাদেরকে স্বাগত জানালেন। আমরা গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে প্রবেশ করলাম।

মেয়র মহোদয় উঠে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে শুভ সন্ধ্যা বলে অভ্যর্থনা জানালেন।

প্রত্যুত্তরে আমরাও মেয়র মহোদয়কে শুভ সন্ধ্যা বলে অভিবাদন জানালাম।

মোটা কার্পেটে মোড়া প্রশস্ত কক্ষটার মাঝখানে বিশালকায় টেবিলটার চারপাশে দশ-বারোজনকে উপবিষ্ট দেখতে পেলাম। বিশাল একটা ঝাড়বাতির চার পাশে ফানুস আকৃতির রং বেরংয়ের বাতিগুলো আলো ছড়াচ্ছে। দেয়ালে বিশালকায় ঐতিহ্যবাহী হাতে আঁকা ছবির সমাহার। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বলে পরিবেশটা মনোরম।

আমরা আমাদের নির্দিষ্ট চেয়ারে উপবেশন করলাম।
হালকা হাসি ও গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে ঐতিহ্যবাহী বর্ণিল সাজে সজ্জিত কয়েকজন পরিচারিকা ছোট ছোট গ্লাসে পানীয় পরিবেশন করে চললো।

শাওলিং আমাকে সতর্ক করে বললো যে ওগুলো মদ জাতীয় পানীয়। এমন পরিবেশে কি করা হবে তা পূর্বাহ্নেই শাওলিংয়ের সাথে আলোচনা করে নির্ধারণ করা ছিল। দোভাষী কাজের জন্য শাওলিং আমার পাশের চেয়ারে উপবিষ্ট ছিল। সে অতি সন্তর্পণে একই রকম ছোট একটি গ্লাসে পানি পূর্ণ করে মদের গ্লাসটার পাশে রাখলো।

সবাই একসঙ্গে মদের গ্লাস হাতে নিয়ে হাত প্রলম্বিত করে পান করার মাধ্যমে অতিথিদের বরণ করে নেয়া এখানকার ঐতিহ্যগত প্রথা। এই প্রথার সাথে একাত্মতা প্রকাশ না করাটা অভদ্রতা বলে গণ্য হয়ে থাকে।
ভাইস-মেয়র মহোদয় দাঁড়িয়ে বন্ধুপ্রতিম বাংলাদেশের এক বন্ধুর আগমনে তাঁর সন্তুষ্টি ও উপস্থিত সবার স্বাস্থ্য ও প্রশান্তির বাসনা পোষণ করে গ্লাস উঁচিয়ে ধরলেন এবং কিছুটা পান করলেন।

সবার সাথে আমিও গ্লাস উঁচিয়ে দুই চুমুক পানি পান করে নিলাম এবং গ্লাসটা হাতের নাগালে রাখলাম কারণ আমি জানি যে এভাবে আরো দু তিন বার পান করতে হবে।

সবাই পুনরায় উপবেশনের পর মিসেস জিং সংক্ষিপ্ত ভাষণে বিগত এক সপ্তাহের ত্রাণ কার্যক্রমের বর্ণনা দিয়ে পরবর্তী ত্রাণ পরিকল্পনা বিষয়েও আলোকপাত করলেন।

ভাইস-মেয়র মহোদয় আমাদের কাজের প্রশংসা করলেন এবং আগামী দিনে আরো কর্মতৎপরতার মাধ্যমে মানুষের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের আশা ব্যক্ত করলেন। এই পর্যায়ে তিনি গ্লাস উঁচিয়ে আবার দু চুমুক পান করে নিলেন। আমরা সবাই তার অনুসরণ করলাম।

আমার বক্তব্যে আমি বললাম, ক্যাম্পসমূহ পরিচালনায় প্রশাসন ও অন্যান্য সংস্থার ভূমিকা প্রশংসনীয়। স্থানীয় পর্যায়ে উপদ্রুত সবাইকে ক্যাম্পগুলোতে আশ্রয়দান বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া এবং বন্যার পানি সম্পূর্ণ নেমে যাওয়া পর্যন্ত তাঁদের জন্য ত্রাণ কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অন্তর্ভূক্ত করে একটা কার্যকর সমন্বয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। সমন্বিত এই ব্যবস্থায় আমরা আরো বেশি অবদান রাখতে সমর্থ হবো বলে আশা করি। ক্যাম্পগুলোতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে যা এমন পরিস্থিতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এরপর ওহান সিটি সম্বন্ধে শাওলিংয়ের মন্তব্য উল্লেখ করে সুষ্ঠু নগর পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ওহান সিটির পরিচর্যার জন্য মেয়র এবং সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

আমার বক্তব্যের পর উচ্চমাত্রার হাততালির মাধ্যমে আমাকে পুনর্বার অভিনন্দন জানানো হলো।

এরপর পরিবেশিত হলো বিভিন্ন প্রকার খাবারের।
মাংস জাতীয় খাবারগুলো কোনটা কি তা শাওলিং আমাকে সতর্ক করে দিলো।

ডিনার পর্ব শেষ হতে হতে রাত দশটা বেজে গেল। ভাইস-মেয়রকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে এসে গাড়িতে উঠলাম। মিসেস জিং বললেন, কাল সকালে এয়ারপোর্টে যাওয়ার সময় আমি আপনাদের সঙ্গে থাকবো।

আমি কষ্ট করে সকালে না আসার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানালাম।

প্রত্যুত্তরে মিসেস জিং বললেন, যারা মানুষের সেবায় নিয়োজিত তাঁদের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হওয়া মানে একটা আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়া।

আমি আর কথা বাড়ালাম না।
আলো ঝলমল ওহান সিটির রাতের দৃশ্য উপভোগ করতে করতে গাড়ি এসে হোটেলে থামলো।

মিসেস জিংকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁকে বিদায় দিলাম।

সকাল আটটায় ব্রেকফাস্ট টেবিলে দেখা হবে বলে শাওলিংকে বিদায় দিয়ে রুমে গিয়ে কাগজপত্র ও কাপড়চোপড় গুছিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ ল্যাপটপে কাজ করলাম, তারপর বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলাম।

আজ ঘুম ভাঙতে কিছুটা দেরি হলো। সূর্য উঠে গেছে। সাধারণত এমনটা হয় না। প্রত্যুষে সূর্য উঠার আগে প্রকৃতির রূপ প্রতিদিনই নতুন অবয়বে বিকশিত হয়। এটাকে হারানোর অর্থ হলো যে কোনদিনও এই দৃশ্যটুকু আর ফিরে না পাওয়া। একটা নির্ভেজাল আনন্দ থেকে বঞ্চিত হলাম বলে মনটা বিষণ্ন হলো।

দিনের শুরুটা বিলম্বিত হলেও প্রত্যুষের কাজগুলো সমাধা করে কাপড় পরে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। ব্যাগ-সটুকেস গুছিয়ে নিতে নিতে আটটা বেজে গেল।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে শাওলিংকে সকালের শুভেচ্ছা জানালাম।

শাওলিং প্রত্যুত্তর দিয়ে বললো, এ হচ্ছে আমার বান্ধবী ইয়াংতাই, যার কথা আমি আপনাকে বলেছি।

আমি বললাম, ইয়াংতাই, তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।

ইয়াংতাই উঠে দাঁড়িয়ে কিছুটা অভিবাদনের ভঙ্গিতে বললো, শাওলিং আপনার কথা যতটুকু আমাকে বলেছে তা থেকেই আপনার সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। এখন পরিচিত হতে পেরে ধন্য হলাম।

শাওলিং বললো, ইয়াংতাই প্রত্যুষে আমার এখানে এসেছে।

আমি ইয়াংতাইকে ব্রেকফাস্টের আমন্ত্রণ জানালাম।

ইয়াংতাই আনন্দের সাথে আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বললো, এরপর আবার যখন ওহানে আসবেন তখন একদিনের জন্য হলেও আমার আতিথ্য গ্রহণ করবেন।

আমি বললাম, আমি অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ, তবু সময় করতে পারলে অবশ্যই তোমার সাথে দেখা করবো।

ওহানের সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতি এবং ত্রাণ ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে সকালের নাস্তা সম্পন্ন হলো।

ইয়াংতাই বললো, আমার এবার যেতে হবে। আপনার সাথে পরিচিত হতে পেরে কৃতার্থ হয়েছি। আশা করি আবার আপনার সাথে দেখা হবে।

ইয়াংতাই ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল। শাওলিং ওকে এগিয়ে দেয়ার জন্য বাইরে গেল।

শাওলিং ফিরে এসে বললো, মিসেস জিং এসে গেছেন। তিনি হোটেল রিসিপশনে আমাদের অবস্থান সম্পর্কিত কথাবার্তা বলছেন।

শাওলিং ব্যাগ, সুটকেস ইত্যাদি গাড়িতে উঠানোর ব্যবস্থা করলো।

আমি হোটেল স্টাফদেরকে ধন্যবাদ ও বিদায় জানিয়ে গাড়িতে উঠলাম।

গাড়ি সোজা এয়ারপোর্টের দিকে ছুটে চললো।

বিগত এক সপ্তাহের কর্মকাণ্ডের অবতারণা করে মিসেস জিং আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনার প্রত্যক্ষ উপদেশ এবং নির্দেশনা আমাদেরকে সত্যিই অনুপ্রাণিত করেছে। এর ফলে ত্রাণ বিতরণ ব্যবস্থাপনায় আমাদের কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকরা সফলতার পরিচয় দিয়েছে। আপনার মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতার জন্য আমাদের সংস্থার ওহান শাখার সকল কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক ও পরিচালনা পরিষদের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি বললাম, সাফল্যতো সবটুকু আপনাদের কর্মপ্রচেষ্টার ফসল। আপনাদের কর্মপ্রণালী থেকে আমিও অনেক কিছু শিখেছি। এই সপ্তাহাধিক সময়ে যারা একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ নিয়ে ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় সফলতা অর্জন করেছে তাঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা পৌঁছে দেবেন।

মিসেস জিং বললেন, এই উইকএন্ডের পরের দিনই সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে পূর্ববর্তী কার্যক্রমের মূল্যায়ন এবং আগামী ত্রাণ বিতরণ সম্পর্কিত একটা সভা হবে। ঐ সভায় আমি আপনার শুভেচ্ছা সবার নিকট পৌঁছে দেব।

আমি বললাম, যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে আমি আবার ওহান আসবো বলে আশা পোষণ করছি।

মিসেস জিং বললেন, আপনার পরবর্তী সফরের জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় থাকলাম।

ইত্যবসরে গাড়ি ওহান এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছলো।

মিসেস জিংকে তাঁর আন্তরিক আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। ড্রাইভারকে পুনরায় দেখা হওয়ার আশা ব্যক্ত করে লাউঞ্জে প্রবেশ করলাম।

সুটকেসটি লাগেজে দিয়ে বোর্ডিং কার্ড সংগ্রহ করে ওয়েটিং লাউঞ্জে প্রবেশ করলাম। শাওলিং আমাকে কফি পানের জন্য আমন্ত্রণ জানালো। আমরা ছোট একটা খাবারের স্টলে বসলাম। শাওলিং কফির অর্ডার দিল।

এরই মধ্যে হঠাৎ করে সিনথিয়াকে নজরে পড়লো। কফি শপের কাঁচের দরজাটি টেনে সে ভেতরে ঢুকলো, হাতে একটা ব্যাগ।

শাওলিং বললো, ভালই হলো, সিনথিয়াও আমাদের সাথে বেইজিং ফিরছে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে সিনথিয়াকে স্বাগত জানালাম।

সিনথিয়া ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের টেবিলে বসে বললো, আশা করি তোমরা ভাল আছো।

শাওলিং বললো, আমরা ভাল আছি, তোমাকে সাথে পেয়ে আমি আনন্দ বোধ করছি।

সিনথিয়া একটু হেসে বললো, তোমাদেরকে ভ্রমণ সঙ্গী হিসাবে পেয়ে আমিও আনন্দিত।

আমি বললাম, কফি চলবে তো সিনথিয়া।

সিনথিয়া বললো, সকালে উঠে বেশ তাড়াহুড়ো করেই চলে আসতে হয়েছে, চা-কফি কিছুই এখনো জোটেনি, এক কাপ কফি পেলে ভালই হয়।

কফির সময়টুকু নানাবিধ আলোচনায় পার হলো। শাওলিংয়ের একাধিক প্রশ্নের প্রেক্ষিতে ম্যানডারিন ভাষায় জবাব দিল সিনথিয়া। ম্যানডারিন আমি বুঝতে পারবো না বলে সে দুঃখ প্রকাশ করে আমার অনুমতি গ্রহণ করলো।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। নির্ধারিত সময়েই বিমানে আরোহণ করলাম। যথারীতি উইন্ডো সিটটা আমি নিলাম। শাওলিং আমার পাশের সিটে বসলো।

সিনথিয়া আমাদের দুই সারি পেছনের সিটে উপবেশন করলো।

শাওলিং সিট বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে বললো, বিমান ভ্রমণে সবচেয়ে অস্বস্তিকর বিষয়টি কি আপনি জানেন?

আমি আগ্রহ নিয়ে বললাম, অস্বস্তিকর বিষয়তো একটি নয়, একাধিক রয়েছে, তবে তুমি যেটাকে প্রাধান্য দিচ্ছো সেটা বলো- শুনছি।

শাওলিং বললো, ওয়েটিং রুমে বিমানের জন্য অপেক্ষা করা। প্রায়ক্ষেত্রেই বিলম্বের কথাটি জানা যায় এয়ারপোর্টে আগমনের পর। তখন যত সময়ই গড়িয়ে যাক না কেন করার কিছুই থাকে না।

আমি বললাম, কথাটা তুমি যথার্থই বলেছ। এটা সত্যিই বিরক্তিকর।

প্রায় দেড় ঘন্টার ভ্রমণ, বেশ সাচ্ছন্দেই কাটলো।

বেইজিং এয়ারপোর্টে বিমান অবতরণ করলো। সিনথিয়াসহ আমরা একসাথেই বাইরে বেরিয়ে এলাম। শনিবার দিন দেখা হবে জানিয়ে সিনথিয়া প্রস্থান করলো।

শাওলিং আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে পুনর্বার ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল।

হোটেলের রুমে প্রবেশ করে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ অলসভাবে বিশ্রাম নিলাম।

লাঞ্চের পর অফিসে যেতে হবে। ক্লান্তি দূর করে ভাল করে গোসল করে নিলাম। পরিপাটি হয়ে নিচে নেমে এসে রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। আধাঘন্টার মধ্যে লাঞ্চের পর্ব শেষ হলো। এরপর ল্যাপটপটি কাঁধে ঝুলিয়ে অফিসের পথে হাঁটা ধরলাম। সিঁড়ি বেয়ে তিন তলায় উঠে করিডোরেই বসকে পেয়ে গেলাম।

আমার সম্বোধনের পূর্বেই বস আমাকে সম্বোধন জানালো এবং একগাল হাসি নিয়ে করমর্দন করে সরাসরি তাঁর রুমে নিয়ে বসালো। বস প্রথমে আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে আসছি বলে রুম থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল।

দু মিনিটের মধ্যেই দু কাপ কফি হাতে নিয়ে বস রুমে ঢুকে এক কাপ আমাকে দিয়ে বললো, চিনি এক চামচ দিয়েছি।

আমি বললাম, ধন্যবাদ, এতেই চলবে।

এরই মধ্যে সদ্য যোগদানকৃত রিপোর্টিং ডেলিগেট মিস সোলভেগ রুমে প্রবেশ করলো, বসই তাঁকে আসতে বলেছেন। সোলভেগের সাথে পরিচয় পর্বের পর আমরা তিনজন চেয়ারে উপবেশন করলাম।

বস অধীর আগ্রহ নিয়ে শুধালো, এবার বল! কেমন হলো তোমার প্রথম মাঠ সফর। যদিও আমি তোমার সার্বিক কর্মকাণ্ড বিষয়ে ওয়াকিবহাল আছি তবুও তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই তোমার অভিজ্ঞতার কথা।

কফির কাপে প্রথম চুমুকটি সেরে বললাম, এবারের বন্যায় অসংখ্য মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যা কবলিত গ্রামগুলোর শতকরা আশি শতাংশ মানুষ আশেপাশের উঁচু এলাকার স্থাপনা এবং খোলা মাঠে আশ্রয় নিয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন তাঁবু স্থাপন করে আশ্রয় ক্যাম্প করে দিয়েছে। ঐ সকল ক্যাম্পের স্বল্প পরিমাণ জায়গায় ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অধিক আবাসন নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এ ছাড়াও স্কুল ভবন ও অন্যান্য সম্ভাব্য স্থাপনায় ক্ষতিগ্রস্ত নারী-পুরুষদের আশ্রয় দেয়া হয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুদের ব্যবস্থাপনা নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ দিন-রাত কাজ করে যাচ্ছে। সরকারিভাবে যে সকল সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে তা ত্রাণের পর্যায় থেকে আলাদা অর্থাৎ বিতরণ করা সামগ্রীর নির্ধারিত বিনিময় মূল্য পরবর্তীতে পরিশোধ করতে হবে।

আমার কফির কাপে দ্বিতীয় চুমুকের পরিসরে বস বললেন, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের বেশিরভাগই বেশ কয়েকবছর যাবৎ উপর্যুপরি বন্যায় সরকারের নিকট থেকে অনেক সামগ্রী গ্রহণ করে ঋণী হয়েছেন। এবারের বন্যায় তাঁরা অধিকতর ঋণের ফাঁদে আটকে যাচ্ছেন। আমি বসকে সমর্থন জানিয়ে বললাম, স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রেটি পরিপাটি হলেও তার ব্যাপক বিস্তৃতি প্রয়োজন। পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের অপ্রতুলতার কারণে পেটের পীড়াসহ বেশকিছু স্বাস্থ্যগত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

সোলভেগ ইদানিং পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত স্বাস্থ্যগত সমস্যার কিছ তথ্য সর্ম্পকে আলোকপাত করলেন যা মূলত আমার কথারই প্রতিধ্বনি হলো।

ত্রাণ বিতরণের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পর আমি বললাম, সর্বসাকুল্যে ওহানের ত্রাণ কার্যক্রম ভাল হয়েছে। আমাদের সংস্থার ওহান ব্রাঞ্চের ডেপুটি সেক্রেটারির সফল নেতৃত্বের কারণে সংশ্লিষ্ট সকলেই যথাযথভাবে অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে। একই সাথে এ কথাও নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হবে যে, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজন নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে থেকেই আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন।

স্বেচ্ছাসেবকেরা উৎসাহ নিয়ে তাদের কাজ সম্পাদন করেছে এবং নিজেদেরকে সত্যিকারভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছে।

বস বললেন, ওহানের ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত স্থানীয় পত্রিকার সংবাদ ও ছবি আমি দেখেছি এখন তোমার কথাও শুনলাম। ত্রাণ বিতরণ কর্মকাণ্ড সফলভাবে সম্পাদনের জন্য তোমাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি নিশ্চিত যে আগামী সপ্তাহে তোমার আনহুয়ি সফরেও তুমি একইরকম সফলতা অর্জন করতে পারবে। ভালকথা, আজ সন্ধ্যায় আমরা সকলে একসাথে ডিনার করবো। স্থান হচ্ছে ওমর খৈয়াম রেষ্টুরেন্ট। আশা করি সন্ধ্যাবেলায় হাজির থাকবে।

বসের আকাঙ্ক্ষা পূরণে যথাযথ সচেষ্ট থাকবো এবং দু-একদিনের মধ্যেই সম্পাদিত ত্রাণ কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পেশ করব বলে আমি ও সোলভেগ বসের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের কক্ষে প্রবেশ করলাম। আমার টেবিলের পাশেই সোলভেগের টেবিল।

সোলভেগ বললো, কোন একটা সময়ে আমিও তোমার সফর সঙ্গী হবো। তাহলে ত্রাণ প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে রিপোর্টিং করতে আমার সুবিধা হবে।

আমি বললাম, বেশ তো, তাহলে আগামী সপ্তাহে চলো আনহুয়ি যাই।

সোলভেগ বললো, কোন সমস্যার উদ্ভব না হলে আগামী সপ্তাহে তোমার সাথে আমি আনহুয়ি যাচ্ছি।

দাপ্তরিক নানাবিধ কর্ম সম্পাদন করতে করতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। হোটেল থেকে আমার অফিস স্বল্প দূরত্বে হওয়ায় হেঁটে হেঁটেই হোটেলে ফিরে এলাম। অবশ্য তেমন কোন জরুরি পরিস্থিতি না হলে আমি সবসময় হেঁটে হেঁটেই অফিসে যাতায়াত করি।

পর পর দুদিন সাপ্তাহিক ছুটি। হোটেলের রিসিপশন ডেস্কের মহিলা আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে একটা খাম আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। খামটি গ্রহণ করে ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে রুমে গিয়ে খামটি খুলে সিনথিয়ার একটি চিরকুট পেলাম। আগামীকাল সকাল আটটায় সে আমাকে ব্রেকফাস্ট টেবিলে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানিয়েছে।

শাওয়ারের নিচে অনেকক্ষণ ধরে ভিজলাম, সারাদিনের ক্লান্তি দূর হলো। বিছানায় গা এলিয়ে টেলিভিশন অন করলাম। বাইরের চ্যানেল বলতে শুধু মাত্র বিবিসি। বিবিসির খবর নিয়মিত দেখার চেষ্টা করি। স্থানীয় চ্যানেলগুলোর ভাষা না বুঝলেও ফুটেজে বন্যার ছবি ও প্রতিবেদন দেখি। এতে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির একটা হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যায়। স্থানীয় চ্যানেলগুলোর বিভিন্ন ফুটেজ দেখে প্রতীয়মান হলো যে প্রবল বর্ষণ অব্যাহত থাকায় সার্বিকভাবে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। টেলিভিশনের বিভিন্ন চ্যানেল ঘেটে দেখতে দেখতে প্রায় ঘন্টাখানেক কাটলো। বেশ কিছুটা ক্ষুধা অনুভব করলাম। বিছানা ছেড়ে উঠে নিচে নেমে ডাইনিং রুমে গিয়ে বসলাম। থাই রেসিপির ঝাল একটা খাবারের অর্ডার দিলাম। খাবারটা সুস্বাদুই মনে হলো। পেট পুরে খেলাম।

রুমে ফিরে গিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। ঘুম আসতে দেরি হলো না।

প্রত্যুষে হোটেলের পাশে প্রশস্ত রাস্তায় প্রায় ঘন্টাখানেক সময় জগিংয়ে কাটলো। রাতে ভারীবর্ষণ হয়েছে। ভিজে রাস্তায় জগিং করতে সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে। আবহাওয়া এখনো বেশ উষ্ণ। জগিং শেষ করে হোটেলে ফেরার পূর্ব মুহূর্তে একপশলা বৃষ্টিতে ভিজে একেবারে একাকার

হয়ে গেলাম। বৃষ্টির পানিতে একপ্রকার মাদকতা আছে। হঠাৎ করে বৃষ্টিতে ভেজা আর ইচ্ছে করে ভেজা দুটোই আমার প্রিয়। ছেলেবেলায় ইচ্ছে করে ভিজলেও এখন আর তা হয়ে উঠে না। ছোটবেলার বৃষ্টি ভেজার স্মৃতি মনে করতে করতে হোটেলে ফিরে গোসল করে পরিতৃপ্ত হলাম। কিছুক্ষণ পর নিচে নেমে এলাম। আজ সকালে ডাইনিং হলে অতিরিক্ত অতিথিদের উপস্থিতি অনুভব করলাম। কথাবার্তায় মনে হলো অতিথিদের সিংহভাগই জাপানি পর্যটক।

ভিড়ের মধ্যে হলের এক প্রান্তে সিনথিয়াকে একটা টেবিল আগলে বসে থাকতে দেখলাম।

আমি সিনথিয়াকে সম্ভাষণ জানিয়ে বরলাম, শুভ সকাল।

সিনথিয়া উঠে দাঁড়িয়ে আমার সম্ভাষণের জবাবে বললো, শুভ সকাল।

ছোট্ট টেবিলটির প্রান্তে চেয়ার টেনে সিনথিয়ার মুখোমুখি বসলাম। ওকে আজ বেশ প্রশান্ত মনে হচ্ছে। অত্যন্ত সাধারণ বেশভূষা। কিন্তু তাঁর স্বভাবসুলভ ব্যক্তিত্ব মোহময় অভিব্যক্তিতে পরিপুষ্ট।

আমি বললাম, কেমন আছ সিনথিয়া?

মৃদু হেসে সিনথিয়া জবাবে বললো, ভাল আছি তবে রাতে ভাল ঘুম হয়নি।

আমি বললাম, রাততো ঘুমানোর জন্য। ঘুম যদি না আসে তবে তার জন্য অবশ্যই নির্দিষ্ট কোন কারণ বিদ্যমান।

সিনথিয়া বললো, সাধারণত এমনটা হয় না। প্রায় মধ্যরাত নাগাদ ভয়ংকর এক স্বপ্ন দেখে সেইযে ঘুম ভাঙলো সকাল পর্যন্ত আর ঘুমুতে পারলাম না।

বেয়ারার কফি নিয়ে এলো।

সিনথিয়া বললো, চল নাস্তা নিয়ে আসি।

আমি সিনথিয়াকে অনুসরণ করলাম। প্লেট ভর্তি নাস্তা নিয়ে টেবিলে ফিরে এলাম।

সিনথিয়ার প্লেটের খাবারের দিকে ইঙ্গিত করে আমি বললাম, এই সামান্য খাবারে তোমার পেটের এক কোণাও তো ভরবে না।

সিনথিয়া বললো, আপাতত এতেই চলবে, প্রয়োজন হলে পরে আরো নিয়ে নেব।

আমরা খাবারের দিকে মনোনিবেশ করলাম।

জুসের জারটি শূন্য থাকায় আমরা জুস নিতে পারিনি, এখন জারটি পুনরায় পূর্ণ দেখে আমি দু গ্লাস অরেঞ্জ জুস নিয়ে এসে এক গ্লাস সিনথিয়াকে দিলাম।

সিনথিয়া আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক চুমুক জুস গলাধঃকরণ করে বললো, জাপানি টুরিস্টরা দলবদ্ধ হয়ে ভ্রমণে বের হয়।

আমি বললাম, চীন দেশ জাপানিদের জন্য চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয়। কদিন পূর্বেও আমি দলবদ্ধ জাপানি টুরিস্টদেরকে দেখেছি।

সিনথিয়া বললো, ইদানিং পর্যটকদের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য এজন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

আমি বললাম, চীন এমন একটি সমৃদ্ধশালী দেশ যেখানে প্রাচীন সভ্যতা ও নিদর্শনসমূহ সারা দেশব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। পৃথিবীতে খুব কম দেশই রয়েছে যাদের সাথে চীনের তুলনা করা যেতে পারে।

সিনথিয়া মৃদু হেসে বললো, কথাটা যথার্থই বলেছ।

সকালের নাস্তার পালা শেষ হয়েছে, কাপে গরম কফি ঢেলে সিনথিয়া বললো, চীনে তোমার অবস্থান পনেরো দিন পার হতে চললো, তা দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে কি কি দেখলে?

আমি বললাম, বেইজিংয়ে আসার পর একদিন তিয়েনএনমেন স্কয়ারে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। তারপর তো সময়টুকু হুবেইয়ের ওহানে তোমার সাথেই কাটলো।

সিনথিয়া বললো, আজ এবং আগামীকাল এই উইক এন্ড এর সময়টুকু আমি তোমাকে নিয়ে বেইজিং এবং এর আশেপাশের কয়েকটি দর্শনীয় স্থান দেখবো।

আমি আনন্দিত চিত্তে বললাম, তোমার প্রস্তাবের জন্য তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার ব্যস্ততার মধ্যে কিভাবে দর্শনীয় স্থানগুলো দেখবো সে বিষয়ে একটা দ্বিধাদ্বন্দ ছিল, তোমার সদাশয় আশ্বাসে আমি এখন নিশ্চিন্ত হলাম।

সিনথিয়া কফির কাপে শেষ চুমুকটুকু দিয়ে বললো, তাহলে আর বিলম্ব কেন। চল বের হয়ে যাই।

সকালবেলায় রুম থেকে বের হবার পূর্বে এ ধরনের সম্ভাবনার কথা মনে হওয়ায় কাপড়চোপড়ও সেভাবে পড়েই বের হয়েছিলাম তাই আর রুমে যাওয়ার প্রয়োজন হলো না।

সিনথিয়ার সাথে বের হলাম। সিনথিয়াই গাড়ি চালাচ্ছে তবে ওহানের সেই গাড়িটি নয়। অন্য গাড়ি। রংটা ওহানে ব্যবহৃত গাড়িটির মতই নীলাভ।

আমি বললাম, কিছু যদি মনে না করো তবে তোমার ব্যক্তিগত বিষয়ে একটা প্রশ্ন করতে চাই।

সিনথিয়া বললো, আমার ব্যক্তিগত কোন বিষয়টি তোমাকে কৌতুহলী করে তুললো বুঝতে পারছি না, তবে যাই হোক প্রশ্নটা আগে করোতো।

আমি বললাম, তোমার গাড়ির রং নীল। পোষাক যা পড় তাও বেশিরভাগ নীল। নীল রং তোমার প্রিয় রং বলে মনে হচ্ছে। এর পেছনে কি নির্দিষ্ট কোন কারণ রয়েছে?

সিনথিয়া একটা অট্টহাসি হেসে বললো, আমি ভেবেছিলাম কি না কি জিজ্ঞেস করে বসবে। নীল রং ভালবাসি কারণ দৃষ্টির বেশিরভাগ জুড়েইতো নীল। আকাশের রং নীল, সাগরের রং নীল এবং তারুণ্যের রংও নীল। নীলে নীলাকার এই ভূবনে তাই ভালবাসি এই নীলকেই।

নীল রং যে আমারও প্রিয় রং তা প্রকাশ না করে সিনথিয়ার পাল্টা প্রশ্নের আশায় রইলাম। তবে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না।

সিনথিয়া পাল্টা প্রশ্ন না করে বললো, হিসাবে ভুল না হলে আমিও বলতে পারি তোমার প্রিয় রং কি?

আমি বললাম, বলতো আমার প্রিয় রং কি?

সিনথিয়া কোন প্রকার ভূমিকা না করেই বললো, তোমার প্রিয় রং নীল।

আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে সিনথিয়ার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অপলক নেত্রে বললাম, কি করে বুঝলে যে নীল রং আমার প্রিয়।

সিনথিয়া বললো, অত্যন্ত সোজা হিসাব। তোমার কলমটা নীল রংয়ের, ডাইরিটা নীল রংয়ের, তোমার কেটসটিও নীলাভ রংয়ের। এতগুলো নীল রং কাকতালীয় হতে পারে না। নিশ্চয়ই তুমি নীলকে ভালবাস এবং তোমার প্রিয় রং নীল।

সিনথিয়ার পর্যবেক্ষণ দক্ষতা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হলাম।

আমাকে চুপচাপ দেখে সিনথিয়া বললো, কোন উত্তর দিচ্ছ না কেন? আমার অনুমানটা কি তাহলে ভুল?

আমি সিনথিয়ার চোখে চোখ রেখে বললাম, তোমার অনুমান যথার্থ। তোমার মত আমারও প্রিয় রং নীল।

সিনথিয়া হাসতে হাসতে বললো, শুধু রংয়ের বেলায় নয়, তোমার সাথে আমার অনেক কিছুরই মিল রয়েছে।

আমি বললাম, আর একটি মিলের বিষয় যদি বল তবে কৃতার্থ হবো।

সিনথিয়া বললো, আমার মত তুমিও কোন বিষয় হৃদয়ে ধারণ করতে পার এবং বিশ্লেষণ করে এর অন্তর্নিহিত কারণ বা সমাধান নির্ণয় করতে পার। তুমি সরলতাকে পছন্দ কর, বিশ্বাস করতে ভালবাস।

সিনথিয়ার মন্তব্যগুলো আমি হৃদয় দিয়ে উপভোগ করছিলাম। সিনথিয়া নিবিষ্ট মনে গাড়ি চালাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সে বললো, মানুষে মানুষে মিল অমিল তো থাকবেই, তারপরও এ কথাও তো ঠিক যে এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই চিন্তা চেতনা ও মননে দারুণভাবে স্বতন্ত্র ও বৈচিত্রের অধিকারী। মানুষের এই বৈচিত্রপ্রিয়তা তাকে অনুসন্ধিৎসু করে তোলে।

আমি সবিস্ময়ে বললাম, তুমি কি মনোবিজ্ঞান নিয়েও পড়াশুনা করেছো?

সিনথিয়া বললো, প্রতিটি মানুষই কমবেশি মনোবিজ্ঞানী; মানুষের মধ্যে মনোবিজ্ঞানের এক বিশাল জগৎ রয়েছে। জন্মের পর মায়ের কোল থেকেই শুরু হয় শিশুর মনোবিজ্ঞানের রহস্যময় খেলা। মায়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে মায়ের চেহারা চিনে নেয়, অতি আপনজন হিসেবে মায়ের প্রতি নির্ভরশীল হয়। শিশুটির যখন ক্ষিদে পায় তখন সে চিৎকার করে তার মাকে তা অবহিত করে কারণ সে জানে যে মা এখন খাবারের বিষয়ে তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। শিশুর হাসির সাথে মায়ের হাসির যে সম্পৃক্ততা তা নির্ণয় করতে মনোবিজ্ঞানের আধুনিক কোন সংস্করণের বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না, শাশ্বত এ অমিয়ধারা সৃষ্টি সুখের অনন্ত বন্ধনের মধ্য দিয়ে বহমান রয়েছে অনাদিকাল থেকে, যেদিন মানুষ পৃথিবীতে এসেছে সে দিন থেকেই। এ বিষয়ে পড়াশোনা না করেলেও মানুষের আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পরিশীলিত মনোবিজ্ঞানের সাধারণ বিষয়গুলো আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে তো আর নয়। তবে এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে মনোবিজ্ঞান আমার অত্যন্ত প্রিয় একটি বিষয়।

সিনথিয়াকে আমি যতই দেখছি ততই অবাক হচ্ছি, ও অসম্ভবরকম প্রাঞ্জল ও নির্মোহ। প্রকাশভঙ্গিতে জ্ঞানের গভীরতা এবং বাচনিক দৃঢ়তা কখনো কখনো পরিমাপ করাটাই কষ্টকর হয়ে উঠে।

আমি বললাম, এ পর্যন্ত তোমার সাথে যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে তার সবগুলোই তোমার প্রিয় বলে তুমি জানিয়েছো। সিনথিয়া এবার দয়া করে বলবে কি তোমার অপ্রিয় বিষয় কোনটি?

পরিস্থিতি ক্রমেই গুরুগম্ভীর হয়ে উঠছে দেখে সিনথিয়া একরাশ হাসির ফোয়ারা ছড়িয়ে বিষয়টাকে হালকা করার প্রয়াসে বললো, এসব কথা অন্য কোনদিন হবে। এখন বল নান্দনিক দৃশ্যপট উপভোগের জন্য কোথায় যেতে চাও তুমি?

একটা গুরুতর বিষয়ে হঠাৎ করে ছেদ পড়ায় মনটা বিষণ্ন হলো। সিনথিয়াকে অনিমিষ দৃষ্টিতে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম এ সত্যিই এক অনন্যা। একই রংয়ে যেমন বার বার বহু ছবি আঁকা যায় সিনথিয়াও যেন ঠিক তেমনি। ওর প্রজ্ঞা ও মননে জড়িয়ে আছে অনাদিকাল ধরে সঞ্চিত সত্যনিষ্ঠ কোন অভিলাষ যা সে সতর্কতার সাথে প্রকাশ করছে আমার কাছে।

আমি বললাম, কোথায় যেতে হবে সে সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে। আমার কাছে তো এখানকার সবকিছুই চমকপ্রদ।

সিনথিয়া বললো, যথাস্তু, আজ তাহলে আমরা টেম্পেল অব হেভেন এবং সামার প্যালেস দেখবো। এ দুটো স্থাপনা দেখতে সারাদিন লেগে যাবে, বিকেলে বা সন্ধ্যায় তোমার কোন কাজ নেই তো আবার?

আমি বললাম, আজ এবং কাল ফ্রি আছি, কোন কাজ রাখিনি। অবশ্য জরুরি কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সে কথা আলাদা।

প্রায় আধাঘন্টা এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করে গাড়ি গিয়ে থামলো টেম্পল অব হেভেন নামক এক স্থাপনায়। গাড়ি থেকে নেমে এর সুবিশাল স্থাপনা দেখে হতবাক হয়ে গেলাম। গাড়ি পার্কিং এরিয়াতে রেখে সিনথিয়া টিকিট কেটে আনলো। কারুকার্য খচিত একটি গেট দিয়ে আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম। দেশী বিদেশী পর্যটকদের ভিড়ে সারা এলাকাটি মুখর দেখতে পেলাম। গেট পার হবার পর কিছুদূর এগিয়ে একপাশে সরে গিয়ে সিনথিয়া খোলা মেঝের উপর বসে পড়লো এবং আমাকেও বসতে বললো। আমি ওর মুখোমুখি বসলাম।

অনুমান করতে পারলাম যে স্থাপনাটি ঘুরে দেখার আগে ও আমাকে এর সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলতে চায়।

পা মুড়িয়ে আরাম করে বসে সিনথিয়া বললো, আমরা এখন বেইজিং শহরের এই টেম্পল অব হেভেন যেখানে অবস্থিত সেই চঙওয়েন ডিষ্ট্রিক্টে রয়েছি। এটি অবলোকনের সময় বার বার থেমে তোমার প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য সময়ক্ষেপণ পরিহারের সুবিধার্থে তোমাকে এর কিছু অত্যাবশ্যক বর্ণনা প্রদান সমীচীন বলে মনে করছি।

আমি বললাম, তুমি বলে যাও, আমি মোহিত এবং পরিস্থিতির সাথে এমনভাবে বিজড়িত হয়ে গেছি যে, যা বলবে তা অন্তরে গেঁথে থাকবে।

সিনথিয়া বলে চললো, এই স্থাপনাটির মূল আয়তন হলো ছয়শত ষাট একর যা মিটারের হিসাবে সাতাশ লক্ষ বর্গমিটার। এর বিশালত্বের জন্য একে টেম্পল অব হেভেন পার্ক নামে অবহিত করা হয়। চীনের উৎসর্গীকৃত প্রাচীন স্থাপনাগুলোর মধ্যে এটিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় এবং অনন্য একটি শিল্পকর্ম। চীনে মিং রাজত্বের সময়কাল ছিল ১৩৬৮ থেকে ১৬৪৪ সাল পর্যন্ত। সেই মিং রাজত্বের সম্রাট ইওংগেল এর রাজত্বকালে এটি প্রথম নির্মিত হয়। পরবর্তীতে মিং সম্রাট জিয়াজিং এবং কুইঙ সম্রাজ্ঞী কুইয়ানলঙ স্থাপনাটি পুনঃনির্মাণ ও সম্প্রসারণ করেন। প্রাচীন দর্শন, ইতিহাস ও বিশ্বাসের মূর্ত প্রতীক হিসাবে টেম্পল অব হেভেন পার্ক ১৯৮৮ সালে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত

করে দেয়া হয়। এর স্থাপত্যশিল্প ও নির্মাণকৌশল নির্মোহ এক ভাবগাম্ভীর্য নিয়ে বিরাজমান।

এপর্যন্ত বলে সিনথিয়া কিছুটা নীরব থেকে আবার বলা শুরু করলো, আসলে মিং সম্রাটগণ নিজেদেরকে স্বর্গের সন্তান হিসাবে বিবেচনা করতেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য প্রার্থনার কেন্দ্র হিসাবে এসকল স্থাপনা নির্মাণ করেছিলেন এবং একইসাথে এগুলো স্বর্গের সাথে যোগাযোগের সংযোগস্থল হিসাবে ব্যবহার করতেন। বছরের বেশ কয়েকটি সময় তাঁরা এখানে আসতেন এবং ফসলের ভাল ফলন, প্রচুর বৃষ্টিপাত ও স্বর্গীয় আশীর্বাদ প্রাপ্তির আশাবাদ ব্যক্ত করে প্রার্থনা করতেন।

টেম্পলটি নির্মাণের উদ্দেশ্য আমার কাছে চমকপ্রদ মনে হলো এবং অনেকগুলো প্রশ্নের উদ্ভব হলো, কিন্তু ছন্দপতন হবে বিধায় সিনথিয়াকে তা বলা থেকে আপাতত বিরত থাকলাম।

সিনথিয়া উঠে আমাকে নিয়ে সামনে এগিয়ে চললো। বিস্তীর্ণ ফাঁকা চত্বর। চারিপাশে সবুজ বৃক্ষের আচ্ছাদন। নীল আকাশে শুভ্র মেঘের অবগাহন। সামনে পিছনে পর্যটক ও দর্শনার্থীদের ভিড় ও চেঁচামিচি। আমরা পাশাপাশি হাঁটছি।

সিনথিয়া বললো, এই টেম্পল অব হেভেন পার্কে প্রবেশের জন্য উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে মোট চারটি গেট রয়েছে এবং আমরা দক্ষিণের গেট দিয়ে ঢুকেছি। এখানের মূল স্থাপনা তিনটি এবং প্রতিটির সাথেই আরো কিছু স্থাপনা রয়েছে।

আমরা সোজাসুজি এবং কিছুটা আশেপাশে যে সকল স্থাপনা একের পর এক পাবো তা হলো, সার্কুলার মাউণ্ড অলটার, ইম্পেরিয়াল ভোল্ট অব হেভেন, হল অব প্রেয়ার ফর গুড হারভেষ্ট। এই তিনটি মূল স্থাপনার সাথে রয়েছে সাউথ ডিভাইন কিচেন, ইকো ওয়াল, থ্রি ইকো ষ্টোন, ডানবী ব্রীজ, ইষ্ট এনেক্স হল, ওয়েস্ট এনেক্স হল, প্লেস অব অ্যাব্‌সটিনান্স এবং ডিভাইন মিউজিক এডমিনিসট্রেশন। এখন আমাদের সামনে যে স্থাপনাটি দেখতে পাচ্ছো তার নাম হলো সার্কুলার মাউণ্ড অলটার অর্থাৎ গোলাকার বেদির টিলা। এই খালি জায়গাটার মধ্যখানে যে গোলাকার শ্লেটটি রয়েছে ওটাই প্রকৃতপক্ষে টেম্পল অব হেভেন। এখানেই সম্রাটগণ শুভ আবহাওয়া এবং অধিক ফসলের জন্য প্রার্থনা করতেন।

আমি গোলাকার বেদিটির উপর দাঁড়িয়ে আশেপাশের স্থাপনাগুলো বিষ্ময়ভরা দৃষ্টিতে দেখছিলাম।

সিনথিয়া কিছুটা সামনে এগিয়ে গিয়ে বললো, এটা হচ্ছে ইম্পিরিয়াল ভোল্ট অব হেভেন। দেখতেই পাচ্ছ যে গোলাকার স্থাপনাটি মর্মর পাথরের ভিত্তির উপর তৈরি। এর মধ্যে উৎকীর্ণ লিপি সম্বলিত ফলক থাকতো যা ঈশ্বরের প্রার্থনার জন্য ব্যবহৃত হতো। মোটকথা এই সুরম্য স্থাপনাটি প্রার্থনারই অনুষঙ্গ হিসাবে স্থাপিত হয়েছিল। এর চারদিকে যে মসৃণ দেয়াল দেখতে পাচ্ছ ওটা হচ্ছে প্রতিধ্বনি দেয়াল বা ইকো ওয়াল। এই ইকো ওয়ালটি খুবই বিখ্যাত যা শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে প্রার্থনার প্রতিধ্বনি শ্রবণের জন্য তৈরি করা হয়েছিল।

আমরা সামনে এগিয়ে একটা ওয়াকওয়েতে গিয়ে উঠলাম। সিনথিয়া আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, এটি হচ্ছে ডানবি ব্রিজ। তিন শত ষাট মিটার প্রলম্বিত এই ব্রিজকে ভারমিলিয়ন স্টেপস্ ব্রিজও বলা হয়। এই ব্রিজটির মাধ্যমে ইম্পেরিয়াল ভোল্ট অব হেভেনের সাথে প্রেয়ার হলের সংযোগ সাধিত হয়েছে। সম্রাটগণ ধারণা পোষণ করতেন যে এই পথই হচ্ছে স্বর্গে যাওয়ার পথ সুতরাং এটি ছিল অতি পবিত্র।

সামনে এগুতে এগুতে আমরা হল অব প্রেয়ার ফর গুড হারভেষ্ট বা ভাল ফসলের জন্য প্রার্থনা হলের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

সিনথিয়া বললো, টেম্পল অব হেভেনের পুরো অবয়বের মধ্যে 'প্রেয়ার ফর গুড হারভেষ্ট' স্থাপনাটিই সর্ববৃহৎ এবং চমকপ্রদ। এটি তিন ধাপে গোলাকার ছাদ দ্বারা পরিবেষ্টিত দৃষ্টিনন্দন একটি প্রাসাদ। এটি আটত্রিশ মিটার উঁচু এবং পরিধিও প্রায় একই মাপের হবে। পুরো স্থাপনাটি তিন ধাপে মার্বেল পাথরের উপর ভিত্তি করে স্থাপন করা হয়েছে। তুমি কি বিশ্বাস করবে যে এই স্থাপনাটি নির্মাণ করতে কোথায়ও কোন তারকাটা ব্যবহার করা হয়নি।

ধাপে ধাপে সিড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে এলাম। পর্যটকদের ভিড়। সবাই তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে সবকিছু দেখছে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে কেউ কিছু ছাড়তে রাজি নয়। কেউ কেউ আবার দৃশ্যগুলো মনে রাখার জন্য নোটবুকে লিখে নিচ্ছে।

একদিন এই স্থাপনা কত রাজা উজির নাজির ও সভাসদদের পদচারণা এবং নিবেদিত প্রার্থনার গুঞ্জনে মুখরিত থাকতো তা ভেবে ভেবে শিহরিত হচ্ছিলাম বার বার। স্থাপনাটির ভেতরের কারুকার্য খচিত নকশাগুলো পর্যবেক্ষণ করতে করতে আমার মনে হলো সম্রাটগণের স্বর্গের সন্তান হিসাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্য থাকলেও আন্তরিক উদ্দেশ্য ছিল প্রজাদের মঙ্গলসাধন। কারণ ভাল আবহাওয়া এবং ভাল ফসল ফলানোর জন্য প্রার্থনা প্রকৃতপক্ষে দেশের সাধারণ মানুষের উন্নয়নের জন্য প্রার্থনারই নামান্তর। টেম্পলটির ভেতর বাইরের কারুকার্যগুলো ঘুরে ফিরে দেখে সিনথিয়ার কাছে ফিরে এসে বললাম, চীনের প্রাচীন সম্রাটগণ আন্তরিকভাবেই প্রজাবৎসল ছিল বলে মনে হচ্ছে।

সিনথিয়া শুধালো, কি করে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হলে?

আমি বললাম, ভাল আবহাওয়া এবং ভাল ফসলের জন্য প্রার্থনা প্রজাদের মঙ্গল ও উন্নয়নের সমর্থন নয় কি?

সিনথিয়া বললো, প্রকারান্তরে অর্থ তাই দাঁড়ায় কারণ প্রজাদের ফসলাদি না হলে সম্রাটদের রাজকোষ ভরবে কি দিয়ে? প্রজাদের সমৃদ্ধির সাথেইতো রাজাদের সমৃদ্ধি বিজড়িত। শুধু প্রাচীন চীনে কেন বর্তমান কালেও তো সারা পৃথিবীব্যাপী এই একই ধারা বহমান। রাজতন্ত্র বিতারিত হলেও রাজ্য ও প্রজা ঠিক তেমনি রয়েছে। এখন রাজার স্থলে নেতারা রাজ্য বা দেশ শাসন করছে। বিভিন্ন তন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু মানুষের উন্নয়নে নেতাদের ভূমিকার সেই প্রশ্নবোধক চিহ্নটা ঠিক আগের মত এখনো বিদ্যমান।

আমি কথা না বাড়িয়ে সিনথিয়াকে অনুসরণ করলাম। আরো কিছুক্ষণ আমরা মূল টেম্পলগুলোর আশেপাশের স্থাপনাগুলো অবলোকন করলাম। সিনথিয়া আমাকে ওগুলোর নাম, পরিচয় ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করছিল। স্থাপনাটির চারিদিকে গাছপালার সমাহার দেখে আমার ভাল লাগল।

সিনথিয়াকে অনুসরণ করে কমপ্লেক্সটির উত্তর গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। আমরা একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। সিনথিয়া কিছু স্ন্যাকস্ ও চায়ের অর্ডার দিল। দু মিনিটের মধ্যেই চা পরিবেশিত হলো।

চায়ের কাপে প্রথম চুমুকের পরই সিনথিয়া আমাকে শুধালো, কেমন দেখলে টেম্পল অব হেভেন?

আমি বললাম, একটি চমকপ্রদ ও দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা দেখলাম যা আগে কখনও দেখিনি এবং একইসাথে ওগুলোর গায়ে সেঁটে থাকা পবিত্র অনুভূতি ও শুভ অভিলাষগুলো অনুভব করলাম।

সিনথিয়া বললো, তোমার দৃষ্টি এবং দিব্যদৃষ্টি দুটোই প্রখর।

আমি সিনথিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্ন্যাকস্ ও চায়ের দিকে মনোনিবেশ করলাম।

সিনথিয়া বললো, বেইজিংয়ের রাজকীয় মন্দিরসমূহের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র মন্দির হচ্ছে টেম্পল অব হেভেন। এটি স্থাপত্য শিল্পের এক অনন্য অবদান ও চিত্রকলার রূপরেখা। বিশ্ব সংস্কৃতির ঐতিহ্যগত স্থাপনা হিসাবে 'টেম্পল অব হেভেন' ইউনোস্কোর তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

চা পর্ব শেষ করে আমরা রেষ্টুরেন্ট থেকে বাইরে এলাম। কিছদূর হেঁটে গিয়ে গাড়িতে উঠলাম। সিনথিয়াকে বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল।

রাস্তার ভিড়ের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে ও বললো, আজ ভিড় এতো বেশি কেন বুঝতে পারছি না?

গাড়ি চলছে। টেম্পল অব হেভেনের দৃশ্যাবলী আমার মনোজগতে ঘুরপাক খাচ্ছে। নানা প্রশ্নের অবতারণায় আমি ওগুলো বিশ্লেষণে নিমগ্ন হয়ে রইলাম।

সিনথিয়া শুধালো, তুমি কি জান এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি?

আমি বললাম, না, তুমি না বললে কেমন করে জানবো?

সিনথিয়া বললো, আমাদের হাতে সময় কম তাই একদিনে দুটি স্থাপনা দেখতে হচ্ছে। এখন আমরা সামার প্যালেস নামে বিখ্যাত ও মনোরম একটি স্থাপনা দেখতে যাচ্ছি। বেইজিং থেকে এর দূরত্ব তেমন একটা বেশি নয়।

আমি বললাম, তথাস্তু। সামার প্যালেস সম্পর্কে এর আগেও শুনেছি। ওটা দেখতে আমি ঔৎসুক হয়ে আছি।

আমাদের গাড়ি ছুটে চললো। প্রায় আধাঘন্টা পর আমরা একটা লেক দেখতে পেলাম।

সিনথিয়া বললো, এটি হচ্ছে কুনমিং লেক। এই লেকের উপরই গড়ে উঠেছে বিখ্যাত সামার প্যালেস।

গাড়ি আরো কিছুটা সামনে এগুতেই সামার প্যালেসের দেখা পেলাম। দূর থেকেই এর দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য আমার মনে এক অভূতপূর্ব আবেশ ছড়িয়ে দিল। অপূর্ব মনোরম দৃশ্য।

আমি বললাম, সিনথিয়া গাড়িটা এখানেই কোথায়ও পার্ক করো। চল আমরা হেঁটে হেঁটে দৃশ্যটা উপভোগ করি।

সিনথিয়া একটু হেসে বললো, পার্কিংটা সামনেই। একটু অপেক্ষা কর।

গাড়ি পার্ক করে আমরা সামনে এগিয়ে গেলাম। নানা ধরনের বৃক্ষের সমাহারে সবুজ ঘাসের আস্তরণ। সামনে লেকের ওপারে সুউচ্চ ভূমি এবং প্রাসাদোপম অট্টালিকা। আমি অপলক দৃষ্টিতে দৃশ্যটা উপভোগ করছিলাম।

গাছগাছালির ফাঁকে একটু খোলা জায়গায় একটা চাদর বিছাতে বিছাতে সিনথিয়া বললো, আমরা এখানে কিছুক্ষণ বসবো এবং বিশ্রাম নেবো, তারপর হেঁটে হেঁটে এখানের স্থাপনাগুলো যতটুকু সম্ভব দেখবো।

আমরা বসে পড়লাম।

সিনথিয়া বললো, সামার প্যালেস মূলত উঁচু ভূমি এবং লেকের সমন্বয়ে একটা বিশাল পরিধি যার চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অট্টালিকাসদৃশ অসংখ্য স্থাপনা। প্রায় তিন কিলোমিটার পরিধির এই স্থাপনার মধ্যে তিনভাগই লেকদ্বারা পরিবেষ্টিত। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম থেকে পরিত্রাণের জন্য দীর্ঘ আটশত বছর ধরে সম্রাটগণ বিশাল লেক সমৃদ্ধ এই সামার প্যালেসটি ব্যবহার করেছেন। প্রায় দুইশত ফুট উচ্চতার ঐযে পাহাড়টা দেখছো ওটার নাম হচ্ছে লংজিবিটি হিল। পাহাড়টার সামনে পিছনে উঁচু ভূমিতে অনেক দালান-কোঠার অবস্থান। এই যে বিশাল লেকটি দেখছো এর পরিধি হচ্ছে দুই বর্গ কলোমিটারের অধিক এবং এটি মনুষ্য সৃষ্ট যা মাটি খুঁড়ে তৈরি করা হয়েছে। চীন রাজত্বকালে এর চতুর্থ শাসক ওয়ানইয়ন লিয়াঙ ১১৫৩ সালে যখন তার রাজধানী হুইনিং থেকে ইয়ানজিঙ অর্থাৎ বর্তমান বেইজিংয়ে স্থানান্তর করেন তখন বেইজিংয়ের উত্তরপশ্চিমে অনুচ্চ পাহাড়ি এলাকা জুড়ে বিশ্রামাগার তুল্য কিছু প্রাসাদ নির্মাণের আদেশ প্রদান করেন। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সম্রাটগণ আরো নতুন নতুন স্থাপনা নির্মাণ করেন। তবে ১৭৫০ সালের প্রথম দিকে কুইং সাম্রাজ্যের সম্রাট কুইয়াংলঙ স্থাপনাটি পূর্ণাঙ্গ রূপে নির্মাণ করেন।

এ পর্যন্ত বলে সিনথিয়া তাঁর হ্যান্ড ব্যাগে রক্ষিত পানির বোতল থেকে কিছুটা পানি গলাধঃকরণ করে পুনরায় তাঁর বক্তব্যে ফিরলো।

সিনথিয়া বললো, তবে যুদ্ব বিগ্রহের কারণে ১৮৫০ সালে একবার এবং ১৯০০ সালে আরেকবার স্থাপনাটি নিদারুণভাবে বিধ্বস্ত হয় কিন্তু অল্পসময়ের মধ্যেই তা আবার পুনঃনির্মিত হয়। চাইনিজ দর্শনমতে মানুষের কর্মধারার সাথে প্রকৃতির বন্ধনের সুসম সমন্বয়ের জন্য আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার সাথে বিনোদনের সংমিশ্রণ প্রয়োজন এবং এই উপলব্ধি সামনে রেখেই স্থাপনাটি নির্মিত হয়েছে।

আমরা হেঁটে সামনে এগিয়ে চললাম। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর একটা ছোট ধনুকাকৃতির সেতু পার হয়ে সামনে কারুকার্য খচিত কয়েকটা ঘর দেখতে পেলাম। পাশেই একটা ঘরে প্রবেশ করে সিনথিয়া আমাকে বসতে বললো। এটা একটা রেষ্টুরেন্ট। বেশ প্রশস্ত। অনেকগুলো টেবিলে দেশ-বিদেশের পর্যটকগণ খাওয়া-দাওয়া করছে এবং সত্যিকারের অংশগ্রহণমূলক আলোচনায় মশগুল রয়েছে। রেষ্টুরেন্টের পরিবেশটা আমার কাছে প্রাণবন্ত মনে হলো।

ওয়াশরুমে গিয়ে একটু পরিপাটি হয়ে সিনথিয়ার সামনাসামনি বসলাম।

সিনথিয়া বললো, চা দিয়ে শুরু করা যাক। কি ধরনের চা পান করতে চাও তা মেন্যুটা দেখে বেছে নাও।

আমি মেন্যুটা হাতে নিয়ে তো একেবারে অবাক। মেন্যুটা ভর্তি বিভিন্ন ধরনের চায়ের বর্ণনা।

কোনটা বেছে নেব নির্ধারণ করতে না পেরে সিনথিয়ার শরণাপন্ন হয়ে বললাম, সারা মাসব্যাপী চা পান করতে থাকলেও চায়ের এই মেন্যু শেষ করা যাবে না। এই মুহূর্তে কোন ধরনের চা এখনকার এই পরিবেশে উপযুক্ত তা তুমিই নির্ধারণ কর।

সিনথিয়া হাসির রেশ ছড়িয়ে বললো, বেশ আমিই ঠিক করে দিচ্ছি কোন চা এই পরিবেশে সঠিক হবে।

এক পরিচারিকাকে ডেকে সিনথিয়া চায়ের অর্ডার দিল।

জানালা দিয়ে তাকিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছিলাম আর এখানকার অতীতকালীন সমৃদ্ধি ও সক্ষমতা নিয়ে ভাবছিলাম।

সিনথিয়া শুধালো, কি ভাবছো?

আমি বললাম, এখানকার অতীত দিনের কথা ভাবছি। আকাশ, বাতাস, দৃশ্যাবলী সবই ঠিক আগের মতই রয়েছে, শুধু যারা মহা ধুমধামে এই মহা আয়োজন করেছিল তারা কেউ আজ নেই। কালের অতল গর্ভে সবাই হারিয়ে গেছে। এমন একদিন ছিল যখন সম্রাট ও তার পরিষদবর্গ এবং তাদের দাস-দাসী ছাড়া অন্য কোন জনমানব এখানে প্রবেশাধিকার পেতো না। কিন্তু সময়ের আবর্তনে সেই বিধানটা পাল্টে গেছে। কারো জন্য একচ্ছত্র না থেকে এখন এগুলো সাধারণ মানুষের বিনোদনের পশরায় পরিণত হয়েছে।

সিনথিয়া একটু হেসে বললো, তোমার অর্ন্তদৃষ্টির প্রশংসা না করে পারছি না। মানুষ যখন আধিপত্যের অধিকারী হয়ে পৃথিবীতে তাদের কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে তখনকি কখনো ভাবে যে এখানে তারা কত ক্ষণস্থায়ী? তারা কি কখনো ভাবে যে এই পৃথিবীর কোন কিছুই তাদের নিজের নয়? আত্মম্ভরিতা, অহংকার, নির্দয়তা, অমানবিকতা, লোভ-লালসা, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি এই অনিন্দ সুন্দর বিশ্ব ব্যবস্থাকে যে কুলষিত করার নামান্তর তারা কি কখনো তা ভেবে দেখেছে? পৃথিবীতে সভ্যতার ক্রমবিকাশের সুদীর্ঘ পথে কিছু মানুষের মহৎ কর্মকাণ্ড সমাজ ও জীবনকে যেমন পরিশীলিত করেছে ঠিক তেমনি কিছু মানুষের অর্থহীন ও নির্দয় কর্মকাণ্ড সমাজ ও জীবনকে কলুষিত করেছে বারংবার। সুসংগঠিত শান্তির পৃথিবী গড়ার প্রয়াস ভেঙ্গে চুরমার হয়েছে অশান্তির বিষ বাস্পে।

সিনথিয়ার অভিব্যক্তির মধ্যে দুরন্ত এক দৃঢ়তা লক্ষ্য করলাম। মনে হলো পৃথিবীর সর্বকালের পূঞ্জীভূত সকল বেদনা।

একসাথে আছড়ে পড়েছে ওর উপর। এই মুহূর্তে আমি সিনথিয়াকে নতুন এক অবয়বে আবিষ্কার করলাম। সিনথিয়ার মধ্যে আমি আরেক সিনথিয়াকে দেখতে পেলাম।

পরিবেশটা ক্রমান্বয়ে ভারী হয়ে উঠেছিল দেখে সিনথিয়া একটা হাসির রেশ ছড়িয়ে বললো, গুরু-গম্ভীর কথাবার্তা বলার অফুরন্ত সময় আমাদের রয়েছে। এখন আমরা এখানে আছি সামার প্যালেস দেখা ও এর সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য সুতরাং আমাদের সেদিকেই মনোনিবেশ করা প্রয়োজন।

আমি বললাম, যারা নিগুঢ় গুণের অধিকারী তাঁরা তৃপ্তি ও অতৃপ্তিতে সমভাবে সংবেদনশীল তবে তাঁরা কখনো অপ্রকাশ্য থাকতে চান না।

আমার কথা শুনে সিনথিয়া হো হো করে হেসে উঠলো।

ইত্যবসরে পরিচারিকা চা পরিবেশন করলো। চা দেখে তো আমার চোখ ছানাবড়া। বিশাল একটা কাপ ভরা ঈষৎ হরিদ্রা বর্ণবিশিষ্ট পানীয়ের মধ্যে কয়েকটা শুকনো ফুল ও বড়ই সাদৃশ কিছু ফল ভাসছে।

আমি বললাম, এ ধরনের চা ইতিপূর্বে আমি কখনোও পান করিনি।

সিনথিয়া বললো, ভেষজ মেশানো এই চা তৃপ্তিদায়ক, পান করলেই পার্থক্যটা বুঝতে পারবে।

আমি চায়ে চুমুক দিলাম এবং সিনথিয়ার কথার যথার্থতা অনুভব করলাম।

তবে এই চায়ের স্বাদ গতানুগতিক চায়ের মত নয় তা অনুধাবন করে সিনথিয়াকে ধন্যবাদ জানালাম। চা এর সাথে হালকা কিছু খাবার গলাধঃকরণ করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। পরবর্তীতে শুরু হলো পদব্রজে পরিভ্রমণ।

সিনথিয়া বললো, দিনের যতটুকু সময় বাকি রয়েছে তাতে পুরো এলাকা ঘুরে দেখা সম্ভবপর নয়, তবে চলো চেষ্টা করে দেখি কতটুকু দেখা যায়।

আমি বললাম, তথাস্তু, আমাকে তোমার সাথে ধৈর্যশীলই পাবে। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত উঠে সিনথিয়ার সাথে সাথে হাঁটতে লাগলাম।

দূর থেকে নয়নাভিরাম যে দৃশ্য দেখেছিলাম কাছে থেকে দেখে তার সার্থকতা খুঁজে পেলাম। প্রতিটি স্থাপনাই অপরূপ সৌন্দর্যে বৈশিষ্টমণ্ডিত। নিখুত কারুকার্য খচিত এসব স্থাপনা বিগত দিনের মানুষের রুচি ও সৌন্দর্যবোধের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে অনাদিকাল থেকে।

ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে হাঁটছি কিন্তু ক্লান্তি অনুভব করছি না। লেকের দক্ষিণ তীরে চলে এসেছি। এখানে কারুকার্য খচিত একটা করিডোরের দেখা পেলাম।

সিনথিয়া বললো, এই করিডোরটি ৭২৮ মিটার দীর্ঘ এবং এতে প্রায় ১৪,০০০ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্য, পাখি, ফুল ইত্যাদি হৃদয়গ্রাহী চিত্রকলায় সমৃদ্ধ।

বিচিত্র সব দৃশ্যাবলী সমৃদ্ধ চিত্রকলার বিস্তার দেখে আমি স্তম্ভিত হলাম। এ এক অনন্য চিত্রশালা। তদানীন্তন সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীগণের চিত্রকলাপ্রীতি আমাকে মুগ্ধ করলো। এই অবিস্মরণীয় চিত্র গ্যালারিতে আমরা অনেকক্ষণ সময় অতিবাহিত করলাম। লেকের বিভিন্ন স্থাপনার সাথে যোগাযোগের জন্য অনেকগুলো সেতু রয়েছে। এর কয়েকটা পার হয়ে যাওয়ার পর লেকের পানিতে মার্বেল পাথরের তৈরি একটি সুসজ্জিত বোট দেখলাম।

সিনথিয়া বললো, ঐ যে লম্বা সেতুটি দেখছো ওটা লেকের পূর্ব তীরের নানহু দ্বীপের সাথে সংযোগ সাধন করেছে। সতেরোটি খিলান বিশিষ্ট দৃষ্টিনন্দন ঐ সেতুটি ৪৯২ ফুট লম্বা এবং ২৬ ফুট প্রশস্ত।

দূর থেকে দেখলেও সেতুটির পারিপার্শিক পরিবেশ ও সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করলো।

সামনে একটা সিংহ মূর্তি দেখে সিনথিয়া বললো, সামার প্যালেস স্থাপনাসমূহের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় স্থাপিত প্রস্তর নির্মিত সিংহমূর্তিগুলো তদানীন্তন রাজেন্যবর্গের শৌর্য, সামর্থ ও শক্তির মূর্ত প্রতীক হিসাবে দৃশ্যমান। এখানে তিন হাজারের অধিক প্রাচীন দালানকোঠা রয়েছে যার মধ্যে প্যাভেলিয়ন, টাওয়ার, বৌদ্ধ বিহার, করিডোর ইত্যাদি প্রধান। বেইজিংয়ের সর্ববৃহৎ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ এই স্থাপনাটি বর্তমানে পর্যটকদের জন্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক একটি পার্ক হিসাবে বিবেচিত।

অনেকক্ষণ ধরে হাঁটার ক্লান্তিতে আমরা কিছুটা অবসন্ন হয়ে পড়লাম। ক্লান্তি জুড়াতে সিনথিয়া প্রস্তর নির্মিত একটা খোলা বেদিতে গিয়ে বসলো।

আমি সিনথিয়ার পাশে বসতে বসতে বললাম, এমন একটি অনন্য স্থাপনার জন্য তোমরা গর্ববোধ করতে পার।

সিনথিয়া কোন কথা না বলে একটু হেসে পানির বোতল খুলে পানি পান করতে থাকলো।

আবহাওয়া জলীয়বাষ্প মিশ্রিত গরম হলেও মৃদুমন্দ বাতাস বড়ই তৃপ্তিদায়ক বোধ হচ্ছিলো।

লেকের পানিতে শুভ্র মেঘের প্রতিবিম্ব, সবুজ বৃক্ষের আচ্ছাদন, প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য অবলোকন করতে করতে নিজেকে নিজের মধ্যে যেন হারিয়ে ফেলছিলাম। সিনথিয়ার ডাকে বাস্তবে ফিরে এলাম।

সিনথিয়া বললো, পনেরো মিনিটের বেশি হবে তুমি নিশ্চুপ হয়ে আছ। তোমার ধ্যান ভাঙানোর জন্য দুঃখিত। এবার আমাদের উঠতে হবে। এখনতো বিকাল পার হতে চললো। আজকে আর নয়। আগামীতে সময় হলে আবার তোমাকে নিয়ে এখানে আসবো।

আমি বললাম, এখানে পুনর্বার আসার জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে রইলাম।

সিনথিয়ার সাথে হেঁটে হেঁটে সেই ধনুকের মত সেতু পার হয়ে আমরা লেকের অপর পারে চলে এলাম। পর্যটকদের অনেকেই আমাদের মত ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আমরা বেইজিং ফিরে যাচ্ছি। সন্ধ্যার সময়ে ট্রাফিক এমনিতেই বেশি থাকে। সিনথিয়া খুবই সতর্কতার সাথে গাড়ি চালাচ্ছে। এমন মনোমুগ্ধকর ঐতিহাসিক একটি স্থাপনা দেখা ও উপভোগের আনন্দে আমি বিভোর হয়ে দৃশ্যপটগুলো মনের গভীরে গেঁথে নেয়ার চেষ্টা করছি।

নীরবতা ভেঙ্গে সিনথিয়া আমাকে শুধালো, সামার প্যালেস কেমন দেখলে, এ সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কি?

আমি কল্পনার রাজ্য থেকে বাস্তবে ফিরে এসে একটু সময় নিয়ে বললাম, স্থাপনাটির বিশালতা, নির্মাণশৈলী ও সৌন্দর্য এর উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণভাবে সফল করেছে। সূচনালগ্নে এটি শুধুমাত্র রাজকীয় গোষ্ঠীর মনোরঞ্জনের জন্য নির্মিত হলেও এখন পুরো জাতি এবং দেশ বিদেশের হাজার হাজার পর্যটকদের মনোরঞ্জন ও বিনোদনের জন্য সামার প্যালেসটি নিবেদিত। এ রকম মনোমুগ্ধকর, অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত ও বৈচিত্রপূর্ণ একটি স্থাপনা সম্ভবত পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

গাড়ি চালানোয় নিমগ্নতার মধ্যেও অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে সিনথিয়া আমার মন্তব্য শুনছিলো এবং আমার বক্তব্য শেষ হওয়ার পূর্বেই গাড়ি রাস্তার পাশে একটা রেস্টুরেন্টের সামনে পার্ক করে বললো, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে এবং ক্ষিদেও পেয়েছে বেশ। চলো কিছু খেয়ে নেই। ঐপাশে চেয়ে দেখো, ওটা একটা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট, সুতরাং তোমার প্রিয় নানরুটি, কাবাব, ডাল সবই এখানে পাবে।

আমি বললাম, তথাস্তু, আমার প্রশান্তির জন্য তোমার সদাশয় উদ্যোগের প্রতি আমি সম্মান জানাই। তোমাকে ধন্যবাদ।

গাড়ি থেকে নেমে রেস্টুরেন্টের ওয়াশ রুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে নির্দিষ্ট টেবিলটা টেনে। ইত্যবসরে সিনথিয়া খাবারের অর্ডার দিয়ে দিয়েছে।

সামার প্যালেস সম্পর্কে আমার বক্তব্যের রেশ টেনে সিনথিয়া বললো, তদানীন্তন সম্রাটগণ তাঁদের প্রয়োজনের নিমিত্তে এটি নির্মাণ করেছিলেন একথা সত্যি এবং তোমার সাথে আমি একমত পোষণ করছি। তবে এই নির্মাণের পেছনে আরো কোন উদ্দেশ্য ছিলো বলে কি মনে কর?

আমি বললাম, অবশ্যই ছিলো। কারণ সৃষ্টিশীলতার মধ্যে অপার আনন্দ বিরাজমান থাকে। যিনি নতুন কোন কিছু সৃষ্টি করেন তিনি তার সৃষ্টির আনন্দ নিবিড়ভাবে উপভোগ করেন এবং অপরকে

সেই আনন্দের অংশীদার করতে চান। চিরন্তন এই দৃষ্টিভঙ্গীটি বিবেচনায় নিয়ে বলতেই হবে যে তদানীন্তন সম্রাটগণের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিলো তাঁদের মহিমান্বিত সৃষ্টির সাথে অনাগত কালের মানুষের পরিচয় ঘটুক, মানুষ আনন্দিত হোক এবং আনন্দের অতিশয্যে ইতিহাসের পাতা ঘেঁটে তাঁদের কথা স্মরণ করুক। মানুষ মরণশীল হলেও অমরত্ব প্রত্যাশী। রাজা বাদশাহ্‌দের মধ্যে অমরত্বের বাসনা সাধারণ মানুষের চেয়ে ঢের বেশি ছিলো। তবে এ কথাও তাঁরা জানতো যে অনন্তকাল ধরে জীবনধারণ করা সম্ভবপর নয়। আর এই সত্য থেকেই অমরত্ব লাভের বাস্তব উপায় হিসাবে তাঁদের শৌর্য-বীর্যের প্রমাণ যুগ যুগ ধরে বহমান রাখার প্রতি তাঁরা তৎপর ছিলো।

সিনথিয়া বললো, সামার প্যালেস নিয়ে তোমার মন্তব্য আমি মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম।

বক্তব্যগুলো খুবই হৃদয়গ্রাহী এবং চিত্তাকর্ষক। আমি দিব্য দেখতে পাচ্ছি যে মিশরের পিরামিড, ভারতের আগ্রার তাজমহল ইত্যাদি স্থাপনাও তোমার এই সূত্রের বর্হিভূত নয়। এ বিষয়ে আমার ধারণা কি সঠিক?

আমি বললাম, সম্পূর্ণ সঠিক। শুধু পিরামিড বা তাজমহল নয়, এই পৃথিবীতে রাজা বাদশাহদের যত স্থাপনা রয়েছে সেগুলো নির্মাণের উদ্দেশ্য একটি নয়, একাধিক এবং ক্ষেত্রবিশেষে বহুবিধও বটে। পিরামিডের কথাই যদি ধর তবে এগুলোর নির্মাতা ফেরাও সম্রাটগণ তাদের মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাস ও আরাম আয়াশের কথা বিবেচনা করে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড সমভিব্যাহারে বিশালাকার ও দুর্ভেদ্য পিরামিড নির্মাণ করে ওগুলোর ভেতরে মমিকৃত মরদেহ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সংরক্ষণ করতেন। তাদের মূখ্য উদ্দেশ্য যদি শবাধার সংরক্ষণই হতো তবে আরো কম সময়ে, কম ক্লেশে ও সর্বোপরি কম খরচে মাটির নিচে পিরামিডের চেয়ে অধিকতর মজবুত শবাধার নির্মাণে উদ্যোগী হতো। কিন্তু সেক্ষেত্রে পিরামিডের বিশালতার মধ্য দিয়ে ফেরাউনদের শৌর্য-বীর্য প্রকাশিত হতো না। অন্যদিকে তাজমহল নির্মাণ করে সম্রাট শাহজাহান তাঁর প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ মহলের প্রতি যে ভালবাসার নিদর্শন রেখে গেছেন তার পেছনেও মোগল সাম্রাজ্যের ঐতিহ্যগত দাম্ভিকতা যে একেবারেই নেই তা বলা যাবে না। এর কারণস্বরূপ বলা যায় যে তাজমহল নির্মাণের পর তদ্রুপ আরেকটি তাজমহল যাতে নির্মাণ সম্ভবপর না হয় সে বিষয়ে সম্রাট শাহজাহান প্রয়াস চালিয়েছিলেন।

সিনথিয়া আমার চোখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো, এসব বিশালকায় স্থাপনা নির্মাণে রাজকোষ থেকে কত অর্থ ব্যয় নির্বাহ করতে হতো তাতো রাজা বাদশাহদের অজানা ছিলো না। প্রায়ক্ষেত্রেই রাজ্যের আপামর প্রজাদেরকে জোর করেই ঐ সকল স্থাপনা নির্মাণে বাধ্য করা হতো। রাজাদের মনোরঞ্জনের জন্য প্রজারা নিগৃহীত হতো। জনস্বার্থ বিবর্জিত এসকল স্থাপনা তাই তোমাদের মত অতটা সুকুমার বলে আমার নিকট প্রতিভাত হয় না।

খাবার পরিবেশন করায় সিনথিয়ার তাঁর বক্তব্যে যতি টেনে পরিচারিকাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললো, যুক্তি-তর্ক পরে হবে, এবার খাবারের দিকে মনঃসংযোগ কর।

নান রুটি, কাবাব ও ডাল দেখে মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। এগুলো আমার প্রিয় খাবারের অন্যতম। প্লেটে খাবার উঠাতে উঠাতে আমি বললাম, আজকের সারাটাদিন অনাবিল আনন্দ উপভোগের পর সন্ধ্যায় এমন সুস্বাদু উপাদেয় খাবারের মধ্য দিয়ে দিনের সমাপ্তির কথা ভুলব না। এজন্য তোমাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সিনথিয়া।

সিনথিয়া হেসে বললো, আমার প্রতি তোমার সহমর্মিতার জন্য আমি গর্বিত। তোমার মূল্যবান সময়ের কিছুটা আমাকে দেয়ার জন্য তোমাকেও আমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি কৃতার্থ হয়ে বললাম, সময়ের কথা যদি বলো তবে তোমার সময়তো আমি নিয়ে নিচ্ছি। এই বদান্যতার জন্য প্রশংসাতো তোমারই প্রাপ্য।

সিনথিয়া এবার আরো জোরে হেসে বললো, ঠিক আছে, ধরে নিচ্ছি সময় দেয়া নেয়ার ক্ষেত্রে আমাদের দুজনার অবদান সমান সমান। আর কথা নয়, এবার খাবারের দিকে মনোনিবেশ করো। নান রুটি ঠাণ্ডা হয়ে গেলে খেতে ভাল লাগবে না।

খাবার খেতে খেতে খাবারের প্রসঙ্গ ছাড়া আর কোন কথা হলো না। নান রুটির আকার ছোট হওয়ায় আমি আরো দুটো চেয়ে নিলাম। এমন সুস্বাদু একটা খাবারের জন্য সিনথিয়াকে পুনর্বার ধন্যবাদ জানালাম।

রেস্টুরেন্টের বাইরে এসে বেশ গরম অনুভূত হলো। গাড়িতে উঠে যখন বসলাম তখন আলস্যবোধ হলেও এক অপার্থিব প্রশান্তিতে মনটা ভরে উঠলো।

সিনথিয়া গাড়ি ঘুরিয়ে সদর রাস্তায় উঠে বললো, আজকে আমাদের অভিযানের এখানেই সমাপ্তি। তবে কাল তোমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিয়ে যাবো।

আমি বললাম, আমি প্রস্তুত হয়ে থাকবো।

সিনথিয়া বললো, কাল সকাল আটটায় ব্রেকফাষ্ট টেবিলে তোমার সাথে দেখা হবে।

রাস্তায় ট্রাফিক কিছুটা বেশি থাকলেও হোটেলে পৌঁছুতে দেরি হলোনা। গাড়ি থেকে নেমে আমি সিনথিয়াকে ধন্যবাদ জানালাম। সিনথিয়াও আমাকে প্রত্যুত্তর দিয়ে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গেল।

হোটেল রিসিপশনে শাওলিংয়ের একটা নোট পেলাম। শাওলিং জানিয়েছে যে সে আগামী পরশুদিন আনহুয়ি প্রদেশে আমার সাথে দোভাষী ও সফরসঙ্গী হিসেবে থাকবে এবং সোমবার সকাল সাতটায় আমাকে উঠিয়ে নিয়ে এয়ারপোর্ট যাবে।

রুমে গিয়ে শাওয়ার নিয়ে পরিপাটি হলাম। যথারীতি মেইল চেক করার পর রোজনামচা লিখার কাজ শেষ করে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে গেলাম।

পরদিন যথারীতি প্রত্যুষেই ঘুম ভাঙ্গলো। হোটেল সংলগ্ন রাস্তায় জগিং করতে করতে একসময় পূবাকাশ লাল হয়ে সূর্য উঠলো। হোটেলে ফিরে এসে শাওয়ার নিয়ে তৃপ্তি বোধ করলাম। টেলিভিশন অন করে বিবিসি পরিবেশিত সংবাদ শুনলাম। ভাল খবরের চেয়ে মন্দ খবরই বেশি। মনটা খারাপ হলো। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন প্রকৃতিগতভাবে বেড়ে যাচ্ছে ঠিক তেমনি নানাবিধ কারণে যুদ্ধ, বিগ্রহ, শরণার্থী সমস্যা ইত্যাদির সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সকাল আটটা পার হয়ে গেছে। সিনথিয়া হয়তো ব্রেকফাষ্ট টেবিলে অপেক্ষা করছে। আজকেও সারাদিন ওর সাথে পর্যটনে সময় কাটবে। সিনথিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে উঠলো। ওর সাথে দেখা না হলে চীনের নিদর্শনগুলোর এতোকিছু দেখা হতো না একই সাথে একজন রহস্যময়ী নারীর অপার রহস্যময়তার সন্ধানও পাওয়া যেতো না। পোষাক পরিচ্ছদ ঠিকঠাক করে নিচে নেমে এলাম। অনুমান সত্য হলো। নির্ধারিত টেবিলটাতেই সিনথিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

ওর টেবিলটার সন্নিকটে যেয়ে আমি বললাম, সুপ্রভাত সিনথিয়া।

সিনথিয়া দাঁড়িয়ে আমাকে সম্ভাষণ জানিয়ে বললো, সুপ্রভাত।

আমি সিনথিয়ার পাশে বসতে বসতে বললাম, আজকেও তুমি আমার আগেই এসে গেছো। তোমার আসার আগে আমারইতো তোমার জন্য অপেক্ষা করা উচিৎ ছিলো। এজন্য কেমন যেনো বিব্রত বোধ করছি।

সিনথিয়া হাসির রেশ ছড়িয়ে বললো, শত হলেও তুমি আমাদের অতিথি এবং এক্ষেত্রে অতিথি পরায়ণতার দায়িত্বটুকুও আমাদের। আমি যদি তোমার দেশে যাই তবে তুমি ইচ্ছেমতো তোমার দায়িত্ব পালন করো।

আমি একাগ্রচিত্তে বললাম, যদি যাই বলছো কেন? এতে 'যদি' শব্দটি যোগ হওয়ায় না যাওয়ার সম্ভাবনাও প্রকাশ পায়।

এবার সিনথিয়া আরো জোরে হেসে ওঠলো। আমাকে হাত ধরে উঠিয়ে বললো, মানুষের জীবনে সময় নামের মহামূল্যবান বস্তুটির স্বল্পতা দারুণভাবে বিরাজমান। সময়ের সংকুলান যদি না হয় তবে যাব কিভাবে? এ জন্যই যদি বলেছি। তবে এসব কথা পরে হবে, এখন চলো নাস্তা নিয়ে আসি।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে সিনথিয়াকে অনুসরণ করলাম। নাস্তা তুলে নিয়ে টেবিলে ফিরে এলাম।

সিনথিয়া নাস্তার প্লেটটা টেবিলের উপর রাখতে রাখতে বললো, তোমার আনহুয়ি যাওয়ার সিডিউল ঠিক আছে কি? কালইতো যাচ্ছ?

আমি বললাম, কাল সকালের ফ্লাইটে যাচ্ছি। শাওলিং এবারও আমার সহকারী ও দোভাষী হিসাবে থাকবে।

সিনথিয়া বললো, শাওলিং মেয়েটা খুব চটপটে এবং কর্মতৎপর। ওকে আমার শুভেচ্ছা দিও।

আমি বললাম, এ কদিনেই শাওলিং আমার ভক্ত হয়ে গেছে।

সিনথিয়া বললো, জিজিয়াং ক্যাম্পের মত আনহুয়ি প্রদেশের কয়েকটি ক্যাম্পে দুর্গত শিশুদের জন্য আমাদের সংগঠন কাজ করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ বিষয়ে তোমার সহযোগিতা কামনা করি।

আমি বললাম, এই সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য তোমাদের সংগঠনকে অভিনন্দন জানাই কারণ আমিও তোমাকে এই একই প্রস্তাব দেবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

সিনথিয়া বললো, তা হলে তো খুবই ভাল হলো। আমরা আগামী দু একদিনের মধ্যেই আনহুয়ি প্রাদেশিক রাজধানী হেফেই পৌঁছবো।

আমি বললাম, তোমাদের কার্যক্রম বিষয়ে আমি আমার সংগঠনের কর্মকর্তাদেরকে অবহিত করবো যাতে প্রয়োজনের সময় সুষ্ঠু সমন্বয়ের অভাব না হয়।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে সিনথিয়া বললো, আমি লক্ষ্য করেছি যে তুমি সকালের নাস্তা বেশি খাও না কিন্তু আমি সব খাবারের চেয়ে সকালের নাস্তার উপর বেশি নির্ভরশীল। কারণ লাঞ্চ করার পূর্ব পর্যন্ত আরেকবার নাস্তার জন্য সময় ব্যয় করতে হয় না।

আমি বললাম, আমার বেলায় সকালের নাস্তা গতানুগতিক ভাবেই চলছে। তবে মনে হয় চীনে আসার পর সার্বিকভাবে আমার খাবারের পরিমাণ কিছুটা বেড়েছে।

সিনথিয়া একটু হেসে বললো, কিন্তু নমুনা দেখে তো তা মনে হয় না।

আমরা নাস্তার পর্ব শেষ করে বাইরে এলাম। আকাশে মেঘের আনাগোনা, বারে বারে সূর্য মেঘের আড়ালে চলে যাচ্ছে। বাতাস বইছে ধীর লয়ে। রাতে বেশ কিছুক্ষণ বৃষ্টি হয়েছে। আজকের দিনটা তেমন উষ্ণ নয়, হয়তোবা সারাদিন এমনই থাকবে। গাড়িতে উঠলাম। সিনথিয়া গাড়ি বের করে সদর রাস্তায় উঠলো। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। বৃষ্টির কারণে চারিদিকের ধুলোবালি সব ধুয়েমুছে গেছে। দৃষ্টির সীমানা আজকে আরো প্রসারিত বলে মনে হলো। সদর রাস্তা ডিঙ্গিয়ে ডানে বামে করে করে সিনথিয়ার গাড়ি চলতে লাগলো। আমি শহরের রাস্তাঘাট দালানকোঠার দৃশ্য উপভোগ করছিলাম।

নীরবতা ভঙ্গ করে সিনথিয়া বললো, আজ আমরা কনফুসিয়াসের টেম্পল দেখতে যাব।

কনফুসিয়াসের নামটা শুনে একটা বিস্মৃত নামের কথা হৃদয়পটে উদিত হলো। বিগত বহুদিন এই নামটা একবারের জন্যও উচ্চারণের প্রয়োজন হয়নি। আমার মনে পড়লো বছর পনেরো পূর্বে আমদের সংস্থা আয়োজিত ইয়ূথ ক্যাম্প উপলক্ষ্যে একটি গান রচনা করেছিলাম এবং সেই গানে একটি পংক্তিতে এরিষ্টেটল, সক্রেটিস, প্লেটো ও কনফুসিয়াসের নাম ছিলো। সেই কনফুসিয়াসের টেম্পল দেখার সৌভাগ্য হবে তা কোনদিন ভাবিনি।

আমি বললাম, সিনথিয়া আমি সত্যিই আনন্দিত ও পুলকিত। কনফুসিয়াস সম্বন্ধে বেশি না জানলেও প্রাচীন চীনের এই দার্শনিক আমার বিবেচনায় পৃথিবীর মহৎ ব্যক্তিদের তালিকাভূক্ত। আমি বুঝতে পারছি না কি করে তুমি আমার আগ্রহের বিষয়বস্তুগুলো বারবার সামনে তুলে ধরছো। মনে হচ্ছে তুমি আমার অন্তরটাকে পড়তে পারছ।

সিনথিয়া তাঁর সেই রহস্যময় হাসির রেশ ছড়িয়ে বললো, কথাটা সঠিক বলেছো বলে মনে হচ্ছে।

আমি বললাম, তুমি গুণবতী এবং তোমার গুণাবলীর প্রশংসা না করে পারছি না। তবে মানুষকে নিয়ে কাজ করা ও তাঁদের বৈচিত্রের অনুসন্ধানের বিষয়টা তোমার চর্চা ও আগ্রহের অন্তর্ভূক্ত কি?

উৎসুক্য দৃষ্টিতে মুখ ঘুরিয়ে আমাকে একবার দেখে নিয়ে সিনথিয়া বললো, তা কিছুটা বলতে পার বৈকি। কারণ যাদের সাথে সংস্রব থাকবে তাদেরকেতো বুঝতেই হবে। তারাও সমভাবে আমাকে বুঝবে। তা না হলে কাজ হবে কি করে? ভাল করে বুঝতে না পারলে সমঝোতায় ঘাটতি হয় এবং পক্ষান্তরে কাজের ফলাফলে এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। মূল্যায়নে ব্যর্থতার পাল্লাই ভারী হয়।

সিনথিয়ার বয়স তেমন বেশি না হলেও বিজ্ঞতায় সে অগ্রগণ্য বলে আমার মনে হলো। তাঁর কথোপকথনে লাগসই শব্দচয়নের মাধ্যমে নীতিবিদ্যার অনবদ্য উপস্থাপনায় আমি বিমুগ্ধ হলাম। পরিচয়ের পর থেকেই দেখে আসছি যে নৈতিকতার প্রশ্নে সে অত্যন্ত প্রখর এবং সংবেদনশীল।

আমি বললাম, তোমার সাথে আমার এই যে বন্ধুত্ব তা কি আকস্মিক কোন ঘটনা নাকি নিয়তির নির্ধারিত অংশ সেই ভাবনা এখন আমাকে উদ্বেল করে তুল্ছে।

সিনথিয়া একটু জোরে হেসে বললো, এই যে মিষ্টার, আমরা কনফুসিয়াসের টেম্পল দেখতে যাচ্ছি এবং এর কাছাকাছি চলে এসেছি সুতরাং এখন অন্য উদ্বেলতা পরিহার করে কনফুসিয়াজম বিষয়ের উপর মনঃসংযোগ প্রয়োজন।

আমি বললাম, অবশ্যই আমরা তা করবো।

সিনথিয়া গাড়ি পার্ক করলো। আমরা টেম্পলের রাস্তা ধরে হেঁটে চললাম। আবহাওয়া গরম হলেও আকাশে মেঘের ঘনঘটা রয়েছে। মৃদুমন্দ বাতাস গরমের মধ্যে স্বস্তির পরশ বুলিয়ে যাচ্ছিলো। গাছের ছায়াঘেরা রাস্তার প্রান্তে টেম্পলটির অবস্থান। স্থাপনাটি দেখেই বোঝা যায় যে এটি প্রাচীন। সদর দরজা পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। সিনথিয়া টিকিট কেটে আনলো। একটা প্রশস্ত আঙ্গিনা পার হয়ে সামনে যাচ্ছিলাম। স্থাপনাটির সর্বত্র কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অনেক পুরোনো গাছের সমাহার দেখলাম। এখানকার শান্ত পরিবেশে কেমন যেনো একটা পবিত্রতার ছোঁয়া আমাকে বিমোহিত করলো। চারিদিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম।

সিনথিয়া প্রাঙ্গণের এক পাশে একটি বেঞ্চের উপর বসলো এবং আমাকে বসার আমন্ত্রণ জানালো। আমি বসলাম। আমি জানি সিনথিয়া এখন কনফুসিয়াস এবং টেম্পলটি দেখার সুবিধার্থে এর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি আমাকে জানাবে এবং আমি তা জানার জন্য উৎসুক হলাম এবং নোটবুক ও কলম নিয়ে কিছু নোট নেয়ার প্রস্তুতি নিলাম।

সিনথিয়া শুরু করলো, কনফুসিয়াস ৫৫১ খৃষ্ট পূর্বাব্দের ২১ সেপ্টেম্বর চীনের সেনডং প্রদেশের কুফু নামক জনপদে জন্মগ্রহণ করেন এবং বৈচিত্রপূর্ণ ও বর্ণাঢ্য এক জীবনযাপন করে ৪৭৯ খৃষ্ট পূর্বাব্দে ৭১ বয়সের সন্ধিক্ষণে পরলোকগমন করেন। কনফুসিয়াস ছিলেন একজন মহান শিক্ষক, দার্শনিক, সম্পাদক এবং একই সাথে একজন রাজনীতিবিদ। মানুষের নৈতিকতা ও সততা, সরকারের নৈতিকতা, বিচারের বিধান ও স্বরূপ, সামাজিক সম্বন্ধ ও সামাজিক সম্পর্কের যৌক্তিক দিকসমূহ ইত্যাদি ছিল তাঁর দর্শনের অন্তর্ভূক্ত বিষয়াবলী। কালক্রমে তাঁর দর্শন সমাজে স্থিত হয় এবং কনফুসিয়াজম নামে খ্যাত হয়। তিনি চীনের ঐতিহ্যগত ভাবধারায় আস্থাবান এবং নিবেদিত ছিলেন। ঐতিহ্যগতভাবেই তিনি চীনের অনেক পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং বিভিন্ন পাঠ্যক্রম সম্পাদনা করেছেন। তিনি সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধনের সমর্থক ছিলেন। বয়ঃবৃদ্ধদের প্রতি ছোটদের সম্মান এবং স্বামীদের প্রতি স্ত্রীদের সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে পারিবারিক শান্তি ও সমৃদ্ধির উন্মেষ ও স্থিততায় বিশ্বাসী ছিলেন।

তিনি বলতেন যে পরিবারই হচ্ছে আদর্শ সরকারের ভিত্তি। ঐ সময়ে সুপরিচিত সদাচার নীতিবাক্য ছিল "তুমি অপরের প্রতি তেমন কিছু করো না যা তুমি নিজের জন্য হোক তা কামনা কর না"।

সিনথিয়া তাঁর হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে পানির বোতল বের করে ঢক ঢক করে কিছুটা পানি পান করে বললো, যা বলছি তার কোথাও যদি তোমার বুঝতে কোন অসুবিধা হয় বা কোন প্রশ্ন থাকে তবে আমাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করবে।

আমি বললাম, যা বলছো তা আমি সহজেই বুঝতে পারছি এবং যেখানে প্রয়োজন নোট নিয়ে নিচ্ছি। তুমি অনুগ্রহ করে বলে যাও।

সিনথিয়া পুনরায় তাঁর বক্তব্যে ফিরে বললো, কনফুসিয়াস বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলেন। বৈচিত্রময় জীবনের অধিকারী কনফুসিয়াসকে তাঁর জীবদ্দশায় এবং পরবর্তী যুগেও বিভিন্ন নাম বা উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। এরমধ্যে মহিমান্বিত শিক্ষক, প্রথম শিক্ষক, সহস্রাব্দের আদর্শ শিক্ষক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

স্বকীয় উৎকর্ষতা লাভ, নীতিবান ব্যক্তিবর্গের গুণাবলী অর্জনের জন্য তাঁদের সমকক্ষ হওয়ার প্রচেষ্টা, জীবন চলার পথে বিচারিক ক্ষমতা অর্জন ইত্যাদি তাঁর নৈতিক শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত ছিল।

কনফুসিয়াসের নীতিপরায়ণতা বা ন্যায়নীতির মূলসূত্র ছিল, ধ্যানমগ্নতা, অপরকে বোঝার জন্য আত্মনিবিষ্টতা এবং অন্যের অনুভূতি উপলব্ধির ক্ষমতা অর্জন করা। কনফুসিয়াস মানবিক শ্রেষ্ঠত্বের একজন দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ছিলেন। অনেকের মতে কনফুসিয়াসের শিক্ষা চীন দেশের মানবতাবাদের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

একজন সদাসয় ও সৎ সম্রাট কর্তৃক রাজ্য শাসন করাকে তিনি সমর্থন করলেও শাসকের সত্যভাষণ ও পূর্ণমাত্রায় সততা বজায় রাখার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সম্রাট যদি সঠিকভাবে রাজ্য চালনা করতে পারে তবে কোনপ্রকার জোর-জবরদস্তি অথবা অন্যায়ভাবে শাস্তি প্রদানের প্রয়োজন হয় না। চীনের সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যগুলোর মধ্যে বিভক্তি, বিশৃঙ্খলা এবং ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়কালে তিনি মানুষের শান্তি ও সমৃদ্ধি পুনঃস্থাপনের জন্য স্বর্গের বাধ্যবাধকতা স্মরণ করিয়ে তা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন।

আমি সিনথিয়ারকে একটু থামিয়ে দিয়ে বললাম, তোমার বক্তব্য অনুযায়ী মনে হচ্ছে তিনি আধ্যাত্মিকতায়ও বিশ্বাসী ছিলেন।

সিনথিয়া বললো, তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে ভাল করে জানতে হলে তা বিশ্লেষণ এবং সংশিষ্টতা বিবেচনায় নিতে হবে। তাঁর সম্পর্কিত গল্প থেকে দু একটি তোমাকে শোনাচ্ছি, শোন।

"কনফুসিয়াস তখন রাজ দরবারের কোন উচ্চ পদে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন। সে সময়ে একবার ঘোড়াশালে আগুন লেগে তা সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। কনফুসিয়াস বিষয়টি জানার পর জিজ্ঞেস করলেন, কোন মানুষ কি আহত হয়েছে? তিনি কিন্তু ঘোড়াগুলোর কি হয়েছে সে সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না"।

আমি বললাম, তাঁর মানবতাবোধ বস্তুবাদের উর্ধে ছিল, এটি তারই বহিঃপ্রকাশ।

সিনথিয়া আমার কথার উত্তর না দিয়েই বলে চললো, "একবার তাঁর এক অনুসারী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এমনকি কোন একটি শব্দ আছে যা কোন ব্যক্তিকে জীবনভর পথ প্রদর্শন করতে পারে? কনফুসিয়াস বললেন, পারস্পারিকতা। তুমি অপরের উপর এমন কিছু চাপিয়ে দিওনা যা তুমি তোমার নিজের বেলায় ঘটুক তা চাও না"।

তাঁর শিক্ষা ও দর্শন মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে এবং কনফুসিয়াসের মতবাদ বা কনফুজিয়াজম পর্যায়ক্রমে ধর্মীয় রূপ পরিগ্রহ করে। তিনি পুনর্জন্মে বিশ্বাসী ছিলেন।

আধুনিক কালে কনফুসিয়ান আন্দোলন সচল থাকলেও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক এই মতবাদ বার বার আক্রান্ত হয়েছে।

আমি বললাম, কনফুসিয়াসের ঘটনাবহুল জীবন এবং তাঁর মতবাদ সত্যিই চমকপ্রদ।

সিনথিয়া বললো, আমি যেটুকু বললাম সেটুকু সামান্য ভূমিকা মাত্র। তবে তাঁকে ভালোভাবে জানতে চাইলে তোমাকে পড়াশোনা করতে হবে।

আমি বললাম, তুমি যতটুকু বলেছো তাতে কনফুসিয়াজম বিষয়ে ধারণা এবং ঐ মহান ব্যক্তিটির পরিস্কার একটি ছবি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে গেছে। আপাতত এটুকুই আমার জন্য যথেষ্ট।

সিনথিয়া আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললো, এবার এই কনফুসিয়াসের টেম্পল বা মন্দির সম্পর্কে তোমাকে কিছুটা ধারণা দেব। বেইজিংয়ের এই টেম্পলটি কনফুসিয়াসের দ্বিতীয় বৃহত্তম টেম্পল। সবচেয়ে বড়টি তাঁর জন্মস্থান সেনডং প্রদেশের কুফুতে অবস্থিত।

এমন সময় একদল পর্যটক আমাদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিলো। হঠাৎ তাঁদের মধ্য থেকে একজন মহিলা সিনথিয়াকে সম্ভাষণ জানিয়ে এগিয়ে এলো। সিনথিয়াও উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্ভাষণ জানালো। স্থানীয় ভাষায় তাঁরা কিছুক্ষণ বাক্য বিনিময় করে আমার পরিচয় জানিয়ে মহিলাটির সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল।

সিনথিয়া বললো, ইনি কনফুসিয়াসের উপর গবেষণা করছেন এবং বেইজিংয়স্থ কনফুসিয়াস ফাউন্ডেশনের সাথেও জড়িত রয়েছেন।

আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, কনফুসিয়সের মত একজন মহামনীষীকে নিয়ে গবেষণা করা এবং তাঁর ভাবধারাকে সমুজ্জ্বল রাখার প্রয়াসে কাজ করা তো সৌভাগ্যের বিষয়।

ভদ্রমহিলা তাঁর দপ্তরে যাওয়ার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ও সিনথিয়াকে পুনর্বার সম্ভাষণ জানিয়ে প্রস্থান করলেন।

আমি বললাম, কনফুসিয়াস ফাউন্ডেশনের কথা শুনে বড় ভাল লাগলো।

সিনথিয়া বললো, তাঁকে নিয়ে এ ধরনের একাধিক সংগঠন রয়েছে। যাহোক চলো আমরা আমাদের বিষয়ে ফিরে যাই। বেইজিংয়ের এই টেম্পলটি ১৩০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মিং এবং কুইঙ সাম্রাজ্যের সময়কালে এই মন্দিরের পরিসর বিস্তৃত করা হয়। বর্তমানে এই টেম্পলটির আয়তন কুড়ি হাজার বর্গমিটার। এই স্থাপনাটি প্রাচীর বেষ্টিত চারটি অঙ্গন বা কোর্টইয়ার্ড রয়েছে। দক্ষিণ থেকে উত্তর বরাবর যে স্থাপনাগুলো দেখছো তারমধ্যে 'গেট অব গ্রেট এ্যাকমপ্লিসমেন্ট' এবং 'হল অব গ্রেট এ্যাকমপ্লিসমেন্ট' উল্লেখযোগ্য। টেম্পলের মধ্যে প্রায় দুই শত শিলালিপি রয়েছে যাতে মূলত ইউয়ান, মিঙ ও কুইঙ সাম্রাজ্যকালীন বিজ্ঞজনদের নাম ও কনফুসিয়ান রচনা উৎকীর্ণ রয়েছে। এছাড়াও চোদ্দটি পাথরের দেয়াল ঘেরা প্যাভিলিয়ন রয়েছে যার মধ্যে প্রাচীন চীনের মিঙ ও কুইঙ সাম্রাজ্যকালীন ঐতিহাসিক বিভিন্ন প্রমাণাদি ও দ্রব্যাদি রয়েছে। এর মধ্যে 'হল অব গ্রেট পারফেকশন' এ রক্ষিত প্রাচীন যন্ত্রসঙ্গীতের সংগ্রহ দেখে তোমার ভাল লাগবে। কনফুসিয়াসের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের কেন্দ্রীয় বেদিটিও এখানেই দেখতে পাবে।

আমি বললাম, মন্দিরটি আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চাই এবং এতে বেশ সময় লাগবে বলে আমার মনে হয়। আমার আর তর সইছে না। চল আমরা শুরু করি।

সিনথিয়া হাস্যোজ্জ্বল বদনে আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বললো, দেখার আনন্দ, অনুভবের আনন্দ ও শেখার আনন্দে আমাদের অভিজ্ঞতার ঝুলি পরিপূর্ণ হবে এ বাসনা নিয়েই তো এখানে এসেছি। আমাদের হাতে যথেষ্ট সময় রয়েছে।

আমরা উঠে পড়লাম এবং সামনে এগিয়ে গেলাম। পর্যটকদের ভিড় রয়েছে তবে উপচেপড়া ভিড় নয়। আমরা অত্যন্ত নিবিড়ভাবে টেম্পলটির বিভিন্ন স্থাপনা এবং সন্নিবেশিত দ্রব্যসামগ্রী দেখলাম।

কনফুসিয়াসের শ্বেতশুভ্র ভাস্কর্যটির পাশে দাঁড়িয়ে আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিবিড়ভাবে ওটিকে দেখছিলাম।

সিনথিয়া বললো, ট্যাং সম্রাজ্যের শিল্পী উ-ডাউজী কর্তৃক সপ্তম শতাব্দীতে অংকিত চিত্র অনুযায়ী কনফুসিয়াসের মুর্তিটি নির্মিত হয়েছে। উ-ডাউজীর অংকিত চিত্রই কনফুসিয়াসের সর্বাধিক প্রামাণ্য চিত্র বলে স্বীকৃত।

আমি বললাম, দেখলেই বোঝা যায় যে শ্মশ্রুমণ্ডিত সৌম্যদর্শন এই মহা জন একজন বিনয়ী মানুষ ছিলেন।

সিনথিয়া বললো, যদি কখনো সময় হয় তবে তোমাকে সেনডং প্রদেশের কুফুতে নিয়ে যাব। সেটাই কনফুসিয়াসের সর্ববৃহৎ টেম্পল। চীনের প্রাচীন সম্রাটগণের দুই হাজার বছর ধরে পরিচর্যার ফলে শৈল্পিক ও ঐতিহ্যগতভাবে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কনফুসিয়াসের কুফুর টেম্পলটি।

আমি বললাম, তোমার বর্ণনা শুনে আমারতো এখুনি কুফুতে ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে।

সিনথিয়া হেসে দিয়ে বললো, পাখা থাকলে তো পাখির মতো এখুনি উড়ে চলে যেতাম কুফুতে।

মন্দির পরিদর্শন শেষ করে যখন বাইরে বেরিয়ে এলাম সময় দু'ঘন্টার বেশি পেরিয়ে গেছে। টেম্পল সম্পর্কে সিনথিয়ার ভূমিকা-বক্তব্যের ফলে দেখার সময় তাঁর কাছ থেকে ধারা বর্ণনার তেমন প্রয়োজন হয়নি। সুতরাং সময় বেঁচে গেছে অনেক। প্রাচীন কালের শিলালিপি, বাদ্যযন্ত্রাদি এবং নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী অবলোকন করে আমার হৃদয় পুলকিত হয়েছে। তবে যেখানে যা প্রয়োজন বলে মনে করেছি তার নোট নিয়েছি এবং ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে রেখেছি।

দুপুর পেরিয়ে গেছে। সিনথিয়া গাড়ি চালাচ্ছে। বিভিন্ন রাস্তা ও বাঁক অতিক্রম করে গাড়ি একটি রেস্তোরার সামনে এসে দাঁড়ালো। আমরা রেস্তোরায় প্রবেশ করলাম এবং হাত মুখ ধুয়ে একটা টেবিল নিয়ে সিনথিয়ার মুখোমুখি বসলাম। ভিড় তেমন নেই প্রায় অর্ধেক টেবিলই খালি পড়ে রয়েছে। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই সিনথিয়া খাবারের অর্ডার দিলো। ভাষাগত কারণে কি অর্ডার দেয়া হলো তা বুঝতে পারলাম না। পরিচারিকা অর্ডারের নোট নিয়ে হাসিমুখে প্রস্থান করলো। সদ্য দর্শনকৃত টেম্পলটির দৃশ্যপট আমার অন্তর্দৃষ্টিতে তখনো দোলা খাচ্ছিলো এবং তৃ প্তির আনন্দে আমি যেনো ভাসছিলাম।

আমার আনন্দিত বদন দেখে সিনথিয়া জিজ্ঞেস করলো, কেমন লাগলো কনফুসিয়াস টেম্পল?

আমি বললাম, অপূর্ব। দেখা এবং শোনা দুটোই আমাকে সমভাবে তৃপ্ত করেছে। টেম্পলটির সাথে সম্পৃক্ত যে অনন্য মূল্যবোধের সন্ধান পেলাম তাতে আমি সত্যিই বিমুগ্ধ। আমার মনে হয় কতকগুলো বিষয়ে কনফুসিয়াসের অন্তর্দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী ছিলো।

সিনথিয়া বললো, দুএকটা উদাহরণ পেতে পারি কি?

আমি বললাম, মানুষকে বোঝা, মানুষের সাথে ব্যবহার এবং পরস্পারিকতার প্রসঙ্গটি সামনে আনা যেতে পারে। আমরা সত্যিকারভাবে যদি এগুলোর পরিচর্যা ও পরিপূরণ করতে পারতাম তবে মানুষের সাথে মানুষের সংঘাত এত ব্যাপকতর হতো না বলে আমি বিশ্বাস করি। মানুষে মানুষে ভুল বোঝাবুঝির পরিণামইতো জাতিতে জাতিতে ভুল বোঝাবুঝি। এসকল ভুল বোঝাবুঝির মূলে রয়েছে মানুষের পরস্পকে বুঝতে না পারার অক্ষমতা। এর পরের প্রসঙ্গটি হচ্ছে ব্যবহার। মানুষের অহমিকা, অহঙ্কার, গর্ব, স্বার্থ ইত্যাদি তাঁর ব্যবহারকে কলুষিত করছে অহর্নিশ। অনাদিকাল থেকেই এধারা বহমান রয়েছে ফলে পৃথিবীতে মানুষের দুঃখ-কষ্টের পরিমাণ গুণিতক হারে বেড়ে ছড়িয়ে গেছে যুগ থেকে যুগান্তরে। এবার যদি পারস্পারিকতার প্রসঙ্গটি টেনে আনি তাহলে উপরের সমস্যা দুটোর বাস্তব সমাধানের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। মানুষে মানুষে সমঝোতা ও আন্তরিকতা সৃষ্টির প্রয়াস পেতে পারস্পারিকতার বিকল্প নেই। সুতরাং বুঝতেই পারছো আজ

কনফুসিয়াসের টেম্পল দর্শন আমার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলো।

আমার এই কথা শুনে সিনথিয়া আমার হাতদুটো চেপে ধরে অপলক নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো। আমি কিছুটা হতচকিত হয়ে গেলাম। আমার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটলো। আমার মনে হলো আমি বর্তমান ছেড়ে অতীতের দিকে ধাবমান হয়ে হারিয়ে যাচ্ছিলাম। ঠিক যেনো সেই অবস্থা যা ইতিপূর্বে ওহানের যাদুঘরে সংঘটিত হয়েছিলো।

এমনসময় পরিচারিকা খাবার নিয়ে হাজির হলো। সিনথিয়া আমার হাত ছেড়ে দিল। আমি বাস্তবে ফিরে এলাম।

সিনথিয়া বললো, কনফুসিয়াসের টেম্পল দর্শন তোমার ভাল লেগেছে জেনে আনন্দিত হলাম। তুমি সম্পূর্ণ সঠিক পথেই রয়েছো।

আমি বললাম, তবে কনফুসিয়াসের মতবাদ বা শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রচারের প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি।

সিনথিয়া বললো, পৃথিবীর অনেক দেশেই কনফুসিয়াসের মতবাদ নিয়ে পড়াশোনা হচ্ছে। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে কোরিয়া, জাপান ও ভিয়েতনামের বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গ চীনের ঐতিহ্যগত বিষয়াদির অংশ হিসাবে কনফুসিয়াসের উপর পড়াশোনা ও গবেষণা করে থাকে।

পরিচারিকা খাবার পরিবেশন করলো। সাদা ভাত, সবজি, ভুনা মুরগি, ঘন ডাল ইত্যাদি পেয়ে আনন্দিত হলাম। একেবারে বাংলাদেশী খাবার।

সিনথিয়া বললো, এগুলো তোমার দেশের নিত্যদিনের খাবার হলেও আমার এতে প্রচুর আগ্রহ রয়েছে। ভুনা ডাল সত্যিই অপূর্ব। আমি তোমাদের এই খাবারের একজন ভক্ত। এবার আমরা খাবারের প্রতি মনোনিবেশ করবো।

তবে তুমি যে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করলে তা অন্য কোন সময়ে আমরা আলোচনা করবো।

খাবারের পর্ব শেষ করে আমরা বাইরে এলাম। সিনথিয়ার গাড়ি একটি সুপার মলে গিয়ে থামলো।

সিনথিয়া বললো, এখানের একটা কফি শপের ক্যাপাচিনো বিখ্যাত। ছোট কিছু কেনাকাটাও রয়েছে। ওগুলো সেরে তোমাকে হোটেলে ড্রপ করবো।

আমি বললাম, ভালই হোলো, আমারও কিছু কেনাকাটা আছে। সেগুলো এখানেই সারতে পারবো।

সুপারমলে কেনাকাটা এবং বিখ্যাত ক্যাপাচিনোর স্বাদ নিয়ে যখন হোটেলে ফিরলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়। সিনথিয়া বললো, দুএকদিনের মধ্যেই হেফেইতে তোমার সাথে দেখা হবে। ইতোমধ্যে আমাদের সংগঠন আনহুয়ি প্রদেশের বন্যাদুর্গত শিশুদের জন্য কাজ শুরু করে দিয়েছে। এই সাপ্তাহিক ছুটির পুরো সময়টাই আমার সঙ্গে কাটানোর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি বললাম, আমি তোমার কথাটাই উল্টো করে বলবো যে, তোমার অতিশয় মূল্যবান সময় আমাকে দেয়ার জন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তোমার সঙ্গ আমাকে আনন্দিত ও পুলকিত করেছে।

সিনথিয়া তাঁর মুখাবয়বে সেই রহস্যময় হাসির আবেশ ছড়িয়ে তর্জনী উপরের দিকে নির্দেশ করে আমাকে অভিবাদন জানালো এবং গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গেল।

আমি রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিলাম। তারপর সুটকেস গুছিয়ে মেইল চেক করে সারাদিনের কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করলাম এবং আনহুয়ি প্রদেশের বন্যা সংক্রান্ত তথ্যাবলী দেখে নিলাম। এরপর টিভিতে বিবিসির সংবাদ যখন শেষ হলো তখন ন'টা বাজে। হালকা কিছু খাবার এনে রুমে বসেই খেয়ে নিলাম। তারপর বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম এবং ঘুমে আচ্ছন্ন হলাম।

প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গলেও আজ হাঁটতে বের হলাম না। রুমের মধ্যেই কিছু হালকা ব্যায়ামের পর প্রস্তুত হয়ে নিচে নেমে এলাম। লবিতেই শাওলিংকে পেলাম।

অভিবাদনের পর ও আমাকে জানালো যে আধা ঘন্টার মধ্যেই আমাদেরকে এয়ারপোর্ট অভিমূখে রওয়ানা হতে হবে।

আমি শাওলিংকে সকালের শুভেচ্ছা জানিয়ে বললাম, চলো সকালের নাস্তাটা সেরে নেই।

শাওলিং বললো, আমি নাস্তা করে এসেছি তবে এক কাপ কফিতে আপত্তি নেই।

আমারা কিছুক্ষণের মধ্যেই নাস্তা শেষ করে এয়ারপোর্ট অভিমুখে রওয়ানা হলাম। গন্তব্য আনহুয়ি প্রদেশের রাজধানী হেফেই সিটি।

আজ যে ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে তাকে আমি পূর্বে দেখিনি। শাওলিং আমাকে ড্রাইভারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো। সকালবেলা রাস্তায় গাড়ির চেয়ে সাইকেলের সংখ্যাই বেশি। শাওলিংয়ের সাথে আলাপ করছিলাম আর চারিদিকের দৃশ্যাবলী দেখছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলাম। বোর্ডিং কার্ড নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। ফ্লাইট কিছুটা বিলম্ব হবে জেনে শাওলিং আমাকে কফি পানের আমন্ত্রণ জানালো।

কফি পান করতে করতে একটি পেপার কাটিংয়ের উপর চোখ রেখে শাওলিং বললো, আনহুয়ির বন্যা সংক্রান্ত গতকালের কয়েকটি পেপার কাটিং আপনার জন্য নিয়ে এসেছি। এতে দেখা যাচ্ছে যে বৃষ্টিপাতের ফলে বেশ কয়েকটি পয়েন্টে পানির উচ্চতা বেড়েছে। বন্যার্তদের আশ্রয়ের জন্য পূর্বের আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর পাশাপাশি আরো নতুন আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কোন কোন আশ্রয়কেন্দ্রে পেটের অসুখসহ অন্যান্য রোগে মানুষ ভুগছে। স্থানীয় প্রশাসন দুর্গতদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের প্রচেষ্টায় রত রয়েছেন।

আমি বললাম, সদ্য সংবাদ পরিবেশনার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ শাওলিং।

ইতিমধ্যে বোর্ডিংয়ের ঘোষণা হওয়ায় আমরা বিমানে আরোহণ করলাম। পুরো বিমানটায় একটা সিটও খালি নেই। নীল আকাশে শুভ্র মেঘের মধ্য দিয়ে লুকোচুরি খেলতে খেলতে এগিয়ে চলছে বিমান। হালকা নাস্তা, চা-কফি পরিবেশিত হলো।

শাওলিং বললো, এখানে আপনি অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। বেইজিং এবং এর আশেপাশে দর্শণীয় বহু স্থান রয়েছে যেগুলো আপনার দেখা উচিত বলে আমি মনে করি। গতকালতো বন্ধের দিন ছিলো, আমি ভেবেছিলাম আপনাকে নিয়ে কোথায়ও যাওয়া যায় কিনা কিন্তু আইডিয়াটা বাদ দিলাম কারণ হঠাৎ করেই তো কোন প্রস্তাব দেয়া যায়না, আপনারও তো এ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকতে পারে।

আমি বললাম, আমার প্রতি তোমার মমত্ববোধের জন্য তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে জেনে খুশি হবে যে সাপ্তাহিক ছুটির দুটো দিনই সিনথিয়ার বদৌলতে অত্যন্ত আনন্দে

কেটেছে। প্রথম দিন টেম্পল অব হেভেন এবং সামার প্যালেস দেখেছি আর গতকাল কনফুসিয়াস টেম্পল ঘুরে এসেছি।

শাওলিং আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো, স্বল্প সময়ে যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয়ে হয়েছে যে সিনথিয়া আপা অত্যন্ত বিজ্ঞ একজন মহিলা। তাঁর সাহচর্যে প্রাচীন স্থাপনা প্রত্যক্ষ করা মানে ইতিহাসের সাথে কথা বলা। এহেন বদান্যতার জন্য সিনথিয়া আপাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

আমি বললাম, আমিতো এদেশে এসেছি বন্যাদুর্গত মানুষের সেবা-শুশ্রুষার জন্য। এখানে সময় আমার কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং শুধুমাত্র বন্ধের দিনগুলোতে তাও আবার অবসর পেলেই এ ধরনের ব্যক্তিগত কাজ সম্পাদনের সুযোগ হয়। তবে তোমার মত সিনথিয়াকে আমিও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই কারণ অনেকসময় শুধু অবসর পেলেই আরাধ্য সাধন হয় না, উপযুক্ত সাহচর্যেরও প্রয়োজন হয়। সেদিক দিয়ে নিঃসন্দেহে সিনথিয়া আমার পরিপূরক হিসেবে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর দায়িত্ব পালন করছে।

শাওলিং আমার বক্তব্য সমর্থন করে বললো, এরপরও যদি কখনো প্রয়োজন হয় তবে আমাকে জানাবেন, আমি আপনাকে নিয়ে ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো দেখতে যাব।

আমি সহাস্য বদনে মাথা নেড়ে সম্মতি জনালাম।

শাওলিং আমার দিকে তাকিয়ে তৃপ্তির হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে তাঁর হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা বই বের করে পড়ায় নিমগ্ন হলো।

আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বিস্তৃত নীলাকাশের শূন্যতায় হারিয়ে গেলাম।

ক্যাপ্টেনের গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো হেফেইতে অবতরণ বার্তা। তন্দ্রাচ্ছন্নতা কাটিয়ে বাস্তবে ফিরে এলাম। আমার খোলা সিট বেল্টটি বেঁধে নিলাম। অত্যন্ত নিখুঁত ল্যান্ডিং, টেরই পেলাম না যে বিমান মাটি স্পর্শ করেছে।

এয়ারপোর্টের বাইরে বেরিয়ে একজন গাইডের উঁচিয়ে ধরা ফলকে আমার নামটি দেখে সহাস্য বদনে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম।

তিনিও হাসির রেশ ছড়িয়ে আমার সাথে করমর্দন করে বললেন, হ্যালো হারুন। আমি লীন রুয়ই। এখানকার ডেপুটি অফিস হেড। এদিকে আসুন, পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। ইনি হলেন মিঃ আন দে লী। আমাদের সংস্থার ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর।

মিঃ লী এগিয়ে এসে আমাকে স্বাগত জানিয়ে আমার সাথে করমর্দন করলেন এবং বললেন, আশা করি আপনার ভ্রমণ আনন্দদায়ক ছিলো, পথে কোন অসুবিধা হয়নি তো?

আমিও তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, কোন অসুবিধা হয়নি। সবই ঠিক ছিলো।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠলাম। হেফেই শহরটা ছিমছাম হলেও ওহানের তুলনায় কম পরিচ্ছন্ন বলে মনে হলো। পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মধ্যেই গাড়ি একটি রেস্টুরেন্টের সামনে গিয়ে থামলো। মিঃ লি আমাদেরকে নিয়ে পনেরো তলায় স্থাপিত ঘূর্ণয়মান একটি রেঁস্তোরায় প্রবেশ করলেন এবং পূর্ব থেকে সংরক্ষণ করা আসনে বসলেন। চারিদিকে স্বচ্ছ কাঁচ দিয়ে ঘেরা রেঁস্তোরাটি ধীর গতিতে ঘুরছে। উন্মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে শহরের চারিদিকের দৃশ্য পর্যবেক্ষণে ব্যতিব্যস্ত হলাম। এত উচ্চতায় ঘূর্ণয়মান কোন রেঁস্তোরায় বসে এ রকমের অপূর্ব দৃশ্য উপভোগের কোন

অভিজ্ঞতা আমার ছিল না বলেই হয়তোবা রোমাঞ্চকর অনুভূতিতে শিহরিত হচ্ছিলাম।

পাশে উপবিষ্ট শাওলিংকে বললাম, ভোজন রসনার পাশাপাশি এমন নয়নাভিরাম দৃশ্য উপভোগের অভিজ্ঞতা সৌভাগ্যের বিষয় বৈকি?

শাওলিং বললো, এ ধরনের রেঁস্তোরায় খাবারের অভিজ্ঞতা আমার নেই। এবারই প্রথম। তবে বেইজিংয়েও ঘূর্ণয়মান রেঁস্তোরা রয়েছে বলে শুনেছি।

মিঃ লী এর সাথে লীন রুয়ই সহ আরো তিন চারজন কর্মকর্তা রয়েছেন। সবাই একই টেবিলে উপবিষ্ট। ঐতিহ্যগত চা দিয়ে খাবারের পর্ব শুরু হলো। শাওলিং দোভাষী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলো।

আমি মিঃ লীকে বন্যার বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

মিঃ লী বললেন, প্রতিদিনই বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। ক্রমাগত মুষলধারায় বৃষ্টিপাত হচ্ছে ফলে যে হারে পানি অপসারিত হচ্ছে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ পানি প্রতিনিয়ত যোগ হচ্ছে। একটা বিরাট এলাকার মানুষের বাড়িঘর পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে। বেড়িবাঁধ, স্কুল ও আশেপাশের উঁচুভূমিতে উপদ্রুত মানুষ আশ্রয় নিচ্ছে। আহত ও নিহতদের সংখ্যা বাড়ছে।

আমি বললাম, ত্রাণসামগ্রীর অবস্থা কেমন?

মিঃ লী বললেন, আমাদের যা মজুত ছিলো তা নিঃশেষ প্রায়। তবে প্রশাসন সীমিত আকারে খাদ্যদ্রব্যাদি প্রদান অব্যাহত রেখেছে। আসলে বিপুল সংখ্যক মানুষ অল্প সময়ে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়ায় একটা মানবিক বিপর্যয়ের উদ্ভব হয়েছে। ক্রমাগত বৃষ্টিপাত এই সমস্যাকে প্রকট করে তুলেছে।

আমি বললাম, স্বাস্থ্যগত পরিস্থিতি কেমন?

মিঃ লী বললেন, সরকারি মেডিক্যাল টিমের সাথে আমাদের টিমও কাজ করছে। টিমের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আমরা কাজ করছি।

ইত্যবসরে খাবার পরিবেশিত হলো। শাওলিং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরিবেশিত খাবার মেন্যুর সাথে পরীক্ষা করে সাপের স্যুপ, সাপ ভাজা এবং শুকরের মাংসের কয়েকটি আইটেম শনাক্ত করলো। শুধু সবজী, মাছ ও মুরগি দিয়ে আমার ভোজন পর্ব শেষ হলো।

আমি বললাম, মিঃ লী আপনার আন্তরিক আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ।

মিঃ লী বললেন, ব্যাপকতর অর্থে আমাদের সহকর্মী হলেও এখন আপনি আমাদের অতিথি। আশা করি হেফেইতে আমাদের সাথে আপনার অবস্থান উপভোগ্য হবে। এখন আপনারা হোটেলে চেকইন করবেন। ঘন্টাখানেক পর আপনাকে নিয়ে হেফেই শহর দেখানোর জন্য বের হবো। আশা করি ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই আমরা ফিরতে পারবো।

আমি বললাম, দিনের অর্ধেকটুকু সময়তো এখনোও রয়েই গেছে। আমরা প্রয়োজনমত সময় ব্যয় করতে পারি। তা ছাড়া এখন হোটেলে চেক ইন না করে ভ্রমণের পর বিকেলবেলা তা করা যেতে পারে।

মিঃ লী বললেন, আপনারা সকাল থেকেই ব্যস্ত রয়েছেন তাই ভ্রমণজনিত ক্লান্তির বিষয়টিও বিবেচনায় নিতে হবে। সে জন্যই বিশ্রামের জন্য কিছুটা সময় সাশ্রয় প্রয়োজন ভেবেই পরিদর্শনের

সময় দুই ঘন্টা নির্ধারণ করেছিলাম। তবে সময় বেশি থাকলে দেখার পরিসর বাড়বে এবং বিষয়ভিত্তিক আলোচনারও সময় বেশি পাওয়া যাবে। তবে হোটেলে চেক ইন করার বিষয়ে আপনার প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত।

আমি বললাম, সে মতেই ব্যবস্থা করুন।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠলাম। আমার সাথে শাওলিং ও মিঃ লী রয়েছেন। অপর একটি গাড়িতে স্থানীয় অফিসের কর্মকর্তারা রয়েছেন তবে তারা বৈকালিক ভ্রমণে আমাদের সাথী হবেন না। হেফেইয়ের রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলছে। সাধারণ পর্যায়ের ট্রাফিক। সাইকেলতো রয়েছেই তবে ফুটপাত দিয়ে হেঁটে চলা কর্মব্যস্ত মানুষের সংখ্যাও কম নয়।

মিঃ লী প্রশ্ন করলেন, এটাই কি আপনার প্রথম চীন সফর?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

মিঃ লী বললেন, চীন আপনার কাছে কেমন লাগছে?

আমি বললাম, অপূর্ব। কল্পনা যা ছিলো বাস্তব তার থেকে ভিন্নতর, অনেক বেশি সুন্দর এবং বৈচিত্রময়। এখানকার ভূমির গঠন, প্রাকৃতিক পরিবেশ, প্রাচীন ঐতিহ্য, মানুষের আচার ব্যবহার ইত্যাদি যতই দেখছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি। আমার কাছে তো মনে হয়, চীন এই পৃথিবীর বিস্ময়। ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সমাজ এখানে বিবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন জাতি উপজাতির এতো বিপুল সংখ্যক মানুষের সমন্বয়ে যে সমাজ আজ এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা সত্যিই অনন্য। এ দেশের উন্নতি ও উন্নয়ন যেভাবে সম্পাদিত হচ্ছে তাতে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর সর্বপ্রধান সম্পদশালী দেশ হিসেবে চীনের অবস্থান যদি অভাবনীয় উল্লম্বে স্থিত হয় তবে আশ্চর্য্যের কিছুই থাকবে না। এখানকার বিপুল সংখ্যক মানুষ গরিব হলেও অতৃপ্ত নয়। তাঁরা এতটাই সুসংগঠিত ও একতাবদ্ধ যে বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণে যেকোন কাজ যেকোন সময়ে বিনা দ্বিধায় সম্পাদন করতে পিছপা হয়না। এখানে মানুষের মধ্যে নির্লিপ্ততা আছে বলে মনে হয় না।

শাওলিং আমার কথাগুলো চীনা ভাষায় তরজমা করল। চীন সম্বন্ধে আমার প্রশংসামূলক মন্তব্য শুনে মিঃ লী অত্যন্ত প্রীত হলেন। তাঁর অভিব্যক্তিতে একটা গর্বভরা পরিতৃপ্তির আমেজ ফুটে উঠলো।

মিঃ লী বললেন, চীন সম্বন্ধে আপনার এহেন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণের জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করবো যে আপনি চীনে দীর্ঘদিন অবস্থান করবেন এবং আপনার অন্তর্দৃষ্টিমূলক মূল্যায়ন দিয়ে আমাদের উপকার সাধন করবেন। আত্ম-সমালোচনা এবং নিজেদের কথা নিজেরা বললে তাতে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা থেকে যায়। এজন্য তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন হয়। আপনি তৃতীয় পক্ষ হয়ে আমাদের সম্বন্ধে পক্ষপাতহীনভাবে যে মন্তব্য করলেন তা সত্যিই অতুলনীয়।

আমি অট্টহাসি দিয়ে বললাম, এ বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করার প্রয়োজন নেই। আমি স্বতঃস্ফুর্তভাবে সত্য কথা বলার কাজে নিয়োজিত আছি। এখানে আমার অবস্থান নিরপেক্ষ বলেই আমার ধারণা।

আমাদের গাড়ি শহরের প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলছে। ছিমছাম পরিবেশ। মাঝে মাঝেই সুউচ্চ ভবনাদি নজরে আসছে। আকাশে মেঘের আনাগোনা থাকলেও সূর্যের তাপ বেশ প্রখর।

মিঃ লী বললেন, হেফেই শহরের দক্ষিণ প্রান্তে চাউহু নামে একটি লেকের অবস্থান। গ্রীষ্মকালে সংঘটিত অতি বর্ষণের ফলে লেকের পানি একেবারে টইটুম্বর। পরিপূর্ণ ও বিস্তীর্ণ লেকের পাড়ে বিকেলবেলা দাঁড়িয়ে মনোরম দৃশ্যাবলীর সাথে আমাদের দৃষ্টিকেও সুদূরে প্রসারিত করতে পারবো। মনটাও প্রফুল্ল হবে।

আমি বললাম, প্রকৃতি তার অপার পসরা সাজিয়ে অপেক্ষমান; যারা তা চিনে নিতে পারে তারা অনাবিল আনন্দ উপভোগ করে। আসলে ইট পাথরঘেরা রুক্ষ শহরের ব্যস্ততা আমাদেরকে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলেছে যে প্রকৃতির নিবিড়তা থেকে আমরা দূরে সরে গেছি এবং ক্রমাগত এই দূরত্ব বেড়েই চলেছে।

মিঃ লী বললেন, আপনি সঠিক বলেছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা লেকের পাড়ে চলে এলাম। পানিতে টইটম্বুর ও মনোরম দৃশ্য। নীল আকাশে শুভ্র মেঘ পাল উড়িয়ে ভাসছে। মৃদুমন্দ বাতাস শরীর ও মনে তৃপ্তির পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে। বাঁধাহীন দৃষ্টি যেনো দিগন্ত পার হয়ে আরো দূরে প্রসারিত হচ্ছে। সারাদিনের সকল ক্লান্তি নিমিষেই দূর হয়ে গেল।

শাওলিং বললো, এখানকার নিবিড়তা এবং প্রকৃতির এই উদারতা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

আমি বললাম, দেহের উৎকর্ষতার জন্য যেমন খাবারের প্রয়োজন ঠিক তেমনি মনের প্রশান্তির জন্য সুস্থ বিনোদনের প্রয়োজন। প্রতিনিয়ত আমরা বিষণ্নতা ও মানসিক চাপের মুখোমুখি হচ্ছি। এই চাপ ও বিষণ্নতা যখন আমাদের সহ্যসীমা অতিক্রম করে তখন শরীরের সংবেদনশীল অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো প্রায়ক্ষেত্রেই সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। ফলে অসুস্থতা আমাদের সঙ্গী হয় এবং নানাবিধ রোগ আমাদের দেহে বাসা বাঁধে। আমরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি এবং কখনো কখনো মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করতে বাধ্য হই। জীবনের জন্য ক্ষতিকর এই চাপ ও বিষণ্নতা কমানো বা দূর করার মোক্ষম প্রতিষেধক হচ্ছে নির্মল বিনোদন। যারা সর্বদাই প্রফুল্ল থাকে তাঁরা দীর্ঘজীবন লাভ করে। সুতরাং বিনোদনের গুরুত্ব ও প্রয়োজন আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং উপভোগ করার ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে।

শাওলিং বললো, আপনার বক্তব্যটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বক্ষেত্রে এর পরিপূরণ প্রয়োজন। বিষয়টি সম্যক অনুধাবন করতে পেরে আনন্দবোধ করছি।

আমি বললাম, আমি মনে করি যে মিঃ লী কারণবশতই আমাদেরকে এখানে এনেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হলো যে একটা বড় কাজ শুরু করার পূর্বে আমাদের মনের প্রফুল্লতা বৃদ্ধির প্রয়াস। অবশ্য একজন বিদেশীর কাছে নিজ শহরের সৌন্দর্য এবং ঐতিহ্য উপস্থাপনের বিষয়টিও উদ্দেশ্যের একটা অংশ বলেও আমি মনে করি।

লেকের এই অংশটা একটা পার্ক। জনসমাগম তেমন বেশি নয়। মিঃ লী জানালেন যে বিগত সপ্তাহগুলোতে প্রবল বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলেই লেকের পানি বৃদ্ধি পেয়ে পার উপচিয়ে আশেপাশের ভূমিতে ছড়িয়ে গেছে। লেকের পাড়ের কিছু স্থাপনা ও বাড়ি ঘরের অংশবিশেষ পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে।

আমরা বেশ কিছুক্ষণ লেকের পার বরাবর উঁচু রাস্তা দিয়ে হেটে-বসে মনোরম দৃশ্য উপভোগ করলাম। বিকেলবেলা টইটম্বুর লেকের অবয়ব পরিবর্তিত হতে লাগলো। অস্তগামী সূর্যের সোনালী

আভা ছড়িয়ে পড়েছে লেকের পানিতে। ধীরে ধীরে আলো কমতে শুরু করলো। কিছুক্ষণ আগের লেক নতুন সাজে আবির্ভূত হলো। প্রকৃতি যেনো আলোর বন্যায় রংয়ের খেলা নিয়ে নিমগ্ন। নির্বাক আমরা কজন নিবিষ্ট চিত্তে রংয়ের চিরন্তন এই খেলা প্রাণভরে উপভোগ করলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, আমরা ফেরার পথ ধরলাম।

শাওলিং বললো, হৃদয়টা পূর্ণ হয়ে গেছে। সত্যিই মনোরম, আজকের বিকেলটা মনে থাকবে।

আমি বললাম, তাহলেতো বলতেই হয় যে আমাদের হৃদয় জুড়ে আজ আনন্দের পুনর্মিলন হলো।

শাওলিং হাসতে হাসতে কথাটা চীনা ভাষায় তরজমা করে মিঃ লীকে শোনালো। তিনিও মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে শাওলিংয়ের হাসির সাথে নিজের হাসি যোগ করলেন।

রাস্তায় বাতি জ্বলে উঠলো। চারিদিকের বাড়িঘরেও ক্রমান্বয়ে বাতি জ্বলছে। কিছুটা দূরে হেফেই শহরের সুউচ্চ ভবনগুলো আলোকোজ্জল হয়ে উঠলো। চারিদিকের সান্ধ্যকালীন পরিবেশ দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।

মিঃ লী বললেন, আমার কিছু কাজ থাকায় আমি সামনের একটা স্ট্রিটে নেমে যাব। তবে সূচি অনুযায়ী কাল সকালে আমরা আনকুইঙ রওয়ানা হবো এবং সেখানে দু/তিন দিন অবস্থান করবো।

আমি আন্তরিক আতিথেয়তার জন্য মিঃ লীকে ধন্যবাদ জানালাম। তিনি আমাদেরকে শুভ কামনা জানিয়ে তাঁর কাঙ্খিত অবস্থানে নেমে গেলেন। আমরাও কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের হোটেলে ফিরে এলাম।

আমি ড্রাইভারকে ধন্যবাদ জানালাম। আমাদেরকে নিয়ে গাড়ি চালাতে পেরে ড্রাইভারও ধন্য বলে জানালো। আগামীকাল সকাল আটটায় আমাদেরকে নিতে আবার আসবে জানিয়ে সে বিদায় নিল। আমরা হোটেলে প্রবেশ করলাম এবং চেক ইন করে নিলাম। আধা ঘন্টা পর খাবার টেবিলে দেখা হবে তা শাওলিংকে জানিয়ে দিলাম। আমার রুম তিন তলায়। হোটেলটা পরিচ্ছন্ন এবং ছিমছাম। রুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে পরিপাটি হয়ে আধা ঘন্টার মধ্যেই নিচে নেমে এলাম। শাওলিংকে দেখলাম রিসিপশনের মেয়েটির সাথে কথা বলছে। আমি লবিতে দাঁড়িয়ে দেয়ালে সাঁটা একটি হাতে আঁকা ছবির সাজসজ্জা প্রত্যক্ষ করছিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই শাওলিংয়ের কথা বলা শেষ হলো। আমরা রেস্টুরেন্টে গিয়ে একটা টেবিল নিয়ে বসলাম। রেস্টুরেন্টের পরিসরটা বেশ বড়। অতিথিদের গুঞ্জনে মুখরিত পরিবেশ।

খাবারের মেন্যু উল্টিয়ে পাল্টিয়ে শাওলিং বললো, কি খাবেন?

আমি মেন্যু ঘেটে থাই স্যুপ, ফ্রাইড রাইস, স্মোকড ফিস নির্ধারণ করলাম এবং এ্যাপিটাইজার হিসাবে ব্রেড ও চিজ চাইলাম। শাওলিং স্যুপ, নডুলস্ এবং চিকেন ফ্রাই নিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সব খাবার টেবিলে পরিবেশিত হলো।

খাবার খেতে খেতে শাওলিং বললো, আকাশ মেঘে ভরা এবং বৃষ্টি হচ্ছে। মনে হয় সারা রাত ধরেই বৃষ্টি হবে।

আমি বললাম, বন্যার্ত মানুষ যারা বাড়িঘর ছেড়ে সাময়িক আশ্রয়ে রয়েছে তাদের জন্য এই বৃষ্টি অত্যন্ত কষ্টকর। চলাচল, কর্মসংস্থান, রান্নাবান্না ইত্যাদি বিষয়গুলো বৃষ্টির কারণে দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। ক্রমাগত বৃষ্টিপাত তথা সিক্ত পারিপার্শিকতা শিশুদের মধ্যে জ্বর ও ঠাণ্ডাজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায়।

শাওলিং বললো, দুর্যোগ কবলিত মানুষের দুর্দশা এবারই আমি প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম, আগে এমনটা কখনো দেখিনি। চীন দেশে বন্যা প্রতি বছরের নৈমিত্তিক ঘটনা হওয়া সত্ত্বেও এর থেকে পরিত্রাণের কোন ব্যবস্থা কেন নেয়া যাচ্ছে না তা আমার বোধগম্য নয়।

আমি বললাম, নদীমাতৃক দেশ সবসময়ই সুজলা সুফলা হয়ে থাকে। বর্ষার পানিতে যে বিপুল পরিমাণ পলি মাটির সঞ্চালন ঘটে তা মূলত প্লাবনের মাধ্যমে বিস্তৃত হয়ে ফসলের প্রাচুর্য ঘটায়। প্রকৃতির এই পরিক্রমা অনাদিকাল থেকেই সংঘটিত হয়ে আসছে এবং মানুষ এই অকুণ্ঠ আর্শিবাদ দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে আসছে। সুতরাং নিতান্ত জীবিকার প্রয়োজনেই একটা বিশাল জনগোষ্ঠী তাদের বিপদাপন্নতার বাস্তবতা জেনেও নদী তীরবর্তী নিম্ন প্লাবনভূমিতে বসতি গড়েছে। তবে একথা সত্যি যে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা পরিহার করে আশেপাশের উঁচু ভূমিতে বসতি স্থানান্তর করতে পারলে বন্যা প্রস্তুতির সক্ষমতা বাড়বে বৈকি। আমাদের বাংলাদেশে বিস্তীর্ণ এলাকা সমভূমি ও প্লাবন অঞ্চল কিন্তু এখানেতো নিচু সমভূমির আশেপাশে উঁচু এলাকা বিদ্যমান। মানুষ অতি সহজেই নিচু এলাকা পরিহার করে উঁচু এলাকায় বসতি স্থানান্তর করতে পারে। এবারের বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন কর্মকাণ্ডে এ বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে বলে ওহানে মিসেস জিং আমাকে বলেছেন।

শাওলিং তার চপষ্টিক-দুটো প্লেটের উপর নামিয়ে রেখে বললো, আসলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিষয়টি এখানে গুরুত্বের সাথে বিবেচনার দাবী রাখে।

প্রসঙ্গটি খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে আলোচিত হচ্ছিলো। এজন্য সঙ্গত কারণেই খাওয়ার সময় প্রলম্বিত হচ্ছিল।

শাওলিংয়ের গভীর মনঃসংযোগ বিবেচনায় নিয়ে আমি বললাম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ব্যাপ্তি ও সমৃক্ততা ব্যাপক, এর সাথে বিজড়িত জটিলতা প্রায় ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ নিরসন করা সম্ভবপর হয় না। আবার জাতীয় পর্যায়ে অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে এই ব্যবস্থাপনার বিষয়টি প্রায়ক্ষেত্রেই প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে না কারণ দুর্যোগকালীন বিষয়টির প্রতি যে মনোযোগ ও বিবেচনা থাকে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে তা গুরুত্ব হারায়। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরামর্শ ও প্রচেষ্টা চলমান আছে এবং এ বিষয়ে অগ্রগতিও হয়েছে অনেক।

শাওলিং বললো, বিজ্ঞানের এই মহাসাফল্যের যুগেও কি তাহলে পুরোপুরি সাফল্য আমরা আশা করতে পারি না?

আমি বললাম, এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে প্রকৃতির বিধ্বংসী শক্তির স্বরূপ ও বিস্তৃতি নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে যা মানুষের জীবন ও সম্পদহানি করে থাকে। এই শক্তিগুলোর বিকাশ এবং বিস্তৃতি একেকটা একেকরকম হয়ে থাকে। এর কোন কোনটি প্রতিবছরই সংঘটিত হতে পারে যেমন মৌসুমী বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট বন্যা যা এই এখন এখানে হচ্ছে। বছরের কোন সময়ে বন্যা সৃষ্টি হবে এবং কোন কোন এলাকায় এর প্রভাব পড়বে তা জানা থাকায় সতর্কীকরণ ও প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে বন্যা মোকাবিলা করা সহজতর হচ্ছে। আবার ভূমিকম্পের বেলায় বিষয়টি সম্পূর্ণ অন্যরকম। এটি কখন সংঘটিত হবে এবং বিস্তৃতি কতটুকু হবে সে সংক্রান্ত সতর্কীকরণ এখনও আমাদের আয়ত্বের বাইরে। কোন একটি ভূমিকম্পের পর ঐ এলাকায় আরেকটি ভূমিকম্প সংঘটিত হতে এর নিয়ামক টেকটনিক প্লেটগুলোর অতি ধীরগতিতে সঞ্চালনের কারণে পঞ্চাশ, একশত কিংবা দুইশত বছরও লাগতে পারে। একটির পর আরেকটির প্রত্যাবর্তনের পরিক্রমায়

দীর্ঘ সময়ের কারণে পূর্বের বিধ্বংসী স্মৃতি মানুষ ভুলে যায়। আর এই ভূলে যাওয়া অবস্থারই পূর্ণ সুযোগ নেয় পরবর্তী ভূমিকম্পটি। জানমালের ক্ষয়ক্ষতি করে রেকর্ড সৃষ্টি করে। এছাড়াও আরো যে সকল প্রাকৃতিক বিধ্বংসী বিপদাপদ আমাদের চারিদিকে ছড়িয়ে আছে সেগুলোরও রয়েছে স্বকীয় বৈশিষ্টসমূহ।

আমি গ্লাসে পানি ঢেলে ঢক ঢক করে কিছুটা পান করে একটু বিরতি নিয়ে বললাম, তাহলে তো বুঝতেই পারছো প্রকৃতির মহারহস্যময় আচরণের একটা বিশাল জটিলতার আবর্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। এতে সাফল্য ও ব্যর্থতা দুটোই রয়েছে। তবে আমি বলবো অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে সাফল্যের পাল্লা ভারী হচ্ছে ক্রমান্বয়ে।

কথাবার্তার মধ্য দিয়ে আমাদের খাবার শেষ হলো। শাওলিংকে বেশ উত্তেজিত এবং সংহত মনে হলো। আমি কফি পান করবো কিনা তা জিজ্ঞেস না করেই সে দুকাপ কফি অর্ডার দিল। তারপর উদাস নয়নে আমার চোখে চোখ রেখে বললো, তা হলে তো আমরা সম্পূর্ণ শঙ্কামুক্ত হতে পারছি না। জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাই কি আমাদের আশংকার মূল কারণ?

আমি কফির কাপটা মুখ থেকে নামিয়ে নিয়ে সহাস্যে বললাম, আশংকার মূল কারণ মানুষের নির্লিপ্ততা। প্রস্তুতি ও প্রশমন কর্মকাণ্ডে উদাসীনতা। প্রতিকূল অবস্থায় মানুষ নিজেকে নিজে সাহায্য করার বিকল্প নাই।

শাওলিং বললো, তাহলে দুর্যোগ প্রস্তুতির কেন্দ্রীভূত বাক্যটি হলো "মানুষ নিজে নিজেকে সাহায্য করবে" তাই কি?

আমি বললাম, ঠিক বলেছো। তবে সুষ্ঠু পরিকল্পনাপ্রসূত প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড যেমন অনস্বীকার্য তেমনি পারিবারিক ও ব্যক্তি পর্যায়ে দুর্যোগ সচেতন হয়ে এর সময়োচিত বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের মধ্যেই সার্বিক ব্যবস্থাপনার সফলতা নির্ভরশীল। বিষয়টি আপেক্ষিক এবং নানাবিধ মানদণ্ডের উপর পরস্পর নির্ভরশীল। এজন্যই একটা অত্যাসন্ন আঘাতের সামনাসামনি অবস্থানে নিজের নিরাপত্তা বিধান কি হবে তা যেমন জানতে হবে ঠিক তেমনি তা সম্পাদনও করতে হবে যথাসময়ে।

শাওলিং বললো, তাহলেতো কোটি কোটি মানুষকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে।

আমি বললাম, বস্তুতপক্ষে পৃথিবীর যেখানেই তুমি বসবাস কর না কেন, ঝুঁকি তোমার চারদিকেই বিদ্যমান। দুর্যোগের এই ঝুঁকি সঙ্গে নিয়েই মানব সমাজের বসবাস। ঝুঁকি বিশ্লেষণ করে বিপদাপন্নতা কমিয়ে আনা যায় ফলে সক্ষমতা বেড়ে যায় এবং সৃষ্টির শুরু থেকেই বাধ্য হয়েই মানুষ তা করে আসছে এবং দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে পেরেছে। আসলে দুর্যোগের বিপর্যয়কর নানাবিধ আঘাত অবনমন করতে মানুষকে ততোধিক কৌশলী হতে হবে। এখানে প্রস্তুতি ও প্রশমনের চলমানতা পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখতে হবে। এক্ষেত্রে নির্লিপ্ততা, ভুল করা অথবা ভুলে যাওয়া আত্মঘাতী হয়ে আবির্ভূত হয়েছে এমন নজির আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বার বার প্রত্যক্ষ করেছি।

এ বিষয়ে শাওলিংয়ের অনুসন্ধিৎসা এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে, আমি শঙ্কিত হলাম মানসিক চাপের কারণে রাতে সে আদৌ ঘুমুতে পারে কিনা। পরিস্থিতি সাবলীল করার জন্য প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার লক্ষ্যে আমি বললাম, আমরা এ বিষয়ে পরবর্তীতে আরো আলোচনা করবো। এবার বলো, কাল সকালে কটায় নাস্তা করবে?

শাওলিং মাথা ঝাঁকিয়ে একটু হেসে বললো, আটটায়। সুতরাং সকাল আটটায় আমরা নাস্তার টেবিলে হাজির হবো।

আমি বললাম, তাহলেতো আর দেরি করা সমীচীন নয়। সকাল সকাল ঘুমুতে হবে। চল উঠি।

আমি রুমে গিয়ে সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে মেইল চেক করার প্রয়াস পেলাম কিন্তু কিছুতেই সংযোগ পেলাম না। বিছানায় গিয়ে গা এলিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমে আচ্ছন্ন হলাম।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে রুমের মধ্যেই কিছুক্ষণ ব্যায়াম করে নিলাম। জগিং করার জন্য বাইরে আর বেরুলাম না। শাওয়ার নিয়ে পরিপাটি হয়ে পানি গরম করে এক কাপ কফি পান করলাম।

এরপর রোজ-নামচা লিখার কাজে মনঃসংযোগ করলাম। ল্যাপটপে ঘন্টাখানেক সময় অতিবাহনের পর আরাধ্য কাজ সমাপ্ত করে একটা নির্মল আনন্দ অনুভব করলাম। রোজ-নামচার লেখাটা সাবলীল হয়েছে।

আসলে আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে, প্রভাতকালীন সময়টাতে আমার লেখালেখির কাজগুলো প্রায়ক্ষেত্রেই অপ্রতুলতা কাটিয়ে প্রাচুর্যমণ্ডিত হয়ে ফুটে উঠে। এর বড় কারণ হলো, সারারাত ঘুমের পর মানসিক ক্লান্তি ও অবসাদ দূরীভূত হয়ে মস্তিস্ক ও স্নায়ুগ্রন্থিগুলো সাবলীল অবস্থায় বিরাজমান থাকে। এসময় উদ্ভাবনশীলতা অতিশয় প্রখর থাকে। আমার বিশেষ লেখার কাজগুলো সম্পাদনের জন্য তাই সকালবেলার সময়টা আমার কাছে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ।

সটুকেস নিয়ে নিচে নেমে এলাম। ব্রেকফাস্ট টেবিলে শাওলিংকে সম্ভাষণ জানালাম। সেও আমাকে শুভেচ্ছা জানালো। ব্রেকফাস্ট সম্পন্ন করে বাইরে বেরিয়ে গাড়ির দেখা পেলাম। ড্রাইভারের সাথে আমাদের শুভেচ্ছা বিনিময় হলো। গাড়ি সদর রাস্তায় উঠে এলো। রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা কম। মিঃ লী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি গাড়িতে উঠলেন। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর মিঃ লী সহাস্যে বললেন, আশা করি গতরাতে আপনার ঘুম নির্বিঘ্ন হয়েছে।

আমি বললাম, খুব ভাল ঘুম হয়েছে।

মিঃ লী বললেন, আজকের আবহাওয়া বেশ ঝরঝরে ও শুকনো তবে বেশিক্ষণ এরকম নাও থাকতে পারে। আকাশে মেঘের ঘনঘটা থেকে বৃষ্টির আগমনী বার্তা পাচ্ছি।

আমি বললাম, টইটম্বুর বন্যাকালীন সময়ে এরকম প্রবল বৃষ্টিপাত হলে সাময়িক আশ্রয় নেয়া উদ্বাস্তুদের দুঃখ কষ্টের পরিসীমা থাকে না।

মিঃ লী শুধালেন, আপনার দেশেও কি বন্যা হয়?

আমি বললাম, প্রতিবছরই বন্যা হয় তবে প্রবল বন্যা কয়েকবছর পরপর হয়। ভারত ও নেপালের পাহাড়ি এলাকা থেকে উত্থিত বড় বড় কয়েকটি নদী বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। এর মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদ চীন দেশের দক্ষিণ পশ্চিম তিব্বতীয় পাহাড়ি অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে ভূটান ও ভারতের উপর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এসকল নদনদীর উৎস অঞ্চল তথা দেশের অভ্যন্তরে প্রচুর মৌসুমী বৃষ্টিপাতের কারণে যখন সবকটি নদীর পানি একই সময়ে সর্বোচ্চ প্রবাহে গিয়ে পৌঁছে তখনই দেশে প্রবল বন্যার প্রকোপ দেখা দেয়। আমাদের দেশের ভূমির গঠন অত্যাধিক সমতল হওয়ায় এবং প্রতিনিয়ত পলিমাটির আস্তরণে নদীর গভীরতা হ্রাস পাওয়ায় অতি সহজেই পানির প্রবাহ নদী উপচিয়ে তীরবর্তী বিশাল এলাকায় প্লাবন ঘটায়। আমাদের দেশে যখন প্রবল বন্যা হয় তখন তা কয়েক মাসব্যাপী স্থায়ীত্বলাভ করে।

শাওলিং যথারীতি আমার বক্তব্য মিঃ লীকে তরজমা করে শোনালো।

মিঃ লী ঠোঁট দুটোকে একত্রিত চাপ দিয়ে কিছুক্ষণ মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, তোমার ও আমার দেশের বন্যার প্রক্রিয়া ও ধরন অভিন্ন নয়। তবে চীনে নদনদীর সংখ্যা বিস্তর, পাঁচ হাজারেরও অধিক। এর মধ্যে ইয়াংসী নদীর দৈর্ঘ্য ছয় হাজার তিনশত কিলোমিটার এবং ইয়েলো রিভার যা হোয়াংহো নামে পরিচিত এর দৈর্ঘ্য পাঁচ হাজার চারশত কিলোমিটার। ঠিক একই রকম আরো দশটি নদী রয়েছে যাদের দৈর্ঘ্য চার হাজারের অধিক থেকে এক হাজার তিনশত কিলোমিটার হবে। এই নদীগুলোর প্রায় সবকটিই পশ্চিমাঞ্চলের পার্বত্য এলাকা থেকে উৎপন্ন হয়ে পূর্বাঞ্চলের নিচু এলাকার দিকে প্রবাহিত হয়েছে। ঠিক তোমাদের দেশের মতো প্রধানত মৌসুমী বৃষ্টিপাতের ফলে এসকল নদী অববাহিকার বিশাল এলাকায় বসবাসকারী একটা বিরাট জনগোষ্ঠী প্রায় প্রতি বছরই বন্যার করাল গ্রাসে সর্বস্বান্ত হয়ে আসছে।

মিঃ লীর সাথে আনহুয়ি প্রদেশের বন্যা সংক্রান্ত নানাবিধ আলোচনা হলো। আলোচনায় উদ্বাস্তুদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা, অস্থায়ী ক্যাম্প নির্মাণ, ত্রাণ সামগ্রী যোগান, সুপেয় পানির সরবরাহ, রোগ বালাইয়ের প্রাদুর্ভাব, রোগ নিরাময়ের জন্য ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল টিম গঠন ইত্যাদি বিষয়াদি প্রাধান্য পেলো।

দ্বিভাষিকতার দায়িত্ব পালনের এক ফাঁকে শাওলিং মিঃ লীকে প্রশ্নের ভঙ্গিতে বললো, যে বিপদ আমাদের চেনা এবং প্রতিবছরই একইভাবে আবর্তিত হয়ে মহাবিপর্যয়ের সৃষ্টি করছে এর থেকে পরিত্রাণের উপায়তো কঠিন হওয়ার কথা নয়।

মিঃ লী একটু হেসে বললেন, প্রস্তুতি ও প্রশমন কার্যক্রম যথেষ্ট নেয়া সত্ত্বেও এখনোও কাঙ্খিত ফল লাভ করা সম্ভবপর হয়নি কারণ অসংখ্য নদনদীর অববাহিকায় লক্ষ লক্ষ মানুষের বসতিগুলোতো আর নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর সম্ভবপর নয়। তবে এবার অধিক বিপদাপন্ন কিছু কিছু বসতি স্থানান্তরের একটা পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।

মিঃ লীর বক্তব্যের কোন জবাব না দিলেও শাওলিং যে বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন তা তার চেহারাতে স্পষ্ট পরিস্ফুট দেখতে পেলাম। প্রশস্ত হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে। রাস্তার দুপাশে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি সবুজ ফসলে ভরা। এমন দৃশ্য দেখতে দেখতে বাংলাদেশের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। দূরদিগন্তে সুউচ্চ ভূমি পর্বতসম শোভা পাচ্ছে। নীল আকাশে শুভ্রমেঘের দল পাল তুলে চলছে তো চলছেই। বড় চেনা এই মেঘ দেখে মনে হলো এই মেঘতো আমার দেশের মেঘ, হিমালয়ের ফাঁকফোকর পেরিয়ে চলে এসেছে চীনের আকাশে। মানুষের কাছে মেঘদের কোন জবাবদিহিতা নেই, সীমান্ত পাড়ি দিতে বা তাদের অভিবাসনের জন্য কোন অনুমোদন কিংবা নির্দেশের মুখোমুখিও হতে হয় না, তারা প্রকৃতিগতভাবে তাদের নির্ধারিত পথেই চলে অবিরাম, বৃষ্টি ঝরায়, শুষ্ক অনুর্বর ভূমি সিক্ততায় ভরে দেয় ফলে সবুজের সমারোহে সুশোভিত হয় চারিদিক। কিন্তু এই বৃষ্টি যখন অধিক পরিমাণে ঝড়ে তখনই বাঁধে বিপত্তি, প্লাবন ঘটে লোকালয়ে।

হঠাৎ করে গাড়ির গতি কমতে কমতে রাস্তার ধারে থেমে গেল। কল্পনার ভূবন থেকে বাস্তবে ফিরে এলাম।

শাওলিংয়ের কথায় সম্বিত ফিরে পেলাম, সে বললো, এখানে আমরা কিছুটা সময় বিশ্রাম নেবো এবং চা কফি পান করবো।

গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গেলাম। হাইওয়ে রেষ্টুরেন্ট। রোডের পার্শ্বস্থ এক খণ্ড জমির উপর স্থাপিত একটি রেস্টুরেন্ট। গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য প্রশস্ত পরিসরসহ নানাবিধ ফুলের সমারোহে সুসজ্জিত অঙ্গন দেখে মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। রেস্টুরেন্টের প্রবেশপথে অভ্যর্থনা ও শুভেচ্ছায় সিক্ত হলাম। ওয়াশ রুম থেকে পরিপাটি হয়ে দেখলাম যে একটা টেবিল নিয়ে মিঃ লী, শাওলিং ও ড্রাইভার বসে রয়েছে এবং একজন পরিচারিকা খাবারের মেন্যু নিয়ে কথা বলছে।

মিঃ লী উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বসার আহ্বান জানালেন।

আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসে বললাম, এই ভ্রমণটা আমি উপভোগ করছি। এখানকার হাইওয়েগুলো সুবিন্যস্ত, পরিপাটি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথ হওয়ায় অধিক গতিতে গাড়ি চালনা সহজতর।

মিঃ লী আমার মন্তব্য সমর্থন করে বললেন, তোমার দেশের হাইওয়েগুলো কি এর থেকেও উন্নততর?

আমি বললাম, আমাদের দেশের হাইওয়েগুলো পর্যায়ক্রমে উন্নত হচ্ছে তবে নিরাপদ সড়ক বলতে যা বোঝায় তা হতে আরো সময়ের প্রয়োজন। চীনের অনেক মহাসড়কের দুপাশ বরাবর আমি বহুদূর প্রলম্বিত কাঁটাতারের বেড়া প্রত্যক্ষ করেছি। এ ধরনের নিরাপত্তামূলক বেড়া আমাদের দেশের মহাসড়কে স্থাপন বস্তুতপক্ষে সম্ভব নয় বলে আমার ধারণা। প্রধানত পর্যাপ্ত নিরাপত্তার অভাবে আমাদের দেশে সড়ক দুর্ঘটনার হার ক্রমান্নয়ে বেড়েই চলেছে। তবে একথাও সত্যি যে ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন এবং চালকের অদক্ষতা আমাদের দেশে সড়ক দূর্ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ।

মিঃ লী আমার কথার সমর্থন করে বললেন, চীনেও সড়ক দুর্ঘটনায় প্রচুর জীবনহানি হয়ে থাকে তবে সড়ক নিরাপত্তা জোরদার করার বিষয়টি সরকারের প্রধান্যের মধ্যে থাকায় ক্রমান্বয়ে সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার হচ্ছে।

আমি বললাম, আপনি সঠিক বলেছেন। উন্নয়নের প্রধানতম শর্ত হচ্ছে অঙ্গীকার ও জনগুরুত্ব বিষয়াদিতে প্রাধান্য প্রদানের মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গিগত নিঃসংশয় পরিবর্তনে অনুসৃত হওয়া এবং এর উপর ভিত্তি করে তা বাস্তবায়ন করা।

দুজন সুন্দরী পরিচারিকার মিষ্টি মধুর হাসি এবং উপস্থাপিত বিনয়ী কিছু শব্দমালার আড়ালে আমার তত্ত্বকথা চাপা পড়ে গেলো।

জলখাবার সহযোগে চা পরিবেশিত হলো। আমি এককাপ কফি পান করলাম।

জল খাবারের পর গাড়িতে উঠে মিঃ লী বললেন, মিঃ হারুন, স্থল পথে আজকের ভ্রমণটা কিছুটা দীর্ঘতরই হবে তবে আমি আশা করি এই ভ্রমণ আপনি উপভোগ করছেন।

আমি বললাম, আজকের মতো এমন সুন্দর একটা ভ্রমণ আমি কখনও সম্পাদন করেছি কিনা মনে করতে পারছি না। এই ভ্রমণে আমার উপভোগের মাত্রা পরিমাপের সুযোগ থাকলে আপনি দেখতে পেতেন যে পরিমাপের কাঁটাটি একশোর ঘর ছুঁয়ে বসে আছে।

আমার মন্তব্য শুনে মিঃ লী আনন্দের অতিশয্যে গদগদ হয়ে বললেন, চীন অনেক সুন্দর একটা দেশ। এখানকার কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে এত রসদ মজুদ রয়েছে যে তা অনুসন্ধান করলে রোমাঞ্চকর পরিতৃপ্তির পরও আপনার তৃষ্ণা একটুও কমবে না বরং বেড়ে যাবে অনুক্ষণ।

আমি বললাম, আপনি যা বললেন তা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। সত্যি বলতে কি আমি

এতো অধিক আনন্দ একসাথে আগে কখনো পাইনি। এই যে এতো অনাবিল আনন্দ তা যদি যত্ন ও সংস্থানের অভাবে অন্তর থেকে বিচ্যুত হয় সেই ভয়ে আমি অতিষ্ঠ থাকি সবসময়। এখানে প্রতিটি দৃষ্টি আমাকে শেখাচ্ছে। আমি আমার কাছে অধিকতর মূল্যবান হয়ে প্রতিভাত হচ্ছি প্রতিটি দিন।

মিঃ লী আমার কথার উত্তর না দিয়ে সম্ভবত অতিরিক্ত আবেগের অতিশয্যে ভাবান্তরিত হলেন এবং জানালা দিয়ে দূরের পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখলেন। দোভষী শাওলিং কোন প্রকারে আমার কথার ভাষান্তর করলো বটে তবে সেও বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মত আবেশিত হয়ে আমার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকলো। গাড়ি অবাধ গতিতে ছুটে চলেছে। কিছুক্ষণ ছিমছাম নীরবতা।

হঠাৎ করে মিঃ লী গাড়ি থামাতে বললেন। তিনি শাওলিংকে বললেন, এই মুহূর্তে আমার একটু মাটির স্পর্শ দরকার তাই গাড়ি থামাতে বলেছি।

মিঃ লী খালি পায়ে গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার পাশে ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে অবশেষে বসে পড়লেন। গভীর দৃষ্টিতে দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থেকে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলেন। এই প্রথম আমি মিঃ লীকে ধুমপান করতে দেখলাম।

শাওলিংয়ের সাথে আমিও গাড়ি থেকে নেমে মিঃ লীয়ের কাছে গিয়ে বসলাম। আমাদেরকে কোনরূপ বাক্যলাপের সুযোগ না দিয়ে আমাকে উদ্দেশ্য করে মিঃ লী বললেন, আমার দেশকে আমি জন্মের পর থেকেই দেখে আসছি, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আপনার মত এতো গভীরতা নিয়ে হয়তোবা আমার দেশকে আমি দেখতে পারিনি। এজন্যই নিছক আবেগের বশবর্তী হয়েই মাটির একটু স্পর্শ নিতে গাড়ি থামিয়ে নেমে এলাম। যাত্রা বিরতির জন্য আমি দঃখিত।

আমি বললাম, এজন্য দুঃখ প্রকাশ করার কোন কারণ নেই। গাড়িটা এখানে থামিয়ে ভালই করেছেন। এই বিস্তীর্ণ সবুজ ফসলের সমারোহ, দূর পাহাড়ের মাদকতা, নীল আকাশে ভাসমান মেঘপুঞ্জ এগুলো ভালভাবে দেখতে হলে স্থির হয়ে দেখাই শ্রেয়। আমিতো ভাবছিলাম আপনাকেই বলবো গাড়িটা কোথায়ও থামাতে।

মিঃ লী আমার দিকে তাকিয়ে একটু স্মিত হেসে পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। আমরা সবাই নির্বাক প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য উপভোগে নিবিষ্ট হয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর মিঃ লী আমাদেরকে গাড়িতে ফেরার আহ্বান জানালেন।

গাড়িতে উঠে বসার পর মিঃ লী বললেন, এখন আমাদের গন্তব্য আনকুইং সিটি। সড়ক পথে হেফেই থেকে আনকুইংয়ের দূরত্ব একশত আশি কিলোমিটারের বেশি নয়। ওখানে পৌঁছুতে দুপুর গড়িয়ে যাবে। আজ আমরা আনকুইংয়ে রাত্রিযাপন করবো। কাল সকালে গুইচি হয়ে সিজু যাব। সেখানে আমাদের অবস্থান পুরো দুটো দিন। ঐ সময়ের মধ্যে আমরা বন্যা কবলিত বিভিন্ন গ্রাম তথা বন্যার্তদের ক্যাম্প পরিদর্শন করবো।

আমি বললাম, আমরা যদি দুর্গত গ্রামগুলোর কাছাকাছি অর্থাৎ কাউন্টি পর্যায়ের শহরে রাত্রিযাপন করতে পারি তবে যাতায়াতের সময় কিছুটা সাশ্রয় করে পরিদর্শনের সময়টা বাড়াতে পারি।

আমার কথা শুনে মিঃ লী বললেন, আপনার যুক্তি বাস্তবতা নির্ভর তবে কাউন্টি লেভেলের হোটেলগুলো ততটা আরামপ্রদ নাও হতে পারে, হয়তো দেখা যাবে যে গরম পানির সরবরাহই নেই।

আমি বললাম, আমার জন্য চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। রাতে বিশ্রাম নেবার জন্য একটা বিছানা হলেই হলো।

মিঃ লী উচ্চস্বরে একটা হাসি ছড়িয়ে বললেন, বেশ আমরা তাহলে আপনার ইচ্ছানুযায়ী অন্ততপক্ষে একটি কাউন্টিতে রাত্রিযাপন করবো।

আমি আনন্দচিত্তে মিঃ লীকে ধন্যবাদ জানালাম।

গাড়ি ছুটে চলেছে। অনেক জনপদ এবং উন্মুক্ত প্রান্তর পেরিয়ে যেতে যেতে প্রকৃতির উজাড় করা দৃশ্যাবলী আমাকে বিমুগ্ধ করছে। এরমধ্যে হঠাৎ মেঘের ঘনঘটা গুরুতর হয়ে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করলো। চারিদিকের আলো বহুলাংশে স্তিমিত হলো। আকাশে মেঘের গর্জন ও বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো।

মিঃ লী ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে বললেন, অচিরেই আমরা প্রবল বৃষ্টিপাতের মুখোমুখি হচ্ছি। বৃষ্টিপাত যদি দীর্ঘক্ষণ ধরে চলতে থাকে তবে দৃস্টিসীমার পরিসর কমে যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে রাস্তার পাশে নিরাপদ কোন স্থানে গাড়ি থামিয়ে আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে।

ড্রাইভার মাথা নেড়ে মিঃ লীকে সমর্থন করলো।

এরই মধ্যে বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টিমুখর পূর্বাহ্নের অনুজ্জ্বল আলো-আঁধারি পরিবেশে প্রকৃতি তার রূপ বদলিয়ে এক নৈসর্গিক সাজে বিস্তার লাভ করলো। ঝাপটা বাতাসে বৃষ্টির তীব্রতা বেড়ে গিয়ে গাড়ির ছাদ, উইন্ডশীল ও উইন্ডো গ্লাসের উপর আছড়ে পরে যে আওয়াজের সৃষ্টি করলো তা আমার অনেক চেনা। মনটা উন্মনা হয়ে উঠলো। মনে পড়লো বাংলাদেশেও বর্ষাকালে এমনতরই বৃষ্টি হয় এবং কখনো তা প্রবলতর ও দীর্ঘতর হয়ে উঠে। বাংলাদেশের বর্ষার রূপ চীন দেশের বর্ষার রূপের সাথে তুলনা করার প্রয়াস পেলাম। অনেকক্ষণ ধরে পরিমাপ করে বুঝলাম যে প্রকৃতি যখন তার রূপের ঝুলি খুলে দেয় তখন তাতে স্থান-কাল-পাত্রের বিবেচনা আর থাকে না, এর রূপ-লাবণ্য নৈসর্গিকতার জোয়ারে প্লাবিত হয় বিশ্বচরাচরের সর্বত্রই। চোখ মেলে অপরূপের অবগাহনই তখন মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়।

ধীরে ধীরে শুরু হলেও কিছুক্ষণের মধ্যে তা প্রবল বর্ষণের রূপ পরিগ্রহ করলো। ড্রাইভার তার দৃষ্টিসীমার প্রতিবন্ধকতার কারণে রাস্তার পাশে গাড়ি পার্ক করলো।

মিঃ লী ড্রাইভারকে বললেন, মনে হচ্ছে এই বৃষ্টি অনেকক্ষণ ধরে চলবে। তুমি ফাঁকা জায়গায় না দাঁড়িয়ে কোন রেস্টুরেন্টের সামনে গাড়ি পার্ক করার চেষ্টা কর।

ড্রাইভার প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই গাড়ির হেড লাইট জ্বালিয়ে রাস্তায় উঠলো। হাইওয়েতে তখন গাড়ি চলাচল স্তিমিত হয়ে এসেছে। কিছুদূর সামনে এগুনোর পর একটা রেস্টুরেন্ট পাওয়া গেল। রেস্টুরেন্টের মূল দরজার সামনে গাড়ি দাঁড় করানো হলেও বৃষ্টির তোড় এতো বেশি অনুভূত হচ্ছিলো যে গাড়ি থেকে নামা মানেই গোসলের সামিল। তবে সমস্যার সমাধান তাৎক্ষণিক হয়ে গেল। রেস্টুরেন্টের একজন পরিচারক ঢাউস সাইজের ছাতা নিয়ে গাড়ির দরজা খুলে নেমে আসার জন্য আমাদেরকে আহ্বান জানালো। আমরা একে একে সবাই নেমে রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করলাম। বৃষ্টির কারণে লোক সমাগম বেশি হলেও রেস্টুরেন্টের এক কোণে একটি টেবিল খালি পাওয়া গেল।

কাঁচের জানালা দিয়ে একটানা বৃষ্টির নৃত্য দেখতে দেখতে বললাম, এমন দুরন্ত বর্ষণ মানুষকে

সাময়িকভাবে হলেও বিশ্রাম নিতে বাধ্য করে। কাজ-পাগল মানুষ মনোহর প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখেনা তাই হয়তোবা প্রকৃতি তার বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ অনুভবের জন্য কখনো কখনো মানুষকে বাধ্য করে।

শাওলিং বললো, এই প্রবল বর্ষণের মধ্যে প্রকৃতির রূপ যেমন প্রকাশমান তেমনি বন্যার্ত মানুষের দুঃখ কষ্টের কারণও বটে। উদ্বাস্তু জনমানুষের জন্য এই বৃষ্টি অস্বস্তিকর নয় কি?

আমি বললাম, তুমি ঠিকই বলেছো। এ বিষয়ে তোমার সাথে পূর্বে আলোচনা হয়েছিল। প্রাধান্য ও ব্যবস্থাপনার প্রসঙ্গটি তোমার তো ভুলে যাবার কথা নয়। গোলাপ ফুল তুলতে যাবে কাঁটার আঘাত সইবে না তাতো হয় না। তবে সত্যিই যদি কাঁটার আঘাত পরিহার করতে চাও তবে নিরাপদে ফুল তোলার প্রক্রিয়াটি তোমাকে রপ্ত করতে হবে। অর্থাৎ কোন বিষয় ছোট আকারের হলেও ওটাকে সুসম্পন্ন করতে ঐ ব্যবস্থাপনার কথাই কিন্তু ঘুরে ফিরে আসছে।

মিঃ লী একটা খাবারের ম্যানু হাতে নিয়ে বললেন, বৃষ্টিতেতো আমরা আটকে গেলাম। আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন নাকি অপ্রসন্ন বুঝতে পারছি না।

আমি বললাম, নিশ্চয়ই প্রসন্ন। এ পৃথিবীর কোন ঘটনাই উদ্দেশ্যবিহীন নয়। এ নিয়েই কথা হচ্ছিলো শাওলিংয়ের সাথে।

মিঃ লী বললেন, এখন দুপুর হতে আর বাকি নেই। তাই ভাবছিলাম দুপুরের খাবারটা এখান থেকে সমাধা করে গেলে কেমন হয়? এদের আজকের খাবারের মেন্যু ভালই বলতে হবে।

আমরা উভয়েই মিঃ লীকে সমর্থন কললাম। সে শাওলিংয়ের সাথে পরামর্শ করে খাবারের অর্ডার দিলেন।

ক্রমাগত বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা বেশ কমেছে। রেস্টুরেন্টের মধ্যে স্বস্তির একটা পরিবেশ বিরাজ করছে। অন্যান্য অতিথিরাও প্রসন্নতা নিয়ে গল্পগজবে মশগুল। বৃষ্টি কখনো কমছে আবার বাড়ছে। দমকা বাতাস বৃষ্টির গতি যেমনি বৃদ্ধি করছে ঠিক তেমনি আশেপাশের গাছপালা নড়িয়ে ধুম্রজাল সৃষ্টি করে চলেছে। গরম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে শাওলিংকে বললাম, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা শুনেছো কি?

শাওলিং মাথা নাড়িয়ে না সুচক জবাব দিল।

আমি বললাম, তিনি বর্ষণমূখর দিন নিয়ে লিখেছেন, "এমন দিনে তারে বলা যায়"।

শাওলিং বললো, কাকে বলা যায় এবং কি বলা যায়?

আমি বললাম, প্রেয়সীকে বলা যায় কিন্তু কি বলা যায় তা তো তিনি বলেননি।

শাওলিং প্রসঙ্গটি লুফে নিয়ে বললো, চমৎকার এবং হৃদয়গ্রাহী বিষয়বস্তু। বিশ্বকবিকে আরো নিবিড়ভাবে জানার লোভ সামলাতে পারছি না।

আমি বললাম, তুমি গীতাঞ্জলী পড়তে পার। ওটাতেই তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন।

শাওলিং বললো, এবার বেইজিং ফিরেই গীতাঞ্জলীর খোঁজ করবো। যদি না পাই তবে আপনি তা যোগাড় করে দেবেন।

আমি যোগাড় করে দেব বলে ওকে আশ্বস্ত কললাম।

ইত্যবসরে খাবার পরিবেশিত হলো। খেতে খেতে প্রায় চল্লিশ মিনিট পার হয়ে গেলো। বৃষ্টি তখন

বেশ কমে গেছে তবে দমকা বাতাস বইছে। মেঘের ঘনত্ব কমে যাওয়ায় আলোর স্ফুরণ বেড়েছে। চারিদিকে উজ্জ্বলতা আবার ছড়িয়ে যাচ্ছে।

আমরা গড়িতে উঠলাম। হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি আবার ছুঠে চললো। বৃষ্টিভেজা রাস্তা। এখন প্রকৃতির অন্য আর এক রূপ। বিগলিত করুণাধারায় সিক্ত পরিবেশ। মাঠে ফসলগুলো বিপর্যস্ত না হলেও কিছুটা নূয়ে পড়েছে বলে মনে হলো। দিগন্তে পাহাড়ের সারি এখন আর দেখা যাচ্ছে না হয়তোবা জলীয় বাস্প ভরা বাতাস অথবা বৃষ্টিকণার আড়ালে ঢাকা পড়েছে। চারিদিকের ঝাপসা ভাব কেটে যাচ্ছে দ্রুততার সাথে।

আমরা যখন আনকুইং সিটিতে প্রবেশ করলাম তখন গোধূলী সমাগত। সাজানো গুছানো পরিস্কার একটি শহর হচ্ছে আনকুইং। আমরা আমাদের সংস্থার দপ্তরের সম্মুখে উপনীত হলাম। সংস্থার পরিচালক মহোদয়া আমাদেরকে স্বাগত জানালেন। কুশল বিনিময়ের পর তিনি আমাদেরকে হোটেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর এক কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিলেন। রাতের ডিনারে আবার দেখা হবে বলে আমাদেরকে জানালেন।

আমি হোটেলে চেক ইনের পর গোসল করে পরিপাটি হয়ে নিলাম। এরই মধ্যে সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। টিভি অন করে বিবিসি'র সংবাদ শোনার চেষ্টা কললাম। কিন্তু সংবাদের তখনো অনেক সময় বাকি। অন্যান্য শহরের মত এখানেও শুধু বিবিসি ছাড়া অন্য কোন বিদেশী চ্যানেল পাওয়া যায় না।

আধাঘন্টার মধ্যেই শাওলিংয়ের ফোন পেলাম। ডিনারে যেতে হবে। নিচে নেমে এলাম। মিঃ লী এবং শাওলিং আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আনকুইং সিটির প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চলার পর একটা আলো ঝলমল রেস্টুরেন্টের সামনে আমাদের গাড়ি থামলো।

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেই সুদর্শন এক পরিচারিকার অভ্যর্থনায় সিক্ত হলাম।

আমাদের আন্তর্জাতিক সংস্থার আনকুইং সিটির পরিচালক মিসেস স্যু আমাকে উষ্ণ অভিনন্দন জানালেন। আমরা কুশল বিনিময় করলাম। ইত্যবসরে আনকুইং সিটির ভাইস-মেয়র মহোদয় উপস্থিত হলেন। তাঁর সহযোগী আরো তিন চার জন ছিলেন। কিন্তু তাদের পেছনে সৌম্য ও অনিন্দ্যসুন্দরী এক মহিলাকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। সিনথিয়া। এখানে এই পরিবেশে সিনথিয়াকে দেখে আমার মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। কিন্তু আমি উচ্ছ্বসিত না হয়ে একে একে সবার সাথে হাত মেলানোর পর সিনথিয়া আমার সামনে এসে দাঁড়ালো।

ওর সাথে হাত মিলিয়ে বললাম, তোমাকে দেখে আমি আনন্দিত, তবে এভাবে দেখা হবে ভাবতে পারিনি।

সিনথিয়া বললো, তুমি ভুলে গেছো কিন্তু আমিতো ভুলিনি, তাই চলে এলাম। তাছাড়া আমিতো তোমাকে বলেছি যে আমি আনকুইং যাচ্ছি।

আমি বললাম, সে কথা আমার মনে আছে কিন্তু তুমি যে এখানে এসেছো সে কথাতো আমাকে জানাওনি।

সিনথিয়া বললো, আজকেইতো পৌঁছুলাম। এখানে পৌঁছেই ভাইস মেয়রের সাথে সাক্ষাত করে আমাদের সংস্থার কর্মসূচি চূড়ান্ত করেছি এবং তোমাদের সাথে সমন্বয় সাধন করে কাজ করবো বলে বলেছি। তখন ভাইস মেয়র সাহেব সন্ধ্যার এই ডিনারের কথা বললেন এবং আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। চলে এলাম। বলতে পার যে এক ঢিলে দুই পাখি মরলো।

সামনের দিকে এগুতে এগুতে আমি বললাম, আমরা আবার একসাথে কাজ করতে পারবো সেটাই বড় কথা। আমরা দশ এগারোজন টেবিলের চারিদিকে উপবিষ্ট হলাম।

ভাইস-মেয়র মহোদয় আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে চলমান বন্যার প্রসঙ্গ টেনে বললেন, বন্যার প্রকোপ প্রবল আকার ধারণ করেছে। প্রতিদিনই পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে এবং দুর্গত মানুষেরা তাদের বাড়িঘর ছেড়ে উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিচ্ছে। আমাদের এই দুদর্শার সময়ে আপনার সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমিও ভাইস-মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, চীনদেশে আগমন এবং আপনাদের সাথে দেখা হওয়ার সৌভাগ্য হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বক্তৃতা বেশ কিছক্ষণ চললো।

অতঃপর ঐতিহ্যবাহী চীনা খাবার পরিবেশিত হলো। যথারীতি শাওলিং আমার পাশে বসে খাবারের প্রকারভেদ বিষয়ে আমাকে সতর্ক করতে থাকলো এবং আমি আমার পছন্দমতো আইটেমগুলো নিয়ে সবার সাথে খাবারে শরিক হলাম।

আকর্ষণীয় পোষাকে সজ্জিত পরিচারিকাদের মৃদু বাক্যালাপ ও ব্যস্ততা রেস্টুরেন্টের পরিবেশকে প্রাণবন্ত করে তুললো। চীনের লোকসঙ্গীতের একটা আবহ ধীর লয়ে আবেশ ছড়িয়ে যাচ্ছিল। আলো নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় চোখে সরাসরি কোন আলো পড়ছে না সুতরাং দৃষ্টির স্বচ্ছতা এখানে শতভাগ। অনেকগুলো আইটেম একের পর এক থরে থরে টেবিলের উপর সাজ্জিত হচ্ছে।

পাশে উপবিষ্ট শাওলিংকে ফিস ফিস করে বললাম, আজকের ডিনারের পরিবেশটা ভিন্নতর এবং আমি বেশ রোমাঞ্চিত।

শাওলিং বললো, আমিও ঠিক তাই।

তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে সিনথিয়ার উপস্থিতি আমাকে আনন্দে উদ্বেল করে তুলেছে, সিনথিয়ার ব্যক্তিত্বে আমি মুগ্ধ।

ডিনারের পর্ব শেষ হলে আমি মিঃ লীয়ের সাথে সিনথিয়ার পরিচয় করিয়ে দিলাম এবং অতি সংক্ষেপে তার সংস্থার কার্যক্রমের উপর আলোকপাত করে আনকুইংয়ে সে যে কাজ করতে ইচ্ছুক তা বললাম।

মিঃ লী সিনথিয়াকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, আমাদের সহযোগিতার দ্বার আপনার জন্য অবারিত থাকবে।

সিনথিয়া বললো, আগামী কয়েকদিন আমি আমার সহকর্মীগণসহ এখানে অবস্থান করবো এবং কয়েকটি ক্যাম্পে কার্যক্রম পরিচালনা করবো। আগামীকাল সকালে আমরা দু-তিনজন আপনার সফরসঙ্গী হবো।

মিঃ লী সিনথিয়াকে সম্মতি জ্ঞাপনসূচক ভঙ্গি করে বললেন, আমি আনন্দচিত্তে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। শুধু ভ্রমণ নয়, কাজের ক্ষেত্রেও যে কোন ধরনের সহযোগিতার জন্য আমরা প্রস্তুত থাকবো।

সিনথিয়া মিঃ লীকে ধন্যবাদ জানালো। ডিনার পর্বের সমাপ্তি ঘটলো। ভাইস মেয়র, তাঁর সহযোগী এবং সিনথিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ও শাওলিং হোটেলে ফিরে এলাম।

সকাল সাতটায় মধ্যে নাস্তার টেবিলে হাজির থাকতে হবে। আমি রুমে গিয়ে কিছুক্ষণ বিবিসি

চ্যানেলের সংবাদ শুনে নিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে গেলাম।

প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে হোটেলের আঙ্গিনায় কিছুক্ষণ জগিং করে নিলাম। রুমে ফিরে শাওয়ার নিয়ে পরিপাটি হয়ে সাতটা বাজার পূর্বেই ব্রেকফাষ্ট টেবিলে হাজির হলাম।

একটু পরেই শাওলিং এসে সকালের শুভেচ্ছা জানিয়ে বললো, রাতে ভাল ঘুম হয়েছে তো?

আমি বললাম, গতরাতের ডিনারের পরিবেশটা আনন্দমূখর ছিল, খাবারও ভাল ছিল। আমি আনন্দিত থাকলে এমনিতেই আমার ঘুম ভাল হয়।

শাওলিং বললো, এটা আমার ক্ষেত্রেও একইরকম তবে অনেকসময় এর ব্যত্যয় ঘটে যায়।

আমি বললাম, আনন্দিত থাকা বা আনন্দ আহরণ করার কাজটি কঠিন মনে হলেও তা কিন্তু সহজসাধ্য। এজন্য যা প্রয়োজন তা হলো মনস্থিরতা, সবকিছুকে সহজভাবে গ্রহণ করা এবং চিন্তা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা।

শাওলিং হাসতে হাসতে বললো, এ বিষয়ে আপনার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

আমি বললাম, চিন্তার কোন কারণ নেই, প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত সময় আমাদের হাতে রয়েছে। এবার চল ব্রেকফাষ্টটা সেরে নেই। সাড়ে সাতটায় তো গাড়ি এসে হাজির হওয়ার কথা।

ইতিমধ্যে মিঃ লী এসে আমাদের সাথে ব্রেকফাষ্ট টেবিলে যোগদান করলেন।

আমরা ব্রেকফাষ্ট সেরে নিলাম। এরমধ্যে ড্রাইভার উঁকি মেরে জানান দিল যে সে প্রস্তুত।

আমরা গাড়িতে উঠলাম। সকালের রাস্তায় ট্রাফিক সাধারণত কম থাকে। সোজা রাস্তায় কিছুক্ষণ চলার পর একটা নির্দিষ্ট স্থানে এসে হাজির হলাম। দেখলাম মিসেস স্যু, তার একজন সহযোগী এবং সিনথিয়া একটি গাড়ি থেকে নেমে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। আমি গাড়ি থেকে নেমে সবাইকে শুভেচ্ছা জানালাম।

একজন কর্মকর্তা এখনো না আসায় এখানে একটু দাঁড়াতে হলো।

এই ফাঁকে সিনথিয়া আনকুইং সম্বন্ধে ধারণা দিতে গিয়ে বললো, আনহুয়ি প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে আনকুইং প্রিফেকচার অবস্থিত। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে হান সম্রাজ্যের সময়ে এই আনকুইং শহরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শহরটি ঐতিহ্যবাহী এবং নানাবিধ সংস্কৃতির ধারক। এর উত্তর প্রান্তে নয়নাভিরাম লংসান পর্বতমালা এবং উত্তরে ইয়াংসী নদীর বিস্তৃত পাললিক ভূমি। এজন্যই আনকুইং চীনের জাতীয় উদ্যান শহরগুলোর মধ্যে অনন্য একটি শহর হিসাবে পরিগণিত। সাতটি কাউন্টি সমৃদ্ধ এই প্রিফেকচারে বেশ কয়েকটি লেকের অবস্থান। এর মধ্যে শহরের উত্তর দিকে অবস্থিত দালংসাং-সিটান লেকের প্রান্ত ঘেষা পর্বত, প্রস্তরময় সুউচ্চ ভূমি, বৃক্ষাদি এবং পার্বত্য গুহার দৃশ্য অপূর্ব বলে প্রতিভাত হয়। আনকুইং পর্যটকদের জন্য মনোরম ও বিখ্যাত একটি স্থান। এখানে যুগে যুগে বিখ্যাত মনিষীদের আবির্ভাব হয়েছে।

মিঃ লী বললেন, আজ আমরা আনকুইং সিটির দক্ষিণে ইয়াংসী নদীর তীর বরাবর বন্যা কবলিত এলাকা পার হয়ে সরাসরি সিজুর পার্শবর্তী একটা লেকের পারে দু-একটি বন্যা কবলিত গ্রাম পরিদর্শন করবো এবং সিজু হয়ে গুইচি গিয়ে রাত্রিযাপন করবো। পরশুদিন গুইচি থেকে সিজু হয়ে সন্ধ্যার পূর্বেই আমরা আনকুইং ফিরে আসবো তবে পথিমধ্যে আশেপাশের বন্যাদুর্গত

কয়েকটি এলাকা পরিদর্শন করবো। এর পরদিন ওয়াংজিয়াং এলাকার কয়েকটি এলাকা দেখে সুসং কাউন্টিতে রাত্রিযাপন করবো এবং পরদিন হেফেই ফিরে আসার চেষ্টা করবো। এখান থেকে সিজু যেতে আমাদের দেড় ঘন্টা সময় লাগার কথা তবে পথে থামতে হবে বলে সময় বেশি লাগবে। আশা করি এই ভ্রমণ নির্বিঘ্ন হবে।

ব্রিফিং শেষে তিনি সবাইকে গাড়িতে উঠার অনুরোধ জানালেন। গাড়ি ছুটে চললো আনকুইংয়ের ইয়াংসী নদীর তীরবর্তী বন্যা কবলিত এলাকা দিয়ে সিজু বরাবর। সিনথিয়ার গাড়ি আমাদের পেছনে রয়েছে। প্রশস্ত রাস্তা। ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের গাড়ি চলাচল করছে। আজ আকাশে মেঘের ঘনঘটা অনেকটাই কম।

আমাদের গন্তব্য সিজু। আনকুইং থেকে সড়ক পথে আটষট্টি কিলোমিটার। আনকুইং থেকে কিছুদূর এগিয়েই প্রমত্তা ইয়াংসী নদীর দেখা পেলাম। পানিতে টইটম্বুর নদী। পানির টানে নদীতে প্রবল স্রোত বইছে। এবার আমাদের রাস্তাটা প্রায়ই নদীর পার ঘেঁষে পূর্বমুখী হলো। প্রমত্তা নদীর অসম্ভব রকমের সৌন্দর্য প্রাণভরে উপভোগ করছিলাম যদিও মাঝে মাঝে বাড়িঘর গাছপালার পেছনে নদীটি হারিয়ে যাচ্ছিল।

নদীর তীরবর্তী জনপদের অবস্থা দেখেই বন্যার প্রকোপ কতটুকু তা বুঝতে পারলাম। কিছুটা হেঁটে গিয়ে আমরা কয়েকটা আশ্রয়কেন্দ্র ঘুরে ফিরে দেখলাম। শহরের নিকটবর্তী হওয়ায় তাঁবু নির্ভর আশ্রয়কেন্দ্রের প্রাধান্য এখানে বেশি দেখলাম। আমরা বেশ কয়েকটি তাঁবুতে গিয়ে বন্যার্তদের সাথে আলাপ আলোচনা করলাম।

এর মধ্যে ইয়ান কুইংসী নামে একজন কৃষকের সাথে আলাপ হলো। তিনি জানালেন, প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে নদীর পানি ক্রমান্বয়ে বাড়ছিলো কিন্তু সপ্তাহদুই পূর্বে নদীর পানির আধিক্যে তীরবর্তী বাঁধটি হঠাৎ করে ভেঙ্গে গিয়ে আমাদের গ্রামটি ভাসিয়ে দিল। পানিতে আমার ঘরের ভিটি ডুবে গেল। পানির তোড় এত বেশি ছিল যে আমাদের জীবন বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। আমার স্ত্রী ও চার সন্তানদের নিয়ে আমি কোনপ্রকারে এই উচুঁ জায়গায় এসে প্রাণ বাঁচিয়েছি। আমার জমির ফসল কাটার সময় হয়েছিল কিন্তু সে ফসল ঘরে তোলার সময় পাইনি। পানি কিছুটা কমলেও এখনও আমার জমি দুই মিটার পানির নিচে রয়েছে। পরবর্তী ফসল রোপণের সময় সমাগতপ্রায় কিন্তু বন্যার পানি সম্পূর্ণ অপসারিত হতে যে সময় লাগবে তাতে এবার আর ফসল বোনা হবেনা।

আমি বললাম, এখন আপনি কি কোন আয় বর্ধনমূলক কাজ করতে পারছেন?

ইয়ান কুইংসী বললেন, এখন মাছ ধরে কিছু আয় করছি তবে তাতে জীবিকা নির্বাহ করা দুরূহ।

আমি বললাম, ত্রাণসামগ্রী কি পর্যাপ্ত পাচ্ছেন?

ইয়ান কুইংসী বললেন, ত্রাণ কি কখনো পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়? তবে যা পাচ্ছি তাতো ত্রাণ হিসাবে পাচ্ছি না। এগুলো আমাদেরকে ধার হিসাবে দেয়া হচ্ছে, যখন আবার ফসল পাব তখন শোধ করতে হবে। জোড়াতালি দিয়ে চলে যাচ্ছে কোনপ্রকারে। তা ছাড়া ত্রাণের উপর নির্ভর করা ছাড়া তো এখন আর কোন উপায়ও দেখছি না।

সিনথিয়া বললো, বিষয়টি আমাদের এখানে সামাজিক ব্যবস্থারই একটি অংশ। সাধারণত ত্রাণ মানুষের কর্মস্পৃহা ও উদ্দমশীলতা ব্যাহত করে। তাই ত্রাণের উপর নির্ভরশীল না হওয়ার জন্য

এটি সরকার কর্তৃক গৃহীত একটি প্রক্রিয়া মাত্র।

আমি বললাম, ধারণাটি নিসন্দেহে যুক্তিগ্রাহ্য তবে আমার জানামতে উপর্যুপরি কয়েকবছর ধরে বন্যা সংঘটিত হওয়ায় ধার গ্রহণের পরিমাণ এত বেড়েছে যে মানুষ ফাঁদে আটকে যাচ্ছে।

সিনথিয়া বললো, আমি যতটুকু জানি তাতে বলতে পারি যে বিষয়টি কর্তৃপক্ষের সুনজরে রয়েছে এবং ভবিষ্যতে এই দায় মুক্তির ব্যবস্থাও হতে পারে।

পরিদর্শন শেষে আমরা আবার সিজু অভিমুখে এগিয়ে চললাম। এরমধ্যে আমরা অনেকটা পথ অতিক্রম করে ফেলেছি। এতক্ষণ দিনটা রৌদ্রকরোজ্জল ছিল কিন্তু হঠাৎ করেই আবহাওয়া বিরূপ হতে শুরু করলো। প্রথমে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি তারপরই প্রবল বর্ষণ। তবে দৃষ্টিসীমার পরিসর ভাল থাকায় ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে যেতে থাকলো। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই আমরা সিজু পৌঁছলাম। একটা রেস্টুরেন্টে চা কফির ব্যবস্থা হলো। এখানে সিজুর দুজন কর্মকর্তা আমাদেরকে স্বাগত জানালেন। অল্প সময়ের মধ্যে কফি পান শেষ করে গাড়িতে উঠলাম। সিজুর কর্মকর্তা দুজনও আমাদের সঙ্গী হলেন। এবার অপরিসর রাস্তা দিয়ে আমরা ইয়াংসী নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলোর দিকে এগিয়ে চললাম। কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ করেই রাস্তার পার্শবর্তী একটা নিচু এলাকায় অসংখ্য মানুষের সমাগম দেখলাম। নিচু জায়গাটার মাঝ বরাবর একটা খালের মত জায়গা দিয়ে প্রবল বেগে বন্যার পানি বয়ে চলেছে। আমি শাওলিংয়ের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম। শাওলিংও এর কোন সদুত্তর দিতে পারলো না। বিষয়টি প্রত্যক্ষ করার জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে উঠলাম। মিঃ লী আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে গাড়ি থামালেন। আমরা গাড়ি থেকে নামলাম।

মিঃ লী বিষয়টি নিয়ে সিজুর কর্মকতাদের সাথে আলাপ করে বললেন, গ্রামের মানুষ এখানে বাঁধ তৈরি করবে।

এর মধ্যে সিনথিয়া গাড়ি থেকে নেমে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললো, আমি বাজি রেখে বলতে পারি যে এই দৃশ্য তোমাকে বিস্ময়ের মুখোমুখি করেছে।

আমি বললাম, তোমার অনুমান যথার্থ।

মিঃ লী বললেন, এখানে বাঁধ তৈরি করার জন্য এতো মানুষের সমাগম হয়েছে।

আমি বললাম, আমার ইচ্ছে হচ্ছে যে আমরা এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে প্রক্রিয়াটি অবলোকন করি।

সিনথিয়া মিঃ লীকে বিষয়টি বললেন এবং তিনি এতে সমর্থন জানালেন।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার ধারে দাঁড়ালাম। রাস্তাটা উঁচু হওয়ায় নিম্নভূমির দৃশ্যটার পুরো পরিসরটাই সাবলীলভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম।

আমি সিনথিয়াকে শুধালাম, এখানে মানুষের সংখ্যা কত হতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

সিনথিয়া বললো, ন্যূনতম দশ হাজার তো হবেই।

আমি বললাম, আমার অনুমান তোমার চেয়ে কিছুটা বেশি।

সিনথিয়া বললো, বুঝতেই পারছো যে এই মানুষগুলো সবাই আশেপাশেই বসবাস করে এবং এরা সবাই বন্যা দুর্গত। এই খালের পানি নিয়ন্ত্রণের জন্য সমাজের ডাকে সাড়া দিয়ে সবাই মিলে কাজে নেমে পড়েছে। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় এই ধরনের স্বেচ্ছাশ্রম চীন দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের অংশবিশেষ।

আমি বললাম, এত বড় একটি কর্মযজ্ঞ সম্পাদিত হতে যাচ্ছে কিন্তু দর্শক নাই, প্রকৃত দর্শক বলতে দুটি গাড়ির যাত্রী আমরা আট জন মাত্র।

সিনথিয়া বললো, সবাইতো কাজ করছে, দর্শক পাবে কোথায়? এখানে শুধুমাত্র আমরাই ব্যতিক্রম। এখন যদি কোন মানুষ এখানে আবির্ভূত হয় তবে সে অবশ্যই দর্শক না হয়ে কর্মী হয়ে যাবে।

আমি বললাম, পরিস্থিতির গুরুত্ব আমিও উপলব্ধি করছি তবে কাদা পানিতে নেমে এই মুহূর্তে এ কাজে অংশগ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর বলে মনে কর কি?

এমনসময় মিঃ লী আমাদের কাছে এসে কথাটা শুনে বললেন, এই মুহূর্তে আমরা আরেকটি কাজ সম্পাদনের অন্তবর্তীকালীন সময়ে রয়েছি। সুতরাং একাজের সাথে আমরা সরাসরি সম্পৃক্ত হবো না।

আমি কর্মযজ্ঞটি গভীরভাবে অবলোকনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিলাম। সব বয়সের মানুষের সাথে কিছু মহিলা কর্মীও কাজে নেমেছে দেখলাম তবে তারা বালুর বস্তা প্রস্তুতের কাজেই বেশি ব্যস্ত। শত শত বালুর বস্তা খালের দু পার বরাবর সারি সারি সাজানো রয়েছে। খালটার মধ্য দিয়ে প্রবল বেগে পানি অপসারিত হচ্ছে এবং এটা মারাত্মক খরস্রোতা। হঠাৎ করে সবাই যেনো সংগঠিত হয়ে উঠলো। এর মধ্যে লাল জামা পরা একদল কর্মী ছুটাছুটি করছে, বোঝা গেল যে ওরা নেতৃত্ব প্রদানকারী দল এবং এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ কোন নির্দেশ প্রদানে তৎপর। কয়েকজন পানিতে নেমে গেল। প্রবল স্রোত উপেক্ষা করে তাঁরা এগিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের অনেকের হাতে লম্বা বাঁশের লাঠি রয়েছে যা মাটিতে গেঁথে গেঁথে তাঁরা ভারসাম্য রক্ষা করছে। এরমধ্যে দুজন হঠাৎ করে পা পিছলে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে পানিতে ভেসে গেল। বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে ওরা পাড়ে উঠতে সক্ষম হলো।

মিঃ লী বললেন, এটা কাজটার প্রারম্ভিক পরীক্ষা। এবার ওরা কাজে নামার জন্য চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত।

শাওলিং বললো, পানি যেভাবে প্রবল গতিতে বয়ে চলেছে তাতে ঐ পানিতে নেমে টিকে থাকাটা যে ছেলেখেলা নয় তাতো দেখতেই পেলে।

মিঃ লী বললেন, একটু অপেক্ষা কর। তৎপরতা এবং ফলাফল কি হবে তা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই নির্ধারিত হবে।

সিনথিয়া আমার কাছে আরও একটু এগিয়ে এসে বললো, এর জন্য ওরা যেটা ব্যবহার করবে সেটা হলো মানব ঢাল। জনবল যেহেতু প্রচুর সেহেতু সমস্যা নিরসন করা সম্ভবপর হবে বলে আমার মনে হয়। তাছাড়া খালের পানির গভীরতা কম থাকায় কাজটা করতে অনেক সুবিধা হবে।

এরই মধ্যে একটা তীব্র বাঁশির আওয়াজ শোনা গেল এবং সাথে সাথে দু'পাড় থেকে শত শত মানুষ জয়ধ্বনি করতে করতে পানিতে নেমে পড়লো। অধিকাংশ মানুষের হাতে বাঁশের দণ্ড। দুদিক থেকে সমতা রক্ষা করে ওরা এগিয়ে আসছে। বাঁশের দণ্ড প্রবল স্রোতের বিপরীতে স্থাপন করে করে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এগিয়ে যাচ্ছে সবাই। প্রচণ্ড চেঁচামেচি ও জয়োধ্বনিতে পুরো জায়গাটা সরগরম হয়ে উঠলো। স্রোতের তীব্রতায় এরই মধ্যে অনেক মানুষ ভেসে গেলো তবে সবাই কিছুটা দূরে গিয়ে আবার ফিরে এসে পানিতে নামলো। মনে হলো চার-পাঁচ মিনিটের

মধ্যেই দু দিকের দুই দল মানুষ একত্রিত হলো। প্রত্যেকেই পাশপাশি দাঁড়িয়ে একে অপরকে সুদৃঢ় বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করলো। আমার মনে হলো একটা বিশাল শিকল দিয়ে সবাই সবাইকে বেঁধে ফেলেছে। পানির প্রবাহ বাধাগ্রস্থ হলো আর একই সঙ্গে হাজারো কণ্ঠের চিৎকারে চারিদিক প্রকম্পিত হলো। এই চিৎকার ধ্বনির মধ্য দিয়েই দু পাড়ের আরো অসংখ্য মানুষ পঙ্গপালের মত দু দিক থেকে এগিয়ে এসে একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করতে থাকলো। ক্রমান্বয়ে খালটার মধ্য দিয়ে একটা সুদৃঢ় মানব দেয়ালের সৃষ্টি হলো এবং পানির প্রবাহ বাধাগ্রস্থ হয়ে কমে গেল। সবার সাথে সমস্বরে আমরাও উল্লাস ধ্বনিতে ফেটে পড়লাম। এ অবস্থায় কালবিলম্ব না করে দু'দিক থেকে দু দলে বিভক্ত হয়ে আরো শত শত মানুষ অগণিত বালির বস্তা ফেলতে শুরু করলো। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই স্তুপাকৃত বালির বস্তাগুলো প্রশস্ত এবং দুর্ভেদ্য একটি দেয়ালে পর্যবসিত হলো। কিন্তু বস্তা প্রক্ষেপণ বিরতিহীনভাবে চলতে থাকলো। আমি সময় সংরক্ষণ করছিলাম। হিসাব করে দেখলাম যে মূল প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে সময় লাগলো মাত্র চল্লিশ মিনিট। আমরা বিস্ময়াবিভূত হয়ে প্রকৃতির সাথে মানুষের সংগ্রামের এক অনন্য চিত্র অবলোকন করলাম।

হাস্যোজ্জ্বল সিনথিয়া সামনে এগিয়ে এসে বললো, মূল কাজটি সম্পাদনে সময় লাগলো মাত্র পৌনে এক ঘন্টা।

আমি বললাম, আমার হিসাবটাও তোমার হিসাবের অনুরূপ। তবে এ কথা বলতেই হবে যে একাগ্রতা ও দৃঢ়তার সাথে যদি সঠিক নেতৃত্বের সম্মিলন ঘটে তবে লক্ষ্য ভেদ করা দুরূহ কোন বিষয় নয়। প্রয়োজনের নিরিখেইতো বাস্তবতা রূপায়িত হয়। সত্যি আজ আমি বিরল একটা দৃশ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এমন একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম যা বিস্মৃত হবার নয়। স্থানীয় নেতৃত্ব ও স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে এ ধরনের কার্যক্রম সম্পাদনের নজির পৃথিবীর অনেক দেশেই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সিনথিয়া বললো, যে সকল গুণাবলীর জন্য অনাদিকাল থেকে মানুষ গর্ব বোধ করে আসছে তা হোলো মানবতা। এই মানবতার প্রয়োজনেই মানুষ স্বেচ্ছাশ্রমের প্রেরণা ও তাগাদা অনুভব করে। এভাবে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ না করলে আদিম পৃথিবীর চরম প্রতিকূলতার মধ্যে মানুষের টিকে থাকা সম্ভবপর হতো না। সুতরাং মানবতাবোধ, স্বেচ্ছাসেবা ও স্বেচ্ছাশ্রম মানুষের মধ্যে অকৃত্রিম গুণাবলী হিসাবে সদা সর্বদাই বিরাজমান।

মিঃ লী সামনে এগিয়ে এসে বললেন, এখানকার অভিজ্ঞতাটা আমাদের জন্য অনুকরণীয় একটি দৃষ্টান্ত। আমি এধরনের ঘটনার কথা ইতিপূর্বে শুনেছি। এখন মনে হচ্ছে যা শুনেছি এবং যা চাক্ষুস দেখলাম এ দুটোর মধ্যে ব্যবধান বিস্তর। আমি নিশ্চিত যে মিঃ হারুন এ ঘটনাটি দারুণভাবে উপভোগ করেছেন।

আমি বললাম, আপনার অনুমান যথার্থ। সমষ্টিগত কোন জরুরি স্বার্থে সমাজ যখন উদ্বুদ্ধ হয় তখন অসাধ্য সাধন করা মানুষের জন্য কঠিন কোন বিষয় নয়। তবে এখানে ম্যাজিকটা হচ্ছে উদ্দেশ্যের প্রতি আনুগত্য এবং দলগত উদ্দীপনা।

সিনথিয়া বললো, এটা কিন্তু নতুন কিছু নয়। এই ম্যাজিকটা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মানব সমাজে আবর্তিত হয়ে আসছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই ম্যাজিকের কল্যাণেই আদিম পৃথিবীতে টিকে থাকতে পেরেছিলো এবং একের পর এক দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সেই সোনার কাঠিটা আমাদের হাতে পৌঁছে দিতে পেরেছিলো।

আমি বললাম, আমরা কি ঐ সোনার কাঠিটা হারিয়ে ফেলেছি?

সিনথিয়া বললো, কাঠিটা আমরা হারাইনি তবে মাঝে মধ্যে কখনো কখনো আমারা ওটার কথা ভুলে যাই। এই ভুলটা তারাই বেশি করে যারা মানবতা ও শাশ্বত মূল্যবোধের বিপরীতে অবস্থান নেয় এবং এর বিরুদ্ধাচরণ করে।

আমি বললাম, আগামীতে এ বিষয় নিয়ে তোমার সাথে আরো কথা বলার আশা পোষণ করি।

সিনথিয়া মৃদু হেসে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালো।

মিঃ লী বললেন, এবার আমাদেরকে আমাদের গন্তব্যের দিকে এগুতে হবে।

আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম। সবাই উৎফুল্ল এবং হাস্যোজ্জ্বল। গাড়ির জানালা দিয়ে সদ্য নির্মিত বাঁধটার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলাম যে খালটার মধ্যে পানির জোয়ার বন্ধ হলেও মানুষের আনন্দ উচ্ছলতার জোয়ার তখনোও চলছে। কর্মীদল স্তুপীকৃত বালুর বস্তাগুলো দুরমুজ করার কাজে ব্যস্ত। আমি হাত উঁচিয়ে দু আঙ্গুলে 'ভি' চিহ্ন দেখিয়ে হাত নেড়ে ওদেরকে বিদায় জানালাম। আমার এই বিদায় সম্ভাষণ দু-একজনের দৃষ্টিগোচর হলো এবং তারাও আমাকে আমাকে হাত নেড়ে জবাব দিল। আমাদের গাড়ি প্রশস্ত সড়ক ধরে সামনে এগিয়ে চললো। মানুষের অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং সফলতার দৃশ্যাবলী মন থেকে সরাতে পারছিলাম না। অনেকক্ষণ এ ভাবনাই সমস্ত মন জুড়ে প্রবাহিত হয়ে আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখলো। এ অভিজ্ঞতা বিস্মৃত হবার নয়।

গাড়ি চলছে। ভেতরে সুনসান নীরবতা। সবাই যেন সবার অর্ন্তদৃষ্টিতে সদ্য ঘটে যাওয়া ঘটনাটার দৃশ্যাবলী রিওয়াইণ্ড করে করে দেখছে।

বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠের মধ্য দিয়ে প্রলম্বিত প্রশস্ত সড়ক। রাস্তার দুপাশে নানা ধরনের ফসলের সমারোহ। প্রবাহিত বাতাসে দোল খাওয়া ফসলের অপরূপ দৃশ্য। মনে হয় দিগন্ত প্রসারিত হরিদ্রা-সবুজাভ কল্যাণকণারা সমুদ্র তরঙ্গের দোলাচলে উর্মিমুখর হয়ে নাচছে।

আমি মনোসংযোগ করে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখায় নিমগ্ন হলাম। নিজের সাথে নিজের নিবিড় আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত প্রকৃতির পটে আঁকা ছবি মানসপটে ধারণ করে তৃপ্তির মহাসাগরে যেনো নিমজ্জিত হচ্ছি। চলতে চলতে আনন্দের অতিশয্যেই হয়তোবা ঘুমিয়েও নিয়েছি কিছুক্ষণ।

এরই মধ্যে একবার চা কফির পালা শেষ করে আবার সামনে এগিয়ে চলছি আমরা।

আধঘন্টা চলার পর একটা লেকের পারে এসে গাড়ি থামলো। আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। মিঃ লী স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপ করলেন। তাঁরা আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং ঘাটে ভিড়ানো স্পীডবোটে উঠতে সাহায্য করলেন। বোটটি বড় হওয়ায় আমাদের সবার স্থান সঙ্কুলান হলো। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। বাতাসের গতিবেগ বেশি না হলেও একেবারে মন্দও নয়। ঢেউ খেলানো পানির উপর দিয়ে ছুটে চলছে স্পীডবোট। বোটের গতি বেশি থাকায় ঢেউয়ের দোলা কম অনুভূত হচ্ছিলো। এভাবে পনেরো মিনিট চলার পর দ্বীপসদৃশ একটি গ্রামে এসে বোটটি থামলো। লেকের পানি উপচে উঠে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করেছে। গ্রামের লোকজন বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সারিবদ্ধ হয়ে হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে দেখছে এবং আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে কোলাহল করছে। আমার কাছে মনে হলো ঐ কোলাহলের মধ্য দিয়ে ওরা আমাদেরকে সম্ভাষণ জানাচ্ছে। গ্রামের বেশিরভাগ জায়গাই পানিতে নিমজ্জিত।

বোট থেকে নামার পর স্থানীয় নেতৃবৃন্দ আমাদেরকে স্বাগত জানালেন। তাঁদেরকে অনুসরণ করে আমরা এগিয়ে গেলাম। সামনে অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় একটা পাকা ঘরে বন্যা দুর্গত অনেক মানুষ আশ্রয় নিয়েছে।

মিঃ লী আমাদেরকে স্থানীয় নেতা এবং আশ্রিত লোকজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে দুর্গত মানুষের সাথে আলাপচারিতায় রত হলাম। প্রথম দলে সিনথিয়া ও তাঁর সহকারী, দ্বিতীয় দলে মিঃ লী ও স্থানীয় একজন নেতা এবং তৃতীয় দলে আমি ও শাওলিং। এক ঘন্টার বেশি সময় ধরে আমাদের আলাপচারিতা চললো। এরপর আমরা সব দল মিলে সমস্যা ও সুপারিশসমূহ একত্রিত করলাম। আমরা যা পেলাম তার মধ্যে অন্যতম হলো, বন্যার পানি এখনও বাড়ছে এবং বাড়িঘর ছেড়ে মানুষ উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিচ্ছে, আশ্রয় গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত স্থানের অভাবে অনেকেই তাদের পরিবার পরিজনসহ অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছে, আরো অনেক পরিবারের জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে, পানীয় জল ইতিমধ্যেই দূষিত হওয়ায় পানি বিশুদ্ধকরণ বটিকা যোগান দেয়া প্রয়োজন, জরুরিভাবে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করতে হবে, রাতের বেলা শীত নিবারণের জন্য শীতবস্ত্র ও কম্বলের অভাব রয়েছে, শিশু এবং বৃদ্ধরা ইতিমধ্যেই নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়েছে সুতরাং স্বাস্থ্যসেবার জন্য এখানে একটি মেডিক্যাল ক্যাম্প জরুরিভাবে স্থাপন প্রয়োজন।

আমার প্রশ্নের জবাবে মিঃ লী বললেন, আমাদের সংস্থার মজুত থেকে কিছু সামগ্রী যেমন পানি বিশুদ্ধকরণ বটিকা, পরিধেয় বস্ত্র এবং স্যানিটেশন দ্রব্যাদি প্রদান করা হয়েছে তবে মজুদ সীমিত থাকায় সর্বত্র তা প্রেরণ করা সম্ভবপর হয়নি। তবে স্থানীয় প্রশাসন ইতিমধ্যে কিছু ত্রাণ সামগ্রী এখানে পাঠিয়েছে কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

মূল সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য করণীয় বিষয়াদি নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলাম এবং আজ বিকেলের মধ্যেই খাদ্য সহায়তা বিশেষ করে জরুরিভাবে চাল সরবরাহের ব্যবস্থাগ্রহণ এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে আলোচনা করার জন্য সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমি মিঃ লীকে বললাম, প্রথম পর্যায়ে কয়েক হাজার টন চাল সরবরাহের জন্য স্থানীয় একটি রাইস মিলের সাথে আমাদের বেইজিং অফিসের চুক্তি হয়েছে। আমরা সিজুতে ফিরে গিয়ে প্রথমে চাল সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করবো।

মিঃ লী বললেন, ফেরার পথে চাল সরবরাহকারী মিল কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাত হবে এবং সন্ধ্যায় স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালকের সাথে ডিনারের টেবিলে আলোচনা হবে বলে গত সন্ধ্যায় নিশ্চিত করা রয়েছে।

আমি মিঃ লীকে ধন্যবাদ জানালাম।

সিনথিয়া বললো, আমি ইতিমধ্যেই এখানকার নেতাদের সাথে আমাদের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেছি এবং আগামী দু একদিনের মধ্যেই আমাদের কার্যক্রম শুরু করবো বলে তাঁদেরকে জানিয়েছি।

মিঃ লী সিনথিয়াকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এখানে আপনাদের কর্মকাণ্ড সম্পাদনে কোনরূপ সহযোগিতার প্রয়োজন হলে আমাদেরকে জানাবেন। আমি আমার স্থানীয় কর্মকর্তাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করবো।

সিনথিয়া বললো, প্রয়োজন হলে অবশ্যই আপনাদের সহযোগিতা চাইবো। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা শেষে আমরা যখন উঠার উপক্রম করছি তখন একটা ট্রেতে কয়েক প্যাকেট বিস্কুট ও বাদাম নিয়ে এক কিশোরী আমাদের আপ্যায়নের জন্য এগিয়ে এলো।

দুর্যোগের সময় বিপদাপন্ন অবস্থায় সবাই যখন অভাবগ্রস্থ এবং দিশেহারা তখন আপ্যায়ন প্রচেষ্টা আমার অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ালো। আবার মনের মধ্যে সেই প্রত্যয়টুকুও জেগে উঠলো যে মানুষ নিজেদের প্রথা ও ঐতিহ্যকে তার দুঃসময়েও পরিহার করতে পারে না। এ গুণাবলীর কথা ভেবে ঐ অস্বস্তির মধ্যে আনন্দও কিছুটা পেলাম।

সিনথিয়া যেন এমনই একটা পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষারত ছিল। হঠাৎ করেই সে উপস্থিত সকল ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে সামনে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানালো। সবাই হৈচৈ করতে করতে এগিয়ে এলো। সিনথিয়া সবাইকে বসতে বললো। সবাই বসে পড়লো। এবার সিনথিয়ার সহকারী বড় বড় দুটি কার্টুন নিয়ে সামনে এগিয়ে এলো এবং তা খুলে ফেললো। সবাই আগ্রহ নিয়ে কার্টুনের ভেতর কি রয়েছে তা উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখার প্রয়াস পেলো।

সবাই অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এমনতরো পরিস্থিতিতে সিনথিয়ার দুহাত ভরা রংবেরংয়ের চকোলেট দেখে ছোটরা সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠলো। সিনথিয়া সবাইকে মুঠ ভরে চকোলেট দিতে থাকলো। মিঃ লী এবং শাওলিং এগিয়ে গিয়ে কিছু চকোলেট নিয়ে বিতরণে অংশগ্রহণ করলেন। আমিও হাত লাগালাম। যে কিশোরীটি আপ্যায়নের জন্য বিস্কুট নিয়ে এসেছিলো আমি তাকেও কিছু চকোলেট দিলাম। এবার সিনথিয়া কিশোরীর নিকট থেকে বিস্কুটের প্যাকেটটি নিয়ে একটি করে বিস্কুট আমাদের সবাইকে দিলো। আমরা বিস্কুটগুলো খেলাম। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম যে কিশোরীটির অভিব্যক্তিতে অতিথি আপ্যায়নের আনন্দ প্রতিফলিত হচ্ছে।

চকোলেট বিতরণ শেষ হলো। আবার দেখা হবে বলে আমরা ওদেরকে বিদায় জানিয়ে বোটে উঠলাম। বোট ছুটতে শুরু করলো। সবাই হাত নেড়ে আমাদেরকে বিদায় জানালো। যতক্ষণ দৃষ্টিগোচর হলো ততক্ষণ দেখলাম ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হাত নেড়েই যাচ্ছে। আমরাও হাত তুলে ওদেরকে শুভেচ্ছা জানালাম।

অল্পসময়ের মধ্যেই আমরা ফুলে ফেঁপে উঠা বিপুল জলরাশি পার হয়ে এপারে ফিরে এলাম এবং নিকটবর্তী স্থানে তাঁবুতে আশ্রয় নেয়া প্রায় পঞ্চাশটি পরিবারের একটি ক্যাম্প পরিদর্শন করলাম। এ সকল উদ্বাস্তুদের বেশিরভাগই লেকের ওপারের বাসিন্দা। দুর্গতদের চাহিদা সব জায়গাতে একই রকম প্রতিভাত হলো। এ মুহূর্তে খাদ্যদ্রব্যই হচ্ছে প্রধানতম চাহিদা। এখানেও আমরা তিন ভাগে ভাগ হয়ে বিভিন্ন তাঁবুতে গিয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করলাম।

ক্যাম্পটি দেখার পর আমরা সিজুর উদ্দেশ্য রওয়ানা হলাম।

মিঃ লী বললেন, আরো কিছু উদ্বাস্তু আশে পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং তাঁদের হালনাগাদ তথ্য আমাদের স্থানীয় দফতরে সংরক্ষিত আছে যদিও ওদের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। এখানকার প্রমত্তা ইয়াংসীর তীরবর্তী হাজার হাজার গ্রামের লক্ষ লক্ষ মানুষ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। শাখানদী ও নদীর সাথে সংযুক্ত লেকসমূহের পার্শ্ববতী গ্রামগুলোতে বসবাসকারী মানুষের অবস্থাও তথৈবচ।

আমি বললাম, আমাদের সময় সীমিত হলেও যতটুকু সম্ভব ততটুকু আমরা দেখবো, পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবো এবং মানুষের কষ্ট লাঘবের বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

মিঃ লী আমার কথা সমর্থন করলেন এবং বললেন, অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা সিজু পৌঁছাবো। ওখানে গিয়ে সর্বপ্রথম রাইস মিলের ম্যানেজারের সাথে দেখা করে চাল ক্রয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করে হোটেলে চেক ইন করবো।

শাওলিং বললো, একই সাথে পরিবহণের দায়িত্বটাও নির্ধারণ করতে পারলে ভাল হয়। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের পরিবহণ ব্যবস্থা কাজে লাগাতে পারলে বিতরণের কাজটাও অতি শীঘ্র শুরু করা যাবে।

মিঃ লী শাওলিংয়ের কথা সমর্থন করে বললেন, আমরা যখন সরবরাহকারী মিলের সাথে চুক্তি সম্পাদন করি তখন এ বিষয়টি চুক্তির অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। আমি বললাম, মিল কর্তৃপক্ষের সামর্থ যাচাই করার প্রয়োজন রয়েছে। যদি তাদের পরিবহণ ব্যবস্থা আমাদের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয় তবে অন্য একটি পরিবহণ কোম্পানির সাথে আমরা চুক্তি করতে পারি। তবে এখন মুখ্য বিষয় হচ্ছে রাইস মিল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করা।

আমরা যখন সিজু পৌঁছলাম তখন দুপুর পার হয়ে গেছে। আমাদের গাড়ি একটা রেস্টুরেন্টের সামনে গিয়ে থামলো। রেস্টুরেন্টে ঢুকেই দেখলাম যে একটা বড় টেবিল আমাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

মিঃ লী তার অধীনস্ত এক কর্মকর্তার সাথে কিছুটা আলোচনা করে সোজা রিসিপশনের টেলিফোনটার সামনে চলে গেলেন এবং টেলিফোনে কিছুক্ষণ কথা বলে ফিরে এসে আমার পাশে বসে আমাকে জানালেন যে, রাইস মিলের ম্যানেজারকে এখানে আসতে বলেছি, তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানে চলে আসবেন। তাঁর সাথে আলোচনাটা এখানেই সেরে ফেলতে চাই।

আমি বললাম, ভালই করেছেন, কিছুটা হলেও সময় বাঁচানো গেলো।

এমনসময় সিনথিয়া এসে আমার পাশে বসে বললো, আমাদের বিতরণ সামগ্রীর চালানটা সিজুতে পৌঁছে গেছে। বিষয়টা নিয়ে বড় চিন্তায় ছিলাম কারণ বন্যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থাতেও কিছু নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

আমি বললাম, তোমরা নিজেরাই কি সরাসরি ঐ সকল সামগ্রী পরিবহণ করছো?

সিনথিয়া বললো, আমরা বেইজিংয়ের এক কোম্পানির সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করেছি। সেই চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই দ্রব্যসামগ্রী আমাদের হতে এসে পৌঁছে যাচ্ছে।

আমি বললাম, তোমাদের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা দুটোই অত্যন্ত বাস্তবসম্মত।

ইত্যবসরে খাবার পরিবেশিত হলো। অনেকগুলো আইটেমের মধ্যে ভাজা মাছ, মুরগির তরকারি ও সাদা ভাত দেখে মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। খাবারের মেন্যু নির্ধারণে সিনথিয়ার পরোক্ষ কোন ইঙ্গিত রয়েছে বলে মনে হলো। ক্ষুধা যেমন লেগেছিল খেলামও তেমনি পেট পুরে।

আমাদের খাবার শেষ হবার পূর্বেই রাইস মিলের ম্যানেজার এসে হাজির হলেন।

পরিচয়ের পর্ব শেষে আমরা সরাসরি চাল সরবরাহের বিষয়ে তাঁর কাছে জানতে চাইলাম।

ম্যানেজার তাঁর বক্তব্যে বললেন, এক সপ্তাহ পূর্বে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী এখন পর্যন্ত এক তৃতীয়াংশ চাল আপনাদের লোগো সম্বলিত বস্তায় ভরে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করা হয়েছে। এই চাল

আগামীকাল থেকে পরিবহণ শুরু হবে। কাল প্রত্যুষে আঠারোটি ট্রাক চাল নিয়ে নির্দেশিত জায়গায় পৌঁছে যাবে। পরশুদিন ট্রাকের সংখ্যা বেড়ে পঁচিশটি হবে এবং তার পরদিন থেকে প্রতিদিন ত্রিশটা করে ট্রাক চাল পরিবহণ করবে।

ম্যানেজারের বক্তব্য শুনে আমি মিঃ লীকে বললাম, ট্রাকের সংখ্যা যখন প্রতিদিন বাড়ছে তখন ট্রাকের মালামাল তাৎক্ষণিকভাবে নামিয়ে রাখার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

মিঃ লী বললেন, এ বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া রয়েছে। ট্রাক পৌঁছানোর সাথে সাথেই চাল নামিয়ে রাখার ব্যবস্থা সব জায়গা থেকেই নিশ্চিত করা হয়েছে।

ম্যানেজার বললেন, কোথায়ও যদি কোন অসুবিধার কারণে চাল প্রেরণ স্থগিত করতে হয় তবে কমপক্ষে একদিন পূর্বে তা আমাদেরকে অবহিত করবেন।

মিঃ লী ম্যানেজারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, তালিকা অনুযায়ী আপনি ট্রাক পাঠাতে থাকুন। আপাতত কোন অসুবিধা আমি দেখছি না। যদি কোন স্থানে কোন কারণে সরবরাহ স্থগিত করতে হয় তবে আমি সরাসরি আপনাকে জানাব।

ম্যানেজার আমাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলেন।

মিঃ লী বললেন, আজকে আমরা আর কোথায়ও যাচ্ছি না। আমাদের হোটেলটা এখান থেকে বেশি দূরে নয়। এবার আমরা হোটেলে চেক ইন করবো এবং বিশ্রাম নেবো। আমার কিছুটা কাজ থাকায় রাতের ডিনারে আমি আপনাদের সাথে মিলিত হতে পারবো না।

দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা হোটেলে পৌঁছুলাম এবং চেক ইন করলাম। দোতালার প্রান্তসীমায় আমার রুম। প্রশস্ত জানালাটার পর্দাটা সরাতেই বাইরের অনুপম দৃশ্যের মুখোমুখি হলাম। সূর্যের আলো তির্যক হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। পশ্চিম আকাশে স্তূপীকৃত শুভ্র মেঘমালা আলোর প্রতিসরণ বর্ণালী ছটায় দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির এমন মনোরম রূপ দেখে মুগ্ধ হলাম।

শাওয়ারের নিচে অনেকক্ষণ ধরে ভিজলাম। ভ্রমণজনিত ক্লান্তি দূর হলো। পরিপাটি হয়ে ল্যাপটপ নিয়ে বসলাম। মেইল চেক করে রোজনামচা লিখতে মনোযোগী হলাম। আজ সারাদিনের ঘটনাবলীর মধ্যে মানবপ্রাচীর রচনা করে বাঁধ নির্মাণের ঘটনাটি মনের মধ্যে দাগ কেটেছিল বিধায় ওটাকে বর্ণনা সমেত নিখুঁতভাবে লিখলাম।

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো। রিসিভার উঠিয়ে সিনথিয়ার কণ্ঠ শুনলাম।

সিনথিয়া বললো, এ সময়ে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। তুমি কি ব্যস্ত?

আমি বললাম, মোটেই না। বল কি বলবে।

সিনথিয়া বললো, আমি কিছু কেনাকাটা করার জন্য বাইরে যাব। যদি কোন কাজ না থাকে তবে আমার সাথে যেতে পার। তোমারও তো কেনাকাটা থাকতে পারে- এটা ভেবেই তোমাকে ফোন কললাম।

আমি বললাম, দশ মিনিটের মধ্যে আমি নিচে নেমে আসছি।

সিনথিয়া বললো, কেনাকাটার পর ডিনার করে আমরা হোটেলে ফিরবো, এতে তোমার আপত্তি নেই তো?

আমি বললাম, আনন্দের মধ্যে আপত্তি থাকবে কেন? আমি আসছি।

কাপড় বদলিয়ে প্রস্তুত হয়ে শাওলিংকে টেলিফোনে বিষয়টি জানিয়ে নিচে নেমে এলাম। সিনথিয়া প্রস্তুত হয়ে ছিল। রাস্তায় বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমরা বাইরে বেরুলাম।

সিনথিয়া ড্রাইভারকে গন্তব্যের নির্দেশনা দিল। গাড়ি ছুটে চললো প্রশস্ত রাস্তা ধরে। কিছুক্ষণের মধ্যে গাছপালা পরিবেষ্টিত একটা সবুজ বেষ্টনীর ভিতর প্রবেশ করলাম। সামনে একটা বিশাল লেক। সিনথিয়া গাড়িটাকে পার্ক করে রাখতে বললো। আমরা গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে লেকের পার বরাবর একটা সান বাঁধানো বেঞ্চের উপর বসলাম।

পশ্চিম দিগন্তে আলোর বিচ্ছুরণ। সূর্য অস্তাচলগামী। মৃদুমন্দ বাতাস অচেনা মুকুলের সুবাস ছড়িয়ে দিচ্ছে চারিদিকে। লেকের পানিতে ছোট ছোট ঢেউ কুলু কুলু শব্দ করে আছড়ে পড়ছে। এক ঝাঁক পাখি সুমধুর শব্দ ছড়িয়ে একটা বাঁক নিয়ে উড়ে গেল। প্রাণ মাতানো আর মন ভুলানো এমন পরিবেশ আমার কাছে অনন্য বলে মনে হলো। আমি নির্বাক হয়ে অবাক দৃষ্টিতে একেবারে উদাসী হয়ে গেলাম। সিনথিয়াও কোন কথা না বলে নির্বাক হয়ে বসে থাকলো।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। একটার পর একটা আলো জ্বলে উঠলো তবে লেকের পার বরাবর আলোর প্রখরতা না থাকায় আলো আধারের একটা জটলার সৃষ্টি হলো।

এই নৈসর্গিক পরিবেশের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে সিনথিয়া বললো, এই যে বৈচিত্রময় বিশ্বচরাচর এবং এর বস্তুনিলয়, বৃক্ষরাজী, প্রাণীজগৎ এগুলো দেখে কখনো কি তোমার মনে কোন প্রশ্নের উদ্রেক হয়?

আমি বললাম, শুধু আমি কেন এমনতর প্রশ্ন তো যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত স্রোতের মত মানুষের মন থেকে মনে বয়ে চলেছে। এখনো যে কোন অবসরে এ সকল প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে আমার ভাল লাগে। তোমার প্রশ্ন তোমাকেই ফিরিয়ে দিয়ে জানতে চাই যে তুমি এগুলো কি ভাবে দেখ?

সিনথিয়া বললো, সম্প্রতি আমি একটি অনুবাদ করা পুস্তকে একটি আর্টিকাল পড়েছিলাম। সেই আর্টিকেলে বর্ণিত বক্তব্য আজকের এই প্রশ্নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে। সুতরাং উত্তরটা আমি সেখান থেকেই তুলে ধরছি। সেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর সকল বস্তুসামগ্রী পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং এদের মধ্যে একটা শাশ্বত নৈসর্গিক চেতনা বিদ্যমান। যে চেতনা যুগ যুগ ধরে এদের বৈশিষ্টের মধ্যে নিবিষ্টভাবে মিশে রয়েছে। মাটি, বাতাস, আগুন, পানি স্ব স্ব মহিমায় চেতনা বিশিষ্ট এবং আপন আপন স্বকীয়তা নিয়ে সবাই প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ়। জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য এগুলো পেতে বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কখনোও কাউকে কোনরূপ মূল্য পরিশোধ করতে হয় না। সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থাটাই আপন মহিমায় যার যার দায়িত্বের পরিসরে সকলের জন্য অবারিত সেবাদানে রত। সৃষ্টির শুরু থেকে অনাগত লক্ষ-কোটি বছর এর কোনরূপ ব্যতিক্রম বা এদের বৈশিষ্ট্যের কোনরূপ পরিবর্তন বা ব্যবহারে কোন ব্যতিক্রম হয়নি এবং হবে না বলেই প্রতীয়মান হয়। তবে সময়ের দীর্ঘ পরিক্রমায় কোন মহা দুর্যোগ বা প্রলয়ঘটিত কারণে এগুলো কখনো ক্ষতিগ্রস্ত বা বিলুপ্ত হবে কিনা সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ।

সিনথিয়া একটু থেমে বোতল থেকে কিছুটা পানি গলাধঃকরণ করে পুনরায় বললো, স্বাভাবিক অবস্থায় মাটির গুণাগুণ সবসময়ই স্থিতাবস্থায় থাকবে, তা না হলে অঙ্কুরোদ্গম হবে না ফলে ফসল বা তরুরাজী পৃথিবী থেকে নিঃশেষিত হবে। আগুনের কথা যদি ধর তবে নিশ্চয়ই স্বাভাবিক অবস্থায় এর দহন ক্ষমতা থাকবে না বা কমে যাবে এমন আশংকা মোটেই বিজ্ঞান সম্মত হবে না। একইভাবে বাতাসের উপাদানসমূহের কোনটি যেমন অক্সিজেন বিলুপ্ত না হওয়ারই কথা,

হলে সকল প্রাণিকূল বিলুপ্ত হবে। এই উপকরণগুলো প্রকৃতির মধ্যে স্থিতাবস্থায় বিরাজমান এবং আমাদের জন্য মহা অনুগ্রহের আধার।

আমি বললাম, তোমার এই বক্তব্য অনেক প্রশ্নের সূচনা করতে পারে। মহাবিশ্বের বিশাল বিস্তৃত পরিসরে সৌর জগতের আয়তন একটা বিন্দুর চেয়েও শত সহস্রগুণ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। বিন্দুবৎ আকারে এর অবস্থান হলেও বৈশিষ্টগত দিক থেকে এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানেই অন্যান্য আরো কয়েকটি গ্রহের সমন্বয়ে পৃথিবী নামের অনন্য গ্রহটির অবস্থান। সূর্য থেকে পৃথিবী এমন একটি দূরত্বে সমাসীন যে এখানে নাতিশীতোষ্ণ অবস্থা বিরাজমান। তা না হয়ে যদি অধিক গরম বা অধিক শীতল পরিবেশ থাকতো তবে এখানে এখন বিরাজমান জীবনের কোনটারই উন্মেষ ঘটতো না। যেমনটি সৌর জগতের অন্যান্য কোন গ্রহে জীবনের কোন লক্ষণ এ যাবৎও পরিলক্ষিত হয়নি।

সিনথিয়া বললো, এখন প্রশ্ন হলো- এই যে মহা আয়োজন তা কি কোন পরিকল্পনা ও ইচ্ছার অধীন নাকি হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া ঘটনা বিশেষ? তবে প্রাসঙ্গিকতা ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় অন্তরের অন্তস্থলে স্বভাবতই এমন প্রশ্ন সঞ্চারিত হয় যে, এই যে অতি সুনিপুণ ভারসাম্যতার মধ্যস্থতা তা কেমন করে সম্পাদিত হলো? তা কি প্রকৃতিগত ধারাবাহিকতার বহিঃপ্রকাশ নাকি শাশ্বত কোন ইচ্ছাশক্তির মহিমাগত অপার দানশীলতার অংশ মাত্র।

আমি এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে সিনথিয়ার অপার্থিব মায়াভরা মুখটার দিকে অনিমিষ তাকিয়ে থাকলাম।

সিনথিয়া বলতে থাকলো, আমি নিশ্চিত যে মানুষের মনোজগতে এ সকল প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছিল সৃষ্টির পর থেকেই। সভ্যতার অগ্রযাত্রার দীর্ঘ পথে যুগে যুগে মনিষীগণ এ সকল প্রশ্নের নিরবচ্ছিন্ন জবাবও দিয়েছেন। তবে সত্য যেটি সেটিতো স্বমহিমায় বিরাজমান। একে চিনে নেয়াটাই হলো এক অপার সাফল্য, বলতে পার যে আমাদের জন্মের সার্থকতা ।

একটু থেমে আকাশের দিকে তাকিয়ে ও আবার বললো, অনেক বিজ্ঞজনইতো এ কথা বলেই থাকেন যে আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মাঝে যা কিছু আছে এর প্রতিটি বিন্দুকণা একটি সুনিপুণ শৃঙ্খলার বন্ধনে আবদ্ধ এবং কোন সচেতন মহাশক্তির অসীম জ্ঞানের ও নিয়ন্ত্রণের আওতাধীন এবং কোনকিছুই এই পূর্ণ ক্ষমতা ও আধিপত্যের বাইরে নয়। কোন বস্তু যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন যা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া যায় না, অনুরূপভাবে কোন বস্তু যত দূরেই অবস্থিত হোক না কেন অথবা কোন বস্তু গভীর আঁধার বা যবনিকার অন্ধকারেই থাক না কেন কোন কিছুই উদ্দেশ্যবিহীন ও নিরর্থক নয়। মহাবিশ্বের এ সকল বস্তুনিলয় একটি মহাপরিকল্পনার অংশ মাত্র এবং মহাব্যবস্থাপনায় বিস্তৃত ও বিরাজমান।

এবার সিনথিয়া তাঁর গভীর দৃষ্টি আমার দুটি চোখের উপর নিবদ্ধ করে বললো, এখন প্রশ্নটা হলো যে তুমি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ কর?

আমি বললাম, এ সকল বক্তব্য ও প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েই যুগে যুগে মানুষ দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে, মানুষের মধ্যে আস্তিকতা ও নাস্তিকতার উন্মেষ ঘটেছে এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে।

সিনথিয়া বললো, বিষয়টি নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক। তবে আমি মনে করি যে আস্তিকদের অবস্থান নাস্তিকদের চেয়ে অনেক সুদৃঢ় যদিও আস্তিক হওয়া এবং আস্তিক থাকা বেশ কঠিন

পক্ষান্তরে নাস্তিকতা হলো বাধ্যবাধকতাহীন এমন একটা দর্শনদারী যা উদাসীনতায় পরিপূর্ণ।

আমি বললাম, কি কারণে তোমার তা মনে হয়?

সিনথিয়া বললো, আস্তিকগণ পার্থিব জীবনযাত্রার মধ্যে সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী এবং ব্যক্তি বিশেষে কম বেশি একটা আধ্যাত্মিক বা নৈসর্গিক নিয়ন্ত্রণের অধীন কিন্তু নাস্তিকগণ অবিশ্বাসী এবং পার্থিব বিষয়াদিতে বেশি অনুরক্ত। মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান এবং পাপ-পূণ্যের বিষয়টি যদি সত্য হয় এবং সামনে উপস্থাপিত হয় তখন আস্তিকগণ তাঁদের সৃষ্টিকর্তার বিধানাবলী অনুসরণের কারণে মহাপুরস্কারে ভূষিত হবেন। কিন্তু নাস্তিকগণ তাদের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার কারণে তিরস্কৃত হবেন এবং নির্দিষ্ট শাস্তি ভোগ করবেন। আর যদি নাস্তিকদের ধারণা সত্য হয়, যদি পাপ-পূণ্যের হিসাব নিকাশ না থাকে তবে তা নাস্তিক ও আস্তিক সবার জন্যই সমভাবে ঝুঁকিমুক্ত হবে এবং তাদের ধারণামতে মৃত্যুর পর আর কোন কিছুই নাই বা থাকবে না।

সিনথিয়া একটু থেমে পুনরায় বললো, বর্তমানে পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষের বসবাস। তুমি কি ধারণা করতে পার এর শতকরা কতভাগ বিশ্বাসী এবং কতভাগ অবিশ্বাসী?

আমি বললাম, আমার ধারণা মতে পৃথিবীর মানুষের মধ্যে শতকরা আশি ভাগ বিশ্বাসী, দশ ভাগ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে এবং বাকি দশ ভাগ মানুষ অবিশ্বাসী।

সিনথিয়া উচ্চস্বরে হেসে উঠে বললো, তুমি সত্যিই অতি উৎসাহী একজন মানুষ। তবে তোমার অনুমান যদি সত্য হয় তবে তা যুক্তিগ্রাহ্যমতে এই পৃথিবীর জন্য মঙ্গলের বার্তাই বহন করে।

আমি বললাম, যুক্তিগ্রাহ্য বলতে তুমি কি বলতে চাচ্ছ তা কিন্তু বুঝতে পারলাম না।

সিনথিয়া আবার একটা হাসির রেশ টেনে বললো, সঙ্গত কারণেই আমরা আশা করতে পারি যে বিশ্বাসী মানুষেরা বিনয়ী হবেন এবং কখনোই অন্য মানুষের দুঃখ কষ্টের কারণ হবেন না, লোভ-লালসা-অসভ্যতা বিবর্জিত হবেন এবং কখনো অন্য মানুষের সহায়তায় বিমুখ হবেন না, পরিবেশ-পরিজন ও নৈসর্গিকতা ভালবাসবেন এবং দুর্যোগ-দুঃসময়ে দুর্গতদের সহায়তা প্রদানে কখোনও পিছপা হবেন না। তবে আমি এ কথা বলছি না বা কখনো বলবো না যে অবিশ্বাসী মানুষ ঐ সকল গুণাবলী বিবর্জিত বা তারা মানুষের দুঃখ কষ্ট বোঝেন না।

আমি বললাম, পৃথিবীতে সময়তো অনেক গড়িয়ে গেছে। ভাল-মন্দ এবং ন্যায়-অন্যায়ের বিষয়গুলো তো এখন আর কোনরূপ অস্পষ্টতার বেড়াজালে আবদ্ধ নয়। তবু কেন এতো বিরোধ - এতো শংকা।

সিনথিয়া বললো, কারণগুলো অস্পষ্ট নয় মোটেই। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোই হচ্ছে দ্বন্দ্ব ও বিরোধিতার মূল উপকরণ।

আমি বললাম, মানুষের মধ্যে ধৈর্য ও স্থিরতার অভাব হওয়ার তো কথা নয়। প্রগতির পথে পথ চলায় দ্বন্দ্বের উদ্ভব অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং এগুলো নিরসনে সম্মিলিত প্রয়াসের পরিবর্তে ক্ষমতাধর কারো একক সিদ্ধান্ত প্রায়ই কঠিন হয়ে প্রতিভাত হয় পরিণামে যা মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সিনথিয়া বললো, এই কথাগুলো সত্যনিষ্ঠ হিসাবে তুমি যেভাবে হৃদয়ঙ্গম কর আমিও ঠিক সে ভাবেই অন্তরে ধারণ করেই বলছি যে সভ্যতার পথে আমাদেরকে আরো অনেকদূর এগুতে হবে।

আলো আঁধারের এই মায়াবী পরিবেশে সিনথিয়ার সর্বশেষ বাক্যটি আমাকে উদ্বেলিত করলো।

উন্মুক্ত আকাশে অগণিত তারকারাজির দিকে আমার উদাসী দৃষ্টি ঘুরে ঘুরে ফিরতে লাগলো। অনেক আনন্দের মধ্যেও কত বিশাল একটা বেদনা যে আমাদেরকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে তা সম্যক উপলব্ধি করলাম। বেশ কিছুক্ষণ নীরবতায় অতিবাহিত হলো। দু চারজন যারা এতোক্ষণ আমাদের দুপাশে বসেছিল তারা প্রস্থান করেছে। জনশূন্য চারিদিক। নিস্তব্ধতায় পরিব্যাপ্ত।

এমন নিবিড় একটা পরিবেশে হঠাৎ সিনথিয়া আমার বাম হাতটি চেপে ধরে বললো, তুমি কি আমাকে বুঝতে পেরেছো?

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সিনথিয়ার দিকে তাকালাম। আমার হাতে ওর হাতের চাপ আরো বাড়ছে। আমিও আমার হাত দিয়ে ওর হাতটাকে আরো শক্ত করে ধরলাম। অন্ধকারের মধ্যেও ওর অভিব্যক্তি বোঝার চেষ্টা করলাম কিন্তু ব্যর্থ হলাম। কিছুতেই ওর এমনতরো ভাবান্তর বুঝতে পারলাম না।

সিনথিয়া বললো, আমি ভারাক্রান্ত, বোঝা অনেক বেশি হওয়ায় ভার আর বইতে পারছি না। আমার বোঝার কিছু অংশ তোমাকে দিতে চাই, তুমি যদি তা অনুগ্রহ করে গ্রহণ কর তবে আমি অস্বস্তি থেকে মুক্তি পাব।

অতীব বিষ্ময়ের মধ্যেও আমি কৌতুহলী হলাম। একবার মনে হলো, সিনথিয়া মানসিকভাবে বিপর্যস্ত নয় তো? পরক্ষণে মনে হলো, তা হতেই পারে না কারণ বিমানে সংঘটিত ঘটনাটির পর থেকে আজ অব্দি আমার সাথে তার আচরণ অত্যন্ত সাবলীল ও সুস্থ মস্তিষ্ক প্রসূত ছিল। তাঁর রহস্যময়তা এবং ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা প্রমাণ করে যে সে আর যাই হোক মানসিক রোগগ্রস্ত নয়। তবে সিনথিয়া কি প্রণয়ঘটিত কোন অব্যক্ত বিষয়ের কথা বলতে চাইছে? ইত্যাদি এলোমেলো ভাবনা আমাকে গ্রাস করে ফেললো।

আমার এহেন স্থবিরতা দেখে কিছুক্ষণ পর সে বললো, কি এতো ভাবছো? আমার প্রশ্নটা কি এতোটাই কঠিন যে উত্তর দিতে পারছো না?

আমি ভাবনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এসে বললাম, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে বন্ধুর মতো সহযোগিতা করবো।

সিনথিয়া আবেগপ্রবণ হয়ে আমার হাত আরো চেপে ধরে বললো, বিমানে তোমাকে প্রথম দেখেই আমার মনে হয়েছিল যে তোমাকে বিশ্বাস করা যায়।

আমি বললাম, বিশ্বাস করার কারণটা কি ছিল?

সিনথিয়া আরো একটু সরে এসে বললো, আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর প্রয়োজন ছিল, দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁকে আমি খুঁজে ফিরছিলাম। অবশেষে তোমার দেখা যখন পেলাম তখন নিশ্চিত হলাম যে তুমিই আমার সেই আরাধ্য বন্ধু। তোমাকে দেখার পর আর হারাতে চাইছিলাম না। তবে সন্দেহ ছিল, তুমি এখানে এসেছো দুস্থ মানবতার সেবা করতে, এ অবস্থায় ব্যস্ততা ও পারিপার্শিকতার কারণে আমার বন্ধুত্বের প্রস্তাব তুমি ফিরিয়ে দাও কিনা।

বিস্ময়, ভাবাবেগ ও আনন্দমিশ্রিত এক বিরল অনুভূতির মুখোমুখি হলাম। এ মুহূর্তে সিনথিয়ার হৃদয়ের বেদনার উৎস কোথায় তা বোঝা এবং না বোঝার দোলাচলে হতবুদ্ধির পর্যায়ে উপনীত হলাম। এর আগে তাঁর ঐন্দ্রজালিক রহস্যময়তা সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটন করতে না পারলেও সে যে মানবতার পক্ষের মানুষ তা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলাম। দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেলাম যে আমাকে

নিয়ে সিনথিয়ার কোন পরিকল্পনা রয়েছে। একবার মনে হলো সিনথিয়া কি অন্য গ্রহের কোন মানবী? সে কি এলিয়েন? নাকি নির্যাতিত অগণিত মানুষের বিমূর্ত কোন প্রতিচ্ছবি? তা না হলে যুগযুগান্তর ধরে বয়ে আসা কালে কালে সঞ্চিত কালের বেদনা সিনথিয়ার অন্তরে বাসা বেঁধেছে কেন? সেকি যুগোত্তীর্ণ কোন মানুষ? এ এক অভূতপূর্ব অনুভূতি। এমনতর অনুভূতি আমার জীবনে আর কখনো হয়েছে বলে মনে হলো না।

আমি সিনথিয়ার হাত আরো একটু চেপে ধরে তাঁর প্রতি আমার সমর্থনের প্রতিশ্রুতি জানিয়ে বললাম, সহমর্মিতার সত্যিকার অর্থ আমি জানি। মানুষের বিষণ্নতায় আমি বিচলিত হই, তাঁদের দুঃখ, কষ্ট ও বেদনার বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করা যদিও একটা সহজ ব্যাপার নয় তবুও তা উপলব্ধি করার সহজাত প্রবৃত্তি আমার রয়েছে।

সিনথিয়ার চোখদুটো ছলছল করছে, হয়তো বা এখুনি অশ্রু গড়িয়ে পড়বে।

দৃঢ়তার সাথে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললো, এবার চলো ফিরে যাই।

আমরা উঠে দাঁড়ালাম। নিস্তব্ধ আকাশে আবছা আলো ছড়িয়ে ঝলমল তারাগুলো যেনো প্রশান্তির প্রতিচ্ছবি হয়ে বহু দূর থেকে আমাদেরকে অভিনন্দন জানালো। এক ঝলক দুরন্ত বাতাস অজস্র ফুলের সুবাস নিয়ে আমাদের উপর পরশ বুলিয়ে বয়ে গেলো। লেকের পানিতে বাতাসের দোলায় মৃদুমন্দ ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ শোনা গেল।

আমি বললাম, সাত সমুদ্র পেরিয়ে দিগ্‌বিজয়ী রাজপুত্র অবশেষে রাজকন্যার সাক্ষাৎ পেলো।

সিনথিয়া একটু হাসির রেশ ছড়িয়ে বললো, ভুল বললে। আসলে কথাটা হবে যে দিগ্‌বিজয়ী রাজকন্যা অবশেষে রাজপুত্রের সাক্ষাৎ পেলো।

আমিও সিনথিয়ার হাসির সাথে যোগ দিয়ে হেসে হেসে বললাম, যাই বল এমন মায়াবী পরিবেশে অন্তরঙ্গ বন্ধুর সান্নিধ্য ছাড়তে মন সায় দিচ্ছে না।

সিনথিয়া বললো, চিন্তার কোন কারণ নেই। আমাদের সময়তো সবে শুরু হলো। এরপর সময়ের সবটুকু আমাদেরই থাকবে। আমাদের পথটা অনেক দীর্ঘ। পৃথিবীর অগণিত তৃষ্ণার্ত মানুষ আমাদের সতীর্থ। তাঁদেরকে নিয়ে কল্যাণের পথে আমাদেরকে হাঁটতে হবে বহুদূর।

আমার হাত ধরে পার্ক করা ট্যাক্সির দিকে হাঁটতে হাঁটতে সিনথিয়া বললো, এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবতী নারী হচ্ছে আমি। আনন্দে আমার হৃদয়-প্রাণ কানায় কানায় পরিপূর্ণ। আমার হাতের মধ্যে তোমার হাতের যে বন্ধন আজকে রচিত হলো, মনে রেখো তা কিন্তু কখনো ছিন্ন হবার নয়।

অপেক্ষমান ট্যাক্সিটি নিয়ে আমরা একটা রেষ্টুরেন্টে রাতের খাবার খেয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। সিনথিয়াকে বিদায় জানিয়ে রুমে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। সিনথিয়ার সান্নিধ্যে সংঘটিত ঘটনাটি আমাকে উদ্বেল করে তুল্‌ছিলো বার বার। বিষয়টি নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে সিনথিয়া নিশ্চয়ই বিশাল কোন ব্রত নিয়ে পথে নেমেছে এবং আরাধ্য কাজ সম্পাদনে আমার সহায়তা তাঁর প্রয়োজন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যে সিনথিয়ার অভিলাষ চরিতার্থে আমি সর্বদাই বিশ্বস্ত থাকবো এবং তাঁর সাথে আমার বন্ধুত্বের মর্যাদা যে কোন মূল্যে সমুন্নত রাখবো।

প্রতিদিন রাতে রোজনামচা লিখা, টিভির খবর শোনা ইত্যাদি আজ আর করতে মন চাইলো না, হাত মুখ ধুয়ে সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

তাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রটা ভালভাবে কাজ করছে না। একটা জানালা খুলে দিলাম। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া রুমের মধ্যে একটা প্রশান্তির আবেশ ছড়িয়ে দিল। ঘুমুতে কিছুটা দেরি হলেও রাতে ভাল ঘুম হলো।

চিরাচরিত নিয়ম মতে প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গলেও আজ আর জগিং করতে বাইরে গেলাম না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম যে আকাশটা মেঘে ঢাকা। রুমের মধ্যেই কিছুটা উন্মুক্ত ব্যায়াম করে নিলাম। শাওয়ার নিয়ে পরিপাটি হয়ে ব্রেকফাষ্ট টেবিলে গিয়ে বসলাম। এখনো কেউ আসেনি। পরিচারিকা এসে শুভেচ্ছা জানালো। শুভেচ্ছার প্রত্যুত্তর দিয়ে তার কাছে এককাপ কফি চাইলাম।

এমন সময় শাওলিং এসে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললো, রাতে কিছুসময় বিদুৎ ছিল না। ভাল ঘুম হয়েছে তো?

আমি বললাম, জানালা খুলে ঘুমিয়েছিলাম। ঘুম ভাল হয়েছে।

এমন সময় মিঃ লী এবং সিনথিয়া একসাথে ব্রেকফাষ্ট টেবিলে যোগদান করলেন।

সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মিঃ লী বললেন, কাল রাতে স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালকের সাথে আমার আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেছেন যে প্রায় সব ক্যাম্পেই অস্থায়ী মেডিক্যাল টিম কাজ করছে তবে বেশিরভাগই হচ্ছে ভ্রাম্যমাণ। শুধুমাত্র বড় বড় ক্যাম্পগুলোতে স্থায়ীভাবে টিমগুলো কাজ করছে। অল্প কিছু সংখ্যক ক্যাম্প যেগুলো অতি সাম্প্রতিক স্থাপিত হয়েছে সেগুলোও দু'এক দিনের মধ্যেই ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল টিমের আওতায় আনা হবে।

আমি বললাম, মেডিক্যাল টিম গঠনে আমাদের সংস্থার সহায়তা কেমন?

মিঃ লী বললেন, আমাদের সংস্থা নিকটস্থ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তার ও সিনিয়র ষ্টুডেন্টদেরকে যোগাড় করে স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগের সমন্বয়ে টিম গঠন করেছে। আমাদের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রও প্রদান করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে আরো ঔষধ প্রদান করা হবে ।

শাওলিং সবাইকে নাস্তার পর্বটা তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য তাগাদা দিয়ে বললো, একটু আগে রওনা দিতে পারলে গুইচি থেকে সন্ধ্যার আগেই আমরা ফিরে আসতে পারবো।

আমরা নাস্তা নিয়ে তা খাওয়ায় মনোযোগী হলাম। নানাবিধ কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সকালের নাস্তা খাওয়া শেষ হলো। আমরা গাড়িতে উঠলাম। প্রশস্ত রাস্তা ধরে গাড়ি ছুটে চললো। আকাশে মেঘের ঘনঘটা থাকলেও বৃষ্টি হলো না। একসময় আমরা গুইচি পৌঁছলাম। গুইচি সিটিতে কর্মরত আমাদের সংস্থার দুইজন কর্মকর্তা শহরের প্রবেশমুখে আমাদেরকে সংবর্ধনা জানালেন।

মিঃ লী সরাসরি দুর্গত এলাকা পরিদর্শন শেষে গুইচিতে ফিরবেন এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত করে কর্মকর্তাদ্বয়কে আমাদের সঙ্গী হতে বললেন। এবার তিনটি গাড়ির বহর গুইচি সিটি থেকে উত্তরাভিমুখে ইয়াংজি নদীর পার বরাবর ছুটে চললো। পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমরা বন্যা দুর্গত এলাকায় এসে হাজির হলাম। স্থানীয় বাড়িঘর সব পানির নিচে এবং বেশিরভাগই বিধ্বস্ত। নদীর তীরবর্তী এসব স্থাপনা পুনঃনির্মাণ ছাড়া এখানে পুনরায় বসতি স্থাপন সম্ভবপর বলে মনে হলো না। দুরন্ত প্রতাপে খরস্রোতা ইয়াংজি নদী বয়ে চলেছে।

গুইচি সিটির দুইজন কর্মকর্তা আমাদেরকে পথ নির্দেশ করে একটি ক্যাম্পে নিয়ে এলো। ক্যাম্পটি একটি স্কুলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। পরবর্তীতে আরো উদ্বাস্তুদের আশ্রয়ের জন্য স্কুলের সামনের বড় মাঠে তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে। স্কুল ও তাঁবু মিলিয়ে এখানে বিরানব্বইটি পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করেছে বলে জানা গেল। আশ্রিতদের চলমান সমস্যা ও তাঁদের প্রয়োজন বিষয়ে আলোচনার জন্য আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ হয়ে ক্যাম্পময় ছড়িয়ে পড়লাম। আমি এবং শাওলিং ক্যাম্পের পশ্চিম প্রান্তসীমার তাঁবুগুলো বেছে নিলাম। দুঘন্টার বেশিসময় ধরে আলাপ আলোচনার পর আমরা সবাই স্কুলের সামনে ফিরে এলাম।

ইতিমধ্যে স্কুলের সামনে ফাঁকা জায়গাটায় সামিয়ানা বেষ্টিত একটা ষ্টেজ নির্মাণ করা হয়েছে। ষ্টেজের পেছনে আমাদের সংস্থার লোগো সম্বলিত একটি ব্যানার শোভা পাচ্ছে। নবনির্মিত ষ্টেজে আমরা এসে বসলাম। ক্যাম্প পরিদর্শন কালে যে সকল সমস্যা ও সুপারিশকৃত তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে তা সম্মিলিতভাবে মিলিয়ে উপস্থাপিত হলো। এর মধ্যে পানীয় জলের উৎস দূরে হওয়ায় তা পরিবহণে সমস্যা, সেনিটেশনের বেহাল অবস্থা, খাদ্যসামগ্রীর যোগান, পেটের পীড়া ও ঠাণ্ডাজনিত রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রধান ও সর্বাগ্রে নিরসনের জন্য প্রয়োজন বলে বিবেচিত হলো।

এ সকল আলোচনা যখন চলছে তখন বিশাল একটি ট্রাক ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে আমাদের সামনের ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালো। লোগো দেখে নিশ্চিত হলাম যে এই ত্রাণসামগ্রী আমাদের সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত। কালকে রাইস মিলের ম্যানেজারের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে এ সকল সামগ্রী প্রেরিত হয়েছে।

ট্রাকের ড্রাইভার মালামাল অতিসত্বর নামানোর অনুরোধ জানালেন।

কে নির্দেশ দিলেন বোঝা গেল না, হঠাৎ করে আমাদের সংস্থার লোগো সম্বলিত ভেষ্ট পরিধেয় বিশ জনের মতো একটি দল দৌড়ে এসে ট্রাকের উপর উঠে পড়লো এবং আরো জনাবিশেক ট্রাকের পেছন দিকটায় বিন্যস্তভাবে অবস্থান নিলো। তারপর শুরু হলো মালামাল নামানোর কাজ।

আমি হিসাব করে দেখলাম যে প্রতি মিনিটে প্রায় পঁচিশ বস্তা চাল ট্রাক থেকে অপসারিত হচ্ছে। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মাত্র বত্রিশ মিনিটের মধ্যে কয়েক টন মালামাল ষ্টেজের সামনে সারিবদ্ধভাবে স্তুপাকৃত হলো। আজকে আরো ছয় ট্রিপ মালামাল বহন করে বিভিন্ন স্পটে পৌঁছে দিতে হবে এই আশ্বাস দিয়ে ড্রাইভার মুহূর্তমাত্র সময় অপচয় না করে ট্রাকটি দ্রুত চালিয়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো।

মিঃ লী প্রশান্ত হাসি হেসে বললেন, রাইস মিলের ম্যানেজারের সাথে আমাদের কালকের আলোচনা সত্যিই ফলপ্রসু হয়েছে।

আমি তাঁকে সমর্থন জানিয়ে বললাম, তাঁরা পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছে বলে আমি আনন্দিত। সিনথিয়া বললো, তাঁরা যে অঙ্গীকার করেছে তা মেনে চলার চেষ্টা করছে। আসলে অঙ্গীকার খুবই বড় একটা বিষয়। যারা এটা বোঝে এবং পালন করে তারাই এ পৃথিবীর সবচেয়ে আনন্দিত মানুষ। অঙ্গীকার পালনের মাধ্যমে যে কল্যাণ সাধিত হয় তা ফলপ্রসু ও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে।

সিনথিয়া উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডসেক করে পাশে বসা শাওলিংকে উদ্দেশ্য করে বললো, এই কথাটি মনে রাখতে পারলে সাবলীল ও সুন্দর জীবনযাপন করা অসম্ভব কোন বিষয় নয়।

ইত্যবসরে ষ্টেজের সামনে দুর্গত মানুষজন লাইন ধরে বসতে থাকলো। ভেষ্ট পড়া যুবকেরা সবাইকে সুষ্ঠুভাবে বসা এবং ত্রাণসামগ্রী গ্রহণের প্রস্তুতি বিষয়ে সহায়তা প্রদান করতে থাকলো।

মিঃ লী অনুষ্ঠান শুরু করলেন, তিনি আমাদের সংস্থার আদর্শ উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন। সিনথিয়া তাঁর বক্তব্যে ক্যাম্পে বসবাসকারী ছোটদের কল্যাণকর ব্যবস্থা হিসাবে তাঁর সংস্থার পদক্ষেপের কথা বললেন। আমি আমার বক্তব্যে দুর্গত জনমানুষের সহনশীলতা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে অচিরেই স্বাভাবিক জীবনযাপনে সবাই ফিরে যাবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করলাম।

এরপর শুরু হলো ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ। পরিবারের সদস্য অনুযায়ী চাল, ডাল, তৈল, কম্বল, সোয়েটার, ক্রোকারিজ এবং স্যানিটেশন সামগ্রী সমেত বেশ বড় একটি প্যাকেজ। কোনরূপ হৈই-হুল্লোর ছাড়াই ধীর-স্থিরভাবে বিতরণ কাজ এগিয়ে চললো। স্বেচ্ছাসেবকেরা সর্বোতভাবে সবাইকে সহায়তা করে চলেছে।

এক ঘন্টার কিছুটা বেশি সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ ত্রাণ প্রদান কার্যক্রম সমাপ্ত হলো। বিরানব্বইটি পরিবারের সবাই ত্রাণসামগ্রী পেয়েছে। ষ্টেজের পাশে মাঠটার চারপাশে মানুষ ত্রাণসামগ্রী পরিবহণ ব্যবস্থা নিয়ে জটলা করছে। প্রতিটি পরিবারের চার থেকে পাঁচজন মানুষ তাঁদের ত্রাণসামগ্রী নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এর মধ্যে কেউ কেউ এগুলো মাথায় ও কাঁধে করে বয়ে নিতে শুরু করেছে। চারিদিকে ত্রাণসামগ্রীর সমারোহ এবং উল্লসিত জনমানুষের পদচারণা দেখতে ভাল লাগছিলো।

অল্প সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় ত্রাণসামগ্রী বিতরণের জন্য মিঃ লীকে আমি ধন্যবাদ জানালাম।

প্রত্যুত্তরে মিঃ লী বললেন, ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উপকারভোগীদেরকে নিয়ে স্বেচ্ছাসেবকেরা সুশৃংঙ্খলভাবে ত্রাণসামগ্রী বিতরণের মহড়াও করেছে।

আমি বললাম, তারা কাংখিত সাফল্যলাভে সফলকাম হয়েছে। তাঁদের জন্যও রইলো আমার শুভকামনা।

এর পর শুরু হলো পরবর্তী পর্যায়। শিশুদের জন্য সিনথিয়ার সংস্থার কার্যক্রম। স্টেজের সামনে শতাধিক শিশু সমবেত হলো। তাদের হাসি কান্নায় কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিবেশ আনন্দমূখর হয়ে উঠলো।

স্বেচ্ছাসেবকেরা চারভাগে ভাগ হয়ে তাঁদের হাতে বিভিন্ন প্রকার খেলনা সামগ্রী নিয়ে ছোটদের সামনে হাজির হলো এবং ছোটরা হাত দিয়ে তাঁদের পছন্দমত খেলনা নিতে থাকলো। এর মধ্যে কেউ কেউ একাধিক খেলনাও নিয়ে নিল। কেউ কেউ আবার আরো খেলনা নেয়ার জন্য বায়না ধরলো। চারিদিকে এই উচ্ছলতা বেড়েই চললো। এর মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবকদের আরো কয়েকটি দল রং-বেরংয়ের ছবির বই নিয়ে ছোটদেরকে দিতে থাকলো। এতে অবশ্য ভালো কাজ হলো। মুহূর্তের মধ্যেই ক্রন্দন ও হৈ হুল্লা থেমে গেল। এরপর তৃতীয় ও চূড়ান্ত পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকারের চকোলেট নিয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের আরো একটি দল ছোটদেরকে দিতে থাকলো। এবার আবার হৈ-হুল্লা বেড়ে গেল। সবাই বেশি বেশি চকোলেট পেতে চায়। চকলেটের প্রাচুর্য থাকায় সবাইকে পর্যাপ্ত পরিমাণে চকোলেট দেয়া হলো এবং এর মধ্য থেকে অভিভাবকদেরকে অনুরোধে কয়েকজন বয়োবৃদ্ধও চকোলেট পেলো। একটা অনাবিল আনন্দ ও খুশির বন্যা যেনো

চারিদিকে বয়ে যেতে থাকলো। এভাবে আধা ঘন্টা সময়ের মধ্যেই ছোটদের জন্য খেলনা ও চকোলেট বিতরণ কাজ সমাপ্ত হলো।

সিনথিয়াকে বললাম, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে এ মুহূর্তে হাসিবিহীন কোন মুখ তুমি খুঁজে বের করতে পারবে না। সবাই আনন্দে বিভোর কারণ তাঁদের পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্যটির মুখেও খুশির হাসি ফুটে উঠেছে। এইয়ে দুর্দশাগ্রস্ত সবাই তাদের দুঃখ ভুলে কিছুক্ষণের জন্য হলেও আনন্দ জোয়ারে ভাসতে পারছে সেটা আমাদের সাফল্য বৈকি? মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফুর্ত আনন্দের যোগান দেয়া সহজ কোন কাজ নয়। সিনথিয়া তোমাকে ধন্যবাদ।

সিনথিয়া বললো, ভুলে যাচ্ছ কেন যে এই আইডিয়াটা তোমার? সুতরাং এর জন্য সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তো তোমারই প্রাপ্য।

আমি বললাম, এভাবে বিনয় প্রকাশ করো না। ধারণাটি আমার হলেও এটি বাস্তবায়ন করতে এবং পরিশীলিত পর্যায়ে উন্নীত করে এটাকে চলমান রাখতে যে বিপুল আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার সমাবেশ তুমি ঘটিয়েছো তা কিন্তু সাধারণ কোন বিষয় নয়। প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা এবং তোমার সর্বাত্মক প্রয়াস না থাকলে এটা কিছুতেই সফলতার মুখ দেখতো না। সর্বোপরি তুমি এর মধ্যে অনেক নতুনত্ব সৃষ্টি করতেও সমর্থ হয়েছো।

সিনথিয়া বললো, তাহলে এখন হিসাব করে বের কর সর্বমোট সাফল্যের কতভাগ কার।

আমি বললাম, নব্বইভাগ তোমার এবং দশভাগ আমার।

সিনথিয়া উচ্চস্বরে হেসে উঠে বললো, নিরপেক্ষ হলো না। দারুণভাবে পক্ষপাতিত্ব করলে।

আমি কথা না বাড়িয়ে সিনথিয়ার হাসির সাথে নিজের হাসি যোগ করলাম।

স্টেজের সামনে এবং চারপাশের পরিবেশ এতোক্ষণ আনন্দমুখর ছিল, কিন্তু সবাই যার যার তাঁবুতে প্রস্থান করায় এখন এখানে স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ ছাড়া আর কেউ নেই। মিঃ লী স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে একান্ত আলোচনায় বসেছেন। কার্যক্রম মূল্যায়ন বিষয়ক আলোচনা।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মিঃ লী ফিরে এসে বললেন, আমাদেরকে এবার উঠতে হবে। আমরা সিজুতে ফিরে যাব। সুতরাং গুইচিতে দুপুরের আহার পর্ব সমাধা করে সন্ধ্যার মধ্যেই সিজু পৌঁছুতে পারবো।

আমরা গাড়িতে উঠলাম। আধা ঘন্টার মধ্যেই আমরা গুইচি শহরের একটি রেস্টুরেন্টের সামনে পৌঁছুলাম। হাত মুখ ধুয়ে খাবারের টেবিলে গিয়ে বসলাম। অর্ডার পূর্বেই দেয়া ছিল বলে অতি সত্বর খাবার পরিবেশিত হলো। খাবারের মেন্যুতে বড় আকারের ভাজা মাছ দেখে মনটা আপ্লুত হয়ে উঠলো।

আমার অভিব্যক্তিটুকু বুঝতে পেরে সিনথিয়া বললো, এখানকার মাছ বেশ সুস্বাদু, তোমার ভাল লাগবে।

আমি সিনথিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে খাবারে মনোনিবেশ করলাম।

দুপুরের আহার পর্ব চলার সময় মিঃ লী তার কর্মকর্তাদেরকে পরবর্তী ত্রাণ কার্যক্রমের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী প্রদান করলেন। গুইচি এলাকার বিভিন্ন ক্যাম্পে ত্রাণসামগ্রী বিতরণের সময়সূচি সম্বলিত তালিকার একটি অনুলিপি হাতে নিয়ে তাতে তিনি পেন্সিলের কিছু চিহ্ন একে

বললেন, চিহ্নিত তিনটি স্পটে যাতায়াতের সমস্যা থাকায় ত্রাণসামগ্রী পরিবহণের জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ ট্রাক থেকে মালামাল নামিয়ে নৌকায় করে নিয়ে যেতে হবে।

গুইচির কর্মকর্তাদ্বয় মিঃ লীকে আশ্বস্ত করলেন যে এ বিষয়ে তাদের সতর্ক দৃষ্টি থাকবে।

ইত্যবসরে খাওয়ার পর্ব শেষ হলো। আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম। সিনথিয়ার কাজ থাকায় সে আরো ঘন্টাখানেক এখানে থাকবে বলে জানালো। গুইচির দুজন কর্মকর্তা আমাদেরকে বিদায় জানালো। আমাদের গাড়ি সিজুর দিকে ছুটে চললো।

সূর্য পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়েছে। আমাদের গন্তব্য পশ্চিম দিকে হওয়ায় সূর্যের তীর্যক আলো আমাদের গাড়িতে ছড়িয়ে পড়েছে। নীল আকাশে খন্ড খণ্ড মেঘের ভেলা। দূরে প্রমত্তা ইয়াংজি নদীর দৃশ্য ছাপিয়ে উন্মুক্ত ফসলের প্রান্তরের মধ্য দিয়ে আমাদের গাড়ি ছুটে চলছে। সূর্য যতই নিচে নেমে আসছে প্রকৃতির রং ততই বদলাচ্ছে। পড়ন্ত বিকেলের অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা সিজুতে আমাদের হোটেলে প্রত্যাবর্তন করলাম।

মিঃ লী বললেন, কাল সকাল পর্যন্ত সময় যার যার তার তার। আমি দাপ্তরিক কাজে ব্যস্ত থাকবো বিধায় রাতে ফিরতে আমার বেশ বিলম্ব হবে।

শাওলিং একগাল হেসে মিঃ লীকে আশ্বস্ত করে বললো, আমাদের জন্য ভাববেন না। রাতের খাবার আমরা খেয়ে নেব।

আমি বললাম, শাওলিং আজ তুমি হবে আমার অতিথি। আমরা রাতের খাবার একসাথে খাবো।

শাওলিং বললো, সিনথিয়াকেও সাথে নিতে ভুলোনা যেনো।

আমি রুমে ফিরে গিয়ে পরিপাটি হয়ে বিগত দুদিনের রোজনামচা এবং প্রতিবেদন লেখার জন্য ল্যাপটপটা নিয়ে বসলাম। পশ্চিম দিকের বেলকনির দরজাটা খুলে দেয়ায় মৃদুমন্দ ঠাণ্ডা হাওয়া রুমের মধ্যে আবেশ ছড়িয়ে গেল। ঘন্টাখানেক লেখালেখির পর আরাধ্য কাজ শেষ হলো। কিছুক্ষণ বেলকনিতে বসে সিজু শহরের সান্ধ্যকালীন দৃশ্য উপভোগ করলাম।

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো।

টেলিফোন উঁচিয়ে কথা বলতেই অপর প্রান্ত থেকে সিনথিয়ার কন্ঠ ভেসে এলো।

সিনথিয়া শুধালো, সন্ধ্যার পর তোমার কি কোন কাজ আছে?

আমি বললাম, না, কোন কাজ নেই। তোমার ফোনের অপেক্ষাতেই ছিলাম। আজ রাতে আমি হোষ্ট আর তুমি ও শাওলিং আমার গেস্ট।

সিনথিয়া হেসে বললো, তথাস্তু। তবে একটু আগে বেরুতে হবে। আমরা কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে তারপর ডিনার করে করে হোটেলে ফিরবো।

আমি বললাম, কাল রাতে যে লেকটায় গিয়েছিলাম সেটি অত্যন্ত মনোরম ছিল। চলোনা আজও সেখানেই যাই। সিনথিয়া বললো, ঠিক আছে, তাই হবে। পনেরো মিনিটের মধ্যে নিচে লবিতে চলে আসবে।

আমি শাওলিংকে তাগাদা দিয়ে প্রস্তুত হয়ে নিচে নেমে ওদেরকে গাড়ির মধ্যে উপবিষ্ট দেখতে পেলাম।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা লেকের পারে চলে এলাম।

শাওলিং জায়গাটাকে অপূর্ব হিসাবে আখ্যায়িত করে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে থাকলো। আমি আর সিনথিয়া কাল রাতে যে বেদিটার উপর বসেছিলাম আজও সেখানেই বসলাম।

মেঘশূন্য নির্মল আকাশ। অগণিত তারকারাজিতে উদ্ভাসিত মহাশূন্যের চারিধার। মৃদুমন্দ বাতাস ঢেউ তুলেছে লেকের স্বচ্ছ পানিতে। মৃদু কুলু কুলু শব্দে ঢেউগুলো আঘাত করছে পাড়ে। বাতাসে অচেনা ফুলের সুবাস। আলো আধারের মিশ্রণে মায়াবী এক পরিবেশ, কালকে যেমনটা দেখেছিলাম, আজও ঠিক তেমনি।

শাওলিং কিছুটা ঘুরেফিরে এসে আমাদের সামনের বেঞ্চটায় সটান চিৎ হয়ে শুয়ে বললো, আমি জীবনে এতো তারা একত্রে দেখিনি। বেইজিংয়ের আকাশেতো দুচারটে তারাই দেখা যায়। পৃথিবীর আকাশটা যে এতো সুন্দর তাতো আগে কখনো দেখিনি। আজ আমি শুধু ঐ তারকারাজিই দেখবো। মনে হচ্ছে জীবনের বাকিটা সময় শুধু আকাশের দিকেই চেয়ে থাকি।

সিনথিয়াও আজ আকাশের দিকেই চেয়ে আছে। আমিও ওদের সাথে তাল মিলিয়ে আকাশের তারকারাজি দেখতে থাকলাম। এই অবস্থায় আমার শৈশবের গ্রামীণ জীবনের কথা মনে পড়লো। বর্ষাকালে আমাদের ভবানীপুর গ্রামের চারিদিক পানিতে টইটুম্বুর হয়ে যেতো। ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে মাঝ রাতে চলে যেতাম দূরে ফাঁকা কোন জায়গায়। সাথে আমার চাচাত ভাই আমজাদ অথবা আমার সহপাঠী মজিদ। নৌকা গভীর রাতের মৃদুমন্দ বাতাসে দোলা খেতো আর আমরা চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে আকাশ ভরা তারার মেলা দেখতাম। আমি গ্রেট ব্যারিয়ার রীফ, ক্যাসিওপিয়া, কিছু কিছু গ্রহ এবং আমাদের গ্যালাক্সি 'মিল্কি ওয়ে' চিনতাম।

আমার সহযোগী আমজাদ এবং মজিদকে ওগুলো সম্বন্ধে বলতাম এবং চিনিয়ে দেবার চেষ্টা করতাম। কোন কোন দিন গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত ছাড়িয়ে ইয়ারপুরের বটবৃক্ষের নিকট চলে যেতাম। বর্ষাকালে ঐ বটবৃক্ষটির ঝুলে পড়া শাখাপ্রশাখাগুলো পানির নিচে চলে যেতো। মনে হতো মহিতল থেকে বিশাল এক মহীরুহ উত্থিত হয়ে আকাশের দিকে অপরূপ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে তারকারাজিদের ডেকে ডেকে বলছে, আমিও তো তোমাদের সাথে এই পৃথিবীর এক কোণে জেগে আছি, আমার দিকে তাকাও, আমাকে দেখ।

সিনথিয়ার সচকিত প্রশ্নবানে হঠাৎ বাস্তবে ফিরে এলাম।

সিনথিয়া শাওলিংকে শুধালো, ঐ যে তারকারাজি, বৈচিত্রময় জ্যোতিষ্কমন্ডলী, তুমি কি জান ওরা সংখ্যায় কত?

শাওলিংকে মনে হলো সে এক নিরবিচ্ছিন্ন ধ্যান মগ্নতা থেকে জাগ্রত হলো এবং বললো, মহাকাশ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। তবে এটুকু জানি যে চাঁদ, সূর্য, তারকারাজি সবই প্রকৃতি এবং মহাজাগতিক পরিবেশের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সিনথিয়া বললো, আসলে মহাবিশ্বময় বিস্তৃত ওদের সঠিক সংখ্যা কত তা হয়তো কোনদিনও জানা সম্ভবপর হবে না বলেই আমার ধারণা। মহাবিশ্বের পরিধি বা বিস্তৃতি কি পরিমাণ জায়গা জুড়ে রয়েছে তা অনুমান করাও আমাদের সাধ্যের বাইরে। তবে বিশালকায় টেলিস্কোপ, রেডিও টেলিস্কোপ ও অন্যান্য টেলিস্কোপ থেকে যে সকল তথ্য ও ছবি সংগৃহীত হয়েছে তাতে মহাবিশ্বের বিস্তৃতির রহস্যময়তা বহুমাত্রিক জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছে।

শাওলিং বললো, বড় বড় টেলিস্কোপ দিয়ে ওদের সংখ্যা নির্ভুলভাবে জানা না গেলেও এর একটা ধারণাও কি বিজ্ঞানীরা করতে পারেননি?

সিনথিয়া বললো, সেটা অবশ্য তাঁরা করার চেষ্টা করছেন। তাঁরা যেটা বলছেন তা হলো যে মহাবিশ্বে তারকারাজি গুচ্ছাকারে দলভূক্ত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। এই গুচ্ছ বা দল গ্যালাক্সি নামে অবিহিত। বিজ্ঞানীদের হিসাব মতে একটা গ্যালাক্সি কমবেশি দশ হাজার কোটি নক্ষত্রের আবাসস্থল। সূর্য একটা মাঝারি আকারের নক্ষত্র এবং এর চেয়ে বহুগুণে বড় বিশাল বিশাল নক্ষত্রও গ্যালাক্সিতে রয়েছে। শত সহস্র কোটি বছর ধরে ঐসকল নক্ষত্ররাজি গ্যালাক্সির মধ্যে জন্মলাভ করছে, বিকশিত হয়ে তাদের নির্ধারিত অক্ষরেখায় পরিভ্রমণ করছে এবং পরিণামে মৃত্যুবরণ করে ব্ল্যাকহোলে পরিণত হচ্ছে। এখন এটা অনুমান করাই দুষ্কর যে একটা গ্যালাক্সির পরিধি কত হতে পারে? আমাদের সৌরজগৎ যে গ্যালাক্সির মধ্যে অবস্থিত তার নাম 'মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি'। চেয়ে দেখ ঐ যে উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত আবছা আবছা আলোকময় মেঘের মতো যা দেখছো ওটাই হলো 'মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি'। একটি চাকতির মতো ঐ গ্যালাক্সির কেন্দ্রস্থল আমাদের পৃথিবী থেকে প্রায় সাতাশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে আগামী পাঁচ বিলিয়ন বছরের সমকালীন একটা পরিসরের মধ্যে আমাদের গ্যালাক্সির সাথে পার্শবর্তী অ্যাণ্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির সংঘর্ষ হবে।

শাওলিং অধীর আগ্রহ নিয়ে সিনথিয়ার জ্যোর্তিবিজ্ঞানের জ্যোর্তিময় বক্তব্য শুনতে শুনতে বললো, মনে হচ্ছে মহাকালের মহারহস্যের আবর্তে আমরা ঘুরপাক খাচ্ছি। বিষয়টি আমাকে রোমাঞ্চিত করে তুলেছে এবং মনজুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। কৌতুহলোদ্দীপক বিষয়টি সম্বন্ধে আমাকে আরো জানতে হবে।

সিনথিয়া বললো, কমবেশি দশ হাজার কোটি নক্ষত্র সম্মিলিত যে এক একটি গ্যালাক্সি বিদ্যমান সে রকম এক হাজার কোটির অধিক গ্যালাক্সি এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা দেখতে পেয়েছেন। মহাকাশে বিস্তৃত এ সকল গ্যালাক্সি প্রচণ্ড বিকর্ষণ শক্তি নিয়ে একে অপরের থেকে প্রচণ্ড গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে, এদের সৃষ্টির পর লক্ষ কোটি বছর ধরে ওরা মহাশূন্যের গভীরে অবাধ পরিসরে বিচরণ করছে।

শাওলিং লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, একটু ধীরে ধীরে বলতো, পরিধির পরিমাণটা চিন্তার মধ্যে নিয়ে অনুমানও করতে পারছি না।

সিনথিয়া বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করে বললো, কে জানে গ্যালাক্সিদের এই ছুটে চলা আরো কতদিন চলবে, হয়তো বা আরো লক্ষকোটি বছর ধরে চলবেই থাকবে। এ সকল বস্তুনিলয় সহযোগে যে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে সেরকম মহাবিশ্বও অগণিত রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। তা হলে এবার এই সমগ্র বিশ্ব পরিমণ্ডলের পরিধি কত বড় হতে পারে তা অনুমান কর।

শাওলিং কোন কথা বললো না। আমিও অনেকক্ষণ চুপ চাপ থেকে সিনথিয়ার বক্তব্য শুনছিলাম এবং মহাবিশ্ব যে একাধিক হতে পারে এমনতর ধারণার সাথে প্রথমবারের মতো পরিচিত হলাম। লেকের পানিতে অবিরত ছলাৎ ছলাৎ ঢেউয়ের মৃদু শব্দ ছাড়া আর সব যেনো নিশ্চুপ। ছড়িয়ে থাকা ফুল গাছগুলোর গুচ্ছছায়ায় জোনাকিরা আলো জ্বেলে উড়ে বেড়াচ্ছে।

আমার মনে হলো সুদূরে বিস্তীর্ণ ঐ মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির সাথে ওদের একটা সুনিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান এবং ওই একই আলোইতেই বিকশিত জোনাকিরাও। আমি মনে মনে ভাবলাম যে জ্যোর্তিবিজ্ঞান আমার ভালবাসার একটা বিষয় এবং এ সম্বন্ধে আমি যথাসম্ভব খোঁজখবরও রাখি তবুও মনে হলো এ বিষয়ে সিনথিয়ার জ্ঞানের গভীরতা আমার চেয়ে অনেক বেশি।

আমি নীরবতা ভেঙ্গে বললাম, শাওলিং তুমি কি ঐ ঝোপের আড়ালে উড়ন্ত জোনাকিদের দেখতে পাচ্ছ?
শাওলিং আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললো, দেখতে পাচ্ছি।
আমি বললাম, আকাশভরা আলো জ্বলছে, জোনাকিদের শরীরেও আলো জ্বলছে, তবে কি আকাশের আলোর সাথে জোনাকিদের আলোর কোন মিতালি রয়েছে?

শাওলিং নিশ্চুপ হয়ে একবার তারকারাজির দিকে আর একবার উড়ন্ত জোনাকিদের দিকে তাকাতে থাকলো।

এবার নীরবতা ভেঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে সিনথিয়া বললো, শাওলিংকে ছুড়ে দেয়া তোমার প্রশ্নটা শাশ্বত এক ইচ্ছাশক্তির মহাস্থাপত্যের ইঙ্গিতবহ মহাসত্যের দ্বারপ্রান্তে এনে আমাকে দাঁড় করিয়েছে। আকাশের আলো - কি দীপ্তিমান ও ব্যাপকতর বিস্তৃতি, আর জোনাকির আলো - কি স্নিগ্ধ ও মনোরম। আলোর এইযে বিন্যাস ও স্থাপত্যশৈলী একি কোন অমোঘ শৃঙ্খলার অধীন নাকি একেবারেই কোন উদ্দেশ্যবিহীন ও অকারণ বাস্তবতার বহিঃপ্রকাশ?

সিনথিয়ার প্রশ্নের ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ তাৎপর্য অনুধাবন করতে আমার কিছুটা সময় লাগলো।

ওর প্রশ্নের গভীরতা ও ব্যাপকতা আমার মানসপটে ধারণ করে নিয়ে বললাম, মহাকালের কোল জুড়ে সযত্নে লালিত অনেক কিছুইতো এখন ব্যক্ত, প্রত্যক্ষ এবং প্রকাশিত। বিস্তৃত ও বিরাজমান অন্ধকার দূরীভূত করতে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে শুরু হওয়া আলোর স্ফুরণ মহাব্যাপ্তিতে বিশ্বচরাচরকে বিজড়িত ও আলোকিত করেছে। সীমাহীন সুদূরে বিরাজমান অগণন নতুন নতুন জ্যোতিষ্কমণ্ডলী অন্তরাল থেকে আমাদের চোখে ধরা দিচ্ছে প্রতিনিয়ত।

সৃষ্টির এই অশেষ অভিনবত্ব আমাদেরকে মোহিত করেই চলেছে। মহাসত্য এখন পরিপূর্ণভাবে ব্যক্ত। এই অনুধাবন এবং তা ধারণ করার ক্ষমতা যার রয়েছে তোমার প্রশ্নের উত্তরটাও খুঁজে পেতে তার অপারগতার কোন কারণ থাকারতো কথা নয়।

সিনথিয়া বললো, তবুওতো মানুষ দ্বিধা দ্বন্দের সন্ধিক্ষণে নিজ নিজ ধারণার বশবর্তী হয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ দাঁড় করিয়ে তাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

আমি বললাম, বৈচিত্রময় এ পৃথিবীর সবকিছুই বৈচিত্রতার দোলাচলে বিকশিত। এ জন্যই হয়তোবা মানুষও দ্বিধাদ্বন্দে বিভক্ত।
এমনতর ভাবগম্ভীর্যপূর্ণ একটা পরিবেশে হঠাৎ করেই শাওলিং একটা গানের কলি আওরাতে শুরু করলো। চীনা ভাষায় সেই গানের অর্থ না বুঝতে পারলেও শাওলিংয়ের সুরের গভীরতা চলমান পরিবেশের সাথে অতি ঘনিষ্ঠ বলে আমার মনে হলো। প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে শাওলিং আপন মনে গানটি গাইলো। গান শেষ হলে আমি হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানালাম।

সিনথিয়া উঠে দাঁড়িয়ে শাওলিংকে জড়িয়ে ধরে বললো, এ গান তুমি কোথায় পেলে? যুগ যুগান্তরে সঞ্চিত মানুষের আবেগ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ তোমার গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এরপর সিনথিয়া গানের কথা ও ভাবধারা আমাকে শোনালো।

আমি শাওলিংকে শুধালাম, এ গান তুমি কেমন করে গাইলে?

শাওলিং বললো, আমার দাদা একজন সৌখিন গায়ক। তিনি নিজেই গান রচনা করেন এবং তা আমাদেরকে গেয়ে শোনান। তাঁর কাছ থেকেই আমি যৎসামান্য শিখেছি, যখন ভাল লাগে তখন

নিজের ভাল লাগার জন্যই গাই। আজ তোমাদের আলোচনার গভীরে যখন প্রবেশ করলাম তখন তারাকারাজি ও এদের আলো নিয়ে দাদার লেখা গানটার কথা মনে হলো এবং নিজের অজান্তেই তা গেয়ে ফেললাম।

সিনথিয়া বললো, যারা এই পৃথিবীকে কিছু দিয়ে যেতে পারে তাদের জন্ম সত্যিকারভাবে সার্থক। তোমার কন্ঠ মাধুর্যে ভরা। গানের কথার মধ্যেও যুগান্তরের অব্যক্ত বেদনা। ভবিষ্যতে তোমার আরো অনেক গান আমরা শুনবো এবং সম্ভব হলে মহান গীতিকার তোমার দাদার সাথেও সাক্ষাৎ করে তাঁর গান ও কথা শুনবো।

শাওলিং বললো, আসলে আমি গান ভালবাসি। এ ধরনের অনেক গান আমি দাদার কাছ থেকে শিখেছি। ভবিষ্যতে সুযোগ হলে অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমি তা তোমাদের কাছে পরিবেশন করতে পারবো।

সিনথিয়া অট্টহাসি হেসে বললো, আজকের এই সন্ধ্যার কথা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে।

শাওলিং শুধালো, মনে রাখতে হবে কেন?

সিনথিয়া বললো, মনে রাখতে হবে এই জন্য যে আজ আমরা শাওলিংয়ের মনোজগতে মহামূল্যবান এক রত্নের সন্ধান পেয়েছি এবং তাঁকে নতুনভাবে আবিস্কার করেছি।

শাওলিং খিল খিল করে হেসে উঠে বললো, তোমাদের সম্মাননায় আমি অভিভূত। আমি সত্যিই ধন্য।

সিনথিয়া বললো, আজ আমাদের ঝুলি পূর্ণ হয়েছে। এবার চলো কোন রেস্টুরেন্টে রাতের খাবার খেয়ে হোটেলে ফিরে যাই।

আমরা গাড়িতে উঠলাম এবং লেকের নিকটবর্তী একটা রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করলাম। অত্যন্ত মনোরম পরিবেশ। এক কোণে একটা টেবিল নিয়ে বসতে যাওয়ার সময় দেখতে পেলাম যে মিঃ লী তার এক সহযোগীসহ পাশের একটা টেবিলে আলাপ করছেন।

মিঃ লী আমাদেরকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে তার টেবিলে বসার জন্য আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানালেন।

আমরা মিঃ লী এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম।

মিঃ লী বললেন, ইনি হচ্ছেন গুইচি পাবলিক হেলথ ব্যুরোর চিফ ডাইরেক্টর মিঃ হু জাং জিয়াঙ। গুইচিতে সফরকালীন সময়ে মিঃ জিয়াঙয়ের সাথে সাক্ষাৎ না হওয়ায় আজকের এই স্বল্পসময়ের মিটিংয়ে তাঁর সাথে আমাদের ক্যাম্পগুলোতে স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে আলোচনা করছি।

আমরা মিঃ জিয়াঙয়ের সাথে পরিচিত হলাম এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করলাম। ইত্যবসরে মিঃ লীয়ের সাথে আলাপ করে সিনথিয়া খাবারের অর্ডারের কাজ সম্পন্ন করলো।

মিঃ জিয়াঙ বললেন, এ বছরের বন্যা প্রলয়ংকরী রূপে আবির্ভূত হয়েছে। অসংখ্য মানুষ অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মধ্যে নিপতিত হয়েছে। এই অবস্থায় আপনাদের সংস্থা কর্তৃক গৃহীত জরুরী ত্রাণ ও সেবা অত্যন্ত কার্যকরী হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে মিঃ লী আমাদের সাথে বন্যা আঘাত হানার পর থেকেই নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন এবং স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে গুইচি স্বাস্থ্য ব্যুরোকে জরুরী মেডিক্যাল টিম গঠনে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করছেন। এরই ধারাবাহিকতায় আপনাদের সংস্থা কর্তৃক সহায়তাপ্রাপ্ত সবকটি ক্যাম্পেই স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে।

আমি মিঃ জিয়াঙকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, মিঃ লী একজন নিবেদিতপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবক। সফরকালীন সময়ে আমরা দেখছি যে তিনি দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন। এই রাতের বেলা খাওয়ার টেবিলে বসেও তিনি সেবামূলক কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে মানুষের বিপদের সময় সম্মিলিত প্রয়াসের বিকল্প নাই। জরুরী ত্রাণ, সেনিটেশন এবং স্বাস্থ্যসেবা বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি। কিন্তু আপনাদের সহায়তা ছাড়া আমাদের কাজ বাস্তবায়ন সম্ভবপর নয়।

মিঃ জিয়াঙ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন, সরকারী পর্যায়ে আমরা সব ধরনের ব্যবস্থাই গ্রহণ করছি তবুও স্বীকার করতেই হবে যে আপনাদের সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সহায়তা হাজার হাজার দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের দুঃখ মোচনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে।

ইত্যবসরে খাবার পরিবেশিত হলো। খাবারের মেন্যুতে গ্রীল করা মাছ দেখে খুশি হলাম। ক্ষুধা যেমন লেগেছিলো ঠিক তেমনি পেট পুরে খেলাম। 'মাছে ভাতে বাঙ্গালি' তাই মাছ থাকলে আমার খাওয়া সবসময়ই বেশি হয়।

খাওয়া শেষ করে মিঃ জিয়াঙকে বিদায় জানিয়ে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। মিঃ লী সকাল আটটার মধ্যে নাস্তার টেবিলে উপস্থিত থাকার জন্য সবাইকে অবহিত করলেন।

আমি রুমে ফিরে এসে পরিপাটি হয়ে রোজনামচা লিখা শেষ করে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। সন্ধ্যার সময় লেকের পারে সিনথিয়া যে বক্তব্য রেখেছিলো সেগুলো মানসপটে ভেসে উঠলো। সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব, নভোজাগতিক বর্ণনা এবং প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা শাওলিংকে লক্ষ্য করে বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে সিনথিয়া আমাকেই উদ্দেশ্য করে বলেছে তা অনুধাবন করে পুলক অনুভব করলাম এবং চিন্তার আবর্তে হারিয়ে গেলাম। এভাবে চিন্তার সাগরে সন্তরণের এক পর্যায়ে কখন যে গভীর ঘুমে নিমগ্ন হলাম টের পেলাম না।

প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গলো। হোটেলের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে কিছুক্ষণ জগিং করে রুমে গিয়ে পরিপাটি হয়ে নিলাম। হিটার অন করে এককাপ কফি বানিয়ে নিলাম। বিবিসি টিউন করে সকালের সংবাদের প্রতি মনোযোগী হলাম। নাস্তার টেবিলে যেতে তখনও একঘন্টা বাকি। আসলে প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠলে অনেকখানি সময় হাতে পাওয়া যায়। দিনের শুরুতেই সময়ের এই প্রাচুর্য সত্যিই একটা আশির্বাদ স্বরূপ বলে আমি মনে করি। সকালের এই প্রশান্ত সময়টুকু আবার যারা লেখালেখি করেন তাঁদের জন্য একেবারে আদর্শ কারণ এই সময়ে মস্তিস্ক চাপমুক্ত ও সতেজ থাকে এবং উদ্ভাবনী শক্তির যোগান বেশি থাকে। বেলকনিতে দাঁড়িয়ে সকালের সৌন্দর্য অবলোকন করতে করতে সময় শেষ হলো। ব্যাগ গুছিয়ে নিচে নেমে এলাম। ব্রেকফাষ্ট টেবিলে শাওলিং একা বসে আছে। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ওর পাশে বসলাম। ইত্যবসরে সিনথিয়া এবং মিঃ লী আমাদের সাথে যোগ দিলেন।

মিঃ লী বললেন, আশা করি রাতে আপনাদের ভাল ঘুম হয়েছে। সিজুতে আমাদের নির্ধারিত কাজ সম্পাদিত হয়েছে। নাস্তার পর আমরা সিজু থেকে ওয়াংজিয়াং কাউন্টি হয়ে নদী ও লেকের পার বরাবর কয়েকটি দুর্গত এলাকায় যাব। এরপর সুসং কাউন্টিতে কয়েকটা ক্যাম্প পরিদর্শন করবো।

শাওলিং শুধালো, সুসং পর্যন্ত যেতে কত কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হবে?

মিঃ লী বললেন, সিজু থেকে ওয়াংজিয়াং পর্যন্ত একশত পঞ্চাশ কিলোমিটারের কিছুটা উপরে। রাস্তা ভাল তাই ঘন্টা তিনেকের মধ্যেই পৌঁছে যেতে পারবো বলে আশা করছি। ওখানে অনেকগুলো ক্যাম্প পরিদর্শন করতে হবে।

ওয়াংজিয়াংয়ের পূর্ব ও দক্ষিণে ইয়াংজি নদীর কূল বরাবর এবং পশ্চিম পাশে লেকের পারে স্থাপিত ক্যাম্পসমূহ ঘুরে ফিরে দেখতে আমাদের পুরো দিনটাই লেগে যাবে। আমরা পশ্চিম দিকে সুসং কাউন্টি পর্যন্ত যাব এবং সন্ধ্যার মধ্যে ওয়াংজিয়াংয়ে প্রত্যাবর্তন করবো। সুতরাং সুসুং কাউন্টিতে আমাদের রাত্রিযাপন পরিহার করতে হচ্ছে। পরদিন সকালে ওয়াংজিয়াং থেকে যাত্রা করে দুপুরের মধ্যে হেফেই পৌঁছবো বলে আশা করছি।

সিনথিয়া বললো, কিছু জরুরী কাজ থাকায় আমাকে আগামীকাল হেফেই যেতে হবে এবং বিকেলের কোন ফ্লাইটে কালই বেইজিং ফিরে যেতে হবে।

আমি বললাম, আগামীকাল হেফেই ফিরে বিকেলের ফ্লাইটে আমিও বেইজিং ফিরে যাব বলে আশা করছি।

নাস্তার পর্ব শেষ করে আমরা গাড়িতে উঠলাম। প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে ছুটে চললো আমাদের দুটো গাড়ি। আজকে রৌদ্রকরোজ্জ্বল একটা দিন। দিগন্তে কিছু কিছু মেঘের অস্তিত্ব থাকলেও তা ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। নদী অববাহিকায় সমতল ভূমি, মাঝে মাঝে উঁচু নিচু এলাকা। কর্মব্যস্ত মানুষের যানবাহন ছুটে চলেছে বিরামহীন। নদীর উপর থেকে চেয়ে দেখলে প্রমত্তা নদীর দুরন্তপনার বাস্তব চিত্র অনুমান করা যায়। পথে একটা ব্রীজে দাঁড়িয়ে ইয়াংজি নদীর প্রবাহমান পানির ঘূর্ণিময় খরস্রোত দেখে প্রকৃতির অপার শক্তি ও ভয়াবহতা কিছুটা আঁচ করতে পেরে স্তম্ভিত হলাম।

ঘন্টাখানেক এভাবে চলার পর ড্রাইভার একটা হাইওয়ে রেস্টুরেন্টের সামনে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করালো।

শাওলিং বললো, ড্রাইভার চা পান করবে, একই সাথে আমরাও চা-কফির তৃষ্ণা মেটাতে পারি।

ড্রাইভারের সাথে আমরাও রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করলাম এবং চায়ের অর্ডার দিলাম। এই সুযোগে একটু পরিপাটি হয়ে নিলাম। সিনথিয়া পর পর দুকাপ কফি পান করলো। চা-কফির পর্ব শেষ করে গাড়িতে এসে বসলাম। হাইওয়ে ধরে গাড়ি আবার ছুটে চললো।

যথাসময়েই আমরা ওয়াংজিয়াং পৌঁছুলাম। সেখানে দুইজন কর্মকর্তা আমাদেরকে স্বাগত জানালেন। আমরা ওখানে অপেক্ষা না করে স্থানীয় দুইজন কর্মকর্তাসহ ইয়াংজি নদীর তীর বরাবর ক্যাম্পগুলোর উদ্দেশ্যে বের হলাম।

আমরা প্রথম যে ক্যাম্পটিতে পৌঁছুলাম সেটি ওয়াংহুয়াতে অবস্থিত। নদীতীর থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটা উঁচু জায়গায় কয়েকটি টিন শেড ঘর এবং একটি পুরানো পাকা ভবন নিয়ে ক্যাম্পটি স্থাপিত হয়েছে।

ক্যাম্পের প্রবেশ পথে এক ব্যক্তি আমাদেরকে দিকে এগিয়ে এসে বললেন, আমাদের ক্যাম্পে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি এই ক্যাম্পের একজন উপকারভোগী এবং কেয়ারটেকার হিসাবে কাজ করছি।

মিঃ লী কেয়ারটেকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, আমরা আপনাদের ক্যাম্পের অবস্থা

সরেজমিনে দেখার জন্য এখানে এসেছি। আপনাদের আপত্তি না থাকলে ক্যাম্পের ভেতর গিয়ে উপকারভোগীদের সাথে আমরা আলাপ করতে চাই।

কেয়ারটেকার বললো, আমরাতো আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছি। আসুন আপনারা ভেতরে আসুন।

কেয়ারটেকারের সাথে আমরা ক্যাম্পের ভেতরে প্রবেশ করলাম। সে একটা ছোট পরিসরে নির্মিত টিন সেডে আমাদেরকে নিয়ে বসতে বললো। আমরা উপবিষ্ট হওয়ার পর কেয়ারটেকার একটা কাগজ বের করে ক্যাম্পের তথ্যাদি পরিবেশনের কাজ শুরু করলো।

কেয়ারটেকার বললো, বন্যার প্রাথমিক পর্যায়ে যখন মানুষ বাড়িঘর ছাড়তে শুরু করে ঠিক তখনই এই ক্যাম্পটি স্থাপিত হয়। প্রথমদিকে আশ্রিতদের সংখ্যা কম ছিল। ক্রমান্বয়ে এই সংখ্যা বেড়েছে। বর্তমানে একাশিটি পরিবার এই ক্যাম্পে আশ্রয়গ্রহণ করে বসবাস করছে। এই পরিবারগুলো প্রান্তিক চাষী এবং সবাই দরিদ্র।

ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে কিছু খাদ্যদ্রব্য সরকারের তরফ থেকে এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। পানীয় জলের সমস্যা সমাধান করা গেলেও স্যানিটেশন সমস্যা এখনো বিদ্যমান। বর্তমানে প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র ও কম্বল অনতিবিলম্বে প্রয়োজন। এখানকার স্বাস্থ্যগত সমস্যা অনেক। যদিও মোবাইল মেডিকেল টিম দু একদিন পর পর এসে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে।

আমরা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে ক্যাম্পের অভ্যন্তরে গিয়ে আমাদের কাজ শুরু করলাম। এক ঘন্টার বেশি সময় ধরে তথ্যাদি সংগ্রহ করে দুই গ্রুপ একত্রিত হয়ে তা মিলিয়ে নিলাম।

মিঃ লী বললেন, আমাদের সংস্থার ত্রাণসামগ্রী দুপুরের মধ্যে এখানে পৌঁছুবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে তা সবার মধ্যে বন্টন করা হবে। আমরা ফেরার পথে ত্রাণসামগ্রী বিতরণে অংশগ্রহণ করবো।

আমি বললাম, সেটাই ভাল হবে। এখন এখানে আর অপেক্ষা না করে পরবর্তী ক্যাম্পে যাওয়া প্রয়োজন।

আমরা আজকে ত্রাণ বিতরণের সময় আবার ফিরে আসবো বলে কেয়ারটেকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে পরবর্তী ক্যাম্পের দিকে রওয়ানা হলাম।

সিনথিয়া বললো, আমার সহকর্মীরা বিকেল বেলা ত্রাণ বিতরণের পর ছোটদের জন্য আমাদের সংস্থার নির্ধারিত কার্যক্রম সম্পাদন করবেন।

মিঃ লী সিনথিয়াকে তাঁর কার্যক্রম ওয়াংজিয়াংয়ে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানালেন।

ইয়াংজি ও এর শাখা নদীর তীর বরাবর বেশ কয়েকটি ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে আমরা পোহু এবং দাগুয়ান লেকের পার্শবর্তী এলাকার বন্যার অবস্থা পর্যবেক্ষণ শেষে সুসুং কাউন্টিতে দুপুরের খাবার খেয়ে বিকেলে ওয়াংহুয়া ক্যাম্পটিতে ফিরে এসে দেখলাম যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণের প্রস্তুতি চলছে।

চাউল, কম্বল, ক্রোকারিজ, স্যানিটারী দ্রব্য ইত্যাদি ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করতে বিকেল গড়িয়ে গেল। সেই পড়ন্ত বিকেলে সিনথিয়ার নেতৃত্বে ছোটদের জন্য খেলনা, ছবির বই ও চকোলেট বিতরণের পালা শেষ হলো। ছোটদের মহা আনন্দে আমরাও আনন্দিত হয়ে ওয়াংজিয়াংয়ে ফিরে এসে একটি হোটেলে চেক ইন করলাম। এই হোটেলটি আরো খোলামেলা। দক্ষিণ ও পশ্চিম

দিকে প্রশস্ত কাঁচের জানালা। গোধূলী লগ্ন, সূর্য অস্তাচলে, রক্তিম আভায় পশ্চিম দিগন্ত উদ্ভাসিত। ভ্রমণজনিত ক্লান্তি সত্ত্বেও একটা কেদারায় হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ অস্তগামী সূর্যের হোলিখেলা দেখলাম।

গরম পানিতে গোসল করে যখন ওয়াশ রুম থেকে বের হলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। শাওলিং রাতের খাবারে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানালো।

নিচে নেমে ডাইনিং রুমে ঢুকলাম। সিনথিয়া ও শাওলিং বসে বসে গল্প করছে।

আমি বললাম, মিঃ লীকে দেখছি নাযে?

শাওলিং বললো, মিঃ লী ওয়াংজিয়াংয়ে তাঁর সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে মিটিং করে রাতের খাবার খেয়ে তবে হোটেলে ফিরবেন। এমনটাই তো তিনি বলে গেলেন।

আমি বললাম, মিঃ লী একজন কাজ পাগল মানুষ। তিনি যাকে কাজের দায়িত্ব দেন তাঁকে বাস্তবায়ন বিষয়ে পুরো দিক নির্দেশনা এবং সম্ভাব্য দুর্বল দিকগুলো কি হতে পারে তা বিষদভাবে বুঝিয়ে বলেন।

সিনথিয়া বললো, এ ধরনের গুণাবলীর উৎস হচ্ছে অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। নেতা হতে হলে অনেক গুণাগুণের প্রয়োজন হয় তবে অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ না থাকলে নেতার অন্য সকল গুণাবলী অসার হয়ে যেতে পারে এবং তাঁর লক্ষ্য অর্জন দুরূহ হতে পারে।

শাওলিং বললো, একশত জনের মধ্যে এ রকম একজন মানুষ থাকলে তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে বাকি সবাই প্রভাবিত হতে বাধ্য। তবে এ সকল অনন্য গুণাবলী অর্জন করাও তো সহজ বিষয় নয়।

সিনথিয়া বললো, যার ভেতরে মানবিক গুণাবলী রয়েছে, মানবতার প্রতি যে অনুরক্ত এবং সর্বোপরি যার চিন্তাধারা সকল সৃষ্টির প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসায় সিক্ত সে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই গুণানুরাগী এবং গুণান্বিত। এই পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাবে যে, যারা মানুষের কল্যাণের জন্য অবদান রেখে গেছেন তাঁরা মূলত পৃথিবীর সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং এই অনন্য গুণাবলীর কারণেই তাঁরা অসাধারণ হয়ে আমাদের মধ্যে বিরাজমান রয়েছেন।

শাওলিং বললো, তবে এ কথাও তো অস্বীকার করা যাবে না যে ভাল-মন্দ নিয়েই মানুষের জীবন। অর্থাৎ সমাজে ভাল মানুষ যেমন রয়েছে ঠিক তেমনি মন্দ মানুষও রয়েছে। মন্দ বলে কি তাদেরকে পরিহার করা যাচ্ছে?

সিনথিয়া বললো, কথাটা সত্য তবে একথাও সত্য যে একজন মানুষ ভাল হলে তাঁর ভেতরে মন্দ আর কিছুই থাকে না। সভ্যতার পথে এ পৃথিবীকে এগিয়ে নিতে যুগে যুগে অগণিত মানুষ অবদান রেখে গেছেন। ঠিক তেমনি পৃথিবীর অকল্যাণ, ধ্বংস এবং মানুষের দুঃখ কষ্টের নিয়ামক হিসাবেও যুগে যুগে কিছু কিছু মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। তবে মন্দ মানুষের সংখ্যা সবসময়ই তুলনামূলকভাবে কম থাকে। এ রকম মন্দ মানুষ যখন রাষ্ট্র ক্ষমতার কেন্দ্রে অবস্থান করে তখনই সর্বনাশের সূচনা রচিত হয়। বিশ্ব ইতিহাস এর নির্মম সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

কিছুটা সময় চুপচাপ থেকে সিনথিয়া পুনর্বার বললো, মন্দ মানুষের সংখ্যা কম হলেও তাদেরকে সমসময় পরিহার করা সম্ভবপর হয় না কারণ তারা অসম্ভব রকম ছলচাতুরীর অধিকারী হয়। এ

মন্দ ব্যক্তিটি যদি বংশানুক্রমিক রাজা, বাদশাহ, সম্রাট, সম্রাজ্ঞীর মধ্য থেকে কেউ হন তবে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা তাকে বেপরোয়া আচরণের মাধ্যমে উন্মাদও করে তুলতে পারে। এদের হাতে এ যাবৎকাল আবালবৃদ্ধবণিতা ও শিশুসহ কত নিরীহ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কত মানুষ নিগৃহীত হয়েছে সেই বেদনা গাঁথার সবটুকু কি আমাদের হাতে রয়েছে? তবে এ কথা সত্যি যে, অনেক সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষও তাদেরকে নিবৃত্ত, অবদমিত কিংবা ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে নি। অনেকক্ষেত্রে আবার অন্য কোন ক্ষমতাধর সম্রাট ঐ সকল দুষ্টুদেরকে শায়েস্তা করেছেন অথবা কেউ সময়ের কাছে পরাজিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এর অর্থ এই যে, আপাতদৃষ্টে লাভবান মনে হলেও আসলে মন্দ মানুষ কখনো জয়ী হতে পারে নি। কুকর্মের জন্য তারা চিরদিন নিন্দিত ও ধিকৃতই থেকে গেছেন।

আমি বললাম, পরিচারিকা খাবারের মেন্যু নিয়ে অপেক্ষমাণ রয়েছে। আলোচনা আরো বিস্তৃত হওয়ার পূর্বে খাবারের অর্ডারটা দিয়ে দিলে ভাল হয়না?

শাওলিং আমাদের মতামত নিয়ে খাবারের মেন্যু নির্ধারণ করে দিল।

সিনথিয়া তাঁর মুখাবয়বে চিরাচরিত রহস্যময় হাসির আবেশ ছড়িয়ে বললো, প্রাচীনযুগ ও মধ্যযুগের ঐ সকল অমানুষের বংশজাত তো বর্তমান যুগেও বিরাজমান। সুযোগ পেলেই তারা মানুষের সর্বনাশ করছে এবং নিশ্চিত যে ভবিষ্যতেও তারা এই একই কাজ করবে।

শাওলিং বললো, এই আশংকা নিয়েই তাহলে মানুষের বসবাস।

সিনথিয়া বললো, এখন এই আশংকা ষোলোকলায় বিকশিত বলে মনে হয়। বর্তমান যুগে মানুষের হাতে যে পরিমাণ মারণাস্ত্র রয়েছে তা দিয়ে এই পৃথিবীর মতো কয়েকটি পৃথিবীকে অনায়াসে ধ্বংস করা যাবে। এর ভয়াবহ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতো আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দেখেছি। এই আণবিক দানব মানবিক পৃথিবীকে নিশ্চিহ্ন করার পূর্বেই এর থেকে পরিত্রাণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

শাওলিং বললো, কিন্তু ব্যবস্থাটা নির্ধারণ করবে কে?

সিনথিয়া বললো, অনাগত এক নেতা। যিনি বিশ্বসমাজ পুনর্গঠিত করে মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ করবেন। তবে ঐ নেতার জন্য জনসমর্থনের যে প্রয়োজন হবে তার জোগানদার হবো আমরা, এই পৃথিবীর নিরিহ মানুষের সংখ্যাগরিষ্ট দল।

ইত্যবসরে পরিচারিকা খাবারের বহর নিয়ে উপস্থিত হলো।

শাওলিং বললো, অনবদ্য এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের আলোচনা স্তিমিত হলে চলবে না। তবে এখন সুস্বাদু খাবারের দিকে আমাদের মনঃসংযোগ প্রয়োজন বলে মনে করছি।

সিনথিয়া উচ্ছসিত হয়ে বললো, ভারী কথা বাদ দিয়ে চলো খেতে খেতে আমরা সহজ কথা বলি।

হালকা মেজাজে ফিরে এসে আমরা খাবার খেতে শুরু করলাম। প্রথমে স্যুপ দিয়ে শুরু হলো। ভাজা মাছ, তফু, মুরগি, ভাত ইত্যাদি সহযোগে তৃপ্তির সাথে খাওয়া হলো।

খাবার শেষ করে রুমে ফিরে এলাম। মনটা যেন কেমন একটা বিষণ্নতার মেঘে আচ্ছন্ন হলো। বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। রহস্যময়ী সিনথিয়া পুনর্বার আমার চিন্তা চেতনা জুড়ে আবির্ভূত হলো। আজকের বক্তব্যেতো তাঁর স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে নির্দ্বিধায়। কিন্তু তবু আমার মনে হলো এটাই শেষ নয়, সিনথিয়ার রহস্যময়তা আরো বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

যতই দিন যাচ্ছে ওর অন্তর নিঃসৃত যুগ যুগান্তরের বাসনা ততই মাধুর্য্যমণ্ডিত ও সুবাসিত হয়ে চারিদিক অনুরণিত করে তুলছে। মনে মনে ভাবলাম, তড়িঘড়ি না করে সময় নিয়েই আবিষ্কার করতে হবে ওকে।

প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও রোজনামচাটা হালনাগাদ করে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। রাতে ঘুম ভাল হলো। প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে রাতের দিব্যস্বপ্নের কথা মনে হলো। স্বপ্নে দেখেছি সিনথিয়াকে। এই প্রথম ওকে স্বপ্নে দেখলাম। সে এক মধুময় স্বপ্ন। সিনথিয়া মনোহারী পোষাকে সুসজ্জিত। তাঁর ঝলমলে দ্যুতিময়তার চমকে চারিদিক বিমোহিত। মসলিন কাপড় সদৃশ তাঁর বিশাল উড়নাটা মৃদুমন্দ বাতাসে এদিক সেদিক উড়ে চলেছে। আমাদের সামনে প্রশান্ত এক সাগর, পেছনে কিছুটা মসৃণ ঘাসেভরা প্রান্তর এবং প্রান্তরের পেছনে সবুজ বনভূমি, তারপর ঢেউ খেলানো সারি সারি পাহাড়। ডান দিকে প্রশস্ত ও বহুদূর প্রলম্বিত সমুদ্র সৈকত। আমাদের বাম দিকের আকাশে বিশালকায় চাঁদের আলো সাগরের পানিতে প্রতিসরিত হয়ে অপরূপ এক নৈসর্গিক দৃশ্যের অবতারণা করেছে। সাগর সৈকতে বিশাল আকারের কতিপয় কাছিম পা দিয়ে মাটি খুড়ে চলেছে, হয়তো বা এখন ওদের ডিম পারার সময় হয়েছে। শুভ্র মেঘমালা ধীর গতিতে চলছে এবং আকাশে বিচিত্র সব চিত্রপট তৈরি হচ্ছে।

এমন এক মোহনিয়া পরিবেশে সেই রহস্যময় হাসির আবেশ ছড়িয়ে সিনথিয়া আমার সামনে এসে বললো, প্রিয় বন্ধু আমার, আজ আমি বিহারিণী। তোমাকে নিয়ে বিহারে যাব।

আমি উদ্বেল হয়ে তাঁর প্রসারমান হাতদুটি ধরে বললাম, তোমার অনিন্দ রূপমহিমায় প্রকৃতি বিমোহিত, তোমাকে দেখবে বলে আকাশের চাঁদ আজ আরো বিকশিত, চাঁদের এতো আলো কি দেখেছো কখনো? ঐ দেখ তোমাকে দেখে সাগর থমকে গেছে, সাগরের এতো শান্তরূপ দেখেছো কি কখনো? ঐ দেখ আকাশের মেঘ তোমাকে দেখে ছবি এঁকে চলেছে, বিকশিত এমন চিত্রকলা দেখেছো কি কখনো?

সিনথিয়া আমার হাতদুটো ধরে ভূবন ভুলানো হাসি হেসে বললো, আজ আমি মহারাণী। দেখতো কেমন লাগছে দেখতে আমায়?

সিনথিয়ার হাসির শব্দ অনুরাগের আবেশ নিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে গেল। নিদারুণভাবে অনুরণিত আমি, মন ও মননে দোলা দিয়ে আমার বিগলিত অন্তর আমাকে বললো, সিনথিয়ার সাথেতো তোমার অনন্তকালের বন্ধন। তুমি শুধু শুধুই বিচলিত হচ্ছো। সৃস্টির প্রথম থেকেই তো তোমরা দুজনে দুজনার। তোমাদের এই নিবিড়তা, এতো ভালবাসা না থাকলে পৃথিবীতো বিরান হয়ে যেতো, মানুষের কলতানে ভরে উঠতো না এ বসুন্ধরা, মহাশূন্যে ছুটে চলা এ বিশ্বচরাচর - এই বৈচিত্রময় নিখিল ধরণী এতো অনিন্দময় ও সাবলীল হয়ে বিকশিত হতে পারতো না কখনো।

সিনথিয়ার হাতে হাত রেখেই তাঁর রহস্যাধার চোখের দিকে কিছুক্ষণ অপলক চেয়ে থেকে বললাম, তুমিই এ পৃথিবীর সুন্দরতম মানুষ, সুন্দরতম নারী। তুমি আছ বলেই এ ভুবন এতো মনোরম।

সিনথিয়া বললো, তুমিওতো সুন্দর, স্বকীয়তায় মহিমান্বিত। তোমার জন্যইতো আমার আত্মপ্রকাশ। তুমি আমার অনুযোগ ও অভিলাষ শ্রবণকারী। তুমিইতো আমার মর্যাদা দানকারী। তুমি না থাকলে আমি অর্থহীন। এই বিশ্ব চরাচরে যা কিছু রয়েছে সেতো তোমার আর আমার জন্যই। এই আমরা পথ চলেছি স্বজ্ঞানে আর বিশ্বময় আবাদ করেছি আমরাই। তবু এই এতো আনন্দ এবং স্বস্তির মধ্যেও নিরানন্দ ও অস্বস্তি বিরাজমান। আমার সমস্ত দুঃখ বেদনা সেখানেই। চলো, আজ আমরা

আনন্দ বেদনার কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় নিজেদেরকে আরো সমৃদ্ধতর করে তুলি।

আমার পঞ্চেন্দ্রিয় অনুরণিত ও সজাগ হয়ে উঠলো, আমি বললাম, আমি তো তোমার সাথেই রয়েছি। যেখানে যেতে চাও সেখানে নিয়ে চলো।

সিনথিয়া তাঁর ডান হাত দিয়ে আমার বাম হাত দৃঢ়তর করে ধরে শান্ত স্বরে বললো, দুচোখ বন্ধ কর।

আমি চোখ বন্ধ করলাম। শুরু হলো ঘূর্ণিবাত্যা। চারিদিক থেকে ধেয়ে আসা কুজ্ঝটিকা ঘন কালো কুয়াশায় পর্যবসিত হয়ে আমাকে ঘিরে ধরলো। এরপর শুরু হলো আলোর স্ফুরণ, অনেক আলো। আমরা মাটি ছেড়ে উঠে গেলাম আকাশের উচ্চতায়।

সিনথিয়া বললো, এবার চোখ মেলে চাও।

আমি চোখ মেলে চেয়ে বিস্ময়াভিভূত হয়ে যা দেখলাম তা অভাবনীয়। ভেসে চলা মেঘদের পেছনে ফেলে উড়ে যাচ্ছি অজানার পথে। আমরা পাশাপাশি হাত ধরে উড়ে চলেছি। দিগন্তব্যাপী চাঁদের মনোরম আলো। নিচে আলোছায়ায় ঘেরা কুহেলিকাময় পৃথিবী। পরীদের উড়ে যাওয়া ছবি যেমন দেখেছি এ যেন সেরকম দৃশ্যেরই অবতারণা হলো।

সিনথিয়া বললো, আজ রাতে আমাদের অভিসার প্রলম্বিত হবে। তোমাকে নিয়ে আমি পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করবো। কিছু ঘটনাপ্রবাহের সাক্ষী হবো।

হাত ধরে পাশাপাশি উড়ে চলেছি আবার কথোপকথনও হচ্ছে। চাঁদের আলো এতই উজ্জল যে আমি সিনথিয়ার মুখাবয়বে হাসি ও কুঞ্চনরেখাটি পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি।

রোমাঞ্চের অতিশয্যে আবেগপ্রবণ হয়ে আমি বললাম, আমি এখন সম্পূর্ণই তোমাতে সমর্পিত। তুমি যেখানে নিয়ে যাবে আমি সেখানেই যাব। আমি এখন দ্বিধাহীন এবং তোমাতে নিবেদিত একজন পথিক। তোমার বিশ্বস্ত বন্ধু।

সিনথিয়ার হাসির রেশ ভাসমান মেঘারণ্যে প্রবাহিত বাতাস ও আলোর বন্যায় অনুরণিত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে গেল।

মেঘের স্তর পার হতেই নিচের পৃথিবী দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। মাঝে মাঝেই আলো ঝলমল শহরের দেখা মিলছে। নদ, নদী, সাগর মরুভূমি দিয়ে সাজানো পৃথিবীর অপরূপ রূপ দেখতে দেখতে উড়ে চলছি সামনে।

সিনথিয়া বললো, আমাকে আরো শক্ত করে ধরো। আমাদের গতি আরো বাড়াতে হবে। হাত ছুটে গেলে বিপাকে পড়বে। নিচেও পড়ে যেতে পারো।

আমি বললাম, পড়ে যাবার ভয় নেই, তোমার হাত শক্ত করে ধরে রেখেছি। তাছাড়া তোমার উড়ন্ত ওড়নাটার কিয়দংশ আমার কোমরে পেঁচিয়ে নিয়েছি।

হঠাৎ করেই আমাদের গতি বেড়ে গেল এবং প্রচণ্ড গতিবেগে আমরা উড়ে চললাম। গতি ও বাতাসের প্রচণ্ড চাপে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। আমি সিনথিয়ার ওড়নার কিয়দংশ দিয়ে আমার নাকে-মুখে চেপে ধরে বাতাসের চাপের সাথে সমন্বয় করে নিলাম। অনেকক্ষণ চলার পর গতি আবার শ্লথ হলো এবং আমরা মাটিতে নেমে এলাম। একটা বিচ্ছিন্ন পল্লী প্রান্তর। অতি সাধারণ ছন ও ঘাস-পাতা দিয়ে তৈরি অনেকগুলো ঘর। কয়েকটি ঘরে মিট মিট করে কুপি বাতির আলো জ্বলছে। এখনো কেউ ঘুমোয়নি। একটি ঘরের দিকে আমরা এগিয়ে গেলাম এবং দেখলাম

যে হাড্ডিসার কয়েকজন রাতের খাবার খাচ্ছে। ছেলেমেয়ে নিয়ে মোট পাঁচ জন। মাটির বাসনে মা খাবার ঢেলে দিচ্ছে। আমি খাবারগুলো শনাক্ত করার চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না। ওগুলো সেদ্ধ করা কচুরমুখির মতো মনে হলো। কিছু পাতা সেদ্ধও দেখলাম। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের খাবারের দৃশ্য দেখছিলাম। অতি সামান্য খাবার অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে গেলো। পেট ভরেনি, আরো খাবার চাই বলে ছোট ছেলেমেয়ে দুটি বায়না ধরলো। মা বললো, আর তো খাবার নেই, এই বলে একটা মাটির কলস থেকে ময়লা এক মগ পানি নিয়ে বললো, এবার পানি খেয়ে শুয়ে পড় বাছাধনেরা। ছেলেমেয়েগুলো আরো খাবার দাও বলে কান্না শুরু করে দিল। আমরা আশেপাশের আরো কয়েকটা ঘরে গিয়ে একই দৃশ্য দেখলাম। এর মধ্যে কয়েকটি ঘরের ছেলে মেয়েরা শুধু পানি খেয়ে নির্ঘূম রাত কাটাচ্ছে দেখলাম।

আমি নির্বাক চেয়ে থেকে বললাম, এরা কারা, এরা এতো গরিব ও অসহায় কেন? এরা কোন দেশের মানুষ? এদের সরকার কি এতই অন্ধ যে অভূক্ত জনগোষ্ঠীর খবর তারা জানে না?

সিনথিয়া বললো, এরা কোন দেশের মানুষ সেটা মোটেই বড় কথা নয় এবং বিবেচ্য বিষয়ও নয়। এরা মানুষ, এদের গায়ের রং কালো হলেও তোমার আমার মতো রক্ত-মাংসে গঠিত মানুষ। এখানে বৃষ্টিহীনতার কারণে জমিতে ফলন হচ্ছেনা উপুর্যপরি কয়েক বছর। ত্রাণ সামগ্রী যৎসামান্য আসে তাও চুরি হয়ে যায় অধিকাংশই। অবশিষ্ট যা থাকে তা ওদের জন্য অপ্রতুল তো হবেই।

আমি বললাম, এতো রোমাঞ্চ নিয়ে তোমার সাথে উড়ে এলাম এই বেদনাবিধুর দৃশ্য দেখবো বলে কি?

সিনথিয়া বললো, সবেতো আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে। তোমাকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে।

আমি বললাম, দুস্থ ও দুর্গত মানুষজন নিয়েই আমি কাজ করি, আহা এমনটি যে দেখতে হবে বুঝতে পারলে কিছু খাবার সংগে করে নিয়ে আসতাম।

সিনথিয়া বললো, আমার সাথে হরেক রকম অনেক খাবার রয়েছে। তোমার অভিলাষ আমি চরিতার্থ করার ব্যবস্থা করছি।

সিনথিয়া একটু হেঁটে গিয়ে একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ঘরের লোকদের ডাকলো। দুজন যুবক ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

সিনথিয়া বললো, আমরা তোমাদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে এসেছি। তোমাদের যে কটি পরিবার রয়েছে তাদের সবাইকে এখানে ডেকে আনতে পারলে খাবারগুলো দিতে আমাদের সুবিধা হবে।

একজন যুবক বললো, এটাতো অত্যন্ত আনন্দের কথা। আমরা দশ মিনিটের মধ্যে সবাইকে একত্র করার ব্যবস্থা করছি।

একথা বলেই যুবকটি তার কোমরে ঝুলানো একটি শিঙ্গা বের করে মাত্র দুটো ফুৎকার দিল। ফুৎকার দুটো শেষ হতেই সবকটি ঘর থেকে অপুষ্টিতে ভোগা হাড্ডিসার মানুষগুলো অতি ধীর পায়ে আমাদের সামনে এসে বসে পড়লো। আমি গুণে দেখলাম যে ছোট বড় সব মিলিয়ে তেপ্পান্নো জন রয়েছে। এতগুলো মানুষ একত্রিত হয়েছে কিন্তু কারো মুখে কোন কথা নেই। শুধু একজন প্রবীণ জানতে চাইলো কেন তাঁদেরকে এখানে আসতে বলা হয়েছে।

লোকগুলো তাদের স্থানীয় ভাষায় কথা বলছে কিন্তু কি আর্শ্চয্য সিনথিয়া ও আমি ওদের কথা বুঝতে পারছি এবং বলতেও পারছি।

সিনথিয়া বললো, আমরা এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, আপনাদেরকে অভূক্ত দেখে কিছু খাবার দেব বলে এখানে ডেকেছি।

এই বলে সিনথিয়া তাঁর পেছনে রাখা কয়েকটি প্যাকেট সামনে আনার জন্য আমাকে বললো। আমি সিনথিয়ার কথা শুনে আর্শ্চয্য হলাম কারণ আমরা তো কোন খাদ্যদ্রব্য সংগে করে নিয়ে আসিনি। তবুও পেছনে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম যে সারি সারি সাজানো বড় বড় কয়েকটি প্যাকেট।

আমি বিস্ময়াবিভূত হয়ে সিনথিয়াকে বললাম, তুমি কি ম্যাজিক করে এই খাবারের প্যাকেটগুলো এখানে নিয়ে এলে?

সিনথিয়া বললো, তুমি তো জানই যে আমি ম্যাজিক দেখাতে পারদর্শী। এ হচ্ছে মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করার ম্যাজিক।

প্যাকেটগুলো তুলতেই অত্যন্ত ভারী বোধ হলো। যুবক দুজনকে ডেকে তাদের সহায়তায় প্যাকেটগুলো সামনে নিয়ে এলাম। সিনথিয়া প্যাকেট খুলতে বললো। আমি প্যাকেট খুলে অবাক হয়ে দেখলাম তাতে সারিবদ্ধভাবে সাজানো বড় বড় খাবারের প্যাকেট। কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে একটা প্যাকেট খুলে দেখলাম যে অনেকগুলো মাংসের টুকরো ও ডিমের সমন্বয়ে গরম ভাত ও রুটি। সাথে রয়েছে নরম কেক। কেকের উপর চকোলেটের আস্তরণ।

আমি, সিনথিয়া এবং দুজন যুবক মিলে প্রত্যেককে একটি করে প্যাকেট বিতরণ করলাম। ছোট ছেলে মেয়েরা সবার আগে মোড়ক খুলে কেক খেতে শুরু করলো। তারপর অন্যরা ছোটদেরকে অনুসরণ করলো। অভূক্ত মানুষ গোগ্রাসে ভাত, মাংস ও কেকগুলো খাচ্ছে। তাঁদের মুখাবয়বে ক্লান্তিজনিত কুঞ্চিত রেখাগুলো তৃপ্তির আনন্দে অপসারিত হচ্ছিল। ক্ষণিকের জন্য হলেও ওদের এই অপার আনন্দ আমাকে বিমোহিত করলো। আমার দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

মনে মনে ভাবলাম, এই পৃথিবীতে খাদ্যের কোন অভাব না থাকলেও সবাই খাদ্য নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে নেই। এই বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের আওতাধীন থাকার কথা থাকলেও দারুণভাবে নিয়ন্ত্রণহীন। মানুষের অধিকার তার অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে অনেকেই আখ্যায়িত করেন। তারপরও যে কোন অবস্থাতেই না খেয়ে মানুষ কষ্ট পাবে, মারা যাবে, সেটাতো মেনে নেয়া যায় না।

সিনথিয়া বললো, ওদের খাওয়া শেষ হয়েছে, এবার আরেকটি প্যাকেট খোল।

আমি ও দুজন যুবক মিলে ভারী আরেকটি প্যাকেট খুললাম। ভেতরে থরে থরে সাজানো পানির বোতল। আমরা পানির বোতলগুলো বিতরণ করলাম। সবাই পানির বোতল খুলে পানি পান করলো। এতো যত্ন এবং এতো আগ্রহান্বিত হয়ে পানি পানের এই দৃশ্য আমি এর আগে আর কখনো দেখিনি।

বিতরণের পরও অনেক পানি থেকে যাওয়ায় সেগুলোও ওদের মধ্যে বন্টন করা হলো। নিশ্চুপ হয়ে যাওয়া মানুষগুলো এবার কিছুটা উচ্ছল হয়ে উঠলো।

এবার সিনথিয়া তৃতীয় প্যাকেটটি খোলার জন্য বললো। বৃহদাকার তৃতীয় প্যাকেটটি খোলার পর ভেতরে নানাবিধ ফলের সমাহার দেখতে পেলাম। প্রত্যেককে আমরা চারটি কলা, চারটি আপেল

এবং চারটি করে নাসপাতি প্রদান করলাম। ছোটদের হৈচৈ এবার বেড়ে গেল। সবাই মহা আনন্দে ফলগুলো খেতে থাকলো। অনেকেই দু একটা খেয়ে বাকিগুলো পরে খাবে বলে রেখে দিল।

সিনথিয়া পুনর্বার আমাদেরকে তাঁর পেছনে আবছা অন্ধকারময় জায়গা থেকে বাকি প্যাকেটগুলো আনতে বললো। আমরা প্যাকেটগুলো নিয়ে এলাম। অনেক প্যাকেট। সিনথিয়া আমাকে একটা প্যাকেট খুলতে বললো। আমি প্যাকেট খুলে আলাদা আলাদা মোড়কে ভরা যে সকল দ্রব্যাদি বের করলাম তা হলো, চাল, ডাল, চিনি, গুড়া দুধ, তৈল, আটা, মসল্লা, আলু, খেজুর, দিয়াশলাই, সুই-সুতার কিট, কাপড় কাচার সাবান, গোছলের সাবান, বিছানার চাদর, তোয়ালে, মশারি এবং কয়েক প্রস্থ কাপড় যা পরিধেয় বস্ত্র হিসাবে ব্যবহারযোগ্য।

দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ দেখে মনে হলো এগুলো দিয়ে পাঁচ জনের একটি পরিবার একমাস ভালভাবে খাদ্য বেষ্টনী ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনের আওতাধীন থাকবে।

সিনথিয়ার নির্দেশমতে প্রত্যেককেই একটা করে প্যাকেট দেয়া হলো। এগুলো পেয়ে সবাই আনন্দে এমনই বিভোর হলো যে ওদের কথাবার্তা ও হাসি আনন্দে চারিদিক বিমোহিত হয়ে উঠলো।

এবার সিনথিয়া বললো, আমাদের অনেক কাজ রয়েছে। আমরা এখন যেতে চাই।

সবাই উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো এবং সমস্বরে উচ্চ কণ্ঠে বললো, তোমরা আমাদের বন্ধু। আমাদের শ্রদ্ধা আর ভালবাসা গ্রহণ করো। ভাল থেকো। আবার এসো।

সিনথিয়ার সাথে আমিও ওদেরকে হাত উঁচিয়ে বিদায় জানিয়ে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেলাম এবং সিনথিয়ার হাত ধরে আবার শূন্যে উঠে ভেসে চললাম। অনেক জনকণ্ঠে উচ্চারিত ও উচ্চকিত বিদায় ধ্বনি 'তোমরা আমাদের বন্ধু' তখনো আমার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো বারবার। কিন্তু নিচে তাকিয়ে আরো অসংখ্য বসতি দেখলাম যারা নিশ্চয়ই অভূক্ত অবস্থায় রাত অতিবাহিত করছে।

আমি বললাম, এদের কি হবে? এদের জন্য কি তোমার ভাণ্ডারে কিছু নেই?

সিনথিয়া বললো, তোমার আমার সামর্থ ও দায়িত্ব তো সীমিত। আমরা আর কতটুকুই বা করতে পারি। এই অগণিত অভূক্ত জনমানুষের জন্য দুবেলা দুমুঠো খাবারের দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত তারাইতো বিষয়টি নিরসনের চিন্তা ও ব্যবস্থা করবে। তবে আমাদেরকে অবশ্যই তাঁদের দায়িত্ব পালনে উৎসাহ যোগাতে হবে এবং প্রয়োজনে বাধ্য করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

সিনথিয়া তার চলার গতি বাড়িয়ে দিলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা আলো ঝলমল শহরের এক বিশাল অট্টালিকার সামনে একটি গাছের নিচে অন্ধকারে নেমে এলাম। অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে অসংখ্য মানুষের কোলাহল দেখে আমি বললাম, এটা কোন দেশের কোন শহর?

সিনথিয়া কালো মানুষদের বেলায় এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছিল ঠিক সেভাবেই বললো, এরা কোন দেশের মানুষ সেটা মোটেই বড় কথা নয় এবং বিবেচ্য বিষয়ও নয়। এরা মানুষ, এদের গায়ের রং সাদা ও ফর্সা হলেও এদের রক্ত তোমার আমার মতোই লাল রংয়ের।

আমি বললাম, শুধুমাত্র গায়ের রংয়ের পার্থক্যের কারণে কত মানুষ যে নিগৃহীত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে তার সঠিক হিসাবটুকুওতো আমরা জানিনা।

সিনথিয়া বললো, ওটা ক্যাসিনো, সামনে এগিয়ে চলো।

আমরা সামনে এগিয়ে গেলাম। পরিপাটি বিশাল ইমারত। ক্যাসিনোর প্রবেশপথে নিরাপত্তা রক্ষীরা আমাদেরকে আটকে দিলো। সিনথিয়া তাঁর কার্ড বের করে দেখানোর পর আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম। বিশাল ক্যাসিনো, লোকে লোকারণ্য। অসংখ্য টেবিল। জুয়া খেলা হচ্ছে। কোটি কোটি টাকার টোকেন জুয়ার টেবিলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কেউ জিতছে আবার কেউ হেরে যাচ্ছে। নানাবিধ জুয়া খেলার মেসিন। লাইন লাগিয়ে মানুষ মেসিনগুলো চালাচ্ছে। এখানে শুধু হারজিতের খেলা।

সিনথিয়া বললো, তোমার কি জুয়া খেলতে মন চাইছে?

আমি বললাম, কখনো না, কারণ আমি জুয়া খেলা অপছন্দ করি এবং ঘৃণাও করি। অনেকে বলেন এটা বিনোদনের একটা অংশ। আমি বলি এটা নিজেকে অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাওয়ার একটা অংশ।

সিনথিয়া বললো, ঠিকই বলেছো, যে কাজে উৎপাদন নেই সে কাজ বন্ধ্যা। তাই জুয়া খেলাকে এ পৃথিবীর নিকৃষ্টতম কাজের মধ্যে একটা বলে মনে করি। মানুষের জীবনে সময় একটা অমূল্য সম্পদ। এই সময়ের সবচেয়ে বড় অপচয় হয় এই জুয়া খেলার মধ্যে, শুধুমাত্র এ সকল ক্যাসিনোতেই নয়, সারা পৃথিবীজুড়েই চলছে জুয়া খেলার নানাবিধ আসর। এই যে এতো আনন্দ দেখছো এর পরিণাম কিন্তু নিখাদ নিরানন্দে পরিপূর্ণ। তারপর অর্থের বিষয়টিতো রয়েছেই। চেয়ে দেখ, এই একটা ক্যাসিনোতে আজ একটি মাত্র রাতে যে পরিমাণ অর্থের অপচয় হচ্ছে তা দিয়ে কিছুক্ষণ আগে দেখা ঐ অভূক্ত মানুষের পুরো সমাজটাকে কয়েক বছর খাবার সরবরাহ করা যাবে অনায়াসে।

আমি বললাম, সবকিছু বৈচিত্রেরই অংশবিশেষ। মানুষের বোধশক্তিও স্বাভাবিকভাবেই বহুমাত্রিক। মানুষ আনন্দ ও বিনোদন প্রত্যাশী। তাই অনেকেরই বিনোদনের কেন্দ্রস্থল এই ক্যাসিনো, এখানেই তারা খুঁজে পেতে চান আনন্দ।

সিনথিয়া একটু হেসে হাতের ইঙ্গিতে আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে বললো। আমি ওর পেছনে পেছনে এগিয়ে গেলাম। ভেতরে একটা ক্যাফেটোরিয়ার সামনে এসে আমরা দাঁড়ালাম। নারী পুরুষ অনেকেই সেখানে খাচ্ছে। বিস্তর খাবার। অনেকেই দেখলাম খাবার সম্পূর্ণটা না খেয়েই ব্যস্ততার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে জুয়াতে পুনশ্চ যোগদানের জন্য ছুটে যাচ্ছে। আমার মনে হলো এদের অনেকেই মানসিকভাবে অস্থির ও এক ধরনের বৈকল্যের শিকার। ক্যাফেটোরিয়ার কিচেনের পাশে একটা কক্ষে গিয়ে বিশাল কয়েকটা ড্রাম ভর্তি পরিত্যক্ত খাবার দেখলাম।

সিনথিয়া বললো, দেখ, এই ড্রাম ভর্তি পরিত্যক্ত খাবার কম করে হলেও কয়েক শত মানুষের আহার যা খাদ্যভাণ্ডার হতে বিচ্ছিন্ন হলো এবং বিনষ্ট হয়ে গেলো। পৃথিবীব্যাপী এ জাতীয় লক্ষ লক্ষ ক্যাসিনো, ক্যাফেটোরিয়া, হোটেল, রেস্টুরেন্ট এবং নানাবিধ পার্টি ও ভোজ অনুষ্ঠানে কি পরিমাণ বিপুল খাবার প্রতিদিন বিনষ্ট হচ্ছে তা হয়তোবা তুমি কল্পনা করতে পারছো। এর অর্থ হলো আমাদের খাদ্যভাণ্ডার হতে বিরাট একটা অংশ প্রতিদিন বিনষ্ট হয়ে হয়ে যাচ্ছে যা বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তার ভারসাম্যতা বিনষ্ট করছে। এই অপচয়টুকু বন্ধ করতে পারলেও ভারসাম্যতা কিছুটা হলেও উন্নত হতো এবং অসংখ্য অনাহারীর খাদ্যের প্রয়োজন মিটতো।

আমি বললাম, এই পৃথিবীতে প্রত্যেকটি প্রয়োজন অপরের সাথে জড়িত এই নির্মম সত্যটি সম্পর্কে অনেকেই জানে না।

সিনথিয়া বললো, আমি কিঞ্চিৎ ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত, চলো কিছু স্ন্যাকস্ ও কফি নিয়ে বাইরে কোথাও গিয়ে খাই। সত্যি বলতে কি এখানে আর এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছে করছে না।

আমি বললাম, আমারও একই অবস্থা, চল বাইরে যাই।

আমরা স্ন্যাকস্ ও দু কাপ কফি নিয়ে বাইরে এলাম। সামনে একটা গাছের নিচে শানবাঁধানো বেঞ্চে গিয়ে বসে খেতে শুরু করলাম।

আমি বললাম, আজকের সফরটা অনেক লম্বা হলো। এবার চলো ফিরে যাই। যেতেওতো অনেক সময় লাগবে।

সিনথিয়া বললো, সে চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। আমরা সময়মতো ঠিকই ফিরে যাব।

আমরা কফি পান করে আরো কিছুটা সময় বসে রইলাম। তারপর সিনথিয়া উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর হাত আমার দিকে প্রসারিত করলো। আমি শক্ত করে সিনথিয়ার হাত ধরলাম এবং শূন্যে উঠে ভেসে চললাম। চাঁদের আলোর স্নিগ্ধতা ও নীলিমায় উদ্ভাসিত চারিদিক। দুরন্ত গতিতে আমরা ছুটে চললাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলাম আমাদের গন্তব্যে।

নিচে নেমে সিনথিয়া আমার হাত থেকে তাঁর হাত ছাড়তে ছাড়তে বললো, আজ রাতে আমাদের অভিসার কেমন মনে হচ্ছে তোমার?

আমি বললাম, অনন্য। এমন বৈচিত্রময় আর আনন্দঘন অভিসার আর কারো ভাগ্যে কোনদিন জুটেছে কিনা জানিনা তবে আমি বিমোহিত এবং পরিপূর্ণ। এমনতরো অভিসারে তোমার সাথী হতে হাজার রজনীও ব্যয় করতে আমি রাজি আছি।

সিনথিয়া তাঁর চিরাচরিত রহস্যময় হাসি হেসে আমার হাতদুটি পুনর্বার ধরে বললো, আমি উৎসর্গকৃত একজন মানুষ। আমার প্রেম ও ভালবাসা নৈসর্গিক হলেও এর বিস্তৃতি নির্দিষ্ট এক অঙ্গন জুড়ে। আর কেউ না বুঝলেও তুমি তা বোঝ বলে আমি নিশ্চিত। তুমি আমার বন্ধু। এ বন্ধুত্ব তোমাকে নিয়ে যাবে সেই অঙ্গনে যেখানে আমার অভিলাষ চরিতার্থের মহা আয়োজনের মধ্যে আমি অদম্য ব্যস্ততায় নিমগ্ন। সেই অঙ্গনে তোমার আমার বসবাস প্রলম্বিত না হলেও অনন্য এক সফলতায় আমারা দুজন পরিতৃপ্ত হবো অবশ্যই। আমিতো অনেক প্রতীক্ষার পর তোমাকে পেয়েছি।

সিনথিয়ার কথার উত্তর দেয়ার আগেই হঠাৎ আমি জেগে উঠলাম। পুরো স্বপ্নটা নিমিষে আমার মানসপটে ভেসে উঠলো। বিছানা ছেড়ে সোফায় গিয়ে বসলাম। এ কেমন স্বপ্ন দেখলাম যা ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি। এটা কি নিখাদ স্বপ্ন নাকি সিনথিয়ার ইচ্ছাপূরণের কোন ম্যাজিক? পুরো স্বপ্নের বিষয়টা আজকেই সিনথিয়াকে জানাবো বলে সিদ্ধান্ত নিলাম।

আজ প্রত্যুষে জগিং করতে গেলাম না। রুমের মধ্যে পায়চারি করে কালক্ষেপণ করলাম। তারপর ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে গোসল করে পরিপাটি হয়ে নিচে নেমে এলাম। ব্রেকফাস্ট অঙ্গন সম্পূর্ণটাই খালি। এখনো অনেক সকাল। এককাপ কফি এনে একটা টেবিল নিয়ে বসলাম।

হঠাৎ করে সুপ্রভাত শব্দটি শুনে তাকিয়ে দেখি সিনথিয়া এসে হাজির হয়েছে। আমি গতরাতের স্বপ্নের বিষয়ে এতোই বিভোর ছিলাম যে সিনথিয়া উপস্থিতিও টের পাইনি।

আমি বললাম, সুপ্রভাত, রাতে ভাল ঘুম হয়েছে তো? এককাপ কফি দেবো?

সিনথিয়া কিছুটা অনুযোগ মিশ্রিত কণ্ঠে বললো, গতরাতে স্বপ্নে স্ন্যাকস্-কফি খেয়ে পেটটা ফেঁপে আছে, রাতে ভাল ঘুমও হয়নি।

সিনথিয়ার কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম এবং বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো একটা অভিঘাত অনুভব করলাম।

আমি অধীর আগ্রহ নিয়ে সিনথিয়াকে শুধালাম, তুমি কি তোমার স্বপ্নটা আমাকে বলবে?

সিনথিয়া রহস্যময় হাসির রেশ ছড়িয়ে বললো, স্বপ্নটা তোমাকে নিয়েই ছিলো। তুমি আর আমি শূন্যে উড়ে বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণ করেছি, অনেক মানুষের সাথে কথা বলেছি, বিপন্ন মানুষদেরকে সহায়তা করেছি ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি সাগ্রহে আবার বললাম, তুমি কি কোন অভূক্ত মানুষদেরকে খাবার দিয়েছো? তুমি কি কোন ক্যাসিনোতে গিয়েছো? সেখান থেকেই কি স্ন্যাকস্ কফি কিনেছো?

সিনথিয়া বললো, ক্যাসিনোর প্রবেশপথে আইডি কার্ড না দেখালে তুমিওতো ঢুকতে পারতে না। তুমি যা বলছো তাতো সত্যি। কিন্তু আমার স্বপ্নের কথা তুমি জানলে কি করে?

আমি গতরাতের স্বপ্নের বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলে সিনথিয়াকে শুধালাম, তুমি কি এই স্বপ্নটাই দেখেছো?

সিনথিয়া বললো, হুবহু একই স্বপ্ন দেখেছি।

আমি বললাম, এও কি সম্ভব? এটা কেমন করে হলো?

সিনথিয়া বললো, এটা কেমন করে সম্ভব হলো তা বলা মুসকিল। তবে আমরা দুর্যোগ, ত্রাণ বিতরণ, মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নিবিড়ভাবে কাজ করছি সুতরাং প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে স্বপ্ন দেখাটা স্বাভাবিক।

আমি বললাম, তোমার কথা মানছি, প্রাসঙ্গিক বিয়য় নিয়েই আমি স্বপ্নটা দেখেছি কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তুমিও হুবহু একই স্বপ্ন দেখলে কি করে?

সিনথিয়া বললো, সাধারণত এ ধরনের ঘটনা ঘটার কথা নয় তবে ব্যতিক্রম বলে একটা কথা রয়েছে। এটা ঠিক তেমনি একটি ব্যতিক্রম হতে পারে যা হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ বারে একবার সংঘটিত হয়!

আমি বললাম, নেহাত স্বপ্ন হলেও এর রহস্যময়তা আমাকে দারুণভাবে আশ্চর্যান্বিত করে তুলেছে। এই অংকটা মেলাতে পারছি না কিছুতেই।

সিনথিয়া বললো, পৃথিবীতেতো বহু ঘটনা ঘটছে যা আমরা আমাদের এ যাবৎকাল অর্জিত জ্ঞান দ্বারা বিশ্লেষণ করতে পারছি না। এসব ঘটনা আবার অনেক সময় রহস্যময়ও বটে। এমনও হতে পারে যে যেহেতু আমরা দুজন একে অপরকে মানবিক বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে প্রভাবিত করে চলেছি সেহেতু আমাদের অবচেতন অন্তরদুটি নিভৃতে মিলে স্বপ্নের মাধ্যমে একটা পরিস্ফুট চিত্র এঁকে দিয়ে গেছে যা আমরা দুজন একসাথে দেখেছি।

আমি বললাম, হতে পারে। অন্তরে অন্তরে নিভৃতে যে প্রসঙ্গাদি আন্তরিক হয় তার বহিঃপ্রকাশ যদি এভাবে স্বপ্নের মাধ্যমে হয় তবে রহস্য যতই থাক তেমন স্বপ্ন হাজারবার দেখতে আমি উন্মুখ হয়ে থাকবো।

সিনথিয়া বললো, এ পৃথিবীর বস্তু নিলয় সব কিছু প্রাকৃতিক মনে হলেও কোন কিছুই রহস্যময়তায় বাইরে নয়। মহাবিশ্বের সুনিপুণ স্থিতিশীল মহাব্যবস্থাপনাটিওতো এখনো গভীর রহস্যে আবৃত। রহস্যময়তা রয়েছে বলেইতো মানুষ উন্মোচন প্রয়াসী এবং রহস্যের গভীরে সমাসীন সত্যটাকে বের করে আনার দুর্নিবার প্রতিবন্ধকতা ভাঙ্গার প্রয়াসে লিপ্ত।

সিনথিয়ার কথার পর আমার আর মন্তব্য করা হলোনা। আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে উদাসী হয়ে বসে থাকলাম।

মিঃ লী এবং শাওলিং এসে শুভেচ্ছা জানালেন। আমরাও ওদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বসতে বললাম।

মিঃ লী বললেন, আজকের সফরটা বেশ লম্বা হবে। ব্রেকফাস্টের পরই আমরা ওয়াংজিয়াং থেকে রওয়ানা হবো এবং সরাসরি হেফেই পৌঁছবো। দুই শত ত্রিশ কিলোমিটার পথ যেতে হবে, ন্যূনতম চার ঘন্টাতো লাগবেই ।

শাওলিং সকলকে নাস্তা সংগ্রহের তাগাদা দিয়ে বললো, আধা ঘন্টার মধ্যে রওয়ানা হতে চাইলে ব্রেকফাস্ট তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে।

ব্রেকফাস্ট করে রওয়ানা হতে হতে সাড়ে আটটা বেজে গেল। দুটি গাড়ি একসাথে চললো। একটি সিনথিয়ার এবং একটি আমাদের। প্রশস্ত রাস্তা ধরে গাড়ি চলছে। মিঃ লী এবং শাওলিং আলাপ করছে।

গত রাতের স্বপ্নের বিষয়টি আমার চিন্তার সবটুকু জুড়ে জেঁকে বসে রয়েছে। কিছুতেই ঐ পরিসর থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না। এ বিয়য়ে সিনথিয়ার মন্তব্যগুলোও মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। এই রহস্যপূর্ণ স্বপ্নের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে না গিয়ে এটাকে অসাধারণ ও ব্যতিক্রমী একটি ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত করলাম। এতে মনটা ক্ষণিকের জন্য হলেও শান্ত হলো।

আজ আকাশটা প্রায় মেঘমুক্ত। দিগন্তে কিছু মেঘ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সূর্যের উজ্জ্বলতা ক্রমান্বয়েই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত কয়েকদিনের তুলনায় আজ আবহাওয়াটা বেশ আরামপ্রদ।

মিঃ লী আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, পরবর্তীতে আপনি যখন আবার হেফেই আসবেন তখন এখানকার সৌন্দর্যমণ্ডিত কিছু স্থান ও প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার জন্য কিছু সময় হাতে রাখবেন।

আমি বললাম, মিঃ লী, এই চীন অত্যন্ত সুন্দর একটি দেশ। অনিন্দ সুন্দর এই দেশটি নিঃসন্দেহে প্রকৃতির এক উদার উপহার। আমিতো প্রতিনিয়তই এর অপার সৌন্দর্য উপভোগ করে চলেছি। তবে সময় ও সুযোগ যদি হয় তবে অবশ্যই আগামীতে আপনার সাথে কোন নির্দিষ্ট স্থান সফর করবো বৈকি।

শাওলিং বললো, চীনের সর্বত্রই বৈচিত্রময় আকর্ষণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এগুলো দেখা এবং উপভোগ করা ভগ্যের বিষয়ও বটে। এদেশে বসবাসকারী হিসাবে আমাদেরইতো এগুলো দেখার সৌভাগ্য হয়ে উঠে না।

এমন সময় ড্রাইভার হঠাৎ করে প্রচণ্ড জোরে ব্রেক কষে গাড়ি থামানোর চেষ্টা করলো। রাস্তার কংক্রিটের সাথে টায়ারের প্রবল ঘর্ষণে রাবার পোড়া গন্ধ বেরুলো। আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এদিক সেদিক ঢলে পড়লাম। গাড়ি দাঁড়ানোর পর দেখতে পেলাম সামনে আর একটি গাড়ি কাত হয়ে রয়েছে।

মিঃ লী চীৎকার করে দরজা খুলে এক লাফে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। আমিও তড়িৎ গতিতে বাইরে বেরিয়ে সামনের কাত হয়ে থাকা গাড়িটার কাছে গেলাম। তারও সামনে আরও একটি গাড়ি রাস্তার বাইরে গড়িয়ে গিয়ে পড়েছে, কিন্তু ঐ গাড়িটির দুজন যাত্রী বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

মিঃ লী বললেন, রাস্তার বাইরের গাড়িটি নিয়ে চিন্তার কিছু নাই। এখন এই কাত হয়ে থাকা ট্যাক্সিটাকে সোজা করতে হবে। দরজাটার অবস্থা ভাল নয়, দরজা খোলা যাবেনা। ভেতরে তিন জন আটকা পড়েছে।

ইতিমধ্যে আরো কয়েকটি গাড়ি এসে লাইনে দাঁড়ালো। আমরা দশ বার জন মিলে ট্যাক্সিটাকে সোজা করলাম। তারপর কাঁচ ভেঙ্গে দরজা খুলে তিনজনকে বের করলাম। এর মধ্যে দুজন বেশ আহত হয়েছে। একজনের মাথা ফেটে রক্ত বের হচ্ছে। অন্যজনের নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। আমি তড়িৎ গতিতে আমার মিনি ফাষ্ট এইড কিট বের করে আহত ব্যক্তির মাথা ব্যাণ্ডেজ করে দিলাম।

মিঃ লী বললেন, সামনে এক কিলোমিটারের মধ্যে হাসপাতাল রয়েছে। আহতদেরকে এখুনি হাসপাতালে প্রেরণ করা প্রয়োজন।

সিনথিয়া বললো, আমার গাড়িতে করে আমি আহতদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা এখানে কাজ শেষ হলে হাসপাতালে চলে এসো।

আমরা ধরাধরি করে আহত দুজনকে সিনথিয়ার গাড়িতে উঠিয়ে দিলাম।

এখানে কিছুটা গোছগাছ করে অমরা নিকটবর্তী হাসপাতালের দিকে রওয়ানা হলাম। হাসপাতালে এসে সিনথিয়ার দেখা পেলাম।

সিনথিয়া বললো, আহতদের চিকিৎসা চলছে। একজনের মাথার আঘাতটা গুরুতর হতে পারে বলে ডাক্তার প্রাথমিকভাবে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

মিঃ লী সবাইকে চা কফি পান করে সতেজ হওয়ার পরামর্শ দিলেন। কাছেই একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে আমরা চা কফি ও কিছু হালকা খাবার খেয়ে নিলাম। তারপর পুনরায় শুরু হলো আমাদের যাত্রা।

শাওলিং আমাকে বললো, তোমার কি মনে আছে যে কিছুদিন পূর্বে হুবেই প্রদেশে সফরকালে আমরা ঠিক এমনিতর আরো একটি সড়ক দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিলাম?

আমি বললাম, হ্যাঁ, দিব্যি মনে আছে।

মিঃ লী বললেন, সড়ক দুর্ঘটনা কমবেশি সর্বত্রই ঘটে থাকে তবে উন্নত দেশগুলোতে এই সংখ্যা অনেক কম।

আমি বললাম, আমার নিজের দেশেও এই সংখ্যা একেবারে কম নয়।

মিঃ লী বললেন, সিংহভাগ ক্ষেত্রে সড়ক দুর্ঘটনার দায় চালকদের। অতিরিক্ত গতি, অন্য গাড়িকে ওভারটেক করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ঝুঁকি নেয়া এবং গাড়ি চালনায় মনঃসংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া এই তিনটি কারণে দুর্ঘটনা ঘটে থাকে বলে আমি মনে করি।

আমি বললাম, আপনার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। তবে এক্ষেত্রে চতুর্থ যে অনুঘটকটি রয়েছে তা হলো কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা। শুধু গাড়ি চালাতে পারাটাই বড় কথা নয়। গাড়ি চালনায় মনস্তাত্তিক যে দিকগুলো রয়েছে সেগুলো শেখানোর কোন ব্যবস্থা অথবা বিবেচনায় না নিয়েই গাড়ি চালনার ছাড়পত্র দিয়ে দেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে অনিয়ম এবং দুর্নীতিও রয়েছে বিস্তর।

মিঃ লী আমাকে সমর্থন জানিয়ে বললেন, আমার নিজের দেশও এ অপবাদ থেকে মুক্ত নয়।

আমি বললাম, প্রায় ক্ষেত্রেই এ কথাটি প্রযোজ্য যে, যারা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছেন তারাও বিষয়টির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি হওয়া উচিৎ তা বোঝেন না। তারা যদি নিজেরাই সচেতন না হন তবে অন্যদেরকে সচেতন করার গুরুত্ব অনুধাবন করবেন কি করে? তাই আমি এ প্রসঙ্গে কথা উঠলে বলি যে, সড়ক পরিবহণ পুরো বিষয়টি একটা সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মধ্যে এনে উপযুক্ত ও সংবেদনশীলদের তত্ত্বাবধানে পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। যে সকল দেশ এ বিষয়ে সফলতা অর্জন করেছে তাদের নিকট থেকে শিখতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ও কৌশল আয়ত্ব করতে হবে।

মিঃ লী বললেন, আপনার যুক্তির সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত পোষণ করছি।

আমার বক্তব্যগুলো শাওলিং যথারীতি তরজমার দায়িত্ব পালন করছিল।

আমাদের ড্রাইভার গাড়ি চালনা সংক্রান্ত আলোচনা শুনে বললো, আপনাদের এই কিছুক্ষণের আলোচনায় গাড়ি চালনা বিষয়ে আমি যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছি যা অন্যত্র পাইনি। এখন আমার গাড়ি একটু ভিন্নভাবে চলবে অর্থাৎ এখন গাড়ি চালনায় আমার মনঃসংযোগ এবং সতর্কতা আরো নিবিড় হবে।

শাওলিং ড্রাইভারকে বললো, মনোযোগ সহকারে আলোচনা শ্রবণ এবং এর মর্মকথা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গাড়ি ছুটে চলেছে প্রশস্ত রাস্তা ধরে। দৃষ্টির পরিসীমা জুড়ে ফসলের প্রান্তর, বনভূমি, দূরে সুউচ্চ পাহাড়। দিগন্ত বিস্তৃত সুনীল উদার আকাশ। প্রাণভরে উপভোগ করছিলাম প্রকৃতির বহুরূপী অপার সৌন্দর্য।

আমরা ওয়াংজিয়াং থেকে যাত্রা শুরুর পর তিন ঘন্টা অতিবাহিত হয়েছে। বড় বড় স্থাপনা দেখে মনে হলো আমাদের গন্তব্য আর বেশি দূরে নয়।

কিন্তু মিঃ লী জানালেন যে আরো ঘন্টাখানেক সময়তো লাগবে হেফেই পৌঁছুতে কারণ পথিমধ্যে আমাদের অনেকটা সময় অন্য কাজে ব্যয় হয়েছে।

আমরা ভর দুপুরে হেফেই পৌঁছুলাম।

গাড়ি একটি হোটেলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। আমরা হাতমুখ ধুয়ে পরিপাটি হয়ে হোটেলের ডাইনিং হলে এসে হাজির হলাম। সেখানে মিঃ লী এর দপ্তরের কয়েকজন কর্মকর্তার সাথে দেখা হলো, এদের মধ্যে দুজন মুখ্য কর্মকতার সাথে ইতিপূর্বে আমার আলাপ পরিচয় হয়েছে। সবাই মিলে আমরা পূর্ব নির্ধারিত একটা টেবিলে গিয়ে সমবেত হলাম। খাবারের অর্ডার আগেই দেয়া হয়েছে।

মিঃ লী সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, আমাদের হেফেই দপ্তর এবং দুর্গত এলাকার কাউন্টি দপ্তরগুলোর কর্মকর্তা এবং স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ সকলে মিলে বিগত কয়েকটি সপ্তাহ যাবৎ নিরলসভাবে কাজ করে বন্যা দুর্গত মানুষের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী সরবরাহের কাজ করে যাচ্ছে। এই ত্রাণ বিতরণের সফলতা একটা অনন্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে বলে আমি মনে করি। এখনো অনেক কাজ আমাদের সামনে রয়েছে। আমি আশা পোষণ করি যে আগামীতে এভাবেই আমরা আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে যাব। একই সাথে আমি আমাদের সহকর্মী জনাব হারুনকে তাঁর মূল্যবান

পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান এবং অফুরন্ত অনুপ্রেরণা যোগানোর জন্য হেফেই দপ্তরের সবার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের সংস্থার বেইজিং দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত দোভাষী মিস শাওলিংকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একই সাথে একজন নিবেদিতপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে এবং দুর্গতদের ক্যাম্পগুলোতে শিশু কিশোরদের মনোরঞ্জনের জন্য অনন্য কিছু কর্মের প্রবর্তক হিসাবে সিনথিয়াকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি মনে করি যে আমরা সবাই সিনথিয়া সম্পাদিত কাজ কর্ম থেকে অনেক কিছু শিখেছি। আমি আশা করবো মিঃ হারুন এবং সিনথিয়া, আপনারা আবার আমাদের মাঝে এসে আমাদেরকে আরো অনুপ্রাণিত করবেন। ইত্যবসরে পরিকল্পনা অনুযায়ী বাকি ক্যাম্পগুলোতে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। আমি নিজে মাঠ পর্যায়ে গিয়ে সকল কার্যক্রম তদারকি করবো।

সিনথিয়া হাত উঁচিয়ে কিছু বলার অপেক্ষায় ছিলো। আমি তাঁর চোখে চোখ রেখে মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে এ কথাটা বুঝাবার চেষ্টা করলাম যে সে যেনো তাঁর বক্তৃতায় আমাকে উপমা হিসাবে না টানে। কারণ ইতিপূর্বে ওহানে এক অনুষ্ঠানে সে বলেছিলো যে তাঁর বর্তমান কাজের ধারণাটি আমি দিয়েছি। সিনথিয়া আমার নীরব ইঙ্গিতটি অনুধাবন করতে পারলো বলে আমি খুশি হলাম।

সিনথিয়া উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আনহুয়ি প্রদেশের কতিপয় বন্যা দুর্গত এলাকায় আমার সংস্থা যে কাজ সম্পাদন করেছে তা এতো সুন্দর ও কার্যকরী হতোনা যদি আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা আমি না পেতাম। আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা এবং অনুপ্রেরণার জন্য আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের সংস্থার কাজ আরো কয়েকটি ক্যাম্পে পরিচালিত হবে এবং এজন্য দুজন কর্মকর্তা ওয়াংজিয়াংয়ে রয়েছেন। তাঁরা আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে কাজ সম্পাদন করবেন।

সবার শেষে আমিও তাঁদের সহযোগিতা এবং আতিথেয়তার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানালাম।

ইতিমধ্যে খাবার পরিবেশিত হলো। ঐতিহ্যবাহী চাইনিজ খাবার, তবে এর মধ্যেও ভাত ও ভুনা মুরগির সাক্ষাৎ পেলাম। শাওলিং যথারীতি আমার জন্য নির্ধারিত মদ পান করার ছোট গ্লাসটায় পানি ভরে রাখলো। মিঃ লী আমার সম্মানার্থে মদের গ্লাস হাতে নিয়ে দাঁড়ালেন, তাঁকে অনুসরণ করে সবাই দাঁড়ালো।

মিঃ লী গ্লাসটা মুখের সামনে নিয়ে দুস্থ মানুষের সেবা, আমাদের বন্ধুত্ব এবং স্বাস্থ্যের উন্নতির বাসনা প্রকাশ করে মদটুকুর সামান্য অংশ পান করলেন। তাঁকে অনুসরণ করে উপস্থিত সবার মত আমিও গ্লাস হাতে নিয়ে পানি পান করলাম। তারপর আমরা সবাই খাবারে মনোনিবেশ কললাম। লক্ষ্য করলাম যে আমার মত সবাই ক্ষুধার্ত। প্রচুর খাবারের সমাহারে আমার পছন্দের খাবারগুলো বেশ সময় নিয়ে গলাধঃকরণ করলাম।

খাবারের পর্ব শেষ হতেই আমরা উঠে দাঁড়ালাম। আমাদের ফ্লাইট বিকেল পাঁচটায়। সিনথিয়া তাঁর গাড়ি ছেড়ে দিয়ে আমাদের গাড়িতে এসে উঠলো।

মিঃ লী বললেন, আপনার সাহচর্যে এ কটা দিন আমার ভাল কেটেছে। আশা পোষণ করি যে আগামীতে আপনাকে আবার আমাদের মাঝে পাবো।

আমি বললাম, আপনার সাহচর্যও আমাকে মুগ্ধ করেছে। সত্যি বলতে কি আমি আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

মিঃ লী আমাকে তাঁর বুকে জড়িয়ে ধরে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন।

মিঃ লী এর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আমরা এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হলাম। হেফেইয়ের ব্যস্ত রাস্তায় গাড়ি এগিয়ে চললো এয়ারপোর্টের দিকে। বিদায়ের একটা আবহ যেনো সবার মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে।

সিনথিয়া বললো, বিদায়ের দৃশ্যটা সবসময়ই করুণ হয়ে থাকে, কিন্তু জীবনভর অহর্নিশ আমাদেরকে এ দৃশ্যের মুখোমুখি হতে হয়। তবে আমার মনে হয় যে প্রতিটি বিদায় এবং এর সাথে জড়িয়ে থাকা বেদনা আমাদের হৃদয়ে সাময়িকভাবে হলেও যে আলোড়নটুকু সৃষ্টি করে তা আমাদের অন্তরকে বলিষ্ঠ করে এবং অতীতের এমনতর বিদায় আনন্দ ও সম্পৃক্ততার আনন্দের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আমি বললাম, এ বিষয়টির বিস্তৃতি এবং গভীরতা পরিমাপ করা কঠিন। বিদায়, বিচ্ছেদ, চলে যাওয়া এবং আর ফিরে না আসা ইত্যাদি সকরুণ হলেও এই বেদনা নিয়েইতো জীবন অতিবাহিত করতে হয় প্রত্যেকটি মানুষকে।

সিনথিয়া বললো, জীবনটা ছোট হলেও এর চলার পথ আনন্দ-বেদনা দিয়ে সুসজ্জিত। বাস্তব এবং প্রায়ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ এই অনুসঙ্গগুলো না থাকলে জীবনতো তার বৈচিত্রময়তা হারাতো।

এরই মধ্যে আমরা এয়ারপোর্টে চলে এলাম। ড্রাইভারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বোর্ডিং পাস সংগ্রহ করে ডিপারচার লাউঞ্জে ঢুকে গেলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্লেনে আরোহণ করলাম। আমি যথারীতি উইণ্ডো সিটটা নিলাম এবং পাশের সিটে সিনথিয়া বসলো। শাওলিং আমাদের পেছনের সিটে বসলো। এয়ার হোস্টেজরা ব্যস্ততা নিয়ে ছুটাছুটি করছে। অনেক যাত্রী, প্লেন পরিপূর্ণ হয়ে গেল। দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলাম যে একটা আসনও খালি নেই। মনে মনে ভাবলাম যে আমাদের ভাগ্য ভাল কারণ আমাদের টিকিট আগে থেকেই বুক করা ছিল।

আমি বললাম, প্লেনে উঠলেই কেন জানিনা আমার স্ট্রেস লেভেলটা নেমে যায়।

সিনথিয়া বললো, এর অর্থ তুমি তোমার নির্ধারিত কাজ সফলতার সাথে সমাপ্ত করেছো এবং ফিরে গিয়ে আরেকটি কাজের কথা আপাতত ভাবছো না, অন্তত যতক্ষণ তুমি ফ্লাইটে থাকছো। এ দুটো ভাবনার সম্মিলনের কারণেই তুমি সব ধরনের চাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারছো।

আমি বললাম, আমি নিশ্চিত যে তুমি মনোবিজ্ঞান নিয়েও পড়াশোনা করেছো।

সিনথিয়া বললো, বিষয়টিতো গুরুত্বপূর্ণ তাই কিছুটা জ্ঞানগরিমা তো রয়েছেই।

এমন সময় ক্যাপ্টেনের গুরুগম্ভীর কণ্ঠ জানিয়ে দিলে যে বিমান অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশে উড়বে এবং এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিটের মধ্যে বেইজিং ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে অবতরণ করবে।

প্লেন আকাশে উড়লো। অপরূপ শুভ্র মেঘের স্তর ভেদ করে আমরা উপরে উঠে যাচ্ছি। নিচে মেঘমালা আর উপরে সুনীল আকাশ। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেও উচ্চ আকাশে গোধুলীর লালিমা বিরাজমান। আমাদের থেকে বেশ কিছুটা দূরত্বে আরেকটি বিমান দেখলাম আমাদের বিপরীত দিকে যাচ্ছে। গোধুলীর আলোতে প্লেনটাকে লাল দেখাচ্ছে।

সিনথিয়া উদাস দৃষ্টিতে জানালার দিকে তাকিয়ে বললো, চেয়ে দেখ পাখিরা উড়ে বেড়াচ্ছে। বিস্তীর্ণ ঐ জনপদে ওরা কলকাকলিতে মুখরিত। দূর থেকে দেখে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মনে হলেও যে সকল বাড়ি ঘরগুলো দেখছো ওগুলোর সবগুলোতেই আনন্দের ফল্গুধারা বইছে।

আমি বললাম, পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাসের মধ্যে আনন্দতো থাকবেই।

সিনথিয়া বললো, বহমান এই আনন্দের মধ্যে পরিবারের একজন যদি অন্য কারো দ্বারা নিগৃহীত হয়, আহত হয় অথবা নিহত হয় তখন এই যে এতো আনন্দ তা বিষাদের সাগরে পরিণত হয়। আমি বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন আততায়ীদের জীবনালেখ্য এবং পরিণতি নিয়ে কাজ করার সুবাদে যা পেয়েছি তা হলো- যারা মানুষের জীবন বিনাশ করে তারা নিজেরাও এ পৃথিবীতে শান্তিতে বসবাস করতে পারে না, অশান্তির অনলে দগ্ধ হয়ে বড় নির্মম পরিণতি বরণ করতে হয় তাদের। মৃত্যুকে আমি মানুষের জীবনে মহাপবিত্র এক শান্তিময় অন্তর্ধান হিসাবে বিবেচনা করি। কিন্তু যারা অন্যের জীবন হরণ করে তারা তাদের মৃত্যুতে মর্মান্তিক কষ্ট থেকে কখনো পরিত্রাণ পায় না।

আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, তুমি যা বললে তা নিতান্ত সত্য। আমি এই বিষয়টির উপর কখনো গবেষণা না করলেও দু একটা ঘটনার কথা আমি জানি যেখানে আততায়ীদের করুণ পরিণতিতে কেউ দুঃখ প্রকাশ পর্যন্ত করেনি।

এই সময়ে এয়ার হোষ্টেজরা চা কফি নিয়ে হাজির হলো। আমাদের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাটি বিঘ্নিত হলো।

সিনথিয়া বললো, চা-কফি পরিবেশন করা হচ্ছে। আমি জানি এ সময়ে এককাপ কফি পেলে তুমি আনন্দিত হবে। এ কফি তোমাকে সতেজ করে তুলবে।

আমি বললাম, সঠিক সময়ে কফির পরিবেশনা।

এয়ার হোস্টেজ পেছনের দিক থেকে সামনে এগিয়ে এসে আমাদের সিটের পাশে দাঁড়ালো। স্ন্যাক্সের সাথে এক কাপ গরম কফি নিয়ে নিলাম। সিনথিয়াও তাই নিল। আমি বাইরে তাকালাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে অন্ধকার নেমে এসেছে বলে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবে বিমানের ভেতরের আলো নিভিয়ে দিলে হয়তো বা আকাশের তারকারাজির দুএকটা দেখা যেতে পারে। চাঁদের দেখা পাওয়া যাবে না কারণ এই সময়টায় চাঁদের অবস্থান আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে রয়েছে।

কফি পান শেষে এয়ার হোস্টেজ কাপ এবং স্ন্যাক্সের প্যাকেট তুলে নিয়ে যাওয়ার পর নিজেকে একটু গোছগাছ করে সিনথিয়া বললো, সাপ্তাহিক ছুটির দুটো দিন তুমি কোন কাজ হাতে রাখবে না। পরশুদিন শনিবার তোমাকে নিয়ে বেড়াতে বের হবো এবং দর্শনীয় দুএকটি বিশেষ স্থান পরদির্শন করবো।

আমি বললাম, অবশ্যই যাব। আগামীকাল অফিসে গিয়ে জরুরি কাজগুলো শেষ করে ফেলবো। তবে আমার মনে হচ্ছে আগামী সপ্তাহে আবার আমাকে মাঠ পর্যায়ে সফরে যেতে হবে।

সিনথিয়া বললো, সফরের কোন কর্মসূচি নির্ধারিত হলে সাথে সাথে টেলিফোনে আমাকে জানাবে কারণ আমিওতো তোমার সাথে যাব এবং সেজন্য আমাকেওতো প্রস্তুতি নিতে হবে।

আমি বললাম, এ আমার পরম সৌভাগ্য যে তুমি আমার সাথে যাবে। তোমার সাহচর্য আমাকে সবসময়ই বিমুগ্ধ করে। তোমার ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা আমার কাছে রহস্যময় হলেও ওই রকম অতীত ঘটনাপ্রবাহের সাথে সম্পৃক্ত হতে আমি উন্মুখ হয়ে আছি। তোমার প্রজ্ঞা, দর্শন এবং সমাজ নিয়ে ভাবনার মধ্যে অসম্ভব তেজস্বী সব সত্য ও বিরল ভাবধারার সন্ধান পাওয়া যায়। এরই মধ্যে অনেক আলোর ঝলকানি আমি তোমাতে পেয়েছি। সুতরাং তোমার সান্নিধ্য আমার কাছে

আরাধ্যমান। তুমি জাগতিক এবং আধ্যাত্মিকও বটে। এই পৃথিবীতে তুমি সত্যিই তুলনাহীনা এক মহীয়সী নারী।

সিনথিয়া বললো, আমাকে নিয়ে তোমার এতো প্রশংসা ধারণ করার ক্ষমতা আমার কই? তবে একটা কথা মনে রেখো, তোমার আমার এই যে সম্পর্ক এটা হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া কোন বিষয় নয়। এটা নির্ধারিত একটা ঘটনাপ্রবাহ কারণ আমিতো তোমার জন্য অপেক্ষায় ছিলাম বহুদিন। আমার প্রহর গণনার অবসান হলো যখন জেনেভা থেকে বেইজিংগামী সে দিনের সেই ফ্লাইটে তোমাকে আবিষ্কার করলাম। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে তুমি তোমার গাড়িতে উঠে যখন চলে যাচ্ছিলে তখন আমাকে যে তুমি অনুধাবন করতে পেরেছিলে সে বিষয়ে আমি শতভাগ নিশ্চিত হয়েছিলাম। অনেকদিন পর সে রাতেই আমার স্বস্তির ঘুম হয়েছিলো।

সিনথিয়ার কথা শুনতে শুনতে আমি আনমনা হয়ে নিজের মধ্যেই হারিয়ে গেলাম। কি অসম্ভব প্রাণোচ্ছল মায়াবতী এই সিনথিয়া। ওর কথা শুনতে এবং ওর সান্নিধ্য পেতে আমি যে এতো উন্মুখ হয়ে অপেক্ষায় থাকি তা কি সিনথিয়া জানে? সিনথিয়া কি জানে যে আমি তাঁর মধ্যে অসামান্য এক অপরূপার সন্ধান পেয়েছি?

দুস্থ মানুষের সেবার মধ্যদিয়ে যে আনন্দটুকু সঞ্চয় করবো বলে এখানে এসেছিলাম সিনথিয়ার সাথে পরিচয়ের পর সে আনন্দ যেনো শতগুণ বেড়ে গেছে। আনন্দের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হচ্ছে মণি মুক্তা হীরা। এমনতর ভাবনায় আমি বিভোর হয়ে গেলাম। কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না।

হঠাৎ করে সিনথিয়ার মৃদু সম্ভাষণে সম্বিত ফিরে পেলাম।

সিনথিয়া বললো, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বেইজিংয়ে অবতরণ করতে যাচ্ছি। সিট বেল্ট বেঁধে ফেলো। তুমি কি কিছুটা অবসন্নতায় ভুগছো?

নিজেকে কিছুটা গুছিয়ে নিয়ে বললাম, সাময়িক নির্লিপ্ততার জন্য দুঃখিত, তবে এটা অবসন্নতা নয়, স্মৃতি নামের এক আনন্দ সাগরে সন্তরণ। এতোক্ষণ তো তোমার সাথেই ওখানে ছিলাম। ওখানেও তুমি আর এখানেও তুমি। আমার চেয়ে সৌভাগ্যবান আর কে আছে এই বসুন্ধরায়?

সিনথিয়া এবার হো হো করে হেসে উঠে বললো, তোমার সাথে আমি না থাকলে আর কে থাকবে? আর কিছুক্ষণ আগেইতো বললাম যে তোমার সাথে আমার থাকার বিষয়টি কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, যুগ যুগান্তরের প্রয়োজনে অনেক অনেক আগে থেকেই নির্ধারিত, এজন্যই তোমার আমার এই সম্মিলন অনেক অর্থবহ।

আমি সিনথিয়ার এমনতর মন্তব্য ইতিপূর্বেও শুনেছি যদিও এর সত্যিকার অর্থটা কি তা বুঝতে পারিনি। তবে অনুমান যে করতে পারিনি তা নয়। কিন্তু সিনথিয়ার আচরণের রহস্যময়তা আমার অনুমানকে স্থিতিশীল রাখতে দিচ্ছে না।

আমি বললাম, আমিতো তোমার পাশেই আছি এবং থাকবো।

সিনথিয়া বললো, এখন বিচ্ছিন্ন হতে চাইলেও আমাদের দুজনার কেউ তা পারবো না, সুতরাং এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর কোন কথা নয়।

আমি বললাম, নিয়তি বলে একটা কথা আছে এবং আমি তা বিশ্বাস করি। তবে তোমার সাথে আমাকে কতদূর যেতে হবে বলোতো?

সিনথিয়া বললো, সে দূরত্ব মাপা যাবে না। মাপার কোন একক রয়েছে কিনা তাও আমি জানিনা। এমন করে বলা যেতে পারে যে, এ পথের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই।

এই রহস্যপূর্ণ কথার মর্মার্থ অনুধাবন করা অসম্ভব বলে মনে হলো। আমি অপলক সিনথিয়ার দিকে চেয়ে রইলাম।

সিনথিয়া বললো, এভাবে আমার দিকে চেয়ে কি দেখছো?

আমি বললাম, রহস্যময়ী কিন্তু প্রজ্ঞাপারমিতা এক মহীয়সীকে দেখছি।

আমার কথা শুনে গভীর রহস্যপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাকে শরবিদ্ধ করে সিনথিয়া বললো, আমাকে নিয়ে তোমার অনুমান ও পরিমাপ তো সঠিক নাও হতে পারে। এ পৃথিবীতে মানুষের গভীরতম বেদনার স্বরূপ আমি প্রত্যক্ষ করেছি, হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছি এবং সেই অন্তহীন বেদনার সম্ভার আমি আমার হৃদয়ে ধারণ করে বয়ে বেড়াচ্ছি। এতো ভার সইতে পারছি না বলেইতো আমি তোমাকে তোমার প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দেব। আমি জানিনা আমার মতো আর কেউ এ দুরন্ত গুরুভার বইছে কিনা।

আমি বললাম, তুমি যদি মনে করো যে আমাকেই তোমার প্রয়োজন তবে তোমার হৃদয়ে সঞ্চিত সকল ব্যথা তুমি আমাকে দাও। আমি দীপ্তোজ্জ্বল চিত্তে সেই ভার বইতে পারবো।

সিনথিয়া বললো, তুমি তা পারবে বলেইতো আমি তোমাকে খুঁজে নিয়েছি। তোমাকে খুঁজে পেতে আমার দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। তবে এই গুরুভার তোমার মধ্যে সঞ্চালন করতে হলে আমার মধ্যে তোমাকে বিলীন হতে হবে এবং তোমার মধ্যে আমাকেও মিশে যেতে হবে।

আমি বললাম, তবে অহেতুক কালক্ষেপণ কেন? একটি সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয়ের পরিসীমাটুকু মাত্র চব্বিশটি ঘন্টা হলেও তাতে নিহিত রয়েছে এক হাজার চার শত চল্লিশটি মহামূল্যবান মিনিট।

সিনথিয়া বললো, যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত দুর্বিসহ যন্ত্রণা যা আমার অন্তরে পরিশীলিত হয়েছে তা তোমার মধ্যে সঞ্চারিত হতে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন হবে বৈকি।

ক্যাপ্টেনের গুরুগম্ভীর স্বরে আমাদের কথোপকথনের ছন্দপতন ঘটলো। বিমানের অবরোহণ শুরু হলো এবং ক্রমান্বয়ে নিম্নগামী হতে থাকলো। আলো ঝলমল বেইজিং ক্রমান্বয়েই নিকটবর্তী হতে থাকলো। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা বেইজিং এয়ারপোর্টে অবতরণ করলাম। আমার হাতে দুটো ব্যাগ থাকায় পেছনের সিট থেকে এগিয়ে এসে শাওলিং আমার হাত থেকে ল্যাপটপের ব্যাগটা নিয়ে আমাকে সাহায্য করলো।

আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম।

একটা ট্যাক্সিতে সুটকেস ও ব্যাগ উঠিয়ে রেখে সিনথিয়া শাওলিংয়ের কাঁধে হাত রেখে বললো, এ কয়েকটা দিন তোমাদের সাথে বড়ই আনন্দে কাটালাম। তোমার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।

শাওলিংও তাঁকে ধন্যবাদ জানালো এবং অচিরেই আবার একত্রে কাজ করার প্রত্যাশা জানালো।

সিনথিয়া আমার সাথে পরে যোগাযোগ করবে জানিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলো। আমরাও একটা ট্যাক্সি নিয়ে শহরের পথ ধরলাম। শাওলিং আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রস্থান করলো।

আমি রুমে প্রবেশ করে শাওয়ার নিলাম। ক্লান্তি দূর হলো। বিভিন্ন সময়ে লিখে রাখা নোটগুলো বের করে ল্যাপটপ নিয়ে বসলাম। প্রায় দেড় ঘন্টা সময়ের মধ্যে আনহুয়ি সফরের একটা পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরি করা গেল। নীচে নেমে ডাইনিং রুমে গিয়ে আয়েশ করে উপবেশন করলাম। লোকজনের ভিড় কিছুটা কমে এসেছে। মেন্যু চেক করে ষ্টিম রাইস ও বারবিকিউ করা মাছ নিয়ে রাতের খাবার শেষ করলাম। রুমে ফিরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। বিভোর ঘুমে রাত পার হলো। প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে কিছুক্ষণ জগিং করে রুমে ফিরে এলাম। শাওয়ার নিয়ে নাস্তা করতে করতেই অফিসের সময় হয়ে গেল।

ল্যাপটপ ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে অফিসের উদ্দেশ্যে বের হলাম। হোটেল থেকে হেঁটে হেঁটে অফিসে যেতে ভালই লাগে। অফিসে গিয়ে আমার রুমের সামনেই বসের দেখা মিললো।

একগাল হেসে বস আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন, কেমন আছো? তোমার এবারের সফরটা কেমন হলো?

আমি বললাম, যে পরিমাণ সহযোগিতা পেয়েছি তাতে আশান্বিত ফলাফল পেয়েছি বলেইতো মনে হচ্ছে।

বস আমাকে নিয়ে আমার টেবিলের সামনে বসলো। আমি বসের কাছ থেকে এক মিনিট সময় নিয়ে দু কাপ কফি বানিয়ে টেবিলে ফিরে এলাম।

কফির কাপটি হাতে নিয়ে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বস বললেন, তোমার সফরের সময় মাঝে মাঝে তুমি যে রিপোর্ট পাঠিয়েছো তা দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি যে তোমার কাজ অর্থবহ ও সফল হচ্ছে। অন্যদিকে স্থানীয় যে সকল রিপোর্ট পেয়েছি তাতেও তো বিফলতা কোথাও পাইনি।

বসকে আমি সংক্ষিপ্তাকারে আমার মাঠ সফরের গল্প ও কৌশলগত দিকসমূহ উল্লেখ করলাম। এর মধ্যে শিশুদের জন্য সিনথিয়ার সংগঠনের গৃহীত কার্যক্রমের কথা শুনে বস উৎসাহিত হলেন এবং এ ধরনের কর্মকাণ্ড ভবিষ্যতে আমরাও করতে পারি বলে অভিমত প্রকাশ করলেন।

বস আমার কার্যক্রমের প্রশংসা করে চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললেন, হুনান এবং জিয়াংশী প্রদেশে বন্যা-ত্রাণ তদারকির জন্য সোভিয়েত রাশিয়া থেকে যে প্রতিনিধি আসার কথা রয়েছে তাঁর আগমন বিলম্বিত হবে বলে জানা গেছে। এমতাবস্থায় ঐ দুই প্রদেশের বন্যা-ত্রাণ কার্যক্রমের প্রারম্ভিক দায়িত্বটুকু তোমাকে নিতে হবে।

আমি বললাম, আমার উপর অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়ায় আমি গর্ব অনুভব করছি। তাছাড়া তৃণমূল পর্যায়ে ত্রাণ কর্মকাণ্ড তদারকি ও মানুষের সাথে মেলামেশা করতে আমি আনন্দ অনুভব কারি। তবে কখন ওখানে যেতে হবে তা আমাকে জানাবেন।

বস বললো, এ সপ্তাহতো শেষ। তুমি বরং আগামী সপ্তাহে ভ্রমণসূচি নির্ধারণ কর। এ বিষয়ে লিলিংয়ের সাথে আলাপ করে আনুষাঙ্গিক যা কিছু প্রয়োজন তা ঠিক করে নাও। আরেকটি কথা, আগামী দুদিন তোমার ছুটি, বিশ্রাম নেবে যাতে হুনান সফরের সময় তোমার কোন অসুবিধা না হয়।

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। বস অরেকবার আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার নিজের কামরায় ঢুকলেন। আমি আমার কাজে মনসংযোগ করলাম।

সারাটা দিন ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে কাটলো। লিলিংয়ের সাথে আলোচনা করে সোমবার হুনান যাওয়ার দিনক্ষণ ঠিক হলো।

হোটেলে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। হাত মুখ ধুয়ে বিবিসির সংবাদ শুনবো বলে টেলিভিশন অন করলাম। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, দুর্ঘটনা এবং অযাচিত কিছু মৃত্যুর সংবাদ শুনে মনটা ভারাক্রান্ত হলো। মনে মনে ভাবলাম, সিনথিয়া নিয়মিত সংবাদ শুনে থাকে, সে নিশ্চয়ই এ সংবাদগুলো শুনে আমারই মতো দুঃখিত ও ব্যথিত হয়েছে। টেলিভিশনটা বন্ধ করে দিলাম। বেশ ক্ষিদে পেয়েছে।

হঠাৎ করেই টেলিফোনটা বেজে উঠলো। সিনথিয়া লবি থেকে ফোন করেছে। আমি আসছি বলে ওকে বললাম। একটু পরিপাটি হয়ে লবিতে নেমে এলাম।

সিনথিয়া আমাকে সন্ধ্যার শুভেচ্ছা জানালো। আমিও ওকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ওর সামনাসামনি বসলাম।

সিনথিয়া বললো, হঠাৎ করে এভাবে এসে তোমার কাজের কোন বিঘ্ন ঘটালাম নাতো?

আমি বললাম, কোনরূপ বিঘ্ন ঘটাওনি, কিছুক্ষণ পূর্বে টেলিভিশনে সংবাদ শোনার সময় তোমার কথা ভাবছিলাম। মনে মনে আরো ভাবছিলাম যে এই সময়টায় তেমার সাথে কিছু কথোপকথন হলে বেশ হতো, ঠিক তখুনি তোমার ফোনটা পেলাম। টেলিপ্যাথি সম্বন্ধে আমি অজ্ঞ হলেও তুমি যে তাতে পারদর্শী সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।

সিনথিয়া বললো, ওগুলো নিছকই তোমার মনের সন্দেহ। ভাবলাম তুমি হয়তো একা আছ তাই রাতের খাবারটায় তোমার সঙ্গী হই। তবে মাঝে মাঝে হলেও তুমি যে আমার কথা মনে কর সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

আমি বললাম, এর পূর্বেও আমি দেখেছি যে তোমার কথা যখন বেশি মনে হয়েছে তখন তুমি হয় ফোন করেছো অথবা সশরীরে এসে হাজির হয়েছো।

সিনথিয়া বললো, এটাও তোমার মনের একটা বিভ্রান্তি। তবে একথা হয়তোবা সঠিক যে আমি তোমার চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হয়ে ওগুলো কোন তরঙ্গে প্রবাহিত হয় তা কিছুটা হলেও বুঝতে পারি।

আমি বললাম, চল রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসি। আজ তুমি আমার সম্মানিত এবং মহান অতিথি।

সিনথিয়া সহাস্যে বললো, আমি সানন্দে তোমার প্রস্তাব মেনে নিলাম এবং তোমার অতিথি হিসেবে নিজেকে বরণ করে নিলাম।

আমরা উঠে এগুতে থাকলাম। সামনে এগুতে এগুতে সিনথিয়াকে নিয়ে হোটেলের গিফ্‌ট শপের একটাতে ঢুকে পড়লাম। আমরা গিফ্‌ট সামগ্রী দেখতে থাকলাম। এই গিফ্‌ট শপ আমার পূর্ব পরিচিত। আমি নীল ও লাল রংয়ের সমন্বয়ে কারুকার্যময় একটি সিল্কের স্কার্ফ হাতে নিয়ে ওটাকে প্যাকেট করতে বললাম। স্কার্ফটি নিয়ে আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম।

সিনথিয়া রেস্টুরেন্টের বাইরের দিকে বারান্দার মত জায়গায় একটা টেবিল নির্দিষ্ট করে বললো, এখানে বসলে কেমন হয়? এখান থেকে খানিকটা হলেও আকাশটা দেখা যায়।

আমি সিনথিয়াকে সমর্থন করে ওখানেই বসলাম।

সিনথিয়া বললো, আজকের ডিনারের জন্য তোমার কোন পছন্দের খাবার রয়েছে কি?

আমি বললাম, কোন পছন্দ নেই। আজকের ডিসটাও অন্যান্য দিনের মত তোমাকেই নির্ধারণ করতে হবে।

সিনথিয়া বললো, আজকে একটা থাই ডিস হলে কেমন হয়?

আমি বললাম, থাই ফুডে আমার অনীহা নেই, ওটা অনেকদিন খাওয়া হয়না।

সিনথিয়া মেন্যু ঠিক করে খাবারের অর্ডার দিল।

আমি বললাম, আগামী সোমবার হুনান যাওয়ার একটা কর্মসূচি ঠিক হয়েছে।

সিনথিয়া বললো, কাজের লোককে কাজের ক্ষেত্রেই বেশি মানায়। তা হুনানে তোমার পরিভ্রমণ কতদিনের?

আমি বললাম, হুনানে পুরো সপ্তাহ কাটানোর পর জিয়াংশী প্রদেশের কয়েকটি বন্যা দুর্গত এলাকা সফর করে বেইজিং ফিরে আসতে পরের সপ্তাহও শেষ হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে।

সিনথিয়া বললো, সর্বসাকুল্যে দু সপ্তাহ। ভালই হলো।

আমি বললাম, তোমাদের সংগঠনের কার্যক্রম ঐ এলাকায় বিরাজমান কি?

সিনথিয়া বললো, ঐ দুটি প্রদেশের বেশ কিছু স্থানে বন্যার ফলে পরিস্থিতির দারুণ অবনতি হয়েছে। আমাদের সংস্থার কাজ হুনানের কিছু এলাকায় চলছে তবে জিয়াংশীতে কাজ করার পরিকল্পনা থাকলেও এখনো শুরু করা যায়নি।

আমি বললাম, তোমাদের সংস্থার কার্যক্রম বেশ বিস্তৃত বলে মনে হচ্ছে।

সিনথিয়া বললো, সীমিত জনবল নিয়ে যতটুকু করা সম্ভবপর ঠিক ততটুকুই করে যাচ্ছি।

আমি বললাম, একটা এনজিও সংগঠন পরিচালনা করা মানে অসংখ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা। এ বিষয়ে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে।

সিনথিয়া বললো, তোমার সাথে আমি একমত পোষণ করছি। একই সাথে এ কথাও সত্যি যে কিছু কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে যা দূরীভূত হয়না, হয় লেগে থাকে না হয় ফিরে ফিরে আসে।

এরই মধ্যে ওয়েটার থাই স্যুপ পরিবেশন করলো। ধুমায়িত গরম থাই স্যুপের সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়েছে।

বাটিতে স্যুপ নিয়ে চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে ডাগর দুটি চোখ আমার দিকে উত্থিত করে সিনথি য়া বললো, হুবেই এবং আনহুয়ির মত হুনান ও জিয়াংশীতে তোমাদের কাজের সাথে আমাদের সংগঠনের কাজ কি সম্পৃক্ত করা সম্ভব?

আমি বললাম, এই প্রশ্নটাতো আমি তোমাকে করতে চাচ্ছিলাম। আমরা একসাথে কাজ করলে নিঃসন্দেহে কার্যকারিতা বেশি হবে। ঐ সময়টাতে তোমার যদি তেমন জরুরি কোন কাজ না থাকে তবে তুমিওতো আমার সাথে যেতে পারো। আমি আনন্দিত চিত্তে তোমাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সিনথিয়া বললো, তোমার স্যুপতো ঠাণ্ডা হতে চললো, খেতে খেতেও তো কথা বলা যায়।

আমি কিছুটা স্যুপ মুখে নিয়ে গলাধঃকরণ করে বললাম, আমি যে আমন্ত্রণ করলাম সে বিষয়ে তো কিছু বললে না।

সিনথিয়া বললো, এক ইচ্ছার সাথে অপর ইচ্ছার মিলন ঘটলে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে মন পুলকিত হয়। সেই অনাবিল আনন্দতো অন্তরের মধ্যেই অনুভূত হয় এবং সেই অনুভূতি প্রকাশের আগে উপভোগের জন্যওতো কিছুটা সময়ের প্রয়োজন হয়।

আমি বললাম, তোমার উপলব্ধির গভীরতা কি সাগরতলকেও হার মানাবে? ওটা পরিমাপের সাধ্য আমার নাই। আমি তোমাকে সত্যিই শ্রদ্ধা করি সিনথিয়া।

সিনথিয়া বললো, তুমি মহৎ কর্মে নিয়োজিত একজন মানুষ। তোমার ধ্যানধারণা ও অভিজ্ঞতা অনেক বিস্তৃত, সে জন্য তুমিইতো আমার শ্রদ্ধার পাত্র। শুধু শুধু তুমি আমাকে বিড়ম্বনায় ফেলছো।

আমি বললাম, তুমি তোমাকে কতটুকু চেনো জানি না, তবে আমি তোমাকে চিনেছি, তোমাকে জেনেছি। এই পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মধ্যে তুমি স্বতন্ত্র একজন মানুষ। তোমার মতো প্রজ্ঞাবতী এই পৃথিবীতে আর যে একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না সে বিষয়ে আমি শতভাগ নিশ্চিত।

আমার কথা শুনে সিনথিয়ার মুখায়াবব অপার রহস্যময় হাসিতে উদ্ভাসিত হলো। রেস্টুরেন্টের মৃদু আলোর মধ্যেও ওর চোখ ও মুখের প্রসারণ এবং বয়ে চলা আনন্দ হিল্লোল আমার দৃষ্টিগোচর হলো।

সিনথিয়া বললো, তুমি কি জান একজন মানুষের জীবনে অপার আনন্দের বিষয়টা কি?

আমি বললাম, তুমিই বল।

সিনথিয়া বললো, প্রশংসা এবং স্বীকৃতি মানুষের জীবনে অপার আনন্দের উৎস। সে যখন প্রশংসিত হয় তখন তাঁর উদ্দামতাও সম হারে বৃদ্ধি পায়। তোমার প্রশংসা শুনে আমার চিত্ত অপার আনন্দে ভরে উঠলো। কদিন ধরে মনের মধ্যে যে সকল জঞ্জাল জমেছিল তা নিমিষেই পরিষ্কার হয়ে গেলো।

আমি নিবিড় আগ্রহে সিনথিয়ার কথাগুলো শুনছিলাম কারণ আমি জানি পরিবেশ ভারী হলে ওর কথাও ভারী হয়। এমন সব কথার পরিবেশন ঘটে যা যুগোত্তীর্ণ এবং স্বতঃসিদ্ধ। ওর কাছ থেকে আরো কিছু কথা শোনার জন্য আমি চুপচাপ থাকলাম।

সিনথিয়া বললো, যারা এই মানুষের সমাজের নেতৃত্ব দেয় এবং সমাজকে পরিচালনা করে তারা বিভ্রান্তি মুক্ত নয়। অতীত পৃথিবীর সমাজচিত্র পর্যালোচনা করলেই তা বোঝা যায়। মানুষ নিগৃহীত হয়েছে মানুষের কাছেই, মৃত্যুবরণ করেছে হাজারে হাজারে লাখে লাখে, অথচ এই নৃশংসতা পরিহার করা কঠিন কোন বিষয় ছিল না।

কিছুটা সময় চুপ থেকে আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ও বললো, অনেকসময় শুধুমাত্র ভিন্নমত বা ধর্মীয় ভাবধারার কারণে গোষ্ঠীগত মানুষ চরম বৈষম্য ও শত্রুভাবাপন্ন হয়ে নিষ্পেষিত হচ্ছে, মানবতার চরম লঙ্ঘন ঘটে চলেছে নিরবধি।

আমি বললাম, এই নৃশংসতার মূল কারণ কি তুমি চিহ্নিত করতে পেরেছো?

সিনথিয়া দৃঢ় চিত্তে বললো, সেই চেষ্টাইতো নিরন্তর করে যাচ্ছি। তবে এই পর্যন্ত যতটুকু জেনেছি তাতে এ সিদ্ধান্তটাই আমার কাছে প্রতিভাত যে মানুষ নিজেকেই নিজে ভাল করে চেনে না। এ কারণেই পারিপার্শিক অন্যান্য মানুষকেও চিনতে ও জানতে সে ভুল করে। স্বল্প সময়ের জন্য এই পৃথিবীতে একজন মানুষের আবির্ভাব কি একেবারেই উদ্দেশ্যবিহীন নাকি উদ্দেশ্যপ্রসূত সেই

বিশ্লেষণ করার সামর্থ অনেকেরই থাকে না। অথচ এই শাশ্বত দর্শনটির মহিমা মানবজাতির কল্যাণের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র প্রজ্ঞার অভাবে আমরা তা অর্জন করতে পারছি না। দুর্দান্ত এক অবহেলার আবহে আমরা সময় অতিক্রম করে চলেছি। আমি মনে করি এই উদাসীনতা জীবনের সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ না পাওয়া বা বঞ্চনার নামান্তর।

আমি বললাম, তোমার অভিব্যক্তি চিরন্তন বলে আমার মনে হচ্ছে। এই পৃথিবীর অনেক মহাজ্ঞানী-মহাজনের কথার প্রতিধ্বনি যেন তোমার কণ্ঠে শুনতে পাচ্ছি। তবে নিজেকে সমৃদ্ধশালী করা তেমন কি একটা কঠিন কাজ?

সিনথিয়া বললো, মননশীলতার অভাবই এখানে প্রধান অন্তরায়। এই অভাবটা এতই প্রখর যে স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা মানুষের হিতাহিত জ্ঞানকে যখন অতিক্রম করতে থাকে তখন তা প্রতিহত করার আর কোন উপায় তার থাকে না। মননশীলতায় প্রখর মানুষেরও স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা রয়েছে তবে তা কখনই সীমা অতিক্রম করতে পারে না। কারণ তাঁরা প্রজ্ঞাবান এবং মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল।

আলোচনায় আমাদের নিমগ্নতা এতটাই গভীরতর হলো যে পরিবেশিত খাবারগুলো ঠাণ্ডা হতে থাকলো। সিনথিয়ার দর্শনতত্ত্বে বিমোহিত আমি খাবারের কথা বেমালুম ভুলে গেলাম। হঠাৎ করেই আমরা দুজনাই যেন বাস্তবে ফিরে এলাম।

সিনথিয়া বললো, শুধু কথা শুনলেই কি পেট ভরবে? ঠাণ্ডা হয়ে গেলে খাবারের মজা পাবে না। এবার কথা বন্ধ, আগে ডিনার শেষ কর।

আমি নিমগ্নতার আবেশ কাটিয়ে সহসাই স্বাভাবিক হয়ে সিনথিয়ার আবেদনে সাড়া দিলাম এবং খাবারের প্রতি মনোযোগী হলাম।

খাওয়ার এক ফাঁকে আমার দুদিন ছুটির কথা সিনথিয়াকে জানালাম।

সিনথিয়া খুশি হয়ে বললো, তাহলে তো আরো দুটো দিন আমরা কাজে লাগাতে পারবো।

খাবার শেষ, ডেজার্ট হাতে নিয়েছি মাত্র, এমন সময় ওয়েটার এসে বললো, আপনার একটা টেলিফোন কল আছে।

আমি সিনথিয়ার প্রতি বিনয় প্রকাশ করে রেস্টুরেন্টের ডেস্কে গিয়ে টেলিফোন ধরলাম। শাওলিং এর টেলিফোন। সে আগামীকাল ওর বাসায় আমাকে এবং সিনথিয়াকে নিমন্ত্রণ করলো। শাওলিং জানে যে আগামী দুদিন বস আমাকে ছুটি দিয়েছে। আমি সানন্দে রাজি হলাম। ওর অনুরোধে আমি সিনথিয়ার হাতে টেলিফোন রিসিভারটি দিয়ে নিজ আসনে গিয়ে বসলাম।

সিনথিয়া ফিরে এসে বললো, ভালই হলো শাওলিংয়ের দাদার সাথে আমাদের তো কথা বলার কথাই ছিল। সিজুতে শাওলিংয়ের কণ্ঠে শোনা ওর দাদার লিখা গানটি আমাকে সত্যিই নাড়া দিয়েছিল, এবার তাঁর সাথে সাক্ষাতে আলাপ করে ভাল কিছু পাব সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

আমি সিনথিয়ার কথার সমর্থন জানালাম।

আমি বললাম, এই ছোট্ট উপহারটি তোমার জন্য। গ্রহণ করলে বাধিত হবো।

সিনথিয়া হাত বাড়িয়ে ছোট্ট প্যাকেটটি নিয়ে ওটা খুলে নীল রংয়ের স্কার্ফটা বের করে বললো, এটা সত্যিই সুন্দর। এর রংটাও আমার পছন্দের। তোমাকে ধন্যবাদ।

আমি বললাম, আমিতো হোটেল নিবাসী, আমার বাড়ি বলতেতো এই হোটেল। তুমি আমার

বাড়িতে এসেছো, তাই তোমাকে এই অতি সামান্য উপহার দিয়ে বরণ কররাম।

সিনথিয়া তাঁর স্বভাবসুলভ রহস্যময় হাসির আবেশ ছড়িয়ে বললো, এটা মোটেই সামান্য নয়, অসামান্য একটা উপহার। শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ সময়ে এটা আমি পরিধান করবো।

আমি বললাম, তোমাকে স্বাগতম সিনথিয়া।
সিনথিয়া বললো, ডিনারের জন্য ধন্যবাদ, এবার আমাকে উঠতে হবে। কালতো তোমার সাথে দেখা হচ্ছে।
সিনথিয়াকে শাওলিং এর বাসার ঠিকানা লিখে দিয়ে তাঁকে বিদায় জানিয়ে রুমে ফিরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। ঘুমুতে কিছুটা বিলম্ব হলেও রাতে ঘুম ভাল হলো।

প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে বাইরে গিয়ে কিছুটা জগিং করে মনটা চাঙ্গা করে নিলাম। হোটেলে ফিরে এসে প্রয়োজনীয় কাজগুলো সমাধা করে ব্রেকফাস্ট টেবিলে হাজির হলাম। সাপ্তাহিক ছুটির দিন হওয়ায় সবাই লম্বা সময় নিয়ে ঘুমোচ্ছে, টেবিলগুলো ফাঁকা পড়ে আছে। রুমের এক কোণে দুজন বয়স্ক মহিলা এবং তৃতীয় জন আমি। দৈনিক পত্রিকাটি হাতে নিয়ে চোখ বুলাতে লাগলাম। এখানে ইংরেজী পত্রিকা ‘বেইজিং পোষ্ট’ ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়ে না।

আজ অনেকক্ষণ সময় নিয়ে ব্রেকফাস্ট করলাম। রুমে ফিরে গিয়ে রোজনামচা হালনাগাদ করার কাজে মনোনিবেশ করলাম। এই রোজনামচা আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহের বিষয় এবং প্রতি দিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী আমি প্রতিদিনই ল্যাপটপে সংরক্ষণ করতে সাচ্ছন্দ বোধ করি। তবে একথা বলাই বাহুল্য যে আমার রোজনামচার অনেকটুকু জুড়েই রয়েছে সিনথিয়ার রহস্যময় পদচারণা। খুঁটিনাটি বিভিন্ন কিছু লিখতে লিখতে অনেকটা সময় অতিবাহিত হলো।

দুদিন পরই হুনান প্রদেশে সফরে যেতে হবে। কিছু ব্যক্তিগত টুকিটাকি দ্রব্যাদি কেনাকাটা প্রয়োজন। ভাবলাম শাওলিং এর বাসা থেকে ফেরার পথে কোন শপিং সেন্টার থেকে ওগুলো কেনা যাবে। শাওলিংয়ের ওখানে দুপুর বেলা খেতে হবে। হোটেল থেকে বেরিয়ে পরলাম। হোটেলের পাশে ফুলের দোকান থেকে একটা ফুলের তোড়া নিলাম। অতঃপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই শাওলিং এর এলাকাতে পৌঁছে গেলাম। শাওলিংকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। ট্যাক্সি থেকে নেমে ওর সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে করতেই সিনথিয়া এসে হাজির হলো। আমরা সদর রাস্তা ছেড়ে একটা প্রশস্ত গলির ভেতরে মিনিট পাঁচেক হেঁটে শাওলিংদের বসায় প্রবেশ করলাম।
শাওলিং এর বড় ভাই আমাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। আমরাও তাঁকে শুভেচ্ছা জানালাম। শাওলিং আমাদেরকে ওর দাদার কক্ষে নিয়ে গিয়ে তাঁর সাথে পরিচয় করিয়ে দিল।

শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত সৌম্য একহারা গড়নের একজন মানুষ। কাঁচা হলুদের মত গায়ের রং। বয়সের ভারে ন্যুজ কিন্তু চোখের চাহনিতে দীপ্ত প্রত্যয়ের বহিঃপ্রকাশ।

আমি ও সিনথিয়া তাঁকে শুভেচ্ছা জানানোর পূর্বেই তিনি বললেন, গুড আফটারনুন। আমার এই ছোট্ট কুটিরে আপনাদেরকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমার নাম ডিংসিয়াঙ।

আমি তাঁর ইংরেজি উচ্চারণ শুনে বুঝতে পারলাম যে তিনি ইংরেজি ভাষায় দক্ষ একজন মানুষ।

আমি ফুলের তোড়াটা তাঁর হাতে দিলাম এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে হাত বাড়িয়ে তাঁর সাথে করমর্দন করে শুধালাম, আপনি কেমন আছেন?

ডিংসিয়াঙ জবাবে বললেন, ভাল আছি, এমনিতে কোন অসুখ বিসুখ না থাকলেও শরীরের ব্যথা বেদনা দূর করতে পারছি না। বয়সতো আর কম হলো না। আমার জন্ম ১৯২০ সালে। আশি পার হয়ে গেছে।

কার্পেট মোড়া প্রশস্ত কক্ষটি বেশ পরিপাটি। দেয়ালে টাঙানো নানাবিধ নিদর্শন দেখে মনে হলো ডিংসিয়াঙ একজন সৌখিন মানুষ। বহু পুরানো বিশালাকার একটি তৈলচিত্র দেখে আমি সত্যিই কৌতুহলী হয়ে উঠলাম। চিত্রটিতে পালতোলা একটি জাহাজ দিগন্তের দিকে ছুটে যাচ্ছে এবং দূরবর্তী আরো দুটি জাহাজ ঐ বড় জাহাজটিকে অনুসরণ করছে, দিগন্তে মেঘের ঘনঘটা, বহুদূরে মৃদু একটু আলোর স্ফুরণ। চিত্রটি আমার মানসপটে এক অভাবনীয় ভাবের উদ্রেক করলো কিন্তু তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ না করে অপেক্ষা করা সমীচীন মনে করলাম।

ডিংসিয়াঙ আমাদেরকে বসার জন্য অনুরোধ জানালেন। সিনথিয়া ও আমি ডিংসিয়াঙ এর সামনাসামনি সোফায় উপবিষ্ট হলাম। এ সময়ে কেতাদুরস্ত সুন্দরী এক কিশোরী ট্রে ভর্তি চায়ের কাপ ও চা নিয়ে হাজির হলো।

শাওলিং বললো, ও হচ্ছে মিইরঙ, আমার ছোট বোন। এই সবে মাত্র ওর স্কুলের পরীক্ষা শেষ হলো। সুললিত কন্ঠের অধিকারী। বড় ভাল গান গায়।

মিইরঙ আমাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে চা পরিবেশন করতে করতে বললো, আপা সবসময়ই আমার সম্বন্ধে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে।

সিনথিয়া বললো, সে যাই হোক তোমাকে ছাড়ছি না। গান তোমাকে শোনাতেই হবে। তোমার দাদার সাথে সাক্ষাৎ করা এবং তাঁর লিখা গান শোনার জন্য আমরা অনেকদিন যাবৎ অপেক্ষমান।

মিইরঙ বললো, আপনারা অতিথি এবং অতিথি আমার কাছে সবসময়ই শ্রদ্ধাভাজন। আপনাদের অভিলাষ পূরণ করতে আমি যথাসাধ্য সচেষ্ট থাকবো।

ভাজা তফুর সাথে পনির মিশ্রিত স্ন্যাক্স দিয়ে চা পান তৃপ্তির সাথে উপভোগ করছিলাম। সিনথিয়া বিষয়টি উপলব্ধি করে আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। আমিও নিঃশব্দে একটু মুচকি হেসে তাঁর সম্মতির জবাব দিলাম। বিষয়টি অতীব আর্শ্চয্যেরও বটে যে সিনথিয়া আমার মনের বিন্দু বিসর্গও পরিমাপ করতে পারে। তাঁর বহুবিধ গুণের মধ্যে এই গুণটি ইদানিং বার বার আমার নজরে পড়ছে।

চা পান করতে করতেই ডিংসিয়াঙ একটু আড়মোড়া ভেঙ্গে বললো, তোমাদের কথা আমি শাওলিংয়ের কাছে শুনেছি। আমি এটাও জানি যে তোমরা সংস্কৃতিমান এবং প্রখর আত্মপোলব্ধি সম্পন্ন পরিশীলিত মানুষ। তবে তোমাদের মূল বাসনা সম্বন্ধে ধারণা পেতে আলাপটা আরো একটু জমাতে হবে।

আমি বললাম, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আজ আমরা অনেকক্ষণ আপনার সাহচর্য লাভের বাসনা নিয়ে এসেছি।

সিনথিয়া বললো, আপনার কাছ থেকে অনেক কথা শুনতে চাই। হয়তো এমন কথাও থাকতে পারে যা আপনি মনের অন্তরালে সযত্নে লালন করছেন এবং প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছেন।

ডিংসিয়াঙ একটু হেসে বললো, একজন পরিব্রাজকের মত আমার জীবন অতিবাহিত হয়েছে। ছোটকালে কলম্বাসের অভিযাত্রা আমাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। সাগরের নীল আমাকে

অহর্নিশ হাতছানি দিয়ে ডাকতো তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম নাবিক হবো। হয়েছিলামও তাই। উত্তাল সমুদ্রে জাহাজ ভাসিয়ে এক বন্দর থেকে অন্য বন্দর, দেশ থেকে দেশান্তর, সে যে কি আনন্দ তা আমি কোনদিন ভাষায় প্রকাশ করতে পারিনি আজও পারবো না। মুক্ত বিহঙ্গের মত আমার সেই অবাধ বিচরণের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর অনেক উত্থান পতন আমি চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করেছি। বিভিন্ন দেশের মানুষের সাথে আমার পরিচয়ের সুযোগ হয়েছে। সুতরাং এ কথা তোমরা ধরেই নিতে পার যে আমার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি নেহাত অল্প স্বল্প কিছু নয়।

ডিংসিয়াঙের কথা শুনে নড়েচড়ে বসলাম। সিনথিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর অভিব্যক্তিতে রহস্যময় হাসি। আমি ডিংসিয়াংকে বললাম, আপনার জাহাজ কি ভারতবর্ষের কোন বন্দরে নোঙ্গর করেছিল।

ডিংসিয়াং বললো, আমার তো মনে হয় ভারতবর্ষের সব কটি বন্দরেই আমার জাহাজ ভিড়েছে।

আমি বললাম, আপনি কি কখনো চট্টগ্রাম গিয়েছেন?

ডিংসিয়াং বললো, হ্যাঁ, চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে আমার জাহাজ ভিড়েছে এবং ঐ স্থানটি আমার স্মৃতি বিজড়িতও বটে। জাহাজ মেরামতের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরে আমাদেরকে বেশ কয়েকদিন অবস্থান করতে হয়েছিল। আমি যখনকার কথা বলছি তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পায়তারা চলছে। চট্টগ্রাম শহরে দুজন পুণ্যবান মানুষের সমাধি সৌধে আমার শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ হয়েছিল। শাশ্বত মূল্যবোধ প্রচারে তাঁদের অসামান্য অবদান জানতে পেরে আমি মোহিত হয়েছিলাম।

এই সময়ে তিন যুবক এবং চার যুবতীর একটি দল কক্ষে প্রবেশ করে আমাদেরকে শুভেচ্ছা জানালো। তাঁদের হাতে চীনের ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র।

শাওলিং উঠে দাঁড়িয়ে আগতদেরকে স্বাগত জানালো এবং আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। এদের মধ্যে তিন জন কণ্ঠশিল্পী এবং অন্যরা বাদ্যযন্ত্র বাদক। আমাদের সাথে পরিচয় পর্বের পর ডিংসিয়াংকে ওরা প্রত্যেকেই বিশেষভাবে অভিবাদন জানিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলো।

শাওলিং বললো, ওরা আমার বন্ধু, আমরা সবাই একই প্রতিষ্ঠানে গান ও বাদ্যযন্ত্র বাজানোর তালিম নিচ্ছি। আমরা এখনোও তেমন পারদর্শী বলে মনে করি না কিন্তু শ্রোতারা সবসময়ই উল্টো কথা বলে।

আমি বললাম, বৃক্ষ তোমার নাম কি-ফলে পরিচয়।

বিছানো কার্পেটের উপর আমাদের সামনাসামনি ওরা উপবেশন করলো। বাদ্যযন্ত্রগুলো কভারের ভেতর থেকে বের করে কাপের্টের উপর রাখা হলো। আমি ওগুলোর নাম জানতে চাইলাম।

শাওলিং একটা বাদ্যযন্ত্র হাতে উঠিয়ে বললো, এটার নাম পিপা, চার তার বিশিষ্ট এই যন্ত্রটি হাতের আঙ্গুল দিয়ে বাজাতে হয়, এই যন্ত্রটির নাম এরহু এর তার মাত্র দুটি, এটাকে চাইনিজ ভায়োলিন বলতে পারো। আর এটার নাম গুজেং, এটি ছয় কিংবা সাত তার বিশিষ্ট হয়ে থাকে। এগুলো দু থেকে আড়াই হাজার বছরের পুরানো ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করে। এটি হচ্ছে স্যুন, মুখ দিয়ে বাঁশির মত বাজাতে হয়, এটি সাত হাজার বছরের পুরানো একটা যন্ত্র। এটি হচ্ছে ডিজি, বাশের তৈরি বাঁশি, আর এটি হচ্ছে ড্রাম।

আমি বললাম, আমাদের দেশেও এ ধরনের ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র রয়েছে। এর মধ্যে এক তার বিশিষ্ট যন্ত্রটি একতারা এবং দুই তার বিশিষ্ট যন্ত্রটি দোতারা নামে পরিচিত। এ ছাড়াও সেতার ও

সারেঙ্গী এখানকার পিপা এবং গুজেং এর অনুরূপ। এখানকার এরহু এর সাথে আমাদের দেশের দোতারার তুলনা করা চলে। কারণ এ দুটোই দু'তার বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র।

শাওলিং বললো, আপনাদের দেশেও অনেক বাদ্যযন্ত্র রয়েছে দেখছি তা এতগুলো বাদ্যযন্ত্রের নাম যখন জানেন তখন মনে হচ্ছে ওগুলোর দুএকটা বাজাতেও পারেন।

আমি বললাম, বাজাতে না পারলেও শুনতে অনীহা ছিলো না কখনোও।

সবকিছু গোছগাছ করে শাওলিং উঠে দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান শুরু করার পূর্বে একটা ভূমিকার অবতারণা করে বললো, আজকে এখানে উপস্থিত দুজন সম্মানিত অতিথির সামনে চীন দেশের ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয়ে কিছু গান পরিবেশনের জন্য আমরা সমবেত হয়েছি। এখানে যে গানগুলো পরিবেশিত হবে সেগুলোর মধ্যে আমার দাদার লেখা ও সুর করা কিছু গান রয়েছে। আমরা আশা করছি যে আমাদের পরিবেশনা আপনাদের ভাল লাগবে।

একটু থেমে পরিশেষে সে বললো, সবাই মনে রাখবেন শ্রোতা দুজন হলেও তাঁদের অনুভূতি কিন্তু হাজার শ্রোতার চেয়েও বেশি।

আমি বললাম, আমাদের দেশে কিছু কিছু গান রয়েছে যা সারা রাত ধরে মানুষ উপভোগ করে, আমি কিন্তু সে রকম একটা অভিলাষ পোষণ করছি। মোটকথা গান চলবে, থামানো যাবে না।

শাওলিং উপবেশন করতে করতে গায়ক ও বাদকদেরকে উদ্দেশ্য করে বললো, এই দুজন শ্রোতার সামনে আমরা অগ্নি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে চলেছি এটা আমাদের সবাইকে মাথায় রাখতে হবে।

এরপর একটু নীরব হয়ে শাওলিং তাঁর গানের খাতার কয়েকটি পৃষ্ঠা উল্টিয়ে একটি পাতায় স্থির হয়ে বললো, আজ আমি দাদার লিখা একটি গান দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করছি।

ইতিমধ্যে শিল্পীরা সবাই বাদ্যযন্ত্রাদি নিয়ে প্রস্তুত হলো। শুরু হলো গান। শাওলিংয়ের গান। বাদ্যযন্ত্রগুলো বেজে উঠছে একের পর এক। অভাবনীয় এক পরিবেশের সূচনা হলো।

সিনথিয়া গানের কথাগুলো কাগজে লিখে আমাকে দিতে থাকলো। সুর লহরীর সাথে গানের কথা আমাকে বাস্তব জগত থেকে চিত্রার্পিত গানের জগতে নিয়ে গেল। শাওলিং গেয়ে যাচ্ছে - আদিগন্ত সাগর, পাল তোলা ছোট্ট একটা জাহাজ এগিয়ে যাচ্ছে আপন গতিতে দূর থেকে দূরে। আকাশে ঘনঘটা মেঘের গর্জন। উত্তাল সাগরে অস্থির এক জাহাজ। জাহাজে আছেন এক মহাজন এবং তিনিই জাহাজের কাণ্ডারী। জাহাজ চলছে উত্তাল সাগরে। তিনি জাহাজ সুস্থির রাখতে সামর্থবান, সঠিক পথ নির্দেশে প্রজ্ঞাবান, যাত্রীদের নিরাপত্তায় নিষ্ঠাবান এবং ঘনঘটাময় তিমির রাত্রি পেরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছুতে তিনি প্রতিজ্ঞাত।

ধীর লয়ে মুর্ছনা ছড়িয়ে গানটি শেষের অবস্থানে চলে এলো। হঠাৎ করেই দেয়ালে টাঙ্গানো ছবিটার কথা আমার মনে পড়লো। আমি দেয়ালের ছবিটার দিকে তাকালাম। পুরো গানের কথা আমি ছবিটার মধ্যে দেখতে পেলাম।

অপূর্ব সুর মুর্ছনায় বিমোহিত আমি। গান শেষ হলো। আমরা করতালি দিয়ে শিল্পীদেরকে অভিনন্দন জানালাম।

শাওলিং বিনয় প্রকাশ করলো।

সিনথিয়া বললো, সুগঠিত কথার সাথে অভূতপূর্ব উচ্চাঙ্গ সুরের মিশ্রণে গানটি সমৃদ্ধতর হয়েছে।

চীনা ভাষায় এই ধারার গান খুব একটা বেশি আছে বলে আমার মনে হয়না। গানটি তুমি সাফল্যের সাথেই পরিবেশন করলে, তোমাকে ধন্যবাদ শাওলিং ।

শাওলিং দাঁড়িয়ে সিনথিয়ার কথার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো।

আমি শাওলিংকে উদ্দেশ্য করে বললাম, তুমি কি জান এই গানের কথার মধ্য দিয়ে তোমার দাদা আসলে কি বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন?

শাওলিং বললো, গানের বক্তব্যের অর্থ নিয়ে দাদার সাথে কখনো আলাপ হয়নি। তবে অথৈ সমুদ্রে ধাবমান একটি জাহাজের দৃশ্যপট গানটিতে ব্যক্ত হয়েছে যা অতি সহজেই বোঝা যায় বলে আমার ধারণা।

শাওলিংয়ের দাদা আমাদের কথোপকথন উপভোগ করছেন এবং মিটিমিটি হাসছেন। তাঁর মুখের রহস্যময় হাসির অর্থ আমার কাছে প্রতিভাত হয়ে ফুটে উঠলো।

আমি বললাম, গানটির ভাবার্থ কিন্তু গভীর। সাদামাটা জাহাজ চলনের বর্ণনার আড়ালে আধ্যাত্মিক ব্যাপ্তিতে রঞ্জিত অভিলাষ। শাওলিং কিছুটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, বিষয়টা বোধগম্য হলো না। একটু বুঝিয়ে বলবেন কি?

আমি বললাম, মনে কর ঐ জাহাজটি আমাদের জীবন, সাগর হতে পারে আমাদের কর্মময় সময় এবং গন্তব্য কোথায় ও কোন দিকে যেতে হবে তা ক্যাপ্টেন অবহিত।

শাওলিং শুধালো, তাহলে ক্যাপ্টেনটা কে?

আমি বললাম, আমার জাহাজের ক্যাপ্টেন তো আমি নিজে। তবে প্রজ্ঞাপারমিতা ক্যাপ্টেনরা ঠিকানার সন্ধান জানেন সুতরাং আমার মনোজগতের সেই ক্যাপ্টেনকে নিষ্ঠাবান ও প্রজ্ঞাবান করে গড়ে তোলার দায়িত্ব একান্তই আমার নিজের। আমার ক্যাপ্টেনের প্রতি আস্থা না থাকলে আমি কূলে পৌঁছাবো কি করে। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে মূল্যবোধ সম্পন্ন অসাধারণ একটি গান তোমার সুললিত কণ্ঠে পরিবেশিত হয়েছে। তোমাকে অভিবাদন শাওলিং।

শাওলিং উঠে দাঁড়িয়ে বিনয় প্রকাশ করে তাঁর দাদার দিকে তাকালো।

ডিংসিয়াং অত্যন্ত নমনীয়ভাবে বললন, এই গানটি এর পূর্বেও বহুবার শাওলিংয়ের কণ্ঠে শুনেছি তবে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে আজকের পরিবেশনা হচ্ছে শ্রেষ্টতম। তোমাকে ধন্যবাদ শাওলিং।

শাওলিং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো।

ডিংসিয়াং আমার প্রতি ইঙ্গিত করে বললো, তুমি গানটির যে অর্থ দাড় করলে এরকম পারমার্থিক ভাবধারা নিয়েই আমি এই গানটির কথা রচনা করেছি।

শাওলিং বললো, আমি আশ্চর্য হচ্ছি আপনি কি করে গানটি শোনার সাথে সাথে দাদার মনের কথাটি এতো সহজে বলতে পারলেন?

আমি বললাম, আমাদের দেশে অনেক সাধক ও বাউল যুগ যুগ ধরে আধ্যাত্মবাদের চর্চা করে চলেছেন এবং অভূতপূর্ব এ সকল গান রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ লালন ফকিরের কথা আমি বলতে পারি যিনি এই ধরনের অভূতপূর্ব সুর ও কথার সমন্বয়ে গান রচনা করেছেন যা শত শত বছর পার হলেও সমভাবে সমাদৃত রয়েছে।

সিনথিয়া বললো, লালন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম কয়েক বছর পূর্বে। লালন তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে আধ্যাত্মিকতার মহত্ত্ব মন্থন করে মানুষে মানুষে বিভেদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে সংহতির বিজয় নিশান উড়িয়েছেন।

ডিংসিয়াং বললেন, আজকের তোমাদের এই আলোচনা আমাকে অনেক পুরানো স্মৃতির মুখোমুখি করছে। পৃথিবীর বহু দেশ আমাকে ভ্রমণ করতে হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আমি বিভিন্ন দর্শনের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছি। আধ্যাত্মবাদ বিষয়টির সাথে আমার প্রথম পরিচয় ভারতবর্ষে। সেই যৌবন বয়সে এ বিষয়ে আমি বেশ কিছুদিন দীক্ষাও গ্রহণ করেছি।

সিনথিয়া বললো, আপনার মতাদর্শ ও অভিজ্ঞতার ঝুলিটি অনেক বড়, একদিনের দু'এক ঘন্টা সময়ে তার কতটুকুই বা আস্বাদন করতে পারবো, তাই আগামীতে আমাদেরকে বহুবার আপনার দারস্থ হতে হবে।

ডিংসিয়াং একটু হেসে বললেন, এই পৃথিবীটা অগাধ জ্ঞানের অপার ভান্ডার। এই জ্ঞান অফুরন্ত এবং এর কোন শেষ নেই, যত পার আহরণ কর। আমি একজন অতি সাধারণ মানুষ, আমার ভাণ্ডারে বেশি কিছু আছে বলে মনে হয় না। তারপরও যদি তোমরা চাও তবে আমার দ্বার তোমাদের জন্য সবসময়ই অবারিত থাকবে।

সিনথিয়া উঠে দাঁড়িয়ে ডিংসিয়াংকে কৃতজ্ঞতা জানালো।

আমি বললাম, শাওলিং, এর পরের পরিবেশনাটা কি হবে? আজকে অন্য কোন গান নয়। শুধুমাত্র তোমার দাদার লিখা গানই শুনবো।

শাওলিং গানের খাতার পাতা উল্টাতে উল্টাতে বললো, এবার আমার ছোট বোন মিইরঙ একটি গান পরিবেশন করবে। দাদা এই গানটি প্রায় দশ বছর পূর্বে রচনা করেছিলেন।

মিইরঙ আসরের মাঝখানে এসে বসে বললো, এখানে সবার মধ্যে আমি কনিষ্ঠ এবং গান শেখার ক্ষেত্রেও নবীন। আমার পরিবেশনা কেমন হবে জানি না, ভুল-ত্রুটি হলে ক্ষমা করবেন।

মিইরং গান শুরু করলো। সুললিত ও পরিশীলিত গলা। পূর্বের মতো সিনথিয়া আমাকে গানের কথা লিখে দিতে থাকলো। গানের বিষয়টি চমৎকার।

গান এগিয়ে চললো, আমিও গানের সুর-লহরীময় চিত্রিত ভূবনে বিচরণ করতে থাকলাম। কাহিনী এক রাজপুত্রকে নিয়ে। সমৃদ্ধশালী রাজ্যের রাজা তাঁর একমাত্র পুত্রকে শিক্ষা দীক্ষায় বলিষ্ঠ করে তুলেছেন যাতে করে ভবিষ্যতের রাজা জ্ঞানে ও গুণে শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারেন। যৌবন বয়সে একদিন মৃগয়ায় গিয়ে সাধারণ এক প্রজার দুহিতার সঙ্গে রাজপুত্রের পরিচয় ঘটে। পরিচয় থেকে ভালবাসা। প্রেমিকাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন রাজপুত্রের। সংবাদ পেয়ে রাজা দিশেহারা হলেন। পাশের রাজ্যের রাজকন্যার সাথে রাজপুত্রের বিয়ের কথাতো অনেক আগে থেকেই নির্ধারিত রয়েছে। শুরু হলো চেষ্টা তদবির। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। চূড়ান্ত পর্যায়ে রাজা তাঁর পরিষদের সামনে রাজপুত্রকে ডেকে পাঠালেন।

রাজপুত্র বললো, প্রজারা রয়েছে বলে আপনি রাজা। প্রজারা না থাকলে আপনি রাজা থাকতেন না। প্রজাদের মঙ্গল করাই রাজাদের প্রধানতম কর্তব্য। রাজা প্রজাকে ভালবাসে বলেই রাজ্যের মঙ্গল হয়। সুতরাং রাজার লক্ষ্মী হলো প্রজা। আমিতো অন্যায় কিছু করিনি, ঐ লক্ষ্মী সমতুল্য একজন প্রজার কন্যাকে ভালবেসেছি। আর রাজপুত্রের ভালবাসা তো আর খেলনা কিছু হতে

পারে না।

রাজপুত্রের কথায় রাজা মোহিত হলেন এবং রাজপুত্রকে আলিঙ্গন করলেন। সভাষদ দাঁড়িয়ে রাজা ও রাজপুত্রের বন্দনা গাইলো। ধুমধাম করে বিয়ে হলো। জয় হলো প্রেমের। বিজয় হলো প্রজাবর্গের প্রতি রাজার দৃষ্টিভঙ্গির। অনাবিল সুখ ও শান্তি নেমে এলো সারা রাজ্যময়।

গান শেষ হলো। আমরা হাততালি দিয়ে সমস্বরে মিইরঙকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানালাম।

মিইরঙও উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো।

সিনথিয়া বললো, গানটি একটি কাহিনী অবলম্বনে গ্রথিত হলেও এর অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যপকতর।

এমন সময় সৌম্য ও প্রশান্ত এক মহিলা কক্ষে প্রবেশ করলো। তাঁর মুখাবয়ব এক হাসির অভিব্যক্তিতে প্রসারিত।

শাওলিং এগিয়ে গিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করে বললো, এ হচ্ছে আমাদের মহিয়সী মা। আমাদের এই সুখের নীড়ের মহিমাময়ী রাণী। মা হচ্ছে আমাদের গানের গুরু। তিনি গান যেমন গাইতে পারেন তেমনি রান্নাবান্নাতেও সিদ্ধ হস্ত।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে শাওলিংয়ের মা বললেন, আমার সম্বন্ধে ওরা সবসময়ই বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে। রান্নাঘরের ব্যস্ততার কারণে এতক্ষণ আসতে পারিনি বলে ক্ষমা করবেন। আমার নাম চেংইয়াঙ। আমি আপনাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সিনথিয়া ও আমি দঁড়িয়ে চেংইয়াঙের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। তাঁর কথাবার্তা শুনে মনে হলো যে তিনিও ভাল ইংরেজি জানেন।

আমি বললাম, আপনার পরিবারের সবার সাথে পরিচিত হতে পেরে আমরা কৃতার্থ। আপনার পরিবার আদর্শ পরিবার কারণ পরিবারের সবাই অসামান্য গুণে গুণান্বিত। এমন একটি পরিবারের সংস্পর্শে আসতে পারায় আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছি।

সিনথিয়া বললো, মা যদি গুণবতী হয় তবে তাঁর সন্তানেরা আদর্শ বহিঃর্ভূত হয় না। আপনার সাফল্যই আপনার গর্ব। আপনাকে ধন্যবাদ।

চেংইয়াঙ ঐ মুহূর্তে ভাবের অতিশয্যে জড়সড় হয়ে বললেন, যারা অন্বেষণ করেন এবং গুণগ্রাহী তারা সবসময়ই নমস্য। আমার প্রতি আপনাদের এই অমূল্য প্রশংসা আমার মনে থাকবে।

ডিংসিয়াং বললেন, অন্ধকারের মধ্যে আলোতো আর এমনি এমনি জ্বলে না, আলো জ্বালাতে হয়। আর সেই আলো যারা জ্বালাতে জানে তাঁরা আলো জ্বালিয়ে তা ছড়িয়ে ছড়িয়েই পথ চলে। তাঁদের যাত্রাপথ সবসময় কুসুমাস্তীর্ণ না হলেও তাঁদের অভিলাষ পরিণামে সফলতায় পর্যবসিত হয়। তাঁদের বেলায় শুভ ও অশুভের দ্বন্দে শুভরই জয় হয়।

আমি বললাম, আপনার সান্নিধ্যে আমাদের আরো অনেক সময় কাটানো প্রয়োজন বলে অনুভব করছি।

চেংইয়াঙ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন, তত্ত্বকথা এবং দর্শন পরিবেষ্টিত তোমাদের আলোচনায় পরিবেশ ক্রমান্বয়েই ভারী হয়ে উঠেছে। এবার কিছুক্ষণের জন্য এগুলো মুলতুবি রাখতে হবে। খাবারের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া রান্নাকরা খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেলে স্বাদও তো তেমন পাবে না।

ডিংসিয়াং বললেন, অবশ্যই-অবশ্যই, পেটে দানাপানি না পড়লে তত্ত্বকথা বেরুবে কি করে? তুমি খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা কর।

চেংইয়াঙ সবাইকে হাতমুখ ধুয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানিয়ে খাবারের আয়োজনের জন্য উঠে গেলেন। আমরাও উঠে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে পরিপাটি হয়ে নিলাম। শাওলিং আমাদেরকে পার্শ্ববর্তী রুমে নিয়ে এলো। ওখানে বিশালকায় টেবিল দৃষ্টে মনে হলো আমরা সবাই এখানে একসঙ্গে আহার করতে পারবো।

শাওলিং ও মিইরং খাবারের পাত্রগুলো একের পর এক টেবিলের উপর এনে রাখছে। অল্পসময়ের মধ্যেই টেবিল ভরে উঠলো। ডিংসিয়াং এসে আমাকে ও সিনথিয়াকে টেবিলের সম্মুখ প্রান্তের দুটি বিশেষ চেয়ারে উপবেশনের জন্য অনুরোধ জানালেন। বাকিদেরকে অন্যান্য চেয়ারে বসার জন্য বললেন।

সবাই উপবেশন করার পর আমি বললাম, এই এতগুলো খাবার প্রস্তুত করতে চেংইয়াংয়ের কি পরিমাণ কষ্ট করতে হয়েছে তা খাবারের প্রকার দেখলেই বোঝা যায়। সুতরাং ভবিষ্যতে তোমাদের বাড়িতে আসার পূর্বে চুক্তি করে আসতে হবে যে খাবারের প্রকার তিনটির বেশি হবে না।

আমার কথা শুনে সবাই হেসে উঠলো।

চেংইয়াঙ টেবিল সাজাতে সাজাতে বললেন, এই বৈচিত্রময় পৃথিবীর লক্ষ কোটি মানুষের মধ্যে কজনার সাথেই বা কজনার দেখা হয়-কথা হয় বলো? অথচ প্রতিটি মানুষই আপন বৈশিষ্ট্যে মহীয়ান। প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজস্ব আদর্শ, দর্শন, ভাবধারা ও চিন্তাবোধ। এজন্যই মানুষের সাথে পরিচয় হওয়াটাকে আমি আশীর্বাদ বলে মনে করি।

আর সেই আশীর্বাদটুকু যদি আমার গৃহেই প্রাপ্ত হই তবে আগন্তুক হবে আমার অতিথি, এর ব্যত্যয় যেমন ঘটা উচিত নয় ঠিক তেমনি অতিথির আপ্যায়নও সাধ্যমত ও যথাযথ হবে না সেটাও ঠিক নয়। আজ আপনারা আমার সেই মহিমান্বিত অতিথি। সুতরাং আর কথা নয়। এবার খাবারে মনোনিবেশ করুন।

আমি চেংইয়াঙকে তাঁর আদর্শিক বক্তব্যের প্রতি সম্মান জানিয়ে বললাম, মহৎ আদর্শে বলীয়ান আপনার মূল্যবান এই বক্তব্যের সাথে সংহতি প্রকাশ করে আমি সানন্দে আজকের এই আনন্দ-আহারে অংশগ্রহণ করছি।

ডিংসিয়াং সবাইকে আহ্বান জানিয়ে বললেন, সকল বিষণ্নতা ঝেড়ে ফেলে আমরা সবসময়ই আনন্দিত থাকবো আর সেই অনাবিল আনন্দ নিয়েই আসুন আমরা আমাদের ভোজন শুরু করি।

এরপর ভোজপর্ব শুরু হলো। খাবারের সামগ্রী দেখে বুঝতে বাকি থাকলো না যে খাবার নির্বাচনে শাওলিংয়ের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে, কারণ সে আমার প্রিয় খাবারগুলো সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। এর মধ্যে বিরাট আকারের একটি ভাজা মাছ টেবিলের মাঝ বরাবর শোভাবর্ধন করছে। লবষ্টার ছাড়াও অন্যান্য মাছের আরো তিনটি প্রকার রয়েছে। ভুনা বিফ ও কাবাবের সাথে নানরুটিও আছে। সবজিসহ পনেরো প্রকারের ডিস গণনা করলাম।

আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে শাওলিং বললো, কাবাব ও নানরুটি ছাড়া বাকি সবকিছুই মা রন্ধন করেছেন।

সিনথিয়া বললো, গান শুনে যেমন মন ভরেছে তেমনি উপাদেয় খাবার খেয়ে পেটও ভরবে এবার।

সিনথিয়ার কথায় একটা মৃদু হাসির রোল বয়ে গেল।

আমরা খাবারে পূর্ণ মনোনিবেশ করলাম। সর্বসাকুল্যে আমরা এগারজন অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই উপাদেয় খাবারগুলো একে একে নিঃশেষ করে দিলাম। এরপর সুস্বাদু ডেজার্টের বদৌলতে পেটে আর তিল ধারণের জায়গাটুকুও থাকলো না।

আহার পর্ব শেষে আমরা ড্রইং রুমে ফিরে এসে সোফায় উপবেশন করলাম।

মিইরঙ চা-কফি পরিবেশন করতে করতে বললো, খাওয়ার পর গ্রীণ টি কিন্তু বেশ উপভোগ্য তবে দুধ চা এবং কফিও রয়েছে। যার যা পছন্দ নিয়ে নেবেন।

সুস্বাদু খাবারের জন্য চেংইয়াঙকে ধন্যবাদ জানালাম। সিনথিয়া তাঁকে আলিঙ্গন করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো।

চেংইয়াঙ বিনয় প্রকাশ করলো।

আমি গ্রীন টি ভরা মগটা হাতে নিয়ে সিনথিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, আজকের দিনটা সত্যিই স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সিনথিয়া বললো, আজকের এই স্মৃতি ভুলে থাকা যাবে না। ডিংসিয়াংকে অন্তর্জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ও নিরভিমানী একজন মানুষ হিসাবে আমার মনে হচ্ছে। তুমিও কি তাঁকে আমার মত মনে করো?

আমি বললাম, তোমার মূল্যায়ন সঠিক। এতক্ষণ ডিংসিয়াংকে নিয়েই আমার মনোজগতে ঝড় বইছিলো। তবে আমি নিশ্চিত যে এই অল্পসময়ে তাঁর স্বরূপ উদঘাটন সম্ভব নয়। তাঁর সান্নিধ্য আমাদের আরো প্রয়োজন।

শাওলিং সবাইকে নিয়ে ফিরে এলো। সবাই কার্পেটের চারিদিকে পূর্ববৎ যথাস্থানে উপবেশন করলো। ডিঙসিয়াং তাঁর ইজি চেয়ারে বসে গা এলিয়ে দিয়ে আহার পরবর্তী বিশ্রাম নিচ্ছেন। চেংইয়াঙ শাওলিংয়ের কাছাকাছি একটা চেয়ারে উপবেশন করলেন।

শাওলিং বললো, আহারের পর আমাদের গানের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হতে যাচ্ছে। অতিথিদ্বয়ের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে আমরা আজ শুধুমাত্র দাদার লেখা গানের মধ্যেই আমাদের পরিবেশনা সীমাবদ্ধ রাখবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবারের গানটি পরিবেশন করবেন আমাদের প্রিয় মা।

চেংইয়াঙ একটু জড়সড় হয়ে বললেন, একটা গান ভাল করে পরিবেশনার জন্য যে প্রস্তুতি প্রয়োজন তা আজ আমার নেই। তবু গাইছি। ভুল ত্রুটি মার্জনীয়।

বাদ্য যন্ত্রাদি বেজে উঠলো। চেংইয়াঙ গান শুরু করলেন। সুরের ঝংকারে অপার্থিব এক আবেশ ছড়িয়ে পড়লো। মহিমাময় এক অপূর্ব আবেশে আমরা যেনো ভেসে যাচ্ছি দূর থেকে দূরান্তে।

সিনথিয়া গানের সারাংশ আমাকে লিখে লিখে দিচ্ছিলো। এবারের প্রসঙ্গ ভিন্নতর। বিস্তীর্ণ নভোমণ্ডলের এক প্রান্তে আবর্তিত একটি গ্রহ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করা দুজন এ্যালিয়নকে নিয়ে গান। তারা পৃথিবীর মানুষের মত গড়ন হলেও গায়ের রং ঈষৎ সবুজাভ এবং মাথাটা একটু বড়। চেংইয়াংয়ের অপূর্ব কন্ঠের মাধুর্যে গান এগিয়ে চললো।

প্রথম এ্যালিয়ন দ্বিতীয় জনকে বললো, গাছপালা সুশোভিত সবুজ এই গ্রহটা কিন্তু সত্যিই সুন্দর।

দ্বিতীয় জন বললো, ঘুরেফিরে যা দেখলাম তাতে মনে হচ্ছে যে, এখানকার প্রকৃতি ও পরিবেশ সুন্দর হলেও মানুষগুলো ততটা সুন্দর নয়।

প্রথম জন বললো, কেন তোমার এমন মনে হয়?

দ্বিতীয় জন বললো, বেশ কদিন ধরে গ্রহটার আনাচে কানাচে ঘুরে ঘুরে তো দেখলে কিভাবে এখানে মানুষ মানুষকে নিগৃহীত ও নিধন করছে। এখানে মানুষের মধ্যে সৌহার্দ নেই এবং ঐক্যও নেই। মতাদর্শ ও স্বার্থের কারণে এরা দারুণভাবে বিভক্ত। ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহ্যগত বিশ্বাস এদের বিভক্তির অন্যতম আরেকটি কারণ। কিন্তু শাশ্বত সত্য অনুধাবনে এদের বেশিরভাগই ব্যর্থ। সুতরাং এই গ্রহটা সুন্দর হলেও এখানকার মানব সমাজ এখনো সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে পরিস্ফুট হতে পারেনি।

দ্বিতীয় জন বললো, তুমি ঠিকই বলেছো। এই গ্রহের কিছু মানুষ এখনো অনগ্রসর এবং অসভ্যও বটে। এখন এই অবস্থায় এদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করে কোন লাভ হবে না। তবে আশা রাখি যে এরা পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটাতে সমর্থ হবে। চল এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হই। আমরা ফিরে যাই। এদের উন্নয়ন হলে আবার না হয় ফিরে আসবো।

প্রথম জন বললো, এদের উন্নয়নটা কি এবং সে দিনটাই বা কবে আসবে?

দ্বিতীয় জন বললো, এখানকার মানুষের সম্পদ কুক্ষিগত অর্থাৎ সমুদয় সম্পদের সিংহভাগই কতিপয় অতিলোভী ও লম্পটেরা ভোগ করছে। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অতি সামান্য সম্পদ নিয়ে অর্ধাহার ও অনাহারে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে। যে দিন দেখবে এই নিদারুণ বৈষম্য দূরীভূত হয়েছে, যেদিন দেখবে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ হয়েছে, মানুষ মারার সকল সরঞ্জাম ধ্বংস হয়েছে, মানব সমাজ সৌহার্দ ও ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, সে দিনই বুঝতে পারবে যে এদের উন্নয়ন হয়েছে।

এরপর এ্যালিয়নরা তাদের চাকতির মত নভোযানে চেপে মহাশূন্যে বিলিন হলো। যন্ত্রসংগীতের মাধ্যমে মহাজাগতিক পরিবেশের গাম্ভীর্য পরিস্ফুট হয়ে উঠলো।

গান সমাপ্তির দিকে গড়িয়ে চললো এবং ধীর লয়ে শেষ হলো।

চেংইয়াঙ একটু হেসে শ্রোতাদের দিকে কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাকালেন। আমার বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি। আমি বাকরুদ্ধ অবস্থায় নির্বিকার তাকিয়ে থাকলাম।

সবাই হাততালি দিয়ে চেংইয়াঙকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলো।

সিনথিয়া বললো, বললে অত্যুক্তি হবে না যে আপনার সুললিত কণ্ঠ এ দেশের শ্রেষ্ঠ গায়িকাদের সাথে তুলনা করা চলে।

সিনথিয়ার কথা শুনে চেংইয়াঙ বললেন, আপনার মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ।

আমি বললাম, গানের কণ্ঠ যেমন অতুলনীয় গানের বক্তব্যও তেমনি অসাধারণ। পৃথিবীর বাইরে থেকে আবির্ভূত এ্যালিয়েনের দৃষ্টিতে মানব জাতির দুর্দশার কারণ এবং পরিত্রাণের জন্য পথ নির্দেশের ইঙ্গিত অর্থবহ এবং যুগোপযোগী। এ যেন যুগ-যুগান্ত ধরে লক্ষ কোটি আলোকিত মানুষের আবেদনের প্রতিধ্বনি। মানুষের এ হেন গুরুত্বপূর্ণ অভিলাষ সম্বলিত বক্তব্য গানের ভাষায় রূপদানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডিংসিয়াং।

ডিংসিয়াং হাত উচিঁয়ে তাঁর অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন।

শাওলিং বললো, এবারের গানটি গাইবে আমার বান্ধবী হুইফ্যাং।

হুইফ্যাং উঠে দাঁড়িয়ে একটু ঝুঁকে সবাইকে অবিবাদন জানিয়ে তাঁর গান শুরু করলো। এবারের গানের বক্তব্য পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র সমুন্নত রাখার গুরুত্ব। হুইফ্যাং ললিত ছন্দের মধ্য দিয়ে তাঁর গান গেয়ে চলেছে। পৃথিবীর বৃক্ষরাজীর সংরক্ষণ ও জীবজন্তুর সুরক্ষার গুরুত্ব গানের কথায় পরিব্যাপ্ত ও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

একই সাথে পরিত্যাজ্য দূষিত বর্জ্যাদি যাতে পানির প্রবাহ ও বাতাসে সংমিশ্রণ ঘটাতে না পারে সে বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রত্যয়ের কথা বলা হচ্ছে। নির্মল বায়ুমণ্ডল দূষিত হলে পৃথিবী এক ভয়ানক পরিণতির মুখোমুখি হবে বলে সতর্কবাণী উচ্চারিত হচ্ছে। অনাগত ভবিষ্যতে অভাবনীয় সব দুর্যোগ পরিহার করতে হলে পরিবেশের পরিচর্যা ও ভারসাম্যের কোন বিকল্প নেই তা গানের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হচ্ছে।

গান শেষ হলো। আমরা সবাই হুইফ্যাংকে ধন্যবাদ জানালাম।

হুইফ্যাং দাঁড়িয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো।

হুইফ্যাংয়ের গানটি শুনে ডিংসিয়াংয়ের প্রতি আমার আকর্ষণ আরো বেড়ে গেলো।

আমি বললাম, ডিংসিয়াং একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্বই শুধু নন একটি প্রতিষ্ঠানও বটে।

সিনথিয়া আমার বক্তব্য সমর্থন করে বললো, ডিংসিয়াংয়ের লেখা গানগুলো নিয়ে আমরা একটা গানের দল গঠন করতে পারি। বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন শহর ঘুরে ঘুরে এই দল গান পরিবেশন করতে পারে। এটা করতে পারলে জন-গুরুত্বপূর্ণ ও জন-স্বার্থ সম্মলিত বিষয়াদি মানুষ জানতে পারবে এবং মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

আমি বললাম, হাজার কথার এক কথা। সর্ববাদিসম্মত এই প্রস্তাব আমি সাগ্রহের সাথে সমর্থন করছি।

শাওলিং বললো, এই প্রস্তাবটা আমিও সমর্থন করি তবে এটা বাস্তবায়ন করতে হলে অর্থ সংস্থান প্রয়োজন।

সিনথিয়া বললো, তোমরা যদি এ বিষয়ে আন্তরিক হও তবে অর্থ সংস্থানের বিষয়ে আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।

শাওলিং বললো, বিষয়টি নিয়ে অন্যান্যদের সাথে আলাপ আলোচনা করে আপনাদেরকে জানাবো।

এ পর্যায়ে আবার চা পরিবেশিত হলো এবং গান কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত হলো। চা পানের পর পুনরায় গান শুরু হলো। শাওলিং, মিইরং, চেংইয়াঙ এবং হুইফ্যাং প্রত্যেকেই আরো একটি করে গান পরিবেশন করলো। সর্বশেষ গানটি সবাই মিলে সমবেত কণ্ঠে গাইলো। অভূতপূর্ব গানের কথা এবং সুর হৃদয় নাড়া দিয়ে গেল। ডিংসিয়াংয়ের লেখা গানগুলোর সবকটিই মানবতার ধ্বজা উড়িয়ে যেন আবারও ঘোষণা করলো 'মানুষে মানুষে সবাই সমান কোন ভেদাভেদ নাই'। শাওলিং, মিইরং, চেংইয়াঙ, হুইফ্যাং এবং যন্ত্রশিল্পীদেরকে তাঁদের অসামান্য পরিবেশনার জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করলাম।

ডিংসিয়াংয়ের সাথে করমর্দন করতে করতে বললাম, আপনার সাথে পরিচিত হওয়া মানে পর্বত শৃঙ্গে আরোহণ করা। তবে এটাই শেষ নয়, অতি শীঘ্র আবার আপনার সান্নিধ্যে ফিরে আসছি। আপনার জন্য অনেক শুভেচ্ছা রেখে গেলাম। ভাল থাকবেন।

শাওলিংয়ের বাসা থেকে যখন বের হলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

সিনথিয়া বললো, তোমাকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে আমি আমার বাসায় ফিরবো।

আমি বললাম, তথাস্তু।

আবহাওয়াটা বেশ ভাল, সারাদিন সামান্য গরম থাকলেও এখন শীতল বাতাস বইছে। দিগন্তে বিজলির আভাস দেখে মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে। একটা ট্যাক্সি ডেকে আমি ও সিনথিয়া উঠে পড়লাম। আলো ঝলমল বেইজিং। রাস্তায় অসংখ্য গাড়ি। গাড়ি চলছে তবে কখনো ধীরে আবার কখনো মধ্যম গতিতে। সারাদিনের গান ও সুরের আবেশ মনের মধ্যে এমনভাবে প্রোথিত হয়েছে যে তা আর বিচ্ছিন্ন করা যাচ্ছে না। গাড়ির ভেতর ছিমছাম নীরবতা।

হঠাৎ করে সিনথিয়া একটু আড়মোড়া ভেঙ্গে বললো, শাওলিংদের বাসায় আজকের ছন্দমধুর দিনটা তোমার কেমন কাটলো?

আমি বললাম, অপূর্ব এক অভিজ্ঞতা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি হলো শাওলিংয়ের দাদা ডিংসিয়াংয়ের সাথে পরিচিত হওয়া। তিনি সত্যিই একজন বিজ্ঞ মানুষ। তাঁর প্রজ্ঞা এবং দর্শন গানের কথায় বিকশিত হয়েছে।

সিনথিয়া বললো, তোমার ধারণার সাথে আমি একমত পোষণ করছি। এই অল্পসময়ে তাঁর সম্পর্কে আমরা বেশি কিছু জানতে পারিনি। তবে আমি নিশ্চিত যে ডিংসিয়াংয়ের ঝুলিতে প্রচুর পরিমাণে মণিমুক্তা রয়েছে, সেখান থেকে কিছু আহরণ করতে হলে তাঁর সান্নিধ্যে বারবার আসতে হবে।

আমি বললাম, আমাদের সময়য়ের স্বল্পতার মধ্যেই সুযোগ বের করে নিতে হবে।

সিনথিয়া মাথা নাড়িয়ে আমার সাথে একমত পোষণ করলো এবং তৎপর বললো, লালন ফকির সম্পর্কে আমি আরো কিছু জানার বাসনা রাখি, তুমি কি এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করতে পার?

আমি বললাম, আমি নিজেও লালন সম্পর্কে উৎসাহী এবং তাঁর সম্পর্কে যতটুকু জেনেছি তা তোমাকে বলতে পারবো। এ ছাড়াও ঈদুল ফিতরের সময় আমার ঢাকায় যাওয়ার ইচ্ছে রয়েছে। তখন না হয় তোমার জন্য লালনের কিছু বই পুস্তক নিয়ে আসবো। তবে লালন ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে ইংরেজী ভাষায় কি ধরনের বই পুস্তক রয়েছে তা আমার জানা নেই।

সিনথিয়া বললো, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনেক মহাজন যুগে যুগে আবির্ভূত হয়ে মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন যা এখনোও অনাবিস্কৃত রয়ে গেছে অথবা স্থানীয় পর্যায়ের বাইরে প্রকাশ পায়নি। এ সকল মূল্যবান সম্পদ সংগ্রহের জন্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন। তা না হলে অদূর ভবিষ্যতে এগুলো হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এ বিষয়টা মানুষের ভাষার সাথে তুলনীয়। এ পৃথিবীর বহুবিধ ভাষার মধ্যে অনেক অবহেলিত ভাষাই এখন বিলুপ্তির দ্বার প্রান্তে এসে পৌঁছুছে। অনেক উপজাতি রয়েছে যাদের নিজস্ব গোষ্ঠীগত ভাষা ভিন্ন ভিন্ন। মূলত অন্য ভাষার প্রাদুর্ভাবের কারণে গোষ্ঠীগত অনেক ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। মানব জাতির বৃহত্তর স্বার্থের জন্য এগুলোর সংরক্ষণের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।

আমি বললাম, তোমার কথা নিতান্তই বাস্তব এবং যুক্তিসঙ্গত। আমাদের দেশেও লালনের মতো জানা অজানা অনেক গুণীজনের অনেক রচনা ও গান রয়েছে যা হারিয়ে যাওয়ার পূর্বেই সংরক্ষণ ও চর্চা করা প্রয়োজন। লালনের মতো আরও দু-একজন রয়েছে যাদের গানের মধ্যে তুমি মূল্যবান কিছু খুঁজে পেতে পারো। আসলে প্রাসঙ্গিকতা দৃষ্টে আমার মনে হচ্ছে যে মূল্যবান কিছু সম্পদ

আহরণের জন্য তোমার একবার বাংলাদেশে যাওয়া প্রয়োজন।

অতিশয় সন্ধিৎসু হয়ে সিনথিয়া বললো, ওদের সম্পর্কে কিছু তথ্য আমার চাই। তুমি তার ব্যবস্থা করবে। বাংলাদেশ ভ্রমণের বাসনা আছে তবে সময় ও সুযোগ কখন হবে বলতে পারছি না।

ইত্যবসরে ট্যাক্সি আমার হোটেলের সন্নিকটে একটি সুপার মার্কেটের কাছে চলে এলো।

আমি বললাম, আমি বরঞ্চ এখানেই নেমে যাই। কিছু কেনাকাটা করে হোটেলে ফিরবো।

সিনথিয়া বললো, কালও তো তোমার ছুটির দিন, যদি কাজ না থাকে তবে বাইরে কোথায়ও ঘুরে ফিরে সময় কাটাতে পারি।

আমি বললাম, আমার মনের ইচ্ছেটা বলার পূর্বেই তুমি বলে ফেললে। এখুনি প্রস্তাবটা তোমাকে দেবো বলে ভাবছিলাম। আবার বলছো যে টেলিপ্যাথি সম্পর্কে তুমি কিছু জান না।

সিনথিয়া বললো, তোমাকে আমি বুঝতে পারি। এটাকে যদি টেলিপ্যাথি হিসাবে চিহ্নিত করতে চাও তবে তাতে আমার আপত্তি নেই।

আমি বললাম, আমি প্রস্তুত থাকবো। কখন আসবে বল।

সিনথিয়া বললো, সকাল আটটায় হোটেলের লবিতে থাকবে। আমি আসবো। তোমার সাথে ব্রেকফাস্ট করে তবে বাইরে বেরুবো।

আমি সিনথিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়ি থেকে নামলাম। সিনথিয়ার গাড়ি প্রশস্ত রাস্তায় ফিরে গেল। আমি সুপার মার্কেটে প্রবেশের পরই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু দ্রব্যাদি কিনে নিয়ে একটা রেঁস্তোরায় ঢুকে স্যুপ এবং টুনার ছালাদ সহ টোস্টেট ব্রেড দিয়ে ডিনারের কাজ সমাধা করলাম। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মধ্যেই হেঁটে হেঁটে হোটেলে ফিরলাম।

রাতে ভাল ঘুম হলো। নিত্যদিনের মতো অতি প্রত্যুষে উঠে হোটেলের বাইরে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ জগিং করে নিলাম। হোটেলে ফিরে গোসল করে নিচে নেমে ব্রেকফাস্ট কর্ণারে একটা টেবিল নিয়ে বসলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সিনথিয়ার কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল, শুভ সকাল।

দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলাম যে সিনথিয়া আমার পেছনেই দণ্ডায়মান।

আমি বললাম, শুভ সকাল সিনথিয়া।

সিনথিয়া একটু হেসে আমার সামনের চেয়ারটায় বসলো। হালকা আকাশি রংয়ের পোশাকে সজ্জিত সিনথিয়া আজ যেনো অপরূপা কোন দেবীর প্রতিচ্ছবি। আমার অন্তরে উত্থিত উল্লসিত ভাবটুকু প্রকাশ না করে সিনথিয়াকে নাস্তার সামগ্রী সংগ্রহের আহ্বান জানালাম।

আমরা নাস্তা সংগ্রহ করে টেবিলে ফিরে এলাম।

সিনথিয়া বললো, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বৃষ্টি হতে পারে। ভালই হয়েছে যে হালকা পোশাকের সাথে তুমি কেডস্ পড়ে নিয়েছো।

আমি বললাম, আদ্র আবহাওয়ায় হালকা পোশাকই মানানসই। পরিচারিকা কফি পরিবেশন করলো।

নাস্তা পর্ব শেষ করে আমরা ট্যাক্সিতে উঠলাম। পরিচিত সেই নীলাভ রংয়ের ট্যাক্সিটা। সিনথিয়া গাড়ি নিয়ে বড় রাস্তায় বেরিয়ে এলো।

আমার দিকে না তাকিয়েই সিনথিয়া বললো, সিট বেল্টটা বেঁধে নাও।
আমি বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে বললাম, আজ আমাদের গন্তব্য কোথায় সিনথিয়া?

সিনথিয়া বললো, আজ আমাদের গন্তব্য 'ফ্রেইগ্রানট্ হিলস পার্ক'।

আমি বললাম, নামটা সুন্দর, শাব্দিকভাবে এর অর্থ সুরভিত পাহাড়ের পার্ক।

একটা বাঁক ঘুরে রাস্তার পাশে গাড়িটা থামিয়ে একটা কনফেকশনারি থেকে কিছু স্ন্যাকস্ ও পানীয় নিয়ে ফিরে এসে সিনথিয়া বললো, এগুলো কাজে লাগবে।

গাড়ি ছুটে চললো প্রশস্ত রাস্তা বরাবর। ছুটির দিন বিধায় রাস্তায় গাড়ির আধিক্য কম। রাস্তার দু পাশের মনোরম বাড়িঘর ও স্থাপনসমূহ দেখতে দেখতে সকালের এই ভ্রমণ উপভোগ করছি। মাঝে মাঝে রোদের দেখা মিললেও আকাশে অনেক মেঘ রয়েছে। মনে মনে ভাবলাম যে কাল তো বেশ বৃষ্টি হয়েছে, আজ নাও হতে পারে।

হঠাৎ করেই সিনথিয়া বললো, বৃষ্টির কথা ভাবছো কেন? গাড়িতে ছাতা আছে, রেইন কোটও রয়েছে। তাছাড়া পাহাড় বা বনের ভেতর বৃষ্টি যদি নেমেই পড়ে তবে না হয় বৃষ্টিতে ভিজবো। ছোট বয়সে বৃষ্টিতে ভিজতে আমার খুব ভাল লাগতো।

আমি বললাম, তোমার ছোট কাল এবং আমার ছোট কাল দুইটি দেশের দূরদূরান্তের দুই প্রান্তে কেটেছে, কিন্তু বৃষ্টিতে ভেজার বিষয়টাতে তোমার ছোট কাল এবং আমার ছোটকালের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

বৃষ্টিতে ভেজার আকাঙ্খা তোমার মতো আমারও ছিল। বর্ষাকালে মুষলধারায় বৃষ্টি হতো। উজানের পানিতে সয়লাব হতো চারিদিক। আমাদের গ্রাম অপেক্ষাকৃত নিচু এলাকায় অবস্থিত বলে মাঠ ঘাট সব দশ থেকে পনেরো ফুট পানির নিচে ডুবে যেতো। পানির এই প্লাবন প্রতি বছরই ঘটতো এবং তা স্বাভাবিক ছিল। নতুন পানিতে সাঁতার কাটা, নৌকা চালানো, মাছ ধরা সবই ছিল অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন, এখন আর তেমন করে পানি আসেনা প্লাবনও তেমন ভাবে হয়না।

সিনথিয়া আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললো, হঠাৎ কি হলো যে এখন আর পানি আসছে না?

আমি বললাম, উজানে বাঁধ দিয়ে পানি আটকে দেয়ায় পানির স্বাভাবিক গতি এখন অবরুদ্ধ। পানি আটকে রাখার আরো একটি ক্ষতিকর দিক হলো যে যখন অত্যাধিক বৃষ্টিপাতের ফলে পানির চাপ বেড়ে যায় তখন নিরাপত্তার জন্য বাঁধের সবগুলো গেট উন্মুক্ত করে দেয়া হয় ফলে ভাটিতে আমরা অতি বন্যায় ভেসে যাই। প্রতি বছর না হলেও মাঝে মাঝে প্রবল বন্যায় আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ে।

সিনথিয়া বললো, পানি কম হলেও দুর্দশা এবং অতিরিক্ত হলেও দুর্দশা। সে জন্যই বলি নদীর পানির স্বাভাবিক প্রবাহ যা প্রকৃতিগতভাবে হাজার হাজার বছর ধরে বয়ে চলেছে ওটাকে ওভাবেই চলতে দাও, বাধা দেবে তো বিপত্তি বাড়বে।

আমি বললাম, বিপত্তির জন্যই তো আমরা আপত্তি জানাচ্ছি। কিন্তু নানা জটিলতায় সমাধানটা হচ্ছে না।

সিনথিয়া বললো, উজানের সকল নদী তোমাদের দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরে গিয়ে পড়েছে বিধায় একাধারে দেশটি পলি গঠিত সমভূমি দ্বারা সুশোভিত এবং শস্যশ্যামল, ঠিক

তেমনি ঐ সকল নদীর উপচে পড়া পানিতে ভেসে যায় বসতি। সত্যিই সাংঘাতিক বন্যাপ্রবণ তোমাদের দেশ। তবে বাঁধ দেয়ার মতো মানব সৃষ্ট কোন কারণে যদি মানুষের দুর্ভোগের সৃস্টি হয় সে ক্ষেত্রে সমস্যাটি আলোচনার মাধ্যমে নিরসন করাই শ্রেষ্ঠতর উপায়।

আমি বললাম, তেমন প্রক্রিয়া সচল থাকলেও দীর্ঘসূত্রিতার আবর্তে তা শুধু ঘুরপাক খেয়েই চলেছে।

সিনথিয়া বললো, এ সব শুনলে আমি দুঃখ পাই। তোমার দেশ বলে নয়, পৃথিবীর যেখানেই হোক না কেন কিছু মানুষের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানব গোষ্ঠীর অপর একটি অংশ একটা দীর্ঘস্থায়ী দুঃখ দুর্দশার মধ্যে জীবনযাপন করবে সেটা অস্বাভাবিক এবং অগ্রহণীয়। তবে সমস্যা যেখানে রয়েছে সমাধানের পথও সেখানে বিদ্যমান। যে কোন সমস্যায় সকল পক্ষের স্বার্থ সংশ্লিষ্টতার ক্ষেত্রগুলো বিবেচনায় নিয়ে একটা সর্বসম্মত সমাধানে পৌঁছানো যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি বললাম, এই মুহূর্তে পৃথিবীতে দেশীয় এবং আন্তঃদেশীয় সমস্যাতো হাজারটা বিদ্যমান। যে হারে ক্রমাগত সমস্যার বোঝা বাড়ছে সে হারে সমাধানটা হচ্ছে না।

হঠাৎ করেই আমাদের আলোচনায় ছেদ পড়লো। সিনথিয়া প্রচণ্ড ব্রেক করে গাড়ির গতি কমানোর চেষ্টা করলো। আমি প্রবল ঝাঁকুনি খেয়ে সোজা হয়ে বসলাম। সিনথিয়া গাড়ি রাস্তার পাশে নিয়ে দাঁড় করালো। সিট বেল্ট বাঁধা ছিল বলে সামলে নিতে পারলাম। চেয়ে দেখলাম একটা ট্যাক্সি আমাদের গাড়ির সামনে দণ্ডায়মান। ঐ গাড়ির ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া উদ্‌গিরণ হচ্ছে। আমরা নেমে ঐ গাড়িটার বনেট খুলে ধোঁয়া নিবৃত্ত করার প্রচেষ্টা নিলাম। রাস্তার পাশের একটি রেঁস্তোরা থেকে পানি নিয়ে উষ্ণ ইঞ্জিনটার উপর ঢেলে দিয়ে ওটাকে শীতল করা হলো। গাড়িটা ড্রাইভ করছিল একজন মহিলা সাথে তার ছোট সন্তান।

সিনথিয়া বললো, আপনার ট্যাক্সিটা হঠাৎ করে গতি হারিয়ে আমার গাড়ির সামনে এসে যাওয়ায় হার্ড ব্রেক করতে বাধ্য হয়েছি।

সিনথিয়া মহিলার সামনে গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, সম্ভবত আপনার গাড়িতে পানি ছিল না। রেডিয়েটর পানি শূন্য থাকায় গরম হয়ে ইঞ্জিন বসে গেছে। ঘটনাটি যে ভাবে ঘটেছে তাতে আপনার করার কিছুই ছিল না। আমি আপনার ঠিক পেছনে ছিলাম এবং সামলে নিতে পেরেছিলাম বলে দুর্ঘটনা থেকে আমরা রক্ষা পেয়েছি।

ঘটনার অতিশয্যে মহিলাটি কথা বলতে পারছে না।

সিনথিয়া বললো, আপনার ট্যাক্সি মেরামত ছাড়া চালানো যাবে না। আপনারা কোথায় যাবেন জানি না। যদি চান আমরা আপনাদেরকে সামনে কোথায়ও পৌঁছে দিতে পারি।

এবার মহিলা বললেন, আমরা একটা রিসোর্টে যাচ্ছিলাম। এখান থেকে সম্ভবত পনেরো কিলোমিটার। আপনাদের সাথে যেতে পারলে খুশি হবো। তবে গাড়িটা রাস্তা থেকে সরিয়ে ঐ রেঁস্তোরার সামনে নিতে পারলে ভাল হতো।

আমি ও সিনথিয়া গাড়িটা ঠেলে ঠেলে ফাঁকা জায়গায় নিয়ে রাখলাম। মহিলা রেঁস্তোরার গার্ডকে ওটা দেখে রাখার জন্য বললেন।

ছোট ছেলেটিকে নিয়ে গাড়িতে উঠে মহিলা বললেন, ঐ রিসোর্টে আজকে আমাদের পারিবারিক পিকনিক হবে, অনেকেই ওখানে পৌঁছে গেছেন। আমার কাজ থাকায় আমি বিলম্বে রওয়ানা

হয়েছিলাম। পিকনিক শেষ করে ফেরার পথে গাড়িটি ঠিক করিয়ে নেব। বিপদের সময়ে আমাকে সহায়তা দানের জন্য আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সিনথিয়া বললো, এ কাজটুকু করতে পেরে আমরা নিজেদেরকে ধন্য মনে করছি। আপনার পরিবর্তে আমরা যদি বিপদে পড়তাম তবে আপনি কি আমাদেরকে সহায়তা জন্য এগিয়ে আসতেন না?

মহিলা সিনথিয়ার কথায় মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো কিন্তু কোন কথা বললো না।

সিনথিয়ার গাড়ি প্রশস্ত রাস্তা ধরে এগিয়ে চললো। আমরা রিসোর্টে পৌঁছে গেলাম। মহিলা আমাদেরকে আপ্যায়নের বাসনা প্রকাশ করলেন, কিন্তু সিনথিয়া তাঁকে নিবৃত্ত করে বললেন যে ভবিষ্যতে আবার কখনোও দেখা হলে একসঙ্গে সময় কাটানো যাবে। মহিলা কৃতজ্ঞ চিত্তে আবারও আমাদেরকে তাঁর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলেন।

রিসোর্টের সামনে মহিলাকে নামিয়ে দিয়ে সিনথিয়া আবার বড় রাস্তায় উঠে এলো।

কিছুটা সামনে এগিয়ে যাওয়ার পর বাধার সম্মুখীন হতে হলো। জরুরি রাস্তা মেরামতের কারণে আমাদেরকে দাঁড়াতে হলো। বেশ কিছুক্ষণ ধীর গতিতে যাওয়ার ফলে কিছুটা সময় ব্যয় হলো। এরপর গাড়ি স্বাভাবিক গতি ফিরে পেলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা 'ফ্রেইগ্রান্ট্ হিলস পার্ক' এর গেটে এসে পৌঁছুলাম। গাড়ি পার্ক করার পর টিকিট কেটে আমরা পার্কের ভেতর প্রবেশ করলাম। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ।

সিনথিয়া বললো, এই পার্কে অনেক পুরানো মন্দির দেখতে পাবে এবং এর কোন কোনটা ছয় শত বছরের পুরানো। জীসান পর্বতের পাদদেশে এই 'ফ্রেইগ্রান্ট্ হিলস পার্ক' একটি ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা। এই পার্কটি জীন সাম্রাজ্যকালীন সময়ে প্রথম স্থাপিত হয়। এরপর ইয়ুয়ান, মিং এবং কুইং সম্রাটগণ পার্কটির সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন করেন। দীর্ঘ সময়ের আবর্তে এখানকার অনেক প্রাসাদ ও স্থাপনা আগুনে পুড়ে গেছে এবং বিদেশী সৈন্যদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। পার্কটির দক্ষিণে লেক সংলগ্ন সোয়াংগিঙ ভিলা এলাকায় নামে চেয়ারম্যান মাও সেতুং এর একটি প্রাক্তন বাড়ি রয়েছে।

সিনথিয়া বোতল থেকে একটু পানি পান করে বললো, বেইজিং থেকে ২৮ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত প্রায় দুই বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত অসংখ্য প্রজাতির লক্ষাধিক বৃক্ষসহ লাল রংয়ের পাতা সমৃদ্ধ গাছের সমাহার এই পার্কটিকে বিখ্যাত করে তুলেছে।

পার্ক সন্নিকটে মনোরম লেক, ব্রীজ, মন্দির, প্যাগোডা ইত্যাদি দেখলে এর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনুমান করা যায়। ক্যাবল কারে উঠে পর্বত-প্রান্ত জুড়ে বিস্তৃত লাল পাতা সমৃদ্ধ বনের উপর দিয়ে যেতে তোমার অবশ্যই ভাল লাগবে।

আমি বললাম, আসলে চীন দেশটাই নৈসর্গিক সৌন্দর্যের আধার। এ দেশের আনাচে কানাচে সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অপরূপ রূপের বাহার।

সিনথিয়ার সাথে হাঁটতে হাঁটতে নানা বর্ণের পুষ্প সুরভিত ও বৃক্ষ সুশোভিত চমকপ্রদ উদ্যানে প্রবেশ করলাম। এই পার্কটি বেশ উঁচুতে অবস্থিত হওয়ার কারণে চারিদিকের দৃশ্যাবলী অপূর্ব সম্ভার নিয়ে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। আজ পার্কটিতে প্রচুর লোক সমাগম হয়েছে।

সিনথিয়া বললো, এই পার্কটিতে পর্যটকদের ভিড় লেগেই থাকে। তবে হেমন্তের আগমনে যখন পর্বতের চারিধার 'রেড স্মোক বৃক্ষগুলো' লাল পত্র বিকশিত হয়ে ভরে উঠবে তখন পর্যটকদের ভিড় আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। অক্টোবরের মধ্যভাগ হতে নভেম্বরের প্রথমভাগ পর্যন্ত সময়ে এখানে লাল পাতার উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐ সময়টাতেই সর্বাধিক পর্যটক এখানে আগমন করে।

পার্কটিতে অনেকগুলো প্রবেশ পথ রয়েছে বলে সিনথিয়া জানালো। আমরা গেট দিয়ে ঢুকে কিছুদূর গিয়েই একটা মনোরম লেকের পারে চলে এলাম। লেকটার সামনের পাহাড়টার ঢাল দুইদিকেই সমভাবে বিস্তৃত। লেকের ওপারে বৃক্ষ সুশোভিত বনভূমি। এক অপূর্ব দৃশ্য। লেকের চারিদিকের শান বাঁধানো রাস্তা দিয়ে একবার ঘুরে একটা সরু রাস্তা ধরে সিনথিয়ার পেছনে পেছনে সামনের দিকে এগিয়ে চললাম। পত্র মর্মর ধ্বনি ছড়িয়ে অনেক দূর হেঁটে গিয়ে একটা নির্জন স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সামনে ছোট একটা জলাধারে পদ্মপাতা সাদৃশ্য লতাগুল্ম। জলাধারটার সামনে শিলাখণ্ড ভেদ করে ছোট্ট একটা ঝরণা কুল কুল শব্দ করে বয়ে এসে জলাধারটিতে মিশেছে। জায়গাটা পাখির কলতানে মুখরিত। বেশিরভাগ পাখিদের কণ্ঠধ্বনি অচেনাই মনে হলো। চারিদিকে বিছানো ঝরাপাতার সমাহারে লাল, সবুজ ও হরিদ্রাভ পত্রপল্লবীর বিস্তারে এমন রঙিন কার্পেট ইতিপূর্বে কোথায়ও দেখেছি বলে মনে হলো না।

সিনথিয়া বললো, এমনতর পরিবেশে মানসিক চাপ নিরসন হয়। তোমার বিষণ্নতা যত প্রখরই হোক না কেন এই অসম্ভব রকম নিরবিচ্ছিন্ন পরিবেশ সকল যাতনা ভুলিয়ে তোমাকে প্রাণবন্ত করে তুলবেই।

সিনথিয়ার কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার কাছে প্রতীয়মান হলো। আমি ওর সাথে একমত পোষণ করলাম এবং মনে মনে ভাবলাম, মানুষের জীবনে অবকাশ যে কত প্রয়োজনীয় তা এই ফ্রেইগ্রান্ট্ হিলস পার্কের মত জায়গায় এলে বোঝা যায়। কর্মমুখর জীবন নানা প্রকারের সংশয় ও সংঘাতে পরিপূর্ণ। এই সংশয় থেকেই সৃষ্টি হয় মানসিক চাপ যা কখনো কখনো নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে নানা বিপত্তিতে জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠে। সেই দুর্বিনীত ও দুর্বিসহ মানসিক চাপ নিরসন বা মনোবৈকল্য পরিপূরণের জন্য এমনতর নৈসর্গিক পরিবেশের সাহচর্যের বিকল্প কিছু রয়েছে কিনা তা এই মুহূর্তে স্মরণ করতে পারলাম না।

সিনথিয়া তাঁর ব্যাগ খুলে বললো, এখানে পানি এবং কিছু খাবার রয়েছে।

আমি বললাম, সমভূমিতে হাঁটার চেয়ে উঁচুভূমিতে হাঁটা অনেক বেশি কষ্টকর। অনেকটা হেঁটে আমার তৃষ্ণা পেয়েছে। পানির জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তবে খাবারটা আপাতত রেখে দাও, পরে কাজে লাগবে।

আমরা দুজনেই নিমিষের মধ্যে দু'বোতল পানি নিঃশেষ করলাম।

এরপর কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটলো। চারিদিকের দৃশ্যাবলী অন্তর্দৃষ্টি ও বাহ্যিক দৃষ্টিতে অবলোকন করে অন্তর ও চোখের তৃষ্ণা দুটোই মিটানোর প্রয়াস পেলাম।

সিনথিয়া বললো, তোমাকে চীন দেশের অনেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া এবং অনেক কিছু দেখানোর ইচ্ছা আমার রয়েছে। কিন্তু তোমার সময় অনেক কম। এদিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক বন্ধের দিন ছাড়া সময় দিতে পারছো না।

আমি বললাম, ভাগ্যিস তোমার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল, তা না হলে এ পর্যন্ত যতটুকু দেখার সৌভাগ্য হয়েছে তাও তো হতো না। এই অল্পসময়ের মধ্যে যা দেখেছি তা কিন্তু একেবারে কম কিছু নয়।

সিনথিয়া কিছুক্ষণ চুপ চাপ থেকে বললো, নগর জীবনে কোলাহলের মাত্রা বেশি। চারিদিকে শব্দের জঞ্জাল। মনটা বিষিয়ে উঠে। এ জন্যই মাঝে মধ্যে মনকে বিশ্রাম দেয়ার জন্য প্রকৃতির আপন কোলে সবুজের অবগুণ্ঠনে বনের অপরূপ রূপের কাছে নিজেকে সমর্পণ করি।

আমি বললাম, বনে আসতে হলেও তো সময়ের দরকার।

সিনথিয়া একটু হেসে বললো, সময়তো অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। সব কাজের জন্যই এটা অপরিহার্য পূর্বশর্ত। জীবন সংগ্রামের মধ্য থেকে সময় বের করে নেয়া এখন একটা চ্যালেঞ্জই বটে। পরিস্থিতির কারণে সময় মানুষকে এমনভাবে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে যে তাঁর নড়াচড়া করার স্বাভাবিক পরিসরটাও সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। তবে আমি হয়তোবা কিছুটা আলাদা, কারণ আমি সময়ের কাছে বাঁধা পড়িনি, সময় আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান এবং অবারিত। সময়কে অবহেলা করার মত সময় আমার হাতে নাই। স্বাভাবিকতার বাইরে গিয়ে সময় ব্যয় করে আমি কিছু আহরণ করি না এবং অগোচরে বা অনিচ্ছাসত্ত্বে কোন কিছুর মুখোমুখি বা প্রাপ্তি হলে আমি তা সংরক্ষণও করি না, সুতরাং সময় আমার কাছে সর্বাবস্থাতেই গুরুত্বপূর্ণ এবং পরিশুদ্ধ। স্বভাবতই এই মহা মূল্যবান সময় ব্যয় করার বিষয়ে আমি সত্যিই খুব যত্নবান।

আমি বললাম, তুমি যেভাবে সময় নিয়ে কথা উপস্থাপন করলে তা অভিনব।

সিনথিয়া বললো, সৃষ্টির পর থেকে এই পৃথিবীতে যা কিছু ঘটেছে, যা কিছু ঘটছে এবং অনাদিকাল ধরে যা কিছু ঘটবে তার পুরোটারই ধারক হলো এই সময়। মহাকালের মহাস্রোতে মিথ্যা, অবিচার, অনাচার, বঞ্চনা, অন্যায়, অশান্তি যেমন এই সময়ের প্রবাহের মধ্যেই সংঘটিত হয় এবং সময়কে কলঙ্কিত করে ঠিক তেমনি সত্য, ন্যায়, ভালবাসা, শান্তি ইত্যাদিও সময়ের আবর্তের মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সময়কে মহিমান্বিত করে।

আমি বললাম, সময়কে নিয়ে এমনভাবে কখনো ভাবিনি।

সিনথিয়া বললো, সময় সম্বন্ধে না ভাবাটা একটা মস্ত বড় ভুল। তুমি ভুল করেছো। সময়কে যেমন ভালবাসতে হবে, ঠিক তেমনি সময়কে নিয়ে ভাবতে হবে, শ্রদ্ধার সাথে সময়কে বিশ্লেষণ করতে হবে।

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত এই তিন রূপে সময় বিকশিত। কোন কর্মকাণ্ড শেষ হলে তা হারিয়ে যায় না, অতীতের মহা ভাণ্ডারে সযত্নে স্থিত হয়। আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিভাবে জীবনযাপন করেছেন, কতটুকু ভাল কাজ করেছেন এবং কতটুকু মন্দ কাজ করেছেন তা জানতে হলে অতীতের শরণাপন্ন হতে হবে। ইতিহাস হচ্ছে অতীতের দর্পণ, সেই ইতিহাস পড়তে হবে এবং জানতে হবে। তবে সুদূর অতীতের অনেক ইতিহাস কাগজের পাতায় লিখা না থাকলেও তাও কিন্তু হারিয়ে যায় নি, মাটির পাতায় তা লিখা রয়েছে। মাটি বিশ্লেষণ করে তাকে জানা যায় এবং জীবাশ্মের মধ্যে তাকে পাওয়া যায় যা যুগ যুগ ধরে সংরক্ষিত রয়েছে।

নির্জন বনের গভীরে প্রকৃতির অবারিত সৌন্দর্যে বিমোহিত আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো সিনথিয়ার কথা শুনছি আর অবাক হয়ে ভাবছি, কথাগুলো তো নতুন কিছু নয় তবু মনে হয় জীবনে বোধহয় এই

প্রথম এমন কথা শুনলাম, এমন কথা জানলাম।

সিনথিয়া আমার দিকে তাঁর দৃষ্টি সম্পূর্ণ প্রসারিত করে বললো, তুমি ভাবছো যে এ সকল তো জানা কথা, তারপরও কেমন করে অজানার মত মনে হচ্ছে, কেমন করেই বা নতুন কথা বলে মনে হচ্ছে? কি ঠিক বলিনি?

আমি বললাম, তোমার কথা সত্য। আমার ভাবনা এমনটাই ছিলো। আর এটাও সত্য যে তুমি আমার ভাবনাগুলোকে আলোরিত করতে পারছ এবং সঠিকভাবে বুঝতেও পারছ। তুমি যা বলছো তা আমি স্থির চিত্তে অনুধাবন করতে পারছি এবং গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হচ্ছি।

সিনথিয়া তাঁর ব্যাগ থেকে ছোট দুটি পানির বোতল বের করে আমাকে একটা দিয়ে বললো, তোমার কথা শুনে আমিও অনুপ্রাণিত হচ্ছি। বলা, শোনা, দেখা এবং অনুধাবন করার বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলা, শোনা ও দেখার পর তা অনুধাবনে ব্যর্থ হলে বিপত্তির জন্ম দেয়। অবশ্য অনুধাবনের ব্যর্থতা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। অনেক সময় অনুধাবন করার পরও অন্য কোন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন হয় এবং বাস্তবায়নটা ভিন্নতর হয়ে থাকে।

আমি বললাম, তোমার কথা সঠিক। সমস্যা সৃষ্টির জন্য ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গিই মূলত দায়ী। কিন্তু জনগুরুত্বপূর্ণ নানাবিধ কাজের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা গঠনমূলকও হয়ে থাকে। দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা না থাকলে বৈচিত্রের সমাবেশ কি করে হবে?

সিনথিয়া বললো, আমি যে দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলছি তা সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত দৃষ্টিভঙ্গি নয়। যে দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থহানী হয়, মানুষের জীবন বিনাশ হয়, দুঃখ-কষ্টের বেড়াজালে মানুষ নিস্পেষিত হয় এবং মানবতা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এই পৃথিবীতে সংঘটিত যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে এই কথারই প্রতিধ্বনি কি আমরা শুনতে পাচ্ছি না ?

সিনথিয়া পানির বোতল থেকে কিছুটা পানি পান করে অনিমিষ দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে থাকলো। নির্জন বনের মধ্যে সিনথিয়ার অন্তরের রূপ-লালিত্ব ও অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণালি আমার হৃদয়-মনকে রাঙ্গিয়ে দিয়ে গেল সহসাই। কিছুটা বিক্ষুব্ধ বলে মনে হলেও অসামান্যা রূপবতী ধ্যানমগ্না এক বনদেবীর প্রতিচ্ছবি আমি সিনথিয়ার মধ্যে খুঁজে পেলাম। এখন পাখিদের গুঞ্জন ছাড়া আর কোন শব্দ নাই। একটা পাখি অদ্ভূত সুরে ডাকছে। ও যেন বলছে, ভাল থাক-ভাল থাক, ভাল থাক-ভাল থাক। আমি ঐ ডাকের দিকে বেশি করে মনোযোগী হলাম এবং ঐ অদ্ভূত কলধ্বনির সাথে মিলিয়ে ভাল থাক-ভাল থাক শুনতে থাকলাম। মনে হলো সিনথিয়ার বক্তব্যের সারাংশটাই যেন ঐ পাখিটার কণ্ঠ থেকে অনুরণিত হচ্ছে।

পাখির কণ্ঠের প্রতি আমার মনোযোগ লক্ষ্য করে সিনথিয়া চকিতে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো। আমি ওর অভিব্যক্তিতে রহস্যের গন্ধ পেলাম। ওর পটলচেরা ছোখদুটো মায়াজাল বিস্তৃত করে আমার উপর চেপে বসলো বলে মনে হলো।

আমি বললাম, তুমি কি আমাকে কিছু বলতে চাচ্ছ?

সিনথিয়া পূর্ববৎ সহাস্য অভিব্যক্তি নিয়ে বললো, পাখিটার কণ্ঠধ্বনি তোমাকে উতলা করেছে, ঠিক কিনা বলো?

আমি আবার স্তম্ভিত হলাম। সিনথিয়া আমার মনোজগতের চিন্তা ও অনুভূতির মধ্যে বিচরণ করছে। পাখির ডাকের সাথে তাল মিলিয়ে আমি একান্ত মনে যা ভাবছিলাম তা কি করে সিনথিয়া

জানতে পারলো সে রহস্যের সমাধান আমি কখনো করতে পারবো বলে মনে হলো না। এই কিছুক্ষণ পূর্বেও সে আমার মনের কথা অকপটে বলে দিয়েছে। যদিও ইতিপূর্বে একাধিকবার ওর ইন্দ্রজালিক ক্ষমতা আমাকে বিস্মিত করেছে তবু আজ ইচ্ছে হচ্ছে যে ওকে শুধাই কেমন করে কোন ম্যাজিকের কল্যাণে সে এমনতর ক্ষমতার অধিকারী হতে পেরেছে।

আমি বিস্ফোরিত নেত্রে সিনথিয়ার একটু কাছে ঘেঁষে গিয়ে বললাম, তোমার কথা সঠিক। পাখির কণ্ঠনিসৃত সুরের মধ্যে 'ভাল থাক-ভাল থাক' এই দুটি শব্দের অদ্ভূত প্রতিধ্বনি আমার অন্তরে ও চিন্তার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তুমি তা কি করে জানতে পারলে? এর আগেও কয়েকবার তুমি আমার মনের কথা বলে আমাকে বিস্মিত করেছো। তুমি সবসময়ই এটাকে কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দিয়েছো। কাকতালীয় হলে একবার বা দু'বার তা ঘটতে পারে কিন্তু তোমার বেলায় তা বারবার ঘটে চলেছে। তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর আমি আমার জীবনে এমনতর ঘটনার সম্মুখীন কখনো হইনি। বিষয়টি সত্যিই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।

সিনথিয়ার অট্টহাসি চারিদিক কাঁপিয়ে তুললো। একরাশ সুবাসিত বাতাস চারিদিকের পত্রপল্লবীর মধ্যে আলোড়ন তুলে দূরে গিয়ে মিলিয়ে গেল। কাছের কোন ফুলের বাগান অথবা কোন বনফুলের সুবাসে আমাদের প্রাঙ্গণ এখন সুবাসিত। একটি ভ্রমর ভন ভন শব্দ করে আমার মাথার চারিদিক ঘুরেফিরে আবার উড়ে গিয়ে অদৃশ্য হলো।

পাখিটা কিন্তু তখনো 'ভাল থাক-ভাল থাক' সুর তুলে একনাগাড়ে ডেকেই চলেছে।

সিনথিয়া আবার তাঁর ভূবন ভুলানো হাসির রেশ ছড়িয়ে বললো, তুমিই তো বলেছো যে আমি নাকি টেলিপ্যাথিতে সিদ্ধহস্ত, ধরে নাও তোমার ধারণাই সঠিক।

আমি বললাম, ইতিপূর্বে বলেছিলাম বটে তবে এখন মনে হচ্ছে টেলিপ্যাথির চেয়ে আরো শক্তিশালী কোন মাধ্যমের সাথে তুমি পরিচিত। সত্য কিনা বল?

সিনথিয়া তাঁর হাসি অক্ষুণ্ন রেখে অত্যন্ত হালকা মেজাজে বললো, কথাটা তোমাকে পূর্বেও বলেছি, আবারও বলছি। মন দিয়ে শোন।

সান বাঁধানো বেঞ্চটা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সে পায়চারি শুরু করলো। তাঁর পায়ের নিচে পড়ে থাকা ঝরাপাতা থেকে মড়মড় শব্দ হতে থাকলো। এখন অনেকগুলো পাখি ডাকছে। ওদের কলতানে মুখরিত পরিবেশ।

বেশ কয়েকবার পায়চারি করে আমার সামনে নতজানু হয়ে বিছানো পাতার উপর বসে পড়ে সিনথিয়া বললো, প্রতিটি মানুষ এক অপার সম্ভাবনার বীজ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পর থেকেই পারিপার্শিক রূপলালিত্বে সে চমকিত হতে থাকে। প্রকৃতি তার হাত ধরে তাকে প্রসারিত করে এবং শাশ্বত শিক্ষায় দীক্ষিত করে মহিমান্বিত করে তোলার প্রয়াস পায়। পৃথিবীর পরিবেশে বিচরণের মধ্য দিয়ে সে ধীরে ধীরে জ্ঞান লাভ করে। সুযোগ সুবিধা সবাই সমভাবে না পেলেও পরিণত বয়সে প্রতিটি মানুষই সম্ভাবনার বিশাল জগতে প্রবেশ করার সুযোগ পায়। প্রকৃতি কিন্তু কখনই তাঁকে ছেড়ে যায় না, বরঞ্চ বিন্যস্ত দীক্ষায় তাঁকে দীক্ষিত করতেই থাকে।

জ্ঞানের মহাভাণ্ডার তাঁর কাছে উন্মোচিত হয়। এরমধ্যে অনেকেই প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত হলেও নিজস্ব চিন্তা চেতনায় এক ধরনের আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রতিটি মানুষই অর্জন করে থাকে।

সিনথিয়া উঠে দাঁড়িয়ে সান বাঁধানো বেঞ্চটায় ফিরে এসে বসে বললো, আমি এজন্যই বলি যে

প্রতিটি মানুষই এক একটা অদম্য শক্তির আধার। কারো কারো ক্ষেত্রে এই শক্তি মহাশক্তি রূপে তাঁদের অন্তরে বিরাজমান। তুমি ভাল করে তোমার দিকে চেয়ে দেখ, দেখবে কি বিশাল শক্তিধর একজন মানুষ তুমি। তোমার অন্তরে স্মৃতি, আনন্দ, বেদনা, অনুভূতি, বাসনা ইত্যাদির যে বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে তা কি ঐ মহাসাগরের অথৈ জলরাশির চেয়ে কম কিছু?

আমি বললাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও সবাই তো সব গুণ অর্জন করতে পারে না।

সিনথিয়া এবার আমার চোখে চোখ রেখে বললো, মানুষের ভেতরে যে মহাশক্তি বিরাজমান সেটার ব্যবহার ও পরিচালনা ভিন্ন ভিন্ন তো হবেই। আমি যা করতে চাই সেটার প্রতি অন্যজনের আগ্রহ নাও থাকতে পারে। তবে যেহেতু শক্তির ভিত্তি হচ্ছে জ্ঞান সেহেতু ঐ জ্ঞান চর্চা করেই মানুষ অসাধ্য সাধন করে চলেছে।

কোন রহস্যই জ্ঞানের কাছে অবিচল থাকে না। জ্ঞানের ধারক আশীর্বাদপুষ্ট প্রতিটি মানুষকে আমি মহাশক্তিশালী বলে বিবেচনা করি। মানুষই তো সকল অসাধ্য সাধন কর্‌ছে।

আমি নিশ্চুপ থেকে মাথা নেড়ে সিনথিয়াকে সমর্থন জানালাম।

সিনথিয়া বললো, আমাদের মূল আলোচনার বিষয় ছিল সময়ের তিন পর্যায়ের প্রথম পর্যায় 'অতীত' নিয়ে। অতীত নিয়ে কথা বলতে বলতে আমরা প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছি। এবার আমরা সময়ের আরেকটি পর্যায় 'বর্তমান' নিয়ে কথা বলবো।

আমি বললাম, তুমি বলে যাও আমি শুনছি।

সিনথিয়া বললো, বেশ ক্ষুধা অনুভব করছি। লাঞ্চের সময়তো হয়েই গেছে। চল কিছু খেয়ে নিই।

এ কথা বলেই সে তাঁর ব্যাগটা খুলে একটা হালকা প্লাষ্টিক শীট বিছিয়ে দিল। এরপর ব্যাগ থেকে এ্যালুমিনিয়াম ফয়েল মোড়ানো দু প্যাকেট খাবার বের করলো। ছোট্ট একটা ওয়াক্স বার্ণার জ্বালিয়ে প্যাকেট দুটো গরম করে নিয়ে একটা পেপার প্লেটে একটা প্যাকেট, একটু সালাদ এবং এক ক্যান হালকা পানীয় আমার দিকে এগিয়ে দিল। এ্যালুমিনিয়াম ফয়েল খুলে যা পাওয়া গেল তা হলো, চিকেন বার্গার, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ও ফিস ফ্রাই।

আমি বললাম, এতগুলো আইটেম দেখে ক্ষুধাটা যেন বেড়ে গেল। সর্বসাকুল্যে খাবারের পরিমাণটা দুজনার জন্য একটু বেশি বলেই তো মনে হচ্ছে।

সিনথিয়া বললো, শুরু কর তারপর খাওয়া শেষ হলে দেখা যাবে বেশি হলো না কম হলো।

আমার ক্ষুধাতুর মুখটা নেড়ে বললাম, তথাস্তু।

আমরা আমাদের খাবার খেতে শুরু করলাম। বেশ বড় সাইজের বার্গারটায় পনির ও তন্দুরী চিকেনের পরিমাণ বেশি এবং খুবই সুস্বাদু। সাধারণত আমি তাড়াতাড়ি খাবার খেতে পছন্দ করি, কিন্তু চীন দেশে আসার পর লোকলজ্জার ভয়ে খাওয়ার গতি অনেকটা কমাতে বাধ্য হয়েছি। এখানেও সিনথিয়ার সামনে ধীরে ধীরে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ও সালাদ সহযোগে বার্গারটা শেষ কররাম। শেষ দু টুকরো ফিস ফ্রাই টমেটো সস দিয়ে মুখে পুড়ে তৃপ্তির ঢোক তুলে কোল্ড ড্রিংক্সটা নিঃশেষে পান করে সিনথিয়ার চোখে চোখ রেখে তাকালাম। ওর খাবারও প্রায় শেষ।

সিনথিয়া তাঁর দৃষ্টি আমার চোখের উপর রেখেই বললো, দেখলে খাবারটা একেবারে কড়ায় গণ্ডায় আমাদের চাহিদা মোতাবেকেই ছিল। কমও হয়নি আবার বেশিও হয়নি এবং এর মানে হলো যে খাবার শুরু করার পূর্বে তোমার যে অনুমান ছিল তা সঠিক ছিল না।

আমি বললাম, আসলে অনুমান করাটা অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে অনুমান সঠিক না হওয়ার কারণে বিপত্তির সৃষ্টি হয়। এখানে আমার অনুমান সঠিক না হলেও আমাদের দুজনার উদর কিন্তু পূর্ণ হয়েছে পুরোটাই। এমন পরিবেশের জন্য মানানসই সুস্বাদু খাবারের জন্য তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে খাবারগুলোর স্বাদের ভিন্নতা থাকায় আমার মনে হচ্ছে যে এগুলো রেস্টুরেন্ট থেকে কেনা খাবার নয়।

সিনথিয়া হাসির রোল তুলে বললো, ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য তোমাকে স্বাগত। এ ক্ষেত্রে তোমার অনুমান সঠিক, খাবারগুলো কেনা নয়, বাসায় তৈরি। আমার পরিচারিকা একজন দক্ষ রাঁধুনি, বিখ্যাত সব খাবারের রেসিপি ওর নখদর্পণে।

আমি বললাম, তাহলে তো তোমার বাসায় একদিন বেড়াতে যেতেই হবে, নিমন্ত্রণ দাও অথবা না দাও।

সিনথিয়া হেসে বললো, অবশ্যই যাবে, সে ব্যবস্থা তো করতেই হবে। খাবারের পর এককাপ কফি হলে কেমন হয়? আমি বললাম, লা জবাব।

সিনথিয়া বললো, একটু অপেক্ষা কর, ব্যবস্থা করছি।

ব্যাগ খুলে ছোট্ট একটি পানির পাত্র বের করে সেটায় দু কাপ পানি ঢেলে ওয়াক্স বার্ণারে ফুটিয়ে নিয়ে তাতে কফি, চিনি, দুধ মিশিয়ে ডিসপোজেবল গ্লাসটি সে আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি পরম যত্নে তা গ্রহণ করলাম।

গ্লাস থেকে একটু কফি মুখে নিয়ে গলাধঃকরণ করে বললাম, চীন দেশে আসার পর যত কফি পান করেছি তার মধ্যে আজকের কফিটাই শ্রেষ্টতম। তোমার এই অসাধারণ কফির জন্য তোমাকে ধন্যবাদ সিনথিয়া।

সিনথিয়া বললো, তবে এই অসাধারণ কফি পানের মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের অসমাপ্ত আলোচনার সূচনা করবো।

সিনথিয়ার বক্তব্যের মধ্যে উঠে আসা বিষয়াদির অনেক কিছুই রয়েছে যা আমার অজানা নয় তবু সিনথিয়ার কণ্ঠে শুনার পর ওগুলোকে অন্য উচ্চতায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছিলো। সিনথিয়ার আচরণ রহস্যপূর্ণ হলেও এখন তা আমার কাছে সহজতর হয়ে উঠেছে। সে যে আমাকে নিয়ে কোন একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য অগ্রসরমান সে বিষয়ে আমি এখন নিশ্চিত। যা হোক ধূমায়িত কফির আমেজের মধ্যে আমি সিনথিয়ার বক্তব্যের প্রতি মনোনিবেশ করলাম।

সিনথিয়া বলে চললো, সময় বয়ে যাবার পথে এই এখনকার চলতি ক্ষণটিই হচ্ছে বর্তমান। বর্তমান ক্ষণস্থায়ী, মুহূর্ত পার হলেই তা হয়ে যায় অতীত। বর্তমানের সমস্ত কর্মকাণ্ডই জমা হয় অতীতে। কিছুই হারিয়ে যায় না, বলতে পার যে হারিয়ে যেতে পারে না। ভবিষ্যত এবং অতীতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান গ্রহণকারী বর্তমান সময়টুকু খুবই প্রাঞ্জল, চঞ্চল এবং কর্মবহুল। সকল ঘটনা যখন এই বর্তমানেই ঘটে সেহেতু সময়ের এই ধাপটাই সবার কাছে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে এ যাবৎকাল যা কিছু ঘটেছে তা তখনকার বর্তমান সময়েই ঘটেছে, যদিও এখন তার সবই অতীত। অতীতটা আসলে ইতিহাস আর ভবিষ্যত হলো সুপ্ত, শুধু বর্তমানটাই চলমান। তবে অতীতের অভিজ্ঞতায় বর্তমানকে বিনির্মাণ করাই হলো কৃতিত্ব। সুতরাং সর্বক্ষেত্রেই বিবেচ্য

বিষয় হলো এই বর্তমান। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে মানুষই হলো বর্তমানকে গড়ার কারিগর। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো যে, মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্তমানকে কাঙ্খিত পর্যায়ে বিনির্মাণ করতে পারছে না। কোন কোন ক্ষেত্রে বিষয়টি বিবেচনায় নেয়ার সক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে অসংখ্য মানুষ, ভুল করে চলে ক্রমাগতভাবে।
ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে ধরিত্রীর অগণিত সাধারণ মানুষ নিয়তই নিপীড়িত হচ্ছে, দুর্দশাগ্রস্ত হচ্ছে এবং মর্যাদা হারিয়ে বহু অমূল্য জীবনের অবসান ঘটছে।

সিনথিয়ার কণ্ঠ ভারী বলে আমার মনে হলো। আমি লক্ষ্য করেছি যে, মানুষের দুর্দশার কথা বর্ণনাকালে সে অস্থিরতায় ভোগে, আজও তার ব্যতিক্রম হলো না।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে আমি বললাম, মানুষ যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব, মহিমান্বিত এবং মর্যাদায় অধিষ্ঠিত তা পৃথিবীর ক্ষমতাধর স্বার্থপর মানুষেরা উপলব্ধি করতে পারে না।

সিনথিয়া বললো, তুমি সঠিক বলেছো। এই উপলব্ধির ঘাটতির কারণে যুগে যুগে যে অন্যায় ও অবিচার হয়েছে তার দায়ভার তুমি কার উপর চাপাবে? মানব সভ্যতার সুউচ্চ শিখরে আমরা পৌঁছে গেছি বলে যারা পৃথিবী দাপিয়ে বেড়ায় তাদেরকে কি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে যে মানুষ এখনো মর্যাদা হারিয়ে নিগৃহীত হচ্ছে?

বর্তমানকে সাফল্যমণ্ডিত রূপে সাজাতে হলে অতীতের দুঃখ, কষ্ট, অমঙ্গল ইত্যাদির কারণসমূহ চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করে নতুন কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে এবং এর ধারাবাহিকতা যাতে বিঘ্নিত না হয় সে ব্যবস্থাও করতে হবে। এর প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনারও দাবী রাখে কারণ অনাগত বর্তমান যাতে বিভীষিকায় পর্যবসিত না হতে পারে।

আমি বললাম, তোমার যুক্তি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত, তবে এ গুরুদায়িত্ব পালন করবে কে?

সিনথিয়া বললো, এই বিশ্ব মঞ্চে আমরা যারা বসতি গড়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি এবং শুভ অশুভের পার্থক্য নির্ণয়ের জ্ঞান অর্জন করেছি, দায়িত্বটা আসলে আমাদের সবার। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ এবং সর্বোপরি বিশ্ব ব্যবস্থায় যেখানে যার অবস্থান সেখানে তাঁর ক্ষেত্র ও সীমানার মধ্যে থেকেই সবাই এ গুরু দায়িত্ব পালন করবে।

আমি বললাম, তা হলে তো এ জন্য গণসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজন।

সিনথিয়া বললো, অবশ্যই প্রয়োজন, তবে সবার আগে বৈশ্বিকভাবে রাজনৈতিক একটি প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন। এই প্রতিশ্রুতির আহ্বান কোন দেশের ক্ষমতাধর নেতা বা কোন বিজ্ঞজন উপস্থাপন করতে পারেন। পৃথিবীর সকল জাতির যে সংঘ বা মুখপাত্র রয়েছে তারাও এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। পৃথিবীর বড় বড় সেবামূলক সংস্থাগুলো একটা মহা সমন্বয়ের মাধ্যমে বিষয়টিকে একটি আন্দোলনে রূপদানের জন্য প্রত্যক্ষ সহায়তা দিতে পারেন। এভাবে সামনে এগুতে পারলে জনমত সৃষ্টি হবে, সম্মিলিতভাবে কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হবে এবং ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত অগ্রসরমান বর্তমানগুলো নিষ্কন্টক হয়ে প্রবাহমান হবে বলে আমি আশা পোষণ করি।

আমি সিনথিয়ার অভিব্যক্তিতে দৃঢ়তার ছাপ লক্ষ্য করলাম। মনে হলো সে যেন এক দুরন্ত স্বপ্নে বিভোর। আগামী পৃথিবীর সুন্দরতম রূপটিকে সে যেন প্রত্যক্ষ করছে। এই মুহূর্তে সব ভাবনা ছাপিয়ে মানবতার মূর্ত প্রতীক ও মহিয়সী এক বিশ্বদেবী রূপে সিনথিয়া আমার কাছে আবির্ভূত হলো। আমার কাছে মনে হলো যে পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে মানবকূলের সকল দুঃখ কষ্টের

সম্মিলিত বেদনার বোঝা সিনথিয়া তাঁর অন্তরে ধারণ করে রেখেছে। আগামী সকল সময়ে মানুষ যাতে আর নিগৃহীত না হয় সে জন্য ওর এই মহতী ভাবনাগুলো আমাকে দারুণভাবে উদ্বেলিত করে তুললো। আমার মনের ভেতর সৃজনশীলতার ঝড় বইতে লাগলো। ওর মতো আমিও আগামী দিনের ক্লেদহীন এক সোনালী পৃথিবীর সুন্দর স্বপ্নে বিভোর হলাম। সুখময় অজস্র ঘটনা একের পর এক বায়োস্কোপে দেখা দৃশ্যের মতো ভেসে আসছে আবার ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে।

আমাকে এতক্ষণ নিশ্চল ও নিশ্চুপ থাকতে দেখে সিনথিয়া বললো, নিশ্চুপ হয়ে গেলে কেন? কথা বলছো না কেন?

সিনথিয়ার কথায় স্বপ্নভ্রষ্ট হয়ে আমি চকিতেই বাস্তবে ফিরে এলাম এবং আমার দৃষ্টির সকল গভীরতা নিয়ে ওর দিকে তাকালাম। সিনথিয়ার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত, মুখে মৃদু হাসি, তবে ওর এই হাসি আমি আগে দেখিনি। এই হাসির মধ্যে আমি রহস্যময়তার কোন চিহ্ন খুঁজে পেলাম না। আমার মন বলছে যে এটাই হচ্ছে সেই হাসি যে হাসি সিনথিয়া হাসতে চায়।

আমি ওর হাসির রেশটুকু নিজের মুখে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে বললাম, তুমি সত্যিই অসামান্য এবং ঐশ্বর্যশালী এক মহারাণী। তুমি এখনো সম্পূর্ণরূপে অনাবিষ্কৃত এক অনন্যা। তোমাকে পূর্ণভাবে বিকশিত হতে হবে কারণ সংঘাতময় পৃথিবীর কোলাহল নিরসনে তোমাকে অতীব প্রয়োজন। নিদারুণ ধ্বংসযজ্ঞের শংকা থেকে মানব জাতির পরিত্রাণের জন্য পৃথিবী তোমাকে চায়। তোমার অনন্য সহযাত্রী হয়ে তোমার সাথে আমিও পথ চলতে চাই। চলার পথটা বন্ধুর হলেও জয় তোমার হবেই। আমি তোমাকে সশ্রদ্ধ চিত্তে অভিবাদন জানাই।

সিনথিয়া হাসির রেশটুকু রেখেই বললো, পরস্পর যখন পরস্পরকে বুঝতে পারে তখন আনন্দধারা বইতে থাকে।

ঠিক যেমনটি এই মুহূর্তে বইছে।

আমি বললাম, আমাদের এই আনন্দধারা স্থায়ী হবে বলে আমি আশা পোষণ করি।

সিনথিয়া বললো, এই আনন্দধারা আমাদের মধ্য থেকে ছড়িয়ে পরুক দিকে দিকে দেশ থেকে দেশান্তরে, এমন কামনা তো আমরা করতেই পারি, তাই না?

আমি বললাম, অবশ্যই, তবে শুধু কামনা নয়, এ জন্য পাদপ্রদীপটা জ্বালাতে হবে আমাদেরকেই।

সিনথিয়া প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বললো, আমাকে দারুণভাবে কফি তৃষ্ণায় পেয়ে বসেছে। তুমি যাই বল এখন এককাপ কফি আমার চাই।

আমি বললাম, আমার কথা ভুলে যেও না, এককাপ আমাকেও দিও।

সিনথিয়া সাবলীলভাবে তাঁর সরঞ্জামাদি বের করে কফি বানিয়ে কিছুটা আমাকে দিয়ে বললো, আগেরটার মতো এখনকারটা অত সুস্বাদু নাও হতে পারে।

ডিসপোজেবল গ্লাস থেকে একটু কফি মুখে দিয়ে গলাধঃকরণ করে বললাম, এবারের কফিটাও ভাল হয়েছে। শুধু শুধু বিনয় করছে।

সিনথিয়া বললো, এই পৃথিবীতে দুটো জিনিস কখনো একই রকম হয় না। অনেক সময় আমরা বুঝতে না পারলেও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোন না কোন পার্থক্য থেকেই যাবে। এটা হাতে তৈরি দ্রব্যাদির বেলায় যেমন প্রযোজ্য ঠিক প্রাকৃতিক কোন বিষয়ের বেলায়ও তেমনি প্রযোজ্য। আকাশের

তারকারাজির প্রতি লক্ষ্য করে দেখ একটি তারকার সাথে আরেকটির কত পার্থক্য। পৃথিবীব্যাপী লক্ষ কোটি মানুষের মধ্যে দুজনের একই রকম চেহারা তুমি কখনো খুঁজে পাবে না। শীতের সকালে পত্রপল্লবে অজস্র শিশির বিন্দুর প্রতি যদি তুমি লক্ষ্য কর তবে দেখবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লক্ষ কোটি শিশির বিন্দু পরিমাণগত দিক থেকে একটি অপরটির অনুরূপ নয়।

আমি বললাম, কৈশোরকালে আমার বাবার মুখে শুনেছি যে এই পৃথিবীর দুটো দ্রব্য কখনো হুবহু একই রকমের হবে না। বৈশিষ্ট বা সাদৃশ্যের দিক থেকে যত মিলই থাকুক না কেন, কিছু পার্থক্য থেকেই যাবে। অপরাধ বিজ্ঞানে এই সমীকরণটির ব্যবহার অত্যন্ত যুৎসই। আমার মরহুম বাবা একজন পুলিশ অফিসার ছিলেন। পুলিশের বাইবেল বলে খ্যাত 'কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর' সংক্ষেপে 'সি আর পি সি' থেকে উপরোক্ত তথ্যটি তাঁকে শিখতে হয়েছিলো বলে বলেছেন।

সিনথিয়া বললো, এই বৈসাদৃশ্যতার বিষয়টি নিয়ে আমিও অনেক ভেবেছি এবং সৃষ্টিধারায় বিষয়টি এক দুরন্ত আনুপাতিক সমতা ও সমন্বয় বিধান করে চলেছে বলে আমি উপসংহার টেনেছি। বিষয়টি প্রাকৃতিক বলে বিবেচনায় নিয়েও এ কথা মনে হয়েছে যে প্রকৃতিতে যা সত্যসিদ্ধ বলে বিরাজমান তা মোটেও ভঙ্গুর নয় বরঞ্চ অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। তোমার বাবা পুলিশ অফিসার ছিলেন বিধায় অপরাধ বিজ্ঞান নিয়ে তাঁকে পড়াশুনা করতে হয়েছে এবং "দুটো জিনিষ এক নয়" এই বৈজ্ঞানিক মতবাদটি অপরাধ তদন্তের বেলায় অব্যর্থ প্রমাণ উপস্থাপনে সহায়তা করে বিধায় সেটা তাঁকে শিখতে হয়েছে।

আমি বললাম, তবে এ কথাও সত্যি যে, বর্তমানে অপরাধ বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধনের পরও অনেক অপরাধের প্রমাণ উন্মোচনের ব্যর্থতার জন্য অনেক অপরাধী নিস্কৃতি পেয়ে যাচ্ছে।

সিনথিয়া বললো, কথাটা যথার্থই বলেছো, তবে একটা কথা মনে রেখো যে, সব অপরাধের বেলাতেই অপরাধকারী অপরাধের প্রমাণ রেখে যায়, শত চেষ্টা করেও সে তা লুকোতে পারে না। একজন অপরাধীর পার পেয়ে যাওয়ার অর্থ হলো যে, তার রেখে যাওয়া প্রমাণ উন্মোচনের জন্য যে বিজ্ঞানভিত্তিক লাগসই তদন্ত কৌশলটি প্রয়োজন সেটির যথাযথ প্রয়োগ ব্যর্থ হয়েছে। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, প্রমাণ কখনো লুকোনো যায় না।

আমি বললাম, লুকোনো যায় না বলেই অতীতে সংঘটিত অনেক অপরাধের প্রমাণ এখনোতো আমরা অহরহই পাচ্ছি।

সিনথিয়া বললো, অতীতের বহুবিধ অপরাধ কোন প্রকার রাখঢাক না করে প্রকাশ্যে সংঘটিত হয়েছে এবং এতে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ সংহার হয়েছে। রাজনৈতিক মতাদর্শ কিংবা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দোহাই দিয়ে কলুষিত রাজপুত্ররা পরিত্রাণের সুযোগ নিয়েছে।

আমি বললাম, সূদুর অতীত বাদ দাও, নিকট অতীতেও যে সকল মারাত্মক অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তার বিচারও তো করা যাচ্ছে না। ১৯৭১ সালে আমাদের দেশে সংঘটিত বর্বর আক্রমণের ভয়াল স্মৃতি এখনোও আমাকে নিদারুণভাবে তাড়িত করে। নিরীহ মানুষের উপর নির্বিচার গুলি বর্ষণ ও আগুন লাগিয়ে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়ার মাধ্যমে শুরু হয় নিদারুণ এক ধ্বংসযজ্ঞ। মাত্র নয়টি মাস সময়কালে গণহত্যার এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করে শত্রুপক্ষের সৈন্যসামন্তেরা। তারা বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটায় এবং লক্ষ কোটি ডলারের সহায় সম্পদ বিনষ্ট করে। বাঙ্গালী জাতিকে তাঁদের ন্যায্য অধিকার থেকে চিরতরে বঞ্চিত করার অভিপ্রায়ে তারা

অগণিত মানুষকে নিগৃহীত করে এবং কয়েক লক্ষ মা বোনের সম্মানহানি করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অপরাধীদের বিচার হয়েছিল কিন্তু বাংলাদেশে মারাত্মক সব অপরাধ করা সত্ত্বেও আজ অব্দি ঐ সকল অপরাধীদের বিচার করা যায়নি।

সিনথিয়া বললো, সংঘাত বা যুদ্ধময় পরিস্থিতিতে পৃথিবীর সর্বক্ষেত্রেই চিরাচরিত একটি বিষয় কখনো ব্যতিক্রম হয়নি আর তা হলো মহিলাদের সম্ভ্রমহানি। আমি ভেবে অবাক হই যে, মানুষ কিভাবে হঠাৎ করে পশুর পর্যায়ে নেমে যায়। সে কি তার নিজের মা অথবা বোনের কথা ভাবে না? যতবার আমি পৃথিবীর নিগৃহীত নারীদের কথা স্মরণ করি ততবার ঐ সকল নরকিটদেরকে আমি অভিসম্পাত দেই ও ঘৃণা জানাই।

সিনথিয়ার মুখাবয়ব বিষাদের কালো ছায়ায় ঢেকে গেল। সে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের পা দিয়ে মাটির উপর সজোরে আঘাত করে করে বলতে থাকলো, নারী জাতিকে তোমরা অসম্মান করেছো, একজন নারী হিসাবে আমিও ঐ অসম্মানের বোঝা বয়ে চলেছি। আমার পদাঘাতে তোমাদের ললাটে পদচিহ্ন অংকিত হোক; ধিক্কার তোমাদেরকে - ধিক্কার জানাই। যতদিন এই পৃথিবী থাকবে ততদিন অগণিত মানুষের পদাঘাতই হবে তোমাদের প্রাপ্য।

সিনথিয়া একটু সহজ হয়ে ফিরে এসে তাঁর জায়গায় বসলো এবং কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললো, ঐ সকল অসভ্য মানুষের অনেকেই এখন বিগত হলেও তাদের প্রতিটি অপরাধমূলক কৃতকর্মের জন্য বিচার হওয়া উচিৎ। যে সকল অপরাধীরা বেঁচে আছে তাদের শাস্তি নিশ্চিত করা সহ যারা বিগত হয়েছে তাদেরকে মরণোত্তর ধিক্কারজনিত শাস্তি প্রদান করা আবশ্যক। অপরাধে জড়িত সংশ্লিষ্টদের ক্ষতিপূরণে বাধ্য করাটাও নিতান্ত প্রয়োজন।

আমি বললাম, মানব জাতির উপর এই উৎপীড়ন ও নিগ্রহ তো হাজার হাজার বছর ধরে চলছে। প্রাচীন যুগে যে সকল অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সেগুলোর সাক্ষী প্রমাণসহ বিচারের আয়োজন করা তো চাট্টিখানি কথা নয়, বিশাল একটি বিষয়, আর অপরাধীর সংখ্যাও অগণিত। এভাবে কত জনের বিচার তুমি করতে পারবে?

সিনথিয়া ভ্রুকুঞ্চন করে বললো, তুমি যদি ইচ্ছে কর তবে সব অপরাধীর বিচারই করতে পারবে। হাজার হাজার বছর পূর্বে যে সকল অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, যে সকল রাজপুত্র ও তথাকথিত নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ স্বার্থে ইচ্ছাপূর্বক নিরীহ মানুষের হত্যা, নির্যাতন ও মর্যাদাহানির জন্য দায়ী তাদের সবার কথাই আমরা জানি। ইতিহাসের পাতা থেকে তাদেরকে তুলে এনে বিচার করে উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করো। দণ্ড হিসাবে তাদেরকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো যাবে না ঠিকই তবে আমাদের বিবেক নিসৃত ঘৃণার অনলে দগ্ধ করা যাবে সহজেই। এর ফলে বর্তমানের যুদ্ধবাজ রাজপুত্রদের টনক নড়বে এবং পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষও আশ্বস্ত হবে।

কথাগুলো বলতে বলতে সিনথিয়ার মুখাবয়বে অসম্ভব এক দৃঢ়তার ছাপ ফুটে উঠলো।

বোতল থেকে কিছুটা পানি গলাধঃকরণ করে সিনথিয়া বলতে লাগলো, আর তুমি যে বললে অগণিত অপরাধীর বিচার কি ভাবে করা যাবে এবং এ জন্য বিশাল আয়োজনের প্রয়োজন হবে; তোমার এই প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত সহজ। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম যে বিষয়টিকে আমি গুরুত্ব দিচ্ছি তা হলো ইচ্ছা অর্থাৎ আমরা প্রকৃতপক্ষেই অপরাধীর বিচার করতে চাই কিনা। বিচার যদি তুমি করতে চাও তবে অপরাধীর সংখ্যা কোন বিষয় নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটন এবং মানবতা বিরোধী অপরাধের কৃতকর্মের জন্য নুরেমবার্গ ট্রাইবুনালে যেভাবে অপরাধীদের দণ্ড প্রদান করা

হয়েছে সে ভাবেই আমাদের প্রস্তাবিত ট্রাইবুনালটি গঠিত হবে। এ জন্য বিশ্ব বিবেককে আস্থায় নিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে এর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আর এই ট্রাইবুনাল তো আর একদিনে সকল বিচার সম্পাদন করতে পারবে না, করার দরকারটাই বা কি? ধীরে ধীরে বিচারটা সম্পাদিত হোক না; তবে এ কথাও সঠিক যে এ জন্য বিশাল কোন সময়েরও প্রয়োজন হবে না।

আমি বললাম, সুদূর অতীতে সংঘটিত ঐ সকল অপরাধের বিচার করে আসলে বর্তমানে আমাদের লাভটা কি হবে?

সিনথিয়া বললো, লাভের কথা যদি বিবেচনা করতে চাও তবে বলবো যে লাভ হবে বহুবিধ। সর্বপ্রথম যে লাভটি হবে সেটি হলো, যে সকল নিরীহ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে, যারা নিগৃহীত হয়েছে এবং মর্যাদা হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, যত প্রাচীন কালেরই হোক না কেন, তারা বিচার পেলো। দ্বিতীয়ত, যারা অপরাধ সংঘটিত করেছিল তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি পেলো। তৃতীয়ত, এই বিচার সংস্কৃতির চলমান ধারা অব্যাহত থাকার ফলে মানবতা বিরোধী অপরাধ সংঘটনের পূর্বে আমাদের পৃথিবীর বর্তমান নেতৃবৃন্দ ও যুদ্ধবাজরা দ্বিতীয়বার ভাবার অবকাশ পাবে। চতুর্থত, এই ধারাবাহিকতার প্রভাবটা ভবিষ্যতের ক্ষমতাধরদেরকেও সতর্ক বার্তা প্রদান করবে। পঞ্চমত, অপরাধ প্রবণতার প্রতি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন একটি জোরালো বিশ্বধিক্কারের সৃষ্টি হবে এবং ফলশ্রুতিতে বিশ্বব্যাপী সকল স্তরের মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা দূরীভূত হওয়ার জোয়ার সৃষ্টি হবে।

একটা জোরালো দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে একটু নীরব থেকে পুনরায় তাঁর মস্তকটি উঁচিয়ে গভীর ও দৃঢ়তর প্রত্যয়ে সিনথিয়া বললো, প্রসঙ্গক্রমে তোমাকে একটা নিদারুণ সত্যের মুখোমুখি করতে চাই।

আমি বললাম, নির্দ্বিধায় বলো, আমি তোমার কথা শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি।

সিনথিয়া বললো, একটা কথা আমাদের সবার মনে রাখতে হবে যে, অপরাধের জন্য অপরাধীর বিচার না করাটা আরো একটি অপরাধ এবং এর দায়-দায়িত্ব বর্তমান সময়ে এই পৃথিবীতে বসবাসকারী আমাদের সকলের। জবাবদিহিতার প্রশ্নটা আমিই উত্থাপন করলাম। কি জবাব দেবে বল?

আমি ভাবলেশহীন হয়ে বসে রইলাম। সিনথিয়ার দৃঢ় অভিব্যক্তিপূর্ণ মুখাবয়ব থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আকাশের দিকে তাকালাম। বৃক্ষ পল্লবের ফাঁক দিয়ে খণ্ডিত আকাশে মেঘের অস্থিরতা চোখে পড়লো। সূর্য রশ্মির বিকিরণ ও উষ্ণতা ঘন পাতা ও শাখা প্রশাখায় অবরুদ্ধ হয়ে আছে। মৃদুমন্দ সমীর এখন জোরালো ভাবে বইতে শুরু করলো। জ্বলজ্বলে সূর্যটা আড়ালে চলে গেল। দূর আকাশের কোন প্রান্তে থেকে বজ্রধ্বনি শোনা গেল। পাখিদের কোলাহল বেড়ে গেল।

সিনথিয়া বললো, আমাদের মতো প্রকৃতিও প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। এবার আমাদেরকে উঠতে হবে। বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই আমাদেরকে গাড়িতে উঠতে হবে।

তড়িঘড়ি করে আমরা উঠে পড়লাম। গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গাটা এখান থেকে বেশ দূরে। মনে হচ্ছে ওখানে পৌঁছুবার আগেই বৃষ্টিটা নেমে যাবে। আমরা বেশ জোর কদমে এগুতে থাকলাম, কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। ঝমঝম করে অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামলো। সিনথিয়া মুহূর্তের মধ্যে দুটো ছাতা বের করে একটা আমাকে দিল। এই ছোট্ট একটি ছাতায় আকাশ ভাঙ্গা এতো বারিধারা মানবে কেন?

দুরন্ত বাতাসে সামনে এগিয়ে যাওয়া কষ্টকর হচ্ছে। বৃষ্টির প্রবল ঝাপটায় আমারা ভিজতে শুরু করেছি। বৃষ্টি ও বাতাসের সম্মিলনে দৃষ্টি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং সামনে চলার পথটাও ঝাপসা দেখাচ্ছে। অপরাহ্নটা মনে হচ্ছে সন্ধ্যা। পরিস্থিতিটা একেবারে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। প্রবল বাতাসে আমাদের ছাতাও ধরে রাখা সম্ভবপর হচ্ছে না।

সিনথিয়া বললো, এভাবে সামনে এগুনো যাবে না। চল ঐ বড় গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়াই।

আমরা ঘন শাখা প্রশাখা বিস্তৃত একটা বড় গাছের নিচে আশ্রয় নিলাম। গাছটার কাণ্ডটা বিশাল হওয়ায় ওটাকে আড়াল করে দাঁড়ালাম। সিনথিয়া পানি নিরোধক একটা স্কার্ফ দিয়ে ওর মাথাটা পেঁচিয়ে নিল এবং আমাকেও হালকা একটা টাওয়াল দিয়ে মাথায় পেঁচিয়ে নিতে বললো। ওর কথ ামতো আমি টাওয়ালটা মাথায় পেঁচিয়ে নিলাম। প্রবাহিত বাতাস কখনো ঘুরে ঘুরে বইছে বিধায় আমরাও মোটা গাছের গুড়িটার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে নিজেদেরকে আড়াল করার ব্যর্থ চেষ্টা করছি।

এমনতর পরিস্থিতিতে হঠাৎ সিনথিয়া আমার হাত ধরে বললো, দাঁড়াও, এভাবে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে প্রকৃতির এই নৈসর্গিক সৌন্দর্য অবলোকন থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। এবার বরঞ্চ ঠায় দাঁড়িয়ে প্রকৃতিকে দেখি।

আমি বললাম, আমি কিন্তু শুরু থেকেই প্রকৃতির অপরূপ এই দৃশ্য উপভোগ করে চলেছি। এমন বৃষ্টিমুখর দিনের দৃশ্য তোমার মতো আমারও খুবই প্রিয়।

সিনথিয়াকে অনুসরণ করে আমিও গাছের কাণ্ড বরাবর মাটিতে বসে গেলাম। ধেয়ে আসা বাতাসের ঝাপটা আমাদেরকে ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে মুহুর্মুহু। আমরা প্রকৃতির কাছে নিজেদেরকে সঁপে দিলাম। মুষলধারায় সঞ্চালিত এই বরিষণ আমাদেরকে পুরোপুরি ভিজিয়ে দিল। অনেকক্ষণ ধরে আমরা নিশ্চুপ। নির্জন বনের গভীরে বসে বৃষ্টি আর বাতাসের খেলা মনের মাধুরী মিশিয়ে আমরা চেয়ে চেয়ে দেখছি। হঠাৎ একটা পাখি আমার নজরে এলো। সরু একটা ডালে বসে পরিস্থিতিটাকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করছে।

আমি বললাম, ঝড় বৃষ্টিতে পাখিদের বড় কষ্ট।

সিনথিয়া বললো, পশু-পাখিদের মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা মানুষের চেয়েও অধিক। ওদেরকে শিখানোর প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতিগতভাবেই অভিযোজন কৌশলটা ওরা রপ্ত করে নিতে পারে এবং ওটা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ওদের ভুল হয় না। কিন্তু মানুষের বেলায় পরিস্থিতি ভিন্ন। অভিযোজনের সকল কৌশলই মানুষকে শিখতে হয় এবং প্রয়োজনের সময় তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রায়শই তারা ভুল করে বসে, ফলে কোন কোন দুর্যোগে তাঁদের ক্ষয়ক্ষতি হৃদয়বিদারক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে।

আমি বললাম, তোমার কথা যুক্তিসঙ্গত। পৃথিবীর বহু দেশে এই নজির বিদ্যমান।

সিনথিয়া বললো, আসলে এর কারণটা মনস্তাত্ত্বিক বলেই আমার মনে হয়। তাছাড়া ভুলে যাওয়াটা মানুষের স্বাভাবিকতারই একটা অংশ। মানুষের জীবনে যতবড় দুঃখ দুর্দশাই আসুক না কেন, সময় কিছুটা গড়িয়ে গেলেই বড় জোর কয়েক বছরের মধ্যেই সে তা ভুলে যায়। এই ভুলে যাওয়ার প্রবৃত্তি মানুষকে তাঁর নিরাপত্তা বা সাবধানতার বৃত্তের বাইরে নিয়ে যায় ফলে হঠাৎ করে সংঘটিত দুর্যোগে প্রস্তুতি গ্রহণ ও সাড়া প্রদানে অনেকেই সফলতা অর্জন করতে পারেন না। ফলশ্রুতিতে যা হবার তাই হয়। ক্ষয়ক্ষতির চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে দুর্যোগই শতভাগ সাফল্যমণ্ডিত হয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় দুর্যোগ তার নিজের সফলতার ক্ষেত্রে অনুভূতিশীল, তা না হলে একটা

জনগোষ্ঠী যখন পূর্বের দুর্যোগের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যায় ঠিক তখনি নির্মম স্বরূপ ধারণ করে পূর্ণ মাত্রায় আরেকটি দুর্যোগ আঘাত হানে কেন? এতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বহুগুণে বর্ধিত হয়ে যায়।

আমি বললাম, দুর্যোগ যেহেতু চলমান একটি ঘটনা এবং এর সাথে মানুষের জীবনমরণের প্রশ্ন ওতপ্রতভাবে জড়িত সেহেতু এ বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা একান্ত প্রয়োজন। এই সমস্যা নিরসনে সর্বপ্রথম যে কাজটির উপর প্রাধান্য দিতে হবে তা হলো তৃণমূল পর্যায়ের জনমানুষকে সম্পৃক্ত করে একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা এবং ঐ আন্দোলনে সকল পর্যায়ের স্থানীয় সমিতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্যকরভাবে অন্তর্ভূক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ। এই অন্তর্ভূক্তির সম্মিলিত শক্তিই স্থানীয়ভাবে 'দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন' বিষয়ক সংগঠন সৃষ্টির প্রেরণা যোগাবে। সংগঠনটি এমনভাবে বিনির্মাণ করতে হবে যাতে প্রত্যেকেই এটিকে তাঁর 'নিজের সংগঠন' হিসাবে বিবেচনা করতে পারেন। এরপর অবশ্যই ঐ আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য বৈচিত্রপূর্ণ বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদী আবর্তক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই বিষয়টি বাস্তবায়নে গণমাধ্যমকে একটা কার্যকর ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হতে হবে। এছাড়াও ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক সকল প্রশিক্ষণে এ প্রসঙ্গটির উপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিৎ। আমি নিজেও ঝুঁকি হ্রাস সংক্রান্ত সকল প্রশিক্ষণে বিষয়টি উপস্থাপন ও অনুশীলন করে থাকি।

সিনথিয়া বললো, এখানে মূল বিষয়টি হলো অগ্রাধিকার বিবেচনার সক্ষমতা যা থেকে উৎসারিত হবে একটি সুতীক্ষ্ণ প্রতিশ্রুতির। অবশ্যই এই প্রতিশ্রুতি হবে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির পরিপূরক।

বৃষ্টির ঝাপটা থেকে মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে সিনথিয়ার বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানালাম।

বাতাস ও বৃষ্টি নিরসন হয়নি মোটেই। বনাঞ্চল নাড়িয়ে প্রবল বাতাস বয়েই চলেছে। শো শো শব্দে চারিদিক মুখরিত। বৃষ্টির পানি মাথা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ছে। এর মধ্যে বিজলীর চমক ও বজ্রধ্বনি পরিবেশটাকে ভারী করে তুলেছে। অনেকক্ষণ ধরে একনাগাড়ে ভিজে চলেছি, এখন বেশ শীত শীত করছে। ঠাণ্ডার প্রকোপে সিনথিয়াও কিছুটা কাঁপছে বলে মনে হলো।

বৃষ্টির ঝাপটা সামলিয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে সিনথিয়া বললো, তোমাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে। ঠাণ্ডা লাগবে বলে তুমি কি ভয় পাচ্ছ? চিন্তা করো না, গাড়ির ভেতর প্রয়োজনীয় কিছু কাপড় রয়েছে।

আমি বললাম, আমি তোমাদের দেশের মতই বৃষ্টিমুখর একটি দেশের মানুষ। ঝড়বৃষ্টির সাথে পরিচয় বাল্যকাল থেকেই। তা ছাড়া বৃষ্টিতে ভিজতে আমার ভাল লাগে। আমিতো চিন্তা করছি তোমার জন্য। এই যে এতক্ষণ ধরে যে বৃষ্টিতে ভিজে চলেছো তাতে মারাত্মক ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হওয়া কিন্তু বিচিত্র কিছু নয়।

সিনথিয়া বললো, আমিও পর্বত ঘেরা একটি গ্রামে বড় হয়েছি। ছোটকালে দস্যি মেয়ে বলে আমার পরিচিতি ছিলো। বৃষ্টিমুখর দিনে পাহাড়ি ঝর্ণার সরোবরে সাঁতার কাটা আমার সখের বিষয় ছিল। এজন্য বাবার হাতে কতবার যে মার খেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই, সুতরাং বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লাগার ভয় আমার অন্তত নেই। তা ছাড়া আশীর্বাদী বৃষ্টির শীতলতায় সকল ক্লান্তি দূর হয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টির এই অমিয়ধারায় অবগাহন করে আমরা ধন্য হলাম বৈকি?

আমি বললাম, আমার তো মনে হচ্ছে এ যেন এক প্রাগৈতিহাসিক কোন সময়ের সন্ধিক্ষণে আমরা

দুজন অপার প্রকৃতিকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে নিয়েছি। মেঘের গর্জন, বিজলীর চমক এবং দুরন্ত বাতাসের সাথে অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরিয়ে সংবর্ধনা দিয়ে প্রকৃতি নিভৃতে বরণ করে নিচ্ছে আমাদেরকে। অগণিত বৃক্ষরাজী উদ্বেল উচ্ছাসে উল্লসিত।

সিনথিয়া বললো, এই মুহূর্তে তোমার কল্পনার ঘোড়া একটি অতি বাস্তবতার সন্ধান করতে পেরেছে। তোমার কল্পনা প্রাগৈতিহাসিক এক দৃশ্যের অবতারণা করে আজকের এই অসম্ভব সুন্দর মুহূর্তগুলোকে রাঙ্গিয়ে দিতে পেরেছে। ভাবতে আপত্তি কোথায় যে তুমি আর আমিই হচ্ছি প্রাগৈতিহাসিক মানবমানবীদের মধ্যে মননশীল দুজন মানুষ। আদিম পৃথিবীর বিপদসংকুল পরিবেশে তোমার আমার বিচরণ। আমরা আমাদের ভবিষ্যত রচনায় সামনে এগিয়ে চলেছি। চল আমরা আমাদের ভবিষ্যত আশা আকাঙ্খার ভাবনাগুলোর গভীরে প্রবেশ করি। প্রকৃতির এই নির্ভেজাল মমতার বন্ধনে আমরা স্থিত হই। দুরন্ত গতি নিয়ে ছুটে যাই বনান্তের গভীর থেকে গভীরে। পত্রপল্লবে বিন্যস্ত বনছায়ায় পাখিদের নিরন্তর কলরব আমাদেরকে উদ্বেলিত করুক। মহাপ্রণয়ের মহা-বন্ধনে আমরা লীন হয়ে যাই বনছায়ার গভীর অন্ধকারে, আবার সূর্যালোক ঘুম ভাঙ্গিয়ে নতুন আলোর দিশায় রাঙিয়ে তুলুক আমাদের হৃদয় ও মন।দৃঢ় প্রত্যয়ে আমরা কর্মমুখর হই, আমাদের শক্ত হস্তপদের সঞ্চালনে সমৃদ্ধির সোপান রচিত হোক একের পর এক। আমাদের সন্তানসন্ততিরা এই আদিম সময় থেকেই মমত্ববোধ নিয়ে বেড়ে উঠুক। তাঁরা লোভ, লালসা, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা এবং স্বার্থপরতা পরিহার করতে শিখুক। কর্তব্যবোধ, নীতিবোধ, মমত্ববোধ ও সর্বজনীন ভালবাসার মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তাঁরা বিকশিত হোক। বিচ্ছিন্ন না হয়ে একতায় তাঁরা আবদ্ধ থাকুক। সময় গড়িয়ে যাবে, বর্তমান অতীতে নীত হবে। আমাদের প্রজ্জ্বলিত আলোকবর্তিকা সমুন্নত রেখে সেই উজ্জ্বল আলোয় পথ চলবে আমাদের উত্তরসূরী আগামী দিনের লক্ষ কোটি আমাদেরই সন্তানেরা। আমাদের মনের গভীরে লালিত ভালবাসা ও সৌহার্দের ফল্গুধারা অনাদিকাল ধরে তাঁদের অন্তরে, মন ও মানসিকতায় সঞ্চারিত হবে, হতেই থাকবে। এক মহান সভ্যতার বিনির্মাণ করে সকল গ্লানি পেছনে ফেলে মনবতার বিজয় ধ্বজা তাঁরা আকাশে উড়াবে। কালের মহাযাত্রায় লক্ষ লক্ষ বছর পরে ঐ পর্বত চূড়ায় আমাদেরই কোন উত্তরসূরী বীরদর্পে তাঁর দুবাহু ঊর্ধ্বে উত্তোলন করে বলবে, “চেয়ে দেখ আমাদের পৃথিবী এখন সাজানো বাগান। শান্তি ও সমৃদ্ধির সম্ভারে এখন প্রতিটি মানুষ উদ্বেলিত। দুঃখ ও বেদনার সকল বেড়াজাল ভেদ করে আমরা বেরিয়ে এসেছি। জ্ঞানের মহাভাণ্ডার উন্মোচন করার প্রয়াসে আমাদের সন্তানেরা নিরলস প্রচেষ্টায় রত। সম্পদ নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যথা নেই। যার যা প্রয়োজন সে সেটা অতি সহজেই জোগাড় করে নিতে পারছে। মহা-উন্নয়নের পথে আমাদের দুর্বার যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। আমরা এখন অনেক কৌশলী। সকল ধরনের অপচয় রোধ করে আমরা আমাদের অভাব পূরণ করতে সমর্থ হয়েছি। কোন মতাদর্শ নিয়ে আমাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব হলেও তা কখনো বিদ্বেষে রূপ নেয় না। আমরা সকলেই সকলের মত ও পথের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যা সত্য তা আমরা বিশ্বাস করতে শিখেছি। সকলের সকল অবদান আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। আমরা একতাবদ্ধ হয়ে সমাজকে মজবুত ও পরিশীলিত করে গড়ে তুলেছি। দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি পরিহার করতে শিখেছি। আমাদের বিপদাপন্নতা কমেছে ও সক্ষমতা এমনভাবে বেড়েছে যে ঝুঁকির পরিমাণটা আমাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে সমর্থ হয়েছি। এতো সাফল্যের পর আমরা তো গর্বভরে বলতেই পারি যে মানুষ হিসাবে আমাদের জন্ম সার্থক হয়েছে”।

হঠাৎ বিজলী চমকিয়ে একটা বাজ পড়ার আওয়াজ হলো। সিনথিয়া চকিতে ওদিকে তাকালো, অতঃপর দৃষ্টি আমার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে বললো, আজ তোমার সাথে এই বিহার আমার হৃদয়ের অন্তস্থলে এক মহা আনন্দের জন্ম দিয়েছে। আমি আজকের এই স্মৃতি আজীবন লালন করবো।

আমি বললাম, আজকের এই স্মৃতি বিজরিত দিনটির কথা আমারও আজীবন মনে থাকবে। এই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বৃষ্টিমুখর দিনে তোমাকে আমি আবার চেয়ে চেয়ে দেখলাম, নতুন করে চিনলাম, আবার তোমাকে আবিষ্কার করলাম। তোমার অপরূপ রূপের গভীরে, নিভৃত অন্তরে পুঞ্জীভূত আকাঙ্খা ও বাসনার যে মহাসাগরের সন্ধান আমি আজ পেলাম তা অনন্য। এর গভীরতার পরিমাপ করা আমার অসাধ্য। আমি তোমাতে মুগ্ধ। তোমার হৃদয়ের এ কোন সুবাসে তুমি আজ আমাকে সুবাসিত করে তুললে?

আমার চোখে পানি এসে গেল। তবে বৃষ্টির ঝাপটায় আমার চোখের পানি সিনথিয়া দেখতে পাবে না ভেবে স্বস্তি পেলাম।

আমার ধারণা ভুল প্রমাণ করে সিনথিয়া বললো, তুমি ভাবাবেগে অনুরণিত, তোমার চোখের পানি আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই আনন্দাশ্রু অমূল্য। আমার বেদনার সাগরে তোমার আনন্দে ভরা অশ্রুটুকু আমি মিশিয়ে দিলাম। কিছুটা হলেও পরিতৃপ্তি হলাম বৈকি।

উদাস দৃষ্টি নিয়ে আমরা নিশ্চল বসে থাকলাম। ধীরে ধীরে বৃষ্টি ও বাতাস দুটোই কমে গেল। নিশ্চুপ পাখিগুলো আবার সরব হয়ে উঠলো। হঠাৎ করে মেঘের ফাঁক দিয়ে অপরাহ্নের হেলে পড়া সূর্যটা পূর্ণ আলো ছড়িয়ে বিকশিত হলো। ফ্রেইগ্রানট্ হিলস পার্কের বৃষ্টিস্নাত বৃক্ষরাজি আরো জীবন্ত হয়ে আমার কাছে প্রতিভাত হলো। গাছপালার মধ্যে সবুজ রংয়ের মাত্রাটা অনেক পরিমাণে বেড়ে গেলো।

সিনথিয়া বললো, এভাবেই আলোর ঝলকানি সবকিছুই নতুন রংয়ে রাঙ্গিয়ে দেয়। এবার চল সামনে এগিয়ে যাই। আমরা উঠে দাঁড়িয়ে তোয়ালে চিপে ভাল করে মাথা মুছে নিলাম। সামনে এগিয়ে গিয়ে সরু পিচঢালা পথে গিয়ে উঠলাম। গাছের ছোট ছোট ডালপালা ইতস্তত ছড়ানো ছিটানো দেখতে পেলাম। ঝড়ে ওগুলো ভেঙ্গেছে। আমরা পার্কিং লটে গাড়ির কাছে গিয়ে বেশ কিছু পর্যটকের সাক্ষাৎ পেলাম। সবাই ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত।

সিনথিয়া বললো, চল এখান থেকে বেরিয়ে যাই। সামনে কয়েক কিলোমিটার পরই একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে আমরা কাপড় জামা পরিবর্তন করে পরিপাটি হতে পারবো। আশা করি আর একটু সময় তুমি ভিজে কাপড়ে থাকতে পারবে।

আমি বললাম, কোন সমস্যা হবে না, আমি বেইজিং পর্যন্ত এই কাপড় পড়েই যেতে পারবো, তাছাড়া কিছুক্ষণ এভাবে থাকলে গায়ের কাপড় তো গায়েই শুকিয়ে যাবে।

বৃষ্টি ও বাতাসের তোড়ে গাড়ির চারিদিকে ধুলো-ময়লা পরিস্কার হলেও কিছু ময়লা একেবারে সেটে বসেছে। সিনথিয়া গাড়ির ভেতর থেকে এক টুকরো কাপড় বের করে গাড়িটা পরিস্কার করে নিল। আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম।

গাড়ি ছুটে চললো বেইজিং এর দিকে। প্রকৃতির রুদ্রমূর্তি এখন শান্ত। পথের দু'ধারে বৃষ্টিস্নাত গাছপালা প্রাণবন্ত এবং ঝকঝকে সবুজ। সিনথিয়া নিবিষ্ট মনে সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে।

আমার মনের গভীরে নানাবিধ চিন্তা সঞ্চারিত হচ্ছিলো। সময় সম্বন্ধে এমন চুলচেরা বিশ্লেষণের

মুখোমুখি আমি আগে কখনো হইনি। বিষয়টি আমার কাছে চমকপ্রদ বলে মনে হয়েছে। সিনথিয়ার ভাবাবেগ আজ আমার অন্তর ছুঁয়ে গেছে। আমি নিশ্চিত যে সিনথিয়া শুধুমাত্র বেড়ানোর উদ্দেশ্যে আমাকে এই পার্কে নিয়ে আসেনি। আমাকে নিয়ে তাঁর বৃহৎ কোন পরিকল্পনার এটা একটা অংশ মাত্র।

সিনথিয়া বললো, অতশত চিন্তা করো না। যে সময়টুকু তুমি চীন দেশে থাকবে আমি তোমার পাশে পাশেই থাকবো। সময় সম্বন্ধে অনেক কথাই আমরা বলেছি, তবে এ কথাটাও নির্মম সত্যি যে এই পৃথিবীতে মানুষের জীবনের পরিসর বা বলতে পার যে বেঁচে থাকার সময়টুকু কিন্তু খুব বেশি নয়। ষাট, সত্তুর বড়জোর আশি, এর বেশি সাধারণত মানুষ বাঁচে না। তার উপর রোগ-ব্যাধি, দুর্যোগ ও দুর্ঘটনায় তো অহরহই মানুষের প্রাণ অকালে ঝরে যাচ্ছে। এ বিষয়টি ইদানিং আমাকে প্রায়ই তাড়া করে ফিরে। কার জীবনের পরিসমাপ্তি কি করে কখন ঘটবে তা বলা যায় না।

কিছুটা সময় চুপচাপ থেকে সিনথিয়া বললো, সব মানুষেরই কিছু না কিছু প্রত্যাশা থাকে। সে রকম হয়তোবা আমারও কিছু রয়েছে। তোমাকেতো আর এমনি এমনি পাইনি? অনেক সাধনা এবং অপেক্ষা করে তবে পেয়েছি। আমাদের দুজনারই কিছু কাজ রয়েছে যা সম্পাদনের দায়িত্বটা সম্পূর্ণরূপে আমাদেরই হাতে।

আমি নিশ্চুপ থাকলাম। ইত্যবসরে একটা রেস্টুরেন্টের সামনে গিয়ে সিনথিয়া থামলো। গাড়ি পার্ক করে গাড়ির ভেতর থেকে একটা নীল রংয়ের ব্যাগ কাঁধে নিয়ে সিনথিয়া আমাকে অনুসরণ করতে বললো। ওর সাথে আমি রেস্টুরেন্টের ভেতরে প্রবেশ করলাম। একটা টেবিল আগলে আমরা বসে পড়লাম।

সিনথিয়া নীল ব্যাগটি খুলে একটি প্যান্ট এবং একটি টি-শার্ট আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, ভেজা কাপড়গুলো বদলিয়ে এগুলো ঝটপট পড়ে নাও।

আমি মন্ত্রমুগ্ধ ও আশ্চর্যান্বিত হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। সেও কিছু কাপড়-চোপড় নিয়ে ওয়াশ রুমের দিকে পা বাড়ালো। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর আমিও ভাবনা পরিহার করে ওয়াশ রুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নতুন প্যান্ট শার্ট পড়ে নিলাম। প্যান্ট ও শার্টের সাইজ দেখে স্তম্ভিত হলাম। মনে হলো পুঙ্খানুপুঙ্খ মাপ নিয়ে কোন দরজি এগুলো আমার জন্যই সেলাই করে দিয়েছে। নতুন বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে টেবিলে ফিরে এলাম।

সিনথিয়া সহাস্যে আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বললো, পোষাকটা তোমাকে বেশ মানিয়েছে।

আমি বললাম, ভাগ্যিস বৃষ্টিতে ভেজার সৌভাগ্য হয়েছিল, তা না হলে এমন সুন্দর পোষাক কি পেতাম?

সিনথিয়া বললো, আমাকে ধন্যবাদ জানাবে না?

আমি বললাম, আগে বল এ প্যান্ট ও শার্ট হুবহু আমার মাপের হলো কি করে? এগুলো কি তুমি আমার জন্যই কিনেছো? যদি তাই হয় তবে কখন কিনলে?

সিনথিয়া বললো, প্রশ্ন তো অনেকগুলো করলে, তবে জবাব একটাই। ওগুলো তোমার জন্য কিনেছি এবং সাইজটার বেলায় শ্রেফ অনুমানের উপর নির্ভর করেছি। তোমার সাথে প্রথম বনবিহারে সেই বনাঞ্চলে উদীয়মান চাঁদের দৃশ্য দেখে তুমি যেদিন উদ্বেলিত হয়েছিলে তার পরদিনই কখনো প্রয়োজন হতে পারে চিন্তা করেই এগুলো তোমার জন্য কিনেছিলাম।

আমি বললাম, এমন দূরদর্শী একটি চিন্তা এবং এর সফল প্রয়োগের জন্য তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সিনথিয়া একগাল হাসি ছড়িয়ে আমাকে স্বাগত জানালো এবং হালকা কিছু খাবার ও কফির অর্ডার দিলো।

কফি পানের পর আমরা গাড়িতে উঠলাম। প্রশস্ত রাস্তাটা খুবই চকচকে ও পরিচ্ছন্ন লাগছিল। প্রবল বৃষ্টি সব কিছু ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে দিয়েছে। রাস্তায় ট্রাফিক তেমন অতিরিক্ত মনে হলো না। ভেজা রাস্তা, সিনথিয়া খুব সতর্কতার সাথে গাড়ি চালাচ্ছে। গাড়িতে চীনের ঐতিহ্যবাহী মিউজিক বেজে চলেছে। সিটে হেলান দিয়ে গা এলিয়ে নিবিষ্ট মনে শুনছিলাম। শাওলিং এর বাড়িতে যে সকল বাদ্যযন্ত্রাদি সামনাসামনি বসে শুনেছিলাম সেই সুরধ্বনি যেন এখানেও পাচ্ছি। এর মধ্যে পিপা এবং এরহু এর ঝংকার শনাক্ত করতে পারলাম। এই অবস্থায় কখন যে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি জানিনা। হঠাৎ চোখ মেলে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম যে গাড়িটা চলছে না। গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বলে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো।

সিনথিয়া পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে বললো, একটা ক্লান্তিকর সময়ের শেষে তোমাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন দেখে খুব ভাল লাগছিলো। এখন আমরা তোমার হোটেলের সামনে।

আমি সিনথিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, আমার চেয়ে তোমার পরিশ্রমটা অনেক বেশি হয়েছে কারণ তুমি সমস্তটা পথ গাড়ি চালিয়েছো। আমিও আশা করি যে আজ তুমি অন্য সকল কাজ সরিয়ে রেখে নিবিষ্ট চিত্তে নিদ্রাচ্ছন্ন হবে।

সিনথিয়া একগাল হেসে বললো, আজ আর ঘুমকে ডাকতে হবে না। ঘুম তো দুচোখের পাতায় জাকিয়ে বসে আছে। এখন ওকে শুধু আলিঙ্গনের পালা। তবে আগামীকাল ১৯৯৯ সালের ১লা অক্টোবর গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের জাতীয় দিবস। চীনের প্রতিষ্ঠালাভের পঞ্চাশতম বার্ষিকী উদযাপন করা হবে কাল এবং এ উপলক্ষ্যে আমি তোমাকে নিয়ে বিশেষ একটি অনুষ্ঠানে যাব। সকাল আটটার দিকে তোমাকে তুলে নেব। তুমি তৈরি থাকবে।

আমি সিনথিয়ার প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে তাঁকে পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেলাম। ওর গাড়ি বড় রাস্তায় ঢুকে অন্যান্য গাড়ির ভিড়ে মিলিয়ে গেল।

আমার জন্য কোন সংবাদ রয়েছে কিনা তা রিসিপশনে খোঁজ করতে গিয়ে দুটি পত্র পেলাম। একটি আমার বস জিম রবার্টসনের আর অন্যটি শাওলিংয়ের। রবার্টসনের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে গণ প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠা লাভের পঞ্চাশ বছর উদযাপন উপলক্ষ্যে চীন সরকার আগামীকাল জাতীয় দিবসের বিশেষ অনুষ্ঠানে আমাদের সংস্থার সকল বিদেশীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। কালকে অফিস খোলা থাকলেও যারা আগ্রহী তাঁরা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারবে।

বসের বিজ্ঞপ্তিটা পেয়ে স্বস্তি পেলাম কারণ সিনথিয়ার আমন্ত্রণ পাওয়ার পর ভাবছিলাম অফিস রেখে ঐ অনুষ্ঠানে যাব কি করে? অন্য চিঠিটি শাওলিংয়ের, হুনান প্রদেশে সফর সংক্রান্ত বিষয়। সে জানিয়েছে যে আগামী পরশুদিন সকাল আটটায় হোটেলের সামনে গাড়ি প্রস্তুত থাকবে।

সন্ধ্যা আগত প্রায়। আমি রুমে প্রবেশ করেই গোসল করে নিলাম। সন্ধ্যা কিছুটা গড়িয়ে যাবার পর রেস্টুরেন্টে গিয়ে এক বাটি স্যুপ এবং হালকা কিছু খাবার খেয়ে রুমে ফিরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। ঘুম আসতে দেরি হলো না। গভীর ঘুমে সারারাত কাটলো।

প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে হোটেলের বাইরে প্রশস্ত রাস্তায় হাঁটাহাঁটির কাজটা সম্পন্ন করে নিলাম। রুমে ফিরে এসে শাওয়ার নিয়ে ব্রেকফাস্টের জন্য নিচে নেমে রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসলাম।

ব্রেকফাস্ট শেষে কফি পানের সময় সিনথিয়ার কণ্ঠ শোনা গেল, শুভ সকাল।

আমিও ওকে সকালের শুভেচ্ছা জানিয়ে বললাম, ব্রেকফাস্ট সেরে নাও।

সিনথিয়া বললো, ধন্যবাদ, ব্রেকফাস্ট করেই বেরিয়েছি। তবে এককাপ কফি হলে মন্দ হয় না।

কফি পান শেষে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

সিনথিয়া বললো, আমাদের গন্তব্য তিয়েনএনমেন স্কয়ার। আজ আমি গাড়ি আনিনি। একটা ট্যাক্সি ডেকে নিলেই হবে।

আমি বললাম, তিয়েনএনমেন স্কয়ার তো এখান থেকে বেশি দূরে নয়, প্রায় দিনই প্রত্যুষে আমি ওখানে জগিং করতে যাই। সিনথিয়া একটা ট্যাক্সি ডেকে বললো, দূরে না হলেও এখন হেঁটে যাওয়া যাবে না।

আমরা ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম এবং দশ মিনিটের মধ্যেই স্কয়ারের সংযোগ প্রান্তে চলে এলাম। এখানে রাস্তা ব্লক, সুতরাং গাড়ি থেকে নেমে সিনথিয়ার পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করলাম। অসংখ্য মানুষের বিশাল এক সমাগম। এতো মানুষের ভিড় আগে কখন কোথায় দেখেছি মনে করতে পারলাম না। আজ নতুন সাজে সেজেছে তিয়েনএনমেন স্কয়ার। স্কয়ারের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত থেকে বরাবর উত্তর-পূর্ব প্রান্তের প্রশস্ত পরিসর জুড়ে কুচকাওয়াজের জায়গা নির্ধারিত হয়েছে। এর দুধারে দর্শকদের উপবেশনের জন্য বিস্তৃত আয়োজন। ভিড়ের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে অল্পক্ষণের মধ্যেই উপবেশনরত দর্শকদের সারিতে চলে এলম। উপচে পড়া ভিড়, তবে ভাগ্য প্রসন্ন থাকায় উপবেশনের জন্য দুটো চেয়ার পেয়ে গেলাম। বিশাল এলাকা জুড়ে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ বর্ণিল আয়োজন। লাল জমিনের উপর তারকা খচিত চীনের বিশাল আকারের অসংখ্য জাতীয় পতাকা পতপত বাতাসে উড়ছে এবং এর সাথে নানা বর্ণের বহুবিধ পতাকা শোভাবর্ধন করে রয়েছে চারিদিকে। চীনের ঐতিহ্যবাহী রেড ল্যানটার্ন এর অসংখ্য প্রতিকৃতি বাতাসে ভাসছে। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের সমাবেশ যেখান থেকে কোরিওগ্রাফিক পদ্ধতিতে বিশাল বিশাল ছবি, পোট্রেট, মানচিত্র ইত্যাদির প্রদর্শন চলছে। ফরবিডেন সিটির গেট বরাবর ঐতিহ্যবাহী স্থাপনাটির সম্মুখ দেয়ালের মাঝ বরাবর মাও সেতুং এর বিশাল প্রতিকৃতি শোভা পাচ্ছে। বিশাল এলাকা জুড়ে লাল রংয়ের কার্পেট ছড়ানো রয়েছে। কুচকাওয়াজ শুরু হতে এখনো কিছুটা সময় বাকি। চূড়ান্ত আয়োজন চলছে।

সিনথিয়া বললো, এই ধরনের কুচকাওয়াজ প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর প্রতিষ্ঠার পর আজ ১৯৯৯ সালের ১লা অক্টোবর, সর্বসাকুল্যে পঞ্চাশ বছর। এজন্যই আজ পঞ্চাশতম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে এ বছরের অনুষ্ঠানে ভিন্ন মাত্রা যোগ হয়েছে। অবশ্য সকালের অনুষ্ঠানে সামরিক কুচকাওয়াজ এবং যুদ্ধাস্ত্রসমূহ প্রদর্শিত হবে এবং সন্ধ্যার সময় বিশাল ও বিপুল আয়োজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি হবে।

আমি বললাম, আজ তোমাদের জন্য বিশেষ একটা দিন, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে এই মহিমান্বিত দিনের সূর্যোদয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী একটি দেশ হিসাবে সগৌরবে চীনের প্রতিষ্ঠা বারতা ঘোষিত হয়েছিল, কোটি জনতার উল্লাসে মুখরিত হয়েছিল এ দেশের আকাশ বাতাস। আজকের

এই অগণিত মানুষের আনন্দধ্বনির মধ্যে দেশের প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম ভালবাসার পরশ আমি সম্যক অনুভব করছি।

সিনথিয়া বললো, একটা দেশের স্থিতিশীলতা, মুক্তি বা স্বাধীনতার আনন্দের সাথে অন্যকোন আনন্দের তুলনা হয় না। এই আনন্দ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসায় সিক্ত। এই আনন্দ এত প্রসারিত হওয়ার কারণ হলো যে অনেক অত্যাচার, অনেক বঞ্চনা, অনেক লাঞ্ছনার পর অনেক রক্তের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনা মুক্তি নামের ঐ সোনার কাঠি আপামর মানুষের আজন্ম আকাঙ্খার প্রতিচ্ছবি হয়ে বিরাজমান থাকে। এ জন্যই বলি যে, স্বাধীনতা হলো হৃদয়ের মণিকোঠায় সযত্নে বিরাজিত ও লালিত সুন্দরতম অভিলাষের বাস্তবতা।

আমি বললাম, তোমার বক্তব্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ তুমি আমার মধ্যেই খুঁজে পাবে। আমার দেশের স্বাধীনতার পটভূমিও রক্তে রঞ্জিত, অনেক ত্যাগের বিনিময়ে যুদ্ধ করে ছিনিয়ে আনতে হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা।

সিনথিয়া বললো, তোমাদের দেশের স্বাধীনতার কথা আমি জানি। যদিও স্বল্প সময়ের মধ্যেই তোমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলে কিন্তু মূল্যটা তোমাদেরকে অনেক বেশি পরিশোধ করতে হয়েছিলো। তোমাদের দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের কথাও আমি জানি।

আমি বললাম, আমি নিজেও আমাদের মহান মুক্তি সংগ্রামের জন্য কাজ করেছিলাম। সেই ভয়াবহ সময়ের কথা মনে হলে এখনও আমি শিহরিত হই। মানুষ হত্যার ভয়াবহ দৃশ্যাবলীর আমি একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় মানুষকে আমি পিশাচ ও দৈত্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখেছি এবং তাদের কর্মকাণ্ডের কারণে শান্তিকামী মানুষের ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ কিভাবে চরমে গিয়ে বিস্ফোরিত হয়েছিল তা প্রত্যক্ষ করেছি। প্রাপ্ত স্বাধীনতা একদিকে যেমন আমাকে উদ্বেলিত ও আনন্দিত করেছিল অপরদিকে অগণিত মানুষের মৃত্যু আমাকে দুঃখভারাক্রান্ত করেছিল নিদারুণভাবে।

সিনথিয়া বললো, আমিও স্বাধীনতাকে তোমার মত করেই অনুভব করি। আজকের এই মহা আনন্দের পাদটীকায় এযাবৎকাল পৃথিবীব্যাপী সকল দেশের অগণিত মানুষের আত্মদানের বেদনাগাঁথা আখ্যান আমি স্বশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর সিনথিয়া বললো, আজো পৃথিবীর বহু জনপদ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ আবার বহু জনপদ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন হওয়ায় নিদারুণভাবে নিগৃহীত। আজকে আমি যখন আমার দেশের মুক্তি, স্বাধীনতা ও প্রতিষ্ঠার আনন্দ হৃদয়ভরে উপভোগ করছি তখন একই সাথে বঞ্চিত, নিগৃহীত ও নিষ্পেষিত ঐ সকল মানুষের মর্মবেদনার সাথে একাত্মতা পোষণ করছি।

কোলাহলপূর্ণ বিশাল আনন্দযজ্ঞের মধ্যেও এই মুহূর্তে সিনথিয়ার অন্তরবেদনা আমি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হলাম। একটা মানুষের বোধগম্যতা, ধারণক্ষমতা এবং সর্বোপরি বিশ্ব সমাজের প্রতি কতটুকু মমত্ববোধ পোষণে সমর্থ তার জলজ্যান্ত প্রমাণ সিনথিয়া। এই মুহূর্তে আমার কাছে প্রতীয়মান হলো যে, মানবতাবোধে উজ্জীবিত বর্তমান পৃথিবীর একজন অনন্য প্রজ্ঞাময়ী নারী হলো সিনথিয়া। আমি আবার নতুন করে অনুভব করলাম যে সিনথিয়ার উপলব্ধি ক্ষমতা ও হৃদয়ের গভীরতা এতটাই প্রগাঢ় যে তা একটা মহাসাগরও এর কাছে তুচ্ছ।

এরই মধ্যে ঘোষণা মতে চীনের মহামান্য প্রেসিডেন্ট জিয়াং জেমিন তাঁর বক্তব্য প্রদান করলেন। এর পরই বিউগেলের শব্দের সহযোগে একসাথে অসংখ্য বাদ্যযন্ত্র বেজে উঠলো। বাদ্যযন্ত্রের শব্দ নিনাদের সমভিব্যাহারে শুরু হলো কুচকাওয়াজ। বিভিন্ন দলে বিভক্ত সৈন্য সামন্তরা তাঁদের নৈপুণ্য প্রদর্শনপূর্বক দৃঢ় পদক্ষেপে একের পর এক সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। সবার হাতে উন্মুক্ত বেয়ানেটসহ অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। সবাই যার যার কমান্ড মেনে চলেছে। কয়েকটি মহিলা কন্টিনজেন্ট সগর্বে তাঁদের কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করে এগিয়ে চললো। চারিদিকে মুহুর্মুহু করতালির মাধ্যমে সবাই তাঁদের মুগ্ধতা প্রকাশ করলো।

পাশে বসা সিনথিয়া তাঁর মুখটা আমার কর্ণকুহরের সন্নিকটে এনে বললো, পৃথিবীর প্রথম যে গোষ্ঠীটি নদী সন্নিকটে পাহাড়ের উপত্যকায় বসতি গড়ে তুলেছিল তাঁরাও তাঁদের নিরাপত্তার জন্য লাঠি বা পাথর ব্যবহার করতো আর সেটাই এখন পরিবর্তিত হয়েছে মারাত্মক সব আগ্নেয়াস্ত্রে। চেয়ে দেখো মানুষ নিধনের কি বিশাল আয়োজন।

আমি সামনের দিকে চেয়ে দেখলাম যে, বিশাল বিশাল ট্যাঙ্ক ও যানবাহনে প্রতিস্থাপিত মিসাইল। বিমান বিধ্বংসী কামান আরো কত ধরনের মারণাস্ত্রসমূহ। এরপর শুরু হলো হেলিকপ্টার ও বিমান বাহিনীর প্রদর্শন। হরেক রকমের যুদ্ধ বিমান, ফাইটার, বোম্বার আরো কত কি। আমাদের মাথার উপর দিয়ে একদিক থেকে এসে অপর প্রান্ত দিয়ে গর্জন করতে করতে উড়ে যাচ্ছে।

সিনথিয়া আবারো পূর্ববৎ আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, এযাবৎ বিভিন্ন দেশে যে পরিমাণ আণবিক বোমার মজুত রয়েছে তা দিয়ে এই পৃথিবীর সমুদয় সভ্যতা এক নিমিষেই সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব। দেশ রক্ষার নামে প্রস্তুতকৃত এ সকল পারমাণবিক বোমার ব্যবহার ও এর বীভৎসতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। তুমি কি মনে কর যে, দেশ রক্ষার জন্য পারমাণবিক বোমা সত্যিই অপরিহার্য?

আমি বললাম, আমি কখনই তা মনে করি না। আমার কাছে যুদ্ধের অর্থ হচ্ছে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় শুধুমাত্র শত্রু সৈন্যের মোকাবিলা করা, কখনই দেশের আপামর জনমানুষের বিপত্তি সৃষ্টি নয়, তাঁদেরকে আহত বা নিহত করা নয়।

সিনথিয়া বললো, তোমার সাথে আমি একমত পোষণ করি এবং আমি নিশ্চিত যে পৃথিবীর মানুষের শতকরা নব্বইভাগ মানুষ আমাদের এই একই মতের পক্ষে থাকবে।

আমি বললাম, সাধারণ মানুষের মতামত আর শাসকদের মতামতের মধ্যে ফারাক যোজন যোজনের। এটার ব্যবধান ঘোচাবে এমন সাধ্য কি কারো আছে?

সিনথিয়া বললো, অবশ্যই আছে এবং পৃথিবীতে যুগে যুগে তা বারংবার প্রদর্শিত হয়েছে। একটা দেশের মূল শক্তির ধারক ও বাহক হলো ঐ দেশের আপামর জনসাধারণ। আর এই জনমানুষের ক্ষমতা যে কতটা প্রবলতর তা কিন্তু স্বার্থণ্বেষী শাসকগোষ্ঠী ভাল করেই জানে।

আমি বললাম, ঐ স্বার্থান্বেষী শাসকগোষ্ঠী কোন মতাদর্শ জোর করে চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চালায়, মানুষের অধিকার হরণ করে এবং অনৈতিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদেরকে নিগৃহীত করে।

সিনথিয়া আমার হাতে তাঁর হাত রেখে আবেগতাড়িত কণ্ঠে বললো, তুমি হয়তোবা বিশ্বাস করবে না যে আমি সেই দিনের স্বপ্ন দেখি যেদিন এই পৃথিবীর সকল পর্যায়ের স্বার্থান্বেষীরা বুঝতে পারবে যে তারা যা করে চলেছে তা আপামর মানুষের সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর। অবশ্য

এই বোধগম্যতা এমনি এমনি সৃষ্টি হবে না, এ জন্য যে সুকঠিন ও নিরবিচ্ছিন্ন আন্দোলন যেমন প্রয়োজন সেটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনও ঠিক ততটুকু।

আমি বললাম, এই আন্দোলন তো সকল দেশেই বিদ্যমান এবং এ জন্য নানাবিধ ব্যবস্থাও সক্রিয় রয়েছে।

সিনথিয়া বললো, তবুও বলবো যে এই আন্দোলনটি সর্বতোভাবে জোরদার ও কার্যকর করার জন্য অনেক প্রয়াস এখনো বাকি। মনে হয় একটা সমষ্টিগত বলিষ্ঠ কণ্ঠ এখনো একযোগে উচ্চারিত হয়ে সুর তুলতে পারেনি। তবে আমি হলফ করে বলতে পারি একদিন এই আন্দোলন সর্বতোভাবে সফলতা লাভে সমর্থ হবে।

এমনসময় কয়েকটা ফাইটার অনেক নিচুঁতে নেমে আমাদের মাথার উপর দিয়ে প্রচণ্ড গর্জন তুলে উড়ে গেলো। সবাই আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলো। আমাদের চিন্তা ও আলোচনার ছন্দপতন ঘটলো। এর একটু পর বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজের সমাপ্তি ঘোষিত হলো। দর্শকবৃন্দ তাঁদের আসন ত্যাগ করে বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সিনথিয়া তাঁর আসন থেকে উঠে বললো, একটু অপেক্ষা কর, ভিড় একটু কমলে আমরা বেরুবো।

কিছুক্ষণ পর সিনথিয়াকে অনুসরণ করে তিয়েনএনমেন স্কয়ার থেকে আমাদের রাস্তার সংযোগস্থলে চলে এলাম। বিশাল জনস্রোতের সাথে হাঁটতে হাঁটতে একসময় আমার হোটেলের সন্নিকটে একটি সুপারমার্কেটের সামনে চলে এলাম।

সিনথিয়া বললো, এই সুপারমার্কেটে দু একটা ভাল রেষ্টুরেন্টে রয়েছে। চলো এখানেই লাঞ্চের পর্বটা সেরে নেই।

আমি বললাম, ভালই হবে, লাঞ্চ করে হেঁটে হেঁটেই আমি হোটেলে ফিরতে পারবো।

আমরা সুপার মার্কেটে প্রবেশ করলাম। তিন তলায় উঠে ছোট্ট একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসলাম। অনেকগুলো আইটেমের মধ্যে টুনা মাছের স্যান্ডউইজ আমাকে প্রলুব্ধ করলো। অফিস থেকে অন্যান্য ডেলিগেটদের সাথে প্রায়ই এখানে আমাকে লাঞ্চ করতে আসতে হয় এবং হরেক রকমের মেন্যুর মধ্যে টুনা মাছের স্যান্ডউইজ খেতে আমার ভাল লাগে। মনে মনে ভাবলাম দুটো স্যান্ডউইজ হলে আর কিছুর প্রয়োজন হবে না।

সিনথিয়া বললো, আজ আমাদের মূল খাবার হবে টুনা মাছের স্যান্ডউইজ।

আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে সিনথিয়ার দিকে তাকালাম।

মৃদু হেসে সিনথিয়া বললো, এভাবে তাকালে কেন? টুনা মাছ তো তোমার পছন্দ হবার কথা।

আমি বললাম, তুমি কি করে বুঝলে যে আমি মনে মনে টুনা মাছের স্যান্ডউইজের কথাই ভাবছিলাম? তবে এটাও কি তোমার টেলিপ্যাথির একটা অংশ?

রহসময় একটা হাসির রেশ ছড়িয়ে সিনথিয়া বললো, এখানে টেলিপ্যাথির কি দেখলে, আমার মনে হয়েছে সদ্য প্রস্তুতকৃত টুনা মাছের স্যান্ডউইজ এই সময়টাতে জমবে ভাল তাই ওটার কথাই বললাম।

আমি বললাম, এমন ঘটনা তো আর প্রথমবার ঘটলো না, এর আগেও অনেকবার তুমি আমার মনের ভাবনার কথা বলে দিয়ে আমাকে অবাক করেছো।

সিনথিয়া তাঁর ডাগর চোখ দুটিতে রহস্যের ঢেউ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, যখন দুজন মানুষের অভিষ্ট লক্ষ্য ও বাসনা একই রকমের হয় তখন তাঁদের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে সাদৃশ্য তো থাকবেই। আসলে আমরা দুজনাই একইসাথে একই খাবারের কথা ভাবছিলাম। এটা কাকতালীয় হতে পারে তবে এখানে টেলিপ্যাথির কোন অস্তিত্ব বা ভূমিকা নেই।

এর পূর্বেও বহুবার সিনথিয়া আমার মনের কথা এভাবেই বলে দিয়েছে এবং প্রতিবারই সে কাকতালীয় বলে বিষয়টিকে উড়িয়ে দিয়ে আমাকে আশ্বস্ত করেছে। তবে আমি শতভাগ নিশ্চিত যে সিনথিয়া আসলেই আমার মনের কথা অকপটে বুঝতে পারে।

দুই বাটি ভেজিটেবল স্যুপ ও চারটি টুনা স্যান্ডউইজ অর্ডার করে সিনথিয়া বললো, একটা স্যান্ডউইজে পেট ভরবে না তাই দুটো করে অর্ডার দিলাম।

আমি আবার আশ্চর্য হলাম কারণ দুটো স্যান্ডউইজ খাব বলে আমি মনে মনে ভেবেছিলাম এবং এ জন্যই সিনথিয়া দুটোর অর্ডার করেছে। তবে এ প্রসঙ্গে কিছু না বললেও সিনথিয়া আমার দিকে তাকিয়ে একটা রহস্যময় হাসি দিয়ে বুঝিয়ে দিল যে এ বিষয়টিও তাঁর অজানা নয়।

এরপর নিবিষ্ট মনে গরম স্যুপ ও দু-দুটো স্যান্ডউইজ গলাধঃকরণ করে এককাপ কফি পান করবো বলে ভাবলাম। আমি চুপচাপ বসে অপেক্ষায় ছিলাম কখন সিনথিয়া আমার মনের কথা বুঝে নিয়ে কফির অর্ডার দেবে। কালক্ষেপণ হলো না। সিনথিয়া আমার দিকে তাকিয়ে আবার একটা রহস্যময় হাসি দিয়ে দু কাপ কফির অর্ডার করলো।

কোলাহলময় সুপার মলের ঐ পরিবেশের মধ্যেও সিনথিয়ার রহস্যময়তা আমাকে উন্মনা করে তুললো। কোন যাদু বলে সে আমার মনের কথা এভাবে অকপটে বলে দিতে পারছে?

কফির কাপে চুমুক দিয়ে সিনথিয়া বললো, আজকের দিনটি নিঃসন্দেহে একদিকে যেমন উপভোগ্য ছিলো ঠিক তেমনি হৃদয় তুষ্ট করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপাদানও ছিলো।

আমি বললাম, তোমার মতো দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোন ঘটনা অবলোকন করার সক্ষমতা একলাখ মানুষের মধ্যে একজনের রয়েছে কিনা সে বিষয়ে আমি সত্যিই সন্দিহান। তোমার হৃদয়ের মণিকোঠায় মমতা নামের অম্লান যে পদ্মফুলটি প্রস্ফুটিত হয়ে রয়েছে সেটার বৈভব ও সৌরভ সারা পৃথিবী মথিত করে ফেলেছে। তুমি এমনি এক আলোকবর্তিকা যে অন্ধকার দূরীভূত করে দীর্ঘ বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে পারো অনায়াসে। তুমি এই পৃথিবীর মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু। তুমি বেঁচে থাক যুগের পর যুগ। তোমাকে সালাম।

আমার স্তুতিকথা শুনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো সিনথিয়া এবং ক্রমান্বয়ে হাসি নিয়ন্ত্রণ করে বললো, এভাবে এতো গভীর সংবেদনশীলতার চাদরে জড়িয়ে আমার প্রশংসা কেউ কখনো করেনি। এজন্য তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আসলে তুমি আমাকে সবসময়ই অতি মহান বলে অবিহিত করছো কিন্তু আমি জানি যে আমার যোগ্যতা কতটুকু।

আমি বললাম, যোগ্যতা বিচারের মাপকাঠি আমারও রয়েছে। তবে তোমাকে পরিপূর্ণরূপে পরিমাপ করার ক্ষমতা আমার কোনদিনই হবে না সে বিষয় আমি নিশ্চিত।

সিনথিয়া আবার একটা অট্টহাসি দিয়ে বললা, তত্ত্বকথা বেশি হয়ে যাচ্ছে। এবার চলো বাড়ি ফেরা যাক।

সিনথিয়াকে অনুসরণ করে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

সিনথিয়া বললো, রাতে এই তিয়েনএনমেন স্কয়ারে বিশাল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। ইচ্ছা করলে তুমি যোগদান করতে পার। আজ আমার একটা কাজ থাকায় আমি আসতে পারবো না।

আমি বললাম, আজ আমার অফিসের কয়েকজনের সাথে ডিনার করার কথা রয়েছে। সম্ভবত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি আমার পক্ষেও উপভোগ করা সম্ভবপর হবে না।

সিনথিয়াকে বিদায় জানিয়ে হেঁটে হেঁটে আমার হোটেলে ফিরলাম। হাতমুখ ধুয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। মনের অজান্তেই সিনথিয়ার সৌম্য সুন্দর মুখটা আমার মানসপটে ভেসে উঠলো। ওকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে গেলাম।

সন্ধ্যা নামার পূর্বেই ঘুম থেকে উঠে পড়লাম। পরিপাটি হয়ে পোষাক পরিচ্ছদ পড়ে নিলাম। এই সময়টাতে সন্ধ্যাবেলায় শীতের আমেজ অনুভূত হচ্ছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই রস আর্মিটেজের টেলিফোন পেলাম। নিচে নেমে রসের দেখা পেলাম।

রস আমাকে সান্ধ্যকালীন সম্ভাষণ জানিয়ে বললো, আশা করি ভাল আছ। সোলভেগ, রববার্টসন, মাইক এবং আরো দুএকজন বন্ধুবান্ধব সরাসরি ওমর খৈয়াম রেষ্টুরেন্টে চলে যাবে। আমার এ্যাপার্টমেন্ট তোমার হোটেলের পাশে হওয়ায় ভাবলাম তোমাকে সাথে করে নিয়ে যাই।

আমি রসকে সম্ভাষণ জানিয়ে বললাম, আমার প্রতি তোমার উদারতার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আর কথা না বাড়িয়ে রসের গাড়িতে উঠে বসলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা ওমর খৈয়াম রেষ্টুরেন্টে পৌঁছুলাম। সবার সাথে কুশল বিনিময়, চীনের প্রতিষ্ঠা লাভের পঞ্চাশতম বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা বর্ণনা এবং সর্বোপরি পরিতৃপ্তির সাথে নান কাবাব উদর পূর্তি করে যখন হোটেলে ফিরলাম তখন রাতের মধ্য প্রহর পার হয়ে গেছে। শীতের আমেজ নিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলাম।

আজ আমার চ্যাংশা সফরের দিন। চ্যাংশা হলো হুনানের রাজধানী। পরিকল্পনা অনুযায়ী সকাল বেলায়ই শাওলিং এসে হাজির। চটজলদি নাস্তাটা সেরে আমরা এয়ারপোর্টের দিকে রওয়ানা হলাম। রাস্তার ব্যস্ততা তখনোও তেমন প্রকট হয়ে উঠেনি। আমার অনুরোধে ড্রাইভার সবকটি জানালা খুলে দিলো। সকালের মৃদুমন্দ শীতল বাতাস গাড়ির গতির সাথে পাল্লা দিয়ে আরামদায়ক তীব্রতা নিয়ে আমাদের সাথে ছুটে চললো। হৃদয় মন সতেজ হয়ে উঠলো। মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ। ইতিমধ্যে সূর্যমামা দিগন্ত ছেড়ে বেশ উপরে উঠে গেছে। মানুষের ব্যস্ততা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।

আমরা এয়ারপোর্টে নেমে বোর্ডিং কার্ড নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। আমরা একটা বেঞ্চে বসলাম। বিমানের সিডিউল ঠিক আছে। এখনো প্রায় ঘন্টাখানেক সময় বাকি রয়েছে। হোটেল থেকে নিয়ে আসা 'বেইজিং পোষ্ট' পত্রিকাটি বের করে তাতে মনোনিবেশ করলাম।

কিছুক্ষণ পর শাওলিং উঠে সামনে এগিয়ে গিয়ে কাকে যেন সকালের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলো। তাকিয়ে দেখলাম সিনথিয়া। হাতে একটা সুটকেস নিয়ে সামনে এগিয়ে আসছে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, সুপ্রভাত সিনথিয়া।

সিনথিয়াও আমাকে শুভেচ্ছার প্রত্যুত্তর দিয়ে বললো, প্লেনের সিডিউল মতে এখনও তো আধা ঘন্টার বেশি বাকি রয়েছে, চল কফি শপে গিয়ে বসি।

সিনথিয়াকে অনুসরণ করে আমরা কফি শপে গিয়ে বসলাম। চটজলদি কফি পরিবেশিত হলো। ধুমায়িত কফির গন্ধে ছোট্ট কফি শপটা ভরপুর। হঠাৎ করে টেবিলের উপর রাখা খবরের কাগজটার একটা সংবাদের উপর সিনথিয়ার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। সে কাগজটা হাতে নিয়ে সংবাদটা পড়তে থাকলো। আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে কোন খবরটি ওর মনোযোগ আকৃষ্ট করেছে। খবরটি আমিও কিছুক্ষণ আগে মনোযোগ দিয়েই পড়েছি। খবরটি দুর্নীতির দায়ে গুরুতর দণ্ড প্রদান সংক্রান্ত একটি খবর। নির্মীয়মাণ একটি ব্রীজের একাংশ ভেঙ্গে একজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এরপর তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে যে ঐ শহরের পার্টি প্রধান দুর্নীতির মাধ্যমে নির্মাণ সামগ্রী প্রয়োজনের তুলনায় কম ব্যবহার করায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে এবং ঐ অপরাধের কারণে তাকে গুরুতর দন্ড প্রদান করা হয়েছে।

সংবাদপত্রটি টেবিলের উপর রেখে সিনথিয়া বললো, বড় দুঃখ হয় যখন এ ধরনের কোন সংবাদ শুনতে হয়। লোভ লালসা পরিহার করতে পারে না বলেই কতিপয় মানুষকে এমনতর ভয়াবহ পরিণতি বরণ করে নিতে হয়। ঐ অপরাধীর মতো রক্তমাংসের আরেকজন মানুষ হিসাবে আমি লজ্জাবোধ করি।

আামি বললাম, তোমার কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

সিনথিয়া কফির কাপে চুমুক দিয়ে বাকি সবটুকু কফি গলাধঃকরণ করে বললো, মানুষ যখন নিজের অধিকারের সীমারেখা অতিক্রম করে অন্যের অধিকারের গন্ডির মধ্যে প্রবেশ করে তাঁর স্বার্থহানী করায় উদ্যোগী হয় তখন তার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। নিভৃতে বিরাজমান লালসা তার চিত্তকে দুর্বল করে তোলে। সে অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়।

আমি বললাম, এর সীমা-পরিসীমা কোথায়। অন্যায় এবং দুর্নীতি নতুন কোন বিষয় নয়। যুগ যুগ ধরে চলে আসা এই বিপত্তি আধুনিক সময়ে আরো বিকশিত হয়েছে বলেই তো আমার মনে হয়।

সিনথিয়া বললো, তবে ব্যাপকতর অর্থে এই বিপত্তির দায়ভার থেকে আমরা কেউ অব্যাহতি পেতে পারিনা। সরকার বা শাসন ক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত তাদের দায়িত্ব সর্বাধিক হলেও স্মরণ রাখতে হবে যে সমাজের সমষ্টির প্রতিফলনই হলো সরকার। যদিও কখনো কখনো অগণতান্ত্রিক পন্থায় কোন গোষ্ঠী বা দল অনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে থাকে এবং প্রায়শই ঐ সকল সরকারের মধ্যে দুর্নীতির ভাগার পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ সরিষার মধ্যে ভূত। তবে আমি বলতে চাচ্ছি সেই সরকারের কথা যে সরকার আদর্শ ও মর্যাদা সমুন্নত রেখে দেশের উন্নয়ন সাধন করে এবং দুর্নীতি প্রতিহত করার উপযুক্ত প্রয়াস নিয়ে থাকে। যদিও শত শত কোটি মানুষের সমষ্টি হচ্ছে মানব জাতি আর এই বিপুল সংখ্যক মানুষের কল্যাণ ও শৃঙ্খলা বিধানের জন্য সরকার রয়েছে মাত্র দুই শতাধিক। তবুও দুর্নীতির মাত্রা বিচারে দেশভিত্তিক সরকারের ভূমিকা বিশ্লেষণ করলেই পার্থক্যটুকু সহজেই নির্ধারণ করতে পারবে।

শাওলিং অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে বিষয়টি আত্মস্থ করে বললো, বক্তব্যটা ভালো করে বুঝতে পারলাম না।

সিনথিয়া বললো, সব দেশেই কি দুর্নীতি সমান? দুর্নীতির বিরুদ্ধে সব দেশই কি সমান গুরুত্ব আরোপ করে থাকে? এই ধরনের অপরাধ পৃথিবীর বহু দেশে সংঘটিত হয় না এমনকি অভিযোগটা পর্যন্ত উচ্চারিত হয় না। আসলে মানুষের বোধগম্যতার স্তরগুলোকে সমুন্নত করার দায়িত্ব প্রাথমিক

পর্যায়ে পরিবার এবং সমাজের হলেও সরকারের ভূমিকা এখানে মোটেও গৌণ নয়। যথোপযুক্ত আইন প্রণয়ন এবং আইনের সার্বিক প্রয়োগের পরও সচেতনতা বৃদ্ধির ক্রমাগত প্রচেষ্টা সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে।

এমন সময়ে যাত্রীদেরকে বিমানে আসন গ্রহণের অনুরোধ সম্বলিত বিজ্ঞপ্তি লাউড স্পিকারে ভেসে এলো। আমরা লউঞ্জের বেশ কিছুটা পথ পার হয়ে নির্ধারিত প্রবেশ পথে এসে হাজির হলাম। লম্বা লাইন, ধীর পায়ে এগুচ্ছি।

সিনথিয়া বললো, আমাদের আলোচনার পর্যায়টা মনে রেখো, প্লেনে বসে এর পরিসমাপ্তি টানতে হবে।

আমি বললাম, বাকি আলোচনাটা প্লেনের ভেতর করা যাবে না কারণ তোমার আসন আমার ও শাওলিংয়ের সাথে মিলবে না। তবে এ আলোচনা করার মতো অনেক সময়ইতো আমরা পাব।

সিনথিয়া একটু হেসে মাথা নাড়িয়ে আমার কথায় সায় দিলো। আমরা প্লেনে উঠে নির্ধারিত আসনে বসলাম। জানালার কাছের আসনটায় আমি এবং আমার পাশের আসনটায় শাওলিং বসলো। সিনথিয়া আমাদের কয়েকটা সারি পেছনের আসনে বসলো।

রানওয়ে গড়িয়ে বিমান আকাশে উড়লো। মেঘমুক্ত নীল আকাশ। চারিদিক অসম্ভব রকম উজ্জ্বলতায় ভরা। মনে হলো এর আগে এতো উজ্জ্বল আকাশ আমি কখনো দেখিনি। জানালা দিয়ে বাইরের অবারিত দৃশ্যাবলী দেখছিলাম। কিছুক্ষণ পর চেয়ে দেখি শাওলিং ঘুমুচ্ছে। আমি কিছুটা সতর্ক হলাম যাতে ওর ঘুম ভেঙ্গে না যায়।

আমিও চোখ বুজে কোন একটা চিন্তার গভীরে ডুব দিতে চাইলাম কিন্তু ইঞ্জিনের একটানা শব্দ আমার মনঃসংযোগে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। আধা ঘন্টারও বেশি সময় এভাবেই কাটলো।

হঠাৎ করে স্ন্যাকস্ ও চা কফি নিয়ে এয়ার হোস্টেজের আবির্ভাব ঘটলো। শাওলিং জেগে উঠলো। এককাপ কফি আমাকে দিয়ে সেও এককাপ নিল। স্ন্যাকসের প্যাকেটটায় ভাল কিছু খাবার পাওয়া গেল।

শাওলিং বললো, হঠাৎ ঘুমিয়ে পরেছিলাম বলে দুঃখিত।

একটা কেকের টুকরো মুখে পুরে আমি বললাম, ঘুম আসলে তো ঘুমোতেই হবে, এজন্য দুঃখ প্রকাশ করছ কেন?

শাওলিং বললো, কাল আমার সেই বান্ধবীটি আমার বাসায় এসেছিল। যার সাথে ওহানে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম, মনে আছে কি?

আমি বললাম, আলবৎ মনে আছে। কেমন আছে সে?

শাওলিং বললো, তাঁর সমস্যাটি প্রকট আকার ধারণ করেছে। সে এখন এমন উদাসীনতায় ভুগছে যে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা থেকে আত্মহত্যার পর্যায়ে সে বিচরণ করছে। চাকুরী ছেড়ে দিয়ে এখন সে বেইজিংয়ে ওর বাবার বাড়িতেই থাকে। তুমি যে বিষয়টি অবহিত আছো এবং সমস্যাটি সমাধানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছো তা আমি ওকে বলেছি।

শাওলিং ওর বান্ধবীটিকে অত্যন্ত স্নেহ করে। এই দুঃসময়ে সে অকৃত্রিম ভালবাসা নিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে। শাওলিং অনেকক্ষণ ধরে তাঁর বান্ধবীর প্রণয়ঘটিত সমস্যাদি বর্ণনা করলো। লম্বা কাহিনীটি বেশ জটিল বলেই আমার মনে হলো।

আমি বললাম, এবার হুনান থেকে ফেরার পর একদিন উইকএণ্ডে শহরের বাইরে কোন পার্কে বসার ব্যবস্থা করবে। যে করেই হোক ওর বরকে ওখানে উপস্থিত থাকতে হবে। সিনথিয়াকেও আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।

শাওলিং বললো, যদি সম্ভব হয় তবে হুনান থেকে ফেরার পরবর্তী উইকএণ্ডেই বসার ব্যবস্থা করবো। প্রস্তাবটার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

এয়ার হোস্টেজ ড্রিংক্স নিয়ে এলো। আমি অরেঞ্জ জুস নিলাম, শাওলিংও তাই নিল। জানালা দিয়ে বাইরে নীলাকাশে শুভ্র মেঘের পাল তোলা ভেলার দৃশ্য অপরূপ মনে হচ্ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিমান অবতরণ করবে বলে ক্যাপ্টেনের গুরুগম্ভীর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। বিমান যতই নিচের দিকে নামছে নিচের সবুজাভ দৃশ্যাবলী ততই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। পাখির চোখে দেখা মানুষের জনবসতি, একেবেঁকে ছুটে চলা নদ নদী, বৃক্ষরাজি, অবারিত ফসলের মাঠ ইত্যাদি থেকে প্রতিফলিত আলোর বিস্তারে আমার চোখদুটো পরিতৃপ্ত।

একটা লম্বা বাক নিয়ে বিমানটা রানওয়ে স্পর্শ করলো। কিছুক্ষণ ছুটে গিয়ে গতি কমিয়ে টার্মিনালের সামনে এসে দাঁড়ালো। আমরা বিমান থেকে নেমে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

আমাদের সংস্থার হুনান প্রাদেশিক শাখার ডিরেক্টর ওয়ান তিয়ান মিন আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, চ্যাংশায় আপনাদেরকে স্বাগত জানাই।

আমি বললাম, আমিও আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

শাওলিং ও সিনথিয়া নিজেদের পরিচিতি নিজেরাই করে নিল। আমরা শহরের কেন্দ্রস্থলের একটি হোটেলে চেক ইন করে পরিপাটি হয়ে নিলাম। এরপর সবাই একত্রে লাঞ্চ করে আমাদের সংস্থার হুনান অফিসে গেলাম। ওখানে কর্মকর্তাদের সাথে পরিচিত হলাম এবং বন্যা ত্রাণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দাপ্তরিক সভায় যোগদান করলাম। আমাদের সংস্থার হুনান প্রাদেশিক শাখার ভাইস সেক্রেটারি জেনারেল পেং লি ফু সভার সঞ্চালনের দায়িত্ব পালন করলেন।

সভায় বন্যার ক্ষয়ক্ষতি এবং বিগত কয়েক সপ্তাহে গৃহীত ত্রাণ কার্যক্রমের তথ্য-উপাত্ত পেশ করা হলো। বন্যার সর্বশেষ পরিস্থিতি বর্ণনা করে ডিরেক্টর ওয়ান তিয়ান মিন বললেন যে এবারের বন্যায় হুনান প্রদেশে চৌদ্দ মিলিয়ন মানুষ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরই মধ্যে পয়তাল্লিশ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ডংটিং লেকের চারিদিকের এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে এবারের বন্যার ক্ষয়ক্ষতি তুলনামূলকভাবে বেশি। ক্রমাগত বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যার পানির উচ্চতা কমছে না এবং কেন কোন স্থানে পানি এক মিটারেরও বেশি বেড়েছে। এইতো কয়েকদিন পূর্বে পানির অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে মাত্র এক ঘন্টার মধ্যে সেনজু শহরের উনিশ হাজার মানুষ তাঁদের বাড়িঘর সহায় সম্পত্তি ফেলে রেখে অন্যত্র সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। ঐ শহরের সবকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র হঠাৎ করে পানিতে নিমজ্জিত হওয়ায় স্বাস্থ্যসেবা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। আমাদের সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মূল্যবান যন্ত্রপাতিও আচমকা বন্যার পানিতে নিমজ্জিত হয়ে বিনষ্ট হয়েছে। হুনান প্রদেশের দক্ষিণ দিকের কিছু এলাকায় বছরের এই সময়ে খরা থাকার কথা কিন্তু এবার হরকা বান ঐ এলাকার মানুষের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছে। আমাদের সংস্থার হুনান শাখা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সার্বিক সহযোগিতায় দুর্গত এলাকায় আমরা ব্যাপক ত্রাণকার্য সম্পাদন করে চলেছি। এই বন্যায় হাজার

হাজার হেক্টরব্যাপী রোপিত ধান বিনষ্ট হয়ে মানুষের জীবন জীবিকার উপর দারুণভাবে আঘাত হেনেছে। ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানসহ স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজন ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে চলেছে। তবে এমনতর পরিস্থিতিতে আমাদের সংস্থার আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে ত্রাণ কার্য়ক্রমে সহায়তা প্রদান করার আশ্বাসে আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞ।

শাওলিং যথারীতি তরজমা করে মিনের বক্তব্য আমাকে অবহিত করলো। একই সাথে সে সকল তথ্য-উপাত্ত্ব লিপিবদ্ধ করে নিচ্ছিলো।

আমি আমার বক্তব্যে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, আজ চ্যাংশায় এসে আপনাদের সাথে পরিচিত হতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। এবারের প্রবল বন্যা সংঘটিত হবার পর মানবসেবায় আপনারা যে অবদান রেখেছেন তা অনন্য। ভাইস সেক্রেটারি জেনারেল পেং লি ফু এবং ডিরেক্টর ওয়ান তিয়ান মিন যে সকল তথ্য উপস্থাপন করলেন তাতে হুনান প্রদেশে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি এবং বন্যা ত্রাণ সম্পর্কে একটা বৃহৎ চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। এটা আমার কাছে দিব্য প্রতীয়মান হয়েছে যে আপনাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় হাজার হাজার বিপর্যস্ত মানুষ সহায়তা লাভ করেছে যা এই দুঃসময়ে তাঁদের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন ছিল। বিপদাপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আপনারা সফলভাবে তাঁদেরকে সহায়তা প্রদান করেছেন। আর্ত মানবতার সেবায় এই সাফল্যের জন্য আমি আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আগামী দুটো দিন আমরা বন্যা দুর্গত এলাকায় যাব এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাথে আলাপ আলোচনা করবো। এতে বিদ্যমান ত্রাণ ব্যবস্থাপনার আরো কি উন্নয়ন সাধন করা যায় সে বিষয়ে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং সমুদয় বিষয়সমূহ একত্রিত করে রিপোর্ট তৈরি করতে আমারও সুবিধা হবে। ঠিক এভাবেই আমরা হুবেই এবং আনহুয়ি প্রদেশের বন্যা দুর্গত এলাকায় ত্রাণ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে অধিকতর সাফল্য লাভে সমর্থ হয়েছি। বন্যা দুর্গতদের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা অব্যাহত রয়েছে। আমি আশা করি যে দুর্গত এলাকার মানুষের সাথে মত বিনিময়ের পর বাস্তবতার প্রেক্ষিতে যে রিপোটর্টি তৈরি হবে তা সংশ্লিষ্ট সবার জন্য দৃষ্টান্তমূলক হবে এবং দাতা গোষ্ঠীকে আরো উৎসাহিত করবে। আমি আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সভা শেষ হওয়ার পর ডিরেক্টর ওয়ান তিয়ান মিন এবং ভাইস সেক্রেটারি জেনারেলের পেং লি ফু এর সাথে আলোচনার পর দুর্গত এলাকা সফরের সিদ্ধান্ত হলো। সিনথিয়া তাঁর সংস্থার কার্যক্রমের বর্ণনা দিয়ে দুর্গত এলাকার কতিপয় ক্যাম্পে স্থানীয় কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে সমন্বয়পূর্বক কাজ করার বিষয়টি উপস্থাপন করলো। সবাই সিনথিয়াকে অভিনন্দন জানালো এবং তাঁর সাথে কাজ করার জন্য বাসনা প্রকাশ করলো। সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে আগামীকাল আমরা সেনজু সিটিতে যাব এবং আশেপাশের বন্যা দুর্গত মানুষের অবস্থা অবলোকনসহ কয়েকটি ক্যাম্প পরিদর্শন করবো। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম।

সিনথিয়ার সাথে দেখা করার জন্য তাঁর সংস্থার দুজন কর্মকর্তা হোটেলে অপেক্ষা করছিল, সিনথি য়া তাঁদের সাথে আলাপ আলোচনায় নিমগ্ন হলো।

ডিনারে দেখা হবে বলে আমি আমার রুমে চলে এলাম। অস্তাচলগামী সূর্যের আলোকরশ্মি পশ্চিমাকাশ রঞ্জিত করে তুলেছে। তুলোধুনো মেঘগুলোও ঐ আবির গায়ে মেখে স্থবির হয়ে আছে। আমি হোটেলের বাইরের খোলা চত্বরে গোধুলী ও সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে মোহময় আলোর খেলা উপভোগ করতে থাকলাম। হোটেলের মূল প্রবেশ পথের দুদিকে অনেকগুলো টবে বিভিন্ন গাছের

সমাহার। এর কোন কোনটিতে ফুল ফুটেছে। বাগান বিলাস জাতীয় গাছ লতার মতো বেয়ে উঠে প্রবেশ পথটার শোভাবর্ধন করেছে। একটা ফুলকলির উপর নিবিষ্টভাবে একটা রঙিন প্রজাপতি বসে আছে। চারিদিকের কোলাহলের মধ্যেও ও নির্বিকার। মনে মনে ভাবলাম ইট কাঠের এই শুষ্ক বস্তির মধ্যেও তাহলে প্রজাপতির দেখা মেলে। প্রজাপতিটা দেখে আনন্দিত হলাম এবং ভাবলাম যে আমি ভাগ্যবান বলেই এমন একটা দৃশ্য অবলোকন করতে পারলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যা নেমে এলো। আমি রুমে ফিরে এলাম। একটু উষ্ণ পানিতে শাওয়ার নিয়ে পরিপাটি হয়ে নিলাম। ক্লান্তি দূর হলো এবং সতেজতা অনুভব করলাম। ল্যাপটপ নিয়ে বসলাম এবং সারাদিনের কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করলাম। এরপর টেলিভিশনটা অন করলাম। আশাব্যাঞ্জক কোন সংবাদ পেলাম না। বেশিরভাগই ধ্বংস ও মৃত্যুর খবর। এরই মধ্যে ডিনারের সময় হওয়াতে নিচে নেমে রেষ্টুরেন্টে গিয়ে হাজির হলাম। বেশ বড়সড় হলরুম। অল্প কয়েকজন গেষ্ট রাতের আহারে ব্যস্ত। রুমের এক প্রান্তে শাওলিং ও সিনথিয়াকে পেলাম। শুভেচ্ছা জানিয়ে ওদের পাশে বসলাম। ওরাও আমাকে শুভেচ্ছা জানালো।

শাওলিং একজন পরিচারিকাকে ডেকে খাবারের অর্ডার দিল।

সিনথিয়া একটু হেসে বললো, আজ আমি একটু বেশি ক্ষুধার্ত, মেন্যুতে একটা স্যুপ যোগ করে দিলে খুশি হবো।

শাওলিং পরিচারিকাকে একটা স্যুপ যোগ করার জন্য বললো।

সিনথিয়া আমার দিকে তাকিয়ে বললো, তোমাকে তো বেশ উৎফুল দেখাচ্ছে, ব্যাপার কি?

আমি বললাম, একটা প্রজাপতি মনটাকে ভাল করে দিয়েছে।

শাওলিং আর্শ্চয্য হয়ে বললো, এখানে প্রজাপতি এলো কোত্থেকে?

আমি বললাম, সূর্যাস্তের সময় হোটেলের বাইরে একটা ফুলকলির উপর নিশ্চিন্তে বসে থাকা ঐ প্রজাপতির অনন্য দৃশ্যটা দেখে সকল অবসাদ দূর হয়ে গেল। হয়তোবা ঐ আনন্দের রেশটুকুর যেটুকু এখনোও রয়ে গেছে তা আমার মধ্যে তোমরা খুঁজে পেয়েছো।

সিনথিয়া বললো, তুমি সত্যিই ভাগ্যবান। তা নাহলে এখানে প্রজাপতি দেখাতো সহজ কোন বিষয় নয়।

শাওলিং বললো, আমাদের গ্রামের বাড়িতে যখন যাই তখন প্রজাপতি দেখা পাওয়া যায় কিন্তু শহরের বাড়িতে আমি কখনো উড়ে বেড়ানো প্রজাপতির দেখা পাইনি।

সিনথিয়া বললো, প্রজাপতি দেখতে হলে বনে যেতে হবে অর্থাৎ প্রজাপতির কাছে যেতে হবে। প্রজাপতিতো আর স্তুপীকৃত কংক্রিটের দেয়ালঘেরা এই শহরে এমনি এমনি ছুটে আসবে না। তবে এখন পরিবেশ দূষণের ফলে যে অবস্থা বিরাজমান তাতে আগামী দিনে বনেও প্রজাপতির দেখা পাওয়া যাবে কিনা বলা দুষ্কর।

আমি বললাম, তুমি অত্যন্ত সঠিক একটি কথা বলেছো। পরিবেশ দূষণের মাত্রা আগের যে কোন সময়ের চেয়ে এখন বেশি এ কথাতো পরিবেশবাদীরা চিৎকার করেই বলছেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা।

সিনথিয়া বললো, কথা না শুনলে জোর করে শোনাতে হবে কারণ কিছু মানুষের স্বার্থের জন্য শতকোটি মানুষের বিপর্যয় মেনে নেয়া যায় না। একদিকে আমরা বন কেটে সাবাড় করে দিচ্ছি

অন্যদিকে দূষণের মাত্রা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছি। এর ফলে জীব বৈচিত্রের সংবেদনশীল সংযোগগুলো একে একে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। অধিক ফসলের জন্য বিপুল পরিমাণে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে আমরা আসলে মাটিকে বন্ধ্যা করে দিচ্ছি।

বিলাসিতার প্রতিযোগিতায় আমরা অপ্রয়োজনীয় মিল কারখানা স্থাপন করে পরিবেশকে কলুষিত করে তুল্‌ছি।

আমরা এক ভয়াবহ মহা দুর্যোগের দিকে পৃথিবীকে ঠেলে দিচ্ছি। আমাদের কৃতকর্মের অবশ্যম্ভাবী বিধ্বংসী প্রভাব আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম কেন রয়ে বেড়াবে তার জবাবটা তো এখুনি খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের এই সবুজ পৃথিবীটা কোনদিন একটা ধুসর ন্যাড়া পৃথিবীতে পরিণত হবে এটা ভাবতেও আমি আতঙ্কে শিউরে উঠি। এর দায়দায়িত্ব এবং যতটুকু ভুল হয়ে গেছে তার পুনরাবৃত্তি পরিহার করে কঠিন নিয়ম নীতি এখুনি করতে না পারলে মহাশূন্যে ছুটে চলা আমাদের এই সর্বংসহা ধরিত্রীর জন্য বোঝা এতোটাই বেড়ে যাবে যে একদিন তা আর সে সইতে পারবে না।

শাওলিং বললো, পরিস্থিতি যদি এতো ভয়াবহই হতে যাচ্ছে তবে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি না কেন?

সিনথিয়া বললো, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা যা বলেন মানুষ তা সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। আর বিশ্বাস করলেও স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারছে না। মানুষ বর্তমানকে নিয়ে এতোই ব্যস্ত যে ভবিষ্যতের কোন শংকা তাকে প্রভাবিত করতে পারছে না।

শাওলিং বললো, তবে এক্ষেত্রে করণীয়টা কি হবে?

সিনথিয়া বললো, করণীয় এখন একটাই, বর্তমানকে ভেঙ্গে সাজাতে হবে ভবিষ্যত বিনির্মাণ করার মানসে। বিশ্বের প্রতিটি দেশের শাসনতন্ত্র হেফাজতকারী কর্ণধারগণের অঙ্গীকার নিশ্চিত করার জন্য জাতিসঙ্ঘকে প্রবল ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। অলঙ্ঘনীয় এক নীতিমালায় বেষ্টন করতে হবে আমাদের বর্তমান আত্মঘাতী আচরণবিধিসমূহকে। পরিবেশ দূষণকারী সকল উৎসসমূহ কঠিন আইনের বাস্তবতায় মূলোৎপাটন করতে হবে যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে। এ ভাবে বিশ্ব বিবেক যখন পরিশীলিত ও পরিশুদ্ধ হবে তখন ক্রমান্বয়ে ধরণী আবার সবুজ ও সতেজ হয়ে উঠবে। নিজ পায়ে কুড়ালের আঘাত হেনে যে মহাশঙ্কায় আমরা নিমজ্জিত হয়ে আছি তা ক্রমান্বয়ে দূরীভূত হবে। কালজয়ী এক মহাশিক্ষায় সচেতন হবে এই বিশ্বের প্রতিটি মানুষ।

সিনথিয়ার অভিব্যক্তিতে দৃঢ়তার ছাপ পরিপুষ্ট হয়ে উঠলো। মনে হলো এসকল কথা ওর মনের গভীরে ওৎ পেতে বসে ছিল এবং পরিস্থিতির সাহচর্য পাওয়ার সাথে সাথে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটলো। অসাধারণ সারল্যের আবরণে অকাঙ্খার এমন মূর্ত প্রকাশ সিনথিয়াকে এক অনন্য রূপে অভিষিক্ত করে তুলেছে। ইতিপূর্বেও সিনথিয়াকে আমি এই রূপে আবির্ভূত হতে দেখেছি তবে আজকে তাঁর দৃঢ়তা কিছুটা বেশি বলে মনে হলো।

পরিস্থিতি হালকা করার জন্য আমি বললাম, আজকে বেশ গরম পড়েছে।

কিছুটা অস্বস্তির ভাব নিয়ে শাওলিং আমাকে সমর্থন জানিয়ে বললো, অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ গরম একটু বেশি। এই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসেও তা কিন্তু বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে। আবহাওয়ার আচরণটা সত্যিই রহস্যময়।

সিনথিয়া কথাটা ছিনিয়ে নিয়ে বললো, আবহাওয়ার আচরণ সবসময়ই রহস্যময়, পূর্বেও ছিল এখনোও আছে। তবে বলতে পার শিল্প বিপ্লবের পর থেকে এর রহস্যময়তা বেড়েছে এবং বর্তমান সভ্যতার ছোঁয়ায় এখন এটা বহুমাত্রিক বিধ্বংসী রূপ পরিগ্রহ করেছে। বিশ্ব জলবায়ুর পরিবর্তন বিষয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানীরা এরই মধ্যে কিন্তু এক মহাবিপর্যয়ের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছেন এবং অশনি সংকেতের বার্তা বিশ্ববাসীকে অবহিত করেছেন। এখানেও সেই একই কথা, পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন।

শাওলিং মৃদুস্বরে স্বগতোক্তি করে বললো, কেন যে এমন হয়?

সিনথিয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক অভিব্যক্তি নিয়ে শাওলিংয়ের দিকে তাকিয়ে বললো, কোন বস্তুর গঠনশৈলী অথবা রূপরেখা যখন বাইরের বস্তুনিলয়ের আধিক্যে বা প্রভাবে কলুষিত অথবা ভঙ্গুর হয়ে স্বাভাবিকতা হারায় তখন এর গঠনে আচরণগত পার্থক্যও প্রকট হয়ে উঠে। পরিবেশের বেলাতেও ঠিক এমনি ঘটনাই ঘটেছে।

এমন সময় খাবার পরিবেশিত হলো।

সিনথিয়া বললো, এসো এবার আমরা খাবারে মনোনিবেশ করি।

বড়সড় একটা বারবিকিউ মাছ দেখে আমি চমকিত হলাম। অর্ডার দেয়ার সময় মাছের কোন আইটেমতো ছিল না, তবে মাছটা এলো কোত্থেকে? আমার মনে হলো পরিচারিকা ভুল করে মাছটা আমাদের টেবিলে দিয়ে গেছে। এটা হয়তো এখুনি ফিরিয়ে নেয়া হবে।

শাওলিং বললো, নিশ্চয়ই ভুল করে পরিচারিকা মাছটা আমাদের টেবিলে রেখে গেছে। তবে এ কথা বলতেই হবে যে মাছটা আমার রসনা বাড়িয়ে দিয়েছে।

শাওলিং পরিচারিকাকে ডেকে ওটা ফিরিয়ে নেয়ার মুহূর্তে সিনথিয়া ওকে নিবৃত্ত করে একটা অট্টহাসি দিয়ে বললো, ওটা তোমাদের প্রতি আমার সারপ্রাইজ। হোটেলে প্রবেশের পর তোমরা রুমে চলে গেলে আর আমি আমার সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে মিটিং করে ফেরার সময় বেশকিছু সামুদ্রিক মাছ হোটেলে নেয়া হচ্ছে দেখে এই আইডিয়াটি মাথায় চলে এলো। তোমাদেরকে একটা চমক দেয়ার জন্যই তখনই আমি একটা মাছ বারবিকিউ করার অর্ডার করেছি।

শাওলিং বললো, যাক বাবা বাঁচা গেল। তাহলে মাছটা ভুলবশত এখানে আসে নি।

আমি বললাম, এতো বড় মাছ যে তিন জন মিলেও শেষ করতে পারবো কিনা সন্দেহ।

সিনথিয়া বললো, মাছটা দেখতে বড় হলেও এর মাথা ও কাটা বাদ দিলে আদতে খুব বড় হবে না। তাছাড়া আমার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, এর অর্ধেকটা আমিই সাবাড় করবো।

আমরা তৃপ্তি সহকারে রাতের খাবার খেলাম। পরদিন মাঠ সফর ও ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে আলাপ আলোচনায় বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হলো। পরিশেষে সুস্বাদু বারবিকিউ করা মাছের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা রুমে ফিরে এলাম। নৈমিত্তিক কিছু কাজ শেষ করে হাত পা ছড়িয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে হোটেলের বাইরে এলাম। আধাঘন্টা জগিং করে হোটেলের প্রাঙ্গণে ফিরে এসে সদ্য ফোটা ফুলের সুবাস উপভোগ করলাম। কালকের প্রজাপতিটাকে খোঁজ করলাম, পেলাম না।

রুমে ফিরে গিয়ে শাওয়ার নিয়ে পরিপাটি হলাম। অভ্যাসমতো টেলিভিশনটা অন করে সকালের সংবাদ শুনলাম। তারপর মাঠ সফরের প্রস্তুতি নিয়ে নিচে নেমে এসে রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই সিনথিয়া ও শাওলিং এসে আমার সাথে নাস্তার টেবিলে যোগ দিল। আমরা সকালের নাস্তা শেষ করে বাইরে এলাম। হোটেলের লবিতে আমাদের সংস্থার স্থানীয় কর্মকর্তা মাও জে হি এবং ইয়ান গোবিন আমাদেরকে শুভেচ্ছা জানালেন। তাঁদের সাথে বাইরে অপেক্ষমান গাড়িতে উঠে বসলাম।

সিনথিয়া তাঁর সংস্থার কর্মকর্তা সমভিব্যহারে অন্য একটি গাড়িতে উঠলো। চ্যাংশা থেকে সেনজু সিটির দূরত্ব তিন শত কিলোমিটারেও অধিক। স্বাভাবিক গতিতে গাড়ি চালিয়ে গেলেও পাঁচ ঘন্টার আগে পৌছানো যাবে না। গাড়ি দুটো একসাথে সেনজু সিটির পথে দক্ষিণ দিকে ছুটে চললো। চারিদিকে স্থাপনার ছড়াছড়ি, এরপরও নতুন নতুন স্থাপনার বাহুল্য এ কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে চীন দেশে উন্নয়নের জোয়ার এখন সর্বক্ষেত্রেই দৃশ্যমান।

আজকের দিনটি রৌদ্রকরোজ্জ্বল হলেও দিগন্তে মেঘের ঘনঘটা রয়েছে। চারিদিকের দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে চোখ যেন জুড়িয়ে যাচ্ছিল। বিশাল প্রান্তর, সবুজ ফসল ভরা মাঠ, বনভূমি পেছনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। প্রশস্ত ও ছিমছাম হাইওয়েতে প্রচুর গাড়ি চলাচল করছে। প্রায় ঘন্টাদুয়েক চলার পর রাস্তার পাশে একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে আমরা থামলাম। রেস্টুরেন্টার পেছন দিকটা সবুজ বৃক্ষাচ্ছাদিত কিছুটা উঁচু ভূমি, সামনের দিকটায় লতানো বুগনভিলিয়া এবং অন্যান্য ফুলের সমারোহে উদ্ভাসিত। দৃশ্যটা আমার কাছে একেবারে ছবির মতোই লাগছে।

সিনথিয়া গাড়ি থেকে নেমেই বললো, আমি নিশ্চিত যে এই জায়গাটা তোমার খুব ভাল লাগছে।

আমি বললাম, তোমার অনুমান সঠিক।

সিনথিয়া বললো, এটা গড়ে তোলার পেছনে সৌন্দর্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন কোন মানুষের অবদান রয়েছে।

আমরা রেস্টুরেন্টের ভেতরে প্রবেশ করে একটা টেবিল নিয়ে বসলাম। ভেতরের পরিবেশটাও অত্যন্ত সুন্দর, সবকিছু সাজানো ও গোছানো। হাত মুখ ধুয়ে সবাই পরিপাটি হয়ে পরিবেশিত বিভিন্ন প্রকার স্ন্যাক্স নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। স্ন্যাক্সগুলোর বেশিরভাগই সদ্য ভাজা এবং গরম হওয়ায় খেতে ভাল লাগছিল। এরপর এককাপ গরম চা মনটাকে সতেজ করে তুললো।

আমরা গাড়িতে ফিরে এলাম এবং ছুটে চললাম আমাদের গন্তব্যের দিকে। শাওলিংয়ের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললাম। এক পর্যায়ে দেখলাম যে শাওলিং ঝিমুচ্ছে। আমি জানালার বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করে আবার প্রকৃতিকে নিয়ে বিভোর হলাম। একটা গ্রামের সন্নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় ব্যতিব্যস্ত মানুষের জীবনধারণের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড দৃষ্টিগোচর হলো। গাঁয়ের এসকল মানুষ সহজ সরল, এদের চাহিদাও নিতান্তই মৌলিক। হঠাৎ করেই একটা তুলনামূলক চিত্র আমার চিন্তাধারায় প্রভাব বিস্তার করে আমাকে আচ্ছন্ন করে তুললো। আমার দেশের মানুষের সাথে এই দেশের মানুষের তুলনা করতে শুরু করলাম। বহুবিধ বিবেচনার পরও আমার তুলনা বিচারে কারো কোন পার্থক্য খুঁজে পেলাম না। ভাল করে বুঝতে পারলাম যে সিনথিয়ার জ্বর আমাকেও ভালভাবেই আক্রান্ত করে ফেলেছে। আমি কি জ্ঞাতসারে নাকি নিজের অজান্তেই সিনথিয়া দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে যাচ্ছি তা ঠাওর করতে পারলাম না। চিন্তার এমনতরো

সাগরে নিমজ্জিত হয়ে আমি ভাবলেশহীন জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকলাম। আমরা সেনজু চলে এসেছি। তখন মধ্যাহ্ন পার হয়ে গেছে, সূর্য অপরাহ্নের গণ্ডিতে অগ্রসরমান।

সেনজু সিটিতে কর্মরত আমাদের সংস্থার কর্মকতাগণ আমাদেরকে সংবর্ধনা জানালেন। দপ্তরে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় সেনজু শহরের আমাদের সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ত্রাণ কার্যক্রমের একটি চিত্র আমাদের সামনে উপস্থাপিত হলো। শাওলিং যথারীতি সকল তথ্যাদি নোট করে নিলো। পরিচয় পর্ব ও সংক্ষিপ্ত সভা শেষে আমরা একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজ সম্পন্ন করে নিলাম। এরপর দুর্গত এলাকায় সফর করে বন্যার্তদের অবস্থা ও ত্রাণ কার্যক্রম দেখার সুযোগ পেলাম। এই এলাকাটি খরাপ্রবণ হলেও প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের ফলে এমন প্রবল আকস্মিক বন্যার সূচনা হয়েছে যে শহরের অভ্যন্তরস্থ হাজার হাজার মানুষ এতে প্রভূত ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। অপরাহ্নের পুরো সময়টা দুর্গত এলাকা সফর ও ত্রাণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করলাম। যে কটি ক্যাম্প পরিদর্শন করলাম তার সব কটিতেই ত্রাণ কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্যাদি তথ্যবোর্ডে দেখতে পেলাম।

এর পর আমরা একটা হোটেলে চলে এলাম। শাওলিং চেক-ইন সংক্রান্ত কাজ সমাধা করলো।

সেনজু সিটির ভাইস মেয়র কাউ জিং দা এর আমন্ত্রণে আমরা রাতের ডিনারে মিলিত হলাম। ভাইস মেয়রের দপ্তরের বিশেষ ব্যক্তিবর্গ ও কর্মকর্তা ছাড়াও আমাদের সংস্থার অন্যান্য স্থানীয় কর্মকর্তগণ এই ডিনারে যোগদান করলেন।

ডিনারের প্রারম্ভে মেয়র বললেন, আমাদের এই শহর হঠাৎ করেই আকস্মিক বন্যায় আক্রান্ত হয়ে অসংখ্য মানুষের দুঃখ দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে বন্যার অব্যবহিত পরই প্রশাসন এবং আমাদের সংস্থার তড়িৎ সাড়াদানের কারণে দুর্গতদের দুর্দশা বহুলাংশে লাঘব করা সম্ভবপর হয়েছে। ব্যাপক ত্রাণ কার্যক্রমের পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবাও পুরোদমে চলছে। আমরা ধারণা করছি যে আগামী মাস পুরোটাই এই ত্রাণ সহায়তা চালিয়ে যেতে হবে। আমাদের এই দুঃসময়ে সহানুভূতি নিয়ে আপনারা আমাদেরকে মাঝে এসেছেন সে জন্য আমি আপনাদেরকে এই শহরবাসীর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সিনথিয়া তাঁর বক্তব্যে অস্থায়ী ক্যাম্পে অপসারিত পরিবারগুলোর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য তাঁর সংস্থা কর্তৃক গৃহীত বিশেষ ব্যবস্থার কথা অবহিত করলেন। ছোটদের জন্য কর্মকাণ্ড গ্রহণের পরিকল্পনার জন্য সবাই সিনথিয়াকে অভিনন্দন জানালো।

আমি আমার বক্তব্যে পরিস্থিতি মোতাবেক ত্রাণ কার্যক্রমের সার্বিক পরিকল্পনা বিষয়ে আলোকপাত করলাম। চীন দেশে সংঘটিত এবারের বন্যা সম্পর্কে আমাদের সংস্থার জেনেভা সদর দপ্তরের ভূমিকা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তহবিল গঠন সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করলাম। একই সাথে অন্যান্য প্রদেশে আমাদের সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ত্রাণ কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনার কথাও বললাম। আমার বক্তব্য শেষে সবাই করতালি দিয়ে আমাকে অভিনন্দিত করলো। ভাইস মেয়র কাউ জিং দা আমাকে এবং নিমন্ত্রিত সকল অতিথিকে নিয়ে আরক জাতীয় পানীয় পানের উৎসবের সূচনা করলেন। আমি শাওলিংয়ের বদৌলতে এবারও ঐ বিশেষ পানিপান থেকে অব্যাহতি পেলাম। এর পর আমরা ডিনারে মনোনিবেশ করলাম। আইটেমগুলোর প্রায় সবই ঐতিহ্যবাহী চাইনিজ খাবার তবে এরমধ্যে মসলা মাখানো ছোট ছোট টুকরো করে ভাজা মুরগির মাংস খেতে অপূর্ব লাগলো।

ডিনার শেষ হলে আমরা বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। সারাদিনের কর্মকাণ্ডের খতিয়ান লিপিবদ্ধ করে সটান বিচানায় গা এলিয়ে দিলাম। রাতে ভাল ঘুম হলো।

জগিং সহ সকালের নৈমিত্তিক কাজগুলো সমাধা করে নিচে নেমে এসে রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসলাম। কোলাহল বিহীন সজীব পরিবেশ। টেবিলে টেবিলে সৌরভ ছড়ানো তাজা ফুলের সমাহার। মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। কয়েকজন মাত্র অতিথি নাস্তা খাওয়ায় ব্যস্ত।

সিনথিয়া ও শাওলিংকে দেখে আমি সকালের শুভেচ্ছা জানালাম।

সিনথিয়াও আমাকে শুভেচ্ছার প্রত্যুত্তর দিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসে বললো, আজকের প্রভাতটা কত প্রাণবন্ত দেখেছো? প্রত্যুষে ছাদের উপর উঠে নির্মল আকাশ ও সতেজ বাতাস উপভোগ করেছি খুব। দিনটা আজ অবশ্যই ভালভাবে কাটবে।

আমি বললাম, ভাল মানুষের দিন সবসময়ই ভালভাবে কাটে।

সিনথিয়া চকিতে আমার দিকে তাকিয়ে তাঁর পটলচেরা চোখদুটিতে রহস্যের ঢেউ তুলে বললো, অত্যন্ত সত্য একটা কথা বলেছো। আমাকে ভাল মানুষের দলে অন্তর্ভূক্ত করলে বিধায় তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। তবে একজন ভাল মানুষ হওয়াটা কিন্তু খুব সহজ বিষয় নয়। তুমি আমাকে ভাল বলেছো, ভাল কথা, তবে আমি ভাল কিনা তা সবচেয়ে বেশি জানবো আমি নিজে। সুতরাং নিজের কাছে নিজের সাক্ষাৎকারে জয়ী না হতে পারলে সে ভাল মানুষ কি করে হবে বল?

আমি বললাম, তোমার কথা সত্যিই যথার্থ।

সিনথিয়া বললো, আমার নিজের কাছে নিজের সাক্ষাৎকারে আমি জয়ী হতে পেরেছি কিনা সে বিষয়ে আমি এখনোও সন্দেহমুক্ত নই।

আমি বললাম, তুমি বিনয় করে এ কথা বলছো। তোমার মতো একজন পরিশীলিত মানুষ কি কখনো হেরে যেতে পারে? জয় তোমার অবশ্যম্ভাবী এ কথা আমি নির্দ্বিধায় এবং জোর গলায় বলতে পারি।

সিনথিয়া বললো, নিজের কাছে নিজের সাক্ষাৎকার তো অহরহই ঘটছে। প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেই অপরপক্ষ হলো তাঁর বিবেক। মানুষের সকল কর্মকাণ্ড সম্পাদনে বিবেক সর্বদাই অসাধারণ অবদান নিয়ে বিরাজমান থাকে। তবে বিবেককে প্রশ্রয় দেয়া অথবা না দেয়া নির্ভর করে ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও অনিচ্ছার উপর। ইচ্ছা-অনিচ্ছার এক সুদৃঢ় বেড়াজালে মানুষ মূলত বন্দি হয়ে রয়েছে। এই বন্দিত্ব থেকে শুধু তাঁরাই মুক্ত হতে পেরেছে যারা ইচ্ছা ও অনিচ্ছার মধ্যে বৈধতা নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছে, ইচ্ছা-অনিচ্ছার দোলাচলে যারা বিচলিত না হয়ে লোভ সংবরণ করতে পেরেছে, যারা সত্যাশ্রয়ী হয়ে জীবন আস্বাদন করতে পেরেছে, সুন্দরকে যারা চিনতে পেরেছে, মানবতার স্রোতধারায় স্নাত হয়ে শাশ্বত সত্যের সন্ধান যারা পেয়েছে।

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে সিনথিয়া বললো, একজন ভাল মানুষের কাছে ভালোর প্রাচুর্য এতো বেশি থাকে যে, কখনো মন্দ কিছুর আবির্ভাব হলে ভালোর প্রভাবে ঐ মন্দটা দূরে ছিটকে পড়ে এবং দূরীভূত হয়ে যায়।

শাওলিং বললো, যদি আর কিছুদিন আপনাদের সাথে থাকি তবে নির্ঘাত আমি একজন দার্শনিকে পরিণত হবো।

সিনথিয়া বললো, শাওলিং তুমি কি জান যে প্রকৃতপক্ষে আমরা সবাই কমবেশি দার্শনিক? পৃথিবীর পরিবেশে বিদ্যমান নানাবিধ দর্শন আমাদের হৃদয় ও মনকে প্রভাবিত করছে অহরহ। এই বহুবিধ দর্শনের বৈচিত্রময় অমিয়ধারা বহুতা নদীর মতো বয়ে চলেছে নিরবধি, সমাজ থেকে সমাজে, দেশ থেকে দেশে। অতীত থেকে বার বার যা ফিরে ফিরে আসে বর্তমানে; নাড়া দিয়ে যায় আমাদের হৃদয়ের অন্তস্থলে, মননে-মননশীলতায়। এই দর্শনই আমাদের মননশীলতায় পরিব্যপ্ত হয়ে লক্ষ্য অনুসন্ধানে আমাদেরকে সহায়তা করছে অনুক্ষণ, প্রতিনিয়ত।

শাওলিং বললো, দর্শন কি সবসময় একই ধারায় প্রবাহিত হয়?

সিনথিয়া বললো, দর্শন সবসময়ই বৈচিত্রময়। আমাদের জীবনধারণ প্রণালী এবং লালিত সংস্কৃতির প্রভাবে প্রদীপ্ত ও উদ্ভাসিত আমাদের দর্শন। দর্শন ছাড়া জীবন বিত্তশালী হয় না। সত্য ও বাস্তবতার নিরিখে মানুষের অন্তরের অন্তস্থলে দর্শন জন্মলাভ করে অথবা বলতে পার যে অবির্ভূত হয়। এরপর বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে এই দর্শন বিস্তৃত হতে থাকে। এভাবেই যুগোত্তীর্ণ হয়ে টিকে আছে মানব সমাজের অতীব মূল্যবান সম্পদ বৈচিত্রময় এই দর্শন।

এমন সময় হুনান দপ্তর থেকে আসা আমাদের সহযাত্রী ইয়ান গোবিন এসে সংবাদ দিল যে গাড়ি প্রস্তুত।

আমরা নাস্তার পর্ব শেষ করে গাড়িতে উঠলাম। শাওলিংয়ের অনুরোধে সিনথিয়া আমাদের গাড়িতে উঠলো এবং ইয়ান গোবিন সিনথিয়ার গাড়িতে গিয়ে বসলো। পূর্ববৎ দুটি গাড়ি চাংশার পথে ফিরে চললো।

আজকের দিনটা রোদ্রকরোজ্জ্বল, যদিও আকাশে মেঘের ঘনঘটা বিদ্যমান। প্রত্যুষের এই সময়ে ট্রাফিক কম থাকে বিধায় গাড়ি সাবলীলভাবে ড্রাইভ করা যায়। চারিদিকের দৃশ্যাবলীতে নগর জীবনের ব্যস্ততার বহিঃপ্রকাশ। নগর জীবন প্রাচুর্যময় হলেও নিদারুণ কোলাহলে পরিপূর্ণ। এখানে নানাবিধ সমস্যা নিত্য প্রয়োজনকে বাধাগ্রস্ত করছে।

শাওলিং ম্যাণ্ডারিন ভাষায় সিনথিয়ার সাথে সাথে কথা বলছে। ওদের ভাষা বুঝিনা বলে শাওলিং আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করলো।

আমি বললাম, ভাষা না বুঝলেও তোমাদের কথপোকথনের কণ্ঠধ্বনি আমি কিন্তু উপভোগ করছি, তোমাদের কথার মধ্যে উনিস্বর সহযোগে শব্দাবলী যেমন অঙ, জঙ, টঙ ইত্যাদি যে সুর লালিত্য সৃষ্টি করে তা আমার শুনতে ভাল লাগে সুতরাং কোন প্রকার দুঃখ প্রকাশ নয়, কথা বলতে থাক আর আমি তা উপভোগ থাকি।

শাওলিং হেসে উঠে সম্ভবত আমার কথাটা ম্যাণ্ডারিন ভাষায় তরজমা করে বললো। এরপর ওরা দুজনই একসাথে হাসতে থাকলো। চেয়ে দেখলাম যে ড্রাইভারও ঐ হাসির মিছিলে শরিক হয়েছে।

গাড়ির সামনের সিটে বসেছি বলে পেছনে বসা ওদের মুখ দেখতে পাচ্ছি না শুধু হাসির শব্দ শুনছি।

আমি ওদের দিকে কিছুটা মুখ ফিরিয়ে বললাম, মানুষের ভাব প্রকাশের বাহন হলো ভাষা এবং সব ভাষাই প্রতিই আমি শ্রদ্ধাশীল।

সিনথিয়া বললো, এই পৃথিবীতে অঞ্চল অথবা গোষ্ঠীভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উদ্ভব হয়েছে।

ভাষার সৃষ্টি এবং এর ক্রমবিকাশ কিন্তু চমকপ্রদ একটি বিষয়। জন্মের পর প্রতিটি শিশুই মায়ের ভালবাসায় বেড়ে উঠে এবং মায়ের ভাষায় কথা বলতে শেখে। মায়ের ভাষার সাথে সম্পর্কিত বিধায় একে আমরা মাতৃভাষা বলি। তবে ভাষা বিভিন্ন প্রকার হলেও আশ্চর্যজনকভাবে এগুলোর মধ্যে বহুবিধ মিল বা সান্নিধ্য পাওয়া যায়।

শাওলিং বললো, এ ধরনের সাদৃশ্যের কি কোন যৌক্তিক কারণ রয়েছে নাকি শুধু কাকতালীয়?

সিনথিয়া বললো, কারণ তো অবশ্যই আছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যেটি সেটি হলো, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মানব গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সাথে পরস্পরের যোগাযোগ বা সম্মিলন। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই যোগাযোগ বা সম্মিলন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কারণেই সংঘটিত হয়েছে।

শাওলিং বললো, এই স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা কি ধরনের ছিল বলে তুমি মনে কর?

সিনথিয়া বললো, সম্ভবত আধিপত্যবাদই ছিল সর্বপ্রধান কারণ। এরপর ক্রমান্বয়ে মতবাদ, বিশ্বাস, ধর্ম ইত্যাদি সমাজ জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। দীর্ঘসময় পরে হলেও মানব সমাজের এই মহা সম্মিলন আজ চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহের পথে। তবুও এ কথা বলতেই হবে যে স্বার্থপরতা ও আধিপত্যবাদ এখনো আমরা পরিহার করতে পারিনি।

বোতল থেকে কিছুটা পানি পান করে সিনথিয়া বললো, সভ্যতার এই স্বর্ণশিখরে উপনীত হয়েও শুধুমাত্র বিভেদটাকে আমরা পরিহার করতে পারলাম না। বিশ্বব্যাপী সর্বক্ষেত্রেই বৈচিত্রের সমাহার, ভাষার ক্ষেত্রেও এই বৈচিত্র মুগ্ধ হওয়ার মতো কিন্তু মানব জাতির কল্যাণে বৈষম্য পরিহারের বৈচিত্রতা কেন খুঁজে পাওয়া যায় না তার জবাব দেবে কে? সব সাফল্যের পরও শুধুমাত্র বিবেচনার কারণে মানব সমাজ অস্থিরতায় ভুগবে, নিগৃহীত হবে এবং অকাল মৃত্যুতে বাধ্য হবে কেন?

সিনথিয়ার উদাস দৃষ্টি চলন্ত গাড়ির স্বচ্ছ কাঁচ ভেদ করে সুদূরে নিবিষ্ট বলে মনে হলো। শাওলিং ভ্রু কুঁচকে চিন্তামগ্ন হয়ে নিশ্চুপ বসে থাকলো।

আমি আবার রহস্যময়ী সিনথিয়াকে নিয়ে আমার মনের গভীরে ডুব দিলাম, চারিদিক অন্ধকার মনে হলো। ওকে আবিষ্কার করা সাধ্যাতীত সাব্যস্ত করে বাস্তবে ফিরে এলাম।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর সিনথিয়া বললো, আমি জানি তোমরা সবাই তৃষ্ণার্ত, একটু চা-কফি পেলে ভাল হতো না শাওলিং?

শাওলিং বললো, প্রস্তাবটা আমি দেবো বলে ভাবছিলাম, কিন্তু তুমিই বলে ফেললে। যা হোক সামনে কোন রেস্টুরেন্টে নেমে চা কফি পান করে নেব।

এ কথা বলতে বলতেই সামনে একটা রেস্টুরেন্টের দেখা মিললো। ড্রাইভার যথাস্থানে গাড়ি পার্ক করলো। দ্বিতীয় গাড়িটাও এসে দাঁড়ালো। আমরা নেমে রেস্টুরেন্টের ভেতরে গিয়ে বসলাম। সবাই যার যার পছন্দমত স্ন্যাকস্ নিয়ে খেতে শুরু করলো। আমি ওয়াশ রুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে পরিপাটি হয়ে এলাম। শাওলিং প্লেটে করে কয়েকটা কেক নিয়ে এসেছে। সুস্বাদু দুটো কেক গলাধঃকরণ করে এক কাপ ধুমায়িত চায়ের স্বাদ উপভোগ করতে থাকলাম।

হঠাৎ করেই একটা হৈচৈ শুনে ওদিকে তাকালাম। দু একজন পরিচারকের ছুটাছুটি লক্ষ্য করলাম। শাওলিং উঠে গিয়ে ঘটনাস্থল চিহ্নিত করে এগিয়ে গেল। আমরা ঘটনা জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে রইলাম।

শাওলিং ফিরে এসে বললো, একজন পরিচারিকা হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে গেছে এবং রেস্টুরেন্টের কাছেই একটি ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার বললেন যে পরিচারিকাটি মৃগী রোগে আক্রান্ত এবং এর আগেও একবার সে এমনিতর অজ্ঞান হয়েছিল।

সিনথিয়া বললো, এই মৃগী রোগটার বিশেষত্ব হলো যে প্রায় ক্ষেত্রেই পানি এবং আগুন দেখলে রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। সুতরাং এই রোগে আক্রান্ত রোগীদেরকে তত্ত্বাবধান করা জরুরি।

শাওলিং বললো, এই রোগটার কথা আমি কখনো শুনিনি। কত ধরনের রোগ যে এই পৃথিবীতে বিদ্যমান তা ভাবলে সত্যিই অবাক হতে হয়।

সিনথিয়া বললো, বৈচিত্রময় এই পৃথিবীর সব কিছুতেই যখন বৈচিত্রে পরিপূর্ণ তখন রোগব্যাধির বেলায় তা বাদ যাবে কেন?

শাওলিং বললো, তুমি কি রোগ জীবাণুর বৈচিত্রতার কথা বলছে?

সিনথিয়া বললো, সব রোগই কি জীবাণুর দ্বারা সংঘটিত হয় কিনা তাও তোমাকে বিবেচনায় নিতে হবে। আসলে রোগ ব্যাধিরও একটা স্বকীয়তা রয়েছে যা নির্দিষ্ট পরিবেশ ও সময়ে সক্রিয় হয়ে উঠে। অবস্থা এবং পারিপার্শিকতার ভিত্তিতেই এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। আমরা নির্দিষ্ট ব্যাকটিরিয়া ও ভাইরাসকেই রোগের মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত করে থাকি। আমার মতে ওগুলো রোগে আক্রান্ত হওয়ার নিয়ামক হলেও মূল কারণ কিন্তু কিছুতেই নয়।

শাওলিং বললো, মূল কারণটা তা হলে কি?

সিনথিয়া বললো, তুমি জান যে জঙ্গলে হিংস্র জন্তু-জানোয়ার এবং মারাত্মক সব সরীসৃপের আবাসস্থল। তুমি জঙ্গলে যাবে কিন্তু অস্ত্রাদি সঙ্গে নেবে না কিংবা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না তাতো হতে পারে না। তুমি যদি সত্যিই নিরস্ত্র থাকো তবে তা তোমার জন্য জীবন বিনাশী তো হতেই পারে। রোগব্যাধির বেলায়ও এই উপমাটি সঠিক বলে আমি মনে করি। রোগ জীবাণুসমূহ তাদের পরিমণ্ডল ও পরিসরে বিরাজমান কিন্তু নিরাপত্তার দায়িত্ব তো তোমার নিজের। যদিও প্রায় সময়ে আমরাই এ সকল রোগ জীবাণুর সৃষ্টি ও বংশ বৃদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী।

চা পর্ব শেষ হওয়ায় আমরা উঠে পড়লাম বিধায় রোগব্যাধি বিষয়ক আলোচনায় ছেদ পড়লো। রেস্টুরেন্ট থেকে বাইরে বেরিয়ে অবাক হলাম। রোদ্রকরোজ্জ্বল দিনটা হঠাৎ যেন অন্ধকারময় হয়ে গেছে। আকাশের দৃশ্যপট সম্পুর্ণ বদলে গেছে। নীলিমায় অন্ধকার বাসা বেঁধেছে, দিগন্তরেখা জুড়ে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ চঞ্চল মেঘের ঘনঘটা অপরূপ এক দৃশ্যের সূচনা করেছে। বাতাসের গতিও ক্রমান্বয়ে বাড়ছে, প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হবে বলে আমার মনে হলো।

এ ধরনের আবহাওয়া আমার অত্যন্ত পরিচিত। এ যেন আমাদের বৈশাখ মাসের কাল-বৈশাখীর আগমনধ্বনি। আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম।

ড্রাইভার বললো, কিছুটা বৃষ্টি হতে পারে তবে কোন সমস্যা হবে বলে আমার মনে হয় না।

আমাদের গাড়ি আবার পথে নেমে ছুটে চললো গন্তব্যের দিকে। আমি জানালার বাইরে অনিমিষ তাকিয়ে অপরূপা প্রকৃতির মোহনিয়া রূপ উপভোগ করছি। দু একবার বিজলির চমক ও মেঘের গর্জন শোনা গেল। অবস্থাটা স্থিতিশীল হয়ে থাকলো। আমার মনে হলো যে একটা হাতে আঁকা ছবির দৃশ্যপটের মধ্য দিয়ে আমরা দিগন্তের পানে ছুটে চলেছি।

পূর্ব আলোচনার রেশ টেনে শাওলিং বললো, সিনথিয়া তুমিতো বাঘ-ভালুক-সরীসৃপ ইত্যাদির কথা বললে, কিন্তু ওগুলোতো চোখে দেখা যায় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ওগুলোকে প্রতিহত করার ব্যবস্থা নেয়া যায় কিন্তু অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণুগুলোতো আর খালি চোখে দেখা যায় না।

সিনথিয়া বললো, এজন্যইতো বলি যে দৃশ্যমান শত্রুর চেয়ে অদৃশ্যমান শত্রু ভয়ঙ্কর। অদৃশ্যমান বলেই নিরাপত্তার ব্যবস্থা যথাযথ ও সুদৃঢ় রাখতে হবে।

শাওলিং বললো, তার মানে রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করার উপরই তুমি গুরুত্ব আরোপ করতে চাইছে।

সিনথিয়া বললো, অবশ্যই। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে প্রত্যেককেই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে তা লালন করতে হবে অন্যথায় রোগব্যাধি পরিহার করা আমাদের জন্য সত্যিই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

শাওলিং বললো, বিষয়টি আমার কাছে জটিল বলেই মনে হয়। কোন কোন রোগ বড্ড ছোঁয়াচে, একজন থেকে অপরজনে বিস্তারলাভ করে, আবার কোন রোগ পরিবারের একজনের জন্য জীবনবিনাশী হলেও অন্য সবাই নিরাপদ থাকে।

সিনথিয়া বললো, রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। একই পরিবারের সদস্য হলেও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সবার একরকম থাকে না বিধায় বিপত্তিটা দুর্বলের বেলাই প্রকট হয়ে থাকে। তবে একথাও সত্য যে সময়ের বিবর্তনে রোগব্যাধির ধরনও পরিবর্তিত হয়েছে অনেকাংশে। কোন কোন রোগ অতীতে মরণঘাতী রূপে চিহ্নিত হলেও কালক্রমে প্রতিষেধক বের করে ওটাকে বশে আনা গেছে। ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অনেক রোগ আবার অতীতে ছিল না এখন বিস্তার লাভ করছে, যেমন এইচ আই ভি এইডস, ক্যানসার ইত্যাদি। অনেক অভাবনীয় রোগ আবার ওৎ পেতে বসে আছে ভবিষ্যতে আঘাত হানবে বলে।

সিনথিয়ার কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই বৃষ্টি নামলো। নিমিষেই প্রবলতর হয়ে উঠলো এই বরিষণ। বাতাসের সাথে বৃষ্টিকণা মিশে উড়ন্ত চাদর যেন ভেসে যাচ্ছে চারিদিকে। বাতাসের শো শো শব্দ বৃষ্টির শব্দের সাথে মিলে মিশে আবেগঘন মনমাতানো শব্দের সৃষ্টি করেছে। এই শব্দ আমার অতীব চেনা।

সিনথিয়াকে দেখলাম অত্যুজ্জ্বল কৌতুহলী দৃষ্টি নিয়ে প্রকৃতির অপরূপ রূপ অবলোকন করছে। অত্যাধিক বৃষ্টিতে দৃষ্টিসীমা সঙ্কুচিত হওয়ায় ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে রাস্তার একপ্রান্তে পার্ক করলো। গাড়ির ভেতরে ও বাইরে তাপমাত্রার তারতম্যের জন্য উইণ্ডশীল ও জানালার কাঁচে জলীয়বাস্পের আস্তরণ পড়ায় বৃষ্টির নৃত্য ও বাইরের অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখায় ব্যাঘাত ঘটছিল। কাঁচগুলো বারবার মুছেও এর সুরাহা করা যাচ্ছিল না। অথচ বাইরের দৃশ্য দেখার জন্য আমাদের প্রাণান্ত চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না।

এই অবস্থার মধ্যে শাওলিং বললো, এই যে বৃষ্টির এতো মোহনীয় সৌন্দর্য তা কিন্তু শহরের বৃষ্টিতে টের পাওয়া যায় না। আমার মনে হয় পাহাড়ঘেরা বনভূমিতে এই বৃষ্টি ভিন্নতর অমেজে অনুভূত হয়।

আমি একটু হেসে বললাম, প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের মধ্যে বৈচিত্র নিয়ে আসা এই বৃষ্টি সব জায়গাতেই তার অনন্য বৈশিষ্ট নিয়েই বিরাজমান থাকে, তবে শহরের চার দেয়ালের বাইরে প্রকৃতির নিবিড়তায় বৃষ্টিকে অনুভব করা যায় ভিন্ন মাত্রায়।

অনেকক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকা সিনথিয়া গাড়ির জানালা থেকে তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বললো, আকাশের মেঘ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বৃষ্টি নামের এই অপার দান পৃথিবীতে শুধু প্রাণ সঞ্চারই করেনি মানুষের সভ্যতা বিকাশেও প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছে। মেঘের সঞ্চালন না থাকলে দেশে দেশে যেমন বৃষ্টিপাত হতো না ঠিক তেমনি সভ্যতা বিকাশের ভিত্তি সৃষ্টিকারী স্রোতস্বিনী নদ-নদীরও সৃষ্টি হতো না। প্রাণ সঞ্চারণকারী বৃষ্টি পানিচক্রকে সঞ্চারিত ও আবর্তিত রাখে। বৃষ্টিকে দেখার আনন্দের সাথে এর স্বাদ গ্রহণের আনন্দও কিন্তু নিতে হবে। অনন্য এই আনন্দ যারা আস্বাদন করতে জানে তাঁরা স্বভাবতই প্রাণচাঞ্চল্যে মুখর থাকে। সুতরাং বৃষ্টিমুখর দিন অথবা রাত সবসময়ই আমার কাছে অনন্য হয়ে প্রতিভাত হয়।

ভারী বৃষ্টিপাত বেশ কিছুক্ষণ ধরে বর্ষিত হলো, এর পর মাঝারি থেকে ধীর লয়ে চললো অনেকক্ষণ। দৃষ্টিসীমার উন্নতি হওয়ায় ড্রাইভার গাড়ি সচল করে মূল সড়কে উঠে এলো। চ্যাংশার দিকে আমাদের যাত্রা আবার শুরু হলো।

কিছুক্ষণ চলার পর বৃষ্টির আবহাওয়া কেটে গেল তবে সূর্যমামা মেঘের আড়াল থেকে তখনো বের হতে পারেনি। সিনথিয়ার অনুরোধে এসি বন্ধ করে জানালাগুলো খুলে দেয়া হলো। বৃষ্টিস্নাত প্রকৃতির সদ্য প্রবর্তিত ঠাণ্ডা বাতাসে সজীব নিশ্বাস গ্রহণের সুযোগ দেয়ার জন্য আমি সিনথিয়াকে ধন্যবাদ জানালাম।

এভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলার পর শাওলিং সিনথিয়াকে উদ্দেশ্য করে বললো, আমরা কি আমাদের রোগব্যাধি সংক্রান্ত আলোচনায় ফিরে যেতে পারি?

সিনথিয়া বললো, অবশ্যই। তোমার কোন প্রশ্ন থাকলে বল।

শাওলিং বললো, যে সব রোগব্যাধির কথা তুমি বললে তা থেকে পরিত্রাণের জন্য যুগ যুগ ধরে নানাবিধ গবেষণা ও প্রতিষেধক আবিষ্কারের কাজ চলমান রয়েছে তবুও মানুষের দুঃখ কষ্টের লাঘব হচ্ছে না কেন?

সিনথিয়া বললো, একটা কথা মনে রাখতে হবে যে মানব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অভ্যন্তরে প্রতিস্থাপিত জটিল যে ব্যবস্থাপনা চলমান সেখানে অনাহুত রোগ জীবাণুর আক্রমণ, জীবাণুটির ব্যবহার ও প্রভাব ইত্যাদি নির্ণয় করে তাকে বশে আনার প্রক্রিয়া নিরূপণ করা সহজ কোন বিষয় নয়। এ জন্য নানাবিধ গবেষণার জন্য বছরের পর বছর পার হয়ে যাওয়াটা অযৌক্তিক কিছু নয়। প্রসঙ্গক্রমে এ কথাও সত্য যে সকল রোগেরই ঔষধ ও প্রতিষেধক বিদ্যমান তবে ওটাকে খুঁজে বের করাটা প্রায়ক্ষেত্রেই সময়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।

বোতল থেকে কিছুটা পানি পান করে সিনথিয়া আবার বললো, রোগব্যাধি থেকে পরিত্রাণের জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিই এখন প্রধানতম পরামর্শ এবং প্রণিধানযোগ্য সমাধানও বটে।

পাখিদের জগতটার দিকে তাকিয়ে দেখ, প্রত্যুষে নীড় ছেড়ে ওরা বের হয়, সারাদিন উড়ে উড়ে নদীতীর, জলাশয় কিংবা গাছের শাখায় খাদ্যের সন্ধান করে, ছোট ছোট মাছ, পোকা-মাকর এবং ফল-মূল আহার ক'রে সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসে নীড়ে। মুক্ত বাতাসে বিচরণকারী ঐ সকল পাখিরা কিন্তু রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় না বললেই চলে। কারণ হলো যে ওদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে বেশি। হয়তোবা ওরা প্রতিষেধকের সন্ধানটা জানে এবং দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় তা রেখে আহার করে।

শাওলিং বললো, আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিসরটা কেমন হবে?

সিনথিয়া বললো, এই ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিসরে যা থাকবে তা হলো শরীরের অভ্যন্তরস্থ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যের উন্নয়ন সম্পর্কে সকলের শিক্ষালাভ, পারিবারিক পর্যায় ও দৈনন্দিন কাজকর্মে স্বাস্থ্য সচেতনতা সমুন্নত রাখা, পানীয় ও পয়ঃনিষ্কাশনের উন্নয়ন, সকল পর্যায়ে খাদ্যসামগ্রী নিরাপদ রাখার বিষয়ে কঠিন আইন প্রণয়ন এবং এর যথাযথ প্রয়োগ, সকল গণমাধ্যমে স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

শাওলিং বললো, এতো কিছুর পরও রোগব্যাধি থেকে মুক্তিলাভ করা যাবে কি?

সিনথিয়া বললো, রোগব্যাধির সাম্রাজ্যটা অনেক বিস্তৃত এবং এই সাম্রাজ্যের জীবাণু ও ভাইরাস নামক সৈন্য সামন্তরাও প্রভূত শক্তিশালী। এর থেকে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ সম্ভবপর না হলেও একে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে নিঃসন্দেহে। অসতর্ক থেকে রোগব্যাধির আক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার চেয়ে সতর্ক থেকে রোগব্যাধি নিয়ন্ত্রণ করাটা কি মঙ্গলজনক নয়?

শাওলিং বললো, রোগব্যাধি না থাকলে এই যে বিশাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা স্থাপিত হয়েছে, এর কি হবে?

সিনথিয়া বললো, সবকিছু যথাযথই থাকবে এবং এগুলোর উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হবে। রোগব্যাধি সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা যাবে তেমন কথাতো আমি বলিনি। একটা কথা মনে রাখবে যে এই পৃথিবীর সিংহভাগ মানুষই সুবিধা বঞ্চিত এবং গরীব বিধায় রোগব্যাধিতে তাঁরাই আক্রান্ত হয় বেশি। এই প্রত্যন্ত জনগোষ্ঠী সুযোগ ও সংগতিহীনতার কারণে চিকিৎসা সেবার সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। পক্ষান্তরে আধুনিক চিকিৎসার সকল প্রকার সুযোগ সুবিধাই শহরভিত্তিক ধনী সম্প্রদায়ের পদপ্রান্তে বিরাজমান হওয়ায় তারা প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করে চিকিৎসা সেবার পুরোটাই নিতে পারছে।

শাওলিং বললো, গরীবদের প্রতি এ হেন পক্ষপাতিত্ব কেন?

সিনথিয়া বললো, এই পক্ষপাতিত্বের বিষয়টা এখন বিশ্ব-ব্যবস্থায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। পৃথিবীর সমুদয় সম্পদের নব্বই ভাগ ভোগ করছে মাত্র দশ শতাংশ মানুষ পক্ষান্তরে নব্বই শতাংশ মানুষ ভোগ করছে দশ শতাংশ সম্পদ। শতাংশের হিসাবে এই পরিসংখ্যান একটু এদিক সেদিক হলেও হতে পারে তবে ন্যায্যতার দিক থেকে বলতে গেলে বলতেই হবে যে এই বিশাল অসামঞ্জস্যমূলক বিভাজন মানবাধিকারের প্রতি চরম অবজ্ঞার সামিল।

শাওলিং বললো, পার্থক্যটা সত্যিই বিশাল। তবে এটা কি কোন দুরভিসন্ধির অংশবিশেষ? তুমি বিষয়টির মধ্যে বিভাজন শব্দটি টেনে আনছ কেন?

সিনথিয়া বললো, যুগ যুগ ধরে ক্রমাগত লুণ্ঠন ও বঞ্চনার শিকার হয়েই এখনোও টিকে আছে সমাজের ঐ সিংহভাগ মানুষ। ওদের শ্রমলব্ধ উৎপাদনের মুনাফা বিনাশ্রমে লুটে নিচ্ছে সুবিধাভোগী কিছু মানুষ। হাজার হাজার বছর ধরে চলমান এই প্রক্রিয়ার যাতাকলে পিষ্ট হয়ে তাঁদের উত্তরসূরি আজ ঐ নব্বই শতাংশ মানুষের মধ্যে বিরাজমান। বিভাজন শব্দটি আমি এ জন্যই বলেছি কারণ সুবিধাভোগীরা ইচ্ছাকৃতভাবে ঠকানোর মনোবৃত্তি নিয়েই তাঁদেরকে বিভাজিত করেছে।

হঠাৎ করেই গাড়ির গতি শ্লথ হলো। সামনের গাড়িগুলোও দাঁড়িয়ে গেল। সবার উৎসুকতা অন্যদিকে প্রবাহিত হওয়ায় প্রাণবন্ত আলোচনাটায় ছেদ পড়লো। ড্রাইভার বললো যে শহরের

প্রবেশপথে ঢোকার সময় এ রকম একটু ভিড় হচ্ছে। তবে এটি ছেড়ে যেতে বিলম্ব হবে না।

এতক্ষণ আমার দৃষ্টি বাইরের প্রকৃতির উপর নিবদ্ধ থাকলেও মনঃসংযোগটা দুজনার কথোপকথনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ছিল। সিনথিয়ার জ্ঞানের পরিসীমায় স্বাস্থ্য বিষয়ক ভাবনার সম্পৃক্ততা এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ দেখে এ কথা মানতেই হলো যে সিনথিয়া একজন বিদুষী এবং প্রজ্ঞাবতী মহিলা। বহুবিধ বিষয়ে প্রভূত পড়াশোনা এবং অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ সিনথিয়া আবার আমার অন্তরে একজন রহস্যময়ী মহীয়সী নারী হিসাবে অধিষ্ঠিত হলো।

মধ্যাহ্ন পেড়িয়ে গেছে। চ্যাংশা পৌঁছে হোটেলে চেক-ইন করা হলো। আধা ঘন্টা পর খাবারের সময় নির্ধারিত হলো।

হোটেলের রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাবার সম্পন্ন হলো। সিনথিয়ার প্রস্তাব মতে ডিনার কোথায় হবে সে বিষয়টা তাঁর উপর ছেড়ে দিয়ে আমি ও শাওলিং আমাদের সংস্থার চ্যাংশা দপ্তরের ডিরেক্টর ওয়ান তিয়েনএনমেন দপ্তরে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে সেনজু সফর কেমন হলো তা জানতে চাইলেন। আমরা সেনজু সফরের বৃত্তান্ত তাঁকে অবহিত করলাম। এরপর ডংটিং লেক সংলগ্ন কয়েকটি ক্যাম্পের অবস্থা পরিদর্শন করার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। ওখানকার ত্রাণ কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের পর আমাদের স্থানীয় সহকর্মীদেরকে বিদায় জানিয়ে সন্ধ্যার পরপরই হোটেলে ফিরে এলাম। সিনথিয়া আমাদের অপেক্ষায় ছিল। সে আমাদেরকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লো।

আজকের আবহাওয়াটা চমৎকার। কিছুটা শীতের আমেজ থাকায় সোয়েটারটা পড়ে নিলাম। চ্যাংশা একটা প্রাচীন শহর হলেও নতুন নতুন ইমারত নির্মিত হচ্ছে প্রচুর। নির্মাণাধীন অবকাঠামোর কর্মযজ্ঞ দেখে মনে হয় যে শহরবাসী যেনো এক নির্মাণ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে শহরের পরিসর অচিরেই বিস্তৃত হবে অনেক। কিছুক্ষণ চলার পর বড় রাস্তার পার্শবর্তী একটা সরু রাস্তার কাছে নেমে আমরা গাড়ি ছেড়ে দিলাম। ঐ রাস্তায় ঢুকেই খাবারের তীব্র সুবাস পেলাম। পায়ে হেঁটে আমরা সিনথিয়াকে অনুসরণ করতে থাকলাম। একটু সামনে এগুতেই রাস্তার দুপাশে রন্ধনরত মহিলাদের রন্ধনশৈলী দেখে মোহিত হলাম। প্রজ্বলিত প্রায় সকল উনুনের কড়াইয়ে ভাজাভাজির শব্দ এবং প্রচুর পরিমাণ ধোঁয়া নির্গমনের ফলে রাস্তা জুড়ে এক বাহারি পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। উনুনের পাশে বর্গাকৃতি বেদিকায় সিরামিকের বাটিতে থরে থরে সজ্জিত বিভিন্ন খাবারের বাহার দেখে জিভে পানি এসে গেল। সিনথিয়ার সাথে আমরা হেঁটেই চলেছি। আমি অধৈর্য হয়ে কোথাও স্থিত হয়ে বসার কথা বলার পূর্বেই সিনথিয়া কয়েকটি প্লাষ্টিকের চেয়ারে পরিবেষ্টিত একটি স্থানে আমাদেরকে বসার জন্য অনুরোধ করলো। দোকানের মালিক এক সুসজ্জিত মহিলা ছুটে এসে সিনথিয়ার সাথে করমর্দন করলো এবং শুভেচ্ছা জানালো। কথাবার্তা শুনে মনে হলো এই মহিলা সিনথিয়ার পূর্ব পরিচিত। সিনথিয়া ওর সাথে আমাকে ও শাওলিংকে পরিচয় করিয়ে দিল।

সুদর্শন মহিলাটি আমাদেরকে স্বাগত জানিয়ে বললো, আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাই। আমার নাম চ্যাংমিং। সিনথিয়া আমার এখানে ইতিপূর্বে অনেকবার এসেছে, এবার তাঁর সাথে আপনাদের আগমনে আমি কৃতার্থ। এখানে জায়গার সংকীর্ণতা থাকলেও খাবারের মান ভাল। আমি পছন্দমতো খাবার তুলে নিতে আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি।

সিনথিয়াকে অনুসরণ করে করে আমি খাবার নিয়ে চেয়ারে এসে বসলাম। আরো দুজন মহিলা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত দেখতে পেলাম। উনুনে কড়াই চাপিয়ে একজন মহিলা কিছু একটা ভেজে চলেছে এবং কড়াই থেকে ভাজার শব্দ সহযোগে সাদা ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে।

সিনথিয়া একটু হেসে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো, আজ আমি তোমাকে এখানে এই রাস্তার ধারে উন্মুক্ত পরিবেশে ডিনার উপভোগ করার জন্য নিয়ে এসেছি। অসংখ্য মানুষ যে এখানে প্রতিদিন আহার করে তা এই আয়োজন দেখেই তুমি বুঝবে। চেয়ে দেখ প্রতিটা পরিসরেই মানুষের ভিড়। আশা করি আজকের এই ডিনার তোমার উপভোগ্য হবে এবং অভিজ্ঞতায় এক নতুন মাত্রা যোগ হবে। তুমি নিঃসঙ্কোচে এই খাবার খেতে পার কারণ এখানে তোমার রুচির বাইরের কোন খাবার নেই। তোমার দৃষ্টিতে পরিশুদ্ধ খাবারগুলো এখানে পাবে।

আমি বললাম, এই পরিবেশে নিয়ে আসার জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রাস্তার ধারে উন্মুক্ত খাবারের আয়োজন আমার কাছে অপরিচিত নয় তবে এভাবে এতো ব্যাপক পেশাদারিত্ব নিয়ে এ ধরনের আয়োজন আমি আগে দেখিনি।

শাওলিং বললো, বেইজিং শহরেও কিন্তু এমনতর ষ্ট্রিট ফুডের আয়োজন রয়েছে। আমিতো প্রায়ই এই খাবার খেয়ে থাকি। ওয়াংফুজিং এলাকায় এ ধরনের খাবারের আয়োজন রয়েছে। তোমার হেটেলের সন্নিকটে ফরবিডেন সিটির কাছেও তুমি এই খাবার পাবে।

আমি বললাম, আগামীতে ষ্ট্রিট ফুডের জন্য তোমার আমন্ত্রণের অপেক্ষায় থাকলাম। তবে এই মুহূর্তে আর অপেক্ষা করতে পারছি না।

এক ধরনের নুডুল স্যুপ দিয়ে খাওয়া শুরু করলাম।

পরিমিত মসল্লা মেশানো একটার পর একটা খেতে থাকলাম। অসংখ্য আইটেম, কোনটা রেখে কোনটা নেবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। একটা আইটেমের দিকে হাত বাড়াতেই মালিক মহিলাটি ওটার রেসিপি একনিশ্বাসে বলে দিচ্ছেন। এরই মধ্যে সাত পদের খাবার খেয়ে ফেলেছি। সবগুলোই অত্যন্ত সুস্বাদু। সবশেষে কাঠিতে ভরা মুরগির গোস্ত ভাজা খেয়ে অনুভব করলাম যে পেটে আর তিলধারণের স্থানটুকুও নেই।

আমি বললাম, এই এলাকায় কমপক্ষে মাসাধিকাল একনাগাড়ে আহার-বিহার করলে হয়তোবা এই খাবারগুলোর সার্বিক স্বাদের কিছুটা আন্দাজ করা যেতো।

আমার কথা শুনে সিনথিয়া এবং শাওলিং হেসে উঠলো।

শাওলিং বললো, সবচেয়ে ভাল হয় যদি চীন দেশে তোমার অবস্থান আরো এক বছর তুমি বাড়িয়ে নিতে পারো। তাহলে তুমি আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে আরো নিবিড়ভাবে নিজেকে জড়াতে পারবে।

আমি হেসে বললাম, এতো বৈচিত্রের মিলনস্থল এই চীন দেশে না এলে বুঝতেই পারতাম না যে জীবনের কত বর্ণিল সম্ভারে সমৃদ্ধ এখানকার সমাজ ও পরিবেশ।

সিনথিয়া বললো, সমাজ ও পরিবেশ বৈচিত্রময় হয় যখন সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিকভাবে সাবলীল থাকে। আর এই সাবলীলতা মানুষের প্রয়োজন নির্বিঘ্ন করে। এ কথা এজন্যই বলছি যে, নগর জীবনের নিত্য প্রয়োজনের জন্যই এই ধরনের খাবারের আয়োজন বিস্তৃতি লাভ করেছে।

আমি বললাম, আমাদের দেশেও এই ধরনের আয়োজন রয়েছে তবে এখানকার মতো এতো ব্যাপক অবশ্যই নয়।

সিনথিয়া বললো, এখানে নিম্ন আয়ের সাধারণ মানুষ এই ধরনের খাবারের উপর দারুণভাবে নির্ভরশীল যদিও খাবারের মান ভাল হওয়ায় মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক মানুষ এই উন্মুক্ত পরিসরের খাবার খেয়ে থাকে।

মূলত সাধারণ মানুষের হাড়ভাঙ্গা শ্রমের বিনিময়ে তিলে তিলে গড়ে উঠেছে এই চাকচিক্যময় শহর। এখানে অসংখ্য পাঁচ তারা-তিন তারা হোটেল রেষ্টুরেন্টে বিত্তশালীদের বিলাসিতার ভিড়ে সাধারণ মানুষ তাঁদের আবাসনের পাশাপাশি আহারের ব্যবস্থাও খুঁজে নিয়েছে এই ফুটপাতের আশেপাশে। অবশ্য কম পয়সায় তৃপ্তিদায়ক খাবার এখানে সহজলভ্য।

সিনথিয়া খাবারের বিল পরিশোধ করলো। অত্যন্ত পরিতৃপ্তির মধ্য দিয়ে আজ রাতের ভোজনপর্বের পরিসমাপ্তি ঘটলো।

আমরা চ্যাংমিংকে ধন্যবাদ জানালাম। সে আমাদেরকে আবার আসার জন্য নিমন্ত্রণ জানালো। আমরা চ্যংমিংয়ের রেষ্টুরেন্ট থেকে বেড়িয়ে হেঁটে হেঁটে বড় রাস্তায় এসে ট্যাক্সিতে উঠলাম।

আলো ঝলমল চ্যাংশা শহর। সারাদিনের ব্যস্ততার পর একটা স্বস্তির আবেশ ছড়িয়ে পড়েছে জনজীবনে। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি আর ঢাকা শহরের রাতের সাথে এখানকার রাতের সাদৃশ্যগুলো খোঁজ করছি মনের অজান্তেই।

নীরবতা ভেঙ্গে শাওলিং বললো, কাল কিন্তু সকাল আটটার মধ্যে আমাদেরকে রওয়ানা হতে হবে।

সিনথিয়া বললো, চ্যাংশা থেকে জিয়াংশি প্রদেশের রাজধানী নানচ্যাং তিনশত পঞ্চাশ কিলোমিটার। এই লম্বা রাস্তা পাড়ি দিতে হলে সকাল সকাল রওয়ানা হওয়াই শ্রেয়। আমিতো মনে করি সকাল সাতটায় বের হতে পারলে ভাল হবে।

আমি শাওলিংকে বললাম, ড্রাইভারকে বলে রেখো যে আমরা সকাল সাতটায় রওয়ানা হবো।

শাওলিং বললো, আমি ড্রাইভারকে সকাল সাতটার মধ্যেই আসতে বলেছি।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি আমাদের হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ালো। আমাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে সিনথিয়া বিদায় নিল।

শাওলিংয়ের সাথে আগামীকালের নানচ্যাং সফর সংক্রান্ত দু-চারটি কথা বলে হোটেল রুমে গিয়ে সোফায় বসে পড়লাম। একটু বিশ্রাম নিয়ে হাত মুখ ধুয়ে সোজা বিছানায় গিয়ে গা এলিয়ে দিলাম। একটা নিরুপদ্রব ঘুমে রাত পার হলো। প্রত্যুষে উঠে রুমের বারান্দায় কিছুক্ষণ ব্যায়াম করে নিলাম। গরম পানিতে গোসল করে পরিপাটি হয়ে লম্বা একটা সফরের জন্য মানসিকভাবে তৈরি হয়ে নিলাম।

নিচে নেমে লবিতে গিয়ে শাওলিংয়ের দেখা পেলাম।

সকালের শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর শাওলিং বললো, রেস্টুরেন্টে এখন কফি পাবে, চল বিস্কুট আর কফি দিয়েই এখনকার মতো ব্রেকফাস্টটা সেরে ফেলি, পরবর্তীতে হাইওয়ের কোন রেস্টুরেন্টে বাকি খাবারের সংস্থান করা যাবে।

আমি সম্মতি জানিয়ে শাওলিংয়ের সাথে রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করলাম। হালকা স্ন্যাক্সের

সাথে এককাপ কফি পান করে মনটা সতেজ হয়ে উঠলো।

বাইরে বেরিয়ে দেখলাম গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার প্রস্তুত। আমরা গাড়িতে উঠলাম। সদর রাস্তা ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। কিছুক্ষণ চলার পর একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে গাড়ি দাঁড়ালো। সিনথিয়া অপেক্ষমান ছিল। গাড়িতে উঠে ও আমাদেরকে শুভেচ্ছা জানালো এবং আমরাও ওকে শুভেচ্ছা জানালাম। সদর রাস্তা বরাবর গাড়ি ছুটে চললো জিয়াংশি প্রদেশের রাজধানী নানচ্যাং এর দিকে। সকাল বেলার মোহময় আবেশে চারিদিক পরিব্যাপ্ত। রাস্তায় গাড়ি চলাচলের আধিক্য নাই। শহরের দালান কোঠা মিল কারখানা পেরোতেই প্রায় ঘন্টাখানেক সময় পার হয়ে গেল। এখন ফসলের ক্ষেত ও সবুজ বনভূমি পরিবেষ্টিত ছোট ছোট গ্রাম দৃষ্টিসীমায় পরিস্ফুট হচ্ছে। আজ আকাশ পরিস্কার, সূর্য কিরণে ঝলমল করছে চারিদিক।

ঘন্টাদুয়েক চলার পর রাস্তার পাশের একটা রেস্টুরেন্টের সামনে গিয়ে গাড়ি দাঁড়ালো। রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার আমাদেরকে স্বাগত জানালো। একটা কাঁচের আধারে রক্ষিত বিভিন্ন প্রকার খাবার থেকে আমি ইচ্ছেমত কিছু আইটেম তুলে নিয়ে একটা টেবিল নিয়ে বসলাম। সিনথিয়া ও শাওলিং অল্পসময়ের মধ্যেই আমার সাথে যোগ দিল। ওদের প্লেটেও আমার মত কিছু স্ন্যাক্স জাতীয় খাবার দেখতে পেলাম।

খাবার খেতে খেতেই সিনথিয়া বললো, আর একটু সামনে এগুলেই আমরা হুনান প্রদেশের সীমানা পেরিয়ে জিয়াংশি প্রদেশে প্রবেশ করবো।

আমি বললাম, হুনান প্রদেশটি এর নিজস্ব সৌন্দর্য ও স্বকীয়তা নিয়ে প্রকাশমান। অতি অল্পসময় হলেও হুনান আমার কাছে ভাল লেগেছে।

সিনথিয়া বললো, তুমি কি জান যে মাও সে তুং হুনানের অধিবাসী?

আমি বললাম, না। এ কথাতো কেউ আমাকে বলেনি।

সিনথিয়া বললো, চেংশা থেকে একশো ত্রিশ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে শাওশান নামের ছোট্ট একটি শহরে মাও সে তুং জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রতিবছর কম করে হলেও ত্রিশ লক্ষ পর্যটক মাও সে তুং এর জন্মস্থান এই শাওশান সফর করে থাকে। ওখানে ছয় মিটার উঁচু ব্রঞ্জের তৈরি মাওয়ের বিশালকায় ভাস্কর্য দেখতে পাবে।

আমি বললাম, তোমার কথা শুনে শাওশান যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে। তা ওখানে যাওয়ার ব্যবস্থাটা কি?

সিনথিয়া বললো, ওখানে যাতায়াতের জন্য হাই স্পিড ট্রেন রয়েছে। দিনে দিনেই তুমি শাওশান সফর করে চেংশায় ফিরে আসতে পারবে।

আমি বললাম, সময় করতে পারলে যাব একবার শাওশান।

শাওলিং বললো, তোমরা যখন শাওশান যাবে তখন আমার কথা ভুলে যেওনা কিন্তু।

আমি বললাম, যদি আদৌ যাওয়া হয় তবে অবশ্যই তোমাকে জানাবো।

এরই মধ্যে চা-কফির পর্ব শেষ হলো। আমাদের গাড়ি পূর্ববৎ হাইওয়ে ধরে সামনে এগিয়ে চললো।

সিনথিয়া একটা বই বের করে তাতে নিমগ্ন হলো। ড্রাইভার সতর্ক দৃষ্টি এবং অত্যন্ত মনোযোগ

সহকারে গাড়ি ড্রাইভ করছে। গাড়ির স্বচ্ছ কাঁচ ভেদ করে আমার দৃষ্টি বাইরের বিশাল দৃশ্যপটে বিস্তৃত হলো। চারিদিকের মনোরম দৃশ্যাবলী উপভোগ করতে করতে মনের নিভৃতে একটি কথা উচ্চারিত হলো "আহা কি অপরূপ সৌন্দর্য এই ধরণীর"।

মধ্যাহ্নের অনেকটা পর আমরা নানচ্যাং পৌঁছলাম। গাড়ি আমাদের সংস্থার নানচ্যাং দপ্তরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। আমাদের সংস্থার স্থানীয় শাখার ডেপুটি ডিরেক্টর জিয়াং উ সিয়াং আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। আমরাও তাঁর সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করলাম।

তিনি দপ্তরের অন্যান্যদের সাথে আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং সভাকক্ষে সবাইকে নিয়ে বসে বন্যা ও বন্যা ত্রাণ বিষয়ে বললেন, এবারের প্রবল বন্যায় জিয়াংশি প্রদেশের চল্লিশ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে এক লক্ষ ষাট হাজার মানুষের ঘরবাড়ি বন্যার পানিতে ভেসে গেছে। এযাবৎ তেইশ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে প্রদেশের উত্তর প্রান্তে প্রবাহমান চ্যাং জিয়াং, লী এন এবং জিন জিয়াং নদীগুলোতে পানি উপচে পড়ে পার বরাবর বাঁধ ভেঙ্গে লোকালয়ে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেছে। কোন কোন জায়গায় পানির তোড়ে ভূমি ক্ষয় হয়ে লেকের সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ জরুরি ভিত্তিতে স্থাপিত বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, কিছু মানুষ কর্তৃপক্ষের সহায়তায় নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং কেউ কেউ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। খাদ্যসামগ্রী বিতরণ এবং স্বাস্থ্যগত সমস্যা নিরসনে সরকারি সহায়তার পাশাপাশি স্থানীয় সকল সংস্থা দিবারাত্রি কর্মতৎপর রয়েছে। সার্বিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে বন্যার পানির ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রবণতা দৃশ্যমান না হলেও তা সর্বোচ্চ পর্য্যায়ে স্থিতিশীল রয়েছে। খাদ্য সহায়তা এখনও অগ্রাধিকার পর্যায়ে বিরাজমান রয়েছে।

আমি বললাম, আমাদের সংস্থা কর্তৃক ত্রাণ সহায়তার শতকরা কতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে?

জিয়াং উ সিয়াং তাঁর এক সহকর্মীর সাথে আলাপ করে বললেন, এ যাবৎ প্রায় ত্রিশ ভাগ ত্রাণ সহায়তা বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হয়েছে।

আমি বললাম, এখানে খাদ্য হিসাবে চালের সরবরাহ কেমন? আগামী দু সপ্তাহের মধ্যে আমরা কি আরো চল্লিশভাগ ত্রাণ সহায়তা প্রদান করতে পারবো?

শাওলিং আমার কথা তরজমা করে যাচ্ছিলো।

মিঃ জিয়াং উ সিয়াং বিষয়টি কয়েকজনের সাথে আলোচনা করে বললেন, চাউল সরবরাহের ক্ষেত্রে কোন বিঘ্ন না থাকলেও যাতায়াত ব্যবস্থার অবনতি হওয়ায় মালামাল পরিবহণে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তবে সবার অভিমত যে আগামী দু সপ্তাহের মধ্যে ত্রিশ ভাগ লক্ষমাত্রা অর্জন করা সম্ভবপর হবে।

আমি ধন্যবাদ জানিয়ে সিনথিয়াকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাঁর সংস্থার কার্যক্রম উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানালাম।

সিনথিয়া তাঁর সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করে সবার সহযোগিতা কামনা করলেন। ডেপুটি ডিরেক্টর মিঃ জিয়াং উ সিয়াং সিনথিয়ার কার্যক্রমের ভূয়সী প্রসংশা করলেন এবং সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন।

আরো দু একটি বিষয় আলোচনার পর সভার সমাপ্তি হলো। সভায় সিদ্ধান্ত হলো যে আমরা লি পিং

এবং ডু চাং কাউন্টি এলাকার বন্যা পরিস্থিতি এবং কতিপয় ক্যাম্প পরিদর্শন করবো।

এরপর দপ্তরের সন্নিকটে একটি রেঁস্তোরায় দুপুরের খাবার সম্পন্ন করে আমরা লি পিং সিটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। মিঃ জিয়াং উ সিয়াং তাঁর এক সহযোগীসহ আমাদের সঙ্গী হলেন। সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই আমরা লি পিং সিটিতে পৌঁছে গেলাম এবং একটা হোটেলে গিয়ে উঠলাম।

রাতের ডিনারে লি পিং সিটির মেয়র শান ইয়ং আমাদেরকে স্বাগত জানালেন। ডেপুটি ভাইস মেয়র হু কইয়াজেন, লি পিং সিটির স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত স্থানীয় পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল শু পিং এবং আমাদের সংস্থার স্থানীয় কয়েকজন কর্মকর্তা ডিনারে অংশ নিলেন। পরিচয় পর্ব ও কুশলাদি বিনিময়ের পর বন্যা ত্রাণ সম্পর্কিত নানাবিধ আলোচনার মধ্য দিয়ে ডিনারের পর্ব শেষ হলো। সবার কাছ থেকে বিদায় জানিয়ে আমরা হোটেলে ফিরে গেলাম। মিঃ জিয়াং উ সিয়াং আমাদের সাথে হোটেলেই অবস্থান করলেন।

রাতে ভাল ঘুম হলো। সকালে প্রাত্যাহিক কর্মাদি সমাধা করে নিচে নেমে রেস্টুরেন্টে গিয়ে শাওলিংকে পেলাম। সকালের শুভেচ্ছা জানিয়ে শাওলিং বললো, আজকের দিনটা অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে কাটবে কারণ এখানের কতিপয় ক্যাম্প পরিদর্শনের পর দুপুরের পূর্বেই ডু চাং কাউন্টির উদ্দেশ্যে আমরা রওয়ানা হবো। এখান থেকে ডু চাং কাউন্টির দূরত্ব কিন্তু কম নয়।

আমি বললাম, ভ্রমণে আমার কোন সমস্যা নেই। তা ছাড়া হাইওয়ে রেস্তোরাতো রয়েছেই, যখন প্রয়োজন গাড়ি থামিয়ে খেয়ে নিতে পারবো।

শাওলিংয়ের জবাব দেয়ার পূর্বেই মিঃ জিয়াং উ সিয়াং এবং সিনথিয়া এসে আমাদের সাথে নাস্তার টেবিলে যোগ দিলেন। সকালের নাস্তা সমাধা করে আমরা গাড়িতে উঠলাম। আমাদের গাড়ি মিঃ জিয়াং উ সিয়াং এর গাড়ি অনুসরণ করে এগিয়ে চললো।

সকাল বেলাটা আমার কাছে সদ্য পরিস্ফুট ফুলের মতো। সকালবেলার প্রাঞ্জল পরিবেশটা দিনের অন্য সময়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই প্রতিদিনের সকাল আমি উপভোগ করি ভিন্নতর আমেজে। আজকের আবহাওয়া কালকের মতই রৌদ্রকরোজ্জ্বল। সবুজের সমারোহে প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্যের ব্যাপ্তিতে হৃদয় ও মন অবারিত হয়ে ছুটে চলেছে। চড়াই উৎরাই তেমন ব্যাপক না হলেও দীর্ঘ বনাঞ্চল পেরিয়ে ছুটে চলার আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলাম।

এরই মধ্যে মিঃ জিয়াং উ সিয়াং এর গাড়ি রাস্তার পাশে একটা রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়ালো। আমারাও ওকে অনুসরণ করলো। আমরা গাড়ি থেকে নেমে রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করলাম।

শাওলিং বললো, মনে মনে এমনটাই ভাবছিলাম। সকালে শুধু এককাপ কফি পান করেছিলাম, বড্ড খিদে পেয়েছে।

আমরা একটা টেবিল নিয়ে বসলাম। নানা ধরনের স্ন্যাক্স, সবাই যার যার পছন্দমতো ওগুলো তুলে নিয়ে খেতে লাগলো। আমিও দু একটা নিয়ে চা পর্ব শেষ করলাম।

আবার গাড়িতে উঠে বসলাম। সটান, সোজা ও প্রশস্ত রাস্তা, গাড়ির আধিক্য তেমন নেই। বনভূমির ভেতর দিয়ে ছুটে চলছে গাড়ি। আমি নিমগ্ন হয়ে দেখছি আমার চারপাশের লক্ষ লক্ষ বাহারি গাছের উপস্থিতি।

হঠাৎ নীরবতা ভেঙ্গে সিনথিয়া বললো, চারপাশে এতো গাছের সমারোহ দেখে তুমি এখন বিমোহিত।

আমি পেছন দিকে চেয়ে দেখলাম শাওলিং ঘুমোচ্ছে। সিনথিয়ার মুখে সেই রহস্যময় হাসি।

সে আমার দু চোখে তাঁর ভূবন ভূলানো দৃষ্টি হেনে ভ্রু কুঞ্চন করে বললো, তুমি এই বনভূমি পেরিয়ে যাচ্ছ বলে বৃক্ষকূল দারুণভাবে উদ্বেলিত। ঐ গাছেরা তোমার সাথে ভাব বিনিময় করতে চায়। ওদেরকে নিরাশ করো না, ওদের সাথে কথা বল। আমি বলছি ওদের সাথে কথা বলো। গাছেরা তোমার সাথে কথা বলতে চাইছে, তুমিওতো ওদের সাথে কথা বলতে চাইছো, তবে দেরি করছো কেন? কথা বল, কথা বলো।

আমি সহসাই কুজ্ঝটিকাময় এক প্রবল ঘূর্ণিবাত্যার সম্মুখীন হলাম এবং মুহূর্তের মধ্যেই স্থান কাল পাত্র ভুলে গিয়ে স্বপ্নময় পরিবেশে নিজেকে বনভূমির বৃক্ষরাজীর সামনে মাথা উঁচু করে দণ্ডায়মান দেখতে পেলাম।

হঠাৎ করেই সামনের গাছটি তার শাখা প্রশাখা নাড়িয়ে বললো, আমাদের এই বনভূমিতে তোমাকে স্বাগতম। অনেক দিন পর তোমর মত একজনকে পেয়ে আমরা দারুণভাবে উদ্বেলিত।

আমাদের ভাষাতো আর সবাই বোঝে না তাই কথা বলতে পারিনা। তুমি যেহেতু আমাদের ভাষা বোঝ তাই তোমার সাথে কথা বলতে আমরা উদগ্রীব হয়ে আছি।

আমি বললাম, আমাকে স্বাগত জানানোর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু।

আমার কথা শুনে পাশের আরেকটি গাছ বলে উঠলো, তুমি আমাদেরকে বন্ধু বলে সম্বোধন করলে বলে আমরা ভীষণ খুশি হলাম।

আমি বললাম, প্রকৃত অর্থেই তোমরা আমাদের বন্ধু, অনেক বড় বন্ধু।

আমার ডান পাশের আরেকটি গাছ বললো, তোমার মতো সবাই কিন্তু ভাবে না। অনেকেই আমাদের সাথে রূঢ় ব্যবহার করে, আমাদেরকে উপড়িয়ে ফেলে, কর্তন করে হত্যা করে। তাই বলি আমাদের প্রতি তোমাদের আচরণ বন্ধুভাবাপন্নতার পরিবর্তে শত্রুভাবাপন্নই বেশি।

আমি বললাম, তোমাদের কথা শুনে আমি ভীষণ দুঃখ বোধ করছি।

সামনের সারির প্রবীণ আরেকটি গাছ বললো, এই বনভূমিতে আমার বয়স সবচেয়ে বেশি বিধায় আমার অভিজ্ঞতাও সবার চেয়ে বেশি। বিগত তিনশত বছর যাবৎ আমি যে পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড শুষে নিয়ে যে পরিমাণ অক্সিজেন তৈরি করে তোমাদেরকে উপহার দিয়েছি সেই পরিমাণটা তুমি অনুমানও করতে পারবে না। এখন এই মুহূর্তে আমরা সবাই মিলে যে পরিমাণ অক্সিজেন ছাড়ছি এবং যে পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড ও অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস শুষে নিচ্ছি তার পরিমাণটাও তুমি অনুমান করতে পারবে না। পৃথিবীর প্রতিটি দেশের সর্বত্রই যদি অক্সিজেনের মেগা প্রকল্পও স্থাপন কর তবুও আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎপাদিত অক্সিজেনের শতকরা পাঁচভাগও তোমরা উৎপাদন করতে পারবে না।

আমি বললাম, তোমাদের এই মহতী দায়িত্ব পালনের জন্য আমরা তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

প্রবীণ গাছটি বললো, আমাদেরকে প্রদত্ত দায়িত্ব শুধু একটি কাজেই সীমাবদ্ধ নয়। আমরা তোমাদের মঙ্গলের জন্য, এই পৃথিবীতে ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্য তোমাদের খাদ্যের যোগান দেই, তোমাদের ঘরবাড়িসহ নানাবিধ সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হই। আমাদের শাখাপ্রশাখায় বাহারি ও উপাদেয় ফল ফলান্তিতো আমরাই তোমাদের জন্য উৎপাদন করি,

তোমাদের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করি, আমাদেরকে আশ্রয় করে নানাবিধ জীবজন্তু প্রকৃতিকে সজীব করে তুলেছে কিন্তু এতো উপকারের পরও তোমরা আমাদেরকে বুঝতে পার না, প্রায় ক্ষেত্রেই অকালে আমাদেরকে নিধন কর, বিশাল বিশাল বনভূমি নিমিষের মধ্যে ছাফ করে বসতি, কলকারখানা বা ফসলের মাঠ তৈরি কর।

আমি বললাম, তোমাদের অভিযোগগুলো সর্বতো সত্য। তবে এজন্য দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আমার গত্যন্তর নাই।

গাছটি বললো, ক্রমান্বয়ে তোমরা পৃথিবীটা জুড়ে নোংরা আবর্জনায় ভরে তুলছো। প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনে স্থাপন করছো অসংখ্য মিল-কারখানা এবং তা থেকে মারাত্মক বিষাক্ত পদার্থ ও গ্যাস ছড়িয়ে পড়ছে পানি, মাটি ও বাতাসে। আমরা শঙ্কার মধ্যে কোনভাবে টিকে থাকা সমস্ত বৃক্ষ প্রজাতি প্রাণান্ত হয়ে দিনরাত সচেষ্ট থেকেও তোমাদের বিলাস বাসনার উপজাত ঐ বিশাল পরিমাণের বিষভাণ্ডার শুষে নিয়ে বাতাসকে পরিশুদ্ধ করতে পারছি না। অন্যদিকে এই দূষণের মাত্রা যেভাবে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে আগামী একশত বছরের পূর্বেই তোমরা যে সঙ্কটের মধ্যে পতিত হয়ে ক্রমান্বয়ে এক মহাসঙ্কটের সম্মুখীন হবে সে কথা শুধু বর্তমান পরিস্থিতি দেখেই হিসাব নিকাশ ছাড়াই নির্দ্বিধায় বলা যায়।

আমি বললাম, কি ভয়ঙ্কর কথা শুনালে।

গাছটি বললো, পৃথিবীব্যাপী এই ভয়ঙ্কর পরিবেশ সৃষ্টির মূল নায়কতো তোমরাই। অবশ্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ এর জন্য সর্বাধিক দায়ী। শতকরা মাত্র পনেরো ভাগ মানুষের বিলাসবহুল জীবনধারণের জন্য পৃথিবীর পঁচাশী ভাগ মানুষকে নিদারুণভাবে বিপদাপন্নতার শিকার হতে বাধ্য করা হয়েছে এবং এই বিপদাপন্নতা প্রতিটি মুহূর্তেই বেড়ে চলেছে।

আমি বললাম, এমনটি না হলে ভাল হতো। কেন এমনটি হলো?

এবার আমার বাম পাশের একটা বৃক্ষ বললো, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করায়, দূষণের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেয়ায় এবং অবৈধ ব্যবসা প্রতিহত না করায় পুরো মানব সমাজ এক অতি ভয়াবহ ও অন্ধকার পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

তোমাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত থেকেও আমরা বৃক্ষ সমাজ তেমন সুবিধা করতে পারছি না কারণ আমরাওতো বিলুপ্তির শিকার। তোমরা এমন নিরেট মূর্খ না হলে বৃক্ষের মতো এমন বন্ধুদেরকে তোমরা নির্দয়ভাবে নিধন করতে পারতে না।

আমি বললাম, যা হবার তাতো হয়েই গেছে, এখন এই মহাসঙ্কট থেকে পরিত্রাণের উপায় কি হতে পারে সেটা বল।

বৃক্ষ বললো, ঐসব অপ্রয়োজনীয় মিল কারখানা বন্ধ কর, প্রয়োজনীয় মিল কারখানার বর্জ্য পরিশোধনের ব্যবস্থা কর, কৃষি কাজে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ কর, ব্যাপক হারে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল হও অর্থাৎ সৌর শক্তি, বাতাস, সমুদ্র স্রোত ইত্যাদি ব্যবহার করে পরিবহণ ও মিল কারখানার শক্তি উৎপাদন কর। পরিশেষে বলতে চাই আমাদের এই বৃক্ষরাজির লালন কর, বিনা কারণে বৃক্ষ নিধন বন্ধ কর এবং ব্যাপকভাবে বৃক্ষ রোপণ কর।

প্রথম যে গাছটি কথা বলেছিল সে বললো, এই উপদেশগুলো তড়িৎ গতিতে বাস্তবায়ন করার

ব্যবস্থা নিতে হবে এবং ক্রমাবনতির হার কমানো শুরু করতে হবে, তা না হলে অচিরেই মহাবিপর্যয়ে করাল গ্রাসে নিষ্পেষিত হবে এই পৃথিবীর সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মানবসমাজ। এই অতি জরুরি বার্তাটি তোমার মাধ্যমে মানব সমাজ সমীপে পেশ করলাম। তোমরা ভাল থাকবে সেটাইতো আমাদের আজন্ম লালিত প্রত্যাশা।

হঠাৎ গাড়ি ব্রেক করায় একটা ঝাঁকুনি খেয়ে নড়ে চড়ে বসলাম এবং স্বপ্নময় জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এলাম।

শাওলিং ঘুম থেকে জেগে উঠে ভীত কণ্ঠে বললো, কি হলো, কি হলো?

ড্রাইভার বললো, দুঃখিত, একটা কুকুর হঠাৎ গাড়ির সামনে চলে আসায় আচমকা ব্রেক করতে হলো, আপনাদের বিঘ্ন ঘটার জন্য দুঃখিত।

বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরে শঙ্কা দূর হলো। সিনথিয়ার দিকে চেয়ে দেখলাম যে সে মিটি মিটি হাসছে।

আমি নিজের অজান্তে স্বাগত স্বরে বললাম, হে অনুপম বৃক্ষরাজি, তোমাদের সতর্কবার্তা আমি পেয়েছি। আমি তোমাদেরকে কথা দিচ্ছি যে তোমাদের সতর্কবার্তা পৃথিবীর মানুষের কাছে যেকরেই হোক পৌঁছে দেব। তোমাদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

নীরবতা ভেঙ্গে হঠাৎ সিনথিয়া বললো, কি অনিন্দ সুন্দর এই বনভূমি। ঐ গাছপালা-বৃক্ষরাজি না থাকলে পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্বই হয়তোবা থাকতো না।

শাওলিং বললো, সত্য কথাই বলেছো, এই বৃক্ষরাজি মানুষের জন্য প্রকৃতির এক অবারিত দান।

সিনথিয়া বললো, কিন্তু প্রতিদানে আমরাতো ব্যাপকহারে বৃক্ষ নিধন করে চলেছি। ওদেরওতো জীবন আছে, আছে অনেক ব্যথা। ওদের ভাষা যারা বুঝতে পারে তাঁরা ওদের মর্মবেদনা জানে।

আমাকে উদ্দেশ্য করে সিনথিয়া বললো, কি জনাব ঠিক বলিনি?

আমি বললাম, বৃক্ষ নিধন করে আমরা আত্মঘাতী কাজ করছি। সবুজের সমারোহে পৃথিবী রাঙাতে বৃক্ষেরা আমায় বলেছে। বৃক্ষেরা মানুষের অকৃত্রিম হিতৈষী। কিন্তু এই বৃক্ষরাজি যদি অস্তিত্ব সঙ্কটের সম্মুখীন হয় এবং ওদের ভালবাসা আমরা যদি বিনিময় করতে না পারি তবে মানবজাতির অস্তিত্ব সঙ্কট অবধারিত এ কথা এখন আমি দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে পারি।

এরই মধ্যে আমরা ডু চাং চলে এসেছি। ডু চাং কাউন্টির আমাদের সংস্থার চেয়ারম্যান ই ঝি চ্যাং তাঁর দপ্তরে আমাদেরকে স্বাগত জানালেন এবং বন্যা ত্রাণ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করলেন। পোইয়াং লেকের পার্শবর্তী অপেক্ষাকৃত উঁচু এলাকায় স্থাপিত কতিপয় ক্যাম্প পরিদর্শন ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের সাথে আলাপ আলোচনা করে করণীয় কাজগুলো নির্ধারণ করে নিলাম। শাওলিং সবিস্তারে সবকিছু লিখে নিল। পোইয়াং লেক পেছনে ফেলে আমরা ডু চাঙ ফিরে এলাম। চেয়ারম্যান ই ঝি চ্যাং এর আপ্যায়নে আমরা দুপুরের খাবার খেয়ে নিলাম। অপরাহ্নে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ডু চাং থেকে রওয়ানা হয়ে সন্ধ্যার পূর্বেই আমরা নানচ্যাং ফিরে এলাম। ডিনারের পর্ব আজ সংক্ষিপ্ত হলো। রুমে গিয়ে রোজনামচাটা লিখে শেষ করলাম। কাল সকালের ফ্লাইটে বেইজিং ফিরে যাব বিধায় ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। সারাটা দিন ভ্রমণজনিত ক্লান্তির পর একটা প্রশান্ত ঘুমে রজনী অতিবাহিত হলো।

সকালের প্রাত্যহিক কাজ শেষ করে নাস্তার টেবিলে গিয়ে বসলাম। আজকের ব্রেকফাস্ট টেবিলে আমিই প্রথম অতিথি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সিনথিয়া ও শাওলিং এসে হাজির হলো।

শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর শাওলিং বললো, বেইজিংগামী ফ্লাইট নির্ধারিত সময়েই নানচ্যাং ছেড়ে যাবে এবং আমাদের হাতে মাত্র এক ঘন্টা সময় রয়েছে, অর্থাৎ এক ঘন্টা পর আমরা এখান থেকে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবো।

আমি বললাম, তাহলেতো চটজলদি ব্রেকফাস্ট সেরে ফেলতে হয়।

আমাদের নাস্তারত অবস্থার মধ্যে জিয়াং উ সিয়াং এসে আমাদেরকে সকালের শুভেচ্ছা জানালেন। আমরাও তাঁর সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করলাম। তিনি আমাদেরকে বিদায় জানানোর জন্য এসেছেন। নাস্তা শেষ করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। আমরা সবাই বড় একটা মাইক্রোবাসে উঠলাম এবং কিছুক্ষণের এয়ারপোর্টে পৌঁছুলাম।

গাড়ি থেকে নেমে জিয়াং উ সিয়াংকে তাঁর উষ্ণ আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানালাম, সেও আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে অচিরেই আবার নানচ্যাং আসার জন্য অনুরোধ জানালেন।

আমরা বোর্ডিং কার্ড সংগ্রহ করে ডিপারচার লাউঞ্জে গিয়ে বসলাম।

সিনথিয়া বললো, আজকের ফ্লাইটটা বেশ লম্বা। নানচ্যাং থেকে বেইজিং যেতে দু ঘন্টাতো লাগবেই।

শাওলিং বললো, সময় যতই লাগুক, বাড়ি ফিরছি বলে আনন্দ হচ্ছে খুব।

আমি বললাম, এটা স্বতঃসিদ্ধ, আমিও যখন বাড়ির পথে রওয়ানা হবো তখন ঠিক তোমারি মতন আনন্দ অনুভব করবো।

শাওলিং বললো, এটা সত্যিই অনন্য এবং অত্যন্ত সুখকর অনুভূতির একটা বিষয়।

সিনথিয়া বললো, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে অনেক পার্থক্য ও মতবিরোধ বিদ্যমান থাকলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সকলের অনুভূতি কিন্তু একই রকম হয়ে থাকে।

শাওলিং বললো, সেটা কি রকম?

সিনথিয়া বললো, মা এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি ভালবাসা, প্রেমিক প্রেমিকার প্রতি ভালবাসা, অপরের প্রতি মমত্ববোধ, মানবতাবোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমরা মানবজাতির সকলেই একই রকম আচরণ ও অভিব্যক্তি প্রকাশ করে থাকি এবং তা সবসময়ই আনন্দময় হয়ে থাকে।

শাওলিং বললো, বিষয়টি বিশ্লেষণের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তোমার যুক্তির সাথে আমি একমত পোষণ করছি।

সিনথিয়া বললো, যে কোন বিচ্ছেদের পর আপনজনদের সাথে পুনর্মিলনের বিষয়টি আনন্দের হওয়ার নানাবিধ কারণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় যেটি সেটি হলো তারা তোমার পরম আত্মীয় এবং হিতাকাঙ্ক্ষী। তোমার মন ও মননশীলতায় তাঁদের উপস্থিতি ও প্রাধান্য সর্বাধিক।

আমি বললাম, বিষয়টি কিন্তু খুবই কৌতুহলোদ্দীপক কারণ একজন মানুষ তাঁর আত্মীয় বা আপনজনের জন্য যতটুকু ভাবে এবং করে তা কিন্তু সাধারণত পর কারো জন্য করে না।

সিনথিয়া বললো, বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ হলেও কোন স্বার্থপরতার উপসর্গ এতে জড়িত নয়। মা তাঁর উজার করা ভালবাসা দিয়ে সন্তানকে আগলে রাখে এবং মায়ের এই ভালবাসা মা হওয়ার

সুবাদে প্রাপ্ত আশির্বাদপুষ্ট ভালবাসা। এই ভালবাসা স্বাভাবিক এবং অবিছিন্ন। আমরা সবাই মায়ের তুলনাহীন ভালবাসায় স্নাত হয়ে পরিপুষ্ট হয়েছি। মায়ের এই অনন্য ভালবাসার উৎস এবং বিশ্লেষণ নিয়ে যুগে যুগে মানুষ তাঁর অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছে কিন্তু ভালবাসার ঐ ভাণ্ডার এতই সুষমামণ্ডিত এবং বৈচিত্রময় যে অনাদিকাল ধরে প্রবাহমান ফল্গুধারা মনের মাধুরী মিশিয়ে উপভোগ করা যাবে ঠিকই কিন্তু এর গভীরতা পরিমাপ করা যাবে না কখনো। মায়ের নিবিড় বন্ধনের মধ্য দিয়ে ভালবাসার সঞ্চারণ হয় সন্তানের মধ্যে আর এই অমূল্য সম্পদ সারাটা জীবন ভরে সে উপভোগ করে এবং ব্যয় করে। ক্রমান্বয়ে পরিবার পরিজন, প্রেমিক, প্রেমিকা, সমাজ, দেশ ও পৃথিবীর আপন ক্ষেত্রসমূহে ঐ ভালবাসাই বন্ধনের যোগসূত্র সৃষ্টি করে আপন গতিতে বহমান থাকে।

শাওলিং বললো, মহিমাময় এই মূল্যবান সম্পদ সৃষ্টিকূলের জন্য প্রকৃতির এক অপার আশির্বাদ।

সিনথিয়াকে যতই দেখছি ততই তাঁর জ্ঞানের গভীরতায় আমি বিমুগ্ধ হচ্ছি। আমি তাঁকে রহস্যময়ী বলে অভিষিক্ত করেছিলাম, এখন মনে হচ্ছে তাঁর রহস্যময়তা গভীর জ্ঞানের বৈচিত্রতায় পরিপুষ্ট। সব বিষয়েই তাঁর অনুপম পান্ডিত্য সার্বিকতাকে স্পর্শ তো করেই একই সাথে মানুষের যুগে যুগান্তের অভিলাষ অবলীলায় ব্যক্ত হয়। সিনথিয়াকে নিয়ে আমার ভাবনা আবার নতুন মাত্রা যোগ করলো।

এমন সময় বিমানে আরোহণের তাগাদা উচ্চারিত হলো। একটা সুন্দর আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটায় মনটা বিষণ্ন হলো। আমরা গাত্রোত্থান করে বিমানে গিয়ে নির্দিষ্ট আসনে বসলাম। আমার পাশের আসনে সিনথিয়া বসলো এবং শাওলিং পেছনের সারিতে।

নির্দিষ্ট সময়েই বিমান আকাশে উড়লো। দিনটা রোদ্রকরোজ্জ্বল হলেও খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আকাশের চতুর্দিকে। বিমান যতই উপরে উঠছে নিচের দৃশ্যাবলী ততই ছোট হয়ে দূরে চলে যাচ্ছে। আঁকাবাঁকা নদীগুলো ছোট হতে হতে সুতোর মতো মনে হচ্ছে। অথচ এই নদীগুলো এখন প্রমত্তা ও উত্তাল হয়ে লাখ মানুষের দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিমানের উর্ধগতি ধীরে ধীরে অবনমিত হলো এবং নির্দিষ্ট উচ্চতায় স্থিত হয়ে সামনে এগিয়ে চললো। ক্যাপ্টেন তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে যাত্রা সংক্রান্ত কিছু তথ্য উপাত্ত পরিবেশন করে যাত্রীদেরকে স্বাগত জানালো। আকাশের বুক চিরে নির্বিঘ্নে এগিয়ে চললো আমাদের বিমান।

হঠাৎ করে বাম্প করলো বিমান, মনে হলো আমরা নিচে পড়ে যাচ্ছি। আমি সিনথিয়ার হাত চেপে ধরলাম। নিমিষে কয়েকশ ফুট নিচে নেমে স্থিত হলো বিমান। কয়েকজন মহিলাতো চিৎকার করে উঠলো। যাত্রীদের মধ্যেও একটা গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল। বিমানটা কাঁপছে। সিট বেল্ট বাঁধার সংকেতগুলো পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। ক্যাপ্টেনের কন্ঠ সরব হয়ে উঠলো এবং অস্থির আবহাওয়ার কারণে সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে এই অবস্থা কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে তিনি জানালেন। এরপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিমানের কাঁপুনি বন্ধ হয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে উঠলো।

সিনথিয়া বললো, বাম্পিংটা বেশ বড় ছিলো।

আমি বললাম, এর আগে এত বড় বাম্পিংয়ের মুখোমুখি হয়েছি বলে মনে পড়ছে না। তুমি যাই বল, এ্যাভিয়েশন সংক্রান্ত নানাবিধ উন্নয়ন সত্ত্বেও তা এখনোও শঙ্কামুক্ত ও ঝুঁকিমুক্ত নয়।

সিনথিয়া আমার দুচোখে চোখ রেখে একটা রহস্যময় হাসি দিয়ে বললো, প্রতিনিয়তইতো

এ্যাভিয়েশনের উন্নয়ন ঘটছে। পূর্বের তুলনায় বিমান দুর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাস পেলেও পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। বিমান ভ্রমণ ঝুঁকিমুক্ত নয় এটা মেনে নিয়েই কিন্তু আমরা বিমানে উঠছি।

আমি বললাম, মানুষ কিন্তু এই আশাটাও করে যেন আকাশ ভ্রমণ নির্বিঘ্ন ও শঙ্কামুক্ত হয়।

সিনথিয়া বললো, পৃথিবীতে মানুষের বসবাস ও বিচরণ স্বাভাবিক হলেও তা কিন্তু কোন অবস্থাতেই শঙ্কামুক্ত বা ঝুঁকিমুক্ত নয়। ঘরবাড়ি সবাই সাধ্য অনুযায়ী শক্ত করেই নির্মাণ করে কিন্তু দেখা যায় যে ঝড় এলে কুঁড়েঘড় ও টিনের ঘর প্রবল বাত্যায় ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে যায়। আবার ভূমিকম্প হলে বিশালকায় ইমারতসমূহ ভেঙ্গে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ভূমিধ্বস হলে মানুষ মাটির নিচে চাপা পড়ে। সুনামি হলে সাগর পাড়ের বিপুল মানুষের প্রাণহানি ও সহায় সম্পত্তির বিনাশ ঘটে। একই সাথে বিভিন্ন প্রকার রোগে প্রতিনিয়ত মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে এবং মারা যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রকার হিংস্র প্রাণী ও সরিসৃপের আক্রমণে মানুষের মৃত্যু ঘটছে। জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যাটা কিন্তু কমছে না, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে তা বেড়ে চলেছে।

আমি বললাম, তোমার বক্তব্য সঠিক কিন্তু আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হলো, বিদ্যমান পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে ঝুঁকি প্রশমন করার সম্মিলিত প্রচেষ্টা চলমান রাখা এবং এর উন্নয়ন ঘটানো।

সিনথিয়া বললো, তোমার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত পোষণ করে বলছি যে, বিপত্তি মোকাবিলার জন্য একক কোন পন্থা বা সমাধান নাই। প্রতিটি আপদের বহুবিধ শিকড় থাকে এবং সেগুলো চিহ্নিত করে উপরে ফেলতে পারলে ঝুঁকি সম্পূর্ণ পরিহার সম্ভবপর। কিন্তু সব শিকড়ের সন্ধান লাভ যেমন সহজসাধ্য নয় তেমনি ওগুলোর বেশিরভাগ নিবৃত্ত করাটাও মানুষের সাধ্যের বাইরে। তবে এত সমস্ত ঋণাত্মক পরিস্থিতিতে প্রণিধানযোগ্য ব্যবস্থাটি হলো প্রস্তুতি ও প্রশমন বা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রতি গুরুত্বারোপ এবং তা সকল পর্যায়ে সদা চলমান রাখা।

আমি বললাম, এখানটায় তোমার বক্তব্য আমার বক্তব্যের সাথে একেবারে মিশে গেছে তবে প্রশ্নটা হলো সামর্থের। পৃথিবীর সব দেশ যেমন সমপর্যায়ের প্রযুক্তি নির্ভর নয় ঠিক তেমনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে অর্থনৈতিকভাবে একইরকম নয়।

সিনথিয়া বললো, এ ক্ষেত্রে নিবিড় সমন্বয় সাধনের কোন বিকল্প নেই। সমন্বয় সাধনের যে সকল কৌশলাদি ও বাস্তবায়ন পদ্ধতিসমূহ বর্তমানে চলমান রয়েছে সেগুলোর মূল্যায়ন প্রয়োজন। আমার কেন যেনো মনে হয় যে নানাবিধ ঝুঁকি প্রশমনের বিষয়ে দৃঢ় সংকল্পে বলীয়ান নতুন একটা বৈশ্বিক সংস্থা গঠন করা প্রয়োজন এবং এ সংক্রান্ত বর্তমান দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো প্রস্তাবিত নতুন সংস্থাটির আওতাধীন করা প্রয়োজন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের অনুদান বা চাঁদার মাধ্যমে এর সুদৃঢ় তহবিল গঠিত হবে। দেশভিত্তিক নিয়ত গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে এই সংস্থা সুপারিশমালা পেশ করবে এবং সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারকে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করবে।

আমি বললাম, যদিও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এমনতর সংস্থা রয়েছে তবুও তোমার প্রস্তাবটা পরিস্থিতির অধিকতর উন্নয়নে যথোপযুক্ত বলে মনে হচ্ছে।

সিনথিয়া বললো, বিষয়টি মুখে বলা যত সহজ বাস্তবায়নটা কিন্তু মোটেই তত সহজ নয়। তুমি যদি আফ্রিকার কিছু দেশের প্রসঙ্গ উত্থাপন কর যেখানে উপর্যপুরি খরায় আক্রান্ত দেশের সকল প্রান্তিক জনসাধারণ রয়েছে, তবে সেই ঝুঁকি প্রশমনের জন্য পর্যাপ্ত পানি সরবরাহের মধ্য দিয়ে

খরা নিরসনের ব্যবস্থা করতে হবে অথবা সকল নাগরিককে অন্যত্র নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে হবে এবং একই সাথে খরা আক্রান্ত লাখ মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণেরও ব্যবস্থা করতে হবে।

এর কোনটাই সহজসাধ্য কাজ নয় এবং বহুবিধ জটিলতায় আবৃত। বর্তমান অবস্থায় আমরা যা দেখছি তা হলো ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস।

আমি বললাম, ত্রাণসামগ্রী বিতরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হিসাবে বিবেচিত হলেও আফ্রিকার খরাপ্রবণ দেশগুলোর জন্য এটা সাময়িক সমাধানমাত্র কারণ খরার আশঙ্কাতো আগামী বছরের জন্য সমভাবে বিরাজমান থাকছে।

সিনথিয়া বললো, খরা পরিস্থিতি বছরভিত্তিক আবর্তক ঘটনা হলেও ত্রাণ বিতরণ একটা সীমারেখার মধ্যে নির্দিষ্ট থাকে ফলে অনাহারে মানুষের দুঃখকষ্ট এমনকি জীবনাবসান ঘটার সম্ভাবনা থেকেই যায়। তোমার দেশের কথাই যদি ধরি তবে বলতে হবে যে বাংলাদেশের উপকূলে বিপুল সংখ্যক মানুষ ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করে। তোমাদের সংকেত প্রচার ব্যবস্থা তৃণমূল পর্যায়ে জনমানুষকে সম্পৃক্ত করায় বিপদের আগমন সম্পর্কে আগাম জানার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু জানাটাই কি সব? প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা এবং নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হলে বিপদাপন্ন জনমানুষের ঝুঁকি প্রশমনতো আর হলো না। কিন্তু এই বিশাল জনসংখ্যার জন্য যে পরিমাণ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র প্রয়োজন তা তো তোমাদের উপকূলীয় এলাকায় নেই।

এ রকম পরিস্থিতিতে উপকূল তথা বিচ্ছিন্ন দ্বীপাঞ্চল থেকে এতো বিশাল সংখ্যক লোকজনকে সরিয়ে নেয়াও সম্ভবপর নয়। ক্রম অগ্রসরমান ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে আশ্রয় বঞ্চিত হাজার হাজার বিপদাপন্ন মানুষ চরম ঝুঁকির সম্মুখীন তো হবেই। বিগত সময়ে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় পরিস্থিতিতে হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানির নজির তোমাদের দেশের দুর্যোগের ইতিহাস ঘাটলেই খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে এ প্রসঙ্গটির সারমর্ম হিসাবে যে কথাটি তোমাকে বলতে চাই তা হলো যে, নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের বিপদাপন্ন জনমানুষের মানিয়ে নেয়ার দক্ষতা ও ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটিয়ে লাগসই প্রযুক্তির বিস্তার ঘটাতে পারলে ক্রমপরিবর্তনশীল জলবায়ু ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যতা ও খাপখাওয়ানোর বিষয়ে তাঁরা আরো কৌশলী হতে পারবে এবং স্থানীয়ভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্বাবলম্বিতা অর্জনে সফলতা লাভ করতে পারবে।

আমি বললাম, তুমি যথার্থই বলেছো। তবে একটা কথা উল্লেখ না করেই পারছি না যে, প্রতিটি দুর্যোগেরই একটা নিজস্ব স্বকীয়তা থাকে এবং দুর্যোগোত্তর সময়ে নানাবিধ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় এবং সরকারসহ নানা মহল থেকে যথেষ্ট অঙ্গীকারও করা হয় কিন্তু পরবর্তী সময়ে অগ্রাধিকার বিবেচনায় ওগুলো তলানিতেই থেকে যায়।

সিনথিয়া বললো, তা হলেতো বুঝতেই পারছো কোন যুক্তিতে এবং কেন আমি শক্তিশালী তৃণমূল সম্পৃক্ততা এবং একটা বৈশ্বিক সংগঠনের কথা উত্থাপন করছি।

এমন সময় ট্রলি নিয়ে এয়ার হোষ্টেজদের আবির্ভাব ঘটলো। হালকা নাস্তার সাথে চা-কফি। আমাদের আলোচনা বাঁধাগ্রস্ত হলো।

সিনথিয়া বললো, এ জন্যই নিমগ্ন চিত্তে কথা বলা এবং গুরুত্বপূর্ণ কোন আলোচনার স্থান হিসাবে জনশূন্য অরণ্য, সমুদ্রতট, পাহাড়ঘেরা বনাঞ্চল ইত্যাদি স্থান আমার পছন্দ। নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশে প্রকৃতির আপন কোলে নিজেদেরকে সঁপে দিয়ে প্রাণ খুলে কথা বলা যায় এবং যুক্তি তর্কের

অমিয়ধারা নদীর স্রোতের মতো অন্তরে বয়ে চলে।

আমি হেসে বললাম, শুধু আলোচনার জন্য কেন, বুক ভরে নির্ভেজাল নিশ্বাস নিতে চাইলেওতো ঐ অরণ্যেই ফিরে যেতে হবে। এর পর থেকে আমরা জনশূন্য অরণ্যে গিয়েই আমাদের আবেগ অনুভূতি বিনিময় করবো।

সিনথিয়া একটা হাসির হিল্লোল তুলে বললো, এখন যান্ত্রিক সমাজে আমরা যান্ত্রিক জীবনযাপন করছি। আমাদের হাতে সময়ের স্বল্পতা। অরণ্যে যেতে চাইলেও অতসময় কোথায় আমাদের?

নাস্তা ও কফি পরিবেশিত হলো। এয়ার হোস্টেজের সাবলীল হাসিতে মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠলো।

সিনথিয়া তাঁর হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে দুটো বই বের করে একটা আমার হাতে দিয়ে বললো, বইটা যদি তোমার ভাল লাগে তবে পড়বে।

বইটা হাতে নিয়ে আমি পাতা উল্টাতে থাকলাম। মানুষের মনস্তাত্তিক প্রেক্ষাপট ও ধর্মীয় অনভূতি নিয়ে লেখা বইটি পড়তে শুরু করলাম। সিনথিয়াও তাঁর হাতের মোটা বইটির শেষের কয়েকটি পাতার উপর দৃষ্টি মেলে নিমগ্ন চিত্তে তা উপভোগ করতে থাকলো। আমার মনে হলো পুষ্পকুঞ্জে মৌমাছি যেমন মধু আহরণে ব্যাপৃত থাকে, সিনথিয়াও ঠিক তেমনি বই থেকে মধু আহরণ করে চলছে তাঁর আপন মনে।

ইঞ্জিনের একটানা শব্দ ছাড়া সুনসান নীরবতা বিমানের অভ্যন্তরে। বইটা আমাকে পেয়ে বসেছে। যতই পড়ছি ততই আবিষ্ট হচ্ছি। ঠিক এভাবে প্রায় ঘন্টাখানেক পার হয়ে গেল।

হঠাৎ ক্যাপ্টেনের গুরুগম্ভীর স্বর ভেসে এলো। আমাদের বিমান অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বেইজিং অবতরণ করতে যাচ্ছে। ক্যাপ্টেনের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে আমার বই পড়ার অবসান হলো।

সিনথিয়া তাঁর সদ্য সমাপ্ত বইটা ব্যাগে রাখতে রাখতে বললো, এই বইটা শেষ করতে বেশ সময় লেগে গেল। বেশ মজাদার এবং কৌতুহলোদ্দীপক বইটির বিষয়বস্তু। জীবনের আনন্দ খুঁজে পেতে হলে শাশ্বত বহমান আনন্দধারা খুঁজে নিতে হবে এবং ওটার মধ্যে নিজেকে প্রতিস্থাপিত করতে হবে। বড় যত্ন করে লেখা বইটির লেখককে জানাই আমার আন্তরিক অভিবাদন। লেখক যদি বেঁচে থাকতেন তবে অবশ্যই আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতাম।

আমি বললাম, কোন বই তোমার ভাল লাগলে তুমি কি ঐ বইয়ের লেখকের সাথে সাক্ষাৎ করো?

সিনথিয়া বললো, দেখা করতে চেষ্টা করি তবে সবসময়ই যে হয়ে উঠে তা কিন্তু নয়। শুধুমাত্র আমার প্রিয় লেখকদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আমাকে অনেক দেশে যেতে হয়েছে। এতে সুবিধাটা হলো যে প্রিয় লেখকের সাথে দেখাও হলো এবং একই সাথে দেশভ্রমণও হলো।

আমি বললাম, তা হলে তো আমাকে একটা বই লিখতেই হয়। যদি বইটি ভাল লেগে যায় তবে ভবিষ্যতের কোন সময়ে তুমি আমার সাথে দেখা করার জন্য আমার দেশও ভ্রমণ করবে।

সিনথিয়া হো হো করে হেসে উঠে আমার চোখে চোখ রেখে বললো, একটা কেন? অনেক বই তোমাকে লিখতে হবে এবং এগুলোর মধ্যে একটা বই হবে চীন দেশে তোমার সাথে আমার পরিচয়, ঘটনাবহুল আলোচনা এবং স্মৃতিচারণের বিস্তারিত বিষয়াদি নিয়ে।

আমি সহাস্যে সিনথিয়ার দিকে তাকালাম। আমার অপলক দৃষ্টি ওর দৃষ্টির সাথে একাকার হয়ে

মিশে গেল। সিনথিয়ার মনের মাধুরী মেশানো অভিলাষ ওর অভিব্যক্তিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। যুগযুগান্তের পুঞ্জীভূত বেদনার মোহনায় ও যেন দাঁড়িয়ে আমাকে বলছে, "এতো বেদনা আমি একা কি করে সইবো? আমার হিতাকাঙ্খী বন্ধু হিসাবে এই অপার বেদনার কিছুটা হলেও তুমি গ্রহণ করো। আমাকে মুক্ত কর। কোটি মানুষের যুগযুগান্তের দুঃখ-ক্লেশের যাতনা শুধু আমাকেই কেন বইতে হবে? তুমি আমার সুহৃদ। আমাকে দয়া কর। আমাকে মুক্ত কর। সিনথিয়ার নিঃশব্দ আকুতি আমাকে উতলা করে তুললো। অবশেষে আমার দৃষ্টি অবদমিত হলো।

বিমান অবতরণমুখী, দ্রুত নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। মধ্যাকর্ষণের টানের সাথে সিনথিয়ার অভিলাষের আকর্ষণ মিলেমিশে এক মহা আকর্ষণের রূপ পরিগ্রহ করলো যা আমি এই মুহূর্তে পূর্ণমাত্রায় অনুভব করছি। সিট বেল্ট বাঁধার সংকেত আলোগুলো জ্বলে উঠলো। এয়ার হোষ্টেজের নির্দেশানুযায়ী সিট বেল্ট বেঁধে সিট সোজা করে নিয়ে বিমান অবতরণের সময়কালীন প্রস্তুতি গ্রহণ কররাম। বিমান নির্বিঘ্নে অবতরণ করলো।

বিমানবন্দর থেকে বাইরে যাওয়ার পর আমাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে সিনথিয়া বিদায় নিল। শাওলিং আমাকে হেটেলে পৌঁছে দিয়ে অফিসে দেখা করবে বলে বিদায় নিল।

আমি নতুন করে হোটেলের একটা রুম নিলাম। প্রতিবার বাইরে সফরে যাওয়ার সময় আমি হোটেলের রুম ছেড়ে দেই এবং ফিরে এসে আবার চেক ইন করি, এতে অযথা রুম ভাড়া পরিহার করা যায়। ষ্টোর থেকে আমার লাগেজ নিয়ে রুমে গিয়ে ভালো করে শাওয়ার নিয়ে নিলাম। পরিপাটি হয়ে নিচের রেষ্টুরেন্টে গিয়ে লাঞ্চের পর্বটা সেরে নিলাম। তারপর পনেরো মিনিটের হাঁটা পথ পার হয়ে অফিসে গিয়ে হাজির হলাম।

বস আমাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে স্বাগত জানিয়ে বললেন, ওয়েলকাম ব্যাক, কেমন হলো তোমার ফিল্ড ট্রিপ?

আমি বললাম, সফর ফলপ্রসু হয়েছে। বিস্তারিত প্রতিবেদন কালকেই তোমাকে দিতে পারবো।

বস নিজের হাতে কফি বানিয়ে এক কাপ আমাকে দিয়ে সফরের প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ জুড়ে দিলেন। বেশ কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর আমি আমার টেবিলে ফিরে এলাম। আমার সহকর্মী রস আর্মিটেজের সাথে দাপ্তরিক কিছু আলাপ সেরে নিয়ে আমার কাজে মনোনিবেশ করলাম। এবারের ফিল্ড ট্রিপের তথ্যগুলো বের করে প্রতিবেদন তৈরির কাজে লেগে গেলাম। অফিসের সময় শেষ হলো। প্রতিবেদনটা সম্পূর্ণ করতে এখনোও কিছুটা বাকি রয়েছে এবং আজ রাতেই তা শেষ করতে হবে। আজ আর ডিনার করতে বাইরে যাব না ভেবে ব্রেড ও কিছু ভাজা মুরগির মাংস কিনে নিলাম। কাঠিতে আবদ্ধ মুরগির ছোট ছোট টুকরো ডুবন্ত তেলে ভাজা, খেতে অপূর্ব। অফিস থেকে বিকেলে হোটেলে ফেরার পথে ফুটপাতের পাশে ছোট্ট শামিয়ানা টাঙ্গানো একটা অস্থায়ী স্থাপনা নিত্যই চোখে পড়ে। ওখানে মুরগি, গরু, ভেড়ার ভাজা মাংস পাওয়া যায় এবং ওগুলো কেনার জন্য লাইন লেগে যায়। খাবার নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম।

সন্ধ্যার পর আবার ল্যাপটপ নিয়ে বসলাম। একনাগাড়ে ঘন্টা তিনেক কাজ করার পর প্রতিবেদন তৈরির কাজ শেষ হলো। মানসিক চাপ থেকে মুক্ত হলাম। খাবারগুলো পরিতৃপ্তির সাথে খেয়ে নিলাম। টেলিভিশন অন করে সংবাদ জানার চেষ্টা করলাম। টেলিফোনে গিন্নি ও মেয়েদুটোর সাথে কিছুক্ষণ আলাপ করলাম। মনটা সতেজ হয়ে উঠলো। পরিশেষে বিছানায় গিয়ে গা এলিয়ে দিলাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলাম।

অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে জগিং করতে বাইরে গেলাম। অন্ধকার অপসারিত হয়ে আলোর রেখা ফুটে উঠছে। সজীব বাতাস, প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিচ্ছি আর আধা দৌড় এবং আধা হাঁটা অবস্থায় রাস্তার প্রান্তসীমানা বরাবর ছুটে চলেছি। রাস্তায় গাড়ি চলাচল নাই বললেই চলে। আরো কিছু লোকজনকে আমার মতো জগিং করতে দেখলাম। হোটেল থেকে আমার জগিং এর সীমানা হচ্ছে তিয়েনএনমেন স্কয়ার পর্যন্ত। ওখানে যাওয়া এবং হোটেলে ফিরে আসা সর্বমোট চার কিলোমিটারের কিছুটা বেশি হবে বলে আমার অনুমান। তিয়েনএনমেন স্কয়ার ও এর আশেপাশে অনেকেই নিয়মিত জগিং করে। এখানে বহু দেশের বহু লোকজনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

জগিং শেষ করে হোটেলে ফিরে এসে শাওয়ার নিয়ে পরিপাটি হয়ে নিচের রেস্টুরেন্টে নাস্তা করে নিলাম। এককাপ গরম কফি আমাকে চাঙ্গা করে তুললো। অতপর হেঁটে হেঁটে অফিসে গিয়ে পৌঁছলাম। এখনো অফিসে কেউ আসেনি, শুধুমাত্র ক্লিনার তার কাজ করে যাচ্ছে।

এতো সকালে আমাকে দেখে ক্লিনার সহাস্যে শুভ সকাল বলে সম্বোধন করলো, আমিও তাকে সম্বোধন করে আমার রুমে গিয়ে বসলাম। গত রাতে সম্পাদিত ফিল্ড রিপোর্টটা ভাল করে দেখে এতে কিছু সংশোধন ও সংযোজন করে তিনটি কপি প্রিন্ট করে নিলাম। ইতিমধ্যে এক এক করে সবাই অফিসে হাজির হলো।

ইনফরমেশন ডেলিগেট মিস সোলভেগ আমাকে মিঃ ওমরের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মিঃ ওমর জেনেভা সদর দপ্তরে থেকে এসেছেন। উদ্দেশ্য রিপোর্ট সংগ্রহ। ফিল্ড ভিজিট এবং বন্যা ত্রাণ বিষয়ে ওদের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা হলো। ওমরের অনুরোধে ত্রাণ কার্যক্রম ও ফিল্ড ভিজিটের কতিপয় ফটোগ্রাফ তাঁকে দেখালাম।

ছবিগুলো নেড়েচেড়ে দেখে মিঃ ওমর বললেন, তুমি কি পেশাদার ফটোগ্রাফার?

আমি বললাম, মোটেই না, বলতে পার ফটোগ্রাফী সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। হাতে ক্যামেরা থাকলে শুধু শার্টার টিপতে পারি।

ওমর বললো, কিন্তু ছবি দেখেতো তা মনে হয়না। যাই হোক এই সাতটা ছবি আমাকে দাও, মাসিক বুলেটিনে ছাপবো।

মিস সোলভেগ বললেন, একটি সংখ্যায় একজনের সাতটি ছবি প্রকাশ মানে বিশাল একটা কিছু।

ওমর হেসে বললো, আমার প্রয়োজন মিটানোর জন্য ছবিগুলো যথেষ্ট ভাল এবং এক জায়গাতেই অনেকগুলো ছবি পেয়ে গেলাম, এটাও তো কম কিছু নয়। আশা করছি যে এর মধ্যে চার থেকে পাঁচটি ছবি আগামী সংখ্যায় সন্নিবেশ করতে পারবো।

ফিল্ড ভিজিট রিপোর্টের একটা কপি সোলভেগ ও ওমরকে প্রদান করলাম। আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ওমর আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রস্থান করলো। আমি এই অবসরে ফিল্ড ভিজিট রিপোর্ট প্রদানের জন্য বসের রুমে প্রবেশ করলাম। বস আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে রিপোর্টটির সারাংশ আজকেই জেনেভা পাঠিয়ে দেবেন বলে জানালেন। আমিও বসকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার রুমে ফিরে এলাম।

লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। ফিনান্স ডেলিগেট মিঃ মাইক আমাকে লাঞ্চের আহ্বান জানালেন। আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে রুমের বাইরে এলাম। মাইকের আহ্বানে সোলভেগ ও ওমর আমাদের সাথে যোগ দিল। এভাবে প্রায়দিনই আমরা দপ্তরের সন্নিকটে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে লঞ্চের পর্বটা

সেরে নেই। এরমধ্যে একটা শপিং মলের ভেতরের রেস্টুরেন্টের কতিপয় কুইক ম্যানু আমাদের বেশ পছন্দের। আজ আমরা ঐ রেস্টুরেন্টেই গেলাম। লাঞ্চ পর্ব শেষ করে অফিসে ফিরে এলাম। এরপর বিকেল পর্যন্ত একটানা কাজ করে যখন হোটেলে ফিরে এলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। হাতমুখ ধুয়ে পরিপাটি হয়ে নিলাম। এলোমেলো চিন্তার মধ্যে হঠাৎ সিনথিয়ার অবয়বটি মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে উঠলো। মনে হলো ওর সাথে আজ ডিনার করতে পারলে বেশ হতো।

এরই মধ্যে টেলিফোনটা বেজে উঠলো।

টেলিফোন তুলতেই অন্য প্রান্তে সিনথিয়ার কণ্ঠধ্বনি শুনতে পেলাম।

সিনথিয়া বললো, তোমার যদি কোন এ্যাপয়েন্টমেন্ট না থাকে তবে আমরা একসাথে ডিনার করতে পারি।

আমি বললাম, এটা স্রেফ টেলিপ্যাথি। আমি এই মুহূর্তে যেমনটা ভাবছিলাম তুমি ঠিক তখনই সেই প্রস্তাবটাই টেলিফোনে আমাকে দিলে। অর্থাৎ তুমি অবলীলায় আমার মনের কথা পড়তে পারছো, এটা টেলিপ্যাথি নয়তো কি? সিনথিয়া বললো, এটাতো আমার প্রশ্নের উত্তর হলো না।

আমি বললাম, আমিতো প্রস্তুত, কোথায় যেতে হবে বলো।

সিনথিয়া বললো, আমি তোমার হোটেলের লবির পাশে গিফট্ শপে রয়েছি। নিচে নেমে এসো।

নিচে নেমে এসে দেখলাম যে সিনথিয়া ছোট একটা পেইন্টিং নিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে তা অবলোকন করছে। আমি ওর পেছনে এসে দাঁড়ালাম। ও সেলস্‌ম্যানকে ছবিটা প্যাকেট করে দিতে বললো।

আমি ওকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললাম, আজকের দিনটা আমার জন্য অত্যন্ত শুভ।

সিনথিয়াও শুভেচ্ছা জানিয়ে বললো, এই শুভাশুভের কারণটা কি?

আমি বললাম, দিনটা কেটেছে নিরুপদ্রব। কোন কারণেই মনটাকে আজ বিষণ্ন হতে দেইনি। তদুপরি দিনের শেষে তোমার আমন্ত্রণ এবং তোমার সাহচর্য। তোমার সান্নিধ্যে এলে আমার মনের সমস্ত গ্লানি দূরীভূত হয়।

সিনথিয়া ছোট পেইন্টিংটা তাঁর ব্যাগে ভরে নিয়ে বললো, চলো।

আমরা কিছুটা হেঁটে রেষ্টুরেন্টে গিয়ে বসলাম। সিনথিয়া মেন্যুটা দেখে নিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস না করেই খাবারের অর্ডার দিলো। তবে আমি জানি যে আমার রুচির প্রতি দৃষ্টি রেখেই ও খাবারের অর্ডার দিয়েছে।

সিনথিয়া আমার দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখাবয়বে অপার রহস্যময় সেই হাসির তরঙ্গ তুলে বললো, আমি তাহলে সত্যিই ভাগ্যবান। অন্তত একজন মানুষ পেলাম যে আমাকে তাঁর আনন্দের আধার হিসাবে ভাবে। তবে তোমার মতো আমিও মনটাকে বিষণ্নতার কবল থেকে মুক্ত রাখতে জানি যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে মনকে বাগে আনা সত্যিই দূরূহ হয়ে যায়।

আমি বললাম, বিষয়টি মানসিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির উপরও দারুণভাবে নির্ভরশীল।

সিনথিয়া বললো, মনকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কমবেশি সব মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান। হাসি, আনন্দ, দুঃখ, বেদনায় ভরা দৈনন্দিন চলার পথে নিজের অজান্তেই মনের মধ্যে অনুভূতির তলানি জমা হতে থাকে। জমাকৃত এই তলানির মধ্যে দুঃখ বেদনার আধিক্য যদি আনন্দের অনুভূতিগুলোকে অতিক্রম করে তবে মনের মধ্যে অবসাদের একটা পরিমণ্ডল বিস্তৃতি লাভ করে। এর পরিসর যদি

বেড়ে যায় এবং নিয়ন্ত্রণ করা না যায় তবে প্রায় ক্ষেত্রেই মানুষ বিপত্তিতে নিপতিত হয়।

আমি বললাম, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষ তাঁর নিজেকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও ক্রমান্বয়ে হারিয়ে ফেলছে বলে আমার মনে হয়।

এর মধ্যে পরিচারিকা ফ্রুট জুস পরিবেশন করলো।

সিনথিয়া দুটি গ্লাসে ড্রিংকস ঢেলে নিয়ে আমার দিকে একটি গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বললো, তোমার কথা যুক্তিগ্রাহ্য। বর্তমান যুগ পূর্বের তুলনায় উন্নততর হলেও মানুষের মননশীলতার উন্নয়ন সেই তুলনায় বেশিদূর এগুতে পেরেছে বলে তো আমার মনে হয় না। বরঞ্চ এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়েই গেছি। তা না হলে মূল্যবোধের এত প্রচণ্ড অবক্ষয়ের চিত্র পৃথিবীর দেশে দেশে মানব সমাজের মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠতো না। অবশ্য যারা এই অবক্ষয়ের জন্য মূলত দায়ী তাদের সংখ্যা বেশি নয়। এ কথা তো সত্য যে অল্প কিছু মানুষের বঞ্চনা ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ।

পরিচারিকা খাবার পরিবেশন করতে শুরু করলো। প্রথম ধাপে পরিবেশিত ব্রেড-বাটার ও থাই স্যুপ নিয়ে আমরা খাওয়া শুরু কললাম। এরপর দ্বিতীয় ধাপে এলো মিক্সড ভেজিটেবল, চওমিন, রোস্টেড চিকেন এবং বড় একটা ফিস ফ্রাই।

সিনথিয়া বললো, এগুলো ঠাণ্ডা হলে মজা পাবে না। গরম গরম খেয়ে নাও।

আমি বললাম, পেটে যথেষ্ট ক্ষিধে রয়েছে। ওগুলো ঠাণ্ডা হবার আগেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। তবে আমাদের দুজনার জন্য মাছটা কিন্তু বেশ বড়।

সিনথিয়া বললো, আপাতদৃষ্টিতে বড় দেখালেও পরিমাণে মাছটা বেশি হবে না। নিঃসন্দেহে আমরা দুজন ওটাকে সাবাড় করতে পারবো কারণ তোমার মত আমিও আজ ভীষণ ক্ষুধার্ত।

কথা আর না বাড়িয়ে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে খাবারগুলো আমরা নিঃশেষ করে ফেললাম।

সিনথিয়া আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দিয়ে বললো, খাওয়ার প্রতিযোগিতা হলে তোমার আর আমার সাথে পাল্লা দিয়ে কেউ জিততে পারবে না।

আমি বললাম, আমাদের মতো সাধারণ প্রতিযোগী হলে হয়তোবা জিততে পারবো কিন্তু যারা সত্যিকারের খানেওয়ালা তারা আমাদের মতো সাত জনের খাবার এক বৈঠকেই সাবাড় করে দিতে পারে। তুমি হয়তোবা এদের সম্মুখীন হওনি, ভুঁড়িভোজনের বেলায় এরা সত্যি মারাত্মক। দু-একটি অনুষ্ঠানে এদের খাবারের পরিধি আমি প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হয়েছি।

বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে আমার বক্তব্য শুনতে শুনতে সিনথিয়া বললো, বল কি? আমরা দুজন মিলে যা খেলাম তার সাত গুণ বেশি খাবার একজন মানুষ এক বৈঠকেই খেয়ে ফেরতে পারে?

আমি বললাম, অবলীলায় তা পারে তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা অথবা নিজের ক্ষমতা জাহির করার জন্য কিছু মানুষ এ ধরনের অত্যাধিক ভোজনজনিত কর্মকাণ্ড করে থাকে। এমনও দেখা গেছে যে খাবারের বৈঠকে খেতে খেতে অজ্ঞান হয়ে গেছে এবং ডাক্তার ডেকে তাদেরকে শংকামুক্ত করতে হয়েছে।

সিনথিয়া বললো, বিষয়টি মোটেই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। অতিভোজন করা মানে আমাদের শরীরের অভ্যন্তরস্থ অর্গানগুলোকে অতিরিক্ত চাপের মধ্যে ফেলা। এভাবে বেশিদিন চললে মারাত্মক

স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্ভাবনা এড়ানো অসম্ভব বলেই আমি মনে করি।

এর মধ্যে পরিচারিকা বেশ কিছু ডেজার্ট পরিবেশন করলো। ডেজার্টের দিকে দৃষ্টিপাত করে আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম।

সিনথিয়া বললো, এইটুকু ডেজার্টে কিন্তু অতিভোজন হবে না।

আমি বললাম, অবশ্যই না।

একটা হাস্যরসের মধ্যে দিয়েই আমাদের ভোজনপর্ব শেষ হলো।

সিনথিয়া বললো, আজকের আলোচনাটা অসমাপ্ত রয়ে গেল, পরবর্তী কোন সময়ে এ বিষয়ে আরো অলোচনা করা যাবে। আজ আমার সাথে ডিনারে সময় দেয়ার জন্য তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবার আমাকে উঠতে হবে।

আমি বললাম, কথাটা উল্টো করে বললে খুশি হতাম কারণ তুমিই তো আমাকে সময় দিলে এবং ধন্যবাদ তো তোমারই প্রাপ্য।

সিনথিয়া রহস্যময় হাসির রেশ ছড়িয়ে বললো, হয়তোবা আমাদের দুজনার কথাই সত্য।

আমি কোন কথা না বলে নির্নিমিখ দৃষ্টিতে সিনথিয়ার দ্যুতি ছড়ানো হাসির রহস্যময়তা উপলব্ধি করছিলাম।

এভাবে নিঃশব্দে সময় বয়ে গেল কিছুক্ষণ।

সিনথিয়া তাঁর ব্যাগ থেকে গিফট শপ থেকে কেনা ছবিটা বের করে হস্ত প্রসারিত করে বললো, ছোট্ট এই ছবিটা তোমাকে উপহার দিলাম।

আমি মোড়ক খুলে ছবিটা বের করে দেখলাম একটা সাদামাটা দৃশ্য, বনের ভেতর একটা বিশাল বৃক্ষ। বৃক্ষের নিচে সমতল ভূমিতে ঝরে পড়া ফুল আর কিছু ঝরা পাতা বিছানো রয়েছে। সুনসান নীরবতা ও রহস্যময়তায় আচ্ছন্ন চারিদিক।

আমি বললাম, ছবিটা সত্যিই সুন্দর। তোমাকে ধন্যবাদ।

সিনথিয়া বললো, তোমাকে কিছু কথা বলবো বলে এই ছবিটার মতো একটা পরিবেশ আমি খুঁজছি।

সিনথিয়ার কথায় আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। বনের নির্জন পরিবেশে আমরাতো সময় কাটিয়েছি, কথা বলেছি, এরপরও আরো নির্জন পরিবেশে সে কি কথা আমাকে বলতে চায় তা ভেবে আমি বারবার রোমাঞ্চিত হতে থাকলাম।

রেস্টুরেন্ট থেকে উঠে বাইরে গিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে ওটাতে বসে সিনথিয়া বললো, এখুনি হিসাব মেলাতে পারবেনা, অপেক্ষা কর।

আমি বললাম, তোমার যেরূপ অভিরুচি, আমি অপেক্ষায় রইলাম।

সিনথিয়ার গাড়ি দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ পায়চারি করে রুমে ফিরে এলাম। ঘুমোতে কিছুটা দেরি হলেও স্বপ্নময় পরিবেশেই রাতটা কেটে গেল।

পরদিন প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে যথারীতি জগিং এর জন্য তিয়েনএনমেন স্কয়ারে গিয়ে আবার হোটেলে ফিরে এলাম। সকালের নাস্তার পর ল্যাপটপের ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে হেঁটে হেঁটে অফিসে

গিয়ে হাজির হলাম। গতকালের মতো আজও আমি সবার আগে অফিসে এসে পৌঁছুলাম। ক্লিনার আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তড়িঘড়ি করে আমার রুমটা পরিস্কার করার জন্য তৎপর হয়ে উঠলো। আমি রুমের সামনে পায়চারি করে কিছুটা সময় কাটালাম। অতপর ক্লিনিং শেষ হবার পর আমার টেবিলে গিয়ে বসলাম।

একে একে সবাই অফিসে হাজির হলো। আজ মাসিক সভা। সময়মতো আমরা সবাই মিটিং রুমে সমবেত হলাম। বস এসে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভা শুরু করলেন। চলমান কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি, আর্থিক বিষয়াদি, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয় ইত্যাদি আলোচনার পর ডিসেম্বরে বড়দিনের ছুটির প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হলো। আমাদের পাঁচজন ডেলিগেটের মধ্যে চারজনই ছুটি কাটাতে তাঁদের দেশে ফিরে যাবেন। আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো যে ঈস্টার হলিডে সময়কালীন আমি এ্যাকটিং হেড অব ডেলিগেশন হিসাবে একাই দপ্তরের সমুদয় কাজ সামলাবো।

বস বললেন, পনেরো দিনের মতো সময় আমরা ছুটিতে থাকবো, এই সময়ের মধ্যে পাঁচ/ছয় দিন হলিডে থাকবে অর্থাৎ সর্বমোট তোমাকে সাত/আট দিন একা একা দপ্তরের কাজ সমাধা করতে হবে। আর একাই বা বলছি কেন? অফিস সেক্রেটারী মিস লিলিং তো তোমাকে সহায়তার জন্য থাকছেই।

মিস লিলিং আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো, ঈষ্টার হলিডের পর দুদিন আমি ছুটিতে থাকবো, তার মানে ঐ দুদিন মাত্র তোমাকে একা একা অফিস করতে হবে।

আমি হেসে বললাম, এ বিষয়ে তোমাদের কাউকে চিন্তা করতে হবে না। এখানে কোন সমস্যা রয়েছে বলে মনে করি না। প্রয়োজনের নিরিখে আমি একাই সব সামলাতে পারবো।

বস বললেন, তবে কোন জরুরি বিষয়ে তুমি যদি মনে কর যে আলোচনার প্রয়োজন আছে সে ক্ষেত্রে টেলিফোনে আমার সাথে আলাপ করতে পার।

আমি বললাম, বড়দিনের ছুটির পর জানুয়ারি মাসে ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে আমিও ছুটি নিয়ে দেশে যাব।

বস হাসি ছড়িয়ে বললেন, তোমার ছুটি এখুনি মঞ্জুর করা হলো।

সভা সমাপ্তির পর আমরা কয়েকজন দল বেঁধে ডিনার করার জন্য বাইরে বেরুলাম। ফিরে এসে সারাদিন অফিস করার পর সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরে এলাম।

এরপর বেশ কয়েকটা দিন এভাবেই গতানুগতিক পার হলো। ডেলিগেটদের মধ্যে একে একে সবাই বড়দিনের ছুটি উপলক্ষ্যে বেইজিং ছেড়ে নিজ নিজ দেশে চলে গেলেন। এখন আমি একাই অফিসের কাজকর্ম সমাধা করে চলেছি, তবে অফিস সেক্রেটারি মিস লিলিং আমাকে সহায়তা করছে।

আজ শনিবার, সাপ্তাহিক ছুটির দিন। ঘুম থেকে উঠেই সিনথিয়ার কথা মনে পড়ছে। আজ ব্রেকফাষ্ট টেবিলে যেতে বেশ দেরি হলো। আজকের পত্রিকাটি উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখছিলাম।

হঠাৎ 'গুড মর্নিং' সম্বোধন শুনে তাকিয়ে দেখি হাস্যোজ্জল সিনথিয়া আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে ওকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললাম, তুমি কি বিশ্বাস করবে যে আজ সকাল থেকেই তোমার কথা মনে পড়ছে?

সিনথিয়া একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললো, তোমার আমার সম্পর্কটা বিশ্বাস অবিশ্বাসের পর্যায় অতিক্রম করেছে অনেক আগে। আমাদের বিস্তার এবং চলার পথ এখন স্বতঃসিদ্ধতার সবুজ রংয়ে রঞ্জিত।

আমি বললাম, কখনো কখনো তোমার কথা অনুধাবন করতে আমার সময়ের প্রয়োজন হয়।

সিনথিয়া বললো, এ পৃথিবীর কোন পুরুষই কোন কালেই মেয়েদের কথা অত সহজে বুঝে নি। অনাগত ভবিষ্যতেও কেউ তা পারবে না তাহলে বর্তমানের এই তুমি ব্যতিক্রমী হবে কি করে?

আমি বললাম, তোমার কথার হেঁয়ালির সাথে আমি পেরে উঠতে না পারলেও হৃদয়ে উৎসরিত আনন্দের উচ্ছ্বাসে কিন্তু উদ্বেলিত হই ঠিকই।

সিনথিয়া বললো, কথা পরে হবে। বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে। চল খাবার নিয়ে আসি।

আমরা প্লেটে করে খাবার নিয়ে এসে টেবিলে উপবিষ্ট হলাম এবং খাবার খেতে থাকলাম।

সিনথিয়া বললো, আজ তোমার বিশেষ কোন কাজ রয়েছে কি?

আমি বললাম, কোন কাজ নেই।

সিনথিয়া বললো, আজ আমার বাড়িতে তোমার নিমন্ত্রণ।

আমি বললাম, তোমার নিমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ। আমি আনন্দচিত্তে তোমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

সিনথিয়া বললো, আজ সারা দিন তুমি আমার বাড়িতে থাকবে।

আমি সিনথিয়ার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে বললাম, জানতে পারি কি তোমার বাড়িতে কে কে আছেন? সিনথিয়া বললো, আমার মা, মেয়ে ও তাঁর গৃহশিক্ষিকা ছাড়াও কয়েকজন কর্মচারী রয়েছে যারা বাড়ির কাজ কর্ম দেখাশুনা করে।

সিনথিয়ার একটি মেয়ে রয়েছে জেনে ওর দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে বললাম, এত বড় আনন্দের সংবাদ থেকে আমি এতো দিন বঞ্চিত ছিলাম এটা ভাবতেই আমার কষ্ট হচ্ছে।

সিনথিয়া বললো, আমার ব্যক্তিগত কিছু কথা তোমাকে বলা হয়নি। ভেবে রেখেছি যে আমার বাড়িতে যেদিন যাবে সেদিন কথাগুলো তোমাকে বলব। মাত্র তিন বছর বয়সেই আমার মেয়েটা কত কথা যে বলে ভাবতেই পারবে না। আমি বললাম, তোমার মেয়ের মতো আমার মেয়েদুটোও অনেক কথা বলে, দুষ্টমী করে এবং ছোট ছোট পা ফেলে দৌড়াদৌড়ি করে ঘরবাড়ি মাতিয়ে রাখে।

সিনথিয়া বললো, আমার কাছে আমার সন্তান যেমন আদরের তেমনি সব মা বাবার কাছেই তাঁদের সন্তান আদরের। তবে মায়ের কাছে যতটুকু আদরের হয়তোবা সকল বাবার কাছে ততটুকু নয়।

আমি বললাম, বিচিত্র এই বিশ্ব চরাচরে সকল বাবা একই রকম হবে সেটাই বা আশা করি কি ভাবে।

আমার জবাব শুনে সিনথিয়ার কোন ভাবান্তর হলো বলে মনে হলোনা।

আমার সাথে এতো ঘনিষ্টতা সত্ত্বেও বিবাহিত জীবন সম্পর্কে ওর নীরবতা আমাকে কিছুটা হলেও বিস্মিত করলো।

ব্রেকফাস্টের পরই হোটেলের বাইরে গিয়ে সিনথিয়ার সাথে গাড়িতে উঠলাম। আমার অনুরোধে একটা মলের সামনে গাড়ি পার্ক করে কিছু চকোলেট ও খেলনা নিয়ে নিলাম। এগুলো দেখে

সিনথিয়া একটু হাসলো বটে তবে কোন মন্তব্য করলো না।

মাঝারি আকারের ট্রাফিক জ্যাম অতিক্রম করে প্রায় ঘন্টাখানেক পর একটা বড় রাস্তার পাশে পুরানো খানদানী এক অট্টালিকার সামনে এসে গাড়ি দাঁড়ালো। বাড়ির কেয়ারটেকার এগিয়ে এসে গাড়ির দরজা খুলে আমাকে সম্ভাষণ জানালো। আমরা গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করলাম।

ঘরে ঢুকেই ছোট্ট কন্ঠের খিল খিল হাসি শুনতে পেলাম। মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠলো।

মায়ের কথা শুনে ছোট ছোট পায়ে ছোট্ট শিশুটি দৌড়ে এগিয়ে এলো এবং সিনথিয়ার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। অন্তরঙ্গ এ দৃশ্য দেখে আমার মেয়েদুটোর মুখাবয়ব আমার মানসপটে ভেসে উঠলো।

আমরা ড্রয়িং রুমে বসলাম। ছোট্ট মেয়েটার দিকে হাত বাড়াতেই ও আমার কোলে চলে এলো।

আমি ওকে ইংরেজীতে বললাম, তোমার নাম কি?

হাসি মেশানো আধো আধো স্বরে অস্ফুটভাবে বললো, চ্যাংমিং।

আমি বললাম, চ্যাংমিং তুমি খুব ভাল।

চ্যাংমিং আমার দিকে চেয়ে খিলখিল করে হাসতে থাকলো। আমি চকোলেট এবং খেলনাটা বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিলাম। ওগুলো না নিয়ে চ্যাংমিং ওর মায়ের দিকে তাকালো।

সিনথিয়া বলার পর ওগুলো হাতে নিয়ে চ্যাংমিং আমার দিকে চেয়ে বললো, থ্যাঙ্ক ইউ।

আমি ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম, ওয়েলকাম চ্যাংমিং।

চ্যাংমিংয়ের গভর্নেস ওকে কোলে নিয়ে বাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো।

আমি বললাম, এই বাড়িটা একটা ঐতিহ্যবাহী বাড়ি বলে মনে হচ্ছে।

সিনথিয়া বললো, তোমার অনুমান সঠিক। আমার পূর্বপূরুষেরা রাজ দরবারে উচ্চপদস্থ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই বাড়িটাও আমাদের পূর্বপুরুষদের দ্বারাই নির্মিত। রাজ পরিবারের সদস্যদের বাড়ি, বিলাসবহুল হবে সেটাইতো স্বাভাবিক। তবে এতো বড় বাড়ি সদস্য মাত্র কয়েকজন।

সিনথিয়া আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাড়িটা দেখালো। নয়টি বিশালাকার কক্ষ সম্বলিত বাড়িটি অতিশয় বৈচিত্রপূর্ণ বলে আমার কাছে প্রতীয়মান হলো। কক্ষের দেয়ালগুলো বিভিন্ন পেইন্টিং ও ছবি দিয়ে সজ্জিত। প্রাচীন আমলের নানাবিধ তৈজসপত্র ও সামগ্রী অত্যন্ত সুবিন্যস্তভাবে রক্ষিত। পুরো বাড়িটার মেঝে মার্বেল পাথর দিয়ে মোড়ানো। কয়েকটি কক্ষ তালাবদ্ধ দেখতে পেলাম। সিনথিয়া তালা খুলে দিল, ভেতরে ওর পূর্বপুরুষের ব্যবহার্য সকল সামগ্রী থরে থরে সাজানো দেখলাম। বিশাল আকারের পূর্বপুরুষদের পেইন্টিং দেখিয়ে সিনথিয়া ওদের পরিচয় আমাকে জানালো। এদের মধ্যে একজনকে দেখিয়ে সিনথিয়া বললো, ইনি ছিলেন আমার সপ্তম প্রজন্মের পূর্বপুরুষ। একজন পরাক্রমশালী যোদ্ধা হিসাবে তিনি রাজ্যের প্রধান সেনাপতি হিসাবে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সম্রাটের অত্যন্ত বিশ্বস্ত সেই সেনাপতি একজন যুদ্ধবাজ, অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর রাজকর্মচারী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। একবার এক যুদ্ধে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে যুদ্ধের ময়দান থেকে অপসারিত করা হয়। দীর্ঘ পনেরো দিন জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে অবস্থানের পর তিনি নতুন জীবন লাভ করেন।

একটা বিশালাকার হাতে লিখা পুস্তক উল্টিয়ে সিনথিয়া বললো, এটা ওনার নিজের হাতে লিখা জীবনালেখ্য। এখানে তখনকার সময়ের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক নানা ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। এই পুস্তকটিতে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য যে বিষয়টি রয়েছে তা হলো তাঁর আত্মোপলব্ধি। তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন যে তাঁর জীবনে অনেক অন্যায় কর্ম তিনি সংঘটিত করেছেন। কারো প্ররোচনায় নয় তিনি তাঁর নিজের আবেগ ও অনুভূতির বশবর্তী হয়ে ঐ কাজগুলো সম্পাদন করেছিলেন। তিনি নারী নির্যাতন করেছেন, মানুষের অধিকার হরণ করেছেন, অনৈতিকভাবে মানুষ হত্যা করেছেন। তবে যুদ্ধে আহত হওয়ার ঐ ঘটনার পর থেকে তাঁর জীবন দর্শন সম্পূর্ণরূপে পাল্টে যায়। যুদ্ধ করার পরিবর্তে কুটনৈতিক আলোচনা এবং সৌহার্দের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সম্রাটকে তিনি প্রলুব্ধ করতে সমর্থ হন। মানবতার অমিয়ধারায় সম্রাট তথা রাজ পরিষদ সিক্ত হয়। পরবর্তীতে সেনাপতি মহোদয় রাজ্যের সর্বত্তোম বিজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হন।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত আবেশিত হয়ে সিনথিয়ার পূর্বপুরুষের আত্মজীবনী শুনছি। একজন অত্যাচারী সেনাপতির আত্মোপলব্ধির কথা ভাবছি। কিন্তু সে অত্যাচারী হয়ে উঠার পূর্বেই তাঁর উপলব্ধি কেন পরিশীলিত হতে পারলো না সে বিষয়টি নিয়ে আমার ভাবান্তর ঘটলো।

একটা কারুকার্যময় বিশাল আকারের চেয়ার দেখিয়ে ও বললো, এটা হচ্ছে আমার ঐ অত্যাচারী পূর্বপুরুষের চেয়ার, তুমি ঐ চেয়ারটায় উপবেশন কর।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো ঐ চেয়ারটায় বসলাম। আমি নিশ্চিত হলাম যে ও আমার মনের কথা জেনে গেছে।

হঠাৎ করে সিনথিয়ার অভিব্যক্তি দৃঢ়তায় পর্যবসিত হলো। সে সুতীব্র দৃষ্টি হেনে আমার চেতনাকে বশীভূত ও আবেশিত করে তুললো। আমি তাঁর ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার প্রভাবে আচ্ছন্ন হতে থ াকলাম। আমি নিথর এক অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে নিমজ্জিত হতে থাকলাম। ঘূর্ণিঝড়ের সুগঠিত প্রবল বায়ু প্রবাহের মধ্যে আমি উড়ে চলেছি। সিনথিয়া আমাকে অভয়বাণী শোনালেও আমার জ্ঞান অবলুপ্ত হলো।

একসময় অবচেতনা থেকে আমি চেতনায় ফিরে এলাম এবং নিজেকে আবিষ্কার করলাম অনেক পেছনের সময়ের এক পরিবেশে। সুশোভিত রাজ দরবার, জৌলুসভরা পোশাকে সজ্জিত রাজার সভাষদগণ সুবিন্যস্তভাবে দণ্ডায়মান। মুষ্টিবদ্ধ তরবারী হাতে প্রহরীগণের সতর্ক দৃষ্টি ও পদচারণায় গম্ভীর পরিবেশ। প্রধান সেনাপতি দরবারের মূল ফটকের সন্নিকটে দাঁড়িয়ে এক সভাষদের সাথে আলাপে নিমগ্ন। তাঁর শরীর থেকে মূল্যবান সুগন্ধীর সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। আমাদের অবস্থানও মূল ফটকের কাছে। আমাদের পোষাক দেখে সন্দেহ হওয়ার কারণেই হয়তোবা একজন প্রহরী বার বার আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। হঠাৎ করেই সেই প্রহরী এগিয়ে এসে আমাদের দুজনকে চ্যালেঞ্জ করে বসলো, আমাদের পরিচয় কি, কার কাছে যাব ইত্যাদি প্রশ্ন করতে থাকলো।

আমরা নিরুত্তর থাকায় প্রহরী তার তরবারি উন্মুক্ত করে আমাদেরকে বললো, তোমরা অনধিকার প্রবেশ করেছো, আমার সাথে দরবারের বাইরে চল। নিরাপত্তা অধিকারীর সাথে তোমাদের কথা বলতে হবে।

আমি প্রমাদ গুণলাম এবং সিনথিয়ার দিকে তাকিয়ে ইশারায় বুঝালাম যে এখন আমাদের করণীয় কি?

এই অবস্থায় সিনথিয়া হেসে উঠে বললো, আমরা প্রধান সেনাপতির আত্মীয়, তাঁর সাথে দেখা করতেই এখানে এসেছি।

প্রধান সেনাপতির অতিথি শুনে প্রহরী আশ্বস্ত হলেও প্রধান সেনাপতি সিনথিয়ার উক্তি শুনে ফেলায় সামনে এগিয়ে এসে বললেন, আমিতো তোমাকে চিনি না। তোমরা কোথা থেকে এসেছো?

সিনথিয়া তাঁকে অভিবাদন করে একটা স্মিতহাসি ছড়িয়ে বললো, আমি আপনার অধস্তন অষ্টম বংশধরের একজন প্রধান সদস্য। আপনি আমার দাদার উর্ধতন সপ্তম পুরুষের পূর্ববর্তী প্রধান পুরুষ।

জৈলুষপূর্ণ পোষাকে সজ্জিত প্রধান সেনাপতি অতিশয় আশ্চর্যান্বিত ও বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে সিনথিয়ার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, এটা কি করে সম্ভব হলো?

সিনথিয়া বললো, সাথে আমার বন্ধু রয়েছেন। আমরা দুজনে মিলে আপনার লিখা আত্মজীবনী পড়ে অতীত সময়ে ফিরে এসেছি শুধুমাত্র আপনার সাথে দেখা করার জন্য। অতীত সময়ে বিচরণের ক্ষমতা আমার রয়েছে।

সেনাপতি অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে সিনথিয়াকে জড়িয়ে ধরে বললেন, যে ক্ষমতার কথা তুমি বললে তা তুমি ঐতিহ্যগতভাবেই পেয়েছো যদিও আমি নিজে এই ক্ষমতার অধিকারী নই এবং কখনোও ছিলাম না। আমার দাদার এই ক্ষমতা ছিল। আমি ছোটকালে একবার মাত্র তাঁর সাথে অতীতে বিচরণের সাথী হয়েছিলাম, সে এক অনন্য অভিজ্ঞতা, আজো সেই স্মৃতি মনে হলে আমি রোমাঞ্চিত হই।

এদিকে রাজ দরবারের ঘন্টাধ্বনি বেজে উঠলো। পারিবারিক আলোচনা পরে হবে বলে সেনাপতি আমাদের দুজনকে রাজ দরবারে অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানলেন। রাজ দরবারে সবার সম্মুখে আমাদের উপস্থিতি কতটা যুক্তিযুক্ত হবে তা অনুধাবনের সময় এসেছে। আমি একটা অস্বস্তিবোধ নিয়ে সিনথিয়ার দিকে তাকালাম।

সবার অলক্ষ্যে চোখের ইশারায় আমাকে স্বাভাবিক থাকার ঈঙ্গিত দিয়ে সেনাপতি মহোদয়কে সিনথিয়া বললো, আপনার যদি কোন অসুবিধা না হয় তবে দরবারে আমরা উপস্থিত থাকতে পারি।

সেনাপতি মহোদয় বললেন, আজ তোমরা আমার মহা সম্মানিত অতিথি। আমাকে অনুসরণ কর।

আমরা সেনাপতি মহোদয়ের সঙ্গী হিসাবে দরবারের ভেতর প্রবেশ করলাম। নির্ধারিত স্থানে আমাদেরকে উপবেশনের ঈঙ্গিত দিয়ে তিনি সম্রাটের নিকটতম অবস্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন।

একজন নকিবের প্রশংসা স্তুতি ও বিউগেল সদৃশ যন্ত্র নিসৃত স্বরধ্বনির শব্দ তরঙ্গের আবেশজনিত পরিবেশের মধ্যে সম্রাট একটি বিশেষ ফটক দিয়ে রাজ দরবারে প্রবেশ করে রাজদণ্ডটি কিছুটা উপরে তুলে তা আবার নিচে প্রতিস্থাপন করে সিংহাসনে উপবেশন করলেন। আভিজাত্যের জৌলুসভরা কারুকার্যময় পোষাক সম্রাটকে মহিমান্বিত একজন মহাজন হিসাবেই মনে হচ্ছিল। দরবারে উপস্থিত সকল রাজকর্মচারী ও সভাসদগণ দাঁড়ানো অবস্থায়ই সম্রাটকে কুর্নিশ করলেন। সম্রাট সকলকে বসার জন্য ইঙ্গিত দিলেন। সকলে যার যার কেদারায় উপবেশন করলেন।

দরবারের ঘোষক আজকের কর্মসূচি ও আলোচ্য বিষয় ঘোষণা করে অতিথিদের পরিচয় দানের অনুরোধ করলো।

দরবার হলের ডান পার্শ্বস্থ একটা নির্দিষ্ট স্থানে দশবারো জন অতিথিবৃন্দের সাথে আমরাও উপবিষ্ট।

পরিচয়ের পালা শুরু হলো। অতিথিদের মধ্যে কয়েকজন পার্শ্ববর্তী সাম্রাজ্য থেকে এসেছেন এবং তাঁরা তাঁদের পরিচয় প্রদান করলেন। এভাবে একের পর এক চলতে চলতে সিনথিয়ার পালা এসে গেলো।

সিনথিয়া উঠে দাঁড়িয়ে সম্রাটকে অভিবাদন জানিয়ে বললো, আমার নাম সিনথিয়া, আমি সেনাপতি মহোদয়ের অধস্তন অষ্টম পুরুষের একজন সদস্য। সাথে আমার এই বন্ধুটি রয়েছে। একটি বিশেষ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আজ আমাদের এখানে আগমন। ঘটনাচক্রে এখানে এসে মহামান্য সম্রাটের সাক্ষাৎ পেয়ে আমরা ধন্য।

সম্রাট ভ্রু কুচকিয়ে সেনাপতির দিকে প্রশ্নবোধক অভিব্যক্তি নিয়ে তাকালেন।

সেনাপতি উঠে দাঁড়িয়ে বিষয়টি বিশ্লেষণ করে পারিবারিক এই বিরল দক্ষতা সম্পর্কে বললেন, আমাদের পরিবারের কোন কোন সদস্য এই অসম্ভব দক্ষতার অধিকারী এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাঁরা এর বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সক্ষম। ছোটবেলায় আমার দাদার সাথে একবার এই ধরনের অতীত ভ্রমণে আমি সাথী হয়েছিলাম। সিনথিয়া আমার পরিবারের অধস্তন অষ্টম প্রজন্মের একজন সদস্য। বিষয়টি অতিপ্রাকৃতিক মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। আপাতদৃষ্টিতে বর্তমানের সাথে এই ঘটনাপ্রবাহের বাস্তবতা নির্ণয় সত্যিই দূরূহ। আজ থেকে ছয় শত বছর পরে যার জন্ম সে কেমন করে সুদূর অতীতের এই বর্তমানে আবির্ভূত হলো সেটি সত্যিই একটি অনন্য বিস্ময়কর ঘটনা বৈকি।

এরপর আমার পালা, আমি উঠে দাঁড়িয়ে সম্রাটকে অভিবাদনের পরিবর্তে একটা লম্বা স্যালুট জানিয়ে বললাম, আমি সিনথিয়ার বন্ধু হিসাবে তাঁর সাথে আজকের এই অতীত ভুবনে এসে আভিজাত্য ও জৌলুসে ভরা সম্রাট এবং তাঁর রাজদরবার প্রত্যক্ষ করার বিরল সুযোগ লাভ করে অতিশয় ধন্য। আমি এই সাম্রাজ্রের শান্তি প্রতিষ্ঠায় সম্রাটের নিরলস প্রচেষ্টার প্রশংসা করছি এবং তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

আমার মুখ নিসৃত ইংরেজী ভাষা শুনে সম্রাটসহ সবাই আমার প্রতি কৌতুহলী হয়ে উঠলো। সিনথিয়া উঠে দাঁড়িয়ে স্থানীয় ভাষায় তা অনুবাদ করে শুনালো এবং আমি যে চীন দেশের পার্শ্ববর্তী একটি দেশের নাগরিক তাও অবহিত করলো। সবাই বিপুল করতালির মাধ্যমে আমাকে অভিনন্দন জানালেন।

সম্রাট সহাস্য বদনে তাঁর আভিজাত্যময় অভিব্যক্তি নিয়ে বললেন, আজ অসম্ভব প্রায় একটা দৃশ্যের অবতারণায় আমি দারুণভাবে বিস্মিত। মানুষের করায়ত্বে এ ধরনের একটা ক্ষমতা যে থ াকতে পারে তা আমার জানা ছিল না। আমার বিশেষ অতিথি হিসাবে আজ মধ্যাহ্ন ভোজনে আমি আপনাদেরকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি নিশ্চিত যে আপনাদের সাহচর্যে সম্রাজ্ঞী অতিশয় প্রীত হবেন।

সিনথিয়া মাথা ঝুঁকিয়ে সম্রাটের আমন্ত্রণ গ্রহণের সম্মতি জানালো। এই ঘটনায় সেনাপতি মহোদয় যে দারুণভাবে আবেগাপ্লুত তা তাঁর অভিব্যক্তিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠলো।

রাজঘোষক পরবর্তী কার্যক্রম বিষয়ে ঘোষণা দিলেন। বিষয়টি পার্শ্ববর্তী সাম্রাজ্যে থেকে প্রবাহমান নদীতে বন্যা নিরোধক একটি বাঁধ নির্মাণ প্রসঙ্গে। সম্রাট প্রসঙ্গটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে

রাজ্যের প্রধান প্রকৌশলীকে এ বিষয়ে মতামতের জন্য আহ্বান জানালেন।

প্রধান প্রকৌশলী এগিয়ে এসে সম্রাটকে অভিবাদন জানিয়ে বিষয়টির বিশ্লেষণমূলক বর্ণনা শুরু করলেন। দুজন সহকারী নির্ধারিত স্থানে স্থাপিত বোর্ডে বিশালাকৃতির একটা মানচিত্র ঝুলিয়ে দিলেন। মানচিত্রের উপর নদীর অবস্থান চিহ্নিত করে উজানের পাহাড়ি অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা অপ্রশস্ত এলাকায় প্রস্তাবিত বাঁধটি নির্মাণের কারিগরি বাস্তবতা এবং নদীর উজানের সাম্রাজ্যের প্রশাসন যাতে এই কারিগরি ব্যবস্থাপনায় যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করলেন। এরপর উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ তাঁদের মূল্যবান মতামত প্রদান করলেন। বন্যা প্রতিরোধে বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সবাই গুরুত্বারোপ করলেও একজন বিশেষজ্ঞ ভিন্নমত পোষণ করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনার বাস্তব দিকগুলো সামনে এনে তিনি যুক্তি উপস্থাপন করে বললেন, উজান থেকে ভাটিতে বয়ে চলা নদ-নদী হচ্ছে প্রকৃতির এক অপার দান। এই নদী তীরবর্তী অঞ্চল ঘিরেই ঘটেছিলো সভ্যতার উন্মেষ। আপনগতিতে বয়ে চলা ঐ নদীর পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার অর্থ হলো প্রাকৃতিকভাবে বিরাজমান ভারসাম্যের বিঘ্ন ঘটানো। এই ভারসাম্য জীববৈচিত্রসহ বহুবিধ বিষয়াদির সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং এর বিস্তৃতির ব্যাপকতা আমাদের বেশিরভাগ মানুষের চিন্তা ভাবনার বাইরে।

মহামান্য সম্রাট, আমি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রসঙ্গিক বিষয়ে বলতে চাই যে, বন্যা প্রতিরোধে পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নদীর মধ্যে বাঁধ নির্মাণ না করে আমরা নদীর তীর বরাবর বাঁধ নির্মাণ করতে পারি। এতে নদীর পানির প্রবাহ যখন বাড়বে তখন নদীর তীরবর্তী ঐ বাঁধ অতিরিক্ত পানি আটকিয়ে রাখতে সমর্থ হবে। তবে নদীর তীরবর্তী বাঁধ যথেষ্ট শক্তিশালী করে নির্মাণ করতে হবে। ধৈর্য ধরে আমার বক্তব্য শোনার জন্য মহামান্য সম্রাট ও দরবারে উপস্থিত বিজ্ঞজনদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সম্রাট বক্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, নদীর পার বরাবর শত শত মাইল বাঁধ নির্মাণ অনেক ব্যয়সাপেক্ষ একটা বিষয় নয় কি?

বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিটি পুনর্বার উঠে দাঁড়িয়ে সম্রাটকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, পাড় বরাবর বাঁধ নির্মাণ ব্যয়সাপেক্ষ হলেও এ কথা নির্ঘাত সত্য যে এর ফলে নদীর তীরবর্তী হাজার হাজার গরীব মানুষের একটা বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল ঐ মানুষেরা দারুণভাবে লাভবান হবে। আজকের সভায় মহামান্য সম্রাট ও বিজ্ঞজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পুনর্বার বলতে চাই যে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি না করে নদীর তীরবর্তী বাঁধ নির্মাণ করে চলুন আমরা আবর্তক এই বন্যা সমস্যার সমাধান করি।

এই পর্যায়ে সম্রাট তাঁর প্রধান উপদেষ্টার সাথে কিছুটা আলোচনা করে বললেন, বিষয়টি নিয়ে আরো সমীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের বিজ্ঞ উপদেষ্টার যুক্তি বিবেচনায় নিয়ে আরো বিস্তারিত সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে। এই সমীক্ষা সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবহিত করে যথাসময়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এরপর আরো আধাঘন্টাকাল দরবারের কাজ পরিচালিত হবার পর আপ্যায়নের নিমিত্তে রাজ কার্য কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত হলো। সম্রাট দরবার থেকে উঠে খাস কামরায় প্রবেশ করলেন। আমরা

সবাই পাশের একটি কক্ষে গিয়ে বসলাম। চাকচিক্যময় পোষাক পরিহিত পরিচারিকাগণ পিঠা, নানাবিধ ফল ও বিশেষ ধরনের পানীয় পরিবেশন করলো।

বিরতির পর দরবারের কার্যক্রম যথারীতি পুনর্বার শুরু হলো। রাজস্ব আদায়, রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ক্রম-বর্ধমান বিদ্রোহ দমন, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি ইত্যাদি বিষয় আলোচনা ও সম্রাটের দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যের পর দরবারের কার্যক্রম সমাপ্ত হলো।

সম্রাট উঠে দাঁড়িয়ে সেনাপতির সাথে কিছু আলোচনা করলেন এবং নিরাপত্তা রক্ষী সহযোগে দরবার থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। সেনাপতি মহোদয় আমাদেরকে নিয়ে সম্রাটকে অনুসরণ করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করলাম।

সিনথিয়া আমার হাতে চিমটি কেটে বললো, দেখেছো কত শানশওকত ও জাঁকজমকপূর্ণ এই প্রাসাদ। কি অসম্ভব রকমের সখ এদের। একে আমি অপচয় ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না।

আমি বললাম, এদের বিলাসিতাময় প্রাচুর্যের বিন্যাস আমিতো প্রথম থেকেই বারবার শুধু অবাক হয়ে দেখছি।

ইত্যবসরে আমরা কার্পেটে মোড়ানো কারুকার্যময় একটা বিশাল কক্ষে প্রবেশ করলাম। কক্ষটির সম্মুখভাগের মধ্যস্থলে ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র সহযোগে কয়েকজন শিল্পী আমাদেরকে অভিবাদন করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। কয়েকজন সুন্দরী পরিচারিকা আমাদেরকে শুভেচ্ছা জানালো এবং উপবেশনের জন্য আমন্ত্রণ জানালো। আমরা আসন গ্রহণের পর শিল্পীবৃন্দও আসন গ্রহণ করলেন।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্রাজ্ঞী তাঁর সহচরী সহযোগে কক্ষের মধ্যে আবির্ভূত হলেন। আমরা সবাই দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালাম।

সম্রাজ্ঞী আমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানালেন এবং কাছে ঘেঁষে আমাদেরকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অবলোকন করতে থাকলেন। এভাবে তাঁর নিষ্পলক তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে অনড় আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম।

সম্রাজ্ঞী আমাদের সামনে এসে স্থির হয়ে বললেন, আজকের এই দিনটি নিঃসন্দেহে আমার জন্য স্মরণীয় একটি দিন। আমি স্বপ্নেও কোনদিন ভাবিনি যে আমাদের বহু দূরবর্তী ভবিষ্যত প্রজন্মের সদস্যদের মুখোমুখি হয়ে তাঁদেরকে সচক্ষে দেখতে পাব এবং কথোপকথনে লিপ্ত হতে পারবো।

সিনথিয়া একটু হেসে বললো, নির্দিষ্ট সময়ের পর জীবনের স্থিতিশীলতার অবসান ঘটে এবং সকল ঘটনাবহুল কর্মকাণ্ড ইতিহাসের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। এই ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষ অতীতকে উন্মুক্ত করে কখনো সুখী হয় আবার কখনোও নিদারুণ দুঃখ অনুভব করে। অর্থাৎ বর্তমান কর্মকাণ্ডের গতি-প্রকৃতি ও ফলাফল ভবিষ্যতের মানুষ মূল্যায়ন করে থাকে নিবিড়ভাবে। তাছাড়া এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড রহস্যময়তায় ভরা, এর বহু রহস্য মানুষ উন্মোচন করতে পারেনি। ধরে নিন ঐ অজানা রহস্যের একটা হলো অতীত ভবিষ্যতের এই লুকোচুরি খেলা। তবে অতীত ভ্রমণের বিষয়টি অতীব অসাধারণ একটা বিষয় এবং তা সবার জন্য উন্মুক্ত নয়।

সম্রাজ্ঞী অধিকতর কৌতুহলী হয়ে সিনথিয়ার চোখে চোখ রেখে বললেন, বিষয়টি যদি অসাধারণই হয়ে থাকে তবে তোমরা আরো অতীতেও তো যেতে পারতে? তাহলে এ কথা কি বলতে পারি যে আমাদের সাম্রাজ্যে আগমনের জন্য তোমাদের নির্দিষ্ট কোন কারণ রয়েছে?

সিনথিয়া বললো, আমি মূলত এখানে এসেছি আমার পরিবারের উর্ধতন প্রজন্মের একজন বিশিষ্ট সদস্য যিনি আপনাদের এই মহান সাম্রাজ্যের সেনাপতি তাঁর সাক্ষাৎ পেতে। আপনাদের সাম্রাজ্যের খ্যাতিমান কীর্তির সাথে আমার এই পূর্বপূরুষ ওতপ্রতভাবে জড়িত।

সম্রাজ্ঞী এবার শাণিত দৃষ্টি হেনে বললো, আমাদের সেনাপতি নিঃসন্দেহে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁর অনন্য দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই আমরা বহুবিধ যুদ্ধ পরিহার করতে পেরেছি এবং অযাচিত রক্তপাত পরিহার করে মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে পেরেছি। যদি বলতে দ্বিধা না থাকে তবে আমি জানতে চাই আমাদের সেনাপতির সাথে কি কোন আলোচনা করতে তোমরা এখানে এসেছো?

সিনথিয়া বললো, আমি আমার পরিবারের ইতিহাস সম্বন্ধে ভালভাবে অবগত আছি বিধায় আমাদের বংশের একজন সফলতম পূর্বপুরুষের সাথে আমার এই বন্ধুটিকে পরিচয় করিয়ে দেয়া এবং তাঁর কাছ থেকে মানবতার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা শোনার জন্য আমাদের এখানে আসার মূল কারণ।

সম্রাজ্ঞী একটু হেসে বললেন, সময়ের যাত্রাপথে তোমরা তো বহুদূর সামনে এগিয়ে গেছো, সভ্যতাতো অনেকদূর এগিয়ে যাওয়ার কথা। পরিস্থিতি যদি এমনই হয় তা হলে মানবতার স্বরূপ অন্বেষণের প্রয়োজন কেন তা আমি উপলব্ধি করতে পারছি না।

এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমাদের কথোপকথন চলছিল। সম্রাজ্ঞী মন্ত্রমুগ্ধ ও আবেশিত হয়ে সিনথিয়ার বক্তব্য শুনছিলেন। মনে হলো হঠাৎ করেই তিনি সম্বিত ফিরে পেলেন এবং আমাদেরকে উপবেশন করতে বললেন। সম্রাজ্ঞীর বসার অপেক্ষায় আমরা দাঁড়িয়েই রইলাম।

সম্রাজ্ঞী হাত বাড়িয়ে ইশারা করে বললেন, খাবার টেবিলে মেহমানেরা আগে উপবেশন করবেন এটাই এখানকার নিয়ম।

আমরা আর দ্বিধা না করে কারুকার্য খচিত একটা বিশালাকার টেবিলের পাশে রাজকীয় কেদারায় উপবেশন করলাম। আমাদের উপবেশনের পর সম্রাজ্ঞীও তাঁর নির্ধারিত আসনে উপবেশন করলেন। এবার অদূরে দণ্ডয়মান সুসজ্জিত সুন্দরী একদল পরিচারিকা চঞ্চল হয়ে উঠলো। মুহূর্তের মধ্যে রৌপ্য নির্মিত পানপাত্রগুলো টেবিলের চারিদিকে স্থাপিত হলো। এর পরবর্তী দল সাজি ভর্তি নানাবিধ ফল নিয়ে হাজির হলো। অতপর আরেকটি পরিচারিকার দল বিশাল বিশাল চীনামাটির পাত্রে খাসির আস্ত রানের রোস্ট, সবুজ শাকশব্জি সহযোগে পুরো মুরগির ভুনা সহ নানা ধরনের উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী দিয়ে পুরো টেবিলটা ভরে দিল। খাবারের বাহার দেখে আমি আড়চোখে সিনথিয়ার দিকে চেয়ে আমার বিস্ময়াবিষ্ট মনোভাব প্রকাশ করলাম।

সিনথিয়াও আমার দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হেসে আমার অভিব্যক্তি যে বুঝতে পেরেছে তা জানিয়ে দিল। কারুকার্য খচিত আরো কয়েকটি লণ্ঠন একযোগে জ্বলে উঠলো। একটা মোহময় সুঘ্রাণ সারা ঘরময় ছড়িয়ে পড়লো।

কেদারায় উপবেশনের পর সম্রাজ্ঞীর পূর্ববর্তী প্রশ্নের জবাবে সিনথিয়া বললো, সময়ের বিবর্তনে সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেই সভ্যতার আলো সব মানুষের অন্তরকে আলোকিত করতে পারেনি আজো। আজকের পৃথিবীতে যুদ্ধ বিগ্রহ এখন আর তরবারি, বল্লম, হাতি-ঘোড়া দিয়ে হয় না। এখন রাইফেল, কামান, মিসাইল, ট্যাঙ্ক, যুদ্ধ জাহাজ, সাবমেরিন, ফাইটার প্লেন এবং সর্বোপরি আনবিক বোমা ব্যবহৃত হয় যা নিমিষের মধ্যে প্রলয়ংকরী অবস্থার সৃষ্টি করে লাখ লাখ

মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মানব সমাজের স্বল্পসংখ্যক বিশেষ কিছু মানুষ মাঝে মাঝেই উন্মাদ হয়ে উঠে এবং বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীকে নিগৃহীত করে তোলে সুতরাং মানবতার দীক্ষা আজকের পৃথিবীর মানব সমাজের জন্য অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তো বটেই।

অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে ও একাগ্রচিত্তে সম্রাজ্ঞী কথাগুলো শ্রবণ করে কিছুটা সময় নিশ্চুপ থেকে তারপর বললেন, এর চেয়ে বড় দুঃখের কথা আর কি হতে পারে বলুন? এই পৃথিবীর একজন প্রগতিশীল মানুষ হিসাবে আমি মানুষের মধ্যে ভালবাসার অমিয়ধারা প্রবাহিত করার প্রচেষ্টায় রত। আমার মত অসংখ্য মানুষের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠীত শান্তি ও সহমর্মিতা কালের ধারায় বিনষ্ট হবে তা আমি ভাবতেও পারি না।

আপনাদের দুজনার মাধ্যমে বর্তমান পৃথিবীর মানব সমাজের কাছে আমার আকুল নিবেদন থাকবে যে, হাজার হাজার বছর ধরে লাখ লাখ মানুষের নিরলস পরিশ্রম এবং কষ্টে অর্জিত সভ্যতা সুদৃঢ় করে তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছে এবং এর মধ্যেই তাঁরা মানব জনমের সার্থকতা খুঁজে নিয়েছে। আমি আশা পোষণ করি যে এই কাজ সম্পাদনে মানুষ যেনো নিরন্তর সচেষ্ট থাকে এবং কখনো নিস্পৃহ না হয়। আমি নিঃসংকোচে বলতে পারি যে, মানব সমাজ একদিন এমন পযার্য়ে উপনীত হবে যেদিন একে অপরের আত্মমর্যাদা রক্ষার মাধ্যমে তাঁর অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন পূর্ণভাবে সফল হবে। কারণ মানুষের মধ্যে রাগ এবং ঘৃণা যতই থাকুক ভালবাসা এবং মহত্ত্ব রয়েছে তারও অনেক অধিক, তাইতো বলি সেই ভালবাসা ও মহত্ত্ব পরাজিত হতে পারে না। সময়সাপেক্ষ হলেও আমাদের যুগ-সঞ্চিত এই অনির্বাণ মনোবাঞ্ছার জয় অনিবার্য।

সম্রাজ্ঞীর কন্ঠ কেমন যেনো বেদনার্ত হয়ে উঠলো। তাঁর উচ্ছল চোখদুটো যে জলে ভরে গেছে তা আমার দৃষ্টি এড়ালো না।

এমন সময় কক্ষের সদর দরজার রক্ত বর্ণের মখমলের পর্দা উন্মোচিত হলো। একটা প্রশান্ত হাসির হিল্লোল ছড়িয়ে সম্রাট এবং তাঁর সাথে সেনাপতি প্রবেশ করলেন।

সম্রাজ্ঞী এবং আমরা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে সম্রাটকে অভিবাদন জানালাম। সম্রাট আমাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর নির্ধারিত রাজাসনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে বসতে বললেন এবং একই সাথে তিনি নিজেও উপবেশন করলেন।

সম্রাজ্ঞী কিছুক্ষণ পূর্বের কথোপকথন সম্পর্কে সম্রাটকে অবহিত করলেন।

সম্রাট সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দুজনার দিকে তাকিয়ে বললেন, সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে তোমাদের দুরন্ত ভ্রমণ আমাকে সত্যিই দারুণভাবে মোহিত করেছে। এ এক অনন্য অভিজ্ঞতা। আমাদের সেনাপতি মহোদয় এ বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক আরো কিছু কথা আমাদেরকে বলতে পারবেন বলে আমি আশা পোষণ করছি।

সেনাপতি মহোদয় উঠে দাঁড়াতে চাইলে সম্রাট তাঁকে নিবৃত্ত করে বসে বসেই কথা বলতে বললেন।

সেনাপতি বললেন, আজ আমরা সত্যিই এক রহস্যময় ঘটনার মুখোমুখি হয়ে আমাদের অভিজ্ঞতার ঝুলিতে এক বিরল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে যাচ্ছি। এ বিষয়টি অত্যন্ত জটিল জ্ঞান সম্পন্ন নিগুঢ় রহস্যে পরিবেষ্টিত একটি কর্মযোগ যা শুধুমাত্র বরপ্রাপ্ত নির্ধারিত ব্যক্তিই রূপায়ন এবং সম্পাদনে সমর্থবান।

আমাদের বংশ পরম্পরায় আমি মাত্র আমার দাদার কথাই জানি যিনি এই জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তবে বিষয়টি নিয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শনের জন্য আমি মহামান্য সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সম্রাট তাঁর তর্জনী উঁচিয়ে স্বহাস্যে বললেন, এই রহস্যময়তা নিয়ে আর কোন কথা নয়। বিষয়টি অভ্যাগত অতিথিদের নিয়ন্ত্রণেই থাকুক। চলুন এবার আমরা আমাদের সম্মানিত অতিথিদের সম্মানে আয়োজিত খাবারে শরিক হই।

আমরা খাবারের প্রতি মনোযোগী হলাম। কক্ষের এক কোণে বাদকদল ধীর লয়ে বাদ্যযন্ত্রে সুরধ্বনির সূচনা করলো। ক্রমান্বয়ে সুরের মোহময় ব্যঞ্জনা সমস্ত কক্ষে ছড়িয়ে পড়লো। সুসজ্জিত পরিচারিকাদের পরিবেশনার পারদর্শিতা এবং সন্তর্পণ চলাফেরা দেখে মনে হচ্ছিলো এরা ক্যাটারিং সার্ভিস বিষয়ে দারুণভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। হালকা গল্প-গুজবের মধ্য দিয়ে ভোজনপর্ব এগিয়ে চললো। একটা পাত্রে আস্ত ভাজা মুরগি দেখে মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। মাছের দো-পেয়াজো রয়েছে বেশ কয়েক রকমের। আমি আমার পছন্দের খাবারগুলো তুলে নিয়ে খেতে থাকলাম। সুস্বাদু খাবারের অতিশয্যে কিছুক্ষণের মধ্যেই পেট পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। আমি আশ্চর্য হলাম এই ভেবে যে প্রাচীনকালেও চীন দেশের খাবারের প্রকার ও স্বাদ বর্তমানের তুলনায় কোন অংশে কম নয়।

ভোজনপর্ব শেষ হলো।

সম্রাট আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি কখনো কল্পনাও করতে পারিনি যে আজকের এই অসাধারণ দৃশ্যের সামনাসামনি হয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম পেরিয়ে বহু দূর ভবিষ্যতের দুজন মানুষের সাক্ষাতলাভ করে তাঁদের কথা শুনতে পারবো। অনেক পেছনে ফেলে আসা প্রজাবৎসল এক সম্ভ্রান্ত সম্রাটের অন্তর নিংড়ানো শুভেচ্ছা বয়ে নিয়ে যাও তোমাদের বর্তমান পৃথিবীর সম্রাটগণের জন্য। তাঁদেরকে বলো যে, আমরা অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতা যতটুকু পেরেছি বিনির্মাণ করে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছি এবং এভাবেই একাদিক্রমে সভ্যতা এখন তোমাদের বর্তমানে গিয়ে স্থিত হয়েছে। পলি মাটির মত কালে কালে সঞ্চিত এই সভ্যতা সমুন্নত রাখার গুরু দায়িত্ব এখন পৃথিবীর বর্তমান সম্রাটগণের। তাঁদেরকে বলো, নেতা বা সম্রাটগণ মূলত প্রজাদের ভৃত্য এবং প্রজাগণ তাঁদের মুনিব। ধন্যবাদ তোমাদেরকে।

সিনথিয়া বললো, আজকের এই অসামান্য আতিথেয়তার জন্য আমরা মহামান্য সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মহামান্য সম্রাটের যুগযুগান্তরের উত্তীর্ণ বারতা আমরা আমাদের সাথে বয়ে নিয়ে যাচ্ছি বর্তমান পৃথিবীর পরিচালকদের জন্য।

সম্রাট মুচকি হেসে আমাদের বিদায় জানালেন কিন্তু সম্রাজ্ঞী বিষাদময় মুখে আমাদের দিকে অনিমেষ চেয়ে থাকলেন।

আমরা সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেনাপতির সাথে বাইরে এলাম। একটা উন্মুক্ত উদ্যানে বসে সিনথিয়া এবং সেনাপতি মহোদয় তাঁদের বংশ পরম্পরা বিষয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করার পর দুজনই অশ্রু সজল নয়নে একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। সেনাপতি আমাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর সহমর্মিতা প্রকাশ করলেন। আমিও তাঁকে আমার আন্তরিকতা প্রকাশ করে বিদায় নিলাম।

এরপর আমি ও সিনথিয়া হেঁটে হেঁটে পার্কের ভেতর দিয়ে চলতে থাকলাম। আমরা যতক্ষণ দৃষ্টিগোচর থাকলাম ততক্ষণ সেনাপতি আমাদের দিকে নির্নিমিখ তাকিয়ে থাকলেন। আমি পেছন ফিরে এই বিরল দৃশ্য উপভোগ করলাম। হৃদয়ের গভীর থেকে হা-হুতাশপূর্ণ একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

সিনথিয়া বললো, পেছন দিকে তাকিয়ে আর দেখো না। অতি সত্ত্বর অতীতের সীমানা ডিঙ্গিয়ে আমাদেরকে বর্তমানের পরিসরে প্রবেশ করতে হবে।

সিনথিয়ার নির্দেশ মতে আমি আর পেছনে না তাকিয়ে ওর পেছনে পেছনে দ্রুত ছুটতে লাগলাম। অতি সত্ত্বরই আমরা গাছপালার পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেলাম। এভাবে দৌড়াতে দৌড়াতে একটা বড় গাছের আড়ালে গিয়ে আমরা থেমে গেলাম। সিনথিয়া আমার ডান হাত ধরে গভীর আবেশভরা দৃষ্টি নিয়ে আমার চোখে চোখ রাখলো। আমি আবেশিত হলাম। আবার সেই ইন্দ্রজালিক পরিবেশ। অন্ধকার গুহা। কুজ্ঝটিকাময় প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা। এভাবে চললো বেশ কিছুক্ষণ। একসময় ধীরে ধীরে পরিবেশ শান্ত হয়ে উঠলো। আমি নিজেকে সিনথিয়ার বাড়ির কক্ষে ওর পূর্বপুরুষের চেয়ারে আরামে বসে থাকতে দেখলাম। ও আমার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে, অভিব্যক্তিতে সেই রহস্যময় হাসি।

আমি বললাম, এতক্ষণ কি স্বপ্ন দেখছিলাম? রাজ দরবার, সম্রাট, সম্রাজ্ঞী সব কি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল?

সিনথিয়া আমার হাত ছেড়ে দিয়ে পাশের সোফায় হেলান দিয়ে বললো, তুমি এখনো স্বাভাবিক হতে পারোনি।

আমি বললাম, মাথাটা ব্যথা করছে। চারিদিকটা কেমন যেনো ঘুরছে।

সিনথিয়া কোন কথা না বলে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে পাশের কক্ষে পরিপাটি একটি বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বললো, এবার ঘুমাও, একটু ঘুমোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

বিছানায় শোয়ামাত্রই আমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলাম।

একটানা অনেকক্ষণ ঘুমানোর পর যখন চোখ মেলে চাইলাম তখন দেখলাম সিনথিয়া বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসে বই পড়ছে।

আমাকে নড়ে চড়ে উঠতে দেখে ও বললো, ঘুম কেমন হলো? একটানা তিন ঘন্টা তো ঘুমালে।

আমি বিছানা থেকে উঠে বললাম, তোমার বাড়িতে এসে এই অসময়ে ঘুমিয়ে পড়ার জন্য দুঃখিত।

সিনথিয়া বললো, মাথা ব্যথা কমেছে কিনা বল।

আমি বললাম, এখন ব্যথাটা আর নেই।

সিনথিয়া বললো, আসলে আজকের অতীত ভ্রমণটা একটু অধিক সময়ব্যাপী হয়ে যাওয়ায় মন ও মস্তিষ্কের উপর চাপটা তুলনামূলকভাবে অতিরিক্ত হয়ে গেছে। কি করবো বল, সম্রাজ্ঞীর ভোজের পর্বটায় এতো বেশি সময় ব্যয় হবে তা বুঝতে পারি নি।

আমি বললাম, তোমার সাথে অতীত ভ্রমণে যা দেখলাম তা স্বপ্ন ও বাস্তবের সন্ধিক্ষণে কোন একটা পরিসরের কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

সিনথিয়া বললো, তুমি যা দেখেছো তার সব কিছুই নির্ভেজাল সত্য, মিথ্যা বা অলীক কল্পনা নয়।

এখানে তোমার জন্য ঠাণ্ডা পানীয় এবং সরবত রয়েছে। আমি জানি তুমি এখন পিপাসার্ত। এই নাও এক গ্লাস সরবত পান করে নাও, স্বস্তি বোধ করবে।

আমি নিঃসংকোচে সরবতটুকু পান করে নিলাম। ঠাণ্ডা সরবতের প্রভাব টের পেলাম। এখন নিজেকে বেশ উচ্ছল মনে হচ্ছে। অবসাদ কেটে গেছে, মাথা ব্যথাটাও আর নেই।

সিনথিয়ার আহ্বানে বাড়ির ভেতর একটা খোলা লনে গিয়ে বসলাম। লনটার চারিদিকে নানা বর্ণের ফুলের সমারোহ, সুবাসে ভরপুর। অনেক লতাপাতায় ঘেরা লনটায় বসে মনটা আরো প্রফুল্ল হয়ে উঠলো।

এর মধ্যে একজন পরিচারক চা পরিবেশন করলো।

সিনথিয়া বললো, সতেজতা আনতে গ্রীণ টির জুড়ি নেই। তোমাকে অন্ততপক্ষে তিন কাপ চা পান করতে হবে কারণ কাপগুলো সাইজে ছোট।

আমি তথাস্তু বলে কাপে চা ঢেলে নিয়ে পান করতে শুরু করলাম।

সিনথিয়া বললো, আমি জানি এখন তোমার ক্ষিধে নেই। আমারও একই অবস্থা। সম্রাটের ভোজের টেবিলে যা আমরা খেয়েছি তা এখনোও হজম হয়নি। তবে সন্ধ্যার পর পরই আমরা ডিনার করে নেব।

আমি বললাম, তোমার যেমন মর্জি।

পড়ন্ত বিকেলের আলোকচ্ছটা ক্রমেই ম্রিয়মাণ হয়ে যাচ্ছে। ফুলের সুবাস বয়ে আনা বাতাস মৃদৃমন্দ হলেও এর আমেজ ঠিকই অনুভূত হচ্ছে। খোলা লনটা থেকে আকাশটা ভালভাবেই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। অল্প শুভ্র মেঘ অতি ধীরে উড়ে চলেছে দূর থেকে দূরান্তে। এ সময়টাতে পাখিদের কূলে ফেরার কথা। মনে পড়ে গেল আমাদের গাঁয়ের কথা। সাঁঝের আগে ঝাঁকবাঁধা পাখিদের উড়ে চলা দেখতে দেখতে যেনো ওদের সাথে উড়ে যেতো মন। বর্ষাকালে টই-টুম্বুর জলরাশির উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া পাখিদের আনন্দ আমাকে উদ্বেল করেছে অনুক্ষণ। এখানেও পাখিরা কূলে ফিরছে তবে হয়তো বা শহরের গণ্ডি পেরিয়ে বাইরে কোথায়ও যেতে হবে ওদের।

সিনথিয়া আসছি বলে উঠে গেল এবং একটু পরেই একগাদা এ্যালবাম নিয়ে ফিরে এসে বললো, আমাদের পারিবারিক ছবি। তবে সবকটা দেখার সময় পাবে না, অন্তত এই একটা এ্যালবাম দেখ।

আমি আগ্রহ নিয়ে এ্যালবামটা নিয়ে পাতা উল্টাতে শুরু করলাম। প্রথম ছবিটা সিনথিয়ার বাবা, মা এবং মায়ের কোলে ছোট্ট সিনথিয়া। ওর দাদা দাদীর ছবি, সিনথিয়ার শিশুকাল, কৈশোর কাল, স্কুলের পড়া এক হাস্যজ্জ্বোল কিশোরী সিনথিয়ার ছবি, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নকালীন ছবি, সিনথিয়ার বিয়ের ছবি, ফুটফুটে মেয়ে কোলে সিনথিয়া ইত্যাদি ছবিগুলো যত্নের সাথে একের পর এক দেখে চললাম।

এক পর্যায়ে অতি সন্তর্পণে আমি বললাম, অনুমান করছি ছবির এই ফুটফুটে মেয়েটা চ্যাংমিং ।

সিনথিয়া বললো, হ্যাঁ, মেয়েটা একটি রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে পড়ে। তবে স্কুল ছুটি হলে এখানেই আমার সাথে থাকে।

সবগুলো ছবি দেখার পর এ্যালবামটা ফিরিয়ে দেয়ার সময় বললাম, অপূর্ব মায়াবী এবং মহীয়সী

এক নারীর অভ্যুদয়ের প্রতিচ্ছবি আমার হৃদয়ে গেঁথে নিলাম। সৌন্দর্যের একটা মাত্রা থাকে, কিন্তু সেটিকেও তুমি অবলীলায় অতিক্রম করে গেছো।

সিনথিয়া বললো, তুমি বাড়িয়ে বললেও এমন কথা এর পূর্বে কারো কাছে কখনও শুনিনি।

আমি বললাম, তাহলে আমাকে বলতেই হবে যে তোমাকে এখনো কেউ পরিপূর্ণ দেখেনি। একজন সিনথিয়ার মধ্যে আরেক জন সিনথিয়া রয়েছে, তাঁকে দেখতে না পারলে এবং আবিষ্কার করতে না পারলে পরিপূর্ণভাবে তোমাকে দেখা যাবে না।

আমার এ কথা শুনে সিনথিয়ার ভাবান্তর হলো। অশ্রুধারায় সিক্ত হলো ওর চোখ দুটো। রুমাল দিয়ে অশ্রু লুকোবার ব্যর্থ প্রয়াস দেখে আমি আশ্চ্যার্যান্বিত ও হতভম্ব হয়ে ওর দিকে অনিমিষ তাকিয়ে থাকলাম।

মুহূর্তেই ও নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, তুমি তো জান যে আমি বিবাহিতা, কিন্তু আমার হাজবেণ্ড সম্পর্কে তুমি কখনো কিছু জানতে চাওনি।

আমি বললাম, প্রশ্নটা যে মনে উদয় হয়নি তা বলবো না, তবে জিজ্ঞেস করার মত প্রসঙ্গ ও ফুরসত কোনটাই পাইনি। যদি কিছু মনে না কর তবে তোমার হাসবেণ্ড সম্বন্ধে বলতে পার।

এবার সিনথিয়া হেসে উঠে বললো, এ প্রসঙ্গটা কথাচ্ছলে আরো একবার উত্থাপিত হয়েছিল কিন্তু তুমি এই প্রশ্নটা করোনি। বস্তুত এ প্রশ্নটি তুমি করবে কি করবে না সেই অপেক্ষাতেই ছিলাম। যা হোক, বিষয়টি তোমার মতো একজন বন্ধুর কাছে ব্যক্ত করবো, এ সিদ্ধান্ত আমি নিয়েই রেখেছি।

সিনথিয়ার অভিব্যক্তিতে এমন দৃঢ়তার ছাপ ইতিপূর্বে আমি দেখিনি। আনমনা ভাব কাটিয়ে সুনিপুণ দৃষ্টিতে ও আমার দিকে তাকিয়ে থকলো। আমি পৃথিবীর সকল ব্যথিত নারীর দুঃখে ভরা মুখগুলো ওর মুখের ভেতর দেখতে পেলাম।

সিনথিয়া বললো, এ প্রসঙ্গে যতটুকু বলার তা হলো, আমার হাসবেণ্ড একজন বিদ্বান মানুষ এবং তিনি যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। বিয়ের মাত্র দুবছর পর তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান ও পরবর্তী তিন মাসের মধ্যেই তিনি তাঁর এক সহকর্মীকে বিয়ে করেন এবং সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করে তাকে ক্ষমা করতে বলেন। আমি বিনা দ্বিধায় তাঁর কাছে ডিভোর্স লেটার পাঠিয়ে দেই। দুবছরের দাম্পত্য জীবনে আশির্বাদ হয়ে রয়েছে আমার মেয়ে চ্যাংমিং, ওর ডাক নাম বোলীন। মেয়েটাকে নিয়ে অত্যন্ত সুখে কাটছে আমার জীবন।

আমি কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললাম, প্রত্যয় ও বিশ্বাস কি সত্যিই এতটা ভঙ্গুর যে তা মোহ দ্বারা সহজেই নিয়ন্ত্রিত হতে পারে? অনবদ্য সুখ ও আনন্দের উৎস পেছনে ফেলে যারা লোভাতুর হয় পরিণামে দুঃখের অতলান্ত সাগরে তারা নিমজ্জিত হয়, এর প্রমাণ আমি অনেক পেয়েছি।

আমার কথার কোনপ্রকার মন্তব্য না করে সিনথিয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলো। মনে হলো দূর দূরান্তে তারকাদের জগৎ পেরিয়েও আরো দূরে ও যেনো কিছু একটা দেখছে।

এর মধ্যে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। চারিদিকে বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে। একজন পরিচারিকা এসে বললো যে ডিনার প্রস্তুত।

সিনথিয়া উঠে দাঁড়িয়ে হাসির রেশ ছড়িয়ে বললো, যে প্রসঙ্গ এক সময় অন্তহীন ছিল তা আজ অতীব সংক্ষিপ্ত। কয়েকটি শব্দ উচ্চারণের মধ্যেই সকল কথা শেষ হয়ে যায়।

আমি বললাম, আপাতদৃষ্টিতে শেষ হয়েছে বলে মনে হলেও এর রেশ থেকে যায় মনের গভীরে। নদী মরে গেলেও তার চিহ্ন কিন্তু থেকে যায় বহুকাল।

সিনথিয়া বললো, থাক এসব কথা। অতীতের অনেক কথাইতো তোমাকে বলেছি। আমার অতীত এই প্রসঙ্গটাও অতীতের মধ্যেই থাকতে দাও। যদিও অতীতের সকল বিষণ্নতার মধ্যে আমি উপভোগ্য কিছু না কিছু খুঁজে পাই। তবে এখন অতীতের কোন নিরানন্দ বিষয় দিয়ে বর্তমানকে বিষাদময় করে তুলতে চাই না। এখন চল, ডিনার প্রস্তুত।

আমি সিনথিয়াকে অনুসরণ করে ডিনারের টেবিলে গিয়ে বসলাম। নিমিষের মধ্যে পরিস্থিতি, পরিবেশ এবং মনোভাবটা সম্পূর্ণ বদলে গেল। বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের সম্ভারে টেবিলটা পরিপূর্ণ। এর মধ্যে নানরুটি ও কাবাব আমাকে প্রলুব্ধ করলো। ভাজা মাছসহ কয়েক পদের মাছের ডিশ দেখেও বেশ খুশি হলাম। আমার প্রিয় আইটেমগুলো যে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নির্বাচন করা হয়েছে তা টেবিলে সজ্জিত বাহারি খাবারের ডিসগুলো দেখে নিমিষেই অনুমান করতে পারলাম।

সিনথিয়া বললো, এ সবকিছু তোমার জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। পেট ভরে খাবে কিন্তু।

আমি বললাম, তুমিতো জানই, খাবারের বিষয়ে আমার কোন কার্পণ্যতা নেই। তদুপরি যে সকল খাবার এখানে দেখতে পাচ্ছি তার প্রায় সব কটিই আমার প্রিয়। সুতরাং এগুলোর সদ্ব্যবহার বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

সিনথিয়ার সাথে একান্তে বসে একে একে সুস্বাদু খাবারগুলো গলাধঃকরণ করতে থাকলাম। খাবারের সময় নানাবিধ আলাপের মধ্যে ওদের পারিবারিক ঐতিহ্যের কথাই বেশি হলো।

আমি অত্যন্ত সন্তর্পণে প্রতিটা খাবারের স্বাদ উপভোগ করলাম। অন্যরকম অনুভূতি। সীমাহীন রুচি আমাকে আবিষ্ট করে তুললো। ডিসের পর ডিস শেষ করে চলেছি। আমি যে পরিমাণ খেলাম তা ইতিপূর্বে কখনো কোথায়ও খেয়েছি বলে মনে হলো না। বিষয়টি নিজের কাছেই অত্যন্ত আশ্চর্যের বলে মনে হলো।

আমার এই গোগ্রাসে খাবার খেতে দেখে সিনথিয়া না জানি কি ভাবছে, এই চিন্তা করে বললাম, তুমি যা খেলে তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি আমি খেয়েছি। তবে সাধারণত আমি এরকমভাবে এতো বেশি খাবার খাই না।

সিনথিয়া বললো, আসলে তুমি খেয়াল করোনি, আজ আমিও স্বাভাবিকভাবে যা খাই তার চেয়ে অনেক বেশি খেয়েছি।

নানাবিধ ফল, ডেজার্ট এবং সর্বোপরি কফি পরিবেশনার মধ্য দিয়ে ডিনারের পর্ব শেষ হলো।

আমি বললাম, তোমার এখানে সুস্বাদু খাদ্য সম্বলিত আজকের এই ডিনারের কথা স্মরণ থেকে মুছে যাবার নয়। আজ থেকে বহুদিন পরেও যখন খাবারের টেবিলে বসবো তখন আজকের এই ডিনারের স্মৃতি আমাকে উদ্বেলিত করবে।

সিনথিয়া একটু হেসে উঠে বললো, আমি সত্যিই ভাগ্যবতী এইজন্য যে আজকের খাবার তোমাকে পরিতুষ্ট করতে পেরেছে। তবে তোমার দেশের খাবারের মতো ততটুকু সুস্বাদু হয়নি হয়তো। আমি জানি তোমার দেশের খাবার খুবই সুস্বাদু।

আমি বললাম, বিষয়টি আপেক্ষিক। সবার কাছেই তার নিজের দেশের খাবার পছন্দনীয়।

সিনথিয়া বললো, কথাটা নির্ঘাৎ সত্য। তবে তোমার দেশের খাবার খেয়ে দেখতে হবে। তুমি যদি রান্না-বান্না করতে পারো তবে আমার এখানেই আয়োজন করতে পারি। তুমি শুধু বলবে কি কি সামগ্রী তোমার প্রয়োজন।

আমি বললাম, রান্না-বান্না যতটুক জানি তাতে মনে হয় উতরানো যাবে। তবে এই কর্মটি সম্পাদনের জন্য আমার কয়েকটা দিন সময়ের প্রয়োজন হবে। কিছু কিছু মসল্লা রয়েছে যা এখানে হয়তো পাওয়া যাবে না। আগামী মাসের তিন অথবা চার তারিখে আমি দেশে যাবো। ঈদের পর্বটা পরিবারের সাথে উদযাপন করে ফিরে আসার সময় প্রয়োজনীয় মসল্লা নিয়ে আসবো। তাছাড়া আমার অফিসের সহকর্মীদের জন্যও অন্তত একবার আমাকে রান্না করতে হবে। তবে তুমি যেদিন আমাদের বাংলাদেশে যাবে সেদিন আমি তোমার জন্য এমন আয়োজন করবো যে তুমিও দীর্ঘদিন সে কথা মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে না।

সিনথিয়া প্রবল হাসি ছড়িয়ে বললো, তোমার রান্না করা খাবার খাওয়ার জন্য এবং তোমাদের সবুজ-শ্যামল দেশে যাওয়ার জন্য আমি সত্যিই উদগ্রীব হয়ে আছি।

আমি বললাম, যাই বলো- রোমাঞ্চকর একটা দিন আজ আমরা অতিবাহিত করলাম। তোমার সাথে কাটানো অনেকগুলো দিনের মতো আজকের এই দিনটাও আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তোমাকে ধন্যবাদ সিনথিয়া।

সিনথিয়া বললো, তোমাকেও ধন্যবাদ জানাই তোমার মূল্যবান সময় আমাকে দেয়ার জন্য।

আমি বললাম, এবার আমাকে উঠতে হবে। রাত নয়টা বাজে।

সিনথিয়া বললো, চল তোমাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসি।

আমি বললাম, অযথা তোমাকে কষ্ট করতে হবে না, একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমি একাই চলে যেতে পারবো।

কিন্তু সিনথিয়া আমাকে একা ছাড়লো না। ওর নীল রংয়ের গাড়িটা নিয়ে আমাকে হোটেলে নামিয়ে দিল। আমি গাড়ি থেকে নেমে ওকে ধন্যবাদ জানালাম। ও আমার কথার প্রত্যুত্তর দিয়ে এবং পরে আবার দেখা হবে বললো। গাড়িটা বাঁক নিয়ে বড় রাস্তায় উঠে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

আমি রুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিভৃতে বসে কিছুক্ষণ সময় বিশেষ মগ্নতায় অতিবাহিত করলাম। সিনথিয়ার ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতায় অতীত পরিভ্রমণের পর যে মাথা ব্যথা শুরু হয়েছিল তা অবসান হলেও এখনও মাথাটা বেশ ভারী বলে মনে হচ্ছে। বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম এবং নিমিষেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলাম।

পরদিন যথারীতি অফিসে গেলাম। অফিস সেক্রেটারী লিলিং ছাড়া অফিসে আর কেউ নাই। বন্যা ত্রাণের তদারকি ও সহযোগিতা করতেই আমার অধিক সময় পার হচ্ছে। এভাবেই ব্যস্ততার মধ্যে পার হচ্ছিলো দিনগুলো। ১৯৯৯ সালের বর্ষপূর্তি এবং ২০০০ সাল উদযাপনের সন্ধিক্ষণ ঘনিয়ে আসছে।

এর মধ্যে ঘটলো এক মহা বিপত্তি, চারিদিক থেকে গুঞ্জন উঠলো যে বছরের শেষ দিন মধ্য রাতে ১৯৯৯ সংখ্যাটি যখন ২০০০ এ গিয়ে পড়বে তখন সকল কম্পিউটারের প্রোগ্রামসমূহ ওলট পালট হয়ে মহা সমস্যার সম্মুখীন হবে এবং কম্পিউটার নির্ভর পৃথিবী এক মহা দুর্যোগের মধ্যে নিপতিত

হবে। বিশেষজ্ঞগণ এর নাম দিয়েছেন "ওয়াই ২ কে" ভাইরাস। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য জেনেভা থেকে কয়েকটি বার্তা পেলাম। এদিকে বর্ষপূর্তির কদিন আগে থেকেই লিলিং ছুটি নিয়ে চলে গেছে। আমি অফিসে সম্পূর্ণভাবে একা।

ডিসেম্বর মাসের শেষ দিন পার হলো। রাতে ভাল ঘুম হলো না। আজ ২০০০ সালের প্রথম দিন। সকালে ঘুম থেকে উঠে একরকম তড়িঘড়ি করেই অফিসে গেলাম। আমাদের সংস্থার চায়না জাতীয় দপ্তরও আজ ছুটির আওতায় রয়েছে। একটা বিশাল অফিস কমপ্লেক্সের মধ্যে শুধু নিরাপত্তা প্রহরী এবং আমি কর্মরত রয়েছি। আজকে মূলত আমার আর কোন কাজ নেই, শুধু "ওয়াই ২ কে" এর প্রতিক্রিয়া দেখা এবং ক্ষতিকর কিছু ঘটলে জেনেভাকে তাৎক্ষণিকভাবে তা জানানোই হচ্ছে লক্ষ্য ।

টেবিলে বসে এক রাশ শঙ্কার পরও সতর্কতার সাথে ডেস্কটপ কম্পিউটারটি অন করলাম। কোন প্রকার পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম না। সব কিছু ঠিকঠাক রয়েছে বলে জেনেভাকে জানালাম। জেনেভা থেকেও ধন্যবাদসূচক বার্তা পেলাম। যা হোক ক্ষতিকর কিছু না ঘটায় আশ্বস্ত হলাম।

এক কাপ কফি বানিয়ে নিয়ে আবার টেবিলে গিয়ে বসলাম। কিছু একটা প্রিন্ট করবো বলে প্রিন্টারের সুইসটা অন করতেই প্রিন্টারটা সচল হয়ে উঠলো এবং একের পর এক প্রিন্ট করা সিট বেরিয়ে আসতে থাকলো। আমি চমকে উঠে পিছিয়ে গেলাম। ভাবলাম এইতো "ওয়াই ২ কে" এর প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। আমি তড়িৎ গতিতে প্রিন্টারের সুইচ বন্ধ করে দিয়ে জেনেভাকে জানালাম যে "ওয়াই ২ কে" এর প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে এবং এর ফলে প্রিন্টার উল্টাপাল্টা আচরণ করছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত জেনেভা থেকে বার্তা পেলাম, "ওয়াই ২ কে" এর সাথে প্রিন্টার চলা বা বন্ধের কোন সম্পর্ক নেই। তবে সতর্ক থাকার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ"।

হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনাটি সম্পর্কে ভালভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে কেন যে জেনেভাকে জানাতে গেলাম তা ঐ মুহূর্তে অনুধাবন করতে পারলাম না। কিছুক্ষণ ঠায় বসে থেকে বাকি কফিটুকু শেষ করলাম। প্রিন্টারের সুইসটা আবার অন করলাম, সেই একই অবস্থা, প্রিন্টিং শুরু হয়ে গেল।

বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখলাম যে গতকাল একটা প্রিন্ট করাকালীন বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সুইচ অফ করে আমি চলে গিয়েছিলাম। আজ সকালে এসে কম্পিউটার অন করে পরবর্তীতে যখন প্রিন্টার অন করেছি তখন গতকালের প্রিন্ট অর্ডার অনুযায়ী প্রিন্টিং শুরু হয়ে গিয়েছিলো যা স্বাভাবিকভাবেই হবার কথা। মনে মনে লজ্জা পেলাম কারণ এর সাথে "ওয়াই ২ কে" এর ন্যূনতম কোন সম্পর্ক নেই। তবে বিষয়টি সম্পর্কে উত্তেজনা বেশি থাকায় এবং আমার তড়িঘড়ি আচরণের জন্যই এমনটি ঘটে গেল। যা হোক "ওয়াই ২ কে" সম্পর্কিত আশঙ্কার নিরসন হওয়ায় মনে মনে স্বস্তি পেলাম।

আর কোন কাজ না থাকায় দুপুরের পূর্বেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পাশের সুপার মার্কেটে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে হোটেলে ফিরে গেলাম। বছরের প্রথম দিন। দেশের কথা এবং পুত্রকন্যাদের কথা মনে পড়লো। কেমন যেনো একটা বিষণ্নতা আমাকে পেয়ে বসলো। কিছুটা অবসাদে সোফায় বসেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হলাম।

ক্রিং ক্রিং টেলিফোনের শব্দে তন্দ্রাচ্ছন্নতার অবসান হলো। টেলিফোনের রিসিভার তুলতেই সিনথিয়ার কণ্ঠ ভেসে এলো।

সিনথিয়া বললো, শুভ নব বর্ষ। কেমন আাছো? বেশ কয়েকদিন হলো তোমার সাথে যোগাযোগই করতে পারছি না। আমি বললাম, শুভ নব বর্ষ। আমি ভাল আছি, তুমি কেমন আছো?

সিনথিয়া বললো, আমি ভাল আছি। আজ বছরের প্রথম দিনে তুমি আমার বিশেষ সম্মানিত অতিথি। আজ আমরা একসাথে দুপুরের খাবার খাবো এবং ডিনার করবো। আধা ঘন্টার মধ্যে আমি তোমার হেটেলে আসছি, তুমি প্রস্তুত হয়ে লবিতে থাকবে।

আমি তথাস্তু বলে টেলিফোন রাখলাম।

দুপুর হতে এখনোও অনেকটা সময় বাকি। অলসতা কাটিয়ে উঠে পড়লাম। হাত মুখ ধুয়ে পরিপাটি হয়ে লবিতে গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই সিনথিয়ার আবির্ভাব ঘটলো। নব বর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করে গাড়িতে উঠে আমি সিনথিয়ার পাশে বসলাম। সিনথিয়া গাড়ি চালাচ্ছে। হালকা নীল রংয়ের পোষাক মাথায় স্কার্ফ, ওকে আজ অনেক প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে। হোটেলের পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠে গাড়ি এগিয়ে চললো সামনের দিকে।

গাড়ি চালানোর সতর্কতা বজায় রেখে সিনথিয়া বললো, এই চীন দেশে আমাদের নিজস্ব বর্ষ রয়েছে যা স্প্রিং ফেষ্টিভাল নামেও পরিচিত। আমরা অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে দেশব্যাপী নানাবিধ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বর্ষ বরণ বা স্প্রিং ফেষ্টিভাল উদ্‌যাপন করে থাকি। দুই হাজার সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পাঁচ তারিখে তুমি চাইনিজ বর্ষবরণের বর্ণাঢ্য আয়োজন দেখতে পাবে। নতুন বছরের পনেরো তারিখে অনুষ্ঠিত ল্যান্ট্রান ফেষ্টিভাল পর্যন্ত বর্ষবরণ অনুষ্ঠানাদি চলতেই থাকবে।

আমি বললাম, আমাদেরও নিজস্ব বাংলা সাল রয়েছে। দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে বাংলা সালকে যথ যথভাবে অনুসরণ না করলেও প্রকৃতপক্ষে বর্ষবরণ আমরা বাংলা নববর্ষেই করে থাকি। সকল কাজকর্মে গ্রেগরিয়ান ক্যালেণ্ডার বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করার পরও বস্তুতপক্ষে ইংরেজী নববর্ষ আমরা উদ্‌যাপন করিনা। শুধুমাত্র "হ্যাপি নিউ ইয়ার" এই সম্ভাষণের মধ্যেই ইংরেজী নববর্ষের উদ্‌যাপন সীমাবদ্ধ থাকে।

এরপর নতুন বছরের প্রথম লগ্নে "২ ওয়াই কে" সংক্রান্ত গল্প শুনে সিনথিয়া হাসির রোল তুলে বললো, মনে রাখার মতো একটা কাজ করে ফেলেছো। আসলে সত্যি কথা বলতে কি আমিও "২ ওয়াই কে" নিয়ে চিন্তিত ছিলাম। শঙ্কা অনুযায়ী বিষয়টি ঘটে গেলে কিন্তু মহাবিপত্তির সূত্রপাত হতো। আমার বিশেষ দৃষ্টি ছিলো বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে "২ ওয়াই কে" এর কোন প্রভাব পড়ে কিনা সেই বিষয়টির উপর। কিন্তু যখন দেখলাম যে চাইনিজ এয়ারলাইন্সের বিমান নববর্ষের প্রথম প্রহরেই নির্বিঘ্নে আকাশে উড়ে প্রমাণ করলো যে ভয়ের কিছু নেই তখন সত্যিই স্বস্তি পেলাম।

আমি বললাম, এবার না হয় অনায়াসেই শঙ্কামুক্ত হওয়া গেল কিন্তু ভবিষ্যতে যদি এমন ধরনের কিছু একটা সত্যি সত্যিই ঘটে যায় তবে বিশ্বব্যাপী আমাদের অবস্থাটা কি হবে ভেবে দেখেছো কি? কারণ যেভাবে আমরা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর উপর নির্ভরশীল তাতে মুহূর্তমাত্র সময়ের ব্যত্যয় আমাদের জীবনযাত্রায় মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে।

সিনথিয়া বললো, তুমি ঠিকই বলেছো। কোন একটি ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীলতা মারাত্মক বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এর ব্যাকআপ সাপোর্ট বা টেকসই বিকল্প ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বিশেষজ্ঞদের কাজ করা প্রয়োজন।

আমি বললাম, তোমার ধারণা নিঃসন্দেহে যুক্তিযুক্ত।

সিনথিয়া বললো, পুরাতন বছরের তিরোধান লগ্নে আমিও অত্যন্ত জরুরি একটি কাজ সম্পাদন করেছি।

আমি বললাম, কি কাজ করেছো?

সিনথিয়া বললো, বিগত বছরের কার্যক্রম মূল্যায়ন করে যে সকল কাজ কল্যাণকর ছিল না অথবা আমার যে সকল কাজে মানুষ কষ্ট পেয়েছে সেগুলো স্মরণ ও পর্যালোচনা করেছি এবং কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়েছি। ঠিক একইভাবে প্রার্থনা করেছি যে নতুন বছরে এর পুনরাবৃত্তি যেনো কিছুতেই আর না ঘটে।

আমি বললাম, কোন একটা সময়ে নিজের কৃতকর্মের মূল্যায়ন করাটা অত্যন্ত জরুরি।

সিনথিয়া বললো, এটাকে একটা প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করে বছরভিত্তিক করা গেলে সবচেয়ে ভাল হয়। এর মাধ্যমে ঐ নির্দিষ্ট সময়ে নিজের জীবনের সবচেয়ে বড় সামর্থ তথা সফলতা চিহ্নিত করা যায় এবং বিফলতার প্রতিবিধান করা সহজ হয়।

আমি বললাম, জীবনের সবচেয়ে বড় সামর্থ ও সফলতা বলতে তুমি কি কোন নির্দিষ্ট গুণাবলীর কথা বোঝাতে চাইছো?

সিনথিয়া বললো, একটু আগে আমি ঐ বিষয়টির উল্লেখ করেছি অর্থাৎ জীবনের সবচেয়ে বড় সামর্থ ও সফলতা হলো কাজে ও কথায় মানুষকে কষ্ট না দেয়া এবং এর উল্টোটাই হলো সবচেয়ে বড় বিফলতা বা ব্যর্থতা।

এমনিতেই রহস্যময়ী সিনথিয়াকে নিয়ে আমার ভাবনার অন্ত ছিল না তদুপরি বছরের প্রথম দিন তাঁর মুখ নিসৃত এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি তত্ত্বকথা আমাকে গভীরভাবে আবিষ্ট করলো এবং ওর প্রতি আমার আগ্রহ আরো শতগুণে বৃদ্ধি পেলো।

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে সিনথিয়া বললো, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে শুধু দাবি করলেই চলবে না, মানুষকে প্রমাণ করতে হবে যে সে সত্যিই শ্রেষ্ঠ। লক্ষ লক্ষ মানুষের নিরলস প্রচেষ্টায় তিলে তিলে গড়ে উঠা সভ্যতা এখন বিকশিত। ভাল-মন্দ এবং ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য নিরূপণে এখন তো আর দ্বিধা থাকার কথা নয়। কিন্তু এর পরও কিছু মানুষের ব্যর্থতা যখন অনেক মানুষের দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তখন মনে হয়, তবে কি মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চক্রটি এখনো অসম্পূর্ণ থেকে গেল?

আমি নিবিষ্ট মনে সিনথিয়ার কথা শুনছিলাম। চকিতে একবার ওর দিকে তাকিয়ে এই মুহূর্তে ওর অভিব্যক্তি অনুধাবনের চেষ্টা করলাম। ওর মুখাবয়বে এক অসম্ভব দৃঢ়তার প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠলো। তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। আমি চলমান গাড়ি থেকে বাইরে মানুষের কর্মচঞ্চল গতিবিধি দেখতে দেখতে ভাবলাম অবিনশ্বর যে শান্তির আশায় সিনথিয়া নিবেদিত তা কি কোনদিন সত্যিই প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে?

রাস্তার পাশে একটা রেস্টুরেন্টের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সিনথিয়া বললো, চলো দুপুরের খাবারটা এখানেই সেরে নেই।

আমি বিনা বাক্য ব্যয়ে ওর সাথে রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করলাম। স্যুপ, সব্জি মেশানো ভাজা ভাত, ভাজা মাছ, মুরগি ইত্যাদি সহযোগে পরিবেশিত খাবার তৃপ্তি সহকারে খেয়ে নিলাম। কিছুক্ষণ গল্পগুজব ও কফি পানের পর বাইরে বেরিয়ে দেখলাম সূর্যটা পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়েছে। একখণ্ড

মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ায় সূর্যের বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটা মেঘখণ্ডের চারিদিকে জাজ্বল্যমান ।

গাড়িতে উঠে সিনথিয়া বললো, ইচ্ছা ছিল তোমাকে নিয়ে বেহাই পার্কে যাব। ওখানে একটা বোট নিয়ে লেকের পানিতে ভাসবো। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার জন্য আজ আর তা করা যাবে না। তবে চল সন্ধ্যায় চাওইয়াং থিয়েটারে যাই, ওখানে ভাল এ্যাক্রোবেট শো হয়।

আমি বললাম, ভালই হবে কারণ এ্যাক্রোবেট শো আমি খুবই পছন্দ করি। চাইনিজ এ্যাক্রোবেট দলের এক সফরকালীন সময়ে ঢাকায় বেশ কয়েকবার আমি এই ধরনের অবাক করা কসরত প্রত্যক্ষ করেছি।

সিনথিয়া বললো, আমাদের দেশের এ্যাক্রোবেট টিম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে তাঁদের পারদর্শিতা প্রদর্শন করে সুনাম কুড়িয়েছে।

প্রশস্ত রাস্তা ছেড়ে হঠাৎ একটা বাই লেন ধরে গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার দুই পাশে নানা ধরনের ফুলের সমাহার দেখে আমি স্তম্ভিত হলাম। সিনথিয়া গাড়ি পার্ক করে আমাকে নামতে বললো। আমি ওকে অনুসরণ করলাম। থরে থরে সাজানো ফুল। সেই সাথে ফুলের সুবাসে বিমুগ্ধ হলাম। অনেকক্ষণ হেঁটে হেঁটে ফুলের এই অপরূপ স্নিগ্ধতা উপভোগ করলাম। সিনথিয়া একটা ফ্লওয়ার শপে গিয়ে একটা ফুলের তোড়া কিনলো। আমিও একটা তোড়া কিনলাম।

ফিরে আসার পর গাড়িতে বসে সিনথিয়া সহাস্য বদনে ফুলের তোড়াটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, আজ নববর্ষের প্রথম দিনে বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ আমার এই ক্ষুদ্র উপহার গ্রহণ করো।

আমি বিমুগ্ধ চিত্তে ফুলের তোড়াটি সিনথিয়ার হাত থেকে গ্রহণ করলাম।

এরপর আমার তোড়াটি হাতে নিয়ে ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, আমার জীবনের শ্রেষ্টতম বন্ধুর মর্যাদায় তুমি আমার অন্তরের অন্তস্থলে অধিষ্টিত, তোমার মহিমান্বিত অর্ন্তদৃষ্টি এবং অবিসংবাদিত দার্শনিক চিন্তাশক্তির মধ্যে শান্তির যে অমিয়ধারা বয়ে চলেছে তার কিছুটা হলেও সন্ধান পেয়ে আমি ধন্য, আজকে এই নববর্ষের সূচনা দিনের শুভ লগ্নে আমার হৃদয়ের অভিলাষ ও শুভ কামনায় সিক্ত এই পুষ্পার্ঘ গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করো।

মূহূর্তের মধ্যে সিনথিয়ার চোখদুটো ছলছল করে উঠলো। ফুলের তোড়াটি সে আমার হাত থেকে গ্রহণ করে কিছুটা চেপে ধরে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে তুললো। সিনথিয়া নিজেকে সংবরণ করতে পারলো না। চোখের দুফোটা অশ্রু চিবুক বেয়ে নিচে গড়িয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে ও নিজেকে স্বাভাবিক করে তুললো।

চোখ দুটো মুছতে মুছতে সিনথিয়া বললো, দুঃখিত, জানি না এ কেমন ভাবাবেগ আজ আমাকে পেয়ে বসলো। আশা করি তুমি কিছু মনে করোনি।

আমি বললাম, ভাবাবেগে আপ্লূত হওয়াটা মানুষের অমূল্য গুণাবলীর একটি। আবেগহীন মানুষ সাধারণত যুক্তিনির্ভর হতে পারে না। দুঃখভরা আবেগ এবং আনন্দভরা আবেগ দুটোই অশ্রু ঝড়ায়। আবেগপ্রবণ সকল মানুষই আমার শ্রদ্ধাস্পদ।

সিনথিয়া বললো, দুঃখটা কি জান? তোমার মতো একজন সুহৃদ মানুষের সংস্পর্শ আমার কপালে বেশিদিন জুটবে না। তুমি তো তোমার দেশে ফিরে যাবে। তুমি কি ভাবতে পারছো তোমার অবর্তমানে কি বিশাল শূন্যতার মধ্যে আমাকে সময় কাটাতে হবে? লক্ষ লক্ষ মানুষের কোলাহলে

মুখরিত বেইজিং শহর কত না আনন্দ জোয়ারে ভাসবে অনুক্ষণ কিন্তু একজন বন্ধুর অবর্তমানে অপর বন্ধুর অপার বেদনা কেউ কি বুঝবে কখনো?

সিনথিয়ার কথা শুনে এবার আমি ভাবাবেগে আপ্লুত হলাম। আমার চোখদুটোও সিক্ত হয়ে উঠলো। এর মধ্যেই আমি নিজেকে সামলে নিলাম।

সুস্থির হয়ে সিনথিয়ার চোখে চোখ রেখে বললাম, এরই নির্মম সত্যটুকু যে আমি ভাবিনি তা কিন্তু নয়। তবে অনেক বেদনা রয়েছে যা আনন্দের নির্ঝর হয়ে প্রতিভাত হয়। আমাদের বর্তমান এবং অতীত জুড়ে যে বিশাল স্মৃতিময় সাগর ক্রমেই বিস্তৃত হয়ে চলেছে তোমার অবর্তমানে ঐ সাগর অবগাহন করে অপার আনন্দ আহরণ করেই না হয় সমৃদ্ধ হবে আমার ভবিষ্যতের পথচলা। এ কথা ভাবলেই হৃদয় নিংড়ানো আনন্দাশ্রুর সাথে বেদনাশ্রুর ধারা রোধ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

সিনথিয়া বললো, এ কথাও সত্যি যে একটা সুখের ভাণ্ডার তিলে তিলে আমরা বিনির্মাণ করে চলেছি, সব কিছু ছাপিয়ে ঐ সুখই তোমাকে এবং আমাকে পরিব্যাপ্ত করে রাখবে এটা এখন আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা।

সন্ধ্যা সমাগত। সড়ক বাতিসহ চারিদিকের ভবনসমূহের আলোগুলো একের পর এক জ্বলতে শুরু করেছে। অসংখ্য মানুষের ভিড়ে ব্যতিব্যস্ত রাস্তার পাশে পার্ক করা গাড়ির ভেতরে আমরা দুজন মনের গভীর থেকে উৎসরিত ভাব প্রকাশ করে চলেছি। মনে হচ্ছে আমরা স্থান, কাল, পাত্র সম্পূর্ণ ভুলে গেছি।

আমি বললাম, এ্যাক্রোবেট শো দেখার কথা কি ভুলে গেলে?

সিনথিয়া একরাশ মায়াবী হাসি ছড়িয়ে বললো, চলো।

আমাদের গাড়ি ছুটে চললো চাওইয়াং থিয়েটারের দিকে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম।

গাড়ি পার্ক করে টিকিট সংগ্রহ করে সিনথিয়া বললো, প্রথম শো শেষ হতে আরো আধা ঘন্টা বাকি রয়েছে। চলো ইত্যবসরে আমরা চা-কফি কিছু পান করে নিই।

আমি বললাম, চলো।

আজকে চাওইয়াং থিয়েটারের বেজায় ভিড়। রেস্টুরেন্টগুলোও তথৈবচ। এর মধ্যেই একটা রেস্টুরেন্টে বসার জায়গা সংকুলান করে নিলাম।

সিনথিয়া শুধালো, মানুষের ভিড় তোমার কেমন লাগে।

আমি বললাম, মানুষের সমারোহ নিয়েইতো আমার কারবার। দুর্যোগ ও দুর্বিপাকে জনগোষ্ঠীর সাথে কাজের সুবাদে মানুষের ভিড় আমার কাছে এতটাই সহনীয় হয়ে গেছে যে মনে হয় এটাইতো স্বাভাবিক।

সিনথিয়া বললো, আমাদের মতো শ্রেণি-গোষ্ঠীর মানুষের সংস্পর্শে এলে দামি পারফিউম ও সুগন্ধিতে চারিদিক মুখরিত হয় পক্ষান্তরে গরীব খেটে খাওয়া মানুষের সমারোহে তাঁদের গায়ের ঘামের গন্ধ অনেকেইতো সহ্য করতে পারে না। অথচ এই কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষের ঘাম ঝরানো অক্লান্ত পরিশ্রমলব্ধ উৎপাদন পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করছে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ। সচরাচর সমাজের বিত্তশালী গোষ্ঠীটি হলো সবচেয়ে সুবিধাবাদী গোষ্ঠী। উৎপাদনের সাথে এদের

সম্পর্ক নাই বললেই চলে, আর থাকলেও তা পরোক্ষ কিন্তু মুনাফা লুটের বেলায় ওরাই প্রত্যক্ষ ও অগ্রগণ্য। এই সুবিধাবাদী গোষ্ঠীটি নিজেরা ভিড় করে না এবং ভিড় দেখলে তা পরিহার করে চলে। আমিও তোমার মতো ভিড় দেখতে ভালবাসি এবং ভিড়ের মধ্যে চলতে ভালবাসি।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ভাবলাম সাধারণ মানুষের প্রতি সিনথিয়ার যে দৃষ্টিভঙ্গি তা সত্যিই অসাধারণ। এই প্রথমবারের মতো মনে হলো যে, সিনথিয়া যে সকল বিষয়সমূহ আলোচনা বা একান্তভাবে আমাকে গোচরীভূত করেছে তাতে মনে হয় আমি সিনথিয়ার অত্যন্ত মূল্যবান এবং একনিষ্ঠ একজন ছাত্র এবং সে অত্যন্ত সংগোপনে ও সতর্কতার সাথে আমাকে মানবতার মর্যাদা ও তা সমুন্নত রাখার নানাবিধ পাঠ দানে নিমগ্ন রয়েছে। পূর্বাপরের মতো এ কথাও মনের গভীরে উঁকি দিল যে একটা পরিকল্পনার অংশ হিসাবেই সিনথিয়া আমাকে নিয়ে কিছু একটা বিশেষ কাজ সম্পাদন করতে চায়। তবে এটা কি ধরনের কাজ হতে পারে তা পূর্বেও ভেবে পাইনি এবং আজও তা ঠাওর করতে পারলাম না।

চায়ের কাপ হাতে সিনথিয়া তাঁর সেই রহস্যময় হাসি ছড়িয়ে বললো, এই মুহূর্তে তুমি যা ভাবছো সেটা কতটুকু সত্যি তা অচিরেই একদিন জানতে পারবে।

আমি বললাম, ভুলেই গিয়েছিলাম যে তুমি মনের কথা পড়তে পার কিন্তু কি করবো বলো মনটাকেতো আর সবসময় বশে রাখা যায় না? ধারণাপ্রসূত চিন্তাধারা ঝরণার মতো বয়ে চলেছে নিরবধি। এটা সত্যিই আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

সিনথিয়া বললো, চিন্তাগুলো হাওয়ায় মিলিয়ে গেলে চলবে না। চিন্তাগুলোকে ধরে রেখে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং এর সামনে বাস্তবতাকে দাঁড় করিয়ে দেখতে হবে যে দুইয়ে দুইয়ে চার হয়েছে কিনা।

আমি বললাম, আমিতো তোমার ছাত্র। পরীক্ষা নিয়ে দেখ পাশ করতে পারি কিনা।

সিনথিয়া বললো, আমাদের শো শুরু হতে এখনো কিছু সময় বাকি রয়েছে। চল হলের দিকে এগোই।

আমরা রেস্টুরেন্ট থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। হলের ভেতরে প্রবেশ করলাম। হলের ভেতরটা বেশ মনোরম। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ইতিমধ্যে স্বল্প সংখ্যক দর্শক হলে প্রবেশ করেছে।

আমি বললাম, বেইজিং আসার পর এই প্রথম কোন অনুষ্ঠান দেখবো বলে হলে ঢুকেছি। আমি যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি তখন মাঝে মাঝে সাপ্তাহিক ছুটির দিন সিনেমা হলে গিয়ে ইংরেজি সিনেমা দেখতাম। তখনকার সময়ে সাপ্তাহিক ছুটির দিন সকাল দশটার দিকে ম্যাটিনি শো হতো। আজকে তোমার সাথে এ্যাক্রোবেট শো দেখতে এসে বাল্যকালের রোমাঞ্চকর সেই অনুভূতি অনেকদিন পর যেনো আবার অনুভব করছি।

সিনথিয়া বললো, এ রকম স্মৃতি এবং অনুভূতি আমারও রয়েছে। ছোটকালে আমিও সিনেমা এবং বিভিন্ন প্রকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি উপভোগ করতে ভালবাসতাম। এজন্য মায়ের বকুনিও খেয়েছি অনেকবার। এ সংক্রান্ত এক বিপত্তির কথা মনে হলে এখনোও আমার হাসি পায়।

আমি শুধালাম, ঘটনাটা খুব চমকপ্রদ হবে বলে মনে হচ্ছে।

সিনথিয়া বললো, একদিন বন্ধুদের সাথে স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখতে গেলাম। সিনেমাটায় অত্যাচারের দৃশ্য ছিলো। অত্যাচারিত মানুষের দুঃখ দেখে আমার দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে

পড়লো। এক পর্যায়ে কান্নায় মুষড়ে পড়লাম। এতোক্ষণ সবার অলক্ষ্যে থাকলেও এক পর্যায়ে কান্নার শব্দ সামলতে পারলাম না। আমার ক্লাসমেটরা আমাকে নিয়ে বিপত্তিতে পড়লো। কিছুতেই কান্না থামছে না। উপায়ন্তর না দেখে সিনেমা দেখা বাদ দিয়ে ওরা আমাকে নিয়ে বাইরে এলো। আমি হঠাৎ করেই অসুস্থ বোধ করলাম এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হলো। ঐ ঘটনায় আমার মা অসম্ভব রকমভাবে রেগে গিয়েছিলেন এবং তাঁর অগ্নিমূর্তির কথা আজো আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

আমি বললাম, ঘটনাটা শুনে তোমার স্বকীয়তা কিছুটা হলেও অনুমান করতে পারছি।

সিনথিয়া বললো, তোমার কথা বুঝতে পারছি না। আমার কি স্বকীয়তা তুমি অনুমান করছো?

আমি বললাম, তুমি একজন অতি দরদী মানুষ এবং মানবতার নির্যাস তুমি মাতৃজঠর থেকে সাথে করে নিয়ে এসেছো। তোমার জন্মের পর থেকেই তা বিকশিত হতে হতে মানবতার সকল গুণাবলী সমন্বয়ে তুমি এখন মহীরুহ, মহিমান্বিত ও বিশ্বমানবতার একটি উজ্জ্বল প্রতীক হয়ে উঠেছো। অন্য কেউ তোমাকে চিনতে পেরেছে কিনা জানিনা কিন্তু আমি ঠিকই তোমার অশ্রান্ত মনটাকে উন্মোচন করে একজন মানব দরদী মহামনীষীকে আবিষ্কার করে ফেলেছি।

সিনথিয়া বললো, তুমি অতিরঞ্জিত কথা বলছো। আমি আসলে ওসব কিছুই না। আমি অতি নগণ্য একজন সাধারণ মানুষ এবং একই সাথে বিবেকবান ও প্রতিবাদীও বটে। তবে আমার প্রতিবাদের ভাষা আজকের এই আধুনিক মানুষের কাছে কতটুকু বোধগম্য তা আমি নিজেই জানি না। অন্যদিকে প্রতিবাদের আওয়াজটা যদি জোরালো এবং সর্বমুখী না হয় তবে তা আপামর জনতার কাছে পৌঁছতেও তো পারবে না। যেহেতু মানুষ তার স্বভাববশত অতি সহজেই সব কিছু ভুলে যায় সেহেতু বার্তাটা এমন প্রবল হতে হবে যে তা যেনো হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আমি বললাম, মর্মকথাটাতো এখানেই স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আমার বিবেক ও বিবেচনা সংশয়হীন দৃঢ়তা নিয়ে তোমার ভেতরের অনন্য চিত্রটিই অবলোকন করছে। বিবেকের বিচারের সাথে অন্তর নিঃসৃত প্রত্যয় সঠিক মাত্রায় যোগসূত্র স্থাপন করতে পারলেই প্রতিবাদের ভাষা রচিত ও সূচিত হয়। তোমার ক্ষেত্রে তা পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত হয়ে একটা মহীরুহের আকার ধারণ করেছে। এখন তুমি বিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ প্রাঞ্জল এক সত্তা।

বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতায় পরিস্থিতি ও পরিবেশ ভুলেই গিয়েছিলাম।

সিনথিয়ার কথায় সম্বিত ফিরে পেলাম। দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখলাম যে ইতিমধ্যেই দর্শক সমারোহে পুরো হল ভরে গেছে। হঠাৎ করে হলের সবগুলো বাতি নিভে গেলো। অন্ধকারের মধ্যে চীনা ভাষায় কিছু ধারাবর্ণনা শোনা গেল। সিনথিয়া তরজমা করে আমাকে শোনালো।

হঠাৎ করেই আবার হলের বাতি জ্বলে উঠলো। ধীরে ধীরে মখমলের অতিকায় রক্তিম বর্ণের পর্দাটা ভাগ হয়ে দুপাশে অপসৃত হলো।

শুরু হলো জাকজমকপূর্ণ বর্ণিল এ্যাক্রোবেট শো। একটি নৃত্যগীতির সাথে মনোরম অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে শুরু হলো অনুষ্ঠান। স্থান কাল পাত্র ভুলে গিয়ে মনের মাধুরী মিশিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে মানুষের একাগ্রতার মূর্ত প্রকাশ অকল্পনীয় শারীরিক কসরৎ প্রত্যক্ষ করতে থাকলাম। অসম্ভব দ্রুততা এবং ক্ষিপ্রতার সাথে মনঃসংযোগের সমন্বয় দেখে মনে মনে ভাবলাম যে কি অসম্ভব সাধনই না মানুষ করতে পারে। দলগত নানা ভঙ্গিতে শারীরিক উপস্থাপনা, সাইকেলের খেলা, শূন্যে ঝুলে ঝুলে

অবিশ্বাস্য নানা ধরনের শ্বাসরুদ্ধকর খেলা, টেবিলের উপর কাঁচের প্লেটের সমষ্টিগত সঞ্চালন, ম্যাজিকের মাধ্যমে অঙ্গভঙ্গি, বর্ণিল ছাতার খেলা, মাথার হেট নিক্ষেপ ও তা অর্ধাবৃত্তাকার হয়ে ঘুরে এসে নিক্ষেপকারীর মাথায় প্রতিস্থাপিত হওয়া ইত্যাদি দেখতে দেখতে বিস্ময়াভিভুত অবস্থাতেই একসময় অনুষ্ঠান শেষ হলো। দুই ঘন্টা সময় কি করে যে এতো দ্রুততার সাথে পার হলো তা বুঝতে পারলাম না। হলভর্তি উচ্ছলিত মানুষ বাইরে বেরুনোর জন্য লাইন ধরে এগুচ্ছে। আমরা নিজেদের সিটে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম। ভিড় কমে এলে হলের বাইরে বেরিয়ে এলাম।

গাড়িতে উঠে গাড়ি ষ্ট্রাট দিতে দিতে সিনথিয়া বললো, এখন চল একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে ডিনারটা সেরে নেই। আতংকপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর উপস্থাপনা দেখতে দেখতে পেটের ভেতর ক্ষুধাটা জাঁকিয়ে বসেছে।

আমি বললাম, আমারও তথৈবচ অবস্থা।

কিছুটা পথ এগিয়ে গিয়ে একটা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের সামনে আমাদের গাড়ি থামলো। কেতাদুরস্ত সুদর্শন এক যুবক রেস্টুরেন্টের প্রবেশমুখে আমাদেরকে স্বাগত জানালো। আমরা ভেতরে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে একটা টেবিল নিয়ে বসলাম।

সিনথিয়া খাবারের অর্ডার দিয়ে আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে একটু মোহনীয় হাসি হেসে বললো, কেমন দেখলে এ্যাক্রোবেট শো?

আমি বললাম, প্রত্যাশার চেয়েও অধিক। ইতিপূর্বে ঢাকায় যে দুটি শো দেখেছিলাম সে দুটোর চেয়ে আজকেরটা অনেকটাই ভিন্ন মাত্রার।

সিনথিয়া বললো, এখানে এ্যাক্রোবেট শো পরিবেশনায় পারদর্শী অনেকগুলো গোষ্ঠী রয়েছে। প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট থাকে। পূর্বে তুমি যে দুটো শো দেখেছো সেগুলো কিছুটা ভিন্নমাত্রার হবে সেতো স্বাভাবিক। তবে এই অসম্ভবপ্রায় উৎকর্ষতা অর্জনটাকে আমি একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের প্রতিচ্ছবি হিসেবে বিবেচনা করি। এদের উদ্ভাবনশীলতাও নিঃসন্দেহে বৈচিত্রপূর্ণ।

আমি বললাম, অসাধ্য সাধন করা সেতো একমাত্র মানুষের পক্ষেই সম্ভবপর।

সিনথিয়া বললো, মানুষকে অপার আনন্দ দানের যে উদ্দেশ্য নিয়ে শিল্পীবৃন্দ তাঁদের পরিবেশনাটি উপস্থাপন করলো তা কি সর্বক্ষেত্রে নিয়োজিত সকলের জন্য একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নয়? যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে এবং রাজনীতি করে তাঁরা কি এদের মতো একাগ্রচিত্তে তাঁদের করণীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন চর্চা করে থাকে?

আমি বললাম, লোভ লালসা ও স্বার্থের পরিমণ্ডলের বাইরে কি আমরা যেতে পেরেছি কখনো?

সিনথিয়া বললো, শুধু বর্তমান যুগ নয় অতীতের সকল সময়েই এই সহজ সমীকরণের ব্যত্যয় ঘটেছে ফলে অগণিত মানুষ যেমন মৃত্যুবরণ করেছে তেমনি অসংখ্য মানুষ অপরিসীম দুঃখ কষ্টের বেদনায় নিষ্পেষিত হয়েছে। ঐ সকল বেদনা বুকের গভীরে নিয়ে কালের সাক্ষী হয়ে নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাস।

আমি আজ আবার সিনথিয়াকে নতুন এক রূপে আবিষ্কার করলাম। মনে মনে ভাবলাম সিনথিয়া শুধুমাত্র এ যুগের মানুষ নয়, যুগের পর যুগ পার হয়ে নির্যাতিত সকল মানুষের ব্যথা বেদনা সঙ্গে নিয়ে বর্তমানের কঠিন বাস্তবতায় আবির্ভূত হয়েছে সে। কালাতিক্রমী এই নারী নিঃসন্দেহে মহিয়সী এবং মহিমান্বিত। তবে আমাকে নিয়ে তাঁর এই বিস্তর ভাব বিনিময় ও সময়ক্ষেপণ

সম্পর্কে যখন চিন্তা করি তখন তাঁর অপার রহস্যময়তা আমাকে উদ্বেলিত করে।

সিনথিয়া হঠাৎ করেই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে সাবলীল কণ্ঠে বললো, খাবার এসে গেছে। এখন অন্য কোন কথা নয়।

আমি আমার প্রিয় কিছু খাবার দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম।

সিনথিয়া বললো, নান রুটি, কাবাব, পনিরপালক, ডাল ইত্যাদি তো ইন্ডিয়ান রেষ্টুরেন্ট ছাড়া পাওয়া যায় না। বেশ কিছুদিন তুমি এগুলো খাচ্ছনা। এগুলো শুধু তোমার একারই প্রিয় নয়, আমিও এ খাবারের অতিশয় ভক্ত।

আমি বললাম, তোমার কথার সাথে তাল মিলিয়ে বলছি এখন অন্য কোন কথা নয়।

আমরা খাবারে মনঃসংযোগ করলাম। পরিবেশিত গরম গরম খাবারগুলো পরিতৃপ্তির সাথে খেতে লাগলাম। সুমধুর সুর লহরী রেস্টুরেন্টের পরিবেশটাকে ছন্দময় করে তুলেছে। সেতার, এসরাজ, বেহালা ও তবলার সমন্বয়ে অপূর্ব সুর লহরীর মধ্যে একসময় আহার পর্ব শেষ হলো। টেবিলের উপর মসৃণ রাংতা মোড়ানো সুমিষ্ট পানের খিলি দেখে বিস্মিত হলাম। চীন দেশে আসার পর কখনো কোথায়ও পান আমার চোখে পড়েনি।

আমার ঔৎসূক্যপূর্ণ মনোভাব লক্ষ্য করে সিনথিয়া বললো, সাধারণত পান-সুপারি এখানে সহজলভ্য নয়, তবে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টগুলোতে মাঝে মধ্যে তা পাওয়া যায়।

আমি একটা পান তুলে মুখে দিয়ে চিবুতে চিবুতে বললাম, অতি ভোজনের পর পানের রস হজমে সহায়তা করে, একটা পান খেতে পার।

সিনথিয়া বললো, গাছের এই বিশেষ পাতাটি যে ঔষধি গুণসম্পন্ন তা আমি জানি এবং ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার আমি এটা চিবিয়ে খেয়েছি। পান আমার কাছে ভালই লাগে তবে সমস্যা হলো এর সাথে অন্যান্য মিশ্রণ সামগ্রী যা চিবানোর পর অতি দ্রুত কুলি করে মুখ না ধুতে পারলে আমার অস্বস্তি বোধ হয়। পানের সাথে তামাক পাতার তৈরি জর্দার মিশ্রণ অত্যন্ত ক্ষতিকর। যারা অত্যাধিক পান খান তাঁদের দাঁতের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

আমি কিছুটা অবাক হয়ে শুধালাম, তুমি পান না খেয়েও এই সত্য কথাগুলো জানলে কি করে?

সিনথিয়া বললো, পান বিষয়ক এক আর্টিকেলে এগুলো পড়েছিলাম।

এর পর একটা পান তুলে নিয়ে মুখে পুরে আমার দিকে চেয়ে সিনথিয়া হাসতে হাসতে বললো, শুধু পানের ক্ষেত্রে বলছি কেন, সকল ক্ষেত্রেই মাত্রাতিরিক্ত সব কিছুই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। যা হোক বসায় গিয়ে ভাল করে দাঁত ব্রাশ করে নিলেই হবে।

রেস্টুরেন্ট থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখলাম কয়েকজন তরুণ তরুণী আগুন জ্বালিয়ে ফানুস উড়াচ্ছে। এক একটি ফানুসের সলতেয় অগ্নি সংযোগের পর তা ধীরে ধীরে শূন্যে উঠে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে বেশ কয়েকটা ফানুস আকাশে উত্থিত হলো। আয়োজক তরুণ তরুণীদের প্রতি হাততালি দিয়ে আমরাও ওদের আনন্দের সাথে একাত্ম হলাম।

সিনথিয়া গাড়িতে উঠে গাড়ি ষ্ট্রার্ট দিয়ে বললো, বছরের প্রথম দিন আজ না হয় একটু দেরি করে ঘুমালে। চলো, তোমাকে মধ্যরাতের উন্মাদনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেই।

আমি কৌতুহলী হয়ে বললাম, সেটা আবার কি?

সিনথিয়া মুচকি হেসে বললো, গেলেই দেখতে পাবে।

আমি বললাম, আজ রাতের বাকিটুকু নিদ্রাদেবীকে ছুটি দিয়ে তোমার সাথে নিশি বিহারেই না হয় নিমগ্ন রইলাম। চলো যে দিকে তোমার মন চায় আমাকে নিয়ে চলো।

রহস্যময় হাসির রেশ ছড়িয়ে সিনথিয়া বললো, তোমাকে তো আমি বহুদূরে নিয়ে যেতে চাই।

কিছুটা সময় নিশ্চুপ থেকে ও আবার বললো, আমি ভাববাদী মানুষ নই, তবুও বাসনার ঘোড়া ছুটিয়ে দিগন্ত পেরিয়ে ছুটে যেতে ইচ্ছে করে দূরে আরো দূরে কোথায়ও যেখানে বঞ্চনা ও জীর্ণতা বিবর্জিত সমাজে সুস্থ মানুষেরা শান্তিতে বসবাস করে।

আমি সিনথিয়ার মুখাবয়বের দিকে তাকিয়ে ওর ভ্রুকুঞ্চিত অভিব্যক্তি লক্ষ্য করার অভিলাষ পরিহার করতে পারলাম না। ওর এই অভিব্যক্তির সাথে আমি ভালভাবে পরিচিত। এ ধরনের বিশেষ সময় এবং পরিবেশেই ওর হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি মুখাবয়বে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে। এর আগেও বহুবার আমি ওর এই দুরন্ত প্রত্যয়মাখা অপরূপ রূপ প্রত্যক্ষ করেছি। আমি ওর দিকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকলাম। দৃষ্টিটাকে ওর হৃদয়ের অন্তস্থলে প্রবিষ্ট করে বাসনা ও আকাঙ্খার ভাণ্ডার ছুঁয়ে দেখার প্রয়াস পেলাম। কিন্তু অতলান্ত সাগরের অন্ধকারে আমার দিব্য দৃষ্টি প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হলো। অতঃপর ভাবলেশহীন নির্বিকার আমি সংকোচ নিয়েই উপবিষ্ট থাকলাম।

অলিগলি পার হয়ে ছুটে চলছে গাড়ি। প্রায় আধা ঘন্টা পর আলো ঝলমল একটা অট্টালিকার সামনে এসে গাড়ি থামলো। সিনথিয়ার সাথে ভেতরে প্রবেশ করলাম। অনেক মানুষের কোলাহলে মুখরিত পরিবেশ। এদের মধ্যে তরুণ তরুণীর সংখ্যাই বেশি।

সিনথিয়া বললো, শীত শুরু হয়ে যাওয়ায় ভবনের অভ্যন্তরে এই আয়োজন স্থানান্তরিত হয়েছে এবং ভিড়ও বেড়েছে। কিন্তু বছরের অন্যান্য সময়ে এখানের উন্মুক্ত রাস্তার দু পাশে অসংখ্য চেয়ার টেবিল সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত থাকে এবং পান পাত্র হাতে উৎফুল্ল তরুণ তরুণীদের কোলাহলে মুখরিত থাকে নিশাবসানের পূর্ব পর্যন্ত।

সিনথিয়াকে অনুসরণ করে আমিও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সুস্থির হয়ে বসলাম। রাতের মধ্য প্রহর সমাগত প্রায়। রাতের তাপমাত্রা বেশ কমেছে। এখন প্রতিদিনই তাপমাত্রা কিছুটা করে কমছে।

আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না সিনথিয়া কেন আমাকে এখানে নিয়ে এলো। এখানে ব্যাণ্ড সংগীতের তীব্র আওয়াজ, মদ্যপান এবং ছেলেমেয়েদের নাচানাচি ছাড়া আরতো কিছু নেই।

আমার চিন্তাধারার ঠিক এই মুহূর্তেই সিনথিয়া বলে উঠলো, বাহ্যত এটাকে কারাওকি অর্থাৎ একটা বিশেষ ধারার সঙ্গীতানুষ্ঠান হিসাবে চিহ্নিত করলেও সার্বিকভাবে এর উদ্দেশ্য নানাবিধ। তোমাকে এখানে নিরর্থক নিয়ে আসিনি। ভাল করে চেয়ে দেখ এই তরতাজা ছেলে মেয়েদেরকে। কোনরূপ নৈতিকতার প্রশ্ন না তুলে আমি বলতে চাই এ ধরনের আয়োজন শুধুমাত্র অর্থের অপচয়ই নয় মূল্যবান সময়ের অপচয়ও বটে। একই সাথে স্বাস্থ্যগত দিকটাও অবহেলা করার মতো নয়। নেশাগ্রস্ত এসকল যুবক যুবতী রাতের পর রাত জেগে থেকে নিজেদেরকে ঝুঁকিপ্রবণ করে তুলছে। এদের মধ্যে অনেকেই এখন নেশাগ্রস্ত এবং সংগত কারণেই বিকারগ্রস্ত। ভবিষ্যতের দায়িত্ব পালনে এরা সফলকাম হবে কি? নানা ধরনের নেশার সামগ্রী এখন নাগালের মধ্যে এসে যাওয়ায় এরা স্বাধীনভাবে তা ব্যবহার করে চলেছে। এদের হাতে কোনরূপ দায়িত্ব অর্পণ কতটুকু সমীচীন

তা নিয়ে আমি সত্যিই দ্বিধাগ্রস্ত। এখানকার এই পুরো চিত্রটার বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করার জন্যই মাঝরাতে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি।

আমি সিনথিয়াকে সমর্থন করে বললাম, শুধুমাত্র এখানে নয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই জীবন বিনাশী প্রয়াস দৃশ্যমান এবং তা ক্রমবর্ধমান।

সিনথিয়া বললো, এই অশুভ প্রচেষ্টার সাথে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়েই রয়েছে একটি করে কুচক্রী মহল। এদের বলয়গুলো প্রায়ক্ষেত্রেই বেশ শক্তিশালী। কোথায়ও কোথায়ও রাষ্ট্রের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের ছত্রচ্ছায়ায় এই অবৈধ কার্যক্রম শাখা প্রশাখা বিস্তার করে পরিচালিত হচ্ছে।

আমি বললাম, এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে মারাত্মক বিষয়টি হলো স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েদেরকে মাদকাসক্ত করে তোলার অশুভ প্রয়াস।

সিনথিয়া বললো, যারা এটি পরিচালনা করে তারা কোন পর্যায় বা পাত্রপাত্রী বিবেচনা করে না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য অবৈধ অর্থ উপার্জন। এ ক্ষেত্রটিতে লাভের পরিমাণ এতই অধিক যে যারা এর সাথে একবার জড়িত হয় তারা এর থেকে সহজে আর ফিরে আসতে পারে না।

আমি বললাম, বিষয়টি যেহেতু দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে সেহেতু এটিকে উচ্ছেদ বা সমূলে উৎপাটন অতি সহজে সম্ভবপর নয়। তবে সচেতনতার দিকটি আরো প্রবল করার প্রয়োজনীয়তার সাথে সাথে এটাকে অবনমিত করার জন্য মাদক বিরোধী মতধারা ও কার্যক্রমকে আরো সুদৃঢ় ও কার্যকরী করে গড়ে তোলা প্রয়োজন।

সিনথিয়া আমার কথায় সম্মতি জানিয়ে বললো, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। একটু অপেক্ষা কর, আমি দুটো কোমল পানীয় নিয়ে আসছি।

এখানের সার্বিক পরিবেশটা আমার কাছে দুর্বিসহ বলে মনে হলো। বদ্ধ ঘরের মধ্যে অসংখ্য সিগারেটের ধোঁয়ার উদ্‌গিরণ একেবারেই অসহ্য।

সিনথিয়া কোমল পানীয় ভরা একটা গ্লাস আমার হাতে দিয়ে বললো, তারুণ্যের বিশৃঙ্খল উচ্ছলতার এই অশান্ত উর্মিমালা সমাজের তটরেখায় আছড়ে পরে শালীনতার যে ভাঙন সৃষ্টির সূচনা করছে তা কি তুমি দেখতে পাচ্ছ? আমার কাছে এ বিষয়টি দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট। বহুকাল আগে পড়েছিলাম যে, শিশুকাল থেকেই জীবনের ভিত্তিমূলে যদি সুদৃঢ় মূল্যবোধ সংযোজন করা না যায় তবে নানাবিধ অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ রোধ করা প্রায় অসম্ভব একটা বিষয়। এখন এ দৃশ্য আমাকে সেই সত্যকেই চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

আমি বললাম, স্থান-কাল-পাত্রের প্রেক্ষিতেইতো সকল কর্মকাণ্ড সঞ্চালনশীল। সময়ের বিবর্তন পরিবর্তনের অনুঘটক। আমরা কি করে এই সত্যকে অস্বীকার করবো?

সিনথিয়া বললো, তুমি তো জান যে যুগের পর যুগ পেরিয়ে মানব সমাজের নানাবিধ পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই শাশ্বত মহাসত্যটা এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। একে যদি তুমি সাদরে গ্রহণ না করে দূরে সরিয়ে রাখ তবে সমাজ বিনির্মাণে সেই সুফলতার সন্ধান তুমি পাবে কি করে? সত্যকে দূরে রাখাটা আত্মহত্যার সামিল নয় কি?

আমি সিনথিয়াকে সমর্থন করে বললাম, সিগারেট এবং অন্যান্য নেশা জাতীয় দ্রব্যাদির দুর্গন্ধে এখানে বেশিক্ষণ বসে থাকা যাবে না।

সিনথিয়া বললো, তুমি যথার্থই বলেছো, চলো আমরা প্রস্থান করি।

কোমল পানীয় শেষ করে সিনথিয়ার সাথে বাইরে এলাম। মধ্যরাতের বেইজিং। তবে একেবারে নীরব নিস্তব্ধ নয়। সিনথিয়া গাড়ি চলাচ্ছে।

আমি বললাম, আগামী পরশুদিন আমি পনেরো দিনের ছুটিতে বাংলাদেশে যাচ্ছি। ছুটি থেকে ফিরে এসেই বাংলাদেশি ফিষ্টের আয়োজন করবো।

সিনথিয়া হেসে উঠে বললো, তুমি নিজে রান্না করে খাওয়াবে, সেই দিনটির জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় আছি।

আমি বললাম, আসল কথা হলো গিন্নির কাছ থেকে তালিম নিয়ে এবং প্রয়োজনীয় মসল্লা সংগ্রহ করেই তবে রান্নার কাজে হাত দেব।

সিনথিয়া এবার হাসির রোল তুলে বললো, তোমার গিন্নিকে সাথে করে নিয়ে আসলেইতো সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

আমি বললাম, সেটা হলেতো ভালই হতো কিন্তু ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা ও পড়াশোনা কাজে সে এতো বেশি ব্যতিব্যস্ত যে তাঁর পক্ষে দেশের বাইরে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া দুষ্কর। তা ছাড়া আমার এই মিশনটা স্বল্পকালীন বিধায় পরিবার নিয়ে বসবাসের উপযুক্ত নয়।

সদর রাস্তা ধরে চলতে চলতে অল্প সময়ের মধ্যেই আমার হোটেলের সামনে এসে গাড়ি দাঁড়ালো।

সিনথিয়া বললো, কালতো অফিস বন্ধ। কোন বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকবে কি?

আমি বললাম, কোন কাজ নেই। তুমি যদি কোন দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণের পরিকল্পনা করে থাকো তবে মন্দ হয় না। সিনথিয়া বললো, সকাল দশটায় লবিতে থাকবে। আমি আসবো।

ও আমাকে বিদায় জানিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে বড় রাস্তায় উঠে গেল। গাড়ির ব্যাক লাইটের আলো মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি গাড়িটার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম।

হোটেলে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। দিনের কর্মকাণ্ডের কথা চিন্তা করতে করতে একসময় অঘোর ঘুমের মধ্যে হারিয়ে গেলাম।

প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে জগিং করতে বাইরে না গিয়ে রুমের মধ্যেই হাত পা নেড়ে কিছুক্ষণ ব্যায়াম করে নিলাম। প্রস্তুত হয়ে পৌনে নটার সময় নিচে নেমে হোটেলের লবি সংলগ্ন খোলা চত্তরে একটা ব্রেকফাস্ট টেবিলে নিয়ে বসলাম। ব্রেকফাস্ট শেষ করে কাপে কফি ঢেলে দুধ চিনি মেশাচ্ছিলাম। তখন সোয়া সাড়ে নয়টা বাজে। সিনথিয়া এসে হাজির হলো।

আমি ওর শুভেচ্ছার প্রত্যুত্তর দিয়ে শুধালাম, কফি চলবে?

সিনথিয়া বললো, এককাপ হলে মন্দ হয় না।

একটা কাপ নিয়ে কফি ঢালতে ঢালতে আমি শুধালাম, আজ কোথায় যাবে বলে ঠিক করলে?

সিনথিয়া বললো, শহরতলী এলাকায়। আমার কিছু বস্তিবাসী বন্ধুদের সাথে আজ সারাদিন আনন্দ স্ফুর্তি করে কাটাবো।

আমি বললাম, চমৎকার আইডিয়া। দেরি না করে চল এখুনি উঠে পড়ি।

সিনথিয়া বললো, বস্তিগুলোর ভেতরের অলিগলি খুবই অপ্রশস্ত, গাড়ি নিয়ে চলাচল দুষ্কর, তাই গাড়ি নিয়ে আসিনি। আজ “রেন্ট এ কার” হবে আমাদের সারাদিনের বাহন।

আমি বললাম, এখানকার ট্যাক্সি সার্ভিস তুলনামূলকভাবে ভাল। শহরের ভেতর সব সময়েই ট্যাক্সি সহজলভ্য। আমাদের দেশে ট্যাক্সি সার্ভিস তোমাদের তুলনায় অনেক পশ্চাদপদ।

সিনথিয়া বললো, সকল প্রকার সার্ভিসই চাহিদার উপর নির্ভরশীল। সম্প্রতিকালে এখানে পর্যটকদের ভিড় বেড়েছে এবং দিনে দিনে এর প্রসার ঘটছে। আসলে ক্রমবর্ধনশীল এই চাহিদার ফলেই প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে।

আমি বললাম, তোমাদের এই দেশ সত্যিই মনোমুগ্ধকর এবং বৈচিত্রপূর্ণ। পৃথিবীর যে সকল দেশ সভ্যতার সূতিকাগার বলে বিবেচিত তার মধ্যে চীন অবশ্যই অন্যতম। এ জন্যই ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহানবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলেছেন যে, 'জ্ঞান অর্জন করার প্রয়োজনে সুদূর চীন দেশে যেতে হলেও যাও"।

সিনথিয়া বললো, ঐ মহামনীষীর বিখ্যাত এই উক্তিটি আমি জানি। আজ থেকে প্রায় এক হাজার চার শত বছর আগেকার ঐ উক্তিটির কথা স্মরণ হলেই আমি উদ্বেলিত হই। আমাদের এই চীন দেশের গরিমা সম্পর্কে এতো বড় সত্যায়ন আর কেউ কখনো করেছে কিনা তা আমার জানা নেই। আমার দেশের বহুবিধ গর্বের মধ্যে এই উক্তিটি আমার সর্বপ্রধান পরম গর্বের একটা বিষয়। আমি আশা পোষণ করি যে এই মহামূল্যবান উক্তিটির সাথে চীন দেশের প্রতিটি মানুষ পরিচিতি লাভ করুক।

সিনথিয়ার কথা শুনে আমি আবার ভাবান্তরিত হলাম। মহানবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর প্রজ্ঞাময় ঐ উক্তিটি সিনথিয়া জানে, এরজন্য সে গর্ব বোধ করে এবং এটাকে চীন দেশের গর্ব হিসাবে বিবেচনা করে ভেবে আমার অন্তরে সে একজন নিরহঙ্কার উদারপন্থী মানুষ হিসাবে অধিষ্ঠিত হলো। সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি সহ ধর্মজ্ঞানেও সমান সমৃদ্ধশালী এমন একজন বিদুষী নারী আমি কখনো দেখিনি।

কফির কাপে শেষ চুমুকটুকু দিয়ে সিনথিয়া বললো, এবার চলো, আমরা আমাদের কাজে যাই।

আমার চিন্তার জগত এই ভাবনায় আবার আলোরিত হলো যে আমরা তা হলে বেড়াতে বা ভ্রমণে যাচ্ছিনা, আমরা যাচ্ছি কাজে। আমাকে অন্তরঙ্গতার নিবিড় বন্ধনে বেঁধে নিয়ে কি এমন কাজ যা সিনথিয়া সমাধা করতে চায়? যেখানেই যাই, যা কিছু করি, যা কিছু দেখি তার সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দুতে শুধু মানুষের কল্যাণের কথাই সে বলছে। অতীতের ইতিহাস ও বর্তমানের বাস্তবতার সাথে ভবিষ্যতের একটা পথ বিনির্মাণই যেনো ওর একনিষ্ঠ স্বপ্ন। যে পথ হবে প্রশস্ত ও মসৃণ। যে পথ বেয়ে হেঁটে যাবে মানুষ নির্বিঘ্নে, সহমর্মিতায়, নির্মোহ ভালবাসায় সবসময় আগামী অনাদিকাল।

সিনথিয়া বললো, কফি শেষ, চলো আমরা আমাদের আজকের দিনের কর্মসূচি শুরু করি।

আমি ভাবনার জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে সিনথিয়ার সাথে বাইরে এলাম। একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমরা ছুটে চললাম ডাউন টাউনের দিকে। সকালের সোনা ঠিকরে পড়ছে গাড়ির উপর। শীতের সকালে মিষ্টি রোদের প্রলেপ এবং উষ্ণতা অনুভবের মধ্য দিয়ে বেইজিং নগরীর সৌন্দর্য অবলোকন করছি। নব বর্ষের দ্বিতীয় দিন। রাস্তায় গাড়ির আধিক্য তেমন নেই। সিনথিয়া ড্রাইভারের সাথে ক্ষণে ক্ষণে কথা বলছে। ড্রাইভার অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গাড়ি চালাচ্ছে এবং সিনথিয়ার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে সিনথিয়া বললো, আমাদের তরুণ এই ড্রাইভারের নাম জুনজেইন। সে বলছে যে তার নামের অর্থ হলো সুদর্শন নায়ক।

আমি জুনজেইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললাম, তোমার নামটা মোটেই বাস্তবতা বিবর্জিত নয়। তুমি আসলেই সুদর্শন।

সিনথিয়া তরজমা করে আমার বক্তব্য ওকে জানালো।

জুনজেইন আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ওর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো।

সিনথিয়া বললো, আমরা শহরতলির যে বস্তির দিকে যাচ্ছি জুনজেইন সেই বস্তিতেই তার মা, বাবা ও বোন নিয়ে বসবাস করে। একসময় ওদের পরিবার সচ্ছল ছিল। নদীর পারে যে গ্রামে ওরা বসবাস করতো সেটি বন্যার প্রকোপে নিমজ্জিত হয় এবং নদী ভাঙনের করাল গ্রাসে ওদের পুরো গ্রামটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বাড়িঘর সহায় সম্পত্তি হারানোর পর দু বছর পূর্বে ওরা শহরে এসে বস্তিতে আশ্রয় নেয়। পরিবারের সবাই কর্মঠ বিধায় বেশ সাচ্ছন্দেই দিনাতিপাত করছে ওরা। জুনজেইন ওদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে। তুমি যদি ইচ্ছে কর তবে আমরা ওর বাড়িতে যেতে পারি।

আমি বললাম, ভালই হবে, ওদের সবার সাথে পরিচিত হতে পারবো।

সিনথিয়া বললো, জুনজেইন আমরা তোমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

জুনজেইন প্রফুল্ল চিত্তে আমাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে উদ্দামতার সাথে গাড়ি চালাতে লাগলো।

বিভিন্ন রাস্তা ঘুরেফিরে প্রায় ঘন্টাখানেক সময় গাড়ি চালানোর পর সামনে একটা খালি জায়গায় গাড়ি পার্ক করে জুনজেইন বললো, এটাই হচ্ছে আমাদের বস্তি।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে জুনজেইনকে অনুসরণ করলাম।

একটা গলির মধ্য দিয়ে প্রায় দশ মিনিট হাঁটার পর একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ও বললো, এটা হচ্ছে আমার বাসস্থান।

দরজায় কড়া নাড়ার পর মধ্যবয়সী এক নারী দরজা খুলে বাইরে এলেন।

জুনজেইন বললো, ইনি হচ্ছেন আমার মমতাময়ী মা।

আমরা জুনজেইনের মাকে শুভেচ্ছা জানালাম। তিনিও আমাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ঘরের ভেতরে বসার জন্য বললেন। আমরা ঘরের মধ্যে রক্ষিত জরাজীর্ণ একটা সোফায় বসলাম। চারিদিকে ইটের দেয়াল হলেও ছাদটা সিআই সিটের এবং নিচে প্লাইউডের ছাউনি। ঘরের ভেতরটা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। দেয়ালে টাঙ্গানো রয়েছে খরস্রোতা নদীর একটি ফটোগ্রাফ। ঘরের কোণে একটা বাইসাইকেল। জুনজাইনের মা আমাদেরকে বসিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

জুনজেইন বললো, আমার বাবা দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। বাবা মারা যাবার পর থেকে সংসারের দায়িত্ব আমাকে নিতে হয়েছে। এখন গাড়ি চালিয়ে যা আয় হয় তা দিয়েই জীবনধারণ করতে হচ্ছে।

কি ধরনের দুর্ঘটনায় ওর বাবা মারা গেছেন আমি তা জানতে চাইলাম।

জুনজেইন বললো, আমার বাবা একটা রাইস মিলে সুপারভাইজার হিসাবে চাকুরি করতেন। ধান সংগ্রহ করে মিলে নেয়ার সময় হাইওয়েতে ব্রেক ফেল করে ওর ট্রাকটি রাস্তার পাশে উল্টে যায়।

মুমূর্ষ অবস্থায় হাসপাতালে নেয়া হলেও মাথায় গুরতর আঘাতের ফলে বাবার জ্ঞান আর ফিরে আসেনি। দুর্ঘটনার দুদিন পর তিনি আমাদেরকে ছেড়ে পরপারে চলে যান। পরে জানতে পেরেছি যে ড্রাইভারের অতিরিক্ত মদ্যপানই ছিলো দুর্ঘটনার মূল কারণ।

আমি বললাম, বেদনা বিধুর ঘটনাটি মনে করিয়ে দেয়ার জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি।

জুনজেইন বললো, আপনার দুঃখিত হবার কোন কারণ নেই। আমি যখন গাড়ি চালাই তখন সর্বক্ষণই বাবার দুর্ঘটনার কথা মনে করি ফলে নিজের মধ্যে একটা সতর্কতা তৈরি হয়। যন্ত্রের সাথে মানুষের সমন্বয় যদি যথাযথ না হয় তবে দুর্ঘটনা রোধ করা যাবে না - এ কথাটি আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।

এমন সময় সুন্দরী এক তরুণী ঘরে প্রবেশ করলো।

জুনজেইন বললো, এ হচ্ছে আমার বোন কাইমিং। কয়েকদিন যাবৎ ও জ্বরে ভুগছে। তবে এখন অনেকটাই ভাল।

আমরা মেঙগাওকে শুভেচ্ছা জানালাম।

কাইমিং আমাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললো, আপনারা আমাদের বাড়িতে এসেছেন এ জন্য আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। সত্যি বলতে কি বিগত এক বছরে আমাদের বাড়িতে কোন অতিথি আসেনি।

সিনথিয়া বললো, তোমাদের আত্মীয়স্বজনও কি বেড়াতে আসেনা?

কাইমিং বললো, দু-একজন স্বজন যারা আছেন তারা এখানে আমাদের সাথেই বসবাস করেন।

আমি বললাম, এই জায়গাটাতো বেশ সুন্দর। কিছুটা দূরে একটা জলাশয় দেখলাম। মানুষতো ঘুরে বেড়ানোর জন্যও এখানে আসতে পারে। তোমাদের সাথে পরিচিত হতে পারে।

কাইমিং বললো, শহরের আলো ঝলমল উচ্ছল পরিবেশে যারা বসবাস করে তাঁদের কাছে আমাদের এই বস্তির পরিবেশ তো ভাল লাগার কথা নয়।

সিনথিয়া বললো, তুমি কেবলমাত্র জ্বর থেকে উঠেছো, তোমাকে বেশ ক্লান্তও দেখাচ্ছে। তুমি বসে কথা বলো।

কাইমিং বিজ্ঞজনের মতো একটা হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে আমাদের সামনের কাঠের চেয়ারটায় বসে বললো, এই বস্তির জীবনে অনেক অসুবিধা এবং অভাব অনটন থাকলেও আমরা কিন্তু সাচ্ছন্দেই আছি। আহার বিহার যাই করি রাতে ঘুমুতে পারি নির্বিঘ্নে। মানসিক দুশ্চিন্তা আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না।

ভেতর থেকে মা ডাকছে। কাইমিং দুঃখ প্রকাশ করে উঠে গেলো।

জুনজাইন বললো, আমার এই বোনটা পড়াশোনায় ভাল। একটা প্রাইমারি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি নিজের পড়াশোনাটাও চালিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করবে বলে ও স্বপ্ন দেখে।

আমি সিনথিয়ার দিকে তাকিয়ে বললাম, কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে যে ওর কাছ থেকে আমাদেরও শেখার অনেক কিছু রয়েছে।

সিনথিয়া বললো, ওর স্বপ্নটা সত্যিই সুন্দর। এই অল্প সময়ের কথাবার্তায় যতটুকু বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হচ্ছে যে একজন আদর্শ শিক্ষক হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী ওর মধ্যে রয়েছে।

হাস্যোজ্জ্বল কাইমিং দু হাতে দু প্লেট স্ন্যাক্স নিয়ে আমাদের সামনে রেখে বললো, মা এগুলো নিজ হাতে তৈরি করেছেন, আশা করি ভাল লাগবে।

সিনথিয়া বললো, ভাল যে লাগবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে তোমরাও আমাদের সাথে যোগদান কর।

ইত্যবসরে কাইমিংয়ের মা আরো দুটো প্লেটে স্ন্যাকস নিয়ে এসে বললেন, আমরা সবাই তোমাদের সাথে বসে খাবো। সত্যি কথা বলতে কি, দীর্ঘদিন কোন অতিথির সাথে বসে খাবার খাওয়া আমাদের ভাগ্যে জোটেনি। অতিথি নিয়ে আহার করার বিরল আনন্দ থেকে বহুদিন যাবৎ আমরা বঞ্চিত। সুতরাং বুঝতেই পারছো এটা আমাদের জন্য একটা অনন্য সুযোগ।

কাইমিংয়ের মায়ের কথা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। অনেক অভাব অনটনের মধ্যে মানবেতর জীবন ধারণের মধ্যেও এই অনিন্দ সুন্দর আকাঙ্খা ও আত্মপ্রত্যয় আমার অনুভূতিকে অনুরণিত করলো।

সিনথিয়া বললো, আমাদের ভাগ্য সত্যিই সুপ্রসন্ন তা না হলে আপনাদের মতো এমন সুজন মানুষের সাথে পরিচিত হতে পারতাম না।

কাইমিং মাকে তার পাশে বসালো। পায়া ভাঙ্গা নড়বড়ে অন্য চেয়ারটা দেয়ালের সাথে সেটিয়ে নিয়ে ওটিতেই জুনজেইন বসলো। আমরা স্ন্যাক্সগুলো খেতে শুরু করলাম।

সুস্বাদু এই স্ন্যাক্সগুলো খেতে খেতে ভাবলাম যে ওদের মা এগুলো মনের মাধুরী মিশিয়ে তৈরি করেছেন সুতরাং তার বাসনাই এগুলোকে এতো সুস্বাদু করে তুলেছে।

সিনথিয়া বললো, আমি অতিরঞ্জিত কথা বলিনা। আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনা, সুস্বাদু এই স্ন্যাক্সগুলোর স্বাদ সত্যিই অতুলনীয়।

আমি সিনথিয়াকে সমর্থন করে বললাম, আমিও তোমার সাথে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করছি।

ওদের মা খুশিতে আবেগ আপ্লুত হয়ে অশ্রু সংবরণ করতে চোখ মুছলেন এবং চা আনতে যাচ্ছেন বলে উঠে গেলেন। কিছুক্ষণ নির্বাক আমরা স্ন্যাক্সগুলো ভক্ষণ করলাম।

কাইমিং বললো, মা আমাদের খুব আবেগপ্রবণ। কিছু মনে করবেন না।

সিনথিয়া বললো, এমনতর আবেগপ্রবণতা প্রত্যক্ষ করাটাও সৌভাগ্যের বিষয়। আসলে মানুষের অন্তরে রয়েছে একটা অবিশ্রান্ত প্রস্রবণ। ঐ প্রস্রবণ কল্যাণের অফুরন্ত অমিয়ধারা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। তবে যারা কল্যাণের পথে অনুগামী শুধু তাঁদেরই অন্তর থেকে নিসৃত হয় ঐ অমিয়ধারা। বাকিরা এর খোঁজ পাননা কখনো।

কাইমিং বললো, আপনাদের কাছে শেখার মতো বহুবিধ রসদ রয়েছে যা আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি। আমি আশা করবো যে আমাদের এই পরিচয় আগামীতে আরো ঘনিষ্টতা লাভ করবে এবং আমি আপনাদের কাছ থেকে অনেক জ্ঞান অর্জন করতে পারবো।

সিনথিয়া বললো, আমরাও এই মুহূর্তে অনুরূপ চিন্তাই করছি কারণ তোমাদের কাছেও রয়েছে জ্ঞানসম্ভার যা থেকে আমরাও শিখতে পারবো।

ইতিমধ্যে ওদের মা চায়ের কেটলি, কয়েকটা কাপ এবং কাঁচের মগ নিয়ে হাজির হলেন। কাইমিং ওর মাকে চা পরিবেশনায় সাহায্য করতে চাইলো, কিন্তু ওদের মা ওর কথার প্রতি কোনরূপ গুরুত্ব না দিয়েই কাপে চা ঢেলে আমাদেরকে পরিবেশন করলো।

চা পর্ব চলাকালীন সময়ে আমাদের পরিচয় এবং এই বস্তিতে আগমনের উদ্দেশ্য সিনথিয়া ওদেরকে জানালো।

কাইমিং বললো, এই বস্তিতে সমমনা কয়েকজন তরুণী ও মহিলাদের নিয়ে আমি একটা সমিতি করেছি। ঐ সমিতিতে বিভিন্ন ধরনের কারুপণ্য তৈরি এবং বাজারজাত করা হয়। ইতিমধ্যে আমাদের হাতে তৈরি পণ্যের চাহিদা পূর্বের তুলনায় বেড়েছে। আমার মনে হয় আপনারা যদি আমাদের সমিতি পরিদর্শন করেন তবে অনেক কিছুই জানতে পারবেন।

সিনথিয়া বললো, এতো অত্যন্ত আনন্দের কথা। আমরা অবশ্যই তোমাদের সমিতির কার্যক্রম আগে দেখবো এবং তারপর বস্তিটার ভেতরে ঘুরে ফিরে দেখবো। এসব কিছু দেখার পর দুপুরে আমরা একসাথে আহার করবো।

কাইমিংয়ের মা বললো, তোমরা খুবই ভাল এবং বিজ্ঞ মানুষ, তোমাদের সাথে যতক্ষণ থাকবো ততক্ষণই আনন্দে থাকবো। সোনার চাঁদ ছেলে মেয়ে দুটিকে নিয়ে আমার আনন্দের অভাব না থাকলেও তোমাদের সাথে মিলেমিশে এই ক্ষণিকের আনন্দও তো কম নয়।

সিনথিয়া কাইমিংয়ের মাকে ধন্যবাদ জানালো। বস্তিতে বসবাসকারী এই গরীব পরিবারটির প্রজ্ঞা, মননশীলতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচিত হয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। মনের মধ্যে অন্য দেশের মানুষের সাথে তুলনামূলক একটা চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। আমার নিজ দেশের লাখ লাখ মানুষ যে এদের মতই সমৃদ্ধশালী তা আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেলাম। আমার নির্মীলিত চোখ তুলে চাইতেই দেখতে পেলাম সিনথিয়া আমার দিকে চেয়ে আছে। মুখে তাঁর মৃদু হাসি। আমি চমকে উঠে ভাবলাম, আমার মনের কথা সিনথিয়া তো সবই বুঝতে পারছে।

কাইমিং বললো, এবার তাহলে চলুন আমাদের সমিতির সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেই।

আমরা উঠে ঘরের বাইরে এলাম এবং কাইমিংকে অনুসরণ করে হাঁটতে থাকলাম। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর একটা বড়সড় ঘরের কাছে এসে আমরা থামলাম। কাইমিং দরজায় টোকা দেবার পর দরজা উন্মুক্ত হলো। আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম। নানাবিধ সামগ্রীতে ভরা একটা প্রকোষ্ঠ পার হয়ে একটা বড় হল রুমে এসে আমরা থামলাম। বিশ পচিশ জন তরুণী ও মহিলা বিভিন্ন কাজে নিমগ্ন দেখতে পেলাম।

এগুলোর মধ্যে তাঁতে কাপড় বোনা, সেলাই, এম্ব্রয়ডারি, চীনা মাটির তৈজসপত্র তৈরি, কাঠের সামগ্রী তৈরি ইত্যাদির সমাহারে একটা অদ্ভুত শব্দধ্বনি ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। আমরা ঘুরে ঘুরে সবকটা সামগ্রী তৈরির কলাকৌশল অবলোকন করলাম। ওদের সাথে কথাবার্তা বলতে বলতে প্রায় এক ঘন্টা সময় পার হয়ে গেলো। এরপর আমরা হল রুমের এক পাশে বসে ওদের কার্যক্রম দেখতে থাকলাম। কাইমিংয়ের নির্দেশে কাজ বন্ধ করে সবাই একত্রে জড়ো হয়ে দাঁড়ালো।

কাইমিং আমাদের পরিচয় জানিয়ে বললো, এই বস্তিতে বসবাসকারী মানুষের খোঁজ খবর নেয়ার জন্য ওনারা এখানে এসেছেন। আমি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তোমাদের সাথে পরিচিত হবার জন্য ওদেরকে এখানে নিয়ে এসেছি।

সিনথিয়া সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললো, আমি এবং আমার এই বিদেশী বন্ধু আপনাদের এখানে এসে আজ সত্যিই বিমুগ্ধ। বস্তির জীবন দুঃখ ও কষ্টের বলেই আমরা জানি। কিন্তু এখানে

এসে আজ চাক্ষুস দেখতে পেলাম যে বস্তির জীবনেও সাবলীলতা রয়েছে। এখানে এসে বুঝতে পারলাম যে ধনীদের জীবনে শান্তি সবসময় ধরা না দিলেও বস্তি জীবনে অবস্থা ও মানসিকতার উন্নয়ন ঘটাতে পারলে নির্ভেজাল শান্তির দেখা পাওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

ওদের মধ্য থেকে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে বললো, মানুষ হিসাবে আমরাও সৌরভ-গৌরবসহ অনেক গুণাবলির অধিকারী। এ সকল গুণাবলির সাথে উৎসাহের সমন্বয় ঘটাতে পারলে ঘুরে দাঁড়িয়ে অবস্থার পরিবর্তন করা কঠিন কিছু নয়। আমরা ঐ রকম একটা চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং ইতিমধ্যেই সফলতার মুখও দেখছি।

সিনথিয়া বললো, কাজতো অবশ্যই করতে হবে। দুনিয়ার কর্মকাণ্ডে সবারই অংশ রয়েছে। এই অংশগ্রহণ বড়ই আনন্দের এবং যখন তা দায়িত্বশীলতায় পূর্ণ হতে থাকে তখন আনন্দের মাত্রাও বেড়ে যায়। এমনই একটি অবস্থা আমি এখানে আপনাদের কর্মকাণ্ডে দেখতে পাচ্ছি। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে এই জগতে তারাই সর্বাধিক বুদ্ধিমান ও সফল যারা বিশ্বাসী এবং বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষাকারী।

আমি বললাম, এখানে জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয়ে নানাবিধ সামগ্রী তৈরি হচ্ছে যা পরিশেষে মানুষের কল্যাণের জন্য নিবেদিত হবে। অর্থনৈতিক লাভের প্রত্যাশা সত্ত্বেও আসলে ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদির মূল লক্ষ্যই তো হচ্ছে মানুষের কল্যাণ করা।

কাইমিং সবার পক্ষ থেকে আমাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললো, এই স্বল্প সময়ে আমাদের সমিতির ছোট্ট কার্যক্রমটি পর্যবেক্ষণ করে আপনারা যে মনোভাব ব্যক্ত করলেন তা অত্যন্ত মূল্যবান এবং আমাদেরকে অনুপ্রেরণার অংশ হয়েই থাকবে।

ওদের মধ্য থেকে একজন ক্যামেরা দিয়ে আমাদের এ সকল কর্মকাণ্ডের কয়েকটি ফটো তুলে রাখলেন। হাততালির মধ্য দিয়ে আমরা কাইমিংকে অনুসরণ করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। কাইমিং জুনজেইনকে বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম নিতে বললো। আমরা কাইমিংয়ের নেতৃত্বে বস্তির ভেতর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। কিন্তু জুনজেইন কাইমিংয়ের কথার গুরুত্ত না দিয়ে আমাদের সাথে হাঁটতে লাগল।

কাইমিং বললো, শীতের প্রকোপে মানুষের চলাফেরা এখন কম। কাজ না থাকলে কেউ বাইরে বেরুচ্ছে না। তবে ছোট ছেলেমেয়েদের কথা আলাদা, শীতের মধ্যেই ওরা স্কুলে যায়, খেলাধুলা করে।

বস্তির তিনটি বাড়ির পরিবারের সদস্যদের সাথে আমরা কথাবার্তা বললাম। এর মধ্যে একটি পরিবার তাঁদের উপার্জনক্ষম পুরুষ সদস্যটি মৃত্যুবরণ করায় বেশ সঙ্কটের মধ্যে জীবনধারণ করছে বলে প্রতীয়মান হলো। এই বস্তিটির ময়লা আবর্জনা ফেলার স্থানগুলোর আচ্ছাদন এবং অপসারণের ব্যবস্থাপনা তুলনামূলকভাবে অনেকটাই ভাল। বস্তির লেনগুলোর পার্শ্বস্থ ড্রেনগুলোও বেশ পরিস্কার দেখতে পেলাম।

এক প্রশ্নের জবাবে পরিবারের একজন সদস্য বললো, আমাদের বস্তির ময়লা আবর্জনা ফেলা ও অপসারণের জন্য একটা উপ-কমিটি রয়েছে। ঐ উপ-কমিটির কনভেনর হলো এই জুনজেইন। আমি নিজেও এই কমিটির একজন সদস্য। আমরা নিয়মিতভাবে আমাদের কাজের বাস্তবায়ন তদারকি করি বলে পরিবেশটা সবসময়েই ভাল থাকে।

আমি বললাম, এ রকম উপ-কমিটি কি এখানে আরো রয়েছে?

সদস্যটি বললো, অনেকগুলো উপ-কমিটি রয়েছে। এরমধ্যে সমাজকল্যাণ, কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা, পরিবেশ সংরক্ষণ উপ-কমিটিগুলোই প্রধান। আমাদের বস্তি কল্যাণ সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান হলেন মিস কাইমিং। মূলত তিনিই এসকল কমিটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদেরকে একত্রিত করেছেন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রেখেছেন। এখন আমাদের কল্যাণ তহবিলে যে পরিমাণ অর্থের সংস্থান হয়েছে তা দিয়ে আমরা যে কোন জরুরি পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সক্ষম।

বস্তির বিভিন্ন অংশ ঘুরেফিরে এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জানা গেল যে এই বস্তিতে বসবাসকারী সবাই চীনের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে এসেছে। এরমধ্যে সিংহভাগ পরিবারই বন্যা, নদীভাঙ্গন ও ভূমিকম্পে আক্রান্ত হয়ে জীবনধারণের প্রয়োজনে এখানে এসেছে। কিছু পরিবারের দেখা মিললো যারা শুধুমাত্র দারিদ্রতার কষাঘাতে গ্রাম ছেড়ে শহরের বস্তিতে আশ্রয় নিয়েছে। দু বছর পূর্বে কল্যাণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই পরিস্থিতি পাল্টাতে শুরু করেছে। এখন এখানকার অনেক পরিবারই মোটামুটি সচ্ছল। সবাই কর্মক্ষম এবং অংশগ্রহণমূলকভাবে এখানে সকল কাজ পরিচালিত হয়। বস্তির মধ্যেই একটা অনানুষ্ঠানিক স্কুল গড়ে তোলা হয়েছে। সকল ছেলেমেয়েই এখন স্কুলে যায়। মনের ভেতর ভাবনাগুলো ডানা মেলতে লাগলো। ভাবলাম আমাদের দেশের শহরগুলোতেও অসংখ্য দুস্থ মানুষ বস্তিতে বসবাস করে কিন্তু তাদের মধ্যে এদের মত এ ধরনের চিন্তা চেতনার বহিঃপ্রকাশ এখনোও বিকশিত হয়নি। যদিও অনেক বেসরকারি সংস্থা বস্তি নিয়ে কাজ করছে। কাইমিংয়ের মতো নিবেদিতপ্রাণ তরুণী আমাদের দেশেও রয়েছে তবে তাঁদের কাছে কর্মকাণ্ডের প্রধান্য বা পরিচিতির তুলে ধরা ও অনুপ্রেরণা প্রদানের অভাব রয়েছে বলে আমার মনে হলো। এ মুহূর্তে কাইমিংয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে উঠলো।

আমরা জুনজেইনের বাড়িতে ফিরে এলাম। কাইমিং এবং ওর মা প্রস্তুত হয়ে এলো। আমরা সবাই মিলে জুনজেইনের গাড়িতে চেপে বসলাম। প্রায় আধাঘন্টা পর সিনথিয়ার নির্দেশমতে একটা রেস্টুরেন্টের সামনে এসে গাড়ি থামলো। আমরা সবাই রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করলাম। বেশ বড় পরিসরে খাবার টেবিলগুলো বিন্যস্ত। একটা টেবিল নিয়ে আমরা বসলাম।

কাইমিংয়ের মায়ের প্রতি ইঙ্গিত করে সিনথিয়া বললো, আজকে খাবারের মেন্যু আপনি ঠিক করবেন।

ওর মা বললেন, আমিতো সবার পছন্দ বা রুচি সম্বন্ধে জানিনা তবু চেষ্টা করতে পারি।

তিনি চার্ট না দেখেই একের পর এক আইটেম উল্লেখ করতে থাকলেন এবং পরিচারক তা লিপিবদ্ধ করে নিলো।

সিনথিয়া কাইমিংয়ের মাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললো, আপনি যে সকল আইটেমের উল্লেখ করলেন তা সত্যিই অনন্য। এরচেয়ে ভাল কোন খাবার এই মুহূর্তে কল্পনাও করতে পারছি না।

আমি বস্তি পরিদর্শন বিষয়টি উপস্থাপন করে কাইমিংকে শুধালাম, তুমি এই কল্যাণ সমিতির ধারণাটা কিভাবে পেলে এবং বাস্তবায়ন করলে?

কাইমিং বললো, ছোটকালে যখন স্কুলে পড়ি তখন একবার স্কুলের বার্ষিক খেলাধুলায় আমাদের গ্রামের আমরা পাঁচজন ছাত্রছাত্রী সব আইটেমের সবকটা প্রথম পুরস্কার লাভ করেছিলাম। ঐ

সাফল্যের পেছনে যে কারণটা ছিলো তা হলো আমার এক মামা খেলাধুলায় পারদর্শী ছিলেন। মামা নিয়মিত আমাদেরকে দৌড়-ঝাঁপ-সাঁতারের তালিম দিতেন এবং প্রতিযোগিতার আয়োজন করে পুরস্কারও প্রদান করতেন। মামা বলতেন দৃঢ়তা, অধ্যবসায় ও দলগত উদ্দীপনা হচ্ছে সাফল্যের চাবিকাঠি। এই তিনটি বিষয়কে পুঁজি করে যে কাজেই তুমি হাত দেবে সফলতা তোমার কাছে ধরা দিবেই। সফলতা অর্জনের ব্রত নিয়ে আমরা পাঁচ বন্ধু একসাথে মিলে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে খেলাধুলার অনুশীলন করতাম এবং প্রথম স্থানগুলোর সকল পুরস্কার আমরাই জিতে নিতাম। ছোটকালে মামার কাছ থেকে প্রাপ্ত সেই অনন্য শিক্ষাটাই আমাকে কল্যাণ সমিতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রেরণা যুগিয়েছে।

সিনথিয়া শুধালো, এটি গড়ে তোলার সময় তুমি কি কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলে?

কাইমিং বললো, সমস্যা নানাবিধ ছিলো। এর মধ্যে অর্থনৈতিক বিষয়টি ছাড়াও মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসের সমস্যা ছিল। কিন্তু আমি মামার ফর্মুলা অনুসরণ করে কাজ করেছি বিধায় সাফল্যের বিষয়ে শতভাগ নিশ্চিত ছিলাম।

আমি শুধালাম, অর্থনৈতিক দিকটা কিভাবে সামাল দিলে?

কাইমিং বললো, সবগুলো বিষয়ের মধ্যে এই বিষয়টাই হচ্ছে সংবেদনশীল। সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই মূলধনের সংস্থান হয়েছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় আমার অভিজ্ঞতা না থাকলেও প্রথ মদিন থেকেই আমি অর্থের অপচয় যাতে না হয় সে দিকে দৃষ্টি রেখেছিলাম। আমার সেই মামা আরো একটি কথা বলতেন যে, নৌকায় যদি ছিদ্র থাকে তবে সেই নৌকা নিয়ে বেশিদূর যাওয়া যাবেনা, পানি উঠতে উঠতে নৌকা নিমজ্জিত হবে এবং সবকিছুই ভেস্তে যাবে। সে জন্যই নৌকায় উঠার আগে নৌকায় ছিদ্র রয়েছে কিনা তা দেখতে হবে এবং ছোট বড় সকল ছিদ্রই বন্ধ করতে হবে। মামার সেই শিক্ষাটাও আমার কাজে লেগেছে। অযথা খরচ বন্ধ না করতে পারলে তহবিল শূন্য হতে সময় লাগে না। আমরা খরচ যেটা করি তা প্রয়োজন মূল্যায়নের পর সর্বাধিক প্রাধান্যকেই গুরুত্ব দিয়ে করে থাকি। অংশগ্রহণমূলক প্রচলিত এই ধারায় সকলেই সমহারে লাভবান হচ্ছেন। বছরের শেষে আমরা নিয়মিতভাবে আমাদের কাজের মূল্যায়ন করে থাকি এবং কোন পার্থক্য বা শূন্যস্থান খুঁজে পেলে তা যথাযথবাবে পরিপূরণ করি। এভাবেই চলছে আমাদের সমিতির কার্যক্রম।

আমি বললাম, অর্থনীতির একটা সরল সমীকরণ তোমাদের সমিতির মধ্যে খুঁজে পেলাম। তোমাদের এই চর্চা নিঃসন্দেহে অনুসরণযোগ্য।

সিনথিয়া বললো, এসব বিষয়ে আমরা কিছু কাজ করে থাকি। তোমাদের যেমন একটি সমিতি রয়েছে ঠিক তেমনি আমাদেরও একটি সমিতি আছে। আমাদের সমিতির তোমাদের মতোই মানব কল্যাণে কাজ করে থাকে। আমরা তোমার সমিতির সাথে কাজ করতে আগ্রহী।

কাইমিং বললো, এরচেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি হতে পারে? আমাদের সমিতিতে আপনাদেরকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

সিনথিয়া বললো, তোমার আমন্ত্রণ আমরা সাদরে গ্রহণ করলাম।

এমন সময় খাবারের ডিস নিয়ে কয়েকজন পরিচারিকা টেবিলে তা পরিবেশন করতে থাকলো।

কাইমিংয়ের মা খাবারের ডিসগুলো এদিক সেদিক ঠেলে বিন্যস্ত করতে করতে বললো, এ সকল

খাবার নিজ হাতে রেঁধে তোমাদেরকে খাওয়াতে পারলে আমি খুশি হতাম।

সিনথিয়া বললো, পরিচয় যখন হয়েছে তখন আগামীতে আমাদের যোগাযোগ অবশ্যই আরো নিবিড় হবে এবং আমরাও আপনার মতো রাঁধুনির খাবার খেয়ে ধন্য হতে পারবো।

প্লেটে খাবার নিতে নিতে কাইমিংয়ের মা বললেন, আমি সেই রকম দিনগুলোর অপেক্ষায় থাকলাম।

আমরা সবাই মিলে তৃপ্তির সাথে খাবারগুলো খেতে থাকলাম।

সিনথিয়া কাইমিংকে উদ্দেশ্য করে বললো, খাবারের পুষ্টিগুণ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তোমাদের বস্তিতে আমি অপুষ্টিতে ভূগছে এমন কিছু ছেলেমেয়েদের দেখা পেয়েছি। এ নিয়ে কখনো কি ভেবেছো?

কাইমিং বললো, এই বিষয়টি সম্পর্কে আমার জ্ঞান সীমিত।

সিনথিয়া বললো, বিষয়টি নিয়ে তোমাদের বস্তিতে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পরবর্তীতে এ বিষয়টি নিয়ে তোমাদেরকে কাজ করতে হবে।

কাইমিং বললো, প্রয়োজন শুধুমাত্র একটু সহায়তার। কাজ বাস্তবায়ন করা মোটেই কঠিন কিছু নয়।

খাবার খেতে খেতে কাইমিংয়ের মা বললেন, কোন রেস্টুরেন্টে এভাবে টেবিল চেয়ারে বসে সবাইকে নিয়ে একসাথে কবে খেয়েছি মনেই করতে পারছি না। আমাদের গ্রাম থেকে বেশ কিছুটা দূরে ছোট্ট একটা শহরের রেস্টুরেন্টে ওদের বাবার সাথে খেয়েছি, জুনজেইন তখন ছোট, দু একবার সেও আমাদের সাথে ঐ রেস্টুরেন্টে খেয়েছে। ঐ সকল স্মৃতি এখন আনন্দ-বেদনার আবহ নিয়ে মনের মধ্যে ভেসে উঠে। যে দিন চলে যায় তাকে তো আর ফিরিয়ে আনা যায় না।

কাইমিং বললো, পুরানো দিনের কথা মনে করে মন খারাপ করো না। তোমার দুঃখের দিন তো অবসান হয়ে গেছে, এখন আমরা বড় হয়েছি, তোমাদের আর কোন চিন্তা করতে হবে না।

কাইমিংয়ের মা বললেন, জীবন থেকে দুঃখকে পরিহার করা কি এতই সহজ? বিশেষ করে যে দুঃখগুলো অতীতের বিষাদময় প্রান্তরে শেকড় গেড়ে বসে আছে।

সিনথিয়া বললো, তোমাদেরকে নিয়ে আজ আমাদের দিনটা আনন্দেই কাটলো।

কাইমিং খাবারের আয়োজন করার জন্য সিনথিয়াকে ধন্যবাদ জানালো।

সিনথিয়া ট্যাক্সি ভাড়া বাবদ জুনজেইনকে সারাদিনের ভাড়াটাই প্রদান করে বললো, তুমি তোমার মা এবং কাইমিংকে বাড়িতে নিয়ে যাও। আমরা আরেকটা ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে যাব।

ওদের মা সিনথিয়াকে জড়িয়ে ধরে আবার তাঁদের বাড়িতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। কাইমিং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। পরিশেষে জুনজেইন ওদেরকে তুলে নিয়ে চলে গেল। আমরা একটি ট্যাক্সিতে উঠে ফিরে চললাম।

আমার হোটেলের কাছে এসে সিনথিয়া বললো, আগামী কয়েকদিন আমি বেইজিংয়ের বাইরে থাকবো।

আমি বললাম, আগামী পরশুদিন আমি কয়েকদিনের ছুটিতে আমার দেশে যাচ্ছি। ভালই হলো আমরা দুজনাই একই সাথে বেইজিংয়ের বাইরে যাচ্ছি।

একটা বিষাদময় অভিব্যক্তি নিয়ে সিনথিয়া বললো, আমরা ফিরে আসবো এবং আবার আমাদের দেখা হবে কিন্তু সে দিনটাওতো বেশি দূরে নয় যেদিন তোমার মিশন শেষ করে তুমি দেশে ফিরে যাবে, আর আসবে না।

অনেকক্ষণ নীরবে কাটলো। ইত্যবসরে গাড়ি হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ালো।

সিনথিয়া বললো, তোমার পরিবারের সবার কাছে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা পোঁছে দিও।

আমি তথাস্তু বলে সিনথিয়াকে বিদায় জানালাম। ও হাত নেড়ে আমাকে বিদায় জানালো।

ট্যাক্সিটা ঘুরে গিয়ে বড় রাস্তায় উঠে গেল। হেলে পড়া সূর্যের আলোতে ছায়াগুলো দীর্ঘতর হয়ে উঠেছে। আমি অনিমিষ দৃষ্টিতে ওর গাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। গাড়িটা দৃষ্টির বাইরে চলে যাবার পর আমি ধীর পায়ে আমার হোটেলের কক্ষে প্রবেশ করলাম। অনেকটা সময় অলস বসে থেকে টেলিভিশন দেখে সময় কাটালাম। সন্ধ্যার পর বাইরে গিয়ে হালকা কিছু খাবার খেয়ে রুমে ফিরে এলাম।

টেলিফোনে গিন্নির সাথে কথা বললাম। গিন্নি জানালেন যে পুত্রধন উল্লাস ইদানিং আমার অভাবটা বেশি বোধ করছে। সে প্রতি রাতেই আমার ছবি নিয়ে ঘুমায় এবং আমি যে বালিশটায় ঘুমাতাম সে বালিশে কাউকেও ঘুমাতে দেয় না। গিন্নিকে জানালাম যে আমি আগামীকাল বিকেলে ঢাকার উদ্দেশ্যে বেইজিং থেকে রওনা হবো। ব্যাংককে রাত্রিযাপনের পরদিন দুপুরের মধ্যেই ঢাকায় পৌঁছব। গিন্নি খবরটা তাৎক্ষণিক উচ্চস্বরে ছেলে-মেয়েদেরকে জানালো। আমার দু কন্যা ইমন, চমন এবং পুত্র উল্লাস ছুটে এসে টেলিফোন ধরলো। তাঁদের নানাবিধ বায়নার ফিরিস্তি যাতে ভুলে না যাই তাই সাথে সাথে লিপিবদ্ধ করে নিলাম। গিন্নি ও ছেলে-মেয়েদের সাথে কথা বলে মনটা হালকা হয়ে উঠলো। রাতে ভাল ঘুম হলো।

সকালে যথারীতি অফিসে গেলাম। ইতিমধ্যে বড়দিনের ছুটি কাটিয়ে দুজন ডেলিগেট ফিরে এসেছে। সারাদিনই অফিসের কাজে ব্যস্ত সময় কাটলো। আমার ছুটিকালীন সময়ে জরুরি কিছু কাজের ফিরিস্তি সহকর্মী রস আর্মিটেজের কাছে বুঝিয়ে দিলাম। অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা মার্কেটিংয়ে নেমে গেলাম। অফিসের কাছের একটি সুপার মার্কেটে ঘন্টাতিনেক ঘুরেফিরে পুত্র, কন্যা, গিন্নি, মা এবং ভাই-বোনদের জন্য টুকিটাকি জিনিসপত্র ক্রয় করে নিলাম। মার্কেটের একটা রেস্টুরেন্টে রাতের খাবার খেয়ে হোটেলে ফিরে এলাম।

আগামীকাল দেশে ফিরছি, এই ভাবনায় বেশ উত্তেজনা বোধ করছিলাম। সুটকেস গোছগাছ করে বিছানায় যেতে বিলম্ব হলো। ঘুম এলো তবে তখন প্রায় মধ্যরাত।

অভ্যাস মতো আজ অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠা হলোনা। গোছল করে পরিপাটি হয়ে নাস্তা করতে করতে আটটা বেজে গেলো। নাস্তার টেবিলে বসেই খবরের কাগজটা পড়ে ফেললাম। সময় যেন পার হতে চাচ্ছে না। বিকেলে ফ্লাইট। দুপুরের মধ্যেই এয়ারপোর্টে পৌঁছুতে হবে। রুমে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। রোমাঞ্চকর একটা অনুভূতি চিন্তার জগতকে আচ্ছাদিত করলো। চোখ দুটো বুজে একটা অনিন্দ দোলায় দোল খেতে লাগলাম এবং একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

রাতে ঘুম ভাল না হওয়াটাই হয়তোবা এই অসময়ে ঘুমিয়ে পড়ার কারণ। কিছুক্ষণ পর টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দে ঘুম ভাঙ্গলো। টেলিফোন ধরতেই সিনথিয়ার কণ্ঠ শুনে হতচকিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কোত্থেকে কথা বলছো?

সিনথিয়া বললো, আমি তোমার হোটেলের রিসিপশন থেকে বলছি। এখনতো প্রায় দশটা বাজে। তৈরি হয়ে নিচে নেমে এসো।

আমি বললাম, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি আসছি।

নিচে নেমে এসে সিনথিয়াকে শুভেচ্ছা জানালাম। হোটেল থেকে চেকআউট হয়ে আমার বড় সুটকেস দুটো লাগেজ রুমে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। আমার অতি পরিচিত এবং সুহৃদ রিসেপশনিস্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে লবিতে উপবিষ্ট সিনথিয়ার কাছে ফিরে এলাম।

সিনথিয়া বললো তোমার তো এয়ারপোর্টে যাবার সময় হয়েছে।

আমি আশ্চর্যান্বিত কণ্ঠে শুধালাম, সিনথিয়া এসময়ে তুমি এখানে?

সিনথিয়া খিল খিল করে হেসে উঠে বললো, তোমার সাথে দেখা করতে এসেছি। দেশে ফিরে যাচ্ছ, কমপক্ষে পনেরো দিনের আগেতো আর ফিরে আসছো না। তাই ভাবলাম, অন্তত এয়ারপোর্ট পর্যন্ত তোমাকে সঙ্গ দেই। চিন্তার কিছু নেই। আমি নিজে ড্রাইভ করে তোমাকে পৌঁছে দেব।

আমি বললাম, এই দুপুরবেলায় তুমি কষ্ট করে না আসলেও পারতে।

ওসব কথা পরে হবে, আগে ট্যাক্সিতে উঠো।

আমি বিনাবাক্যে লাগেজগুলো পেছনে নিয়ে সিনথিয়ার পাশে গিয়ে বসলাম।

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে একটা রেস্টুরেন্টের সামনে গাড়িটা দাঁড়ালো।

সিনথিয়া বললো, চলো হালকা কিছু নাস্তা করে নেই।

গাড়ি থেকে নেমে সিনথিয়ার সাথে রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করলাম। বেশ ছিমছাম সাজানো গোছানো পরিবেশ। খাবারের অর্ডার দিয়ে তাড়াতাড়ি পরিবেশনার জন্য পরিচারিকাকে বলা হলো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই খাবার পরিবেশিত হলো। আধাঘন্টার মধ্যেই খাবারের পর্ব শেষ করে বাইরে এসে গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি ছুঠে চললো এয়ারপোর্টের দিকে। নানাবিধ কথার অবতারণার মধ্যদিয়ে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলাম।

সিনথিয়া ইন্টারন্যাশনাল উইং এর সামনে এসে গাড়ি থামালো। আমি লাগেজগুলো নামিয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলাম সিনথিয়ার হাতে ছোট্ট সুদর্শন ফুলের একটি তোড়া।

উদ্বেলিত প্রফুল্লতা নিয়ে স্মিতহাসির অনুরণন ছড়িয়ে তোড়াটা আমার দিকে প্রসারিত করে ও বললো, এই অর্কিডগুলো তোমার স্ত্রীর হাতে দিয়ে বলবে, "এটা তাঁর জন্য চীন দেশের শুভেচ্ছা বিজড়িত উপহার"।

আমি সানন্দে ফুলের তোড়াটি হাতে নিয়ে বললাম, আমার স্ত্রীর পক্ষ থেকে তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

এবার সিনথিয়া আমাকে একটা বই হাতে তুলে দিয়ে বললো, বিমান যাত্রা বোরিং মনে হলে বইটা পড়ো।

আমি আবার ওকে ধন্যবাদ জানালাম।

সিনথিয়া আমাকে পুনরায় একরাশ শুভেচ্ছা জানিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল। আমি লাগেজগুলো তুলে নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল লাউঞ্জে প্রবেশ করলাম। লাগেজ ট্যাগ ও বোর্ডিং কার্ড

সংগ্রহ করে ইমিগ্রেশন পার হয়ে বোর্ডিং লাউঞ্জে গিয়ে বসলাম। হাতে ছোট একটা মাত্র ব্যাগ, বেশ হালকা বোধ হচ্ছে। থাই এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট। বেইজিং-ব্যাংকক-ঢাকা রুট। ব্যাংককে লম্বা ট্রানজিট, রাত্রিযাপন করতে হবে। পরদিন ঢাকা পৌঁছতে দুপুর হয়ে যাবে।

ট্রানজিটের লম্বা সময় এয়ারপোর্টের ভেতরে বসে থাকাটা সত্যিই কঠিন। মনে মনে ভাবলাম যদি অনুমোদন পাওয়া যায় তবে ব্যাংকক শহরে গিয়ে কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে আসা যাবে।

সামনেই একটা টেলিভিশনে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। ক্রমাগত চার-ছয়ের মার হচ্ছে এবং দর্শকদের দু'এক জন উৎফুল্ল হয়ে উঠছে। এখানে জনাকয়েক মানুষ খেলাটা উপভোগ করছে। চীনে ক্রিকেট খেলাটা মোটেই জনপ্রিয় নয়। এখানে ইন্টারন্যাশনাল লাউঞ্জে বিদেশিদের মনোরঞ্জনের জন্যই একটা স্পোর্টস চ্যানেলে খেলাটা প্রদর্শিত হচ্ছে। আমাদের বাংলাদেশে ফুটবল খেলাটাই সর্বাধিক জনপ্রিয় হলেও ইদানিং ক্রিকেট ক্রমান্বয়ে ঐ স্থানটি দখল করে নিচ্ছে বলে মনে হয়। আমি নিজেও ক্রিকেট ভালবাসি তবে ওয়ান-ডে ক্রিকেটই আমার সর্বাধিক পছন্দ। খেলাটার দিকে মনোনিবেশ করলাম।

হঠাৎ করে বাংলা ভাষায় কিছু শব্দ শুনে হতচকিত হয়ে চেয়ে দেখলাম যে আমার পাশে একটা একজন মহিলা তাঁর ছোট্ট ছেলেটাকে সামলানোর জন্য কথা বলছে। তাঁদের পাশে বসা ভদ্রলোকটি খবরের কাগজ পড়ছে। ছেলেটা দৌড়ে এসে আমার সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

আমি মৃদু হেসে ওকে তুলে নিয়ে বললাম, তুমিতো খুব ভাল দৌড়াতে পার। পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছো কি? আমার মুখে বাংলা কথা শুনে ওর মা-বাবা দুজনাই চকিতে আমার দিকে তাকালো।

ওর মা বললো, কি আশ্চর্য ! বাংলা কথা শোনার পরও আপনি এতোক্ষণ চুপচাপ রয়েছেন?

আমি বললাম, কথা বলার অবসর পেলাম কোথায়?

ভদ্রলোকটি হাত প্রসারিত করে আমার সাথে হাত মিলিয়ে বললো, আমরা ঢাকা যাচ্ছি। আমার স্ত্রী ও ছেলেটাকে নিয়ে এখানে বেড়াতে এসেছিলাম। এক সপ্তাহ পর আবার ফিরে যাচ্ছি।

আমি ওদেরকে সকালের শুভেচ্ছা ও আমার পরিচয় জানিয়ে বললাম, চীনের বন্যাজনিত পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক একটি মানবিক সংস্থার একজন প্রতিনিধি হয়ে এখানে কাজ করছি। এখন ছুটিতে দেশে ফিরছি।

মহিলাটি বললো, আপনি খুবই ভাগ্যবান কারণ এ দেশের রূপ-লাবণ্য বিপুল পরিসরে অবলোকন করতে পারছেন। আমরা পাঁচ-ছয় দিনে যা দেখেছি তাতেই বিমুগ্ধ হয়ে গেছি।

আমি বললাম, এ দেশে দেখার মতো যে সম্ভার রয়েছে তা স্বল্প সময়ে দেখে শেষ করা যাবে না। বছরের পর বছর ধরে এগুলো দেখা এবং এর উপর গবেষণা করা যেতে পারে, কিন্তু তবুও শেষ করা যাবে না কিছুতেই।

মহিলা বললো, আগামী বছর আরো সময় হাতে নিয়ে আবার এখানে আসবো।

ভদ্রলোকটি বললো, এখানে উৎপাদিত দ্রব্যাদি বেশ সস্তায় পাওয়া যায়। ব্যবসা করবো বলে যখন মনস্থির করেছি তখন এখানে তো বার বার আসতেই হবে। সুতরাং ভবিষ্যতে রথ দেখা ও কলা বেচা দুটোই হবে।

এমন সময় বোর্ডিং কল শোনা গেল। ওরা উঠে দাঁড়ালো। আমিও ওদের সাথে এগিয়ে গেলাম এবং

বিমানে আসন গ্রহণ করলাম। আমার পাশে উপবিষ্ট যাত্রিটি একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর তিনি ব্যাংকক যাবেন বলে আমাকে জানালেন।

নির্ধারিত সময়েই বিমান আকাশে উড়লো। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বিস্ময়াবিভূত হলাম। গোধুলীবেলার ফিকে হয়ে উঠা আলোকচ্ছটা নির্মল আকাশের গায়ে গোলাপী আস্তরণ ছড়িয়ে এক অপরূপ সৌন্দর্যের অবতারণা করেছে। মনে মনে ভাবলাম কি বিশাল ঐ আকাশ কিন্তু ওটাকে ভরিয়ে তুলতে আলোর কোন অভাব নেই। অফুরন্ত আলো। ঐ প্রবাহমান আলোতেই প্রজ্জ্বল হয়ে উঠে আমাদের পৃথিবী, নিয়ত ঘূর্ণনশীল গ্রহসমূহ, অগণন নক্ষত্র এবং আকাশ ভরা রহস্যেভরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলী। বিশাল ঐ শূন্য আবহের মধ্যে আমাদের ছোট্ট বিমানটি ভেসে বেড়াচ্ছে নিশ্চিন্তে।

এই এলোমেলো ভাবনাগুলোর মধ্যেই আলোর গোলকটা অস্তাচলে মিলিয়ে গেল। গোধুলীর অবসান হয়ে আঁধারে ছেয়ে গেল চারিদিক। পরিচ্ছন্ন আকাশে ফুটে উঠলো তারকারাজি কিন্তু বিমানের ছোট্ট জানালা দিয়ে অল্পকিছুই আমার দৃষ্টিগোচর হলো।

চা-কফি পানের সময় হলো। আমি আমার আসনটাকে একটু হেলিয়ে নিয়ে আরাম করে বসলাম। সুদর্শনা থাই এয়ার হোস্টেজদের বিনম্র পরিবেশনায় স্ন্যাক্স সহযোগে এককাপ কফি পান করে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। পাশের সিটে বসা আমার সহযাত্রী এতোক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলেন, কাপ-প্লেটের টুং টাং শব্দে জেগে উঠে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে নিয়ে স্ন্যাক্স-কফিতে মনোনিবেশ করলেন।

আমি সিনথিয়ার দেয়া বইটা বের করলাম। চীনের প্রাচীন ইতিহাস ও রঙ্গিন চিত্রাদি সম্বলিত বইটির পাতা উল্টাতে লাগলাম। ঘন্টাখানেক পড়ার পর মনে হলো যে অনেক অজানা তথ্যাদির সমাবেশে সমৃদ্ধ এই বইটি। মনে মনে ভাবলাম এই বইটি আমার ছেলে মেয়েদেরকে দেখিয়ে চীন দেশ সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা দেয়া যাবে।

এভাবে বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলো এবং এরই মধ্যে রাতের খাবার নিয়ে এয়ার হোস্টেজগণ উপস্থিত হলো। আজকের খাবারটা সুস্বাদু বলেই মনে হলো। খাবার শেষ করে সামনের সিটের পেছনে স্থাপিত ছোট্ট মটিনটরটা অন করে কয়েকটি প্রামাণ্য চিত্র উপভোগ করলাম। পাখি ও পরিবেশ নিয়ে একটি প্রামান্য চিত্র খুব ভাল লাগলো।

মনে মনে ভাবলাম যে পৃথিবীব্যাপী এই দৃশ্যমান পাখিরা শুধু সুন্দরই না ওরা পরিবেশ সংরক্ষণে এক বিশাল ভূমিকা পালন করে চলেছে।

ঘন্টাখানেক পর ওগুলো বন্ধ করে চোখ বুঁজে একটু ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যে সিনথিয়ার মুখাবয়ব চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

নয়নাভিরাম একটা পাহাড়ের পাদদেশে ঝরণা থেকে নির্গত স্রোতধারার পাশে আমরা বসে আছি। সিনথিয়া তাঁর স্বতঃপ্রবৃত্ত হাস্যোজ্জ্বল অভিব্যক্তি নিয়ে আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলছে- এ পৃথিবীর জীবনটাতো হেলাফেলার নয়। এখানে উদ্দেশ্যবিহীন কোন কাজ নেই। আমরা সবাই দায়িত্ব ও কর্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ। এই দায়িত্বের অবহেলা করার অর্থ হলো মহিমান্বিত জীবনকে হীনমন্যতায় জড়িয়ে ফেলা। আমার প্রাপ্য তুমি আমাকে দেবে আর তোমার প্রাপ্য আমি তোমাকে দেব। পৃথিবীময় অগণিত আমি আর তুমি মিলেই তো আমাদের এই ভুবন। তবে প্রাপ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বৈষম্যই মূলত নানাবিধ বৈসাদৃশ্যের জন্ম দিয়ে থাকে যা পরিণামে দুঃখ ক্লেশ

গ্লানিময় অভিঘাতে পর্যুদস্ত হয় আপামর মানুষের জীবনের স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ। আমি তোমাকে ইতিপূর্বেও বলেছি যে লোভ, লালসা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি থেকেই হীনমন্যতা, অনৈতিকতা, অবিবেচনা ইত্যাদি জন্মলাভ করে এবং তা কখনো কখনো আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতের মতো বিস্তৃত হয়ে সৃষ্টির সাবলীলতা বিনষ্ট করার প্রয়াস পায়। পৃথিবী সৃষ্টির পর এমনতর অসংখ্য ঘটনার অবতারণা হয়েছে, ইতিহাস যার সাক্ষী হয়ে রয়েছে। এখনোতো প্রতিনিয়তই এর পুনরাবৃত্তি হয়েই চলেছে। অথচ এ কথাও নিতান্ত সত্যি যে অনাদিকাল ধরে বিনির্মিত সভ্যতার ভাণ্ডারে এই মানুষই আবার প্রতিটি দিনের প্রতিটা মুহূর্তে যোগ করছে অবিনশ্বর সব মূল্যবোধ। আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে পৃথিবীর সাম্রাজ্য ও প্রভাবপ্রতিপত্তি কোন গর্ব বা অহংকারের বিষয় নয় বড়ং এটি একটি ভারী বোঝা যাতে রয়েছে বহুবিধ দায় দায়িত্ব। অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকারই হচ্ছে মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ।

সিনথিয়া তাঁর হাতে থাকা ছোট্ট নীল রুমাল দিয়ে মুখাবয়াব মুছে নিয়ে আমার দিকে হাতটা প্রসারিত করে আমার হাতটাকে ধরে বললো, চল আজ আমরা একটা প্রতিজ্ঞা করি।

আমি সিনথিয়ার হাতটাকে আরো শক্ত করে আকড়িয়ে ধরে বললাম, আমি দৃঢ় চিত্তে বলছি যে তোমার প্রতিজ্ঞার বিষয়ে আমি কিছুটা হলেও পরিজ্ঞাত এবং এর প্রতি আমি সর্বদাই সম্পূর্ণ আস্থাশীল থাকবো।

এমন সময় টার্বুলেন্সের কারণে বিমানটি দুলে উঠলো। ক্যাপ্টেনের কন্ঠ সবাইকে সজাগ করে তুললো। সিট বেল্ট বাঁধার লাইটগুলো সব জ্বলে উঠলো। নিমিষেই বিমানের ঝাঁকুনি বন্ধ হয়ে আবার স্বাভাবিক হয়ে চলতে লাগলো।

আমার সুখের স্বপ্নটি ভেঙ্গে গেলো বলে মনটা বিষণ্নতায় ভরে উঠলো। মনে মনে ভাবলাম আমাকে সাথে নিয়ে কি প্রতিজ্ঞা করতে চায় সিনথিয়া? পরিচয়ের পর বিগত কয়েকমাস ধরে ওর অভিব্যক্তি ও মানসিকতার যে পরিচয় আমি পেয়েছি সেই ছবিটা মনের পর্দায় সংস্থাপিত করে বুঝলাম যে কিছুক্ষণ পূর্বে দেখা স্বপ্নটা সেটারই একটা প্রতিফলন এবং সেই ধারাবাহিকতারই একটা অংশ মাত্র।

এয়ার হোস্টেজের নিকট থেকে এক গ্লাস অরেঞ্জ জুস নিয়ে পান করলাম। এতে অবসাদটা কেটে গেল। বিরামহীন গতিতে সামনে এগিয়ে চলছে বিমান। ইঞ্জিনের একটানা শব্দটা এখন আর বিরক্তির উদ্রেক করছে না মোটেই। প্রায় সাড়ে চার ঘন্টার ফ্লাইট। ঘড়ি মিলিয়ে হিসাব করে দেখলাম ব্যাংকক পৌঁছতে আরো ঘন্টাখানেক সময় লাগবে। সীট থেকে দাঁড়িয়ে ওয়াশ রুমে যাওয়ার সময় কয়েক সারি সামনে এয়ারপোর্ট লাউঞ্জে দেখা ঐ বাঙ্গালি পরিবারটিকে দেখতে পেলাম। বাবা ও ছেলে দুজনাই ঘুমাচ্ছে। মহিলাটি রিডিং লাইট জ্বেলে বই পড়ছে।

ওয়াস রুম থেকে ফেরার সময় মহিলাটি আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললো, একঘেয়েমি কাটাতে বই পড়ছিলাম।

আমি বললাম, আমিও বই পড়ে এবং কিছুটা ঘুমিয়ে নিয়ে সময় পার করেছি।

মহিলাটিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সীটে গিয়ে বসলাম। উইণ্ডো সীট হওয়ায় বাইরে বেরুনো ও ঢোকার সময় পাশে উপবিষ্ট বৃদ্ধ লোকটিকে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে সহযোগিতা করার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম।

পরিবেশটাকে একটু সাবলীল করার জন্য আমি লোকটাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, এই ভ্রমণটা উপভোগ করছেন নিশ্চয়ই।

ভদ্রলোক বললেন, ভালইতো লাগছে। তবে বিমানের এই ছোট ছোট জানালা আমার ভাল লাগেনা। সব বিমানেরই একই অবস্থা। এগুলো বড় করে তৈরি করা প্রয়োজন। বিমানে চলার সময় বাইরের দৃশ্যাবলী দেখতে আমার খুব ভাল লাগে কিন্তু জানালা ছোট হওয়ার কারণে তেমন ভালভাবে সবকিছু দেখতে পারিনা।

আমি বললাম, আপনি ঠিকই বলেছেন। জানালাগুলোর সাইজ বর্তমানের তুলনায় কমপক্ষে দ্বিগুণ হলে আকাশ দেখাটা আরো মনমুগ্ধকর হতো।

ভদ্রলোক বললেন, আপনি তো ঠিক আমারই মতো আকাশ পছন্দ করেন। কি বৈচিত্রময় ঐ বিশাল আকাশ। জীবনভর দেখলেও এর অপরূপ সৌন্দর্য কি দেখে শেষ করা যাবে? তারাখচিত রাতের আকাশ, ষোলকলায় বিকশিত চাঁদের বিচরণ, আলো আধারের লুকোচুরি খেলা। আবার দিনের আকাশে সূর্যালোকের বিচ্ছুরণ, সকাল বিকাল ও গোধূলির রং এগুলো সব মনের মাধুরী মিশিয়েই তবে দেখতে হয়। জীবনভর দেখেছি, দেখ্ছি এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দেখে যাব।

ভদ্রলোকটির পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার গভীরতার পরিচয় পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে আমি বললাম, আপনার সৌন্দর্যবোধ আমাকে মুগ্ধ করেছে। আপনি নিশ্চয়ই জীবনটাকে ভালভাবে উপভোগ করেছেন।

ভদ্রলোকটি বললেন, আমি এন্ডারসন।

আমি আমার হাত প্রসারিত করে করমর্দনপূর্বক আমার নাম বললাম।

এন্ডারসন বললেন, আমি একজন প্রাক্তন পাইলট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমি বোমারু বিমান নিয়ে জার্মানি ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। আমার নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে বড় বড় জাহাজ ডুবে যেতে দেখেছি। আমার নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে অনেক মানুষের মৃত্যু হয়েছে, সহায় সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে এবং অগণিত আহত মানুষের আহাজারিতে পৃথিবী ক্লেদাক্ত হয়েছে। আজ জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে পেছনের প্রলয়কাণ্ড স্পষ্টভাবে দেখতে পারছি। এখন ভাবি আমি কি তাহলে শুধু মানুষের মৃত্যু আর ধ্বংসের জন্যই এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলাম? এই যে সুন্দর জীবন যা আমি উপভোগ করে চলেছি তা তো পৃথিবীতে জন্ম নেয়া সবার জন্যই অবাধ অধিকারের আওতাধীন কিন্তু সেই অধিকার রহিত করার ক্ষমতা কি কেউ সংরক্ষণ করতে পারে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস কেউ তা পারেনা। অবস্থা এবং ব্যবস্থার ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি অথবা তা নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছা নিয়ে মানবতার মহান গুণাবলী বিবর্জিত যারা বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করেছেন এটা তাঁদেরই ব্যর্থতা বলে আমি মনে করি।

আমি বললাম, আপনার এই দিব্যদৃষ্টি আপনার অন্তরের নিষ্ঠারই বহিঃপ্রকাশ। আমি আপনার প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

এন্ডারসন আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, এখন যদি আমি আবার যুবক হয়ে যেতাম আর আমাকে যুদ্ধের জন্য ডাকা হতো তবে আমি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতাম।

মনে মনে ভাবলাম এখন এখানে যদি সিনথিয়া উপস্থিত থাকতো তবে সে আনন্দে আপ্লুত হতো।

এন্ডারসন আমাকে আমার কর্মক্ষেত্রের পরিচয় জানতে চাইলো। আমি মানবসেবামূলক কাজে নিয়োজিত জেনে সে বেশ আশ্বস্ত ও পুলকিত হলো।

সে আমার ডান হাতটি শক্ত করে ধরে নিয়ে বললো, আমার জীবনের দীর্ঘ সময়টাতে অনেকগুলো ভুল কাজ আমি করে ফেলেছি। যদিও ঐ ভুল কাজগুলোর সিংহভাগই আমার ইচ্ছাকৃত ছিলনা তবুও আজ আমার জীবনের আনন্দের সঙ্কট ঐ ভুল কাজগুলোকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে।

আমি বললাম, আপনি আত্মসমালোচনার মাধ্যমে আপনার অনিচ্ছকৃত ভুলটুকু সঠিকভাবে হৃদয়াঙ্গম করতে পেরেছেন। আমি মনে করি যে আপনার এই উপলব্ধির মধ্যেই আপনার ভুলের মাসুল পরিশোধ হয়ে গেছে।

এন্ডারসন বললো, অতীতের কলঙ্কময় স্মৃতিগুলোর যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতে পারছি না।

আমি বললাম, আপনি আপনার অপরাধবোধটুকু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ভারমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন হতে পারেন। আমি মনে করি যে উপলব্ধি ও অনুশোচনার মধ্য দিয়েই আপনার ঐসকল কর্মকাণ্ডের প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদিত হয়েছে।

এন্ডারসন বললো, এই পৃথিবীতে মানুষের অসহায়ত্ব দূর করার প্রচেষ্টার চেয়ে মহৎ আর কিছু আছে কিনা তা আমার জানা নেই। আমি আশির্বাদ করি তুমি তোমার কাজে সফল হও।

আমি বললাম, আপনার শুভ কামনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

এন্ডারসন একটা বই আমার দিকে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার কিছুটা হলেও তুমি এই বইটাতে খুঁজে পাবে। বইটা পড়বে এবং পড়া শেষ হলে এটা আরেকজনের হাতে তুলে দেবে। এ প্রক্রিয়ায় অনেক মানুষ বইটার সারমর্ম জানতে ও বুঝতে পারবে।

আমি বইটা প্রদানের জন্য এবং পাঠকবান্ধবতা সৃষ্টির অভিনব কৌশলের জন্য এন্ডারসনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, আপনার ঠিকানাটা জানা থাকলে ভবিষ্যতে আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারতাম। আপনি জীবনকে পর্যবেক্ষণকারী একজন নিবেদিত মানুষ। নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে আপনার কাছ থেকে শেখার অনেক কিছু রয়েছে। এমনওতো হতে পারে যে ভবিষ্যতে আপনার সান্নিধ্য আবারও পাবো।

এন্ডারসন একটা কার্ড বের করে আমাকে দিয়ে বললো, কার্যোপলক্ষ্যে প্রায় প্রতি মাসেই আমাকে বেইজিং আসতে হয়। কার্ডটাতে আমার ফোন নম্বর এবং ই-মেইল এড্রেস রয়েছে। তুমি যোগাযোগ করতে পারবে।

আমি এন্ডারসনকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার নেইম কার্ড ওকে দিয়ে বললাম, যখন খুশি আপনি আমাকে টেলিফোন অথবা ই-মেইলে বার্তা প্রদান করতে পারেন।

এন্ডারসন একটু হেসে আমাকে ধন্যবাদ জানালো।

এমনসময় ক্যাপ্টেনের গুরুগম্ভীর কন্ঠে গন্তব্যে পৌঁছার ঘোষণা শোনা গেল। আমরা সিট বেল্ট বেঁধে নিলাম। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমান অবতরণ করলো। বেইজিংয়ের প্রচণ্ড শীতের পর এখানের উষ্ণ আবহাওয়া ভালই লাগছিল। এন্ডারসনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে লাউঞ্জের দিকে এগিয়ে গেলাম।

ব্যাংকক এয়ারপোর্ট। এখানে আমার লম্বা ট্রানজিট। এখন রাত প্রায় দশটা। আমার ঢাকা ফ্লাইট আগামীকাল সকাল দশটায়। এই দীর্ঘ বার ঘন্টা বসে কাটানো যাবেনা ভেবে এয়ারপোর্টের অভ্যন্তরস্থ হোটেলের একটা রুম নিয়ে নিলাম। হালকা কিছু খাবার খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। একটা টানা ঘুমে রাত পার হয়ে গেল। সকালে উঠে শাওয়ার নিয়ে পরিপাটি হয়ে সকালের নাস্তা-কফির পর্ব করতে করতেই নটা বেজে গেল। অনেক যাত্রীদের চলাচল ও কোলাহলে মুখরিত

এয়ারপোর্টের স্থাপনাগুলো। ডিউটি ফ্রি শপগুলো ঘুরে ফিরে দেখে আরো কিছু চকোলেট ও টুকিটাকি দ্রব্যাদি কিনে নিলাম। এয়ারপের্টের পরিসরটা বেশ বড়। হেঁটে হেঁটে ঘুরে ফিরে আমার নির্ধারিত গেটে এসে হাজির হলাম। ঐ বাংলাদেশি দম্পত্তির সাথে আবার দেখা হলো।

নির্ধারিত সময়েই চেক-ইন করে বিমানে গিয়ে বসলাম। বিমান আকাশে উড়লো। গন্তব্য ঢাকা। দেশে ফিরে আপনজনদের সাথে দেখা হবে সেই উত্তেজনায় সময়টাকে দীর্ঘায়িত মনে হচ্ছিলো। জানালা দিয়ে বাইরের পরিস্কার নীল আকাশটা দেখে এন্ডারসনের কথা স্মরণে এলো, বিমানের জানালাগুলো আরো বড় হলে আকাশের পরিসরটাও আরো বড় দেখা যেতো। মনে মনে ভাবলাম পুরো বিমানটাই যদি ট্রান্সপারেন্ট হতো অর্থাৎ গ্লাস জাতীয় পদার্থ দ্বারা তৈরি হতো তবে আকাশ দেখার সত্যিকারের মজাটা পাওয়া যেতো। এই ধারণাটা এন্ডারসনকে দিতে পারলে ও নিশ্চয়ই দারুণভাবে উদ্বেলিত হবে। মনে মনে ভেবে ঠিক করে রাখলাম যে পরবর্তীতে এন্ডারসনের সাথে সাক্ষাৎ হলে প্রথম যে কথাটা ওকে বলবো তা হলো ঐ ট্রান্সপারেন্ট বিমানে চড়ে আকাশ দেখার ধারণার কথা।

এয়ার হোস্টেজদের পরিবেশিত স্ন্যাক্স কফির পর এন্ডারসনের দেওয়া বইটা বের করে পাতা উল্টাতে লাগলাম। ঘটনাপ্রবাহের বৈচিত্রতায় আবিষ্ট হয়ে বইটাতে মনোনিবেশ করলাম। এভাবে প্রায় এক ঘন্টা সময় অতিবাহিত হলো।

এমন সময় খাবারের ট্রলি নিয়ে এয়ার হোস্টেজদের আগমনে বই পড়ায় ছেদ পড়লো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকাময় বর্ণনা রয়েছে বইটিতে। বইয়ের লেখক নিজেও একজন সৈনিক। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা পড়তে পড়তে মনে হচ্ছে যেন পাঠক নিজেই রণাঙ্গনে উপস্থিত থেকে যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করছেন। বইটির এক-সপ্তমাংশ পড়া শেষ হয়েছে বলে মনে হলো।

বইটা রেখে খাবারের প্রতি মনযোগী হলাম। আমার ডান পাশে উপবিষ্ট ভদ্রলোকটি বিমানে উঠার পর থেকেই ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন। এয়ার হোস্টেজের উপর্যুপরি আহ্বানের পর ভদ্রলোকের ঘুমের অবসান হলো।

তিনি উঠে গিয়ে ওয়াশ রুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, এখানে কয়েকদিন খুবই ব্যস্ততায় কেটেছে। টেনসন বেশি ছিল বিধায় ভাল ঘুম হয়নি সে জন্যই বিমানে উঠে ঘুমিয়ে পরেছিলাম।

তিনি খাবারের মোড়ক খুলে নিয়ে খেতে শুরু করলেন।

সামুদ্রিক মাছের সাথে ভাত এবং আরো টুকিটাকি অনেক কিছু। তদুপরি আইসক্রিম। সর্বশেষে এককাপ গরম কফি। ভোজনটা তৃপ্তির সাথেই সম্পাদিত হলো।

পাশের ভদ্রলোকটি বললেন, ভাই আমি একজন ব্যবসায়ী মানুষ। ব্যাংকক থেকে মালামাল এনে ঢাকায় বিক্রি করি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কন্টেইনারেই আমার মালামাল পরিবাহিত হয় তবে ফেরার সময় হ্যান্ড লাগেজ হিসাবেও কিছু মাল নিয়ে আসি।

আমি বললাম, লাগেজ অতিরিক্ত হলে তো উচ্চহারে পরিবহণ ভাড়া দিতে হবে। এরপরও কি মুনাফা থাকে?

ভদ্রলোক বললেন, লাইন এবং সংযোগ ঠিক রাখতে পারলে সব কিছুই সামলানো যায় তবে এ ক্ষেত্রে কিছু পয়সা তো খরচ করতেই হয়।

আমি বললাম, নিয়মের ভেতরে থেকে ব্যবসা করলেতো আর ঐ অতিরিক্ত পয়সাটা ব্যয়ের প্রয়োজন হয়না।

ভদ্রলোক বললেন, নিয়মের মধ্যে থাকলে মুনাফাটা তো আর সেই পরিমাণে করা যাবে না।

আমি আর কথা না বড়িয়ে চুপ থাকলাম।

বিমান নিচের দিকে নামছে। এর অর্থ আমরা গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। সাবলীল কণ্ঠে ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বরে ঘোষিত হলো যে আমরা ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করতে যাচ্ছি। সীটবেল্ট বাঁধার লাইটগুলো জ্বলে উঠলো। মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠলো।

বিমান নির্বিঘ্নে অবতরণ করলো। বাইরে বেরিয়ে ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে লাগেজের জন্য অপেক্ষা করছি। আমার পাশে বসা ভদ্রলোকটিকে একটু চঞ্চলতা নিয়ে একজন কাষ্টম কর্মকর্তার সাথে আলোচনারত দেখলাম। হয়তো তার সাথে পরিবাহিত অতিরিক্ত লাগেজের একটা সুরাহা করছেন।

লাগেজ সংগ্রহের অপেক্ষারত অবস্থায় ভাবলাম বিদেশের যে কয়টি এয়ারপের্টে আমি গেছি এর কোনটাতেই লাগেজ সংগ্রহ করতে আমার এতো বিলম্ব হয়নি। ব্যবস্থাপনার বিষয়টি যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম।

যা হোক অবশেষে লাগেজ পাওয়া গেল।

বাইরে বেরিয়ে এলাম। টেলিফোনে কথোপকথন অনুযায়ী গিন্নির তো এসময়ে এয়ারপোর্টে থাকার কথা। হঠাৎ করেই সামনের একটা গাড়ি থেকে গিন্নি বেরিয়ে এসে আমাকে সম্ভাষণ জানালো। আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম।

গিন্নি বললো, ফ্লাইট ভাল ছিলোতো? তুমি কেমন আছো?

আমি বললাম, আমি ভাল আছি। সবই ভাল ছিল তবে দূরত্বের তুলনায় সময়টা অনেক বেশি ব্যয় হলো। সরাসরি কোন ফ্লাইট থাকলে যেখানে চার ঘন্টায় পৌঁছা সম্ভব হতো সেখানে ষোল ঘন্টা সময় নিতান্তই বেশি।

গিন্নি বললো, ঠিক মতো এসে পৌঁছতে পেরেছো এটাই বড় কথা।

ফুলের তোড়াটা গিন্নির হাতে তুলে দিয়ে বললাম, এটা আমার এক সহকর্মী তোমার জন্য পাঠিয়েছে।

গিন্নি বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে একটু সামলে নিয়ে বললো, ওকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে দিও।

একটু নীরবতার পর গিন্নি বললো, ছেলে-মেয়েরা উদ্‌গ্রীব হয়ে তাঁদের বাবার জন্য অপেক্ষা করছে।

আমি বললাম, আমিওতো ওদের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছি।

গিন্নি বললো, বায়না মোতাবেক সবার জন্য সবকিছু এনেছো তো?

আমি বললাম, মনে তো হয় সব কিছুই এনেছি।

আমার অবর্তমানে কোথায় কি ঘটেছে, সংসারের ব্যবস্থাপনা, ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া ইত্যাদি নানা বিষয় সম্পর্কে তথ্যাদি গিন্নির কাছ থেকে শুনতে শুনতে বাসায় চলে এলাম।

আমার বড় মেয়ে ইমন, ছোট মেয়ে চমন এবং একমাত্র পুত্র উল্লাস বাবার অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে ছিল। আমি বাসায় প্রবেশ করতেই সবাই ছুটে আমার কাছে এলো। আমি ওদেরকে জড়িয়ে ধরে আদর করলাম। চীনে যাওয়ার পর চার মাসেরও অধিকসময় আমি ওদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে যা কিছু ঘটেছে যেমন মা কাকে বকেছে, কখন মেরেছে, পড়ালেখায় কে কেমন করেছে, কোথায় কোথায় বেড়াতে গেছে ইত্যাদি ঘটনা কে কত দ্রুত আমাকে শোনাবে এই নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হলো।

আমি সুটকেস খুলে চকোলেট, খেলনা, পোষাক, প্রসাধনী সামগ্রী, জুতা ইত্যাদি ওদেরকে দিলাম। ওরা হৈচৈ করতে করতে ওগুলো নিয়ে কার কটা হলো সে বিষয়াদি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

গিন্নির জন্য নির্ধারিত সামগ্রী গিন্নিকে দিয়ে বললাম, তোমার যে সকল বায়না ছিলো মনে হয় তার সবকটাই এনেছি, দেখতো সব ঠিক আছে কিনা?

গিন্নি একগাল হেসে বললো, তুমিতো দেখে শুনেই এগুলো এনেছো। ঠিক থাকবে না কেন?

আমি বললাম, তবু দেখে নাও কারণ দেখে কিনেছি বটে তবে মেপে তো দেখতে পারিনি।

গিন্নি পোষাক ও জুতোর মাপ নিয়ে বললো, সবই ঠিক আছে, এতো সুন্দর সুন্দর গিফ্‌ট এর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

ছেলে-মেয়ে ও গিন্নি সবার অন্তরঙ্গতায় মনটা প্রফুল্লতায় ভরে উঠলো। আমার দীর্ঘ যাত্রার সকল অবসাদ এক নিমিষেই দূরীভূত হলো। আমার প্রতিবেশী ডেইজী ভাবী ছুটে এসে আমাকে স্বাগত জানালো। ডেইজী ভাবী একজন পরোপকারী ভালমনের মানুষ, আমাদের সুহৃদ। আমার অবর্তমানে আমার পরিবারের খোঁজখবর তিনি রাখতেন। আমিও তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। ভাল প্রতিবেশী পাওয়াটা যে ভাগ্যের বিষয় তা আরেকবার স্মরণে এলো। খিলজী রোডস্থ আমার প্রতিবেশী ও সুহৃদ রত্না, বিপুল ও মনসুরের সাথে সাক্ষাত হলো এবং চীন দেশের গল্পগুজবে কিছুটা সময় অতিবাহিত হলো।

খাবার টেবিলে বসে অতি পরিচিত এবং আমার প্রিয় খাবার দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। গিন্নি অতি সন্তর্পণে আন্তরিকতার সাথে খাবার পরিবেশন করলো। সবাই মিলে দুপুরের আহার সম্পন্ন করলাম। গিন্নি ও ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে এক অনাবিল আনন্দে সবাই মেতে উঠলাম।

দুদিন পরেই পবিত্র ঈদুল ফিতর সুতরাং আগামী কালই মানিকগঞ্জ যেতে হবে। ওখানে আমার মমতাময়ী মায়ের সাথে ভাই-বোনরা একত্রিত হবে। সবাই মিলে একসাথে ঈদ করবো। বন্ধুবান্ধবদের সাথে দেখা হবে। এ সকল আনন্দময় অনুভূতি নিয়ে রাতটা কেটে গেলো।

সকালে উঠেই গোছগাছ করে একটা মাইক্রোবাস যোগে মানিকগঞ্জ রওয়ানা হলাম। ঘন্টা দুইয়ের পথ হলেও ঈদের পূর্বদিন অসম্ভব রকমের ট্রাফিক জ্যামে পর্যুদস্ত হয়ে পাঁচ ঘন্টা পেরিয়ে যাবার পর মানিকগঞ্জে পৌঁছতে সক্ষম হলাম।

মা উদগ্রীব হয়েই ছিলেন, তাঁকে সালাম করতেই তিনি আমাকে আদর জানিয়ে বললেন, কেমন আছো বাবা?

আমি ভাল আছি বলে কিছু পোষাক পরিচ্ছদ মাকে দিলাম। মা অত্যন্ত আনন্দের সাথে ওগুলো নিয়ে আমার ছেলে-মেয়েদের সাথে নানাবিধ কৌতুকে মনোনিবেশ করলেন। আমার ভাই বোন

এবং তাঁদের ছেলে মেয়েদের সাথে কুশল বিনিময়ের পর সবাই একত্রিত হয়ে নানাবিধ গল্পগুজবের মধ্য দিয়ে দুপুরের আহার সমাপ্ত করলাম। সন্ধ্যা নাগাদ আমার আরো দুই বোন তাঁদের সন্তান সন্ততি নিয়ে এসে পৌঁছুলেন। নিমিষেই আমাদের পরিবারটি একটি বৃহৎ পরিবারে পরিণত হলো। বাড়িটা সরগরম হয়ে উঠলো। আমার একমাত্র ছোট ভাই ফিরোজ রাতে কিছু আতশবাজি জ্বালিয়ে আনন্দের মাত্রাটা আরো বাড়িয়ে দিল।

পরদিন পবিত্র ঈদ উপলক্ষ্যে নানাবিধ আনন্দের মধ্য দিয়ে দিনটা শুরু হলো। টেলিভিশন থেকে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত গান "রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ" ইথারে তরঙ্গায়িত হতে থাকলো। আমার গিন্নি ও বোনেরা অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে মায়ের উপদেশ মতে নানাবিধ মুখরোচক ও উপাদেয় খাবার তৈরি করলো।

সকালবেলাতেই গোসল করে রংবেরংয়ের নতুন কাপড় পড়ে বাড়ির সকল পুরুষ সদস্যরা মসজিদ প্রাঙ্গণে গিয়ে পাড়ার সকল মানুষের সাথে মিলেমিশে ঈদের নামাজ পড়ে নিলাম। নামাজের পর একে অপরের সাথে আলিঙ্গন ও কোলাকুলির মাধ্যমে আনন্দময় এক অভূতপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি হলো।

ঈদের মাঠ থেকে বাড়ি ফিরে পরিবারের সকল সদস্য মিলে হরেক রকম উপাদেয় খাবার খেতে বসলাম, খাবারের শেষ অংশে নানাবিধ মিষ্টান্ন জাতীয় খাবার খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে উঠলাম। এরপর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের আপ্যায়নের পালা শুরু হলো। আমরাও বাইরে বেরিয়ে আত্মীয়স্বজনদের বাড়ি ঘুরে এলাম। এক অনাবিল আনন্দের সম্ভারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো খুশির ঈদ। ঈদের দিন গরিব দুঃখীদেরকে খাবার ও যথাসাধ্য সহায়তা প্রদান করতে পেরে আরো আনন্দিত হলাম।

আনন্দের জোয়ারে হেসে খেলে কয়েকটা দিন অতিবাহিত হলো। এবার ঢাকায় ফিরে যেতে হবে। মাকে ছালাম জানালাম। মা আমাকে আশির্বাদ করলেন। অতঃপর আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গিন্নি ও ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে ঢাকায় ফিরে এলাম।

পরদিন অফিসে গিয়ে সহকর্মীদের সাথে দেখা করলাম। আমার অবর্তমানে সৃষ্ট কিছু সমস্যা নিয়ে আলোচনা হলো। আমাদের কর্মসূচির পরিচালক জনাব এমদাদ হোসেন আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে চীন দেশে আমার কার্যক্রম সম্বন্ধে খোঁজখবর নিলেন এবং চীন দেশে এ্যাসাইনমেন্ট শেষ হবার পর দেশে ফিরে এসে দ্রুত কাজে যোগদানের জন্য বললেন।

আমাদের মহাসচিব জনাব আলী হাসান কোরেশী আমাকে দেখে আনন্দিত হয়ে বললেন, তোমার কাজকর্মের কথা আমি শুনেছি। তোমার প্রতি চায়না ডেলিগেশন এবং জেনেভা সদর দপ্তরের সবাই খুশি। তোমাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

আমিও বসকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, ওখানে কাজ যেমন করেছি ঠিক তেমনি শিখেছিও অনেক। ফিরে এসে ঐসকল অভিজ্ঞতা এখানে কাজে লাগাতে পারবো। তবে আপনার পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই আমার চায়না মিশনে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে এ জন্য আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

বস বললেন, চায়না মিশন তোমার নিজের অর্জন, এখানে আমার ভূমিকা নগণ্য। মিশনের বাকি সময়টুকু ভালভাবে শেষ করে ফিরে আসো এই কামনা করি। চায়না ডেলিগেশনের সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানাবে।

আমি সম্মতি জ্ঞাপন করে জনাব আলী হাসান কোরেশীকে পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর রুম থেকে বাইরে এলাম। অতঃপর আমাদের সংস্থার অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে দীর্ঘক্ষণ ভাব বিনিময় করে বাসায় ফিরে এলাম। বিকেল বেলায় গিন্নিকে নিয়ে কিছু উপহার সামগ্রী কিনতে বের হলাম।

গিন্নি জিজ্ঞেস করলো, উপহারগুলো কার জন্য কিনবে?

আমি বললাম, আমার সহকর্মীদের জন্য। বাংলাদেশ সম্পর্কে ওদেরকে অনেক বলেছি। সুতরাং এ দেশের কথা ওরা যাতে না ভুলে যায় সে জন্যই ওদেরকে কিছু দেশীয় দ্রব্যসামগ্রী উপহার হিসাবে প্রদান করবো।

আসাদ গেট আরঙ শো রুম থেকে কতিপয় উপহার সামগ্রী ক্রয় করে নিলাম। আমার দেশের সংস্কৃতির বাহন এই দ্রব্যসামগ্রী সিনথিয়া ও আমার সহকর্মীরা পেলে খুবই খুশি হবে।

কয়েকটা দিন অতীব আনন্দে কাটলো। ছেলে-মেয়েদেরকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে কাটালাম। ফিরে গিয়ে আমার সহকর্মী ডেলিগেটদেরকে এবং সিনথিয়াকে রান্না করে খাওয়াতে হবে সুতরাং রান্না যেমন শিখতে হবে তেমনি নানাবিধ মসল্লাও সাথে নিতে হবে। গিন্নির শরণাপন্ন হলাম। গিন্নি অতীব যত্নের সাথে পোলাও, বিরিয়ানি, কাবাব, ঝাল মাংস, ডাল, পায়েস এবং পরাটা তৈরির রেসিপিগুলো আমাকে শিখিয়ে দিলো। রান্না করার বিষয়টি অত্যন্ত জটিল মনে হওয়ায় প্রতিটা আইটেমের রেসিপিসহ প্রস্তুত প্রণালী আমি যত্নের সাথে লিখে নিলাম।

রান্নার প্রয়োজনীয় সকল মসল্লা, খাঁটি গাওয়া ঘী এবং কাঁচা রসের গন্ধে ভরপুর খেজুরের গুড় ভাল করে প্যাক করে দিয়ে গিন্নি বললো, মসল্লা ও লবণের পরিমাণ ঠিক রাখতে পারলে সব খাবারই মজাদার হয়।

সব কিছুকেই বাগ মানানো গেলেও সময়কে কিছুতেই নয়। ক্রমান্বয়ে আমার ফিরে যাবার দিন ঘনিয়ে এলো। আগামীকাল ফিরে যাবার পালা। গিন্নি নানাবিধ শুকনো খাবার প্রস্তুত করে প্যাকেট করে করে আমার লাগেজে ভরে দিলো। চলে যাব বলে ছেলে-মেয়েরাও বিষণ্ন হলো।

সকালবেলা প্রাতরাশ সেরে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। মেয়েদেরকে আদর করে বিদায় জানালাম।

উল্লাস তার একটা জামা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, এটা সাথে নিয়ে যাও।

ওর মা ওকে ধমক দিয়ে বললো, তোমার জামা কি তোমার আব্বা পড়তে পারবে? তবে ওটা দিচ্ছ কেন? রেখে দাও।

জামাটা দিতে না পারার ব্যর্থতায় ছেলেটা বিষণ্ন হয়ে কাঁদতে শুরু করলো।

আমি ঐ ছোট্ট শিশুর আবেগটুকুর সাথে পরিচিত হয়ে আশ্চর্যান্বিত হলাম। এর আগে এ ধরনের কোন আচরণের মুখোমুখি আমরা হইনি।

আমি ওকে কোলে তুলে নিয়ে বললাম, দাও জামাটা আমাকে দাও। ওটা আমি চীন দেশে নিয়ে যাব। চীন দেশের মানুষদেরকে আমি তোমার জামা দেখিয়ে বলবো, এই দেখ এটি হচ্ছে আমার ছেলে উল্লাসের জামা।

আমার কথা শুনে ও আমার কোল থেকে নেমে জামাটা তুলে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে আবার আমার কোলে ঝাপিয়ে পড়লো।

আমি সান্তনা জানিয়ে ওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে এয়ারপোর্টের দিকে রওয়ানা হলাম। ছেলেটা আমার কোলে বসে মাথাটা বুকের সাথে সেঁটে বসে রইলো। রাস্তায় ট্রাফিক মোটামুটি ভাল।

গিন্নির সাথে সাংসারিক টুকিটাকি কথাবার্তা বলতে বলতে এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলাম। গিন্নি ও ছেলেটাকে আবার শুভেচ্ছা ও বিদায় জানিয়ে টার্মিনাল লাউঞ্জে প্রবেশ করলাম।

বিমান সময় মতই আকাশে উড়লো।

প্রায় আড়াই ঘন্টা সময়ের মধ্যেই ব্যাংকক পৌঁছে গেলাম। এখানে দশ ঘন্টারও অধিক লম্বা একটা ট্রানজিট। ভাবলাম ট্রানজিট যাত্রীদের জন্য বাইরে বেরুবার সুযোগটা নিয়ে ব্যাংকক শহর থেকে ঘুরে আসি। একটা বিশেষ ফর্ম পূরণ করে নির্ধারিত কর্মকর্তার কাছে ওটা প্রদান করলাম।

কর্মকর্তা আমার পাসপোর্ট দেখে নিয়ে আমাকে অন্য একজন কর্মকর্তার সাথে কথা বলতে বললেন।

আমি আশ্চর্য হলাম এই ভেবে যে সবাইতো এখান থেকে সরাসরি অনুমোদন নিয়েই বাইরে যাচ্ছে তবে আমার বেলায় অন্যত্র যেতে হবে কেন?

আমি অন্য একটি কক্ষে গিয়ে নির্ধারিত কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাত করে বিষয়টি উপস্থাপন করলাম।

মহিলা কর্মকর্তাটি আমার পাসপোর্টটি পর্যবেক্ষণ করে আমার পেশা ও কর্মস্থল সম্পর্কে জানলেন। অতঃপর একটু হেসে নিয়ে তিনি যা বললেন তা হলো আমার দেশসহ আরো কয়েকটি দেশের কতিপয় ট্রানজিট যাত্রী এই সুযোগ নিয়ে শহর থেকে আর ফিরে আসেনি। এ জন্যই তালিকভূক্ত কয়েকটি দেশের যাত্রীদের ট্রানজিটকালীন এয়ারপোর্টের বাইরে যাওয়ার অনুমোদনের বিষয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

ভদ্রমহিলা আমার ফরমটির উপর অনুমোদন করা হলো লিখে দিয়ে বললেন, প্রথম ডেস্ক থেকে অনুমোদন না পাওয়ার কারণটা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন। আমরা দুঃখিত, আশা করি কিছু মনে করবেন না।

আমি ভদ্রমহিলাকে কিছু না বলে শুধু ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এলাম।

ব্যাংকক শহরের বিভিন্ন স্থান ঘুরে ফিরে দেখতে দেখতে অনেক সময় পার হয়ে গেলো। একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে ভূরিভোজন শেষে এয়ারপোর্টে ফিরে এলাম।

বোর্ডিং কার্ড প্রদানের সময় আমাকে বিজনেস ক্লাশ দেয়া হলো। আমি কিছুটা অবাকই হলাম। ব্যাংকক থেকে নির্ধারিত সময়েই বিমানে উঠলাম। বিমানে যাত্রীদের ভিড় দেখে বুঝলাম যে ইকোনমি ক্লাশের যাত্রী বেশি হওয়ায় আমার ভাগ্যে বিজনেস ক্লাশ জুটেছে।

বিমান ভ্রমণটা বেশ উপভোগ্য হলো। মধ্যরাতের পূর্বেই বেইজিং পৌঁছুলাম। একটা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে এলাম। চেক-ইন করে রুমে গিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলাম।

পরের দিন যথারীতি অফিসে গিয়ে সহকর্মীদের সাথে কুশল বিনিময় করে বাংলাদেশ থেকে নেয়া উপহার সামগ্রী প্রদান কললাম। সবাই খুশি হলো এবং আমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলো।

মেটালের তৈরি রিকসার প্রতিকৃতি সম্বলিত উপহারটা অবলোকন করতে করতে আমার এক সহকর্মী বললো, তোমাদের দেশের রিকসাগুলো খুবই কারুকার্যময় এবং দৃষ্টিনন্দন। এর একটা আমি অক্সফোর্ডে দেখেছি। বেইজিং শহরের কিছু কিছু এলাকায় রিকসা রয়েছে যেগুলোর গঠন ও আকৃতি ভিন্নতর।

আমি বললাম, রিকসা আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত একটা বাহন। আমাদের দেশের এমন কোন শহর খুঁজে পাবেনা যেখানে রিকসার প্রচলন নাই। বলতে পারো যে রিকসা আমাদের শহর জীবনের ঐতিহ্যগুলোর মধ্যে একটি।

সহকর্মী বললো, তবে যাই বল রিকসা চালাতে প্রচণ্ড পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। আমার মনে হয় রিকসাগুলো ইঞ্জিন চালিত থ্রি-হুইলারে প্রবর্তন করা যেতে পারে।

আমি বললাম, ইঞ্জিন চালিত থ্রি-হুইলার তো রয়েছেই তবে যারা রিকসা চালায় তারা ঐ থ্রি-হুইলার কেনার সামর্থ রাখে না।

রস আর্মিটেজ তাঁর উপহারটা অবলোকন করতে করতে বললো, তুমি রান্নার মসল্লা এনেছো তো?

আমি বললাম, সব কিছুই এনেছি। খুব শীঘ্রই তোমাদেরকে নিমন্ত্রণ করবো। তবে রান্নাবান্নার কাজটা কোথায় করবো সেটা নিয়ে ভাবছি।

রস একটু হেসে নিয়ে বললো, আমরা কিন্তু অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি এবং রান্না করার জন্য তুমি আমার ফ্ল্যাটের কিচেন অনায়াসে ব্যবহার করতে পারো।

আমি বললাম, তথাস্তু, আগামী শনিবার তোমার ফ্ল্যাটের কিচেনেই রান্না হবে এবং তোমাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

রস বললো, তোমার নিমন্ত্রণ আমি সবার নিকট পোঁছে দেবো। তুমি তোমার রান্নার আয়োজন কর।

এমন সময় বসকে সামনে পেয়ে আমি তাঁকে শুভেচ্ছা জানালাম। বসও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাকে তাঁর অফিসে ডাকলেন।

আমি বসের রুমে প্রবেশ করলাম এবং একটা উপহার তাঁকে প্রদান কররাম।

বস অত্যন্ত আগ্রহের সাথে উপহারটি গ্রহণ করে বললেন, ছুটি কেমন উপভোগ করলে? কখন ফিরলে?

আমি বললাম, ছুটিতে থাকা প্রতিটা মুহূর্তই দারুণভাবে উপভোগ করেছি। গতরাতে ফিরেছি।

বস বললেন, এশিয়া প্যাসিফিকের আঞ্চলিক ইনফরমেসন ডেলিগেট মিঃ ওমার ভ্যালডিমারসন আগামী পরশুদিন পুনরায় বেইজিং আসছেন। তিনি এখানে কয়েকদিন অবস্থান করবেন। বন্যাদুর্গত এলাকায় তিনি যাবেন বলে জানিয়েছেন। এখানকার ইনফরমেশন ডেলিগেট সোলভেগ তাঁর সফরসঙ্গী হবেন তবে ওদের সাথে তোমাকেও যেতে হবে।

আমি বললাম, মিঃ ওমরতো গত মাসেও একবার এসেছিলেন। কোন সমস্যা নাই। আমি ওদের সাথে যাব।

বস আমাকে ধন্যবাদ জানালেন।

আগামী শনিবার আমার রান্নার কথা উল্লেখ করে বসকে নিমন্ত্রণ করলাম।

বস একটা অট্টহাসি দিয়ে আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

আমি বসকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার টেবিলে গিয়ে কাজে নিয়োজিত হলাম।

অফিস থেকে যখন বেরুলাম তখন গোধুলিবেলা। সূর্যের তির্যক আলো ছায়াগুলোকে দীর্ঘতর করে তুলেছে। হোটেলে ফিরে সিনথিয়াকে টেলিফোন করলাম।

সিনথিয়া আমাকে সম্বোধন করে বললো, আমি জানি তুমি ফিরে এসেছো। আমিও আজকেই ফিরে এসেছি। আশা করি পরিবার পরিজন নিয়ে আনন্দেই কেটেছে তোমার সময়।

আমি বললাম, তোমার অনুমান শতভাগ সত্য।

সিনথিয়া বললো, তোমার কোন কাজ না থাকলে চল আমরা একত্রে ডিনার করি।

আমি বললাম, কোন কাজ নেই, তুমি চলে আসো।

সিনথিয়া বললো, আগামী চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই তোমার সাথে দেখা হবে বলে আশা করি।

আমি পরিপাটি হয়ে সিনথিয়ার জন্য নির্ধারিত উপহারটা নিয়ে লবিতে এসে বসলাম।

সিনথিয়া তাঁর দেয়া কথামতো পয়ত্রিশ মিনিটে এসে হাজির হলো।

আমি ওকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললাম, তোমাকে দেখে আনন্দিত হলাম।

সিনথিয়া বললো, পনেরো দিন পর আবার তোমার দেখা পেয়ে আমিও উৎফুল্ল। এবার চলো বাইরে কোথায়ও গিয়ে ডিনার করি এবং খাবারের ফাঁকে ফাঁকে তোমার কথা শুনি। অবশ্য আমারও অনেক কথা জমা হয়েছে তোমাকে বলার।

আমি বললাম, চলো।

সিনথিয়াকে অনুসরণ করে বাইরে এলাম।

ওর নীল রংয়ের গাড়িটায় উঠে বসলাম। গাড়ি বড় রাস্তা ধরে সামনে এগিয়ে চললো। কিছুক্ষণ চলার পর একটা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের সামনে গাড়ি পার্ক করে আমরা ভেতরে গিয়ে একটা টেবিল নিয়ে বসলাম। সিনথিয়া প্রায়ই আমাকে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে নিয়ে আসে, এর কারণ হলো যে এখানে আমার প্রিয় নান, কবাব, ডাল ইত্যাদি খাবার পাওয়া যায়।

খাবারের অর্ডার দিয়ে সিনথিয়া বললো, এবার বলো কেমন কাটলো তোমার সময়?

আমি বললাম, দেশের বাইরে এতো দীর্ঘসময় এর আগে কখনো থাকা হয়নি। আপনজন সবাই উন্মুখ হয়ে অপেক্ষায় ছিলো। সুতরাং বুঝতেই পারছো যে সময়টা কত ভালো কেটেছে। এবার বলো তোমার সময় কেমন কেটেছে।

সিনথিয়া বললো, আমাদের 'নারী ও শিশু কল্যাণ' সংস্থার বাৎসরিক সভা উপলক্ষ্যে প্রায় এক সপ্তাহ সময় অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে। তোমাদের সাথে বন্যাত্রাণ কার্যক্রমে অংশ নিয়ে আমরা প্রভূত প্রশংসা কুড়িয়েছি। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে পাঁচ শতাধিক নারী নেত্রী দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত বাৎসরিক সভায় যোগদান করেছিলো। বুঝতেই পারছো এটাকে ম্যানেজ করতে কি পরিমাণ ঘাম ঝরাতে হয়েছে। এরপর কয়েকটা দিন দেশের বাইরে ছিলাম। সিংঙ্গাপুর গিয়েছিলাম। অবশ্য সেটাও ঐ নারী কল্যাণ বিষয়ক একটি সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে। সেমিনার শেষ হবার পর আমার এক বান্ধবীর পীড়াপীড়িতে আরো দুদিন ওখানে ছিলাম। গত মধ্যরাতে তুমি ফিরেছো আর আমি আগের দিন সকাল দশটার পর ফিরেছি।

আমি বললাম, তুমি তো সব সময়ই ব্যস্ত একজন মানুষ। ঘরে বাইরে সর্বত্রই তোমার ব্যস্ততা। তবে ক্ষেত্রবিশেষ তোমার ব্যস্ততা তাৎপর্যময় এবং গভীর রহস্যময়তায় পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠে। তোমার সান্নিধ্য না পেলে তোমার ঐ অসাধারণ ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব উপভোগের সৌভাগ্য আমার কোনদিনও হতো না।

আমার মনে হয় তুমি মহাগৌরবে সমাসীন এবং মহাসৌরভে পরিপূর্ণ শতাব্দীর কোন আশির্বাদ। তুমি প্রজ্ঞাবতী ও নিপীড়িত মানুষের বন্ধুজন। তুমি আলোকবর্তিকা হাতে পথের দিশারী।

সিনথিয়া বললো, আচ্ছা আমি কি খুবই জটিল একজন মানুষ?

আমি বললাম, তুমি মোটেই জটিল কেউ নও। তবে তুমি অবশ্যই স্বতন্ত্র ও কোমল মনের অধিকারী অনিন্দ সুন্দরী এক মানবী। সাবলীলতার মাধুর্যে রাঙানো তোমার অভিব্যক্তি। আলো বাতাসে পরিপূর্ণ এ অপরূপা পৃথিবীর মর্মব্যথা তুমি যেভাবে উপলব্ধি করতে পারো সেভাবে আর কেউ পারে না। তুমি অতীতের পৃথিবীতে বিচরণকারী এবং ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার অধিকারী। এক অসামান্য বিজ্ঞতায় উদ্ভাসিত তোমার অন্তর। তুমি সত্যিই অনন্যা।

সিনথিয়া বললো, তুমি সবসময়ই আমি যা নই তা ভেবে কথা বলে থাকো। এই পৃথিবীর অগণিত নারীকূলের মধ্যে তাঁদের মতো আমিও একজন। আমি অসাধারণ নই ওদের মতই অত্যন্ত সাধারণ।

আমি আমার হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে সংকর ধাতু নির্মিত রূপালী প্রলেপ দেয়া নৌকার একটি প্রতিকৃ তি বের করে সিনথিয়ার হাতে দিয়ে বললাম, নদীমাতৃক আমার দেশের আপামর মানুষের পেশা হচ্ছে কৃষি আর বাহন হচ্ছে নৌকা। সদ্য কর্তিত সেই কৃষিজাত সোনালী ফসল ধান ভর্তি নৌকার একটা প্রতিকৃতি আমি আমার দেশ থেকে তোমার জন্য এনেছি। তুমি এটি গ্রহণ করলে বাধিত হবো।

সিনথিয়া প্রতিকৃতিটি গ্রহণ করে বেশ কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণের পর বললো, অনন্য এই উপহারটির জন্য তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। দেখেই বোঝা যায় যে এই সুন্দর বস্তুটি কোন ফ্যাক্টরীর প্রোডাক্ট নয়, যত্ন করে হাতে তৈরি করা সামগ্রী। আমার সখের সামগ্রী সংরক্ষণের জন্য একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষ শো-কেস রয়েছে, তোমার দেয়া এই মূল্যবান উপহারটি আমি সেখানেই রাখবো।

আমি সিনথিয়াকে স্বাগত জানিয়ে বললাম প্রিয়জনদের দেয়া উপহার তোমার মতো আমারও সংরক্ষণের অভ্যাস রয়েছে।

সিনথিয়া বললো, প্রতিটি উপহারের পেছনে অনেক স্মৃতি বিজরিত থকে। এগুলো দেখলে ফেলে আসা দিনের অনেক ভাল লাগা অনুভূতির কথা মনে হয়। মন যখন অনেক বিষণ্ন হয় তখন মাঝে মধ্যে আমি উপহার সজ্জিত শো-কেসটি খুলে ভেতরে উঁকি দিয়ে শুভ ইচ্ছাগুলোর প্রতিফলন দেখি। এতে মনটা ভাল হয়।

আমি কোন কথা না বলে সিনথিয়ার উপলব্ধির সাথে একাত্ম হওয়ার প্রয়াস পেলাম। আনন্দ ও বেদনা বিজড়িত অনেক স্মৃতি মনের দুয়ার খুলে বেড়িয়ে এলো। আমি উন্মনা হয়ে কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গেলাম।

ইত্যবসরে গরম গরম খাবারের ডিসগুলো পরিবেশিত হলো। প্লেট-গ্লাসের টুং টাং শব্দে বাস্তবে ফিরে এলাম।

সিনথিয়া একটু হেসে বললো, বিগত দশ মিনিট তুমি অন্তরালে ছিলে, কোথায় যেনো হারিয়ে গিয়েছিলে। এখন এখানে যা বাস্তব তা হলো ভূরিভোজন। আর কথা নয় এবার খাওয়ায় মনোযোগী হও।

আমি ধূমায়িত খাবারের সুঘ্রাণ নিতে নিতে বললাম, একদিন আমাদের এই আজকের ঘটনাও স্মৃতির খাতায় স্থান করে নেবে। সেদিন স্মৃতি রোমন্থন করে অনেক আনন্দ পেলেও বেদনার পাহাড় থেকে বিগলিত অশ্রুর ঝরণা কি বইবে না?

সিনথিয়া আমার প্লেটে বড় একটা ভাজা মাছ তুলে দিতে দিতে বললো, আনন্দ বেদনা নিয়েই মানুষের জীবন। জীবনের সকল আনন্দ বেদনাই পরিশেষে কালের গর্ভে সঞ্চিত হয়। মানুষ হারিয়ে গেলেও মহাকাল মহাসম্ভারে মানুষের সকল স্মৃতি ধারণ করে এগিয়ে যায়। তোমার এই কথার মধ্যে মহাকালের সেই বেদনাবিধুর সুরের প্রতিধ্বনিই যেনো আমি শুনতে পাচ্ছি।

আমি নিরুত্তর ওর মুখের দিকে নিস্পলক তাকিয়ে থাকলাম। অভিব্যক্তিতে বিষাদের কালো ছায়াটা সে চেষ্টা করেও দূরীভূত করতে পারলো না।

সিনথিয়া আবার একটু হেসে বললো, এই প্রসঙ্গটা নিয়ে না হয় আরেকদিন আলোচনা করা যাবে। পনেরো দিন পর তুমি ফিরে এসেছো। এখন বিষাদময় কথা পরিহার করে আনন্দের কথা বলো।

সিনথিয়ার কথায় আমি সাবলীল হয়ে ভোজনে মনোনিবেশ করলাম।

খাওয়ার এক ফাঁকে আমি বললাম, তোমাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঢাকা থেকে মসল্লা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি নিয়ে এসেছি। আগামী শনিবার রসের ফ্ল্যাটে অফিসের কলিগদের জন্য রান্না করবো। তোমার যদি কোন অসুবিধা না থাকে তবে আগামী রবিবার তোমার বাসায় রান্নার ব্যবস্থা হতে পারে।

সিনথিয়া একটা অট্টহাসি দিয়ে বললো, অবশ্যই, আগামী রবিবার আমার বাসায় তুমি রান্না করবে। কোন অসুবিধা হবে না।

এরপর বিভিন্ন কথাবার্তার এক পর্যায়ে এন্ডারসনের প্রসঙ্গ উঠে এলো। তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য সিনথিয়া আগ্রহ প্রকাশ করলো। খাবারের পর্ব শেষ হওয়ার পর সিনথিয়া আমাকে হোটেলে ড্রপ দিয়ে উইকএণ্ডে দেখা হবে বলে প্রস্থান করলো। প্রচণ্ড শীত পড়েছে। কাঁপতে কাঁপতে রুমে প্রবেশ করলাম। রুমটা তুলনামূলকভাবে গরম। রাজ্যের আলস্য এসে ভিড় করলো। কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। রাতে ভালো ঘুম হলো।

পরদিন প্রত্যুষে উঠে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আশ্চর্যান্বিত হলাম। তুষার পড়ছে। এটাই আমার জীবনের এতো ব্যাপক হারে তুষারপাত দর্শন। কাঁচের তৈরি বিশাল আকারের জানালা, খোলা যায় না। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও রুমের ভেতরটা উষ্ণ তাই জলীয় বাষ্পের আবরণে কাঁচ ঝাপসা হওয়ায় বাইরের দৃশ্য ভালভাবে দেখা যাচ্ছে না। ভাবলাম বাইরে গিয়ে তুষারপাত প্রত্যক্ষ করতে হবে। পরিপাটি হয়ে মোটা কাপড়-চোপড় পড়ে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। গুড়ি গুড়ি তুষার অবিরাম ঝড়ছে। রাস্তার আনচে-কানাচে তুষার জমে বরফের মতো আস্তরণও দেখতে পেলাম। তুষারপাতের মধ্যেই জগিং এর অভিজ্ঞতাটা একটা অর্জন বলে মনে হলো। রুমে ফিরে এসে গরম পানির শাওয়ার নিয়ে পরিতৃপ্ত হলাম। এরপর নাস্তা করে নিত্যদিনের মতো হেঁটে হেঁটে অফিসের দিকে রওয়ানা হলাম। রাস্তায় অসংখ্য মানুষ স্বাভাবিকভাবেই চলাফেরা করছে, আমিও তাঁদের সাথে হাটছি। তুষারবর্ষণের মধ্যে পদচারণা- এ এক অনন্য অভিজ্ঞতা। বুঝলাম, এই মুহূর্তে আমি এক অদম্য উত্তেজনার মধ্য দিয়ে সময় পার করছি।

অফিসে পৌছেই রাশিয়ান ডেলিগেট ইগোর স্কাবলোস্কির মুখোমুখি হলাম।

আমি সকালের শুভেচ্ছা জানিয়ে উৎফুল্ল ও সপ্রতিভ প্রত্যয়ে বললাম, দেখেছো তুষার পাত হচ্ছে।

ইগোর উৎসুকী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, তাতে কি হয়েছে। মনে হচ্ছে জীবনে তুমি এই প্রথমবার তুষারপাত দেখলে?

আমি বললাম, তোমার অনুমান যথার্থ।

ইগোর একটা লম্বা হাসির ঢেউ তুলে বললো, তাই বলো। তবে তোমার প্রথম তুষার দর্শনের অভিব্যক্তি দেখে মনে হচ্ছে তুমি যেনো তুষারের প্রেমে পড়ে গেছো।

আমি বাইরের একটানা তুষারপাতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললাম, হয়তো তোমার কথাই সত্যি।

ইগোর তাঁর হাসির রেশটা বজায় রেখে তুষারপাত উপভোগের কথা বলে প্রস্থান করলো।

আমি আমার রুমে প্রবেশ করে কাজে মনোযোগী হলাম।

তুষারপাত দুপুরের পর বন্ধ হলেও সন্ধ্যা থেকে আবার তা শুরু হলো।

অফিস শেষ করে সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরে সিনথিয়ার একটা পত্র পেলাম।

সিনথিয়া লিখেছে,

প্রিয় বন্ধুটি আমার,

বছরের প্রথম তুষারপাতের অপরূপ দৃশ্য নিশ্চয়ই তোমাকে বিমোহিত করেছে। আমি নিশ্চিত যে তুমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে প্রকৃতির এই অপার রূপ দেখে চলেছো। আমি কাল কুনমিং যাচ্ছি। কাজ শেষ করে ফিরে এসে রবিবার তোমার রান্না দেখবো এবং উপাদেয় খাবারগুলো সবাই মিলে উপভোগ করবো। অবশ্য এর পরবর্তী সময়ে আমরা আমাদের বাকি কাজগুলো সম্পাদন করবো। ভালো থেকো।

ইতি সিনথিয়া।

সিনথিয়ার চিঠিটা পেয়ে আমি অবাক হলাম। সে কি করে জানলো যে আমি তুষারপাতের দৃশ্য দেখে বিমোহিত হয়েছি? পরক্ষণেই মনে হলো যে সে আমার মনের কথা পড়তে পারে। ওর চিঠির পরবর্তী বক্তব্যও আমাকে ভাবনায় ফেললো। আমার সাথে ওর বাকি কাজগুলো কি তা আমি অনুমান করতে ব্যর্থ হলাম। ওর কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে জন্ম নেয়া রহস্যগুলো আরো ঘনীভূত ও রহস্যাবৃত হয়ে দুর্বোধ্যতায় আচ্ছন্ন হলো। মনে মনে ভাবলাম এই রোমাঞ্চকর উপাখ্যানের পরিসমাপ্তি কোথায়? তবে এতোদিনে অন্তরের অন্তস্থলে একটা বিশ্বাস জন্মেছে যে আর যাই হোক সিনথিয়া অবিশ্বাসী নয়, সে একটা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে কালের সঙ্কট দূর করার প্রয়াসে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে চলা একজন সাহসী মানুষ।

কল্পনার জগত থেকে বাস্তবে ফিরে এসে ভাবলাম, রান্নাটা ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পারবোতো? মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলাম যে, রান্নাটা আমাকে ভালোভাবে করতেই হবে।

আজ শনিবার, আমার রান্নার দিন, সকাল নয়টার পরই সকল মসল্লা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি নিয়ে রসের ফ্ল্যাটে হানা দিলাম। রস বেচারীর ঘুম ভাঙ্গালাম বলে দুঃখ প্রকাশ করে কিচেনে গিয়ে আমার কাজ শুরু করলাম। সবকটা আইটেমের রেসিপি নোটগুলো বের করে ভালো করে দেখে নিলাম। সর্বপ্রথমে দুধ ঘন করে নিয়ে খেজুরের গুড়ের মিশ্রণে পায়েস তৈরি করে ফেললাম। রস মাঝে মধ্যে এসে আমাকে সাহায্য সহযোগিতা করলো। একে একে মুরগির রোস্ট, পোলাও, গরুর ভুনা মাংস, সবজি, ঘন ডাল, সালাদ ইত্যাদি তৈরি রেঁধে ফেললাম। সন্ধ্যার পূর্ব মূহূর্তে আমার রান্নার কাজ শেষ হলো।

সন্ধ্যার পর একে একে সবাই এসে হাজির হলো। এবার পরিবেশনার পালা। রস ও মাইক পরিবেশনার দায়িত্ব নিলো। খাবার মুখে তুলেই সবাই আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলো। সবাই সবকটি আইটেম যতটুকু পারা যায় ভক্ষণ করলো। ওদের সাথে আমিও খাবার খেলাম এবং ঠাউর করলাম যে সবকটি আইটেমই দারুণ সুস্বাদু হয়েছে।

আমাদের রবার্টসন বললো, তুমি যে এতো ভালো রাঁধতে পারো তা জানলাম। আগামীতে তোমার রান্না আবার উপভোগ করতে হবে।

ভূড়ি ভোজনের পর একে একে সবাই আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলো।

উদ্বৃত্ত খাবারগুলো সংরক্ষণ ও পরবর্তিতে খাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। সুস্বাদু রান্না করে সবাইকে ভালো করে আপ্যায়ন করতে পেরেছি বলে একটা অনাবিল তৃপ্তির অনুভূতিতে অন্তরটা আলোরিত হলো।

সেদিন রাতে ভালো ঘুম হলো।

প্রত্যুষে উঠে তিয়েনএনমেন স্কয়ারে হাঁটাহাটি করে ফিরে এসে শাওয়ার নিয়ে ব্রেকফাস্ট করবো বলে নিচে নামতেই সিনথিয়ার দেখা পেলাম।

সকালের শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর সিনথিয়া বললো, ভাবলাম সকালের নাস্তাটা তোমার সাথে সম্পন্ন করে তোমাকে সাথে নিয়ে বাসায় ফিরবো। আজতো তুমি আমার বাসায় রান্নাবান্না করবে।

আমি বললাম, খুবই ভালো করেছো, চলো এবার ব্রেকফাস্টটা সেরে নেই।

ব্রেকফাস্ট সেরে আমার রান্নার লটবহর নিয়ে সিনথিয়ার সাথে রওয়ানা হলাম।

বাসায় পৌছার পর সিনথিয়া তাঁর রান্নাবান্নার কাজে নিয়োজিত পরিচারিকাকে আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য নির্দেশ দিলো।

আমি রান্নাঘরে সব মসল্লাপাতি বিছিয়ে নিয়ে রান্নার প্রস্তুতি নিলাম।

সিনথিয়া বললো, একটা জরুরি কাজে বাইরে যাচ্ছি এবং আশা করছি ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসতে পারবো। তুমি নির্ভাবনায় তোমার রান্নার কাজ করতে থাকো। আমি ফিরে এসে তোমাকে সাহায্য করবো।

আমি বললাম, তুমি শঙ্কার মধ্যে থেকো না, এখানে কোনরূপ সমস্যা হবে না। তাছাড়া তোমার রান্নার পরিচারিকাতো আমাকে সহযোগিতা করার জন্য রয়েছেই।

সিনথিয়া একগাল হেসে তথাস্তু বলে বিদায় নিলো।

ঘড়ি দেখে বান্নার কাজ শুরু করলাম। এখন সকাল দশটা বাজে। মনে মনে ভাবলাম যে পায়েস, ডাল ও মুরগির রোস্ট তৈরি করতে দুপুর গড়িয়ে যাবে। দুপুরের খাবার খেয়ে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে বাকি আইটেমগুলো শেষ করতে করতে সন্ধ্যা পার হয়ে যাবে।

দুধ জ্বাল দিয়ে ঘন করে অল্প একটু পোলাও চাউল ও খেজুরের গুড় দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে পাতিলটা নামিয়ে ফেললাম। একটা সুঘ্রাণ চারিদিকে ছড়িয়ে পরলো। এরপর ডাল রান্নার যখন শেষের দিকে তখন সিনথিয়া ফিরে এলো।

রান্নাঘরে ঢুকেই দারুণ উচ্ছসিত হয়ে সিনথিয়া বললো, খাবারের সুঘ্রাণ সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। ভাবছি মহল্লার মানুষ আবার হানা দিয়ে খাবার দাবার সব ছিনিয়ে না নেয়।

ওর কথায় একটা অট্টহাসি দিয়ে আমি বললাম, সেটা হলেতো প্রেস মিডিয়ায় খবর প্রকাশিত হবে এবং আমি রাতারাতি চীন দেশে রান্নার হিরো বনে যাব। যাকোক এখন এই পায়েসটা একটু খেয়ে দেখবে মিষ্টি ঠিকমতো হয়েছে কিনা?

সিনথিয়া কিছুটা পায়েস মুখে দিয়ে উৎফুল্ল হয়ে বললো, তোমার এই পায়েস অসম্ভব রকমের সুস্বাদু এবং এর সুঘ্রাণে আমি মোহিত হয়ে গেছি।

আমি বললাম, অনেকখানি তৈরি করেছি তুমি আরো কিছুটা নিয়ে খাওনা?

সিনথিয়া বললো, তুমিতো অনেকগুলো আইটেম তৈরি করছো, একটা দিয়ে পেট ভরালে অন্যগুলো খাবো কিভাবে? এখন দুপুরের খাবার খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম নাও। বাকি কাজ পরে করো।

দুপুরে হালকা খাবারের আয়োজন দেখিয়ে সিনথিয়া বললো, ভেবেছিলাম আজ দুপুরে কিছুই খাবো না কারণ পেটটা খালি থাকলে পূর্ণ অভিরুচি নিয়ে রাতে তোমার রান্না করা খাবার খেতে পারবো।

আমি একটু হেসে বললাম, এমনতো হতে পারে যে রান্না করা খাবারগুলো মোটেই সুস্বাদু হলো না তখন কি করবে?

সিনথিয়া হাসির মাত্রাটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, এমনটা হতেই পারে না, তোমার রান্না করা খাবার যে এক নাম্বারের হবে সে বিষয়ে আমি মোটেই সন্দিহান নই।

দুপুরের খাবার সমাপ্ত করে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমি পূর্ণ উদ্যমে রান্নার কাজে মনোনিবেশ করলাম। আমার সাহায্যকারী হিসাবে পরিচারিকাটি থাকায় আমি স্বাচ্ছন্দ অনুভব করছিলাম। এরপর একে একে মুরগির রোস্ট, সবজি, গরুর মাংসের কারি, ডাল, সালাদ এবং পোলাও রান্না করে ফেললাম। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ রান্না শেষ হলো।

সিনথিয়া একগাল হেসে বললো, আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। পেট চোঁ চোঁ করছে।

আমি বললাম, রান্নাতো শেষ, এখন খেতে পারো।

সিনথিয়ার নির্দেশে দুজন পরিচারিকা খাবার পরিবেশনা করলো। আমি আর সিনথিয়া।

ডাইনিং টেবিলে বসে আমি বললাম, যদিও এটা তোমার বাড়ি তবুও আজ আমি হোস্ট এবং তুমি গেস্ট।

সিনথিয়া বললো, তথাস্তু, তবে এই খাবারগুলোর সুঘ্রাণে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। আর কোন কথা নয়, এবার খাবারের পালা।

খাবার খেতে খেতে সিনথিয়া ওহ্ আহ্ শব্দ করছিলো আর বলছিলো, তোমাদের বাংলাদেশের খাবারগুলো সত্যিই অনবদ্য। প্রতিটা আইটেমই একেবারে খাসা। আজকে তুমি কি খাচ্ছ না খাচ্ছ তা আমার দেখার বিষয় নয় তবে খাবার শেষ করতে আমার অনেক সময় লাগবে, একথা তোমাকে বলে রাখলাম।

আমি আশ্চর্যের সাথে লক্ষ্য করলাম যে প্রতিটা আইটেম অত্যন্ত যত্নের সাথে ও গলাধঃকরণ করছে এবং ওটার স্বাদ পূর্ণভাবে উপভোগ করছে।

এক ঘন্টার বেশি সময় ডাইনিং টেবিলে অতিবাহনের পর সিনথিয়া বললো, জীবনে বোধহয় এই প্রথম এতো স্বাদের খাবার এতো তৃপ্তি নিয়ে খেলাম। অনেক খাবার রয়ে গেছে, বাড়ির

সবাই খাওয়ার পর যা থাকবে তা ফ্রিজে রেখে দেবো এবং কাল সকালে ব্রেকফাস্ট করবো। এই খাবারের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই এবং একই সাথে তোমার স্ত্রীকেও ধন্যবাদ জানাই কারণ সেইতো তোমাকে রান্নার রেসিপিগুলো শিখিয়ে দিয়েছে। আমি দিব্য অনুভব করছি যে তোমার স্ত্রীর হাতের রান্না অমৃতসম না হয়ে পারে না।

এরপর এককাপ কড়া কফি পান শেষে সিনথিয়া আমাকে হোটেলের সামনে নামিয়ে দিয়ে বিগলিত চিত্তে বললো, আমাকে রান্না করে খাওয়াবে বলে আজ সারাটা দিন তুমি অনেক পরিশ্রম করেছো এবং এই ঋণ পরিশোধে আমি অক্ষম।

আমি বললাম, বন্ধুর কাছে বন্ধুর কোন ঋণ থাকে না। তুমি খুশি হয়েছো এটাই আমার পরম তৃপ্তি।

কয়েকদিনের জন্য বেইজিংয়ের বাইরে যাবো এবং ফিরে এসে দেখা হবে বলে সিনথিয়া গাড়ি ঘুরিয়ে প্রস্থান করলো।

আমি রুমে প্রবেশ করে ভালো করে শাওয়ার নিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম এবং ভাবলাম ভালই হলো, সিনথিয়া কয়েকদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছে আর আমিওতো আগামী পরশুদিন ওমরের সাথে মাঠ পর্যায়ে সফরে যাচ্ছি। রন্ধন কর্মটি ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি বলে একটা অনাবিল তৃপ্তির আবেশে আচ্ছন্ন হলাম এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে গেলাম।

এর একদিন পর ওমর ও সলভেগের সাথে হুবেই সফর শুরু হলো। দোভাষী হিসেবে শাওলিং আমাদের সহগামী হয়েছে। অনেকদিন পর আমার সাহচর্য পেয়ে সে খুশি বলে জানালো। আমি শাওলিংকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওর দাদা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের খোঁজখবর নিলাম। মিসেস জিং এয়ারপোর্টে আমাদেরকে স্বাগত জানালেন এবং মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে গেলেন। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে আমাদের সংস্থার অবদান সরেজমিনে মূল্যায়ন করা হলো। এবার এ সকল তথ্যাদি বিশেষ প্রকাশনার মাধ্যমে সচিত্র উপস্থাপন করার দায়িত্ব হচ্ছে ওমরের। তিন দিন পর আমরা বেইজিং ফিরে এলাম। বন্যাত্রাণ চলাকালীন যে সকল ফটোগ্রাফ ছিলো তা যাচাই করে ওমর মোট আটটি ছবি বাছাই করলেন। এই ছবিগুলোর মধ্যে পাঁচটি ছবিই আমার তোলা। ছবিগুলোর জন্য ওমর আমাকে ধন্যবাদ জানালেন। ছবি তোলার জন্য প্রশংসিত হওয়ায় আমি আনন্দিত হলাম। ইতিপূর্বেও ওমর আমার তোলা ছবি আগ্রহের সাথে ব্যবহার করেছে। এই প্রথম উপলব্ধি করলাম যে ছবি তোলার ক্ষেত্রেও আমি কম পারদর্শী নই।

আজ শুক্রবার, অফিস থেকে হোটেলে ফিরে এসে হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি। টেলিফোন বেজে উঠলো। রিসিভার তুলতেই সিনথিয়ার কণ্ঠ ভেসে এলো।

সিনথিয়া শুভেচ্ছা জানিয়ে বললো, আশা করি ভালো আছো। তুমি কি এখন ব্যস্ত?

আমি ওর শুভেচ্ছার প্রত্যুত্তর জানিয়ে বললাম, আমি ভালো আছি। আশা করি তুমিও ভালো আছ। আমি মোটেই ব্যস্ত নই।

সিনথিয়া বললো, ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আমি আসছি। তোমাকে নিয়ে একসাথে ডিনার করবো তবে বাইরে কোথায়ও যাবো না। তোমার হোটেলের রেঁস্তোরাটা কিন্তু মন্দ নয়। আজ ওখানেই আমরা ভূঁড়ি ভোজনটা সেরে নেবো।

আমি বললাম, তথাস্তু। তোমাকে অভিনন্দন।

কিছুক্ষণ পর সিনথিয়া এলো। আমি ওকে নিয়ে রেস্তোরায় বারান্দা ঘেঁষা পরিসরে একটা টেবিল নিয়ে বসলাম। এখন রেস্তোরাটা জনশূন্যই বলা চলে। মাত্র দু জন অতিথির দেখা পেলাম। এখানে একটু রাত বাড়লে ভিড় বাড়ে। ডিনারের জন্য সময়টা কিছুটা সকাল সকাল হলেও নিরিবিলি পরিবেশ আমাকে মুগ্ধ করলো। বারান্দার পাশে লতানো একটা গাছের ছোট ছোট শুভ্র ফুলের সৌরভে পরিবেশটা মুখরিত।

আমার সম্মতি নিয়ে সিনথিয়া দু গ্লাস টমেটো জুসের অর্ডার দিয়ে বললো, হুবেই সফর কেমন হলো?

আমি বললাম, ভালো হয়েছে। বন্যা ত্রাণ বিষয়ে কিছু তথ্য সংগ্রহ করাই ছিলো মূল উদ্দেশ্য। এবারের সফরে শাওলিং আমাদের সাথে ছিলো। মিসেস জিং তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি বলেছি তুমি ভাল আছো এবং কাজে ব্যস্ত রয়েছো।

সিনথিয়া বললো, মিসেস জিং অত্যন্ত ভাল একজন সংগঠক। এরপর যখন হুবেই সফরে যাবো তখন মিসেস জিংয়ের সাথে দেখা করবো। আসলে তাঁর বন্ধুত্ব আমার কাছে লোভনীয় বলেই মনে হয়।

পরিবেশিত টমেটো জুসের গ্লাসটা মুখে দিয়ে বেশ কিছু জুস গলাধঃকরণ করে সিনথিয়া বললো, অনেক দিন হলো শাওলিংয়ের সাথে কোন যোগাযোগ নেই। একদিন সময় করে ওর দাদার লেখা গান শুনতে যেতে হবে।

আমি বললাম, শাওলিং আমাকে ঠিক এই কথাটাই বলেছে। তোমার যা ব্যস্ততা তাতে সময় বের করাই তো কঠিন।

সিনথিয়া বললো, এই ব্যস্ততার মধ্যেই সময় বের করে নিতে হবে।

আমি বললাম, তা তোমার এবারের সফর কোথায় এবং কেমন হলো?

সিনথিয়া বললো, একটা সেমিনারে অংশ নেয়ার জন্য সুইডেন গিয়েছিলাম। সেমিনার শেষ করে জার্মানির মিউনিখে বসবাসকারী আমার এক বান্ধবীর সাথে দেখা করে ফিরে এসেছি। সফরটা সত্যিই লম্বা ছিলো। একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি। ভাগ্যিস ভালো কিছু বই ছিলো, তা না হলে দীর্ঘ নিঃসঙ্গতায় আরো অস্থির হতে হতো। বারবার তোমার কথা মনে হয়েছে। তুমি সাথে থাকলে ভালো হতো। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তুর তালিকাটা কিছুটা হলেও ছোট হতো।

আমি বললাম, আমার সাথে আলোচনার জন্য বিষয়বস্তুর একটা তালিকা তোমার কাছে রয়েছে, এ কথাতো এর আগে তুমি আমাকে কখনো বলোনি?

সিনথিয়া দুরন্ত একটা হাসির রোল তুলে বললো, তালিকাটা একটা কথার কথা মাত্র। তুমি আর আমি যে কথাগুলো বলছি তাতো সবার সাথে বলা যায় না। বিশেষ কথা বলার জন্য বিশেষ ও উপযুক্ত সঙ্গীর প্রয়োজন। আমিতো তোমাকে বলেছি যে দীর্ঘ অপেক্ষার পর তোমাকে খুঁজে পেয়েছি। তোমাকে অনেক কথা বলবো বলেই তালিকার কথা বলেছি।

একথা বলে গভীরতর প্রত্যয়ে সিনথিয়া আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো। সহসাই আমি কল্পনার জগতে স্থানান্তরিত হলাম। সিনথিয়ার সাথে দেখা হওয়ার পর যে সকল কথাবার্তা সে আমাকে

বলেছে তার সংক্ষিপ্ত একটা বিবরণী আমার মনের পর্দায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সেখানে অনেক কথা, অনেক আকুতি, অনেক আকাঙ্খার বিস্তৃতি দেখে বিস্মিত হলাম। ওর মর্মকথার নিগুঢ় রহস্যের জটগুলো যেনো ধীরে ধীরে উন্মীলিত হতে থাকলো। মনে হলো যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি মানুষের অন্তরের অন্তস্থলে সঞ্চিত ব্যথা-বেদনার কথাগুলোইতো সিনথিয়া আমাকে বলেছে। দিগন্ত বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তরে রৌদ্রকরোজ্জ্বল মধ্যাহ্নে বিশাল এক মহীরুহের ছত্রছায়ায় দণ্ডয়মান কিংকর্তব্যবিমূঢ় আমার দিকে তাঁর বাহু প্রসারিত করে সিনথিয়া যেনো বলছে, "আমার হাত ধরো, দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় সমাসীন থাকো, কণ্ঠ বলিষ্ঠ করো, অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ অগণিত মানুষ ওরা সবাই আমাদের হাতে হাত রাখবে। আমরা সম্মুখে এগিয়ে যাবো, বলিষ্ঠ কণ্ঠে সমস্বরে বলবো, মানুষের মর্যাদা সমুন্নত থাকবেই।

পরিচারিকাদের গ্লাস প্লেটের ঠোকাঠুকির শব্দে আমার ধ্যান ভঙ্গ হলো। চেয়ে দেখলাম, সিনথিয়া আমার দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে মুচকি মুচকি হাসছে। অনেক খাবার পরিবেশিত হলো।

সিনথিয়া বললো, খাবারের সময় মনোযোগী না হলে তৃপ্তির সাথে খাওয়া হয় না। চলো এবার সব চিন্তা দূর করে আরাম ও আয়াসের সাথে ডিনারের সূত্রপাত করি।

আমি ওকে পূর্ণ সমর্থন করে ভক্ষণ কর্মে মনোনিবেশ করলাম। টুকিটাকি কিছু কথাবার্তা ছাড়া তৃপ্তির সাথেই ডিনার পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটলো।

সিনথিয়া বললো, কাল শনিবার, তোমার কি কোন বিশেষ কাজ আছে?

আমি বললাম, কোন কাজ নেই।

সিনথিয়া বললো, তবে কাল সারাদিন আমার জন্য নির্ধারণ করে রাখবে। আমি সকাল সাতটা নাগাদ চলে আসবো এবং তোমাকে নিয়ে চীনের বিখ্যাত প্রাচীর দেখতে যাবো।

আমি উৎফুল্ল হয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালাম এবং বললাম, এই স্বপ্নটা লালন করে আসছিলাম এবং তোমাকে বলবো বলে ভাবছিলাম। তুমিতো টেলিপ্যাথির মাধ্যমে আমার মনের কথা পড়তে পারো। নিশ্চয়ই আমার ইচ্ছেটা তুমি আমার মন থেকে তুলে নিয়ে এ প্রস্তাবটা দিলে। ঠিক কিনা বলো।

সিনথিয়া বললো, তুমি কি বুঝতে পারছো যে তোমার ইচ্ছা আর আমার ইচ্ছা ধীরে ধীরে একই ধারায় বইতে শুরু করেছে?

আমি বললাম, এখন সে রকমই তো মনে হচ্ছে।

সিনথিয়া বললো, ক্রমান্বয়ে আমাদের দুজনার ইচ্ছার মধ্যে দূরত্ব আরো কমে আসবে এবং আমরা এক অভিন্ন চিন্তাশক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে সাফল্যমণ্ডিত হবো। আজকের মতো এখানেই শেষ করতে হবে। কাল সকালে প্রস্তুত হয়ে থাকবে। আমি সকাল সাতটায় আসবো এবং তোমার এখানে ব্রেকফাষ্ট করে আটটা নাগাদ রওয়ানা হবো।

আমি বললাম, তুমি যথাসময়ে আমাকে প্রস্তুত পাবে।

সিনথিয়া প্রস্থান করলো। আমি রুমে ফিরে গিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। রাতে ভাল ঘুম হলো।

প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে হোটেলের কাছাকাছি পরিসরের মধ্যেই একটু হাটাহাটি করে ফিরে এলাম।

ঠিক সাতটায় সিনথিয়া এসে হাজির হলো। আমরা একসাথে নাস্তার পর্ব সেরে নিলাম। এরপর বাইরে এসে সিনথিয়ার নীল রংয়ের গাড়িটায় উঠে বসলাম। সিনথিয়া গাড়ি ঘুরিয়ে বড় রাস্তায় উঠে সামনে এগিয়ে চললো।

বহুদিনের লালিত বাসনা পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি, চীনের বিখ্যাত গ্রেট ওয়াল দেখতে যাচ্ছি। এ চিন্তা আমাকে এক অনাবিল উত্তেজনায় ভরিয়ে দিলো। অতীব আনন্দে নিজের অজান্তেই মুখ দিয়ে বাংলা গানের কলি বেড়িয়ে এলো। হঠাৎ প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি অনুভব করলাম, আমি কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এলাম।

সিনথিয়া বললো, এক সাইকেল আরোহী হঠাৎ আমার গাড়ির সামনে পড়ায় কড়া ব্রেক করতে হলো। দুঃখিত তোমার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে দিলাম।

আমি বললাম, তোমার ব্রেক করা ছাড়া তো গত্যন্তর ছিলো না। ভাগ্যিস সময়মতো ব্রেকটা করেছিলে তা না হলে সাইকেল আরোহী মেয়েটি তো মারাত্মকভাবে আহত হতে পারতো।

সিনথিয়া একটু হেসে বললো, ব্রেক তো সময় মতোই করতে হয়। তা না হলে দুর্ঘটনা রোধ করবে কি করে?

গাড়িটা আবার সচল করে কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে সিনথিয়া বললো, ব্রেক করা অর্থাৎ থেমে যাওয়া এ কর্মটি শুধু গাড়ির বেলায় নয়, সর্বক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ সবাই বিভিন্নতর কাজে নিমগ্ন। এই নিমগ্নতার মধ্যেও দুর্ঘটনা এড়াতে হলে ব্রেক তো করতেই হবে। যারা সময় মতো থামতে জানে না তারাই দুর্ঘটনা ঘটিয়ে থাকে।

আমি বললাম, ব্রেক করার বিষয়ে তোমার ইঙ্গিতটা সত্যিই লাগসই এবং সুদূরপ্রসারী।

সিনথিয়া বললো, চিন্তা ও চেতনায় নানাবিধ বিষয় আমরা লালন করি ঠিকই কিন্তু বাস্তবে প্রয়োগ করি সামান্যই। আমাদের মধ্যে যাদের বিবেচনা জ্ঞান শাণিত নয় তাদের চিন্তাশক্তির ব্যবহার প্রায়সময়ই যতিচিহ্ন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। এই সকল কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষ যখন রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হন তখন বিপত্তির আর পরিসীমা থাকেনা কারণ তারা বিধ্বংসী সব ঘটনাপ্রবাহের জন্মও দিয়ে থাকেন এবং নিয়ন্ত্রণেও ব্যর্থতার পরিচয় দেন অর্থাৎ তারা থামতে জানেন না অথবা থামতে চান না। পরিণতিতে যা হয় তাতো ইতিহাসের পরতে পরতে রঞ্জিত হয়ে বেদনাবিধুর উপাখ্যান হিসাবে আমাদের সামনেই বিরাজমান। সুতরাং থামানো বা থেমে যাওয়ার বিষয়টা মোটেই অকিঞ্চিৎকর কোন বিষয় নয়। এর গুরুত্ব অপরিসীম।

আমি বললাম, তবে একথা কি সত্যি নয় যে কেউ থামতে না চাইলেও প্রকৃতিই তাকে থামিয়ে দেয়?

সিনথিয়া বললো, তোমার কথাটাও যথার্থ, কারণ একটা সীমারেখায় গিয়ে সবাইকেই এক সময় থামতে হয় তবে এর মধ্যেই সর্বনাশের ষোলকলা পূর্ণ হতে আর বাকি থাকে না। পর পর দুটো বিশ্বযুদ্ধ পর্যালোচনা করলে আমার যুক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ কি যথেষ্ট নয়?

সিনথিয়ার মুখাবয়বে রক্তিম আভা পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। আমার মনে হলো একটা দৃঢ়তর অভিব্যক্তির মধ্যে তাঁর অচঞ্চল চোখদুটির বিস্ফোরিত দৃষ্টি অতীত ও বর্তমান সকল ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে প্রলম্বিত হয়ে চলেছে। ওর কথার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি যেনো অতীত থেকে বর্তমানে এবং বর্তমান থেকে অতীতে ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করতে করতে ছুটে চলছে। ষ্টিয়ারিংয়ের উপর ওর

হাতদুটি দৃঢ়তর হলো। গাড়ির গতি বেড়ে গেলো।

ভাবলাম এই মুহূর্তে সিনথিয়ার উত্তেজনা নিরসনের জন্য কিছু একটা করা দরকার।

আমি বললাম, আমরা চীনের বিখ্যাত প্রাচীর দেখতে যাচ্ছি, সে সম্পর্কে কিছু বলো।

সিনথিয়া আরো একটু সামনে এগিয়ে রাস্তার পাশে একটা ফুলের দোকানের সামনে দাঁড়ালো।

ওখান থেকে এক তোড়া ফুল কিনে এনে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে ও বললো, এই পৃথিবীতে মন প্রফুল্ল করার কোন ঔষধ যদি থেকে থাকে তবে তা হচ্ছে ফুল।

আমি ফুলের তোড়াটা হাতে নিয়ে ওকে ধন্যবাদ জনালাম।

সিনথিয়া বললো, ফুল এবং ফুলের সুবাস-এগুলোকে ঔষধ না বলে মহৌষধ বলাই যুক্তিযুক্ত। দেখলে, মুহূর্তের মধ্যেই গাড়ির ভেতরটা কেমন মনোমুগ্ধকর সুবাসে ভরে উঠলো।

সিনথিয়া একটু হেসে গাড়ি ষ্ট্রাট দিয়ে সাইড পার্কিং থেকে মেইন রোডে উঠে সামনে এগিয়ে যেতে থাকলো। গাড়ি চালনারত সিনথিয়ার সাথে কথোপকথন এড়িয়ে আমি চারিদিকের দৃশ্যাদি অবলোকনে মনঃসংযোগ করলাম।

সিনথিয়া বললো, আমি কথা বলছি আর একই সাথে গাড়ি চালাচ্ছি বলে কোনরূপ দুশ্চিন্তা করোনা কারণ এ বিষয়ে আমি অভিজ্ঞ। অন্যের সাথে আমার তুলনা করোনা।

আমি বললাম, বিষয়টি নিয়ে প্রথম প্রথম একটু শঙ্কাবোধ করলেও এখন নিশ্চিন্ত। আমি নিজেও গাড়ি চালাতে চালাতে কথা বলতে অভ্যস্ত। তুমি চীনের প্রাচীরের ইতিকথা বলে যাও। বিষয়টি কৌতুহলোদ্দীপক।

ঘন্টাখানেক সামনে এগুনোর পর পথের পার্শ্বস্থ একটি রেস্টুরেন্টে যাত্রাবিরতি এবং কফি পান করে আবার গাড়ি ছুটে চললো। সকাল এগারোটা নাগাদ আমরা সেমেটাই এসে পৌঁছুলাম। অতীতের অনেক গর্ব ও মহীমায় সমুন্নত চীনের বিখ্যাত প্রাচীর আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। প্রথম দর্শনেই মনটা জুড়িয়ে গেলো।

গাড়ি পার্ক করে সিনথিয়ার সাথে সামনে এগিয়ে গেলাম। একটা গাছের ছায়ায় তরুণ বয়সী একজন অন্ধ সুর তুলে গান গাইছে। ওর হাতে একটা বাদ্য যন্ত্র। যাতায়াতের পথে দু একজন মানুষ মাঝে মধ্যে টাকা পয়সা দিচ্ছে। ওর গানের কথা বুঝতে না পারলেও সুরলহরী আমাকে মুগ্ধ করলো। ফেরার পথে ওর গান শুনবো বলে সিনথিয়াকে জানালাম। সিনথিয়া ওর দিকে হেঁটে গিয়ে ওকে চলে না যাওয়ার জন্য বললো। এরপর হেঁটে গিয়ে একটা ক্যাবলকারে উঠে প্রাচীরের উপর অবতরণ করলাম। একটা বিদ্যুত শিহরণ পা থেকে মাথা অবধি ছড়িয়ে পড়লো।

সিনথিয়া আমাকে নিয়ে একটা নিরাপত্তা চৌকির সামনে একটা বেদির উপর বসে বললো, এই যে দেখছো চীনের প্রাচীর এটা পৃথিবী বিখ্যাত একটি স্থাপনা। মানুষের তৈরি স্থাপনাগুলোর মধ্যে এটিই বৃহত্তম স্থাপনা। পাহাড় পর্বতের চূড়া বরাবর প্রলম্বিত এই বিশাল স্থাপনাটি মোট ছয় হাজার কিলোমিটারের অধিক বিস্তৃতি নিয়ে সময়ের সন্ধিক্ষণে কালের ইতিহাস বুকে ধারণ করে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বললাম, চাঁদ থেকেও চীনের প্রাচীর স্পষ্টভাবে দেখা যায় বলে নভোচারীগণ বলেছেন।

সিনথিয়া একটু বিরতি নিয়ে বললো, মূলত বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষার জন্যই সুদৃঢ় এই

প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। দীর্ঘকাল ধরে চীনের বিভিন্ন সাম্রাজ্য তাতার ও মোঙ্গল জাতি গোষ্ঠীর আক্রমণ ও লুটতরাজে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো। যিশুখৃষ্টের জন্মের কয়েক শত বছর পূর্ব থেকে বিচ্ছিন্নভাবে এলাকাভিত্তিক এই ধরনের নিরাপত্তা প্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু হয়। সেই সময়ে চীনের উত্তর সীমান্তে পূর্ব থেকে পশ্চিম রেখা বরাবর এই প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। মূলত কি, চু, ইয়ান, হ্যান, জো, উই এবং কিন সাম্রাজ্যগুলো প্রাচীর নির্মাণে অগ্রণী ও কার্যকর ভূমিকা পালন করে। খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী নাগাত অনেকগুলো খণ্ড খণ্ড প্রাচীর নির্মিত হয়। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে চীনের ইতিহাসের প্রথম সম্রাট কিন সী হুয়াং চীন সম্রাজ্যের একত্রীকরণের কাজে মনঃসংযোগ করেন এবং বিভিন্ন সাম্রাজ্য কর্তৃক নির্মিত প্রাচীরগুলোর সংযোগ সাধনপূর্বক একীভূত করে এর বিস্তার ঘটান। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষার জন্য প্রাচীরের বিষেশত্ব বিবেচনায় নিয়ে পরবর্তী দীর্ঘকাল যাবৎ প্রাচীরের নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকে। তবে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ষোড়ষ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মিং সাম্রাজ্যকালীন এই প্রাচীরের পুনঃনির্মাণ, মেরামত ও সম্প্রসারণসহ ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। বর্তমানে যে প্রাচীর তুমি দেখছো তা মিং সম্রাজ্যকালীন সময়ের অবদান বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না। ভূমি থেকে এই প্রাচীরের উচ্চতা স্থানভেদে ষোল থেকে ত্রিশ ফুট এবং প্রশস্ততার দিক দিয়ে ষোল থেকে বিশ ফুট। আমি নিজে যতবার এই প্রাচীরটা দেখি ততবারই হতবাক হয়ে ভাবি যে কত নিবিষ্ট ও নিষ্ঠাবান হলে এ ধরনের বিশাল কোন কর্মযজ্ঞ মানুষ সম্পাদন করতে পারে।

আমি বললাম, প্রাচীন কালে এই ধরনের স্থাপনা নির্মাণ করতে কি বিশাল কর্মযজ্ঞের আয়োজন করতে হয়েছিলো তা ভাবতেই আমি শিউরে উঠছি। কত লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বছরের পর বছর ধরে এই কাজে নিয়োজিত ছিলো তার হিসাব কি আর এখন পাওয়া যাবে?

সিনথিয়া বললো, এই প্রাচীর নির্মাণের নানাবিধ তথ্য রয়েছে। বিভিন্ন দেশের গবেষকগণ এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করছেন। এ বিষয়ে অনেক পুস্তক রচিত হয়েছে। ওগুলো পড়লে তুমি অনেক অজানা তথ্য খুঁজে পাবে।

আমি বললাম, এ সংক্রান্ত ভাল দু-একটি প্রকাশনার সন্ধান আমাকে দেবে।

সিনথিয়া আমাকে কিছু প্রকাশনা প্রদানের বিষয়ে আশ্বস্ত করে বললো, বিশালকায় এই প্রাচীরের সংরক্ষণ করাটাও একটা দুরূহ কাজ। সময়ের বিবর্তনে প্রাচীরের বেশ ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে এবং এর বিভিন্ন অংশের দেয়াল ধসে পড়েছে। ঐ যে পূর্ব দিকে চেয়ে দেখ, দেয়াল ধসে ইটগুলো কেমন বেরিয়ে পড়ে রয়েছে। তবে সরকার নিয়মিত ভাবেই এর সংস্কার কাজ করে চলেছে।

সিনথিয়া বেদি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চলো হেঁটে হেঁটে পূর্বদিকে এগিয়ে যাই।

আমি নিঃশব্দে সিনথিয়াকে অনুসরণ করলাম। প্রাচীরের নির্মাণশৈলী যতই দেখছি ততই বিস্মিত হচ্ছি সেই সাথে আবার বিমুগ্ধও হচ্ছি।

আমরা হাটতে হাটতে অনেক দূর চলে এসেছি। সামনে একটা টহল চৌকি। জনমানবহীন ঐ চৌকির সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ সিনথিয়া আমার হাত দুঠো চেপে ধরলো। আমার দুচোখে ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে বললো, চলো আমরা কিছুক্ষণ অতীত সময়ে বিচরণ করে আসি। আমার সামনে সময় যেনো অস্থির হয়ে উঠলো। একটা আলো-আঁধারি সুরঙ্গ পথে প্রবল ঘূর্ণিবাত্যায়ে আবর্তিত হয়ে আমি যেনো দূর থেকে দূরে চলে যেতে থাকলাম।

এক সময় কুজ্ঝটিকা কেটে গিয়ে আলো ফুটে উঠলো। আমি এক যুদ্ধময় পরিস্থিতির মুখোমুখি হলাম। অজস্র ঢোল ও শিঙ্গার ধ্বনি শুনতে পেলাম। হাজার হাজার সৈন্য পিপড়ের মতো পাহাড়ের পাদদেশে দিয়ে ছুটে আসছে। শত শত তীর ঝাঁক বেঁধে ধেয়ে আসছে। ঠেলাগাড়ি সদৃশ এক ধরনের যান থেকে ক্রমাগত প্রস্তরখণ্ড বর্ষিত হচ্ছে। প্রাচীরের উপর সম্রাটের সৈন্যরা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করছে।

সিনথিয়া আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে একটা চৌকির পাশে আড়াল করে বললো, ওরা মঙ্গল সেনাবাহিনী, চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে ওরা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ভেতরে যেতে চাইছে। ঐ যে বল্লম হাতে ঘোড়ার পিঠে ধেয়ে আসছে, ওর নামই চেঙ্গিস খান। সাবধান থাকবে ওদের ছোড়া তীর বা ছুটে আসা প্রস্তরখণ্ড আমাদেরকে যেনো আঘাত না করতে পারে। এরই মধ্যে প্রাচীরের উপর যুদ্ধরত সম্রাটের অনেক সৈন্য মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। তীরের অগ্রভাগে এক ধরনের মারাত্মক বিষ মিশ্রিত থাকায় আঘাতপ্রাপ্ত সৈন্য মুহূর্তেই অসাড় হয়ে যায়। দেখছোনা আহত সৈনিকদেরকে চিকিৎসার জন্য পরিবহণ করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। এদেরকে এখন সঠিক পরিচর্যা না করতে পারলে আঘাতপ্রাপ্তদের জীবন সংকটাপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

আমি বিস্ময়াভিভূত নয়নে পাহাড়ের পাদদেশে দুর্ধর্ষ চেঙ্গিস খানের যুদ্ধ পরিচালনা দেখতে থ াকলাম। সামনে বিস্তৃত পাহাড় বেয়ে উপরে উঠলেও সুবিন্যস্ত প্রাচীরটা ওদের গতি রোধ করে দিলো। প্রাচীরের পাদদেশে সমবেত সৈন্যরা এবার কাঠ ও বাঁশ নির্মিত লম্বা লম্বা মই দেয়ালের গায়ে স্থাপন করে উপরের দিকে উঠতে থাকলো। কেউ কেউ আবার দড়ির মই উপরের দিকে ছুড়ে দিয়ে দেয়ালের উপরের কোন অংশে তা আটকিয়ে দিয়ে উপরে উঠার প্রচেষ্টা নিলো। চেঙ্গিস খান তার বল্লম উঁচিয়ে সশব্দে চেঁচিয়ে সৈন্যদেরকে উৎসাহ প্রদান করছে। প্রাচীরের উপরের সৈন্যরা বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে গিয়ে মইগুলো পেছন দিকে ঠেলে ফেলে দিলো ফলে প্রতিটি মইয়ের বেয়ে উঠার প্রচেষ্টারত চার পাঁচজন করে সৈন্য মই সমেত পাহাড়ের গর্ভে নিপতিত হয়ে বিলীন হলো। তবে নিচ থেকে তীরন্দাজরা এমনভাবে নিচ্ছিদ্র তীর ছুড়ে মারছে যে প্রাচীরের প্রান্তসীমায় দাঁড়ানোই দুষ্কর হয়ে উঠেছে। প্রাচীরের উপর থেকেও সৈন্যরা অসংখ্য তীর নিচের দিকে ছুড়ে মারছে। এতে নিচের সৈন্যরা ক্রমাগত হতাহত হচ্ছে।

এরই মধ্যে সম্রাটের একদল ঘোড়-সওয়ারী সৈন্য প্রাচীরের পশ্চিম দিক থেকে ছুটে এসে যুদ্ধরত সৈনিকদের সাথে যোগ দিলো। এবার বড় বড় প্রস্তর খণ্ড প্রাচীরের উপর থেকে নিচে ফেলা হলো। প্রস্তর খণ্ডের আঘাতে অনেক সৈন্য পিষ্ট হলো এবং সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হলো। চেঙ্গিস খানের সেনাপতিরা অতি দ্রুত সৈন্যদেরকে পুনঃসংগঠিত করলো। এবার দেখা গেল যে নিচের সৈন্যরা উপরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখছে এবং পতনোন্মুখ প্রস্তর খণ্ডের সম্ভাব্য স্থান থেকে সবাই দ্রুত অপসারিত হচ্ছে। এমনতর পরিস্থিতিতে প্রস্তর খণ্ড ফেলা স্থগিত হলো। এই অবসরে সম্রাটের সৈন্যরা প্রাচীরের উপর খোলাস্থানে আগুন প্রজ্বলন করে আগুনের কুণ্ড তৈরি করলো। বড় বড় তামার পিপায় তৈল জাতীয় পদার্থ আগুনের কুণ্ডের মধ্যে উত্তপ্ত করতে থাকলো। অনুমান করলাম যে ঐ ফুটন্ত তরল পদার্থ নিচের শত্রুসেনাদের উপর ঢেলে দেয়া হবে।

আমি বললাম, এ ধরনের অগ্নিকাণ্ড প্রাচীরের গাঁথুনির জন্য ক্ষতিকর। কেন এভাবে ওরা আগুন প্রজ্বলন করছে?

সিনথিয়া বললো, ভালো করে দেখ যেসব জায়গায় আগুন জ্বালানো হয়েছে সে স্থানগুলোতে মাটির

পুরু আবরণ রয়েছে ফলে দেয়ালের গাঁথুনিতে আগুনের ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে না।

আমি বললাম, যুদ্ধটা বোধহয় থেমে গেলো।

সিনথিয়া বললো, থামেনি। চেঙ্গিস খান তার যুদ্ধ কৌশল পরিবর্তন করছে বলে মনে হচ্ছে।

আমি বললাম, সম্রাটের সৈন্যরা যেভাবে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করছে তাতে প্রাচীরের উপর উঠা একেবারে অসম্ভব বলেইতো মনে হচ্ছে। সম্রাটের সৈন্যরাওতো দেখছি তাদের কৌশল পরিবর্তন করছে অর্থাৎ ফুটন্ত তরল পদার্থ নীচে ঢেলে দিয়ে ওদেরকে ছত্রভঙ্গ করার প্রয়াস নিচ্ছে।

সিনথিয়া বললো, ওদের আক্রমণের ফলাফল কি হবে তা এই মুহূর্তে বলা দুষ্কর। তবে তীরন্দাজ বাহিনী যদি সুদৃঢ়ভাবে একটা আবরণ সৃষ্টি করতে পারে তবে ঐ ফাঁকে বহু সৈন্য মই বেয়ে প্রাচীরের উপর উঠে যাতে পারবে।

আমি পরিস্থিতিটা ভাল করে দেখার জন্য উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম।

সিনথিয়া আমাকে হাত ধরে টেনে আবার বসিয়ে দিয়ে বললো, দাঁড়াবার চেষ্টা করোনা। মনে রেখো আমরা এখানে অনভিপ্রেত। সম্রাটের সৈন্যরা আমাদেরকে দেখতে পেলে বিপত্তি ঘটবে। আমি নিশ্চিত যে চেঙ্গিস খানের সৈন্যরা আবার একটা মরণকামড় দেবে। ওদের তীরন্দাজ বাহিনী অসম্ভব রকমের চৌকস। একটু আগে যে ভাবে তীর ও প্রস্তর খণ্ড উপর দিকে বর্ষিত হলো তাতে সাবধানতা অবলম্বন না করলে আহত অথবা নিহত হবার শঙ্কা তুমি উড়িয়ে দিতে পারোনা।

আমি সিনথিয়ার সাবধানবাণী বিবেচনায় নিয়ে চুপচাপ বসে পরিস্থিতি লক্ষ্য করতে থাকলাম। কিছুক্ষণ পরই স্থবির পরিবেশ অশান্ত হয়ে উঠলো। এবার শত শত মই প্রাচীর গাত্রে লাগিয়ে হাজার হাজার সৈন্য উপরের দিকে উঠতে থাকলো। একই সাথে লক্ষ লক্ষ তীর প্রচণ্ড বেগে উপরের দিকে ধেয়ে আসতে থাকলো। এরমধ্যে আগুনের সলতে জড়ানো তীরগুলো ছুটে এসে দেয়ালের বিভিন্ন স্থানে আগুনের সৃষ্টি করলো তবে দাহ্য পদার্থ না থাকায় ঐ আগুনের প্রভাব তেমন হলো না। ছুড়ে মারা তীর ও ছোট ছোট প্রস্তর খণ্ডে আকাশ ছেয়ে গেলো। এই মুহূর্তে সম্রাটের সৈন্যরা প্রাচীরের প্রান্ত থেকে সরে এলো। এবার ছুটে আসা তীর ও প্রস্তর খণ্ড আমাদের আশে পাশে পড়তে থাকলো।

সিনথিয়া আতঙ্কিত হয়ে বললো, ঐ যে পাশে পড়ে থাকা কাঠের আবরণটা তুলে এনে মাথার উপরে তুলে ধরো। আমি তড়িৎ গতিতে ওটা নিয়ে আমাদের মাথার উপর তুলে ধরলাম।

প্রজ্বলিত আগুনের ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেছে তবে প্রবাহিত বাতাসের গতি বেশি থাকায় অতি সত্বর ধোঁয়া অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থার মধ্যে তীর নিরোধক পোষাকে সজ্জিত আরো কিছু সরকারী সৈন্য ছুটে এসে যুদ্ধরত সৈনিকদের সাথে যোগদান করলো। ঐ সৈন্যরা ফুটন্ত তরল পদার্থের পিপাগুলো নিয়ে নিচের দিকে ঢেলে দিতে থাকলো। পোষাকে বিশেষ আবরণ থাকায় ছুটে আসা তীরগুলো ওদের কোন ক্ষতি করতে পারলো না। ফুটন্ত তরল পদার্থের প্রভাবটা মারাত্মক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করলো। মই দিয়ে উর্ধ্বমুখী হাজার হাজার সৈন্য হতাহত হয়ে নিচে গড়িয়ে পড়লো। এর মধ্যেই কিছু সৈন্য মই বেয়ে প্রাচীরের উপর উঠে এলো। কিন্তু সম্রাটের তীরন্দাজ ও বল্লম বাহিনীর তড়িৎ আক্রমণে তারাও বিপর্যস্ত ও পরাস্ত হলো।

আমার মনে হলো যে একটা চরমতম বীভৎসতায় লক্ষ লক্ষ মানুষ মেতে উঠেছে। হতাহত হাজার হাজার মরণোম্মুখ মানুষের আর্ত চিৎকার শোনার মত কেউ কোথায়ও নেই। নিগৃহীতার চরম

পরাকাষ্ঠায় আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত হলো।

সিনথিয়া হয়তো আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বললো, এখন ছুটে গিয়ে সকল আহতদেরকে একটু শুশ্রূষা করার ইচ্ছেটা তোমার মতো আমারও হচ্ছে। ওদেরকে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, কেন এমন মরণঘাতী খেলায় তোমরা জড়িয়ে গেলে? তোমাদের জীবনটা কি এমনই তুচ্ছ যে শরীর থেকে ঝরে পড়া রক্তটুকুও মুছে দেয়ার জন্য কেউ তোমাদের পাশে নেই? এভাবে যুদ্ধ করে জীবন বিসর্জন দেয়ার ইচ্ছেটা কি তোমাদের নিজেদের নাকি গুটিকতক স্বার্থান্বেষী যুদ্ধবাজ রাজন্যকদের?

আমি বললাম, পরিস্থিতিটা আমাকে একেবারে উদ্বেল করে তুলেছে।

এর মধ্যেই পরিস্থিতির পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। চেঙ্গিস খানের সৈন্যদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ওরা পাহাড় থেকে নেমে নিচের পাদদেশে জড়ো হচ্ছে। বোঝা গেলো ওদের আক্রমণ বিফলতায় পর্যবসিত হয়েছে। বিপর্যস্ত ওরা ফিরে যাচ্ছে। এদিকে প্রাচীরের উপর সৈন্য বাহিনী সম্রাটের গুনগান ও বিজয়োল্লাসে মত্ত হয়ে উঠলো।

সিনথিয়া আমার দিকে সুতীব্র দৃষ্টি হেনে বললো, চলো আমরা ফিরে যাই। যেখান থেকে এসেছি সেখানেই ফিরে যাই। আমি আবার সেই সুতীব্র ঘূর্ণিবাত্যার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি সুরুঙ্গের মধ্য দিয়ে আলোকোজ্জ্বল বর্তমানে ফিরে এলাম। চক্ষু খুলে দেখি প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে আছি। সিনথিয়া আমার দিকে চেয়ে আছে এবং মিষ্টি মিষ্টি হাসছে। চারিদিকে পর্যটকদের ভিড়।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছুক্ষণ পূর্বের নৃশংস যুদ্ধের দৃশ্যাদি খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। মাথার পেছন দিকটায় ব্যথা অনুভব করলাম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে মাথা তুলে সিনথিয়ার দিকে তাকিয়ে বললাম, সমস্ত দিব্য সত্যগুলো কি করে যে এক মুহূর্তেই হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো বুঝতে পারছি না। এ সকল রহস্যের সমাধান তোমার কাছেই আছে। তুমি সত্যিই রহস্যময়ী।

সিনথিয়া বললো, তুমিতো এর পূর্বেও এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছো। বলতে দ্বিধা নেই যে অতীত সময়ের কোন ঘটনাপ্রবাহ প্রত্যক্ষ করা এবং নির্দিষ্ট সময়ের ঐ অংশে বিচরণ করার মধ্যে একটা রহস্যময়তা তো রয়েছেই। তবে আমি নিজে রহস্যময়ী নই। উত্তরাধিকারসূত্রে এই ক্ষমতা আমি লাভ করেছি তবে এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমি অত্যন্ত সতর্ক।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে স্বাভাবিক হতে সচেষ্ট হলাম। সিনথিয়ার সাথে পূর্বাভিমূখী হাঁটতে হাঁটতে প্রাচীরের একটা ভাঙ্গা অংশের মুখোমুখি হলাম। এখানটায় কোন পর্যটক নেই।

একটা খিলানের পাশে বসে আমার দু চোখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে সিনথিয়া ফিসফিসিয়ে বললো, শুনতে পাচ্ছ চীনের প্রাচীর কি বলছে?

আমি স্তম্ভিত হলাম, প্রাচীরের ভেতর থেকে অত্যন্ত ধীর অথচ ভারী একটা মায়াভরা শব্দ শুনতে পেলাম। কোন স্বপ্ন নয়, বাস্তবের মুখোমুখি বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে চীনের প্রাচীরের দিব্য কথাগুলো আমি শুনতে পেলাম।

প্রাচীর বলছে, আমাকে সাধারণ কোন স্থাপনা বলে ভুল করোনা। আমি অত্যাচার ও নিপীড়নের

বিরুদ্ধে একটা মূর্ত প্রতীক হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছি তাইতো আমি অসাধারণ। শান্তিপ্রিয় মানুষের নিরাপত্তার জন্যই আমার উত্থান হয়েছে। দুর্ধর্ষ এবং অত্যাচারী গোষ্ঠীকে যুগে যুগে বাধা প্রদান করে লাখ লাখ মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় আমি অনন্য ভূমিকা পালন করেছি। মানুষই যে মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু তা আমার চেয়ে ভাল বোধহয় আর কেউ জানেনা। আমার অন্তরের কথা আমি অহর্নিশ বলেই যাচ্ছি কিন্তু তোমরা শুনতে পাও না। মনে রেখো তোমরা সংশোধন না হলে নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তোমাদের হৃদয়ের মধ্যখানে ভাল করে তাকিয়ে দেখ- সেখানে অফুরন্ত ভালবাসা আছে, সহমর্মিতা আছে, মানবতা আছে। ওগুলো বের করে ছড়িয়ে দাও। এখনও সময় আছে, মহা বিপর্যয় ঘনিয়ে আসার আগেই তা নিরসন করার সম্মিলিত প্রয়াসে সবাই একজোট হও। মানুষের নিরাপত্তাজনিত যে কারণে আমার উদ্ভব হয়েছিলো সেই কারণগুলো আজো পৃথিবী থেকে দূরীভূত হয়নি। আমাকে বিভাজনের দৃষ্টিতে না দেখে একতা স্থাপনের দৃষ্টিতে দেখো। হে মানব সমাজ তোমাদেরকে এক ও অভিন্ন হতেই হবে, এর কোন বিকল্প নাই। আমার বুক ফাটা আর্তনাদ তোমরা শুনছো কি?

আমি পরিস্থিতি ও পরিপার্শিকতা ভুলে গিয়ে সশব্দে জবাব দিলাম, সবাইতো তোমাকে নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকতেই দেখে, কিন্তু তোমার বুকের গভীরে যে এতো ব্যথা লুকিয়ে রয়েছে তা কি কখনো কেউ খুঁজে দেখেছে? আমি তোমার কথা শুনে সত্যিই ব্যথিত। মানুষের জন্য তোমার ভালবাসা এবং সহমর্মিতার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

দেয়াল থেকে শব্দ নিঃসৃত হলো, আমি অতন্দ্র প্রহরী, যুগের পর যুগ পেরিয়ে গেছে কিন্তু আজো আছি আমি। নিশিদিন শঙ্কায় থাকি, আবার না কেউ আক্রমণ করে তোমাদেরকে বিপর্যস্ত করে তোলে। তাই বিস্তীর্ণ বাহু প্রসারিত করে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি আজো।

এমন সময় কয়েকজন পর্যটক হৈ-হুল্লোর করে আমাদের সামনে এসে পড়লো। আমার মনঃসংযোগ ছিন্ন হলো। প্রাচীরের আর কোন কথা আমার জানা হলো না।

সিনথিয়ার সাথে আরো কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে দেখলাম। পর্বত চূড়ার উপর দিয়ে আঁকাবাঁকা বহুদূর পর্যন্ত প্রলম্বিত প্রাচীরটির বিরল দৃশ্য দৃষ্টিসীমার মধ্যে রেখে মন প্রাণ দিয়ে তা উপভোগ করলাম। তারপর আবার ক্যাবল কারে উঠে নিচে নেমে এলাম। কিছুটা সামনে এগুতেই সেই অন্ধ গায়কের দেখা মিললো।

সিনথিয়া তাঁর হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে ছোট একটা প্লাষ্টিক শীট বের করে মাটিতে বিছিয়ে দিয়ে বললো, আমরা এসে গেছি। তোমার সামনে মাটিতে বসে আমরা তোমার গান শুনবো।

অন্ধ গায়ক একটু হেসে বললো, আমার পরম সৌভাগ্য যে তোমরা আমার গান শোনার জন্য এখানে এসেছো।

সিনথিয়া বললো, তুমি গান গাও, আমরা তোমার গান শোনার জন্য প্রস্তুত।

আর কোন অত্যুক্তি না করে তাঁর পাশে রাখা ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র 'এর-হু' তুলে নিয়ে তাতে সুর তুললো। সে ডান হাত দিয়ে একটা ছড়ি দু-তার বিশিষ্ট যন্ত্রটির উপর ঘষছে আর বাম হাতের আঙ্গুল দিয়ে স্বরলিপি অনুযায়ী তারের বিভিন্ন স্থানে চাপ দিচ্ছে। কিছুক্ষণ নিজের সাথে নিজের সুরালাপন চললো। কি অপূর্ব সুরধ্বনি, আবেগে আমি আপ্লুত হলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই সুর মূর্ছনায় পরিবেশ তরঙ্গায়িত হলো। সুরের সাথে একাত্ম হয়ে তাল ও লয়ের সংমিশ্রণে তাঁর গলা

থেকে গানের চরণগুলো একের পর এক ঝংকৃত হতে থাকলো। সিনথিয়া আমার দিকে সেই রহস্যময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমাকে যেনো কিছু একটা বলতে চাইলো।

মুহূর্তের মধ্যেই আমি ভাবান্তরিত হলাম। সিনথিয়ার মনোবাঞ্ছা আমার হৃদয়ে জুড়ে বসলো। কি আশ্চর্য গায়কের গান এখন আমার বোধগম্য ভাষায় আমি শুনতে পাচ্ছি। বাদ্যযন্ত্র 'এর-হু' টা কাঁদছে আর ভাবলেশহীন অন্ধ গায়ক গাইছে:

সময় তো থেমে নেই চলে যায় দূরে,

লীন হয়ে মিশে যায় অতীত আঁধারে।

তুমি যা করেছো সময়ের প্রান্তে

সবকিছু লিখা আছে সময়ের গ্রন্থে।

শান শওকত কত সাধের জীবন

ভেবেছিলে জৌলুস রবে আজীবন।

অত্যাচারী হে রাজন্য হলেতো বিলীন

সময়ের আদালতে আজ বিচারের দিন।

দেখ কত মনীষী কত মহাজন

ভালবাসা ছড়িয়ে রাঙালো ভূবন।

মানবতার মহামন্ত্রে হয়েছে আপন

মানুষের সুখে দুখে জড়িয়ে জীবন।

তাঁরাই আছে আজো নিত্য স্মরণে

যত দূরেই থাক তাঁরা থাকবে অন্তরে।

ঐ যে দেখ সবুজ ভূমি উপল পাহাড় চূড়া

বইছে বাতাস, নীল আকাশে মেঘ-ফুলের তোড়া।

সব কিছুতেই দেখছি যখন নিয়মের এক খেলা

তবে মানুষ কেন নিয়ম ভেঙ্গে চলবে একেলা।

দুঃখ দিলে দুঃখ পাবে নিয়ম প্রকৃতির

সেবা দাও তৃপ্ত হবে হৃদয় অন্ত-নীড়।

একই সত্তা মানব জাতির এক সমাজেই নিবন্ধন

বুঝলো যে জন ধরাধামে সত্যি সে জন মহাজন।

সত্যটুকু ছড়িয়ে দাও থাকবে কেন অজানা?

ক্ষণস্থায়ী এই জীবনে ওটাই সুখের ঠিকানা।

গান শেষ হওয়ার পরও বেদনার্ত বাদ্যযন্ত্রটা আরো কিছুক্ষণ বাজিয়ে বেদনাতুর অভিব্যক্তিতে একটু হাসির রেখা ফুটিয়ে গায়ক বললো, এই গানটা আমার বাবা ছোটবেলায় আমাকে শিখিয়েছিলেন। আমি অনেক গান গাইতে পারি তবে এই গানটা সাধারণত গাই না। আজ কেন যেনো মনে হলো

আমার বাবা এই গানটা যাদের জন্য লিখেছিলেন তাঁরা আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন। বাবাও বলেছিলেন যে সবাই এ গান হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। যারা পারবে তাঁরা একদিন তোর কাছে এসে তোকে গান শোনাতে বলবে, তুই গাইবি। সুতরাং গাইলাম। আমিওতো অপেক্ষায় ছিলাম। গানটা গাওয়া হলো এবং আমার অপেক্ষারও পরিসমাপ্তি ঘটলো।

আমাদের মুখে কোন কথা নেই। আমরা নিশ্চুপ হয়ে অন্ধ গায়কের কথা শুনছি।

আমার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো, আমি কোনমতে নিজেকে সামলে নিলাম।

সিনথিয়া উঠে দাঁড়িয়ে গায়কের হাত দুটো ধরে বললো, তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে খাটো করতে চাই না। তোমার এই গানের মর্মবাণী যদি অন্তত কিছু মানুষ হৃদয়ঙ্গম করতে পারতো তবে দুঃখ বেদনা ভরা এই পৃথিবীর অগণিত মানুষ সুখ ও শান্তির পরশে ধন্য হয়ে উঠতো।

সিনথিয়ার কথা শুনে অন্ধ গায়কের অভিব্যক্তিতে একটা বিদ্যুতের ঝলক বয়ে গেলো বলে আমার মনে হলো।

আমি বললাম, তোমার বাবা যিনি এই গানটি লিখেছিলেন তিনি কি জীবিত আছেন?

গায়ক বললো, হ্যাঁ তিনি জীবিত আছেন।

সিনথিয়া বললো, তাঁকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা পৌঁছে দিয়ে বলবে যে আজ একজন বিদেশী পুরুষ এবং এদেশেরই একজন মহিলা এই গানটি শুনেছে এবং গানের মর্মকথাটি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে।

গায়ক গদগদ স্বরে বললো, অবশ্যই বলবো। তিনিতো এমন একটি বার্তার জন্যই অপেক্ষা করছেন। তিনি যারপর নাই খুশি হবেন।

আমি গায়ককে দেয়ার জন্য কিছু অর্থ বের করলাম। সিনথিয়া ঐ অর্থের সাথে আরো কিছু যোগ করে গায়ককে প্রদান করলো। অতঃপর গায়কের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সামনে এগিয়ে গেলাম। একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাবার খেয়ে ফিরতি পথ ধরলাম।

গাড়ি ছুটে চলেছে সদর রাস্তা ধরে। সিমেটাই থেকে বেইজিং। লম্বা রাস্তা। সিনথিয়া কিছুটা উন্মনা বলে মনে হচ্ছে। গায়কের গানের চরণগুলো এখনো আমাকে আবেশিত করে রেখেছে। অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভেঙ্গে আমি বললাম, আমি একজন অত্যন্ত ভাগ্যবান মানুষ।

সিনথিয়া বললো, তুমি তো এমনিতেই ভাগ্যবান। পরের সেবা করার সৌভাগ্য কি সবার কপালে জোটে?

আমি বললাম, সেটাতো রয়েছেই তবে আমি সৌভাগ্যবান এই জন্য যে সিনথিয়ার মতো একজন প্রজ্ঞাবতীর সাথে আমার পরিচয় হয়েছে এবং তাঁর সান্নিধ্যে এই চিরচেনা অপরূপা পৃথিবী অনন্য এক মাত্রায় আমার অনুভূতির সাগরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এখানে কোটি জনতার মধ্যে আমার মতো সৌভাগ্যবান আর একজনকেও কি খুঁজে পাওয়া যাবে?

সিনথিয়া একটু হাসির রেশ ছড়িয়ে বললো, এই কথাটি তুমি এর আগেও কয়েকবার বলেছো। প্রতিবারই বলেছি যে আমি অত্যন্ত সাধারণ একজন মহিলা। তবে সাধারণ হলেও অসাধারণ কিছু করার প্রত্যয় সবার মধ্যেই থাকা উচিৎ বলে আমি মনে করি। এবং আমার মধ্যেও সে প্রবণতা থাকবে সেটাইতো স্বাভাবিক।

অল্প কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে সে আবার বললো, অসাধারণ কিছু সাধন করতে গেলে আয়োজনটাও ব্যাপক হতে হবে। আর এই আয়োজনের ব্যাপকতার মধ্যে ছিটেফোটা রহস্যময়তা যদি উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হয় তবে সেটা প্রয়োগে কার্পণ্যতা করা কি উচিৎ? তবে বিশেষায়িত ঘটনপটীয়সীরাই শুধু এ কাজটি করতে পারে। যেমন আমি করছি। তোমাকে নিয়ে কখনো কখনো অতীত সময়ে বিচরণ করছি।

আমি বললাম, তবে তুমি কি আমাকে নিয়ে অসাধারণ কিছু সাধন করতে চাও?

সিনথিয়া বললো, অসাধারণ কাজ করাটাইতো জীবনের ব্রত, তাই তোমার প্রশ্নের জবাব 'হ্যাঁ' বোধক হওয়াটাইতো স্বাভাবিক।

আমি আর কোন কথা না বলে ভাবনার সাগরে গা ভাসিয়ে দিলাম। কি এমন অসাধারণ সেই কাজ যা সিনথিয়া আমাকে দিয়ে করাতে চায়? কূল কিনারা কিছু না পেয়ে নির্বাক পথপার্শ্বের দৃশ্যাবলী উপভোগ করার প্রয়াস পেলাম। সূর্য ডুবে যাচ্ছে, পশ্চিম দিগন্ত লাল আভায় রঞ্জিত। দূরে কুয়াশার আস্তরণে একটা মায়াজালের সৃষ্টি করেছে। পথে একবার চা পানের জন্য থেমে সোজা চলে এলাম বেইজিং। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। শীতের প্রকোপ বেড়েছে বলে মনে হলো।

সিনথিয়া বললো, তোমার সাথে রাতের খাবারে আজ আর অংশগ্রহণ করছি না। সারা দিনের ধকল কাটিয়ে পরিপাটি হয়ে তবে খাবার খাবো।

আমি বললাম, ঠিকই বলেছো। গরম পানির শাওয়ারটা এখন বেশি প্রয়োজন।

আমি হোটেলে নেমে সিনথিয়াকে বিদায় জানিয়ে রুমে গিয়ে বেশ স্বস্তি বোধ করলাম। রুমের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রটা ভালভাবেই কাজ করছে। গরম পানির শাওয়ারটা অনেকক্ষণ ব্যবহার করলাম। অতপর দাপ্তরিক টুকিটাকি কিছু ফর্দ অবলোকন করে নিয়ে নিচের রেস্তোরায় ভোজন পর্ব সেরে নিয়ে রুমে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলাম।

রাতে স্বপ্ন দেখলাম। একটা পরিস্কার স্বপ্ন। দেখলাম পৃথিবীর সকল মানুষ একটা বিশাল মাঠে সমবেত হয়েছে।

এর মধ্যে কিছু নেতৃস্থানীয় মানুষ পৃথিবীতে শান্তি ও সৌহার্দ স্থাপনের মাধ্যমে মানবতার বিজয় নিশান উড়ানোর কথা বলছেন। মারামারি, হানাহানি, ঝগড়া, বিবাদ ইত্যাদি তুচ্ছজ্ঞান করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। যুগে যুগে যে সকল মনীষীগণ মানুষের জন্য পরিশ্রম করেছেন এবং কল্যাণকর উপহার দিয়ে মানবসমাজকে অভিষিক্ত করেছেন তাঁদের পথেই আমরা এগিয়ে যাবো। পৃথিবীতে মানুষের মর্যাদা যাতে সমুন্নত থাকে এবং কখনোই ভূলুণ্ঠিত না হয় সেদিকেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে। যারা মানুষের অকল্যাণ চাইবে এবং মানুষকে নিগৃহীত করবে তাদেরকে আমরা সম্মিলিতভাবে নিরস্ত করবো। ওদের কথাগুলো আস্থায় নিয়ে বিশাল জনতা করতালি দিয়ে তাঁদের সম্মতি প্রকাশ করলো। কোটি কোটি মানুষের করতালি ধ্বনিতে বিশাল প্রন্তর মুখরিত হয়ে উঠলো। আমি নিজেও করতালিতে সামিল হলাম।

কিন্তু চলমান পরিস্থিতির মধ্যে বিশাল ঐ জনসমাবেশ থেকে হঠাৎ করেই অল্প কিছু মানুষ আলাদা হয়ে এক পাশে সরে গেলো। তারা আলাদা একটা দল গঠন করলো। তারা শলাপরামর্শ করতে থাকলো যে, সবার সাথে তাল মিলিয়ে চললে তা আমাদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে

না। সংখ্যাগরিষ্টদেরকে আমাদের আওতাধীন রাখতে হবে। এজন্য নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করতে হলেও আমরা পিছপা হব না। আমরা রাজা, বাদশা, রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে আবির্ভূত হবো আর ওরা আমাদের প্রজা হিসাবে গণ্য হবে। ওরা পরিশ্রম করে যে অর্থ উপার্জন করবে আমরা বিনা পরিশ্রমে ওদের ঐ অর্থ থেকে কর আদায় করবো। আমাদের সৈন্যবাহিনী দুরন্ত ও চৌকস হিসাবে গড়ে তুলবো। কোন প্রকার বিদ্রোহ হলে আমাদের সৈন্য বাহিনী তা কঠোরভাবে দমন করবে। আমাদের স্বার্থোদ্ধার ও বিলাসবহুল জীবনের নিশ্চয়তার জন্য প্রয়োজন হলে হাজার হাজার মানুষেকে মেরে ফেলতেও আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হবো না।

আমি ওদের কুমতলবের কথা শুনে চিৎকার করে তা বলার প্রয়াস পেলাম। ওরা আমার চিৎকার শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো। ওরা আমাকে আক্রমণ করার জন্য উন্মুক্ত তরবারি হতে আমার দিকে ছুটে এলো। উপায়ন্তর না দেখে আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে লাগলাম। ওরাও আমার পিছু নিয়ে আমাকে মারার জন্য ধেয়ে আসতে থাকলো। দৌড়াতে দৌড়াতে আমি একটা সুপ্রশস্ত ও মসৃণ রাস্তায় এসে উপনীত হলাম। এখানে ধীর ও স্থির অনেক মানুষ দেখলাম। আমি ঐ সকল মানুষের কাতারে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং এখানকার মানুষ আমাকে অভিনন্দন জানালো। ছুটে আসা অসৎ লোকগুলো ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে গেলো এবং উল্টো পথ ধরে ফিরে গেলো।

হঠাৎ করে ঘড়ির এলার্ম বেজে উঠায় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো এবং দীর্ঘ স্বপ্নটারও পরিসমাপ্তি ঘটলো। এই এলার্ম আমার প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠার জন্য নির্ধারিত ছিলো। বিছানা থেকে উঠে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। স্বপ্নটার অগ্র-পশ্চাৎ নিয়ে ভাবতে ভাবতে সিনথিয়ার কথা মনে হলো। এ ধরনের চিন্তা চেতনার কথাইতো ও আমাকে সতত বলে আসছে। তাহলে কি সিনথিয়ার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই আমি এ স্বপ্ন দেখলাম? তবে এও হতে পারে যে, এখানে সিনথিয়ার কোন প্রভাব নেই, অনুরূপ আলাপ আলোচনায় মননে ও মস্তিষ্কে যে চিন্তার প্রলেপ পড়ে তারই প্রভাব হচ্ছে এই ধরনের স্বপ্ন দর্শন।

স্বপ্ন বিষয়ে চিন্তা বাদ দিয়ে গরম কাপড় ও কেড্‌স পড়ে নিয়ে বাইরে জগিং করতে বেরুলাম। শুরুটা অস্বস্তিকর কারণ প্রচণ্ড ঠান্ডা। শীত যেনো একেবারে জেঁকে বসেছে। কুয়াশার আস্তরণ বেশ গাঢ়। শহর এলাকায় বায়ু দূষণের কারণেই হয়তো বা এমনটি ঘটছে। বেশ কিছুক্ষণ জগিং করে ঠাণ্ডায় জড়োসড়ো হয়ে রুমে ফিরে এসে গরম শাওয়ার নিয়ে স্বস্তি বোধ করলাম। কিছুক্ষণ পর পরিপাটি হয়ে নিচে নেমে রেস্টুরেন্টে গিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম। তারপর যথারীতি অফিসের দিকে পা বাড়ালাম। সোনামাখা মিষ্টি রোদের ঝলক শরীর ও মনে একটা খুশি ও সাচ্ছন্দের প্রলেপ ছড়িয়ে দিলো। মনে মনে ভাবলাম আহা সূর্যটা পৃথিবীর জন্য কতই না প্রয়োজন।

অল্প সময়ের মধ্যেই অফিসে গিয়ে পৌঁছলাম। আজও আমিই প্রথম। এখনো কেউ আসেনি। রুমের ভেতরটা বেশ উষ্ণ। চেয়ারটা টেনে নিয়ে আরাম করে বসলাম।

একটু পরেই রস আর্মিটেজ এসে সম্ভাষণ জানিয়ে বললো, তোমার মনে আছেতো হারবিন সফরের কথা?

আমি ওর সম্ভাষণের জবাব দিয়ে বললাম, মনে আছে। তবে যাবার অন্তত তিন দিন পূর্বে আমাকে জানাবে।

রস বললো, আগামী সপ্তাহে লেনটার্ন ফেষ্টিভাল সময়কালীন কয়েকদিনের জন্য হারবিন যাব।

আশা করি পূর্ব পরিকল্পনা মতে তুমি আমার সহযাত্রী হবে।

আমি বললাম, তোমাকে কথা যখন দিয়েছি তখন যেতে তো হবেই।

রস বললো, তুমি প্রস্তুতি নিতে থাকো। আমি আজই টিকিটের বুকিং দিয়ে দেবো।

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

রস আনন্দিত চিত্তে প্রস্থান করলো। আমি মনে মনে ভাবলাম যে সিনথিয়াকে হারবিন সফর সম্বন্ধে জানাতে হবে এবং তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। সারাদিন কাজ কর্মের মধ্যে ডুবে থাকলাম। অফিস ছুটির পূর্বেই রস আগামী সোমবার হারবিন যাওয়ার সফরসূচি চূড়ান্ত করলো। অফিস থেকে বিকেলে হোটেলে ফিরলাম। সন্ধ্যার পূর্বেই সিনথিয়ার টেলিফোন পেলাম। সে হোটেল লবিতেই রয়েছে বলে জানালো। গরম কাপড় চোপড় গায়ে চাপিয়ে নিচে নেমে এলাম।

সিনথিয়াকে সম্ভাষণ জনালাম।

আমার সম্ভাষণের জবাব দিয়ে ও বললো, রাতে যদি তোমার কোন কাজ না থাকে তবে চলো আমরা একসাথে ডিনার করি।

আমি বললাম, তথাস্তু আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি।

বাইরে বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পরলাম। সিনথিয়ার নির্দেশ মতো ছুটে চলেছে ট্যাক্সি। ট্রাফিক জ্যাম নিত্যদিনের মতে আজো একই রকম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। চারিদিকের আলোগুলো জ্বলে জ্বলে উঠছে। সঞ্চরমাণ আলোর ঝলকে নিয়ন বাতিগুলো জ্বলজ্বল করছে। কদিন যাবৎ শীত খুব বেশি পড়ছে। আজো এমনই অবস্থা। একটা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের সামনে গাড়ি থামলো। আমরা ভেতরে প্রবেশ করে বারান্দা সংলগ্ন এক কোণায় একটা টেবিল নিয়ে বসলাম। সামনে স্বচ্ছ কাঁচের আবরণ থাকায় বাইরের দৃশ্য ভালভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

বাইরের বাগানটার দিকে তাকিয়ে সিনথিয়া বললো, দেখো কত রং বেরংয়ের ফুল ফুটেছে। গতকাল এখানে একবার এসেছিলাম এবং ঐ ফুলগুলো দেখে ভেবে রেখেছি এখানে তোমাকে নিয়ে আসতে হবে। তাই আজ তোমাকে নিয়ে এলাম।

আমি বললাম, সত্যি দৃশ্যটা অপরূপ। ডিনারের পর বাগানটায় ঢুকে সামনাসামনি ফুলগুলো দেখতে হবে। ফুল দেখানোর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। এছাড়াও অনেক দিন পর ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে আসার সুযোগ করে দেয়ার জন্যও তোমাকে ধন্যবাদ। নান কাবাবের স্বাদতো ভুলতেই বসেছিলাম।

সিনথিয়া একগাল হেসে আমাকে স্বাগত জানিয়ে বললো, সত্যিকথা বলতে কি আমি নিজেও নান কাবাবের ভক্ত হয়ে গেছি। অনেকদিনতো খাওয়া হচ্ছেনা তাই আজ আমরা দুজন নান, কাবাব, ডাল ইত্যাদি পেট পুরে ভোজন করবো।

আমি বললাম, যাক শুনে আনন্দিত হলাম যে নান-কাবাব তোমার প্রিয় খাবারের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

সিনথিয়া খাবারের অর্ডার দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, তোমার সাথে দেখা হওয়ার পূর্বে হাতে গোনা দু-একবার আমি নান-কাবাব খেয়েছি তবে তোমার সাথে এই খাবারটা কম করে হলেও পনেরো বার খেয়েছি, আসলে এই ঐতিহ্যবাহী খাবারটি কিন্তু স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়।

আমি বললাম, তোমাকেতো নিমন্ত্রণ করেই রেখেছি, আমার দেশে আসার পর তোমার সম্মানে নান-কাবাবের একটা মহাভোজের আয়োজন করা হবে।

এমন সময় খাবার পরিবেশন শুরু হলো।

খাবার প্লেটে তুলতে তুলতে আমি বললাম, আমার সহকর্মীর সাথে আগামী সপ্তাহে সোমবার হারবিন যাওয়ার একটা কর্মসূচি চূড়ান্ত হয়েছে। ওখানে দু-তিন দিন থেকে আবার ফিরে আসবো। তুমি যদি অবসর থাকো এবং আমাদের সঙ্গী হও তবে আমি কৃতার্থ হবো।

সিনথিয়া বললো, এটা অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ যে তুমি হারবিন সফরে যাচ্ছ। আগামী সপ্তাহে আমাকে মহিলাদের উন্নয়ন বিষয়ক একটা সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে সাংহাই যেতে হবে। সুতরাং ঐ সময়টাতে হারবিন সফরে তোমাদের সাথে যোগদান করা সম্ভব হবে না।

আমি বললাম, সাংহাইতো একটি অত্যন্ত জনবহুল এবং ব্যস্ত শহর।

সিনথিয়া বললো, শুধু সাংহাই কেন, তৃতীয় বিশ্বের রাজধানী শহরগুলোতে জনসংখ্যার আধিক্য ক্রমাগত বেড়ে চলেছে এবং এদের মধ্যে প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যাও কম নয়। যে হারে মানুষ বাড়ছে সে হারে তাদের অবস্থানগত পরিবেশের উন্নয়ন ঘটছে না। অচিরেই দেখবে যে কোন কোন শহরের বেলায় জনবহুল শব্দটির পরিবর্তে জনবিস্ফোরিত শব্দটি ব্যবহার করা হবে।

আমি সিনথিয়াকে সমর্থন জানিয়ে বললাম, আমাদের দেশেও বড় বড় শহরগুলো বিশেষ করে রাজধানী শহরের চিত্র কিন্তু তুমি যেমনটি বললে ঠিক তেমনই। সারা দেশ থেকেই প্রান্তিক মানুষ প্রতিনিয়ত শহরে এসে বসতি গড়ছে। ওদেরকে আশ্রয়দানের জন্য শহরের মধ্যে অথবা শহরতলীতে বস্তি নামের বাসস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এ সকল বস্তিসমূহ ঘিরে স্থানীয় ক্ষমতাশীলদের মধ্যে অবৈধ বাণিজ্য বিদ্যমান। ক্রমবর্ধমান এ সকল বস্তিতে অনিরাপদ পরিবেশ বিদ্যমান থাকায় মানুষ নিরুপায় হয়েই স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছে। কদিন পূর্বে জুনজেইন ও মেঙগাওদের বস্তিতে আমরা এমনতর দৃশ্যইতো আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

সিনথিয়া বললো, শুধু তোমাদের দেশে নয়, সর্বত্রই এই একই ধরনের চিত্র দৃশ্যমান। বিভিন্ন দুর্যোগে সর্বস্বান্ত হয়ে উপায়ান্তর না দেখে জীবন-জীবিকার প্রয়োজনেই তাঁরা শহরের বস্তিতে এসে জড়ো হয়। সুতরাং গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরের মূল কারণ হচ্ছে কর্মসংস্থানের সুযোগ। সমাজ এখন শহরভিত্তিক জীবন ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এর পেছনেও মূল কারণ হিসেবে রয়েছে কর্মসংস্থান, সুযোগ সুবিধা এবং একই সাথে ভোগ বিলাসের সহজাত বাসনা ও স্পৃহা।

আমি বললাম, এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে গ্রাম থেকে যারা একবার শহরে চলে আসে তাঁরা কিন্তু আর গ্রামে ফিরে যেতে চান না।

সিনথিয়া বললো, তোমার এই বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করলেই এর মধ্যে এমন কিছু মূল্যবান উপাদান খুঁজে পাওয়া যাবে যা এই সমস্যার সমাধানের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। শহর থেকে গ্রামে না ফেরার বড় কারণটি হলো কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা। গ্রাম এলাকায় প্রান্তিক মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে গ্রাম ছেড়ে শহরে যাবার প্রবণতা যেমন কমবে তেমনি শহর থেকে মানুষ গ্রামে ফিরে যাবে।

আমি বললাম, তোমার অভিমতের সাথে আমি সম্পূর্ণভাবে একমত পোষণ করছি।

সিনথিয়া বললো, সাধারণত দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষ যখন সহায় সম্বলহীন হয়ে ধীরে ধীরে মনস্তাত্তিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে তখন বিপদাপন্নতা ও অসামর্থতার ঐ কঠিন সময়টাতে ওদের যথাযথ পরিচর্যার কোন ব্যবস্থা আমরা দেখি না। এই সমস্যাগুলো বিবেচনায় নিয়ে দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের অবস্থার ক্রমোবনতি বিষয়ে তদারকির একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে পরিচর্যা, চাহিদা নিরূপণ এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা স্থানীয়ভাবে অর্থাৎ এলাকাভিত্তিতেই গড়ে তুলতে পারলে ক্রমান্বয়ে এই মহা সমস্যার একটা কার্যকর সমাধান হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি বললাম, বিষয়টি বাস্তবায়ন করা কঠিন হলেও সমাধানের ক্ষেত্রে এর চেয়ে ভাল যুক্তিতো আমি দেখছি না।

সিনথিয়া বললো, এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যাটি হলো যে, একটি দুর্যোগ ঘটে যাবার পর দুর্গত মানুষ যেভাবে সেবা ও সহযোগিতা পায় তাতে তাঁর মোট ক্ষয়ক্ষতির শতকরা পাঁচ থেকে দশ ভাগের বেশি সংকুলান হয় না। তদুপরি এই সহযোগিতা স্বল্পমেয়াদী হওয়ায় সবার অলক্ষ্যেই তার অবস্থার অবনতি হতে থাকে। সুতরাং দুর্গতদেরকে সেবা ও সহযোগিতা প্রদানের ক্ষেত্রে শক্তিশালী ও স্বয়ংক্রিয় একটা তদারকি ব্যবস্থা দুর্যোগ ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকাণ্ডের সাথে একীভূত থাকা প্রয়োজন।

আমি বললাম, উন্নয়নতো সময়ের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। আগামী প্রজন্মের কাছে আমরাতো অনেক কিছুই আশা করতে পারি।

সিনথিয়া বললো, শুধু প্রজন্মের কাছ থেকে আশা করলেই চলবে না। রাজনৈতিক অঙ্গীকারও প্রয়োজন। রাজনৈতিক অঙ্গীকার ছাড়া ব্যাপক কোন ব্যবস্থা প্রবর্তন অথবা উন্নয়ন কোনটাই সম্ভবপর নয়।

আমি সিনথিয়াকে সমর্থন জানিয়ে বললাম, মানব কল্যাণে এ সকল স্বতঃসিদ্ধ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বাঁধা কোথায় তা সত্যিই আমি ভেবে পাই না।

সিনথিয়া তার হাতের চপস্টিক নামিয়ে রেখে আমার দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে ভ্রু কুঞ্চিত করে বললো, বিগত সময়ে রাজার পুত্র ধারাবাহিকতায় রাজা হিসাবে ক্ষমতায় অভিষিক্ত হতেন কিন্তু বর্তমান সময়ের নেতারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায় অভিষিক্ত হলেও সেই অতীত দিনের রাজন্যবর্গের বিলাসিতাময় মানসিকতা থেকে তাঁরা এখনো মুক্ত হতে পারেননি। কোন বিষয় অনুধাবন করা এবং মাত্রানুযায়ী গুরুত্ব প্রদানের ক্ষমতা সবার সমান না হলেও এ সংক্রান্ত কোন শিক্ষা গ্রহণেও তারা আগ্রহী নয়। তদুপরি সম্পদের ব্যবহার এবং স্বচ্ছতা নিয়েও কথাতো হরহামেশাই সর্বত্র হচ্ছে। সুতরাং আমাদের যাত্রাপথ অতীতেও যেমন কুসুমাস্তীর্ণ ছিলো না এখনো নয় তবে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমি আশাবাদী হতে চাই। ঠিক যেনো সেই বর্ষার নতুন ধেঁয়ে আসা পানির জোয়ার যা জমে থাকা দুর্গন্ধময় জঞ্জাল ঠেলে সরিয়ে দিয়ে স্বচ্ছ, টলমল, টইটম্বুর হয়ে দেখা দেয়।

আমি ওর অভিব্যক্তিতে দৃঢ়তার ছাপ দেখে বিমুগ্ধ হয়ে বললাম, তুমি দিন বদলের কথা বলছো, মানুষের অধিকারের কথা বলছো, দুঃখ-কষ্ট থেকে মানুষের পরিত্রাণের স্বপ্ন দেখছো।

সিনথিয়া বললো, আমার এই অভিলাষকে নিছক স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিও না। তন্দ্রাচ্ছন্নতা, অজ্ঞতা এবং নির্লিপ্ততার বেড়াজাল ছিন্ন করে শাশ্বত সত্যের নিশান উড়িয়ে যে দিন মানুষ একসাথে পথে

নামবে সে দিন সকল অন্ধকার দূরীভূত হয়ে উদ্ভাসিত নতুন আলোতে সুষমামণ্ডিত হবে আমাদের এই পৃথিবী।

এরপর বেশ কিছুক্ষণ কোন কথা না বলে চুপচাপ রইলাম। অনেক খাবার টেবিলে সাজানো রয়েছে কিন্তু আমরা নির্লিপ্ত বসে আছি, খাচ্ছি না।

এ রকম পরিস্থিতিতে রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার ছুটে এসে বললেন, খাবারের মধ্যে কোন প্রকার সমস্যা হয়েছে কি? যদি বলেন যে কোন আইটেম বদলিয়ে নতুন করে পরিবেশন করে দিচ্ছি।

সিনথিয়া হেসে উঠে বললো, না না। খাবারের কোন সমস্যা হচ্ছে না। আমরা একটু সময় নিয়ে খাবার খাচ্ছি। আপনাকে ধন্যবাদ।

ম্যানেজার একগাল তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে প্রস্থান করলো।

আমরা খাওয়ার প্রতি আবার মনোযোগী হলাম। পরবর্তীতে বিনা বাক্যব্যয়ে ভোজন পর্ব শেষ করলাম।

সিনথিয়া কফির অর্ডার দিয়ে বললো, হারবিনে শীতের প্রকোপ অনেক বেশি। পর্যাপ্ত গরম পোষাক সাথে নিয়ে নিও।

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললাম, বেইজিংয়ে তো এখন মাইনাস তিন-চার চলছে। এখানে যখন মানিয়ে নিতে পারছি তখন ওখানেও অসুবিধা হবে বলে মনে হয়না।

সিনথিয়া বললো, মাইনাস তিন ও মাইনাস বিশের মধ্যে তফাৎটা কিন্তু ছয় গুণেরও বেশি। তুমি সাব-ট্রপিকাল দেশের মানুষ হলেও মাইনাস তাপমাত্রার অভিজ্ঞতা তোমাদের নেই। তাই বলছি যে ঐ রকম প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে তোমাকে যথাযথ পোষাক পরিচ্ছদ দ্বারা আবৃত হতে হবে।

আমি বললাম, জরুরি এই পরামর্শটার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং প্রয়োজনীয় পোষাক পরিচ্ছদ নিতে আমি ভুল করবো না।

ভোজন পর্ব সমাপ্তির পর সিনথিয়া আমাকে ড্রপ দিলো। একরাশ শুভেচ্ছা ও হারবিন ভ্রমণ সুখময় হোক এই প্রত্যাশা জানিয়ে ও প্রস্থান করলো। শীতের প্রকোপে উন্মুক্ত স্থানে বেশিক্ষণ থাকা কষ্টকর। রুমে ফিরে গিয়ে গতানুগতিক টেলিভিশন অন করে সংবাদ শুনার চেষ্টা করলাম। অতঃপর বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। রাতে ঘুম ভালই হলো।

পরদিন সারাদিনই ব্যস্ততার মধ্য দিয়েই কাটলো। অফিসের অনেকগুলো কাজ গুছিয়ে শেষ করলাম। কাল হারবিন যাবো। রস আমাকে হোটেল থেকে উঠিয়ে নেবে। বিকেলে হোটেলে ফিরে এসে গরম কাপড়গুলো বের করে হিসাব মেলাতে বসলাম। মোটা ফুল হাতা গেঞ্জি, সোয়েটার, ওভার কোট, মাফলার, কান পর্যন্ত প্রলম্বিত উলেন টুপি, টাইটস, ট্রাওজার, মোজা ইত্যাদি দিয়েই কাজ হবে ভেবে অতিরিক্ত আর কিছুর প্রয়োজন আছে বলে মনে করলাম না। সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে হারবিন যাওয়ার প্রস্তুতি শেষ করে নিচে নেমে রেস্টুরেন্টে ডিনার করে রুমে ফিরে এসে কম্বলের নিচে ঢুকে পড়লাম।

প্রত্যুষে উঠে ঘরের ভেতরে কিছুক্ষণ পায়চারি ও ফ্রি-হ্যাণ্ড কয়েকটি ব্যায়াম করে জগিংয়ের অভাবটা পূরণ করে নিলাম। এরপর শাওয়ার নিয়ে পরিপাটি হয়ে নিচে নেমে ব্রেকফাস্ট করে

নিলাম। এর কিছুক্ষণ পরেই রস এসে হাজির হলো। সুটকেসটা তুলে নিয়ে ওর সাথে গাড়িতে উঠলাম। এয়ারপোর্ট পৌঁছুতে প্রায় এক ঘন্টা সময় লাগলো। বিমান যথাসময়ে আকাশে উড়লো। বেইজিং থেকে হারবিন, বিমান পথের দূরত্ব বারোশত কিলোমিটারের কিছুটা কম। মোটামুটি দু ঘন্টার ফ্লাইট।

অভিব্যক্তিতে আনন্দের বন্যা ছড়িয়ে রস বললো, হারবিন ভ্রমণের সখটা আমার অনেক দিনের। আজ সেটি পূরণ হবে ভেবে আমি আনন্দে উদ্বেল হয়ে আছি।

আমি বললাম, তোমার প্রবল আগ্রহটাই কিন্তু আমাকে প্রলুব্ধ করেছে। তুমি যখন প্রস্তাবটা আমাকে দিলে তা লুফে নিলাম।

রস বললো, শুধু কি আমার আগ্রহের কারণেই তুমি আমার সাথে যাচ্ছো?

আমি বললাম, কারণটার মূল প্রেক্ষিত হলো তোমার আগ্রহ এবং আমাকে ভ্রমণসাথী হিসাবে যাওয়ার জন্য তোমার অনুরোধ। অবশ্য হারবিনের বৃত্তান্ত শুনে জায়গাটা দর্শনের ইচ্ছাটাও অবশ্যই আরেকটি কারণ।

রস বললো, জায়গাটা সত্যিই খুব সুন্দর। তবে শীত একটু বেশি।

আমি বললাম, শুনেছি ওখানে তাপমাত্রা এখন মাইনাস বিশ। এটা তোমাদের মতো শীতপ্রধান দেশের মানুষের জন্য একটু বেশি হলেও আমাদের জন্য সত্যিই ভয়ংকর।

এর মধ্যে চা কফি পরিবেশিত হলো। রসের সাথে নানাবিধ গল্প গুজবের মধ্যেই সময়টা কেটে গেলো। এয়ারপোর্টে নেমেই টের পেলাম শীত কাকে বলে ও কত প্রকার। একটা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে গিয়ে রুমে ঢুকেও শীতের অস্বস্তিটা পুরোপুরি কাটাতে পারলাম না। রেস্টুরেন্টে গিয়ে অল্প কিছু আহার করলাম। হয়তোবা অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় ক্ষুধামন্দা দেখা দিয়েছে। রস অত্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে এবং খাবারও পেট পুরেই খাচ্ছে। এই প্রচণ্ড শীত যেন ওর কাছে কিছুই না।

রস বললো, আর ঘন্টাদুয়েক পরেই আমরা বাইরে বেরুবো। বরফের তৈরি বিভিন্ন অবয়ব ও স্থাপনাগুলো দেখবো।

আমি বললাম, আমি এখন কম্বলের নিচে গিয়ে ঢুকবো। দুঘন্টা পর যদি স্বস্তিবোধ করি তবে অবশ্যই বাইরে যাবো। তুমি আমাকে কল দিও।

রস হেসে উঠে বললো, তুমি যদি নিজেকে পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে না পারো তবে শীত তোমাকে আরো আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরবে। তোমার কাছে যে কটি শীত বস্ত্র রয়েছে তার সবকটি গায়ে চাপিয়ে নিয়ে বাইরে বেরুবে।

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে রুমে গিয়ে কম্বলের নিচে ঢুকে গেলাম। বাইরের তুলনায় রুমের ভেতরটা অনেক গরম অনুভূত হলেও স্বস্তি পাচ্ছিলাম না মোটেও। কম্বল আবৃত অবস্থায় কিছুক্ষণের মধ্যেই উষ্ণতা অনুভব করলাম। আরামের অতিশয্যে একসময় ঘুমিয়ে গেলাম।

টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দে ঘুম ভাঙ্গলো।

টেলিফোন ধরতেই রসের সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠ ভেসে এলো, নিশ্চয়ই এখন ভাল বোধ করছো। এখন তো বাইরে রেরুবার সময় হয়েছে। আমি তোমার অপেক্ষায় আছি।

আমি বললাম, পাঁচ মিনিট সময় দাও, আসছি।

রুমের বাইরেই রসকে পেলাম। ও আমার দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বললো, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যে তুমি এখন একেবারে ফিট।

আমি বললাম, গেঞ্জিসহ সাতপরত পোষাকে শরীর আবৃত করেছি। এখনতো অনেকটাই ভাল অনুভূতির মধ্যে রয়েছি।
রস বললো, এবার চলো, রাস্তা ধরে হেঁটে হেঁটে এগুই।

আমি রসের সাথে সাথে যথাসম্ভব হাত পা নেড়ে নেড়ে সামনে এগিয়ে চললাম। কিছুদূর এগিয়েই একটা পার্কের মতো জায়গায় গিয়ে ঢুকলাম। সেখানে তাকিয়ে যা দেখলাম তাতে বিষ্ময়াভিভূত হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে গেলাম। শুভ্র বরফের তৈরি বিশালাকারের ডানামেলা পাখি, জন্তু-জানোয়ার, পুষ্পকুঞ্জ ইত্যাদি দেখে এখানকার শিল্পীদের নিবেদন ও নিষ্ঠা আমাকে বিমুগ্ধ করলো।

রসও নির্বাক, অবাক বিস্ময়ে স্থাপনা ও ভাষ্কর্যগুলো অবলোকন করে চলেছে।

চারিদিকে পাতলা কুয়াশার একটা আস্তরণ। দূরের বস্তু দৃষ্টিসীমায় ঝাপসা বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। সূর্যের আলো এর মধ্যেই অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে এর আলোকচ্ছটা ধীরে ধীরে তিরোহিত হচ্ছে। আমরা হেঁটে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছি আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দৃষ্টিনন্দন স্থাপনাগুলো দেখছি।

এরি মধ্যে হঠাৎ করেই বিদ্যুৎ প্রবাহ চালু হলো। অবিশ্বাস্য উত্তেজনায় মন-প্রাণ উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। এবার স্থাপনা ও প্রতিমূর্তিগুলো জীবন্ত হয়ে উঠলো। দেখে বিস্মিত হলাম যে প্রতিটি রেপ্লিকার ভেতরে স্থাপিত রং বেরংয়ের বাল্ব প্রজ্বলিত হওয়ায় এক অসাধারণ সৌন্দর্যে ভরে উঠেছে চারিদিক। চোখ ধাঁধানো এমন দৃশ্য জীবনে এই প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করলাম। যতই অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে ততই আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠছে বরফের স্থাপনা ও প্রতিমূর্তিগুলো। দুঘন্টা সময় যে কখন পার হয়ে গেছে টেরই পাইনি। অসংখ্য মানুষের পদচারণায় মুখরিত পার্ক এলাকা। মানুষের সমাগম দেখেই বোঝা যায় যে এই সময়টাতে হারবিনে বহু পর্যটক এসে আস্তানা গেড়েছে। পূর্বাকাশে চাঁদ উঁকি দিচ্ছে, তবে কুয়াশার আস্তরণে ঢাকা, কিছুটা ঝাপসা। আলোছায়া ভরা আকাশে অসংখ্য তারার মেলা। একটু দূরে সরে গিয়ে উজ্জ্বল আলো এড়িয়ে একটা ঝোপের পাশে গিয়ে বসলাম। জায়গাটা তুলনামূলকভাবে অন্ধকার হওয়ায় তারাগুলো ভালভাবে দৃষ্টিগোচর হলো। দিগন্ত রেখায় কুয়াশার একটা আবরণ থাকলেও মাথার উপরের আকাশ স্বচ্ছ ও পরিস্কার বলে প্রতিভাত হলো। বেশ কিছুক্ষণ একা একা বসে আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীর অপরূপ শোভা উপভোগ করলাম।

হঠাৎ মনে হলো রস হয়তোবা এতক্ষণে আমাকে খুঁজে হয়রান হচ্ছে। ফিরে গেলাম ঐ আলোকোজ্জ্বল পার্কে। রসের দেখা পেলাম। ও তখনোও ক্যামেরা নিয়ে প্রতিমূর্তিগুলোর ফটোগ্রাফ নেয়ায় ব্যতিব্যস্ত।
আমাকে দেখেই বললো, তোমাকে একবার খোঁজ করে না পেয়ে ভাবলাম এদিক সেদিক কোথায়ও আছ। এবার চলো, হোটেলে ফিরে যাই। কাল ব্রেকফাস্টের পর পরই বেরিয়ে যাবো। সামনের ঐ বরফাবৃত নদীর উপর নানা ধরনের অসংখ্য স্থাপনা রয়েছে। ওগুলো ভাল করে দেখতে গেলে সারাদিন পার হয়ে যাবে। সকালে শীতবস্ত্র পরিধান করে প্রস্তুত হয়ে বেরুবে।

আমি সম্মতি জানিয়ে বললাম, এ রকম অবিশ্বাস্য এবং নান্দনিক স্থাপনা ও প্রতিমূর্তিগুলো না

দেখতে পারলে জীবন খাতার সুন্দরের তালিকায় একটা শূন্যস্থান থেকেই যেতো। এমন একটা সুযোগ করে দেবার জন্য তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

রস বললো, আমিও তোমাকে একইভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই কারণ তুমি আমার সাথে না আসলে হয়তো একা একা এখানে আমার আসা হতোনা। সুতরাং কৃতিত্ব যখন আমাদের দুজনারই সমানে সমান তখন ধন্যবাদও দুজনারই সমভাবে প্রাপ্য।

আমি বললাম, হিসাব নিকাশ করলে তোমার যুক্তি সঠিক বলেই বিবেচনা করতে হবে।

রস বললো, এবার যদি আমরা এখানে না আসতাম তবে জীবনে হয়তোবা আর কোনদিনই আসার সুযোগ হতো না। একটা অনিন্দসুন্দর কিছু না দেখার বঞ্চনা থেকে নিজেদেরকে আমরা রক্ষা করতে পেরেছি। এই মুহূর্তে ওই তৃপ্তিটুকুই আমার আনন্দ।

কথা বলতে বলতে আমরা হোটেলের দিকে এগিয়ে চললাম।

হঠাৎ করেই রস প্রশ্ন করলো, তোমাকে এখন অনেক স্বাভাবিক মনে হচ্ছে, তবে শীতের প্রচণ্ড প্রকোপ কি কেটে গেছে?

আমি বললাম, চারিদিকের এতো সুন্দরের অতিশয্যে শীত বোধহয় কাছে ঘেঁসতে পারেনি। তবে যাই বলো এখন কিন্তু শীতে আমি কুঁকড়ে যাচ্ছি।

কথা বলতে বলতে আমরা হোটেলে চলে এলাম। রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে রুমে ফিরে এসে সোজা কম্বলের নিচে মাথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। রুমের ভেতরটা তুলনামূলক গরম হলেও তা মানিয়ে নিতে সময়তো লাগবেই।

নিজের অবস্থা চিন্তা করে হাসির উদ্রেক হলো। মনে মনে ভাবলাম, কেন শীতল রক্তের প্রাণীরা হাইবারনেশন প্রক্রিয়ায় শীতকাল অতিবাহিত করে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে গেলাম। শেষরাতে শীতের প্রকোপে জেগে উঠলাম। কম্বলের নিচে শরীর নিঃসৃত উষ্ণতা বাইরের শীতলতা নিবৃত্ত করতে পারছে না। মনে হলো কোন দিক দিয়ে হয়তোবা বাইরের ঠাণ্ডা রুমের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা জানালাগুলো পরীক্ষা করে কোন সমাধান না পেয়ে একটা গরম সোয়েটার গায়ে চাপিয়ে অগত্যা কম্বলের নিচে পুনঃপ্রবেশ করে গুটিশুটি মেরে পড়ে রইলাম। আধো ঘুম আধো জাগরণে রাত পার হলো।

সকালে ঘুম থেকে উঠে জগিংয়ের চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গরম পানির শাওয়ার নিলাম। অতঃপর পরিপাটি হয়ে ব্রেকফাস্ট টেবিলে হাজির হলাম।

রস আমাকে স্বাগত জানিয়ে বললো, আশা করি রাতে ভালো ঘুম হয়েছে।

আমি শুভেচ্ছা জানিয়ে রসকে বললাম, পরিস্থিতি ভালই ছিলো কিন্তু বিপত্তিটা দেখা দিল শেষরাতে। কম্বলের নিচেও ঠাণ্ডা নিবারণ করতে পারছিলাম না।

রস বললো, এরকমতো হবার কথা নয়। আমি এখুনি দেখছি বিষয়টা।

রস উঠে গিয়ে রিসিপশনে অভিযোগ করে ফিরে এসে বললো, ওরা বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখে ব্যবস্থা নেবে।

আমি আশ্বস্ত হয়ে বললাম, ভাল হলেই ভাল।

রস বললো, আজ সকালের নাস্তাটা ভারী করেই করতে চাই কারণ আজ সারাদিনই আমাদেরকে

হিমায়িত নদীর স্বচ্ছ বরফের উপর দিয়ে হাঁটতে হবে।

আমি কৌতুক করে বললাম, আমাকেও তো তোমার সাথে সাথেই হাঁটতে হবে সেজন্য ভারী নাস্তা করার বিষয়টাতো আমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

রস একটু হাসি ছড়িয়ে বললো, কথাটাতো এ জন্যই বললাম যাতে তুমি পেট ভরে নাস্তা খাওয়ার প্রয়াস পাও।

আমরা দুজনাই অনেক খেলাম। নাস্তার পর্ব শেষ করে হ্যাণ্ড গ্লাফস্, কান টুপি পড়ে নিয়ে ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে রসের অনুগামী হলাম। কিছুক্ষণ হাঁটার পর নদীর পারে এসে পৌঁছুলাম।

রস বললো, এই নদীর নাম সংহুয়া। নদীটির বহুদূর অব্দি বিস্তৃত। এখন নদীর পানি জমে কঠিন বরফে পরিণত হয়েছে।

পার থেকে শান বাধানো সিঁড়ি বেয়ে আমরা সংহুয়া নদীতে নেমে পড়লাম। জীবনে এই প্রথম হিমায়িত নদীর উপর দিয়ে হাঁটছি। কিছু একটা জয় করার আনন্দে অন্তরের মধ্যে হিল্লোল বয়ে গেল। এই সাত-সকালে শত শত মানুষ বিস্তীর্ণ নদীর উপর দিয়ে হাঁটছে। এদের মধ্যে অসংখ্য শিশু কিশোরও রয়েছে। মনে মনে ভাবলাম যে শিশুরা যদি এই শীত উপেক্ষা করে স্বাচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে তবে আমার এত শীতের ভয় কেন? এতোক্ষণ চোখে না পড়লেও সামনে তাকিয়ে বিশাল বিশাল স্থাপনাগুলো দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হলাম। তিনতলা ভবন, মন্দির সদৃশ টাওয়ার, বিশালাকার ভাষ্কর্য, চীনের প্রাচীর ইত্যাদি সবই বরফ দিয়ে তৈরি। একটা ভবনে প্রবেশ করলাম এবং সিঁড়ি দিয়ে দু-তলা ও তিন তলায় উঠলাম। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিশ্চিত হলাম যে চাক চাক বরফ নদী থেকে সংগ্রহ করে একের পর এক ওগুলো বিন্যস্ত করে এই স্থাপনাগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। জমে যওয়া বরফের গাঁথুনি স্বভাবত সুদৃঢ় হবারই কথা।

রস বললো, বরফ কাটা সহজতর হলেও শৈল্পিক সৌন্দর্য বজায় রেখে এগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। যে সকল শিল্পীবৃন্দ নিরেট বরফের উপর হাতুড়ি শাবলের খোঁচায় এই অনিন্দ সুন্দর স্থাপনা ও ভাষ্কর্যগুলোর বিমূর্ত প্রতিরূপ উদ্ভাসিত করে যে নান্দনিক সৌন্দর্যের অবতারণা করেছেন তাঁদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই।

আমি বললাম, এই জমে যাওয়া হিম শীতল ঠাণ্ডায় উন্মুক্ত নদীর উপর মাসের পর মাস ধরে কর্ম সম্পাদন তো আর সহজ কথা নয়। সৃষ্টিশীলতার স্পৃহা না থাকলে বিরূপ আবহাওয়ায় এই ধরনের কাজ করা সম্ভবপর নয়।

আমরা পায়ে হেঁটে একটার পর একটা স্থাপনা দেখছি এবং যত্নের সাথে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে রাখছি। কুকুরে টানা স্লেজ গাড়িতে শিশু কিশোরেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে খুশি হলাম। এর আগে ছবিতে স্লেজ গাড়ি দেখলেও বাস্তবে এই প্রথম দেখলাম। ঘন্টাদুয়েক ঘোরাফেরার পর বরফের তৈরি চীনের প্রাচীরের উপর উঠার জন্য টিকিট করে লাইনে দাঁড়ালাম। ওপরে ওঠার সিঁড়িটা খুবই অপ্রশস্ত। লাইনটা অনেক লম্বা। প্রাচীরের উপর উঠার পর কাঠের তৈরি ছোট্ট একটি কাঠামোতে বসে স্লাইড করে নিচে গড়িয়ে পড়াটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। ধীরে ধীরে লাইন ছোট হচ্ছে এবং আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। অনেকক্ষণ ধরেই ডান পায়ের পাতায় একটু ব্যথা অনুভব করছিলাম। বিষয়টি তেমন আমলে নেইনি। এখন বুঝতে পারছি যে ব্যথাটা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উপরের দিকে

উঠছে। বাম পায়েও ব্যথা শুরু হয়েছে। আমার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা রসকে বিষয়টি বললাম।

রস ভ্রু কুঞ্চিত ও ভয়ার্ত অভিব্যক্তি নিয়ে বললো, পা দুটো নাড়াচাড়া করতে থাকো। এখন আমরা যে অবস্থায় আছি তাতে চট করে উপরেও উঠতে পারবে না এবং নিচেও নামতে পারবে না। উপরে উঠে স্লাইড করে নিচে নেমে অবিলম্বে এই বরফের উপর থেকে তোমাকে সরে যেতে হবে।

সিনথিয়ার অস্বস্তিকর অভিব্যক্তি বুঝতে পেরে আমিও ভয় পেলাম। সম্যক উপলব্ধি করতে পারলাম যে আমার জুতা ও মোজা কোনটাই এই মাইনাস তেইশ ডিগ্রি তাপমাত্রা সহনীয় নয়। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আমার দুর্বল জুতা ভেদ করে পায়ে সজোরে কামড় বসিয়েছে। পায়ের নিচে বিন্যস্ত বরফ আর বরফ। এর মধ্যে দু ঘন্টা সময় যে কি করে অতিবাহিত করেছি সেটা ভেবেই বিস্মিত হলাম। লাইনটা অত্যন্ত ধীরলয়ে এগুচ্ছে। সময় যেনো থমকে দাঁড়িয়ে আছে আর আমার পায়ের যন্ত্রণা আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম করছে। আমি আরেকবার পিছন ফিরে রসের দিকে তাকালাম। আমাকে নিয়ে ওর আশঙ্কা ও ভয়ার্ত মনোভাব আমার দৃষ্টি এড়ালো না। এর কিছুক্ষণ পরে একসময় আমি প্রাচীরের উপর উঠে এলাম। একজন কর্মী একটা কাঠের কাঠামোতে আমাকে বসিয়ে দিয়ে নিচের দিকে ঠেলে দিলো। আমি নিচের দিকে সরসর করে নামতে লাগলাম। কাঠামোটা দুহাত দিয়ে ধরে রাখায় ছিটকে পরে যাবার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হলাম। একসময় নিচে নেমে এলাম এবং আমার গতি মন্থর হলো। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ব্যর্থ হলাম।

এর মধ্যে রস নেমে এসে আমাকে ধরে উঠিয়ে বললো, দৌড়াও, পাড়ের দিকে দৌড়াও, যত পার পা দুটো সঞ্চালিত করতে থাকো।

আমি রসের কথা গুরুত্ব দিয়ে দৌড়াবার চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না। ডান পায়ের পাতার উপর ভর দিতে পারছি না, তবুও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যতটা পারা যায় সে ভাবেই চলছি। রস আমার বাম বাহুটা ওর কাঁধের উপর নিয়ে আমার কোমর বরাবর প্যান্টের বেল্টটাকে আঁকড়িয়ে ধরে পাড়ের দিকে টেনে নিয়ে চললো। ওর গতি বেশি থাকায় আমার পা দুটো মাঝে মাঝেই শূন্যে উঠে যাচ্ছিলো। নদীর পাড়টাও যেনো অনেক দূরে চলে গেছে। বরফের আস্তরণে আচ্ছাদিত পিচ্ছিল পথটা যেনো শেষ হবার নয়। এদিকে পায়ের যন্ত্রণা আমার সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হয়ে জ্ঞান হারানোর পর্যায়ে উপনীত হয়েছি বলে আমার মনে হলো। আমার শরীর শিথিল হয়ে আসায় শরীরের ভার প্রায় পুরোটাই রসের উপর গিয়ে পড়লো। রসের চলার গতি মন্থর হলো।

প্রচণ্ডভাবে হাঁপিয়ে যাওয়া রস একটু থেমে আমাকে বললো, তুমি আর অল্প একটু সময় চাঙ্গা থাকো। এভাবে যদি নিস্তেজ হয়ে যাও তবে আমার পক্ষে তোমাকে পাড়ে নিয়ে যাওয়াটা কঠিন হবে।

ইতিমধ্যে আমার ডান পাটা জমে গেছে বলে আমার মনে হলো। এক পা দিয়ে কোনরকমে রসকে আঁকড়িয়ে ধরে সামনে এগুবার চেষ্টা করছি। রসের আপ্রাণ চেষ্টায় বরফ জমা নদীর পারে এসে পৌঁছুলাম। নদীপারের শান বাঁধানো সিঁড়িগুলো অতি কষ্টে অতিক্রম করে উপরে উঠে সামনের একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে দুজন পরিচারকের সহায়তায় একটা চেয়ারের উপর আমাকে বসানো হলো। হাঁপিয়ে উঠা রস দ্রুততার সাথে আমার জুতা মোজা খুলে আমার পা ম্যাসেজ করা শুরু করলো। একই সাথে গরম কফি পানের জন্য রস আমাকে নির্দেশ দিলো। ডান পা ম্যাসেজ করার পর মাফলার দিয়ে পেঁচিয়ে ও বাম পা ম্যাসেজ করতে থাকলো। এভাবে ঘন্টা দুয়েক চলার

পর ডান পায়ে ক্ষীণকায় কিছু অনুভূতি ফিরে এসেছে বলে মনে হলো। এর মধ্যেই পাঁচ কাপ কফি গলাধঃকরণ হয়ে গেছে। রসের নির্দেশ মতো চেয়ার থেকে উঠে হাটার জন্য পা বাড়ালাম। ব্যথা থাকা সত্ত্বেও হাঁটতে পারলাম। এরপর ঐ রেস্টুরেন্ট থেকে ধীর পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হোটেলে ফিরলাম। রসের কথামতো পায়ে মাফলার জড়িয়ে কম্বলের নিচে গিয়ে ঢুকলাম। এক মহা স্বস্তি ও আরামের অতিশয্যে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম। রসের ডাকে একসময় হঠাৎ করেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখি রসের হাতে খাবারের প্যাকেট। আমি উঠে বসলাম।

রস বললো, আশা করি তোমার পায়ের ব্যথার উপশম হয়েছে। তোমার ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য দুঃখিত। কিন্তু কিছু খেতে তো হবে। সেই সাত সকালে নাস্তার পর আর তো কিছু পেটে পড়েনি।

একটা চিকেন বার্গার, ফিস কাটলেট ও এক বাটি ভেজিটেবল স্যুপ এগিয়ে দিয়ে বললো, এগুলো খেয়ে নাও। তারপর আবার কম্বলের নিচে অবস্থান নাও। আজ আর তোমার বাইরে যেতে হবেনা।

আমি বললাম, এখানে যা কিছু দেখার তাতো দেখা হয়েই গেছে। আর একটা দিন এখানে অবস্থান না করে কালই বেইজিংয়ে ফিরে গেলে কেমন হয়।

রস একটু হেসে বললো, আমিও ঠিক এমনটাই ভাবছি। কাল সকালের কোন ফ্লাইটে আমরা হারবিন ছাড়বো। ফ্লাইট কনফারমেশন করে আমি তোমাকে জানাবো।

আমি বললাম, আমার ডান পাটা এখনো ব্যথা করছে।

রস বললো, তুমি ভাবতে পারবে না যে কি এক দুরন্ত বিপদ থেকে তুমি বেঁচে গেছো। তুমি ফ্রস্টবাইটের শিকার হয়েছিলে। আর যদি আধাঘন্টা সময় বরফের মধ্যে অতিবাহিত হতো তবে তোমার পায়ে রক্ত চলাচল বন্ধ হবার কারণে পা অকেজো হয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিলো। তোমার জুতা মানানসই ছিলো না। জুতায় তুমি কোন ইনসুলেটরও ব্যবহার করোনি।

আমি বললাম, শীত নিবারণের জন্য মাথা ও শরীরের প্রতি যে গুরুত্ব দিয়েছি সে রকম গুরুত্ব পায়ের প্রতি নেয়া হয়নি। আমার অজ্ঞতাই হচ্ছে এর মূল কারণ। তবে তোমার তড়িৎ সিদ্ধান্ত ও আন্তরিক সহানুভূতি আমাকে সমূহ বিপদ উত্তরণে সহায়তা করেছে বলে তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

রস আমার কথা শুনে আবেগতাড়িত হয়ে তাঁর চোখের কোণে সঞ্চিত একবিন্দু অশ্রু মুছে নিয়ে বললো, আমরা যারা আর্ত-দুস্থ মানুষের কল্যাণে নিবেদিত তাঁরা নিশ্চয়ই নিজেদের মধ্যে একটু সেবার বিনিময়ে ধন্যবাদ পাওয়ার আশা পোষণ করে না। আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলোনা।

আমি নিশ্চুপ রইলাম এবং রসের অন্তরের তৃপ্তিময়তার আনন্দস্রোতে স্নাত হলাম।

রসের প্রস্থানের একটু পরই আবার কলিং বেলটা বেজে উঠলো। আমি দরজা খুলেই এক অচেনা মহিলাকে এক গুচ্ছ শুভ্র ফুলের তোড়া হাতে দণ্ডায়মান দেখতে পেলাম।

আমার কোন কথা বলার পূর্বেই মহিলা ফুলের তোড়াটি আমার হাতে দিয়ে বললো, আমি ওয়েন লিঙ, সিনথিয়ার বান্ধবী।

আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম এবং ওয়েন লিঙকে আমার পরিচয় দিয়ে বসার জন্য আহ্বান জানালাম।

ওয়েন লিঙ একটু উদ্বিগ্ন হয়ে আমাকে শুধালো, আপনি আজ কোন একটি দুর্ঘটনার শিকার

হয়েছেন এ কথা জেনেই আপনার বর্তমান অবস্থা কি তাই দেখতে এলাম। আমি এখানকার একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। আমি কি জানতে পারি আসলে আপনার কি হয়েছিলো এবং এখন আপনি কেমন আছেন?

আমি বিষ্ময়াবিভূত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আমার অসুবিধার সংবাদ আপনি জানলেন কি করে?

ওয়েন লিঙ বললো, এখন থেকে দু ঘন্টা পূর্বে সিনথিয়া টেলিফোন করে আপনি একটা দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছেন বলে আমাকে জানিয়েছেন। প্রয়োজন হলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্যও সে আমাকে বলেছে। আমি অন্যত্র কাজে ব্যস্ত থাকায় আপনার কাছে আসতে কিছুটা বিলম্ব হলো।

ওয়েন লিঙয়ের কথা শুনে আমার মনে অনেক প্রশ্নের উদয় হলেও ওর সামনে তা প্রকাশ করলাম না। আমি নিশ্চিন্ত হলাম যে রহস্যময়ী সিনথিয়া টেলিপ্যাথি অথবা অন্য কোন রহস্যময় পন্থায় আমার অবস্থা জানতে পেরেছে।

আমি বললাম, আমি আজ ফ্রস্ট বাইটে আক্রান্ত হয়েছিলাম তবে আঘাতটা গুরুতর হওয়ার আগেই আমার সহকর্মী সময়মতো ব্যবস্থা নেয়ায় সামান্য প্রাথমিক চিকিৎসাতেই এখন ভাল বোধ করছি। ডান পায়ের পাতা প্রায় অবশ হয়ে গিয়েছিল তবে এখন ব্যথাটা নেই বললেই চলে।

আমার কথা শুনে ওয়েন লিঙ আশ্বস্ত হলো এবং আমার পা দুটো পরীক্ষা করে দেখলো। ওর সাথে থাকা ব্যাগ থেকে স্টেথিসকোপ, প্রেশার মাপার যন্ত্র, থার্মোমিটার ইত্যাদি বের করে আমার অবস্থা নিরিক্ষণপূর্বক তাঁর নোটবুকে তথ্যগুলো লিপিবদ্ধ করলো।

এর পর হাসি মুখে বললো, আর কিছুক্ষণ বরফের উপর অবস্থান করলে আপনার পায়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক হতে পারতো। সময়মতো সরে এসে পর্যাপ্ত ম্যাসেজ করায় রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হতে পেরেছে। এর পর বাইরে বেরুলে বিশেষ করে জমাট বরফের উপর হাঁটতে গেলে অবশ্যই সঠিক জুতা পড়ে নেবেন এবং জুতার ভেতর ভাল ইনসুলেটর লাগিয়ে নেবেন।

আমি বললাম, আপনার কথা মনে থাকবে। সিনথিয়ার সাথে কথা হলে বলবেন আমি সম্পূর্ণ ভাল আছি।

ওয়েন লিঙ বললো, আমি কয়েকটি ট্যাবলেট পাঠিয়ে দিচ্ছি। প্রতিদিন সকালে ও রাতে পর পর তিনদিন দুটো করে ট্যাবলেট খাবেন। আসলে আপনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন তবে কোনরূপ অসুবিধা হলে আমাকে সংবাদ পাঠাবেন। এই হোটেলে আমি ইনফর্ম করে যাচ্ছি, কোন অসুবিধা হলে সঙ্গে সঙ্গে রিসিপসনে জানাবেন ওরা তাৎক্ষণিকভাবে আমাকে জানাবে।

আমি বললাম, আপনার শুশ্রূষা ও অনাবিল সেবাদানের জন্য আপনাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে কাল সকালেই বেইজিংয়ে ফিরে যাবো। আপনাকে আগাম নিমন্ত্রণ দিয়ে রাখলাম, যখন বেইজিং যাবেন দয়া করে আমার খোঁজ নেবেন। সিনথিয়া, আপনি ও আমি এক সাথে মিলে আড্ডা এবং একটা ভূড়িভোজের ব্যবস্থা করা যাবে।

ওয়েন লিঙ একগাল হেসে সম্মতি জানিয়ে আমাকে আবারো ডাক্তার সুলভ সান্ত্বনা জানিয়ে বিদায় নিলো।

একটু পরেই হোটেলের একজন পরিচারক আমাকে ট্যাবলেটগুলো দিয়ে গেলো। এই মুহূর্তে আমার অন্তরাত্মার সবটুকু জুড়েই আমি সিনথিয়ার উদ্বিগ্নতা ও আমার প্রতি তাঁর অকৃত্তিম মমতার

ছোঁয়া অনুভব করলাম। আমি আবারো নিশ্চিত হলাম যে সিনথিয়ার অদৃশ্য মায়াজাল ছিড়ে ফেলে বাইরে বেরুবার সাধ্য আমার নেই।

এভাবে সাতপাঁচ ভাবনার মধ্য দিয়ে বিছানায় শুয়ে সময় অতিবাহিত হতে থাকলো। কম্বলটা জড়িয়ে নিয়ে চোখদুটো বুজে পড়ে রইলাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুমের মধ্যে সিনথিয়াকে নিয়ে স্বপ্ন দেখলাম। দিগন্ত বিস্তৃত বরফের রাজ্য, শীতল হাওয়ার প্রবাহে বরফের স্তুপে আঁকা বাঁকা চিহ্নগুলো প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। চারিদিক নীরব নিথর। সূর্যের আলো বরফের উপর বিকিরণ ক্রিয়ায় রত। এমনি পরিবেশে শ্বেতশুভ্র বসনে হাওয়ায় উড়না উড়িয়ে এক মহারহস্যময় হাসির আবেশ ছড়িয়ে সিনথিয়া ধীর পায়ে এগিয়ে এসে আমার হাত দুটো ধরে বললো, চেয়ে দেখো প্রকৃতির নৈসর্গিক দৃশ্য। তুমি যদি ইচ্ছা কর, যদি অন্তরকে প্রসারিত কর তবে এই প্রতিকূলতার মধ্যে তুমি খুঁজে নিতে পারো অকৃত্রিম আনন্দের পরশ। এই অনাবিল আনন্দ শুধু তাঁরাই আস্বাদন করতে পারে যারা প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে চলতে জানে এবং প্রকৃতিকে ভালবাসতে জানে। যারা প্রকৃতিকে ভালবাসতে পারে তাঁরা মানুষের বন্ধু, শত্রু কখনো নয়। চলো, আমরা প্রকৃতির সাথে আজ আরো একাত্ম হয়ে যাই, মানুষের ভালবাসার বন্ধনটাকে সুদৃঢ় করি, বিভেদের দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে আমরা মহিমান্বিত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হই এবং কন্টকাকীর্ণ অন্ধকার পথ পরিহার করে মানবতার চিরায়িত পথকে কুসুমাস্তীর্ণ করে তুলি।

আমি সিনথিয়ার হাত দুটি শক্ত করে ধরে বললাম, আমিতো তোমার দুরন্ত অভিযানে তোমার সাথেই আছি। কথা দিচ্ছি পিছপা হবো না কখনোও। আলোকবর্তিকা হাতে তুমি অগ্রগামী হও আমি পর্বতসম দৃঢ়তা নিয়ে তোমার সাথেই থাকবো। আমাদের চলার পথ মানুষের মিছিলে মুখরিত হবে, প্রাণচঞ্চলতায় ভরে উঠবে। আমাদের লক্ষ প্রাণের বিজয়োল্লাসে স্বার্থপর মানুষেরা পরাভূত হবে।

সিনথিয়া আমার দৃঢ়তা দেখে শূন্যে দুহাত উঠিয়ে চিৎকার ধ্বনিতে আনন্দ প্রকাশ করলো। তাঁর চিৎকার শুনে দুটি বরফের ঘোড়া আমাদের দুপাশে এসে দাঁড়ালো। আমরা দুজনাই ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলাম। তারপর দুটো ঘোড়াই দুরন্ত গতিতে চুটে চললো সুপ্রশস্ত বরফের দিগন্ত বরাবর।

ঠিক এমনি সময়ে কলিং বেলের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেলো, সাথে সাথে সুখময় স্বপ্নটারও পরিসমাপ্তি ঘটলো।

দরজা খুলতেই সহাস্য বদন রসের কণ্ঠধ্বনি ভেসে এলো, নিশ্চয়ই এখন ভালো আছ। সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে অনেক আগে। এখন চলো রেস্টুরেন্টে গিয়ে রাতের খাবার খেয়ে নেই।

আমি হাত মুখ ধুয়ে রসের সাথে সাথে রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসলাম।

রস বললো, কাল সকাল নটায় আমাদের ফ্লাইট, আটটার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে থাকবে। আমি এসে তোমাকে নিয়ে ব্রেকফাস্টের পর এয়ারপোর্টের দিকে রওয়ানা হবো।

আমি বললাম, রস আমি নিজেকে অপরাধী মনে করছি কারণ তুমিতো আরো দুএকদিন থাকতে চেয়েছিলে কিন্তু আমার হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনাটি আসলে সবকিছু উল্টে পাল্টে দিলো।

রস বললো, বিষয়টিকে অস্বাভাবিক ভাবছো কেন? ঘটনাটি তোমার না হয়ে আমার বেলায়ওতো ঘটতে পারতো? আর তাছাড়া এখানে যা দেখার তাতো দেখা হয়েই গেছে। আমরা দুজন মিলেই এখানকার নৈসর্গিক দৃশ্য হৃদয় দিয়েই উপভোগ করেছি সুতরাং অতৃপ্তির কোন প্রশ্নই এখানে

অবান্তর। আমরা যে একটা অবাঞ্চিত দুর্ঘটনা এড়িয়ে যেতে পেরেছি সেটাই এখন আনন্দের বিষয়।

আমি রসের গভীর অনুভূতির সাথে একাত্ম হয়ে ওর আনন্দের সহযোগী হলাম। রাতের খাবারের পর্ব শেষ করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। আকাশে ফানুস উড়ছে। আতশবাজির বর্ণিল আলোকে রঙিন হচ্ছে আকাশ। রাস্তায় অসংখ্য পর্যটক। সবাই হৈ হুল্লোড় করে আতশবাজির রংয়ে নিজেদেরকে রাঙ্গিয়ে নিচ্ছে।

আমরাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ উন্মুক্ত আকাশে রংয়ের খেলা দেখলাম। ঠাণ্ডার অতিশয্যে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকাটাই দুষ্কর। রসের অনুরোধে আমি রুমে ফিরে এলাম। বাতি নিভিয়ে দিয়ে কম্বল টেনে শুয়ে পড়লাম। রাতে ভাল ঘুম হলো।

সকালে রস এসে আমাকে এত্তেলা দিলো। আমরা একসাথে ব্রেকফাস্ট করে এয়ারপোর্টের দিকে রওয়ানা হলাম। নির্ধারিত সময়েই বিমান আকাশে উড়লো। দুপুরের পূর্বেই আমরা বেইজিং পৌঁছে গেলাম। আমাকে হেটেলে নামিয়ে দিয়ে রস তাঁর গন্তব্যে চলে গেলো।

রুমে গিয়ে উষ্ণতার পরশে অনেক আরাম ও সাবলীলতা ফিরে পেলাম। বিগত তিনটি দিনে অত্যাধিক শৈত্যতায় আমার শরীর কেমন যেনো আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। ফ্রস্ট বাইটের কারণে আমার পায়ের অবস্থা সঙ্গিন হয়ে উঠলেও এখন ব্যথা বেদনা সম্পূর্ণই দূরীভূত। ভাবতেই কষ্ট হচ্ছে যে মাত্র দুদিন পূর্বেই ফ্রস্ট বাইটে পা দুটো জমে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো এবং প্রচণ্ড ব্যথায় আমি কাতর হয়ে গিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ ধরে গরম শাওয়ার নিয়ে সুস্থির হয়ে উঠলাম। ইলেকট্রিক কেটলিতে এককাপ কফি বানিয়ে নিয়ে ল্যাপটপ নিয়ে বসলাম। মাসিক প্রতিবেদনসহ বন্যা কবলিত এলাকায় আগামী সপ্তাহের মনিটরিং কার্যক্রমের একটি খসড়া ভ্রমণসূচি তৈরি করলাম। দুপুরের খাবার খেতে বাইরে যাবার আগেই টেলিফোন বেজে উঠলো।

রিসিভার তুলতেই সিনথিয়ার কণ্ঠ ভেসে এলো, আমি জানি তুমি এখন ভাল আছ। আমি এটাও জানি যে তুমি আমার টেলিফোনের অপেক্ষায় ছিলে।

আমি বললাম, তোমার কথা সত্য। তুমি কি বেইজিংয়ে ফিরেছো?

সিনথিয়া বললো, আমি এখনোও বাইরে। আজ রাতে ফিরবো। কাল উইকএণ্ডে তোমার যদি কোন এ্যাপয়েন্টমেন্ট না থাকে তবে সময়টা আমরা কাজে লাগাতে পারি।

আমি বললাম, কোন এ্যাপয়েন্টমেন্ট নাই। তুমি কখন আসবে বলো।

সিনথিয়া বললো, সকাল আটটায় প্রস্তুত থেকো তবে ব্রেকফাস্ট কোর না। আমরা একসাথে খাবো।

আমি সম্মতি জানিয়ে ফোন রেখে লাঞ্চের জন্য বাইরে বেরুলাম।

পরদিন সকাল আটটায় হোটেল লবিতে সিনথিয়া আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই আমার পাশে বসে পড়লো এবং বললো, হারবিনে এই সময়টাতে কনকনে শীত বিদ্যমান থাকে। তাই আমি তোমাকে শীত মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিয়ে ওখানে যাওয়ার কথা বলেছিলাম, কিন্তু তুমি সঠিকভাবে তা করতে ব্যর্থ হয়েছো এবং পরিণামে তোমাকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।

আমি বললাম, সবইতো ঠিকঠাক ছিলো তবে বিপত্তিটা ঘটেছে আমার জুতার কারণে। এই জুতায়

তাপ নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা না থাকায় অতি দ্রুত আমার অবস্থার অবনতি ঘটেছে।

সিনথিয়া বললো, গরমের দেশে তৈরি জুতা শীত প্রধান দেশে চলবেইবা কেন? তবে বলতেই হবে যে তুমি ভাগ্যবান কারণ সহনশীলতার শেষ সময়ে তুমি বরফের উপর থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে পেরেছো। ফ্রস্ট বাইট এ শব্দটির সাথে তোমার পরিচয় থাকার কথা নয়। বরফের বেড়াজাল থেকে যথাসময়ে বাইরে বেরুতে না পারলে ফ্রস্ট বাইট আক্রান্ত মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রক্ত চলাচল ব্যাহত হওয়ার কারণে সম্পূর্ণভাবে অকেজো হয়ে যায় এবং ফলশ্রুতিতে তা অপসারণ করারও প্রয়োজন হয়। ফ্রস্ট বাইটে আক্রান্ত মানুষজনকে যদি সময়মতো উদ্ধার করা না যায় তবে তাঁদের জীবন সংসয়ের মতো ঘটনাও ঘটে থাকে। আমার স্কুল জীবনে এক শিক্ষা সফরকালীন সময়ে আমি নিজেও একবার এ রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম। তবে আমার সহপাঠীদের সহায়তায় আমি সে যাত্রায় রেহাই পেয়েছিলাম।

আমি বললাম, আমার সহকর্মী রসের তড়িৎ তৎপরতার কারণেই আমি স্বল্প সময়ের মধ্যেই বরফ সাম্রাজ্যের বাইরে বেরুতে সমর্থ হয়েছিলাম। ও না থাকলে পরিস্থিতির যে আরো অবনতি হতো সে বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত।

সিনথিয়া বললো, তোমার সহকর্মী রস শীতপ্রধান দেশের বাসিন্দা হওয়ায় অভিজ্ঞতার আলোকেই সে তোমাকে যথাসম্ভব দ্রুততার মধ্যে বরফের বাইরে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে। এ জন্য রসকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

আমি বললাম, তোমার শুভেচ্ছা আমি রসকে পৌঁছে দেব।

সিনথিয়া একগাল হেসে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে নিয়ে গাড়িতে উঠলো। ওর নীল রংয়ের গাড়িটা এখন আমার খুবই চেনা। সিট বেল্টটা টেনে শরীরের উপর বেঁধে নিলাম। গাড়ি স্ট্রাট দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে সদর রাস্তায় উঠে ও সোজা এগিয়ে চললো। উইকএণ্ডের সকাল, ছিমছাম পরিবেশ। ট্রাফিক নিতান্তই হালকা। সূর্যের আলো উইণ্ডশীল্ড গলিয়ে ভেতরে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রচণ্ড শীতের মধ্যে সূর্যালোকের উষ্ণতা পেয়ে অভূতপূর্ব অনুভূতিতে প্রাণটা ভরে উঠলো।

সিনথিয়া বললো, এই শীতের সকালে তুমি সূর্যালোক উপভোগ করবে বলেই আমি পূর্ব-দক্ষিণ রাস্তাটা বেছে নিয়ে এগুচ্ছি। আমরা কম করে হলেও আধা ঘন্টা এভাবে চলবো। এই সময়টুকুর মধ্যে গাড়ির ভেতরটা আরামদায়ক উষ্ণতায় পরিপূর্ণ হবে।

সিনথিয়ার কথা শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম যে প্রতিটা কর্মসম্পাদনের পূর্বে তাঁর ভাবনা ও পরিকল্পনা কতই না বাস্তবতানির্ভর। যে রাস্তাটা ধরে এগুলে সর্বাধিক সূর্যালোক পাওয়া যাবে সেই রাস্তাটাই ও বেছে নিয়েছে শুধু একটু বেশি উষ্ণতা লাভের মধ্য দিয়ে আমার তৃপ্তি বিধানের মানসে। অনেকক্ষণ চলার পর একটা রেস্টুরেন্টের সামনে গিয়ে ও গাড়ি পার্ক করলো। আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম। খোলামেলা রেস্টুরেন্টটির ভেতরের প্রশস্ত বারান্দাটায় গিয়ে একটা টেবিল নিয়ে বসলাম। সূর্যের আলোকে জায়গাটা ঝলমল করছে।

সিনথিয়া বললো, এখানে অনেক ধরনের চাইনিজ খাবারের সমারোহ তুমি দেখতে পাবে তবে তুমি যদি কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট চাও তাও এখানে পাবে।

আমি বললাম, এই দীপ্ত সূর্যালোকে এভাবে বসে থাকতে পারলে ব্রেকফাস্টের অর্ধেকটাতো এমনিতেই আহারিত হয়ে যায়।

সিনথিয়া বললো, কথাটা মন্দ বলোনি। ভিটামিন 'ডি' পেতে হলে সূর্যালোকের কাছেইতো যেতে হবে। মনে করো ওটা ব্রেকফাস্টের একটা অংশ। তবে এখন চলো কিছু খাবার সংগ্রহ করে নিয়ে আসি। ক্ষুধায় পেট কিন্তু চোঁ চোঁ করছে।

সিনথিয়াকে অনুসরণ করে প্লেট ভর্তি খাবার নিয়ে আবার সূর্যালোকে এসে বসলাম। ছড়ানো ছিটানো টেবিলগুলোর বেশিরভাগই পরিপূর্ণ। সবাই উদরপূর্তিতে নিমগ্ন। পরিচারিকা প্লেট ভর্তি স্ক্র্যাম্বল্ড এগ নিয়ে এসে টেবিলে রাখলো।

আমি পরিচারিকাকে দুটো ডিম, পিয়াজ-মরিচ ও পনির কুঁচির সমন্বয়ে একটা অমলেটের অর্ডার দিলাম।

ইশারার মাধ্যমে যেভাবে আমি অমলেট তৈরির বর্ণনা দিলাম তাতে সিনথিয়া কৌতুহলী হয়ে হেসে উঠে বললো, হস্ত-পদ সঞ্চালন ও ইশারার মাধ্যমে যে ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করছো তাতে চীনা ভাষা না শিখেও তুমি অনায়াসে এখানে বসতি গড়তে পারো।

আমি সিনথিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, তোমাদের ভাষাটা শিখতে পারলে সত্যিই আনন্দ পেতাম কিন্তু যেহেতু এখানে আমার মিশন স্বল্প সময়ের জন্য সেহেতু ম্যানডারিন শিখার জন্য সময় ব্যয় করিনি।

সিনথিয়া বললো, স্বল্প সময় অবস্থান করলে ভাষা শেখার জন্য সময় ব্যয় করাটা অনেকেই পছন্দ করেন না। তবে এখানে দীর্ঘদিন অবস্থানের ইচ্ছা পোষণ করলে ভাষাটা শিখে নেওয়া যুক্তিযুক্ত।

আমি চপষ্টিকস দিয়ে কিছুটা খাবার মুখে তুলে নিয়ে বললাম, তবে যখন তোমরা কথা বলো তখন শব্দ চয়ন, শব্দ বিন্যাস ও ধ্বনি-প্রতিধ্বনি কিন্তু আমাকে দারুণভাবে প্রলুব্ধ করে।

সিনথিয়া বললো, তবেতো চাইনিজ ভাষা তোমাকে শিখতেই হবে।

আমি হেসে উঠে সম্মতি জানালাম। এখানকার খাবারগুলো সুস্বাদু। ব্রেকফাস্ট পর্ব শেষ করতে অনেকক্ষণ সময় লাগলো।

কফির কাপটা হাতে নিয়ে সিনথিয়া বললো, এবার চলো একজন প্রজ্ঞাবান মানুষের সাথে আমরা পরিচিত হবো। আধ্যাত্মবাদী ঐ মানুষটির পাণ্ডিত্বের কথা শুনে তাঁর সান্নিধ্য ও বক্তব্য শ্রবণের ইচ্ছাটা আমি অনেকদিন ধরে লালন করছি। কদিন ধরেই মনে হচ্ছিলো যে তোমাকে নিয়ে ধর্মপ্রাণ ঐ মানুষটির সাথে দেখা করি। সেই পরিকল্পনামতেই তাঁর সাথে টেলিফোনে আজকের দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত সময় চেয়ে নিয়েছি।

আমি বললাম, এতো আনন্দের কথা। তাঁর কথা শোনার জন্য আমি রীতিমতো উত্তেজনা বোধ করছি।

সিনথিয়া বললো, তাঁর মতে পৃথিবীর নৈরাজ্যকর অবস্থার জন্য মানুষই সর্বাংশে দায়ী।

আমি কৌতুহলী হয়ে শুধালাম, সেই আধ্যাত্মবাদী ব্যক্তি কি চীনা নাগরিক নাকি বিদেশী?

সিনথিয়া বললো, তিনি একজন চীনা নাগরিক। তাঁর সাথে পরিচিত হবার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠলাম। সিনথিয়া গাড়ি ড্রাইভ করে এগিয়ে চললো। প্রায় আধা ঘন্টা চলার পর সদর রাস্তায় গাড়িটা পার্ক করে একটা সরু গলি ধরে আমরা এগিয়ে চললাম।

গলিটা আমাকে শাওলিংদের গলির কথা মনে করিয়ে দিলো কারণ গলিটার ধরন এবং অবস্থান প্রায় একই রকম মনে হলো। গলির ভেতর অনেকটা পথ হেঁটে গিয়ে একটা শুভ্র দোতালা দালানের সামনে গিয়ে আমরা দাঁড়ালাম।
প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক দরজার ওপাশ থেকে সামনে এসে বিনীতভাবে বললেন, ম্যাডাম সিনথিয়া অনুগ্রহ করে আমার সাথে ভেতরে প্রবেশ করুন।

আমরা লোকটিকে অনুসরণ করে ভেতরে প্রবেশ করলাম। কয়েকটি কক্ষ পেরিয়ে দোতালায় উঠে একটা মধ্যম আকারের হলরুমে প্রবেশ কললাম।

কার্পেট বিছানো হলরুমের প্রান্তসীমায় রক্ষিত কারুকার্য খচিত চেয়ারে আমরা উপবেশন করলাম। রুমটার মধ্যখানে একটা ঝাড়বাতি ঝুলানো রয়েছে এবং চারকোণে চারটা চীনামাটির তৈরি বিশালাকার ফুলদানি শোভা পাচ্ছে। সম্মুখ দেয়ালে নানাবিধ ফুলের প্রতিকৃতিতে মস্তবড় একটা তৈলচিত্র রুমের সৌন্দর্য বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে।

আমরা আসন গ্রহণের অব্যবহিত পরই কিঞ্চিত শুভ্র শ্মশ্রুমন্ডিত বাবরী চুলের অধিকারী একজন মধ্যমাকৃতির সুপুরুষ আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং স্বাগত শুভেচ্ছা জানালেন। আমরাও উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানালাম।

আমাদেরকে উপবেশনের অনুরোধ জানিয়ে তিনি একটা চেয়ার নিয়ে বসে বললেন, আমাকে দাদা বলে সম্মোধন করলেই আমি খুশি হবো।

আমাদের পরিচয় প্রদানের পর সিনথিয়া বললো, আমি এবং আমার এই সহকর্মী মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত। মানুষের দুঃখ কষ্ট নিরসন এবং আর্ত মানবতার সেবা করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। আপনার কথা অনেক শুনেছি। আপনার সাথে পরিচিত পরিচিত হওয়ার বাসনা নিয়েই আমি এবং আমার এই বিদেশী সহকর্মী আপনার সমীপে উপস্থিত হয়েছি। আপনার মূল্যবান সময়ের কিছুটা আমাদেরকে দেয়ার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দাদা একটু হেসে বললেন, আপনাদের সাথে বসে যে সময়টুকু আমরা অতিবাহিত করছি সেটার বন্টন ও নির্ধারণ করার মালিকতো আমি নই তবে আমাকে কেন ধন্যবাদ জানাচ্ছেন? আপনারা দয়া করে আমার এই কুটিরে পদার্পণ করেছেন সেটাও কি শুধু আপনাদের ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়েছে? আমার তো নিশ্চিত বিশ্বাস যে এসব কিছুই পূর্ব নির্ধারিত একটা পরিকল্পনার অংশ মাত্র।

প্রথম দর্শনেই দাদার এহেন আধ্যাত্মিক উক্তি শুনে মনে মনে উল্লসিত হলাম। সিনথিয়ার অভিব্যক্তির মধ্যে দাদার এই উক্তির মর্মার্থ বিশ্লেষণের আভাস খুঁজে পেলাম। একজন পরিচারক এসে বড় বড় মগে চা পরিবেশন করলো। দাদা বললেন, গ্রীণ টি। এই শীতের মধ্যে গ্রীণ টি টনিকের মতো কাজ করে। আশা করি আমার মতো এই পানীয়টি আপনাদের কাছেও প্রিয়।

সিনথিয়া বললো, অবশ্যই, আমরাও গ্রীণ টি পছন্দ করি।

দাদা চায়ের কাপটা তুলে এক চুমুক চা মুখে নিয়ে বললেন, আপনারা মানবসেবার কথা বললেন। শুনে অত্যন্ত খুশি হলাম কারণ মানবসেবা শুধু তাঁরাই করতে পারে যারা সহমর্মী ও সংবেদনশীল হৃদয় নিয়ে বিকশিত হয়েছে। তাঁরা জানে যে এই পৃথিবীর কর্মপরিধির মধ্যে সবারই অংশগ্রহণের একটা সুযোগ রয়েছে। এই অংশগ্রহণ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও আনন্দের এবং যখন তা মানবতার সেবায় নিয়োজিত হতে থাকে তখন আনন্দের মাত্রাটাও ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। কল্যাণ সাধনের

মহানুভবতা ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতাকে পরিশীলিত করে। তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি সবকিছুই উপকার ও সেবার মনোভাব নিয়ে পরিচালনা করেন কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন যে সকল কর্মকাণ্ডের সাথে মানব সমাজের কল্যাণের বিষয়টি নিবিড়ভাবে বিজড়িত। এই যে বিশাল ধরণী এবং এতে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষ তার যা প্রয়োজন তা মিটানোর ক্ষেত্রে অন্য মানুষের সাহায্যের মুখাপেক্ষী এবং সকল মানুষ এই পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার ধারার মধ্য দিয়েই সকল সমাজের সকলের প্রয়োজনাদি মিটিয়ে যাচ্ছে।

আমরা চুপচাপ বসে দাদার কথা শুনছি আর অতুলনীয় উক্তিসমূহের আস্বাদনে রোমাঞ্চিত হয়ে মাঝে মধ্যে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছি।

দাদা আবার শুরু করলেন, পৃথিবীতে যেমন চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে এবং আধুনিক বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থাই পারস্পরিক আকর্ষণের উপর স্থাপিত; তেমনিভাবে কাজ কর্ম, আচার আচরণ ও স্বভাব চরিত্রের মধ্যেও একটা আকর্ষণ ক্রিয়াশীল রয়েছে। একটি ভাল কাজ অন্যান্য ভাল কাজকে আকর্ষণ করে এবং একটি মন্দ কাজ অন্যান্য মন্দ কাজকে আকর্ষণ করে। মস্তিষ্ক যেমন মানুষের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও অনুভূতিসমূহের কেন্দ্র ঠিক তেমনি অন্তর হচ্ছে সকল নৈতিকতা ও ক্রিয়াকর্মের উৎস। অন্তরের ভেতর থেকেই ঠিক-বেঠিক তথা ভাল মন্দ কর্মের সূচনা হয়। অন্তরিস্থ কর্ম-সূচনায় যখন কোন ওলট-পালট হয়ে যায় তখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যকলাপের মধ্যেও অসঙ্গতি দেখা দেয়। এই অবস্থায় কোন বিষয়ের শুদ্ধতা কিংবা অশুদ্ধতা অন্তরে যখন বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন দৃষ্টিতেও সেটাই দেখা যায় এবং কানেও তাই শোনা যায়। যারা সর্বদাই পাপ কর্মে জড়িত থাকে তারা পাপ করতে করতে ভালকে আর ভাল বলে পোষণ করতে পারে না। তাদের কাছে সঠিক কাজকে মন্দ কাজ আর মন্দ কাজকে সঠিক বলে মনে হয়। এর কারণ হলো, ক্রমাগত পাপ কাজের প্রভাবে অন্তরের বিবেচনা নামক স্বতঃসিদ্ধ যোগ্যতা পরাভূত হয়ে যাওয়া। দুঃখজনক হলেও সত্যকথা হলো যে, এই বিবেচনাহীন মানুষের সংখ্যাধিক্যের কারণে পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দুর্দশায় নিপতিত হচ্ছে অহর্নিশ। অবিবেচক মানুষগুলো নিজেদের অবাধ ইচ্ছার জোয়ারে নিজেদেরকে ভাসিয়ে দিয়েছে।

দাদা একটু চুপ থেকে আবার বললেন, যবনিকার অন্তরাল থেকে যে অকৃত্রিম মহাশক্তি এই বিপুল আয়োজন ও সাবলীলতার মাধ্যমে নানাবিধ কারণদ্বারা ঘটনাবলীকে সক্রিয় করে চলেছেন তাঁর দিকে যাদের সংবেদনশীল দৃষ্টি প্রতিবিম্বিত হলো না তারাতো অমানিশার অন্ধকারেই আচ্ছাদিত থাকলো।

দাদা এবার তাঁর দুচোখ মুদিত অবস্থায় নিয়ে সোজা হয়ে বসলেন এবং বলে চললেন, অনেকেই এ কথা মানতে চায় না যে, স্বেচ্ছাচারিতায় পরিপুষ্ট হয়ে ইচ্ছেমাফিক যেমন তেমনভাবে চলার কোন সুযোগ নাই। গণতন্ত্রের নামে মানুষের অধিকার কেড়ে নেয়ার উদাহরণ পৃথিবীর বহু দেশেইতো রয়েছে। প্রায়শই প্রতিভাত হয় যে, অনেক নেতাগণই তাদের নিজ গণ্ডির পোষ্য কিছু মানুষের স্বার্থের জন্য বিধি বর্হিভূত ক্ষমতা প্রয়োগ করে মূলত জনগণকেই বঞ্চিত করে আসছে। এই অবৈধ ক্ষমতা প্রয়োগে যারা সহায়তা করছে তারাও অবৈধ সুযোগ সুবিধা দ্বারা পরিপুষ্ট হচ্ছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে জন-প্রতিনিধি অথবা মানুষের নেতা হিসাবে আবির্ভূত এ ধরনের মানুষগুলোকে যদি এই পৃথিবীর অভিশাপ বলে অবহিত করি তবে কি ভুল হবে?

ক্ষণিক বিরতির পর দাদা বললেন, অবৈধভাবে পার্থিব লাভ করাটা যাদের কাছে মূখ্য তারা

ভ্রান্তবাদী। একই সাথে তারা বড়ই অহংকারী। তাদের অহংকার হলো নিজেকে বড় মনে করা এবং অন্যকে ছোট বা ঘৃণিত মনে করা। তারা জানে না যে, পৃথিবীর সাম্রাজ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কোন গর্ব বা অহংকারের বিষয় নয় বরং এটি একটি ভারী বোঝা যাতে রয়েছে বহুবিধ দায়দায়িত্ব। এ জন্যই আমি মনে করি যে, মানুষের অতীত কর্মের ফলাফল থেকে আমাদের অবিরত শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং আত্মাভিমানিদের ধারা অনুসরণ করে অহংকারভরে বিচরণ করা অনুচিত।

বড় ফ্লাস্কটা থেকে আরো কিছুটা চা ঢেলে নিয়ে দাদা আমাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, তুমি যদি পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা কর তবে এমন বহু মানুষ ও নেতার সন্ধান পাবে যাদের নেতৃত্ব মানুষের সেবা ও সার্বিক মঙ্গলের মধ্যে নিবেদিত ছিল। মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর আবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাঁকে সৃষ্টির সেরা ও বিশ্ব-বরেণ্য করা হয়েছে এবং তাঁর প্রতি প্রদত্ত যাবতীয় করুণা শুধমাত্র সত্যের আনুগত্যের উপরই নির্ভরশীল। যখন মানুষ সত্য ও ন্যায়কে উপলব্ধি করতে এবং তা মেনে নিতে অস্বীকার করে অপকর্ম করতে থাকে তখনই এই সমুদয় পুরস্কার ও করুণা তার কাছ থেকে অপসারিত হয় ফলে সে জানোয়ার অপেক্ষায়ও নিকৃষ্ট হয়ে যায়। পরিতাপের বিষয় যে যবনিকার অন্তরাল থেকে যে অকৃত্রিম শক্তি ঘটনাবলীকে সক্রিয় করে চলেছেন তাঁর দিকে বাহ্যদর্শী মানুষের দৃষ্টি যায় না।

মনে মনে ভাবলাম এ কথাগুলো কিছুটা ভাববাদী হলেও সত্য ও বাস্তবের সাথে সংগতিপূর্ণ। আমি আমার ছোট্ট নোট বইটি বের করে নোট নিতে থাকলাম যাতে পরবর্তী সময়ে এই উক্তিগুলোর কোন অংশ ভুলে না যাই।

দাদা বলে চললেন, একটি খারাপ সম্পদ আর একটি খারাপ সম্পদকে টেনে আনে এবং তারপর এসব খারাপ সম্পদ মিলে অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ক্রমাগত পাপাচারের ফলে মানুষের বিবেক ও বিচারশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে সে ভাল মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। সত্য ও মিথ্যা এবং একই সাথে ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য নির্ণয়ে অক্ষমতা মানুষের বিপর্যয়ের কারণ। মন্দ কাজে কখনো বিভ্রান্ত হলেও তা করার জন্য আমরা যাতে বাধ্য না হই সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। অতীত ও বর্তমান কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে এর ফলাফল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। দাদা এক চুমুক চা গলাধঃকরণ করে বললেন, এগুলো আমার কথা নয়, সত্যিকার বিবেকবান মানুষজনের কথার প্রতিধ্বনি মাত্র। জানিনা কথাগুলো তোমাদের কাছেগ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে কিনা? সিনথিয়া বললো, আপনার বক্তব্য বাস্তবতার আলোকে উদ্ভাসিত। এখন আমাদের পৃথিবীর সমাজে দয়া মায়ার বড়ই অভাব আমরা বোধ করছি।

দাদা স্মিতহাস্যে বললেন, মানুষ খেয়াল-খুশি ও স্বার্থপরতায় লিপ্ত হয়ে তার স্বভাবজাত চেতনা হারিয়ে ফেলবে তাতো হতে পারে না। এই পৃথিবীতে প্রত্যেকের প্রতিটি প্রয়োজন অপরের সাথে জড়িত। মানুষের প্রতি দয়ার্দ্রতার মনোভাব সৃষ্টি না হলে পরমতসহিষ্ণুতা ও সামাজিক সম্প্রীতির প্রতিষ্ঠা বা এর স্থিতিলাভ কখনো সম্ভব নয়। অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকারই হচ্ছে মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ। একজন মহৎ ও সজ্জন ব্যক্তির কাছে বিশ্বের প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি বস্তুই বড় আপন এবং বড় আদরের কারণ সে জানে ও বিশ্বাস করে যে, সব সৃষ্ট বস্তুই হলো বিশ্ব নিয়ন্তার পরিবার পরিজন এবং প্রত্যেক বস্তুই নিজ নিজ সীমায় চেতনা ও অনুভূতি সম্পন্ন। যার দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরের তুলনায় বেশি তাঁর অধিকারও বেশি। কারণ এই বেশি অধিকার তাঁকে বেশি দায়িত্বশীল হতে প্রেরণা যোগাবে। সুতরাং রাজা বাদশাহ সম্রাট বা রাজনৈতিক নেতাদের অধিকার

বেশি হওয়ার কারণ যে তাঁরা বেশি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন এটাই স্বাভাবিক। এই জগতে তারাই সর্বাধিক বুদ্ধিমান যারা বিশ্বাসী এবং বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষাকারী।

সিনথিয়া বললো, রাজা, বাদশা, নেতা যারা সমাজ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন তাঁরা কথায় যা প্রকাশ করেন প্রায়শই তা কাজে বাস্তবায়িত করেন না।

দাদা বললেন, মনের ভেতরের ইচ্ছা ও প্রকাশিত ইচ্ছা যদি সমান না হয় তবে কথা ও কর্ম সমভাবে সত্য হয় না। অথচ সর্বপ্রকার করুণার মধ্যেই আমাদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শাশ্বত এক ইচ্ছাশক্তির আশ্চর্যজনক শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে পৃথিবীময় যে বিস্ময়কর অবারিত দান ও হাজারো করুণাধারার সমাবেশে ঘটেছে তার অধিকারী তো এই গ্রহের প্রতিটি মানুষ ও প্রাণী। অনেক রাজা-বাদশা-নেতা এই সরল বাস্তবতা ভুলে গিয়ে বিপত্তির জন্ম দিয়ে থাকেন।

সিনথিয়ার কথার রেশ ধরে আমি বললাম, কিন্তু এতদসত্ত্বেও সুখ ও শান্তির ঘাটতি ক্রমাগত যেনো বেড়েই চলেছে। দাদা নির্মীলিত চোখ দুটি আমার দিকে প্রসারিত করে নিয়ে বললেন, আপনার অনুমান সঠিক। সুখ শান্তির অবনতি এবং এর দৈন্য দশায় মানব সমাজ হরহামেশাই অস্থিরতায় মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছে। কিন্তু এ কথা তো সত্য যে তুলনামূলকভাবে ভূমির উৎপাদন এখন অনেক বেড়েছে। ব্যবহার্য দ্রব্যাদির আধিক্য বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আবিস্কারের নতুন নতুন অনেক সুফল মানুষ ভোগ করছে। কিন্তু এ সকল সাফল্যের পরও মানুষ বর্তমানে পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় বেশি দরিদ্র, রুগ্ন, পীড়িত ও হতবুদ্ধিতায় বিপর্যস্ত। সদাসর্বদা সম্পদ বৃদ্ধি করার চিন্তা এবং ক্ষতির আশঙ্কা তাদেরকে অস্থির করে রাখে। তাদের কাছে সুখ সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হয় কিন্তু সুখ যাকে বলে তা তাদের ভাগ্যে জোটে না। এজন্য সন্তুষ্টি বা আত্মতৃপ্তির জীবনযাপনেও তারা ব্যর্থ হয় কারণ এটা অন্তরের স্থিরতা ব্যতীত অর্জিত হয় না। আমার ধারণামতে এর কারণ হলো মানুষের পাপাচারের ফল এবং প্রতিস্থাপিত ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রদত্ত সৌভাগ্য ও সুখের সংকোচন। মানুষের বঞ্চনার প্রবৃত্তি ও পাপাচার যত বৃদ্ধি পাবে তাদের সুখ ও শান্তির দৈন্যতা ততটাই সমহারে বৃদ্ধি পাবে।

কথাগুলো বলার পর দাদার কিছুটা নীরবতার ফাঁকে সিনথিয়া বললো, মানুষ এখন অনেক বেশি অসহায় এবং তাঁদের মুখাপেক্ষিতা যেনো দিন দিন বেড়েই চলেছে।

ফ্লাস্কস থেকে কিছুটা গ্রীণ টি কাপে ঢেলে নিয়ে দাদা বললেন, বিশ্ব ব্যবস্থাটি কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে এমনভাবে বিন্যস্ত বা সজ্জিত যে, এতে অস্বাভাবিক ইজারাদারী বা অবৈধ হস্তক্ষেপ ইত্যাদির মাধ্যমে বাধা সৃষ্টি না করা হলে এই ব্যবস্থাটি আপনাআপনি এসব সমস্যার সমাধান করে দেয়। পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার এই ব্যবস্থাকে বর্তমান অর্থনৈতিক পরিভাষায় আমদানি রপ্তানির ব্যবস্থা বলা হয়। প্রত্যেকেই উপার্জনের ক্ষেত্রে ন্যায্য সুযোগ সুবিধা লাভ করবে। এটা কাম্য নয় যে কতিপয় ধনপতি ধন সম্পদের উৎসমুখ দখল করে অবৈধ ইজারাদারি প্রতিষ্ঠিত করবে এবং অপরদেরকে বঞ্চিত করবে। এই বঞ্চনা ও বাধা সৃষ্টিকারীগণ অতি লোভী মুনাফাখোর ও স্বার্থান্বেষী হওয়ার কারণে বিপত্তির উন্মেষ ঘটে। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে স্বাভাবিক উৎপাদন ব্যাহত হলেও মানুষের অসহায়ত্ব ও তাঁদের মুখাপেক্ষিতার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রেও লাগসই প্রযুক্তি ও প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা রয়েছে যা অনুসরণ করলে দুর্ভোগ লাঘব করা বহুলাংশে সম্ভবপর। মোটকথা সরকারকে অবশ্যই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে কোন পরিস্থিতিতেই রাজ্যের কোন প্রজা দুঃখ, কষ্ট বা অনাহারে না থাকে। একইভাবে

রাজ্যের সকল পশুপাখিদের নিরাপত্তা বিধানও তাঁদের উপরই বর্তাবে।

সিনথিয়া বললো, ধর্মবিশ্বাস নিয়ে মানুষের মধ্যে যে বিভেদের সৃষ্টি হয়েছে তাতে এ যাবৎকাল অগণিত মানুষ অকালে মৃত্যুবরণ করেছে এবং নিগৃহীত হয়েছে। এই অভিশাপ থেকে এখনো তো আমরা মুক্ত হতে পারিনি।

দাদা তাঁর দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণতা নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ধর্ম মানুষের বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার ভিত্তিমূল। সকল ধর্মই মানুষের কল্যাণ নিয়ে কথা বলে। ব্যক্তির সাথে সাথে সমষ্টির সংশোধন ধর্মময় জীবন ব্যবস্থার প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ধর্ম মানুষের প্রতি দয়ার্দ্রতার মনোভাব সৃষ্টি করে এবং পরমতসহিষ্ণুতা সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক সম্প্রীতির উন্মেষ ঘটায়। অনেক গুণীজনের সাথে একমত পোষণ করে আমিও বলি যে, বিশ্বাসীগণ অবিশ্বাসীগণের তুলনায় অনেক সবল এবং অবিশ্বাসীগণ বিশ্বাসীগণের তুলনায় অনেক দুর্বল। সুতরাং যারা ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাঁরা নিজের পরিশুদ্ধি এবং গোটা মানবকূলের পরিশুদ্ধি উভয়ই একান্তভাবে কামনা করে। প্রদর্শিত সঠিক পথ প্রাপ্তির জন্য লালায়িত মানুষ বিশ্বাসের রজ্জু অবলম্বন করে আলোকবর্তিকা অন্বেষণ করে নিয়ে ধর্মের অনুশাসনে জীবনযাপন করবে এটাতো নিতান্তই স্বাভাবিক। এযাবৎ কাল ধর্ম নিয়ে যারা বাড়াবাড়ি করেছে তারা প্রকারান্তরে চরম মূর্খতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। মোদ্দা কথা হচ্ছে যে, সকল ধর্মের মানুষ যাতে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে সে সংক্রান্ত সুবিচার ও শান্তির নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। সকল পণ্ডিত ও বিশ্ব মোড়লদের উচিৎ ধর্ম নিয়ে বিভেদ দেখা দিলে তার অবসান ঘটানো এবং এসংক্রান্ত কঠিন আইনের বিধান নিশ্চিত করা। তবে সর্বপ্রকার অপরাধের ক্ষেত্রেই বিচারকদের উচিত আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দানের মধ্য দিয়ে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে অভিযুক্তদের বিচার কার্য সম্পাদন করা।

দাদা আবার ফ্ল্যাস্ক থেকে চা ঢেলে নিয়ে মুখে তুলে চুমুক দিলেন।

সিনথিয়া বললো, আমাদের কাঙ্খিত জীবন বিধান কেমন হওয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

দাদা বললেন, সর্বপ্রকার প্রয়োজনে সঠিক বস্তুগত প্রাপ্তির মধ্য দিয়েই আমাদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এক মহান ও শাশ্বত ইচ্ছাশক্তির অপার মহিমায় আশ্চর্যজনক শিল্পকর্মের বিষ্ময়কর হাজারো উপকরণের সমাবশে ঘটেছে সারা পৃথিবীময়। সূচনা হয়েছে অভিনব এক বেচাকেনার যার মাল ও মূল্য উভয়ই আমাদেরকে করুণা হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। তবে কোনটাই হিসাব বহির্ভূত নয়। আমাদের কাজ কতটা পরোপকারী ও সৌন্দর্য্যমণ্ডিত সেটাই বিবেচ্য। বেশিরভাগ মানুষ তার মূল্যবান সম্পদ ব্যয় করে শুধু দুঃখ কিনে নিচ্ছে। সময় ফুরোনের পূর্বেই যে সম্পদ পেয়েছো তার থেকে কিছুটা ব্যয় করে অনন্ত সুখ কিনে নাও। সর্বশেষ মূল্যায়নে কতটুকু সফলকাম হবে তা যখন তুমি জাননা তখন সর্বদা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং এর থেকে বিচ্ছিন্ন থেকোনা। আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে রেখো না। কারণ এ কথা কারও জানা নেই যে কাল কি হবে।

একটু কফি মুখে তুলে দাদা আবার বললেন, সৎকর্ম সম্পাদন কর, সংশোধিত হও এবং শান্তি অন্বেষণ কর। ব্যক্তির সাথে সাথে সমষ্টিরও যাতে কল্যাণ হয় তেমন জীবন ব্যবস্থাই গুরুত্বপূর্ণ এবং তা যাচনা কর। নিজের পরিশুদ্ধি এবং গোটা মানবকূলের পরিশুদ্ধি সামর্থ অনুযায়ী উভয়ই

তোমাকে পালন করতে হবে। মনে রেখো যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত বস্তু রয়েছে সে সকল বস্তু তাদের আপন আপন মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক সচেতন রয়েছে এবং তারা সমাসীন এক প্রজ্ঞার আজ্ঞাধীন। কোন সসীম বস্তু অসীমকে কখনই সীমিত করতে পারেনা।

দাদা তাঁর প্রসন্ন নয়ন দুটি আমাদের দিকে মেলে ধরে বললেন, অল্পসময়ের মধ্যে যে কথাগুলো তোমাদেরকে বললাম তা এক মহাগ্রন্থের আলোকোজ্জ্বল বাণী-নির্ভর কতিপয় ব্যাখ্যা। আমি সত্যই সৌভাগ্যবান যে তোমাদের সবকটি প্রশ্নের জবাব আমি ঐ মহাগ্রন্থের বাণী-নির্ভর ব্যাখ্যা থেকেই হুবহু তুলে ধরতে পেরেছি। এখন হিসাব নিকাশ করে দেখো এ কথাগুলো তোমাদের কতটুকু কাজে লাগবে।

দাদার শেষ বক্তবটির রেশ ধরে হঠাৎ করেই আমার মনে হলো যে দাদা এতক্ষণ যে কথাগুলোর অবতারণা করলেন তার কতিপয় অংশ আমি কোন গ্রন্থে পড়েছি। তবে এখন যেভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি তখন তা পারিনি। পৃথিবীর বিখ্যাত মহাগ্রন্থাদি পর্যালোচনা ও সে সংক্রান্ত তাৎক্ষণিক লাগসই উপমা প্রদানের অসাধারণ দক্ষতার জন্য দাদার প্রতি শ্রদ্ধাবনত হলাম।

সিনথিয়া বললো, মানুষের জীবন দর্শনের আলোকে আপনার অসাধারণ এ সকল বর্ণনা ও বক্তব্য নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনার মূল্যবান সময়ের কিছুটা আমাদেরকে দেয়ার জন্য আমরা আপনাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি বললাম, আমাদের চলার পথে আপনার নির্দেশনা আমাদেরকে উজ্জীবিত করবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আপনাকে ধন্যবাদ।

দাদা এক ঝলক স্মিতহাসি হেসে বললেন, আরো একটি কথা মনে রাখবে যে, কোন মানুষই হিসাবের বাইরে নয়। দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রটি বড়ই সুনিপুণ এবং সবার জন্যই তা সমান। আমার দ্বার আপনাদের জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত থাকবে। আপনারা সকল কাজে সফল হোন এবং সেবার মূলমন্ত্রে সর্বদাই সজীব থাকুন এই কামনা করছি।

দাদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। এরপর সিনথিয়ার সাথে দুপুরের খাবার খেয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। সিনথিয়া আমাকে নামিয়ে দিয়ে প্রস্থান করলো।

রাতে ঘুমোতে দেরি হলো। দাদার শান্ত সৌম্য মুখাবায়ব ও প্রগাঢ় দৃষ্টির প্রতিচ্ছবি চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠছিলো। দাদার বিশ্লেষণমূলক বক্তব্যগুলোর প্রতিপাদ্য আমার মন ও মননে ঘুরপাক খেতে লাগলো। এমনতর একটা চিন্তার আবেশ নিয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন অফিসে গিয়েই জানতে পারলাম যে গতরাতে চীনের বেশ কয়েকটি প্রদেশে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ইউনান প্রদেশে বেশ শক্তিশালী একটি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে এবং প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেছে। কয়েকদিন পূর্বে লায়নিং প্রদেশে একটি ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছিল এবং প্রাথমিক জরিপ কাজে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। আমি আমার টেবিলে বসে কম্পিউটার খুলে ইউনান ভূমিকম্পের খবরাখবর নেয়ার চেষ্টা করলাম।

কিছুক্ষণ পর বস সবাইকে তলব করলেন।

সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বস বললেন, গত মধ্যরাতে প্রায় এক ঘন্টার ব্যবধানে দুটি ভূমিকম্প ইউনান প্রদেশের কয়েকটি কাউন্টিতে আঘাত হেনেছে। প্রথমটি রিখটার স্কেলে ছয় মাত্রার এবং দ্বিতীয়টি পাঁচ দশমিক পাঁচ মাত্রার ছিলো। প্রাথমিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে এই ভূমিকম্পে

বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছে এবং শত শত মানুষ আহত হয়েছে। অসংখ্য ঘর বাড়ি ভেঙ্গে পড়েছে। কিছুক্ষণ পূর্বে জেনেভা দপ্তরের সাথে আমার কথা হয়েছে। এই ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের সাহায্যার্থে আপিল ঘোষণার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

বস আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমিতো কয়েকদিন পূর্বে লায়নিং ভূমিকম্পের জরিপ কাজ সমাধা করলে এবং সেই অভিজ্ঞতার আলোকে এই ভূমিকম্পের জরিপটাও তুমি করলে যথাযথ হবে। সে মতে আগামী কাল তুমি কুনমিং যাবার জন্য প্রস্তুত হবে। যথারীতি একজন দোভাষী তোমার সাথে যাবে। ওখানের অবস্থা এবং ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক জরিপ কাজ সম্পাদন করেই তুমি বেইজিং ফিরে আসবে।

আমি মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানিয়ে বললাম, আমাদের কুনমিং দপ্তর থেকে যে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে ওটার একটা অনুলিপি আমার প্রয়োজন।

প্রাথমিক প্রতিবেদনের একটা ইংরেজী ভার্সনকৃত অনুলিপি এবং কুমনিং ভ্রমণের জন্য সকল লজিষ্টিক সহায়তা প্রদানের জন্য বস অফিস সেক্রেটারি মিস লিলিংকে নির্দেশ দিলেন। মিস লিলিং দুপুরের পর আমাকে যোগাযোগ করতে বললেন। আমি আমার টেবিলে ফিরে গিয়ে আরো কিছু তথ্যাদি প্রাপ্তির আশায় কম্পিউটার নিয়ে বসলাম। ইতিমধ্যে আমাদের সংস্থার চাইনিজ কলিগদের নিকট থেকেও বেশ কিছু তথ্য পেলাম। এর মধ্যে হঠাৎ করেই সিনথিয়ার টেলিফোন পেলাম।

সিনথিয়া বললো, আমি এয়ারপোর্ট থেকে বলছি। কিছুক্ষণের মধ্যে কুনমিংয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছি। যতটুকু সংবাদ পেয়েছি তাতে ভয়াবহ কিছু ঘটার আশংকা করছি না, তবে অনেক ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে এবং সহায় সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতিও বেশ হয়েছে। তোমাদের দিক থেকে কি ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছো?

আমি বললাম, আগামীকাল কোন একটা ফ্লাইটে আমিও কুমনিং যাচ্ছি। সাথে একজন দোভাষী থাকবে। আমার কাজ হবে পরিস্থিতি সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করে সামগ্রিক প্রয়োজনের পরিমাপ বিষয়ে একটা প্রাথমিক প্রতিবেদন তৈরি করা যা বেইজিং দপ্তর থেকে যথাশীঘ্র সম্ভব জেনেভা দপ্তরে প্রেরণ করা হবে। জেনেভা থেকে আপিলের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। প্রয়োজন হলে তুমি আমাদের কুনমিং দপ্তরে যোগাযোগ করতে পারো। কুমনিং দপ্তর পুনরুদ্যমে কাজ শুরু করেছে।

সিনথিয়া বললো, যদি রাস্তা ভালো থাকে তবে আমি কালকে কয়েকটি ক্ষতিগ্রস্ত কাউন্টি ও টাউনশিপ পরিদর্শনে যাবো। তোমার সাথে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করবো। তোমাকে ধন্যবাদ।

আমিও টেলিফোন করার জন্য ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে টেলিফোন রেখে দিলাম।

দুপুরে লাঞ্চের পর মিস লিলিংয়ের কাছ থেকে প্লেনের টিকেট সংগ্রহ করলাম। মিস লিলিং আমাকে এবারের সফরে দোভাষী হিসাবে ইয়াঙ জিআওজিয়ান এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সুদর্শনা জিআওজিয়ান আমাদের সেবামূলক সংস্থার বেইজিং দপ্তরের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের কর্মী।

জিআওজিয়ান আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললো, কাল সকাল আটটায় আপনাকে উঠিয়ে নিয়ে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবো।

আমি জিআওজিয়ানকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললাম, কাল যথাসময়ে তুমি আমাকে প্রস্তুত পাবে।

ভূমিকম্প সংক্রান্ত কিছু আলাপ আলোচনার পর জিআওজিয়ান তাঁর কিছু জরুরি কাজ সম্পাদনের জন্য বিদায় নিল। আমি মিস লিলিংকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কক্ষে ফিরে এলাম। আমাদের সংস্থার স্থানীয় দপ্তর থেকে ভূমিকম্প সংক্রান্ত আরো কিছু তথ্য পেলাম। বিকেলবেলা দপ্তরের কাজ শেষ করে হোটেলে ফিরে এলাম।

রাতের খাবার হোটেলের রেস্টুরেন্টে সমাপ্ত করে রুমে ফিরে এসে টেলিভিশন অন করে সংবাদ জানার চেষ্টা করছি ঠিক এমন সময়ে সিনথিয়ার টেলিফোন পেলাম।

সিনথিয়া শুভেচ্ছা জানিয়ে বললো, কুনমিংয়ে শীতের প্রকোপ এখন বেশি। পর্যাপ্ত শীতবস্ত্র সাথে নিয়ে এসো। আমি ভালভাবে কুনমিংয়ে পৌঁছেছি।

আমি ওকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললাম, তোমার পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ। তবে তুমি যে সকল টাউনশিপ পর্যবেক্ষণ করবে সেগুলোর একটা তালিকা আমাকে জানিয়ে দিও যাতে করে আমি ঐসকল এলাকা পরিদর্শন করলেও তা সংক্ষিপ্ত করে অন্য এলাকায় বেশিসময় কাটাতে পারি। পরবর্তীতে কুনমিংয়ে ফিরে এসে দুজনার অভিজ্ঞতা মিলিয়ে নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে সুবিধা হবে।

সিনথিয়া এই আইডিয়ার জন্য আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে টেলিফোন সংলাপের সমাপ্তি টানলো।

ঘুমোতে একটু দেরি হলেও রাতের ঘুম ভাল হলো।

অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে পড়লাম। রুমের মধ্যেই হাত পা ছড়াছড়ি করে কিছুটা ব্যায়াম করে নিলাম। শাওয়ার নিয়ে পরিপাটি হয়ে সুটকেসটি গুছিয়ে নিলাম।

অতঃপর প্রস্তুত হয়ে নিচে গিয়ে সকালের নাস্তার সময় জিআওজিয়ান আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললো, কেমন আছেন?

আমিও সকালের শুভেচ্ছা বিনিময় করে বললাম, ভাল আছি। তুমি ভাল আছতো?

জিআওজিয়ান বললো, আমি ভাল আছি।

আমি বললাম, চলো, সকালের নাস্তাটা করে নেই।

জিআওজিয়ানয়ের সাথে নাস্তা শেষ করে গাড়িতে যখন উঠলাম তখন আটটা পার হয়ে গেছে। সকালবেলায় ট্রাফিক বেশি না থাকায় সময়মতই আমরা এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলাম। যথাসময়েই চায়না সাউদার্ন এয়ারলাইন্সের একটি বিমান ইউনান প্রদেশের রাজধানী কুনমিং অভিমুখে যাত্রা শুরু করলো। আকাশপথে ন্যূনতম দুই হাজার কিলোমিটারের অধিক পথ। দীর্ঘ যাত্রা, চার ঘন্টার অধিক সময় ধরে আকাশে উড়তে হবে। জানালার পার্শ্ববর্তী সিটটা আমার এবং পাশের সিটটা জিআওজিয়ানের।

জিআওজিয়ান বললো, তোমার সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। শাওলিংয়ের কাছে তোমার অনেক গুণগান শুনেছি।

আমি বললাম, তোমার সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমিও আনন্দিত। আশা করছি আগামী তিন দিন আমরা একসাথে কাজ করে আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবো।

জিআওজিয়ান বললো, অবশ্যই, আমরা সর্বতোভাবে আমাদের কাজ শতভাগ অর্জন করবো।

ইউনান প্রদেশে ভূমিকম্প সংক্রান্ত কয়েকটি প্রতিবেদন আমার হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে বের করে পুনর্বার

ওগুলো পড়াতে নিমগ্ন হলাম। প্রতিবেদনগুলো পড়ে সার্বিক একটা চিত্র পাওয়া গেল।

আমি জিআওজিয়ানের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললাম, তোমাদের দেশটি মারাত্মকভাবে ভূমিকম্পপ্রবণ। ইউনান প্রদেশে কি হরহামেশাই ভূমিকম্প সংঘটিত হয়?
জিআওজিয়ান বললো, ভারতীয় টেকটনিক প্লেট এবং এশিয়ান টেকটনিক প্লেটের সংঘর্ষের কারণে চীনের পশ্চিমাঞ্চল বিশেষ করে তিব্বত, ইউনান, শিজিয়াং, সুচিয়ান, গ্যাংসু প্রদেশসমূহে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়ে থাকে। আসলে ফল্ট লাইন বরাবর অবস্থানের কারণে চীনের অনেক এলাকার মতো ইউনান প্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা ভূমিকম্পপ্রবণ। ইউনান প্রদেশে মাঝেমধ্যেই ছোট ও মাঝারি ভূমিকম্প হলেও বড় ধরনের ভূমিকম্প বেশ কিছুটা সময় নিয়ে সংঘটিত হয়ে থাকে। রেকর্ড অনুযায়ী ১৮৩৩ সালে ইউনান প্রদেশে রিখটার স্কেলে ৮ মাত্রার একটি ভূমিকম্প সংঘটিত হয় এবং এতে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ছয় হাজার। পরবর্তীতে ১৯৭০ সালে ৭.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল প্রায় ষোল হাজার, ১৯৭৪ সালে ৬.৮ মাত্রার ভূমিকম্পে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল কুড়ি হাজার, ১৯৮৮ সালে ৭.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার, ১৯৯৬ সালে ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল তিন শত নয় জন। এরপরই সংঘটিত হলো ২০০০ সালের ১৪ জানুয়ারীর প্রায় ৭ মাত্রার এই ভূমিকম্পটি। এতে এ যাবৎ মাত্র দুই তিনজন মানুষের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গেছে। চীনের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় ভূমিকম্পে ইউনান প্রদেশে মৃত্যুর সংখ্যা কম হওয়ার মূখ্য কারণটি হলো যে এই প্রদেশটি পর্ব্বত সংকুল হওয়ায় এখানে জনবসতির ঘনত্ব অনেক কম। তুলনামূলকভাবে বলা যেতে পারে যে ১৮৫৬ সালের ৮ মাত্রার রেকর্ড সৃষ্টিকারী স্যাংসী ভূমিকম্পে মৃত্যুর সংখ্যা ছিলো আট লক্ষ ত্রিশ হাজার যা সর্বকালের সর্ববৃহৎ বিধ্বংসী ভূমিকম্প। অন্যদিকে ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউনান প্রদেশে সংঘটিত ৮ মাত্রা ভূমিকম্পে মৃত্যুর সংখ্যা ছিলো মাত্র ছয় হাজার।

আমি বললাম, অন্যান্য দুর্যোগের মতো ভূমিকম্পের বেলায় পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। তবে তোমাদের এখানে এ ধরনের কিছু একটা প্রক্রিয়া চলমান আছে বলে শুনেছি।

জিআওজিয়ান বললো, ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়কলীন দিনগুলোতে ভূমিকম্পের সংঘটন বিষয়ে অনুমানভিত্তিক ভবিষ্যৎবাণীর বিষয়টি চীনে খুবই জনপ্রিয় ছিল এবং ১৯৭৫ সালে হেইচেং ভূমিকম্পের সফল ভবিষ্যৎবাণী সবার আস্থা অর্জন করেছিল। কিন্তু ১৯৭৬ সালের বিধ্বংসী টাঙ্গসাং ভূমিকম্পের পূর্বে কোনরূপ ভবিষ্যৎবাণী প্রচার করতে ব্যর্থ হওয়ায় চীন দেশে এ সংক্রান্ত জনপ্রিয়তা বর্তমানে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। তবে ভূমিকম্পের পূর্বাভাষসহ এ সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয়ে গবেষণা কিন্তু চলছে যথাযথভাবেই। সাধারণত ভূমিকম্পের পূর্বে বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর অস্বাভাবিক আচরণ নিয়েও কিন্তু আমাদের দেশে অনেকেই গবেষণা করছেন। তবে ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ প্রদান বিষয়টি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত জটিল। অনেকেই বলে থাকেন যে ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ এবং পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা যেহেতু নেই সেহেতু এর করাল গ্রাস থেকে জীবন সম্পদ বাঁচাতে হলে ঘরবাড়ি তৈরিতে কৌশলী হতে হবে এবং বিল্ডিং কোড যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। এ ছাড়াও কাঠ, টিন ইত্যাদি হালকা উপকরণ দিয়ে ঘর নির্মাণ করলে ভূমিকম্পের ঝুঁকি পরিহার করা সম্ভবপর।

ভূমিকম্প বিষয়ে জিআওজিয়ানের সাবলীল বর্ণনা আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শ্রবণ করছিলাম। মনে হচ্ছিলো যে সে ভূমিকম্প বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন কর্মকর্তা।

আমি বললাম, ভূমিকম্প বিষয়ক এতো তথ্য উপাত্ত তুমি কি করে অবলীলায় বর্ণনা করলে? তুমি কি এ বিষয়ে গবেষণামূলক কোন কাজের সাথে জড়িত?

জিআওজিয়ান বললো, প্রথমত আমাদের দেশে হরহামেশাই ভূমিকম্প সংঘটিত হচ্ছে এবং ভূমিকম্পের পর জরুরি ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ আমাদেরকেই করতে হয়, সেজন্য এর বৃত্তান্ত ও ইতিহাস তো আমাদের জানা থাকারই কথা। দ্বিতীয়ত ইউনান ভূমিকম্পে তোমার সাথে কাজ করার বিষয়টি নির্দিষ্ট হওয়ার পর আমি ইউনান প্রদেশের ভূমিকম্পের উপর পড়াশোনা করেছি কারণ আমার মনে হয়েছিল যে তুমি এ সংক্রান্ত প্রশ্ন আমাকে করতে পার। এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে দিতে পারায় স্বস্তি ও আনন্দবোধ করছি।

জিআওজিয়ানের কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ আমাকে মুগ্ধ করলো। তাছাড়া ওর সরলতা এবং অহংকারহীন মনোভাব আমাকে পুলকিত করলো।

এমন সময় চা কফি নিয়ে এয়ার হোস্টেজদের আগমনে আমাদের কথোপকথনের ছন্দপতন ঘটলো। স্ন্যাকস্ ও কফি নিয়ে আমরা খেতে শুরু করলাম। খাবারের পালা শেষ হলো। চীন দেশের মানুষের জীবনযাপন, দুর্যোগ, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা হলো। কথার মধ্যে কখনো কখনো বাংলাদেশের উপমাও আমাকে টানতে হলো। কথা বলতে বলতেই একসময় মনের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

লাঞ্চ পরিবেশনের হাঁকডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেলো। জিআওজিয়ান তখনো ঘুমাচ্ছে। আমার ডাকে ও জেগে উঠলো। লাঞ্চের পর আবার বিভিন্ন প্রকার আলাপ আলোচনায় আমাদের সময় কেটে গেলো।

বিমান অবতরণের ঘোষণা এলো এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই কুনমিং এয়ারপোর্টে বিমানটি অবতরণ করলো।

লাউঞ্জে বেরুনোর পরই আমাদের সংস্থার কুনমিং ব্রাঞ্চের একজন কর্মকর্তা আমাদেরকে স্বাগত জানিয়ে গাড়িতে উঠিয়ে আমাদের জন্য নির্ধারিত হোটেলে নিয়ে গেলেন। আমরা আমাদের হোটেল রুমে গিয়ে পরিপাটি হয়ে লবিতে ফিরে এলাম। এরপর আমাদের অভ্যর্থনাকারী কর্মকর্তা আমাদেরকে একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে এলেন। সেখানে আমাদের সংস্থার ইউনান প্রাদেশিক ব্রাঞ্চের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট মিসেস সি লুহুয়া আমাকে অভিন্দন জানালেন। তাঁর সাথে আরো কয়েকজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা আমাদেরকে স্বাগত জানালেন। আমরাও সবার সাথে যথারীতি কুশল বিনিময় করে একটা বৃহদাকার কক্ষে উপবেশন করলাম। মিসেস লুহুয়ার নেতৃত্বে সভা শুরু হলো এবং একজন কর্মকর্তা ভূমিকম্পের সর্বশেষ তথ্যাদি আমাদেরকে অবহিত করলেন এবং চলমান জরুরি উদ্ধার কাজ সম্পর্কে আলোকপাত করলেন।

মিসেস লুহুয়া বললেন, এ পর্যন্ত প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, এবারের ভূমিকম্পে প্রাণহানি কম হলেও ঘরবাড়ি বিনষ্ট হয়েছে অনেক। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোর বেশিরভাগই দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল হওয়ায় উদ্ধার ও ত্রাণ কাজ সম্পাদন কিছুটা সময়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শীতের প্রকোপ বেশি থাকায় মানুষের দুঃখ কষ্ট বেশি হচ্ছে। সরকারের প্রচেষ্টার পাশাপাশি আমাদের সংস্থার স্বেচ্ছাসেবকেরা উদ্ধার ও ত্রাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

জিআওজিয়ান সকল কথোপকথন ইংরেজিতে তরজমা করে আমাকে অবহিত করছিলো এবং

আমার কথা ম্যানডারিন ভাষায় মিসেস লুহুয়াকে জানাচ্ছিলো।

আমি বললাম, ইউনান প্রদেশের এই ভূমিকম্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুঃখকষ্টের জন্য আমরা সমবেদনা প্রকাশ করছি। আমাদের সংস্থার সদর দপ্তর জেনেভা থেকে ইতিমধ্যে এই ভূমিকম্পের ত্রাণকার্যের জন্য আপিল ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এজন্যই পরিস্থিতি সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার জন্য আমরা কুনমিংয়ে এসেছি। আপিল প্রক্রিয়াটি সম্পাদনে আমাদের পরিদর্শনভিত্তিক রিপোর্টের গুরুত্ব রয়েছে। সার্বিক পরিস্থিতি বুঝতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত দুএকটা এলাকা পরিদর্শন করতে চাই।

মিসেস লুহুয়া তাঁর সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করে দুটি এলাকা নির্দিষ্ট করে বললেন, কাল সকালে আমাদের একজন কর্মকর্তা সহযোগে আপনারা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার কিছুটা প্রত্যক্ষ করবেন। তবে পাহাড়ি এলাকায় চলাফেরার জন্য মানসম্পন্ন বুট পরিধান করবেন। এখন তুষারপাতও হচ্ছে সুতরাং চলাফেরায় সর্বপ্রকার ঝুঁকি পরিহার করে চলার প্রতি গুরুত্ব দেবেন। কাল আমাদের এখানে ভূমিকম্প ত্রাণ বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হবে বিধায় আমি আপনাদের সাথে যেতে পারবো না।

মিসেস লুহুয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বললাম, আপনার যাওয়ার দরকার নাই। একজন কর্মকর্তা গাইড হিসাবে থাকলেই চলবে, তা ছাড়া জিআওজিয়ান তো রয়েছেই।

এরপর সংক্ষিপ্ত সভার সমাপ্তি টেনে মিসেস লুহুয়া আমাদেরকে লাঞ্চের আহ্বান জানিয়ে বললেন, সেই বেইজিং থেকে সকালে রওয়ানা হয়েছেন এখন দুপুর পার হতে চললো, নিশ্চয়ই দারুণ ক্ষুধার্ত আপনারা, আমি আশা করবো সবাই মিলে একসাথে লাঞ্চ করার সুযোগ দানে আপনারা আমাদেরকে বাধিত করবেন।

আমি বললাম, আপনার আমন্ত্রণের জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনার আমন্ত্রণ আমাদের জন্য সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করছি।

মিটিংয়ের টেবিলটাই খাবারের টেবিলে পরিণত হলো। আমি উঠে ওয়াশ রুম থেকে ফিরে এসে দেখি এক এলাহী ব্যাপার। বড় টেবিলটায় আর তিলধারণের ঠাই নাই, বিভিন্ন প্রকারের খাবারের ডিসে পরিপূর্ণ। খাবারের প্রাক্কালে ওয়াইন পরিবেশন না করায় খুশি হলাম, অবশ্য জিআওজিয়ানকে বলা ছিল যে ওয়াইন পরিবেশিত হলে সে যেনো তা কৌশলে পরিবর্তন করে পানির গ্লাসটি আমার সামনে প্রতিস্থাপন করে।

আমি বললাম, মনে হচ্ছে এতো বৈচিত্রপূর্ণ খাবারের মধ্যে ইউনানের ঐতিহ্যবাহী ডিসও রয়েছে। অনেকগুলো খাবার আমার কাছে নতুন বলে মনে হচ্ছে।

মিসেস লুহুয়া একটু হেসে বললেন, আমাদের এখানকার অতিথি আপ্যায়নের রীতি অনুযায়ী এই ডিসটা আপনাকে সর্বপ্রথম সদ্ব্যবহার করতে হবে।

এ কথা বলে তিনি বড় সাইজের পোড়া মুড়ির মতো কিছু দ্রব্যাদি ভর্তি একটি প্লেট আমার দিকে প্রসারিত করলেন।

ডিসটাতে কি ধরনের খাদ্যদ্রব্য রয়েছে তা ঠাওর করতে না পেরে আমি জিআওজিয়ানের দিকে অর্থবোধক দৃষ্টিতে তাকালাম। সেও ডিসটার দিকে থেকে ভ্র-কুঞ্চণ করে মৃদু মাথা নাড়লো। মিসেস লুহুয়ার ঠোঁটে মৃদু হাসি, সে বিষয়টি উপভোগ করছে। তবে পরমুহূর্তেই সে

জিআওজিয়ানকে ডিসটা কি তা বুঝিয়ে বললো। জিআওজিয়ানের বর্ণনা অনুযায়ী বুঝলাম যে ওগুলো হচ্ছে মৌমাছির চাক থেকে সংগ্রহ করা বাচ্চা মৌমাছি। তেল দিয়ে ওগুলো হালকা ফ্রাই করে পরিবেশন করা হয়েছে।

বিষয়টি অনুধাবন করার পর আমি সবিনয়ে বললাম, এখানকার ঐতিহ্যবাহী রীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বলছি যে, এই মৌমাছির বাচ্চা ফ্রাই এর সাথে আমি মোটেই পরিচিত নই সুতরাং আমার পক্ষ থেকে জিআওজিয়ান এই খাবারে অংশগ্রহণ করবে এবং আমি অন্যান্য খাবারের প্রতি মনোযোগী হচ্ছি।

মিসেস লুহুয়া বিষয়টি সহজতর করার জন্য বললেন, এতে কোন সমস্যা নেই, চলুন আমরা সবাই যার যার পছন্দমাফিক খাবার উপভোগ করি।

আমি মিসেস লুহুয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে খাবারের প্রতি মনোনিবেশ করলাম। তবে সব খাবারের পরিচিতির বিষয়ে জিআওজিয়ানকে জিজ্ঞাসা করে নিশ্চিত হয়ে নিলাম যে, কোন খাবারটি আমার জন্য উপযোগী।

সবাই চপস্টিক দিয়ে ফ্রাই করা মৌমাছির বাচ্চাগুলো তুলে যত্নের সাথে খাচ্ছিল। কিছুটা অস্বস্তির মধ্যেও খেতে শুরু করলাম। ভেজিটেবল স্যুপ, মাছ ফ্রাই, মুরগি, সালাদ ইত্যাদির উপরই বেশি গুরুত্ব দিয়ে পরিতৃপ্তির সাথে খেতে লাগলাম। খাবারের শেষে ডেজার্ট ও বিশেষ ধরনের চা পান করে বেশ স্বস্তি বোধ করলাম। ভোজনের পর বুঝতে পারলাম যে আমি সত্যিই কি পরিমাণ ক্ষুধার্ত ছিলাম।

লাঞ্চ তথা অন্যান্য সহযোগিতার জন্য মিসেস লুহুয়াকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। আগামীকাল ভূমিকম্প বিধ্বস্ত এলাকা সফর সংক্রান্ত কিছু নির্দেশনা দিয়ে জিআওজিয়ানকে ডিনারের সময় দেখা হবে জানিয়ে হোটেলের তিন তলায় আমার কক্ষে প্রবেশ করলাম। কাপড় চোপড় গুছিয়ে পরিপাটি হয়ে ল্যাপটপ খুলে কোন বার্তা রয়েছে কিনা চেক করলাম। এরপর বিছানায় গা এলিয়ে শুয়ে পড়লাম। সাড়া দিনের ক্লান্তি যেনো একসাথে এসে ভিড় করলো। আধো ঘুম আধো জাগরণে অনেক সময় পার হয়ে গেলো।

এমন সময় জিআওজিয়ানের ফোন পেলাম। ঠাণ্ডা লাগায় ওর শরীরটা ভাল নেই বলে সে ডিনার করবে না বলে জানালো। আমি ওকে বিশ্রামের পরামর্শ দিলাম এবং সকালে নাস্তার টেবিলে দেখা হবে বলে জানালাম। এরই মধ্যে আরো একটি ফোন এলো। সিনথিয়ার ফোন।

সিনথিয়া বললো, শুভ সন্ধ্যা, কিছুক্ষণ হলো আমি ফিরে এসেছি। সারাদিন খুব ধকল গেছে। আমি কয়েকটি ক্ষতিগ্রস্ত কাউন্টি সফর করেছি। বিস্তারিত তোমাকে বলবো। আধা ঘন্টার মধ্যে তোমার হোটেলের রেষ্টুরেন্টে উপস্থিত হবো এবং একসাথে ডিনার করবো।

আমি বললাম, শুভ সন্ধ্যা, তোমার সাথে দেখা হবে ভেবে আমি সত্যিই উদ্বেলিত। ভূমিকম্পের ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা তোমার কাছ থেকে শোনা যাবে। তুষারপাত হচ্ছে, সাবধানে এসো, আমি তোমার জন্য অপেক্ষায় থাকলাম।

কিছুটা পরিপাটি হয়ে নিচে নেমে রেষ্টুরেন্টে গিয়ে বসলাম। একটু পরই সিনথিয়া এসে হাজির হলো।
সম্ভাষণ পর্ব শেষ করে সিনথিয়া আমার সামনাসামনি চেয়ার গিয়ে বসলো।

সিনথিয়া বললো, ইউনান প্রদেশের রাজধানী কুনমিংয়ে তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি এই ইউনান প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেছি এবং এখানে তোমাকে স্বাগত জানাতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আশা করি এখানে তোমার ভ্রমণ আরামদায়ক ও সুখকর হবে।

এমন সময় ওয়েটার খাবারের মেন্যু নিয়ে হাজির হলো। সিনথিয়া কয়েকটি খাবারের অর্ডার দিয়ে তা পরিবেশনের জন্য বললো।

আমি প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বললাম, সত্যি বলতে কি ইউনান প্রদেশটার প্রকৃতি এবং পারিপার্শিকতা আমার দেশের কথা মনে করিয়ে দেয়। আবহাওয়া ও ভূমি গঠনগত পার্থক্য থাকলেও এখানকার পরিবেশে আমি বাংলাদেশের ঘ্রাণ পাচ্ছি। তবে এখানেও যে তুষারপাত হবে ভাবিনি।

সিনথিয়া বললো, প্রকৃতপক্ষে সুউচ্চ পর্বতমালা বেষ্টিত ইউনান প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের জলবায়ু গড়ে সারাবছরই বসন্তের আমেজ দ্বারা পরিপূর্ণ। কুমনিংও এই অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত। এই প্রদেশের উত্তরাঞ্চল পর্বতমালা বেষ্টিত তিব্বতের সীমানাধীন হলেও দক্ষিণাঞ্চল উষ্ণমণ্ডলীয় এলাকার আওতাধীন। জুন, জুলাই ও আগষ্ট হলো এখানকার গরমের মৌসুম, ঐ সময় তাপমাত্রা ১৭ থেকে ২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উঠানামা করে থাকে। এই সময়টাতে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে এবং তা অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়। শীতের মৌসুম ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে এখানকার তাপমাত্রা দুই হতে ষোল ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত থাকে এবং কখনো কখনো তুষারপাত হয়। তবে এ কথা নির্ধিধায় বলা যাবে যে ইউনান প্রদেশের জলবায়ু চীনের যে কোন প্রদেশের জলবায়ুর তুলনায় শ্রেষ্ঠতম এবং মনোমুগ্ধকর। শীতকালটা ছাড়া এখানে সারা বছরই বসন্তের একটা আমেজ ও পরিবেশ বিরাজমান।

আমি বললাম, তোমার জন্মস্থান ইউনান প্রদেশে আসতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি, যদিও এই সফর মাত্র দুদিন সময়ের মধ্যে সীমিত। যাহোক এবার তোমার সফরের অভিজ্ঞতা আমাকে শোনাও। ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কি খুবই ব্যাপক?

সিনথিয়া বললো, এবারের ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে ঘর-বাড়ি ও রাস্তাঘাটের ক্ষতি হয়েছে। তবে প্রাণহানি অত্যন্ত সীমিত। এ যাব আমি তিন জনের মৃত্যু সংবাদ পেয়েছি। এখানকার পাহাড়ি এলাকায় বসবাসকারী মানুষের ঘর-বাড়ি বেশিরভাগ কাঠ-বাঁশ জাতীয় হালকা উপকরণ দিয়ে তৈরি বিধায় এগুলো ধ্বসে জীবনহানি হয় না বললেই চলে। আমি দূরবর্তী দুটো কাউন্টি দেখে এসেছি। কুনমিং সিটির কাছাকাছি যেমন কুজিং ও উজি কাইন্টিতে তুমি সফর করতে পার, আমি সেখানে যাইনি।

আমি বললাম, কোথায় সফর করবো তা আমাদের সংস্থার ইউনান প্রাদেশিক ব্রাঞ্চের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট মিসেস সিই লুহুয়া নির্ধারণ করে রেখেছেন। কাল সকালে জিআওজিয়ান ও একজন কর্মকর্তা আমাদের সাথে ভ্রমণ করবেন।

সিনথিয়া বরলো, পাহাড়ি এলাকার অসংখ্য গরীব মানুষের ঘর-বাড়ি বিনষ্ট হয়েছে যা সহজে পরিপূরণ তাঁদের জন্য দূরূহ। আমাদের সংস্থা থেকে দুর্গত পরিবারসমূহের মহিলা ও শিশুদের নিয়ে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। আমাদের পরিকল্পনা অচিরেই তোমাকে বিস্তারিত জানাবো।

এমন সময় খাবার পরিবেশিত হলো। স্যুপ, কয়েক পদের ভেজিটেবল, মাছ ভাজি, মুরগি ইত্যাদি সমেত ভোজন পর্বটা ভালই হলো। এরপর এককাপ গরম কফি পান করার পর আমাদের রাতের খাবার সমাপ্ত হলো।

সিনথিয়া বললো, কাল সকালের ফ্লাইটেই আমি বেইজিং ফিরে যাব। সফরের বিস্তারিত প্রতিবেদন বেইজিং গিয়েই লিখবো।

আমি বললাম, আমিও আগামী পরশুদিন বেইজিং ফিরে যাবো।

সিনথিয়া বললো, তোমাকে এখানকার দর্শনীয় স্থানগুলোর অন্তত দু-একটার সাথে পরিচিত করাতে না পারায় আমি সত্যিই দুঃখিত।

আমি বললাম, এখানকার দর্শনীয় স্থানগুলোর সাথে পরিচিত হতে পারবো না ভেবে আমিও হতাশ। তবে তুমি আমাকে ওগুলো সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা দিতে পারো।

সিনথিয়া বললো, পর্যটকদের জন্য ইউনান প্রদেশ প্রকৃতপক্ষেই একটি আদর্শ স্থান। এখানে তুমি সুশোভিত পর্বতমালা দেখতে পাবে যা নানাবর্ণের পশু-পাখির কলকুঞ্জনে মুখরিত। এখানে দৃষ্টিনন্দন অনেকগুলো প্রাকৃতিক হ্রদ রয়েছে। এখানকার ষ্টোনফরেষ্ট বিখ্যাত। এ ছাড়াও প্যাগোডা, টেম্পলসহ পুরানো সম্রাটদের অনেক স্থাপত্য তোমাকে বিমোহিত করবে। ইউনান প্রাদেশিক যাদুঘরটিও একাট বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান। এই প্রদেশের লুফেং কাউন্টির জিংসাংয়ে অবস্থিত ডাইনোসর মিউজিয়ামটি খুবই বিখ্যাত।

ডাইনোসরের জীবাশ্ম প্রাপ্তির ক্ষেত্রে লুফেং একটি আদর্শ স্থান, এখানে জুরাসিক ডাইনোসরদের বিভিন্ন প্রজাতির জীবাশ্ম আবিস্কৃত হয়েছে। কয়েকটি কংকাল পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত আছে।

আমি বললাম, আর বোলনা, লোভ সামলতে পারছি না। ডাইনোসরের পূর্ণাঙ্গ কংকাল দেখার সুযোগটা এতো কাছে থেকেও সদ্ব্যবহার করতে পারবো না।

সিনথিয়া বললো, আশা করি আমার অতিথি হিসাবে তুমি আবার কুনমিংয়ে পদার্পণ করবে এবং আমি তোমাকে গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থানসমূহ প্রত্যক্ষ করার জন্য নিয়ে যাব।

আমি বললাম, সেটা সম্ভব হলে তো খুবই ভাল হয় তবে আমার সময় যে ছকে বাঁধা তাতো তুমি জানই।

সিনথিয়া বললো, সময় আমাদের জীবনে এমনই একটি নিয়ামক যার সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। যাহোক ভবিষ্যতই নির্ধারণ করবে আবার তোমাকে এখানে পাব কিনা। আমাকে তোমার মূল্যবান সময় প্রদান এবং সুন্দর একটা ডিনারের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবার আমাকে উঠতে হবে। কাল সকালেতো আবার ফ্লাইট ধরতে হবে।

আমিও সিনথিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। সিনথিয়ার গাড়ি নিয়ন লাইটের আলো-ছায়ার মধ্যে দিয়ে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

রুমে ফিরে এসে টিভি অন করলাম। স্থানীয় প্রায় প্রতিটি চ্যানেলেই ভূমিকম্পের সংবাদ ও ক্ষয়ক্ষতির ফুটেজ প্রদর্শিত হচ্ছে। বর্ণনা বুঝতে না পারলেও ফুটেজ দেখে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বোঝার চেষ্টা করলাম। বাইরে তুষারপাত অব্যাহত রয়েছে। আর বিলম্ব না করে শুয়ে পড়লাম এবং অল্পক্ষণের মহে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম। মধ্য রাতের সময় হঠাৎ তীব্র ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙ্গে গেলো। ভূমিকম্প হচ্ছে। বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। ভাবলাম আমার মতো অনেকেই রুম থেকে বারান্দায় এসে জড়ো হবে কিন্তু কাউকে না দেখে আশ্চর্য হলাম। প্রচণ্ড

শীতে টিকতে না পেরে রুমে ফিরে এলাম। কম্বলের নিচে গিয়েও সতর্ক থাকলাম যে আরো কোন ঝাঁকুনি হয় কিনা। ইতিপূর্বে ভূমিকম্পের এতো প্রবল ঝাঁকুনির সম্মুখীন কখনো হইনি। অনেকক্ষণ কেটে গেলো এবং সবকিছু শান্ত বলে মনে হলো। এক ধরনের এ্যাডভেঞ্চার ও ভয়ের সংমিশ্রণে অনেকটা সময় নির্ঘূম কাটলো। অতপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুমের মধ্যে এক বিভৎস স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। আমাদের চারতলা হোটেল ভবনটি দারুণভাবে দুলছে। চারিদিক থেকে মানুষের আর্তচিৎকার শোনা যাচ্ছে। আমি জেগে উঠে পরিস্থিতি বোঝার জন্য বারান্দায় যাওয়ার চেষ্টা করলাম কিন্তু ভবনটির ঝাঁকুনির সাথে তাল মিলাতে না পারায় পা পিছলে পড়ে গেলাম। রুমের আসবাবপত্র এদিক সেদিক ছোটাছুটি করছে। মনে হলো এই ছুটন্ত আসবাবপত্রের আঘাতে আমি আঘাতপ্রাপ্ত হবো। ভাবলাম পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে না পারলে শারীরিক ক্ষতি, অঙ্গহানি এমনকি মৃত্যুও ঘনিয়ে আসতে পারে। চীৎকার দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। টালমাতাল অবস্থায় বেলকনিতে গিয়ে বাইরের দিকটা দেখার চেষ্টা করলাম। ভবনগুলো থেকে পিপড়ের মতো মানুষ বাইরে বেরিয়ে আসছে। আমি চারতলায় থাকায় বাইরে বেরুবার পথ পেলাম না। এ অবস্থায় বেলকনির পেছনে লিংটাল বরাবর শক্ত করে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তখন ঝাঁকুনি কখনোবা অনুভূমিকভাবে হচ্ছে আবার কখনো উল্লম্বভাবে হচ্ছে। প্রকৃতির কাছে মানুষ যে কত অসহায় তা সম্যক বুঝতে পারলাম। এ অবস্থায় কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই দেখলাম যে, আমাদের ভবনটি কাৎ হয়ে পড়ে যাচ্ছে। বিকট একটা শব্দ হলো এবং হঠাৎ করেই ভবনটির পতন রোধ হলো। প্রবল পতিঘাতের কারণে আমি স্থানচ্যুত হলাম এবং সিড়ি দিয়ে নিচে একটা হলরুমে গড়িয়ে পড়লাম। এখানে বিভিন্ন বয়সের অনেক মানুষ আমার মতই গড়াগড়ি দিচ্ছে। মহিলা ও শিশুরা চিৎকার করে কাঁদছে। আমরা সবই রুমের একই পার্শ্বে জড়ো হয়ে রয়েছি। ধুলোবালি উড়ছে রুমের সর্বত্র। চেয়ার টেবিল ও অন্যান্য আসবাবপত্রের আঘাতে অনেকের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে রক্ত ঝড়ছে। অনুমান করলাম যে ভবনটি হেলে গিয়ে হয়তোবা পাশের ভবনটির উপর পড়েছে এবং আটকে রয়েছে। কম করে হলেও ত্রিশ ডিগ্রি হেলে যাওয়া পতনোন্মুখ বিধ্বস্তপ্রায় একটা ভবনে আমরা অবরুদ্ধ হয়ে গেছি।

আমি কোনরকমে হেলে থাকা দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়িয়ে মনের সমস্ত জোর একত্রিত করে যথাসম্ভব প্রলম্বিত কণ্ঠে বললাম, অবস্থা ভয়াবহ হলেও মনের জোর কেউ হারাবেন না। সবাই মিলে একটু চেষ্টা করলেই আমরা এই বিধ্বস্ত ভবন থেকে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারবো। এখন থেকে আমি যা বলবে তা অনুসরণ করবেন। ঝাঁকুনি এখন থেমে গেছে। সবাই উঠে বসুন। আমি অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং বাইরে যাওয়ার রাস্তা অনুসন্ধান করে অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসছি।

আমি একদিকে হেলে হেলে দরজা বরাবর হেঁটে গিয়ে দেখলাম যে নিচে নামার সিঁড়িটা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে তবে উপরে উঠার সিঁড়িটা কিছুটা ক্ষতি হলেও ওটা ব্যবহার করা যাবে। আমি অতি সন্তর্পণে সিড়িটা বেঁয়ে ছাদে উঠে গেলাম। ছাদটা মাঝে মধ্যে ফেটে গেলেও একেবারে বিধ্বস্ত হয়নি। পাশের ভবনের ছাদটি একেবারে অক্ষত রয়েছে দেখে উদ্ধারের সহজ একটা পথ খুঁজে পেলাম। তাকিয়ে দেখলাম যে আমার অনুমানই সঠিক। আমাদের ভবনটি কাত হয়ে পার্শ্ববর্তী ভবনটির উপর আটকে গেছে। অনুমান করলাম যে আমাদের ছাদের দরজা থেকে পার্শ্ববর্তী ছাদের দূরত্ব দশ ফুটের বেশি নয় তবে সমস্যা হলো যে কাৎ হয়ে থাকায় আমাদেরকে খাড়া দশ ফুট নিচে নামতে হবে যা বেশ দুষ্কর। ছাদে একটা হুকের মধ্যে মোটা দড়ির বাণ্ডিল দেখে ওটাকে

হুক থেকে খুলে পার্শ্বস্থ একটা লৌহ দণ্ডের সাথে ভাল করে বেঁধে লম্বালম্বি ছেড়ে দিলাম। দড়িটি সোজা পার্শ্ববর্তী ভবনের ছাদের উপর গিয়ে পড়লো।

আমি আবার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এসে সবাইকে আশ্বস্ত করে বললাম, সবই নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরা ছাদ দিয়ে উঠে পাশের ভবনটির ছাদে গিয়ে নিচে নামবো। আমার সামনে সর্বপ্রথম যে মহিলাটি রয়েছেন তাঁকে অনুরোধ করছি আমার দিকে এগিয়ে আসার জন্য।

মহিলাটি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো, আমার পেছনে সাত বছরের কন্যাটির কি হবে? ও কি আমার সাথে আসবে?

আমি বললাম, কোন চিন্তা করবেন না। আপনি প্রথমে নামুন, পরবর্তীতে আমি ছোটদেরকে একে একে পাশের ছাঁদে নামিয়ে আনবো এবং আপনি ওদের সবাইকে একত্রিত রাখবেন।

আমার কথা অনুযায়ী মহিলাটি আমার দিকে এগিয়ে এলেন এবং আমি তাঁর হাত ধরে অতি সন্তর্পণে ছাদের দরজা দিয়ে ছাদে চলে এলাম। এবার আমি ওকে দড়ি শক্ত করে ধরে নিচে পাশের ভবনটির ছাদে নামার জন্য বললাম। আমার কথা বুঝে নিয়ে আশ্চর্য দক্ষতার সাথে সে অবলীলায় নিচে নেমে গিয়ে আমার দিকে হাত উঁচিয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে আমাকে ধন্যবাদ জানালো। আমি ওকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে পিছন দিকে ফিরে ছোটদেরকে নামানোর ব্যবস্থা করলাম। এর ভেতর বেশ কয়েকটি শিশুকে আমি কোলে করে নিচে নমিয়ে দিয়ে আবার দড়ি বেয়ে উপড়ে ফিরে এসেছি। এভাবে একে একে সবাইকে পার্শ্ববর্তী ছাদে নামিয়ে ঐ ভবনের সিঁড়ি বেয়ে নিচে রাস্তায় নেমে এলাম। নিচে কর্মরত উদ্ধারকারী দল আমাদের পনের জনের দলটিকে ঘিরে ধরলো এবং রাস্তার পার্শ্ববর্তী একটা তাঁবুর মধ্যে নিয়ে গেল। উদ্ধারকারী দল যারা আহত হয়েছে তাঁদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানে যত্নবান হলেন। এমন সময় প্রচণ্ড একটা আওয়াজ তুলে আমাদের ভবনটি দুমড়ে মুচড়ে নিচে পড়ে গিয়ে একেবারে বিধ্বস্ত হলো। একরাশ ধুলোবালি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো এবং শূন্যে উত্থিত হলো। আমাদের উদ্ধারকৃত দলের সবাই চীৎকার করে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো।

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে একজন মহিলা ছুটে এসে আমাদের তাঁবুতে দাঁড়ালো। চেয়ে দেখি সিনথিয়া।

সিনথিয়া আমাকে হাত দুটো ধরে বললো, অনেকক্ষণ ধরে হন্যে হয়ে খুঁজে অবশেষে এখানে তোমাকে পেলাম। তুমি যে মানবতাবাদী একজন মহান ব্যক্তিত্ব তা এই আটকেপড়া মানুষজনকে উদ্ধারের মধ্য দিয়ে আবার নতুন করে প্রমাণ করলে। এখন চলো অনেক কাজ বাকি। বহু মানুষ এখনও পতনোন্মুখ ভবনগুলোতে আটকে রয়েছে। ওদেরকে উদ্ধারের জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। আমি কথা না বাড়িয়ে ওর সাথে পা বাড়ালাম কিন্তু আমার সাথের উদ্ধারপ্রাপ্তরা আমাকে ঘিরে ধরলো।

তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম যে মহিলাকে আমি উদ্ধার করেছিলাম সে অতি বিনয় সহকারে বললো, আপনি পথ দেখিয়ে উদ্ধার না কলে আমাদের মৃত্যু অবধারিত ছিল। আপনি যাদেরকে উদ্ধার করলেন তাঁদের মধ্যে নয় জনই একই পরিবারের সদস্য। আমরা আপনার আন্তরিকতার কথা কোনদিন ভুলবো না। ভাল থাকবেন।

আমিও ওদেরকে ভাল থাকার কথা বলে সিনথিয়ার সাথে রাস্তায় নামলাম।

কিছুদূর যাওয়ার পর একটা ভবনে আগুন দেখতে পেলাম এবং ছাদের উপর আটকে পড়া মানুষের আহাজারি শুনতে পেলাম। কিছু মানুষ দৌড়াদৌড়ি করে উপায় অন্বেষণ করছে কিন্তু আগুন নিচ তলায় ছড়িয়ে পড়ায় ভেতরে প্রবেশ করা সম্ভবপর হচ্ছে না। একটা উদ্ধারকারী দলের সাথে দু-তিনটা মই দেখতে পেলাম কিন্তু ওগুলো নিতান্তই ছোট, সম্ভবত একতলায় উঠা যেতে পারে।

সিনথিয়া বললো, ছাদের উপরের আটকেপড়াদের বাচাঁতে হবে।

আমি বললাম, কিন্তু ভবনের ভেতরে ঢুকবে কি ভাবে? চারতলা ভবনের ছাদে থাকলেও ওরা মারা যাবে, সত্যিকথা বলতে কি, ওখান থেকে ওদেরকে বাচাঁনোর কোন উপায় আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

নিমেষেই সিনথিয়া অগ্নিমূর্তি ধারণ করে আমার দু চোখের দিকে তাঁর সেই রহস্যময় মায়াবী দৃষ্টি প্রক্ষেপণ করে বললো, বিপন্ন মানুষকে বাচাঁনো এবং তাঁদেরকে সেবা প্রদানের জন্যই এ পৃথিবীতে তোমার জন্ম হয়েছে, তুমি না পারলে আর কে পারবে? উদ্ধারকারী দলের কাছ থেকে একটা মই তুমি ভবনটির সন্নিকটে স্থাপন কর।

আমি সিনথিয়ার কথামতো একটা মই চেয়ে নিয়ে ভবনটির কাছে গিয়ে স্থাপন করলাম।

সিনথিয়া বললো, এবার তুমি মই বেয়ে উপরে উঠতে থাক।

আমি কথামতো উপরে উঠতে থাকলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য, যতই উপরে উঠছি মইটাও ততই লম্বা হয়ে যাচ্ছে। এভাবে উঠতে উঠতে চারতলা বরাবর উঠে গেলাম। নিচে চেয়ে দেখলাম সিনথিয়া ও উদ্ধারকারী দলসহ অনেক মানুষজন একত্র হয়ে বিশাল একটা চাদর চারিদিক থেকে টানটান বিন্যস্ত ও প্রস্তুত করে ফেলেছে। এই অবস্থায় চাদরটার স্থিতিস্থাপকতার কারণে এখানে অবতরণ সম্পূর্ণ নিরাপদ।

সিনথিয়া বললো, সর্বপ্রথম তুমি দড়ি দিয়ে নিজেকে মইয়ের সাথে বেঁধে নাও। তারপর তোমার দুহাত প্রলম্বিত করে ছোটদেরকে একে একে তুলে নিয়ে নিচে চাদর বরাবর ছেড়ে দাও।

ছাদের উপর আটকে থাকা মানুষেরা সমূহ উদ্ধারের আশা ও বাচাঁর আনন্দে চিৎকার করে আমাকে উৎসাহ দিচ্ছে। সিনথিয়ার কথামতো আমি ওদেরকে বললাম, আপনাদের মধ্যে শিশুদেরকে একে একে আমার হাতে উঠিয়ে দিন। ওদেরকে নামানোর পর মহিলাদের পালা এবং তারপর পুরুষদেরকে নামানো হবে।

ওদের মধ্যে থেকে একজন যুবক দায়িত্ব নিয়ে সামনে এগিয়ে বললো, আমি আপনার কথামতো কাজ করবো, এই ছোট্ট শিশুটিকে আপনার হাতে দিলাম, সর্বপ্রথম ওকে নামিয়ে আপনার মহৎ উদ্ধার কাজটি শুরু করুন।

আমি যুবকটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রচণ্ডভাবে ক্রন্দনরত শিশুটিকে আমার দুহাতে তুলে নিলাম। অসংখ্য লোকজন এই উদ্ধার তৎপরতা প্রত্যক্ষ করছে। আমি অতি সন্তর্পণে চাদর বরাবর শিশুটিকে ছেড়ে দিলাম। নিমিষের মধ্যেই শিশুটি চাদরের উপর গিয়ে পড়লো এবং শূন্যে দু-একবার লাফিয়ে স্থির হলো। সিনথিয়ার নির্দেশ অনুযায়ী উদ্ধারকারীগণ চাদরের এককোণা নামিয়ে সাবলীলভাবে শিশুটিকে নামিয়ে নিলো। দুঃখ ভারাক্রান্ত পরিবেশের মধ্যেও চারিদিক থেকে লোকজন উল্লাসে ফেটে পড়লো।

এরপর আমি একে একে সবাইকে একই প্রক্রিয়ায় ছাদ থেকে নামিয়ে নিচে নেমে এলাম।

মানুষজন চারিদিক থেকে আমাকে ঘিরে ধরলো। ক্রমান্বয়ে জটলা পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করলো। সিনথিয়া আমার হাত ধরে টেনে হিচড়ে ভিড়ের বাইরে নিয়ে তড়িৎ পদক্ষেপে চলতে শুরু করলো। মানুষজনও আমাদের পিছু নিল।

সিনথিয়া বললো, আমাদের সময়ের মূল্য এখন অনেক, কালক্ষেপণ করা যাবে না। অনেক মানুষ উদ্ধারের আশায় প্রহর গুনছে। চল আমরা দৌড়াই যাতে অযথা ভিড় আমাদের কাজের ক্ষতি করতে না পারে।

আমরা দৌড়াতে শুরু করলাম এবং হঠাৎ আমি পা পিছলে পড়ে গেলাম। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

আমি বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পড়লাম। সোফায় উপবেশন করে জানালা দিয়ে দেখলাম যে তুষারপাত হচ্ছে। চারিদিক কেমন যেনো ঝাপসা লাগছে। রুমের ভেতরটা উষ্ণ হলেও বাইরে প্রচণ্ড শীত। অনুমান করলাম যে এখন রাতের তৃতীয় প্রহর। স্বপ্নটা নিয়ে ভাবতে থাকলাম। স্বপ্নটা এতটাই পরিস্কার যে প্রতিটি ঘটনা দিব্য বলে মনে হচ্ছে। পানি ছিটিয়ে চোখ মুখ ধুয়ে নিয়ে কিছুটা স্বস্তি অনুভব করলাম। এরপর আবার বিছানায় গিয়ে কম্বলের নিচে ঢুকে গেলাম।

নির্মল এক ঘুমে রাত পার হয়ে গেলো। অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম যে তুষারপাত আর হচ্ছে না। কেমন যেনো হালকা কুয়াশাচ্ছন্ন একটা পরিবেশ চারিদিকে। বাইরে বেরিয়ে জগিং করার ইচ্ছেটা দমন করে রুমের ভেতরেই কিছুক্ষণ পায়চারি করে গরম পানির শাওয়ার নিয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করে নিলাম। এককাপ কফি বানিয়ে ল্যাপটপটা নিয়ে মেইল চেক করে নিলাম। এরপর টিভি অন করে ভূমিকম্পের ফুটেজ দেখার চেষ্টা করলাম। এরপর পরিপাটি হয়ে নিচে নেমে রেস্টুরেন্টে গিয়ে কাঁচে ঘেরা প্রান্তে একটা টেবিল নিয়ে বসলাম। এখান থেকে বাইরের আকাশ পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। রেস্টুরেন্টে অতিথিদের ভিড় নেই বললেই চলে। দরজার দিকে তাকিয়ে জিয়াওজিয়ানকে দেখতে পেলাম।

সকালের সম্ভাষণ জানিয়ে জিয়াওজিয়ান বললো, কেমন আছো?

আমিও ওকে সুপ্রভাত জানিয়ে বললাম, ভাল আছি। তোমার শরীর এখন কেমন আছে? নিশ্চয়ই ভাল বোধ করছো।

জিয়াওজিয়ান বললো, সমস্যাটা পেটের পীড়া সম্পর্কিত ছিলো। রাতে কিছুই খাইনি। এখন সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করছি। বড্ড খিদে পেয়েছে।

আমি ওকে স্বাগত জানিয়ে বললাম, রাতে ভূমিকম্প টের পেয়েছো?

জিয়াওজিয়ান বললো, হ্যাঁ, ঝাঁকুনিটা বেশ তীব্র ছিলো। আমি ঘুম থেকে উঠে অপেক্ষায় ছিলাম যে আর একটি ঝাঁকুনি হলেই তোমাকে ফোন করে কর্তব্য নির্ধারণ করবো।

আমি বললাম, আমিতো দরজা খুলে বারান্দায় চলে এসেছিলাম। আমার জন্য ঐ একটি ঝাঁকুনিই যথেষ্ট ছিলো। যাকগে, চলো এবার খাবার নিয়ে আসি।

আমরা খাবার নিয়ে এসে বসলাম। আমার তুলনায় জিয়াওজিয়ানের প্লেটে খাবারের পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি। মনে মনে ভাবলাম যে বেচারাতো রাতে কিছুই খায়নি সুতরাং ব্রেকফাস্টের পরিমাণ বেশিতো হবেই। খেতে খেতেই হঠাৎ কাঁচ দিয়ে ঘেরা বাইরের দিকে দৃষ্টি পড়লো। তাকিয়ে দেখলাম যে আবহাওয়া এখন অনেকটাই পরিস্কার, তুষারপাত বন্ধ হয়েছে।

জিয়াওজিয়ান বললো, গতকাল সারাটাদিন তোমার সঙ্গ দিতে পারিনি বলে দুঃখিত। আশা করি তোমার সময় ভালই কেটেছে।

আমি বললাম, আমার সময় কখনো নিঃসঙ্গ কাটে না। আমার সাথে যখন কেউ থাকে না তখন আমার ভেতরের আরেকটি মানুষ সজীব হয়ে উঠে এবং আমাকে সঙ্গ দেয়। আমার অত্যন্ত আপন ও চির চেনা ঐ মানুষটির সাথে আলোচনা ও পর্যালোচনায় আমি এমনভাবে লিপ্ত হই যে সময় কি ভাবে কেটে যায় টেরই পাই না।

আমার কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত জিয়াওজিয়ান আমার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকলো। তাঁর মুখের ভেতর যেটুকু খাবার রয়েছে সেটুকু তেমনিই থাকলো। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর তাঁর মুখের নড়াচড়া পুনর্বার সচল হলো।

নিজেকে সামলে নিয়ে জিয়াওজিয়ান বললো, যে কথাটা এইমাত্র বললে সেটার বিন্দুবিসর্গও আমি অনুধাবন করতে পারিনি। একটু বুঝিয়ে বলবে কি?

আমি বললাম, আমার কথায় এতো আশ্চর্য হচ্ছো কেন? প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই আরেকটি মানুষ রয়েছে যার সাথে সে প্রতিনিয়তই আলাপ আলোচনা করে, শলাপরামর্শ করে। তুমি নিজেও কিন্তু তোমার ভেতরের মানুষের সাথে অন্তরঙ্গ এবং প্রতিনিয়তই তাঁর সাথে তুমি ভাবের আদান প্রদান করে চলেছো। তবে জীবনভর একসাথে পথ চললেও অনেকেই তাঁর ভেতরের মানুষটাকে সঠিকভাবে চিনতে পারে না। মানুষ ভাল কাজ করে এবং মন্দ কাজও করে, ভালমন্দের দোলাচলে মানুষের পথচলায় ভেতরের ঐ মানুষটা সবসময়ই সঠিক ও সত্যের কথা বলে। অনেকেই পরিচয় দিতে গিয়ে একে বিবেক বলে অবহিত করে, অনেকে আবার 'আমার আমি' বলে একে সম্বোধন করে থাকে। ভালো করে চিন্তা করে দেখ যে তুমি কখনো কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার পূর্বে সেটা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দের সময় তোমার মনের ভেতর থেকে কেউ তোমাকে সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়ে তোমাকে পথ বাতলে দিয়েছে কিনা।

জিয়াওজিয়ান বললো, বিষয়টা কিছুটা হলেও বুঝতে পারছি, তবে এভাবে কারো কাছ থেকে কখনো শুনিনি এবং কোনদিন চিন্তাও করিনি।

আমি বললাম, একটা মন্দ কাজের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে তাঁর সঙ্গীকে ঐ কাজটা করতে নিষেধ করে এবং অন্য মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা জানিয়ে এর পরিণাম কি হতে পারে তাও স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু অনেক নির্বোধ মানুষ তার ভেতরের মানুষটার পরামর্শ শোনেনা কিংবা বলতে পারো যে তারা তাকে চরমভাবে উপেক্ষা করে।

এমন সময় ওয়েটার কফি নিয়ে এসে সম্ভাষণ জানিয়ে তা পরিবেশন করলো; আমাদের নিমগ্ন কথোপকথনে হঠাৎ করেই একটা ছেদ পড়লো।

ওয়েটারকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি জিয়াওজিয়ানকে বললাম, তোমার সাথে এ বিষয়ে পরে আরো কথা বলবো, এবার তোমার খাবার শেষ করো।

জিয়াওজিয়ান বাস্তবে ফিরে এসে বললো, অবশ্যই এ বিষয়ে তোমার সাথে আরো আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছি।

আমি বলালাম, গতকাল আমি আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ট একজন হিতৈষীর সান্নিধ্যে কাটিয়েছি এবং ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির নানাদিক নিয়ে কথা বলেছি। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটি এলাকা পরিদর্শন

শেষে আজ সকালের ফ্লাইটে বেইজিং চলে গেছেন।

জিয়াওজিয়ান বললো, তবে তো ভালই হয়েছে, ক্ষয়ক্ষতির একটা বাস্তব চিত্র ইতিমধ্যেই তুমি পেয়ে গেছো। আমরাওতো আজ কয়েকটি এলাকায় যাচ্ছি। আনন্দের কথা হলো যে তুষারপাত বন্ধ হয়েছে ফলে পাহাড়ি রাস্তায় আজকে আমাদের চলাচল নির্বিঘ্ন হবে বলে আশা করা যায়।

আমি বললাম, আমিতো একেবারে প্রস্তুত হয়েই নিচে নেমেছি। এখন গাড়ি আসলেই রওয়ানা হওয়া যাবে।

জিয়াওজিয়ান বললো, আমিও প্রস্তুত তবে পাঁচ মিনিটের জন্য আমাকে রুমে যেতে হবে।

জিয়াওজিয়ান প্রস্থান করার পর আরো এক কাপ কফি নিয়ে আমি কাঁচের দেয়ালের বাইরে তাকিয়ে ক্রম-প্রসারমান সূর্যালোকের খেলা দেখায় নিমগ্ন হলাম। কুয়াশাসদৃশ একটা আবরণ ধীরে ধীরে স্বচ্ছতায় পরিস্ফুট হয়ে আলো ঝলমল হয়ে উঠছে। জানিনা কজন মানুষ এই মুহূর্তে আমার মতো প্রকৃতির এমন রূপলাবণ্য উপভোগ করছে।

জিয়াওজিয়ান ফিরে এসে বললো, গাড়ি এসে গেছে, চল আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করি।

আমরা উঠে হোটেলের বাইরে অপেক্ষমান গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। কুমনিং দপ্তরের একজন সহকারী মিঃ চেঙ আমাদেরকে সম্ভাষণ জানালেন। তিনি আজ সফরের সময় আমাদের সাথে থাকবেন। আমি তাঁর সম্ভাষণের জবাব দিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে মূল সড়কে উঠে পড়লো। রাস্তায় গাড়ির চলাচল স্বাভাবিক।

এতক্ষণে সূর্যের আলো আরো বিকশিত হয়েছে। কুমনিং শহরটা বেশ ছিমছাম এবং গোছানো। ভাবতে কষ্টবোধ করছি যে এখানে মাত্র আর একটা দিন অতিবাহিত করবো। হয়তো বা আর কখনো এখানে আসা হবে না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই শহর এলাকা পার হয়ে পাহাড়ি এলাকার দেখা পেলাম। অনেকক্ষণ চলার পর বিচ্ছিন্ন কিছু ঘরবাড়ি দেখতে পেলাম। রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে হেঁটে চড়াই উৎরাই পার হয় একটা বাড়ির সন্নিকটে গিয়ে হাজির হলাম। মনে হলো শীত এখানে জাঁকিয়ে বসেছে। মাফলারটা কান বরাবর পেঁচিয়ে জ্যাকেটের চেইনটা ভালোভাবে টেনে নিলাম। আমাদেরকে দেখে কয়েকজন নারীপুরুষ এগিয়ে এলেন।

মিঃ চেঙ ও জিয়াওজিয়ান কুশল বিনিময় করে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য তাঁদেরকে বুঝিয়ে বললো।

ভূমিকম্প কিভাবে সংঘটিত হয়েছিলো তা একজন বয়োবৃদ্ধ সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। তাঁদের ঘরগুলোর ভিত্তিমূলে কিছু পাথর ব্যবহৃত হলেও বাকিটা টিন এবং কাঠের মিশ্রণে নির্মিত হওয়ায় ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি সামান্যই হয়েছে। আমরা আশ্চর্যের সাথে দেখলাম যে একটা ঘরের ভেতরের মাঝ বরাবর পানির একটা ফোয়ারার মত সৃষ্টি হয়েছে এবং নির্গত পানি ঘরের বারান্দা দিয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ছে। ওরা বললো যে ভূমিকম্পের পর পরই এই ফোয়ারাটির সৃষ্টি হয়েছে। ঘরটির সম্মুখভাগে কিছুটা জায়গার মাটি এতটাই নরম ও থকথকে হয়েছে যে মনে হচ্ছে এই বুঝি জায়গাটা দেবে গিয়ে মাটির নিচে চলে যাবো।

মিঃ চেঙ আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে এলো। বাড়ির লোকজনের সাথে আলাপ আলোচনা

করে যা জানলাম তা হলো যে ভূমির অস্থিতিশীলতার কারণে এই বাড়িতে তাঁরা আর বসবাস করতে পারবে না। বাড়িটি অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার মতো সামর্থও এই মুহূর্তে তাঁদের নেই। ভূমিকম্পের পর থেকে তাঁরা পার্শ্ববর্তী এক আত্মীয়ের বাড়িতে বসবাস করছে।

জিয়াওজিয়ান তাঁদেরকে সাহস যুগিয়ে বললো, আমরা আপনাদের সমস্যাটির কথা আমাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করবো তবে বিষয়টি আপনারা অবশ্যই স্থানীয় প্রশাসনের গোচরীভূত করবেন।

আমরা তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পাহাড়ি রাস্তা ধরে সামনে এগিয়ে গেলাম। পরবর্তী দুই ঘন্টায় আমরা আরো কয়েকটি বিচ্ছিন্ন বসতি ঘুরেফিরে দেখলাম। সর্বত্রই একই রকম অবস্থা অর্থাৎ ঘরবাড়ির ক্ষয়ক্ষতি বিচ্ছিন্নভাবে হয়েছে। কোন কোন জায়গায় রাস্তার মাটি সরে গেছে এবং সেই সাথে সরে যাওয়া মটিতে থাকা কিছু গাছ উপড়ে গেছে।

গাড়ি বেশ ধীর গতিতে চলছে। মিঃ চেঙ ও জিয়াওজিয়ান কিছু একটা পরামর্শ করে নিয়ে পাহাড়ি রাস্তার পাশে সবুজ একটা পরিসর দেখতে পেয়ে ওখানে গাড়ি থামানোর জন্য ড্রাইভারকে বললো। ড্রাইভার রাস্তা ছেড়ে সবুজ ঘাসে ছাওয়া জায়গায় গাড়ি থামালো।

জিয়াওজিয়ান গাড়ির পেছন ডালাটা খুলে একটা বড় সাইজের প্যাকেট, কয়েকটি পানিভর্তি বোতল ও একটি ফ্লাস্ক বের করে আমাকে নেমে আসতে বললো।

আমি গাড়ি থেকে নেমে বললাম, মনে মনে ভাবছিলাম যে এই বনাঞ্চলে লাঞ্চ করার কোন রেস্টুরেন্ট কি পাওয়া যাবে? এখন দেখছি লাঞ্চ করার উপায়টা তুমি আগেই চিন্তা করে রেখেছো।

জিয়াওজিয়ান একগাল হেসে বললো, এর কারণ হলো যে আমি জানি বনাঞ্চলে আমরা খাবার কোন জায়গা পাবোনা, তাই কিছু শুকনো খাবার সাথে করে নিয়ে এসেছি।

আমি ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করছে, চলো চটজলদি লাঞ্চটা সেরে ফেলি।

প্রচণ্ড শীতের মধ্যে মাফলার দিয়ে কান বরাবর পেঁচিয়ে নিয়ে মিঃ চেঙ ও জিয়াওজিয়ানকে অনুসরণ করলাম। সবুজ পরিসরটার প্রান্তসীমায় বেশ কয়েকটি কাঠের বেঞ্চ বিন্যস্ত রয়েছ। দেখেই বোঝা যায় যে বেঞ্চগুলো ভ্রমণকারীদের বিশ্রাম বা বিনোদনের জন্য স্থাপিত হয়েছে।

ঐ বেঞ্চগুলোর একটিতে বসে পড়ে জিয়াওজিয়ান বললো, এখানে বসো। শীতের প্রকোপ একটু বেশি হলেও এই ব্যতিক্রমী লাঞ্চপর্বটি তোমার বহুদিন পর্যন্ত স্মরণ থাকবে বলে আমি মনে করি।

আমি বললাম, তুমি যথার্থই বলেছো। সত্যিই এমন অপূর্ব দৃশ্যসম্বলিত সুউচ্চ পর্বতমালার পাদদেশে বসে লাঞ্চ করার সৌভাগ্য আমার কখনো হয়নি। এমন একটা সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য তোমাকে আন্তরিক জানাচ্ছি।

জিয়াওজিয়ান ড্রাইভারকে ডেকে নিয়ে একটা খাবারের প্যাকেট ওর হাতে দিয়ে বললো, প্রথম প্যাকেটটি তোমার প্রাপ্য কারণ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এমন সুন্দর একটি স্থনে তুমি আমাদেরকে নিয়ে এসেছো। ড্রাইভার একগাল হেসে জিয়াওজিয়ানকে ধন্যবাদ জানালো।

এর পরের প্যাকেটটি আমার হাতে দিয়ে জিয়াওজিয়ান বললো, আমি ইতিপূর্বে দু'একবার কুমনিং আসলেও পর্বতসংকুল এমনতরো রাস্তায় কখনো ভ্রমণ করিনি। চল আমরা আজকের এই লাঞ্চ পর্বটাকে প্রাণের মাধুরী মিশিয়ে উদযাপন করি।

আমি খাবারের প্যাকেটটি খুলতে খুলতে বললাম, তুমি সত্যিই প্রকৃতির একজন প্রকৃত বান্ধবী, সুন্দরের অবগাহনে তোমার চিত্ত দ্বিধাহীন। আজকের দিনের কথা আমার মনে থাকবে বহুদিন।

প্যাকেটটা খুলে বড় সাইজের দুটো স্যাণ্ডউইচ, একটা চিকেন ফ্রাই, কিছু পটেটো চিপস্ এবং টক-ঝাল সস্ পেলাম। ক্ষুধাকাতর মানুষ হিসাবে খাবারগুলো নিঃসন্দেহে লোভনীয়। চারিদিকের অপূর্ব দৃশ্যাবলীর মধ্যে খাবারগুলো খেতে শুরু করলাম। বেশিক্ষণ সময় লাগলো না আমার প্যাকেটাই সবার আগে শেষ হয়ে গেলো।

চমক খেলে গেলো যখন জিয়াওজিয়ান চতুর্থ প্যাকেটটি বের করে বললো, এই প্যাকেটি তোমার প্রাপ্য। আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম আমাদের মধ্যে যে সর্বপ্রথম তাঁর প্যাকেটটি শেষ করতে পারবে চতুর্থ প্যাকেটটি সে পাবে এবং সে মতে তুমিই এর ন্যায্য প্রাপক।

আমি জিয়াওজিয়নকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্যাকেকটি গ্রহণ করলাম এবং দেখলাম যে ড্রাইভার তার খাবার শেষ করেছে, দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ড্রাইভারকে প্যাকেটের অর্ধেকটা প্রদান করলাম। ড্রাইভার সানন্দ চিত্তে তা গ্রহণ করলো। খাবারের পর আমাদের যাত্রা পুনর্বার শুরু হলো। মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ শেষ করে আমরা যখন কুমনিংয়ে ফিরে এলাম তখন সূর্য পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়েছে।

হোটেলে প্রাঙ্গণে নামিয়ে দিয়ে ড্রাইভার আমার সামনে এগিয়ে এসে বললো, আমি আমার সাধ্যমতো গাড়ি চালিয়েছি তবে গাড়ি চালনায় কোনরূপ ত্রুটি যদি পেয়ে থাকেন তবে মার্জনা করবেন।

জিয়াওজিয়ান একটু হেসে বিষয়টি আমাকে তরজমা করে জানালো।

আমি বিষয়টি অনুধাবন করে ড্রাইভারের কাঁধে হাত রেখে বললাম, তোমার গাড়ি চালনার দক্ষতা আমাকে চমৎকৃত করেছে। তুমি যে অনেক যত্ন ও সাবধানতার সাথে গাড়ি চালিয়েছো তা কিন্তু আমরা বুঝতে পেরেছি। পাহাড়ি এলাকায় তুষারপাতে ভেজা রাস্তায় গাড়ি চালাতে যে মনোযোগ ও নিমগ্নতার প্রয়োজন তা তোমার মধ্যে পুরোটাই আমরা লক্ষ্য করেছি। তোমাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই, তুমি ভালো থেকো।

ড্রাইভার বেশ খুশি হয়ে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়ি নিয়ে প্রস্থান করলো।

জিয়াওজিয়ান বললো, সন্ধ্যায় ডিনার পার্টিতে সিটি মেয়র ও প্রশাসনের উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন বলে মিসেস লুহুয়া জানিয়েছেন। আপনি সাতটার সময় প্রস্তুত হয়ে থাকবেন।

আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়ে লিফটে উঠে পড়লাম। রুমে গিয়ে একটু পরিপাটি হয়ে ল্যাপটপ নিয়ে বসলাম। ঘন্টা দেড়েক পর মনে হলো যে এবারের সফরের প্রতিবেদনটির খসড়া প্রস্তুত হয়ে গেছে। তবে জিয়াওজিয়ানের সাথে আলোচনা করে আরো কিছু তথ্য সন্নিবেশের প্রয়োজন বল মনে হলো। বেইজিং পৌঁছুনোর পর চূড়ান্ত করবো বলে ল্যাপটপটা বন্ধ করলাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম, সাতটা বাজতে মাত্র পনেরো মিনিট বাকি। জিয়াওজিয়ানের সাথে ডিনারে যেতে হবে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে নিচে নেমে এলাম। রিসিপশন ডেস্কের সন্নিকটে জিয়াওজিয়ানকে পেলাম।

জিয়াওজিয়ান শুভ সন্ধ্যা বলে আমাকে সম্ভাষণ জানিয়ে বললো, গাড়ি এসে গেছে। আমরা কি এখন যেতে পারি?

আমি বললাম, শুভ সন্ধ্যা, আমি প্রস্তুত।

আমরা গাড়িতে উঠলাম। প্রশস্ত পথ ধরে গাড়ি এগিয়ে চললো। আলো ঝলমল কুমনিং শহর।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের গাড়ি খানদানি একটা হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ালো। আমরা গাড়ি থেকে নেমে হোটেলে প্রবেশ করলাম। রিসিপশন ডেস্কের সামনেই মিসেস লুহুয়ার দেখা পেলাম।

মিসেস লহুয়া সহাস্যে সম্ভাষণ জানিয়ে আমার সাথে করমর্দন করে বললেন, আশা করি আপনার স্বাস্থ্য ভালো আছে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে আপনার সফর ফলপ্রসু হয়েছে।

আমি মিসেস লুহুয়ার প্রতি আন্তরিক হয়ে বললাম, আপনার সার্বিক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সারাদিনে আমরা বেশ কয়েকটা গ্রাম দেখেছি এবং ভূমিকম্পের পরবর্তী প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছি।

মিসেস লুহুয়াকে অনুসরণ করে আমরা একটা প্রশস্ত কক্ষে প্রবেশ করলাম। কক্ষের মাঝ বরাবর বিশাল টেবিলের চারদিকে দশ-বারো জনকে উপবিষ্ট দেখলাম। আমরা প্রবেশ করা মাত্রই সবাই দাঁড়িয়ে আমাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করলেন।

টেবিলের প্রান্ত সীমায় কুনমিং সিটি মেয়রের প্রতিনিধির পাশে আমি দণ্ডায়মান হলাম। আমার পাশে মিসেস লুহুয়া সবার সাথে আমাকে এবং জিয়াওজিয়ানকে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং সবাইকে উপবিষ্ট হওয়ার অনুরোধ জানালেন।

এবার মিসেস লুহুয়া আমাদের কুনমিং সফরের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে আমাকে কিছু বলার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

আমি সংক্ষিপ্তাকারে আমার কুনমিং সফরর উদ্দেশ্য বর্ণনা করলাম। জিয়াওজিয়ান যথারীতি আমার বক্তব্য তরজমা করে সবাইকে অবহিত করলো।

সিটি মেয়রের প্রতিনিধি তাঁর বক্তব্যে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, আর্ত মানবতার সেবায় সাড়া দেয়ার কৌশলের উন্নয়ন অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। একটি দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার পর যে বিপর্যয়কর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তা কিন্তু অন্য একটি দুর্যোগের বেলায় ভিন্নতর রূপে আবির্ভূত হয়ে থাকে। এজন্যই দুর্যোগের অগ্রপশ্চাদ প্রতিক্রিয়াসহ এর গতিপ্রকৃতি সঠিকভাবে বুঝতে হবে এবং সাড়া দেয়ার ক্ষমতায় লাগসই পরিবর্তন আনতে হবে। আপনারা যারা এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন তাঁদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং আশা পোষণ করি যে আপনাদের নিরলস চেষ্টায় দুর্যোগ সাড়াদান প্রক্রিয়া উন্নততর হবে এবং মানুষের দুঃখ কষ্ট বহুলাংশে লাঘব হবে।

সিটি মেয়রের বক্তৃতার পর আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ জানালাম।

এরপর ভোজনের পালা শুরু হলো। প্রথমেই মদ জাতীয় পানীয় পরিবেশিত হলো। পূর্বে স্থিরকৃত ব্যবস্থা হিসাবে জিয়াওজিয়ান সবার অলক্ষ্যে আমার গ্লাসে পানি ঢেলে দিতে লাগলো এবং আমি

তা অবলীলাক্রমে পান করে চললাম। নানাবিধ গল্পগুজবের মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত হতে থাকলো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই খাবার পরিবেশিত হলো। নানাবিধ খাবারের ডিস। টেবিলের মাঝ বরাবর একটা বিশাল একটা ফ্রাই করা মাছ, কয়েক প্রকারের রান্না করা মুরগি, ভেজিটেবল ইত্যাদি দেখে ভাবলাম যে মিসেস লুহুয়া আমার রুচিমাফিক খাবারগুলো নির্ধারণ করেছেন।

জিয়াওজিয়ান একটু মুচকি হেসে বললো, খাবারগুলো দেখে নিশ্চয়ই ভাবছেন যে সবগুলো খাবারই আপনার উপযোগী হিসাবে পরিবেশিত হলো কি ভাবে। আসলে প্রথমদিন বাচ্চা মৌমাছির ফ্রাই পরিবেশনের পর আমি মিসেস লুহুয়াকে আপনার পছন্দের খাবারগুলোর বিষয়ে বলেছিলাম। এখন দেখতে পাচ্ছি যে এতে কাজ ভালো হয়েছে।

আমি জিয়াওজিয়ানকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, কাজটা তুমি যথার্থই করেছো, তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এরপর শুরু ভোজনের পর্ব শুরু হলো। স্যুপ ছাড়া সব আইটেমগুলোই খেলাম। খাবারের মধ্যে কেমন যেনো একটা দেশীয় আমেজ অনুভব করলাম। বিশেষ করে মাছ ও মুরগির তরকারিতে। সবাই পেট পুরে খাচ্ছে দেখে ভালো লাগলো। খাবারের শেষে কয়েক ধরনের কেক পরিবেশন করা হলো।

মিসেস লুহুয়া বললেন, এই কেকগুলো ইউনান প্রদেশের ঐতিহ্যবাহী খাবার হিসাবে পরিগণিত।

আমি বিভিন্ন পদের কয়েকটি কেক প্লেটে তুলে খেতে শুরু করলাম এবং দু একটির মধ্যে আমাদের দেশের শীতকালীন পিঠার স্বাদ অনুভব করলাম।

আমি মিসেস লুহুয়াকে বললাম, কেকগুলো নিঃসন্দেহে সুস্বাদু এবং দু একটার সাথে আমাদের দেশের কেকের সাদৃশ্যও রয়েছে।

মিসেস লহুয়া হাসির একটা আলোড়ন তুলে বললেন, আপনার বাংলাদেশতো ইউনান প্রদেশ থেকে বেশি দূরে নয়, সে মতে দু দেশের মধ্যে কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সামঞ্জস্য থাকাটাইতো স্বাভাবিক।

মিসেস লুহুয়ার উচ্চ হাসির সাথে আমরা সামিল হলাম।

খাবারের পর্ব শেষ হলো এবং একে একে সবাই প্রস্থান করলো।

মিসেস লুহুয়া আমাদের সাথে গাড়িতে উঠে বললেন, এই প্রতিবেদনে ভূমিকম্প পরবর্তী এ পর্যন্ত প্রাপ্ত ক্ষয়ক্ষতির বিশদ বিবরণ রয়েছে। পরবর্তী প্রতিবেদন প্রস্তুত হওয়া মাত্রই আমি একটা কপি জিয়াওজিয়ানের নিকট প্রেরণ করবো। কাল সকালে ভূমিকম্প সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ সভায় অংশগ্রহণ করবো বিধায় সকালে আপনার সাথে দেখা করা সম্ভবপর হবে না।

নিয়ন লাইটে ঝলমলে রাতের কুনমিংয়ের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলছে গাড়ি।

আমি বললাম, সকালের ফ্লাইটে আমরা বেইজিং ফিরে যাবো বিধায় সকালে আর দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে এই কুনমিং সফর ও আপনাদের আন্তরিকতা ও আতিথেয়তার কথা আমার স্মরণ থেকে কখনো মুছে যাবে না। আপনাকে ও আপনার দপ্তরের সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

মিসেস লুহুয়া বললেন, আমি আশা করি আপনি পুনর্বার কুনমিংয়ে আসবেন এবং ভূমিকম্প পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করবেন এবং এখানকার কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণা লাভ করবেন।

আমি বললাম, পরবর্তীতে কুনমিং আসার জন্য আমি সচেষ্ট থাকবো। আসলে আরো দু একটা দিন এখানে থাকার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু কর্তব্যের টানে পারা গেলো না।

আরো কিছু কথপোকথনের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের হোটেলে পৌঁছে গেলাম।

মিসেস লুহুয়া আমাদেরকে পুনর্বার ধন্যবাদ জানিয়ে প্রস্থান করলেন। আমরাও তাঁকে হাত নেড়ে বিদায় জানালাম। মিসেস লুহুয়ার গাড়ি আলো ঝলমল প্রশস্ত পথে দৃষ্টির বাইরে অপসৃত হলো।

জিয়াওজিয়ান সকাল আটটায় প্রস্তুত থাকার জন্য আমাকে পুনর্বার স্মরণ করিয়ে রিসিপশন ডেস্কে দায়িত্বে থাকা মহিলার সাথে আমাদের চেক আউট সংক্রান্ত বিষয়ে কথাবর্তায় মনোযোগী হলো।

আমি ওদেরকে শুভ রাত্রি বলে তিন তলায় আমার রুমে চলে এলাম। কাপড়চোপড় বদলিয়ে হাতমুখ ধুয়ে ল্যাপটপ নিয়ে বসলাম। কুনমিং সফর ও পর্যবেক্ষণের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো যত্নের সাথে লিপিবদ্ধ করলাম। রাত প্রায় বারোটায় বিছানায় গিয়ে গা এলিয়ে দিলাম। ক্লান্তি থাকা সত্ত্বেও ঘুমে আচ্ছন্ন হতে বেশ কিছুটা সময় লাগলো।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে যখন উঠলাম তখন সাড়ে ছয়টা বাজে। জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করলাম কিন্তু জলীয় বাষ্পের আবরণে জানালার কাঁচ স্বচ্ছতা হারিয়েছে বিধায় কিছুই দেখতে পেলাম না। জানলাটা খুলতেই একরাশ শীতার্ত বাতাস আমার চোখেমুখে শিহরণ জাগিয়ে রুমের ভেতরে প্রবেশ করলো। তুষারপাত হচ্ছে না দেখে স্বস্তি পেলাম। তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করে দিলাম। রুমের ভেতরেই কিছুটা সময় পায়চারি ও শরীরচর্চা করে নিলাম। এরপর গরম পানিতে ভাল করে শাওয়ার নিয়ে পরিপাটি হলাম। সাড়ে সাতটা নাগাদ নিচে নেমে সুটকেসটা রিসিপশনে রেখে রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করলাম।

কোণের একটি টেবিল থেকে জিয়াওজিয়ান আমাকে শুভ সকাল বলে সম্ভাষণ জানিয়ে আমাকে স্বাগত জানালো। আমিও তাঁকে সম্ভাষণ জানিয়ে একটা চেয়ার টেনে তাঁর সামনাসামনি বসলাম।

জিয়াওজিয়ান বললো, আশা করি রাতে ঘুম ভালো হয়েছে। আর আধা ঘন্টার মধ্যেই গাড়ি চলে আসবে। চলুন ব্রেকফাস্ট সেরে নেই।

আমি বললাম, রাতে বিছানায় যেতে কিছুটা বিলম্ব হলেও ঘুম ভালো হয়েছে। চলো, খাবার নিয়ে আাসি।

বেশ বড় একটা রেস্টুরেন্ট কিন্তু অতিথি আমরা মাত্র কজন, হয়তো কিছুটা সময় পরে সবাই এসে জড়ো হবে। ব্রেকফাস্ট সেরে হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে একটা রুমাল বের করতে গিয়ে হঠাৎ করে কয়েকটি ফটোগ্রাফ ফ্লোরে ছিটকে পড়লো।

জিয়াওজিয়ান ছবিগুলো তুলে নিয়ে সেগুলো দেখতে দেখতে বললো, এরা কি আপনার পরিবারের সদস্য?

আমি বললাম, হ্যাঁ, আমার স্ত্রী, দুই কন্যা ও একমাত্র পুত্র।

জিয়াওজিয়ান বললো, আপনার পরিবারের সবাই খুব কিউট। আপনার পুত্র কিন্তু অসাধারণ, ওর

বয়স কত হবে? ওদের নাম জানতে ইচ্ছে করছে।

আমি বললাম, আমার বড় মেয়ের নাম ইমন এবং ছোট মেয়ের নাম চমন। ছেলেটার নাম উল্লাস এবং ওর বয়স প্রায় চার বছর হবে।

জিয়াওজিয়ান উচ্ছসিত হয়ে প্রলম্বিত একটা হাসির রেখা টেনে বললো, মন চাইছে যে আমার একটা মেয়ে থাকলে আপনার ছেলের সাথে ওর বিয়ে দিতাম। যদিও এখনোও কোন সন্তান জন্ম দিতে পারিনি তবে এর অর্থ এই নয় যে ভবিষ্যতে পারবো না।

আমি ওর হাসির সাথে হাসি মিলিয়ে বললাম, তুমি কি আন্তর্জাতিক বন্ধন সৃষ্টির কথা চিন্তা করছো?

জিয়াওজিয়ান বললো, কথাটা সেভাবে চিন্তা করে বলিনি। তবে আপনি যা বললেন তা কিন্তু খুবই অর্থবহ বলে বিবেচনা করছি। আন্তর্জাতিক বিবাহ বন্ধন, শুনতেই কেমন যেনো বিশ্বভ্রাতৃত্বের গন্ধ পাচ্ছি। আমি জানি না যে এই বিষয়টি নিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ চিন্তা ভাবনা করেছে কিনা। তবে আমরা করতে পারি। আমরা এ সংক্রান্ত একটা সংস্থা গঠন করতে পারি এবং বিশ্বব্যাপী এই আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে পারি। এতে করে বিভিন্ন দেশের মানুষের সাথে বন্ধন আরো নিবিড় ও সুদৃঢ় হবে। আমরা যদি এই আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারি তবে মানুষে মানুষে হানাহানি, যুদ্ধ বিগ্রহ আর থাকবে না, ফলে এ পৃথিবীটা হয়ে উঠবে একটা আনন্দের আধার, সত্যিকারের সোনার পৃথিবী।

আমি বললাম, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তোমার ধারণাটি অবশ্যই একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসাবে পরিগণিত হতে পারে তবে এই ধারণাটিকে বাস্তবে রূপলাভ করানো সহজসাধ্য নয়।

জিয়াওজিয়ান বললো, আত্মনিয়োগের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারলে একদিন এটিকে আন্দোলন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব বৈকি।
আমি একগাল হেসে জিয়াওজিয়ানের কথায় সায় দিলাম।

ব্রেকফাস্ট সেরে বাইরে গিয়ে দাঁড়াতেই গাড়ি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। ড্রাইভার নেমে আমাদেরকে সম্ভাষণ জানালো। আমরা গাড়িতে উঠলাম। সকালের কুনমিং শহর। রাস্তায় ট্রাফিক স্বাভাবিকের চেয়েও কম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এয়ারপোর্টে পৌছলাম। ডিসপ্লে অনুযায়ী এখনো ত্রিশ মিনিট পর বোর্ডিং শুরু হবে।

জিয়াওজিয়ান বললো, চলুন আরো এক কাপ কফি পান করি। ব্রেকফাস্টের কফিটা কেমন যেনো হালকা হালকা ছিলো।
আমি তথাস্তু বলে জিয়াওজিয়ানকে অনুসরণ করে একটা কফি শপে গিয়ে বসলাম।

জিয়াওজিয়ান দু কাপ কফির অর্ডার দিয়ে বললো, আসলে এবারের ভূমিকম্পে মৃত্যুর সংখ্যা কম হলেও ক্ষয়ক্ষতি কিন্তু কম হয়নি।

আমি বললাম, মিসেস লুহুয়া যে প্রতিবেদনটি দিলেন তাতে কি মৃতের সংখ্যা আরো বেড়েছে?

জিয়াওজিয়ান বললো, অতিরিক্ত আরো দুজনের কথা উল্লেখ রয়েছে।

আমি বললাম, মৃতের সংখ্যা অরোও বাড়বে বলে আশংকা করছি না। তবে এ কথা বলতেই হবে যে রিখটার স্কেলে প্রায় ছয় মাত্রার ভূমিকম্পে তুলনামূলকভাবে ক্ষয়ক্ষতি কম হয়েছে।

গরম কফির কাপটা হাতে তুলে নিয়ে জিয়াওজিয়ান বললো, দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর প্রয়াস যে

পরিমাণে হওয়া দরকার তাতে যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। একটা দুর্যোগ হয়ে যাওয়ার পর ধ্বংসযজ্ঞের উপর দাঁড়িয়ে আমরা বলি যে এটা হলে ভালো হতো, ওটা হলে ভালো হতো কিন্তু দুর্যোগের রেশটা কেটে যাওয়ার পর সব কিছুই আমরা বেমালুম ভুলে যাই।

আমি বললাম, তুমি যথার্থই বলেছো। শুধু এখানেই নয় পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ধরন একই রকম তথৈবচ। অবশ্য এর পেছনে নানাবিধ কারণ বিদ্যমান।

জিয়াওজিয়ান বললো, একটা দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার খবর পেলেই মনটা বিষণ্নতায় ভরে যায়। মনে হয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সত্যিকারের অঙ্গীকার ও সমন্বিত প্রচেষ্টা থাকলে ক্ষয়ক্ষতি যথেষ্ট পরিমাণে কমানো যেতো।

এমন সময় ফ্লাইটে বোর্ডিংয়ের ঘোষণা হলো। আমরা কফি শপ থেকে উঠে নির্ধারিত গেট বরাবর এগিয়ে গেলাম এবং বিমানে আহরণ করলাম।

নির্ধারিত সময়েই বিমান আকাশে উড়লো। আবার একটা দীর্ঘ ভ্রমণ। জানালার পাশে বসে নিচে পর্বত সংকুল বিস্তীর্ণ ভূমি ও আকাশে ভেসে বেড়ানো মেঘের অপরূপ দৃশ্যাদি দেখতে দেখতে ভাবলাম যে ভূমিকম্পজনিত প্রতিবেদনটি বিমানে বসে শেষ করতে পারলে ওটা আজকেই বসের নিকট জমা দিতে পারবো। আমি জিয়াওজিয়ানের সাথে আলাপ আলোচনা করে বেশ কিছু তথ্য পেলাম এবং ল্যাপটপ নিয়ে ওটাতে নিমগ্ন হলাম। এরমধ্যে একবার পরিবেশিত কফি পান করলাম। প্রায় এক ঘন্টা পর মনে হলো যে প্রতিবেদনটি এবার সম্পূর্ণ হয়েছে। আনন্দে মনটা ভরে উঠলা। এর মধ্যে মাঝে মাঝে জিয়াওজিয়ানের সাথে ভ্রমণ সংক্রান্ত কিছু কথাবার্তাও বলতে হয়েছে। এখন সম্পূর্ণ চাপমুক্ত পরিবেশের মধ্যে একটা অবসাদ যেনো আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো, আমি দু চোখ বুজে মায়াভরা এক আবেশের মধ্যে নিমজ্জিত হলাম এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

কাপ-প্লেট ঠোকাঠুকির শব্দে চোখ মেলে তাকালাম।

জিয়াওজিয়ান বললো, লাঞ্চ পরিবেশিত হচ্ছে।

আমি বললাম, কখন ঘুমিয়ে গেছি ঠাওর করতে পারিনি।

জিয়াওজিয়ান বললো, এর মধ্যে বেশ সময় পার হয়ে গেছে। ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলে বিধায় বিরক্ত করিনি।

ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওয়াশ রুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম।

চিকেন সহযোগে ন্যুডুলস, ব্রেড-বাটার ও পরিশেষে গরম কফির আমেজে ভালই লাগছে। এখন শরীরটা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

জিয়াওজিয়ান বললো, আমাদের এই সফরটা আরো দুটো দিন প্রলম্বিত হলে ভালো হতো। কুনমিংয়ে দেখার মতো অনেক কিছু ছিলো। চীনের এই ইউনান প্রদেশে এটাই আমার প্রথম সফর। দেখার মতো কয়েকটা জায়গার তালিকাও করে রেখেছিলাম কিন্তু এবার তা বাস্তবায়ন করা গেলোনা।

আমি বললাম, এতো দূরের কোন বিখ্যাত জায়গায় গিয়ে ঝুলিতে কিছু না নিয়ে ফিরতে হলে দুঃখতো কিছুটা হবেই। আমিও তোমার মতোই অতৃপ্ত। তবে তোমার বেলায় এখানে ফিরে আসা

যতটা সহজ আমার বেলায় তা কিন্তু নয়। চীন দেশে আমার মিশনের সময়কাল প্রায় শেষের দিকে। আরেকবার আমি কুনমিং আসবো এমন সম্ভাবনা আর দেখছি না। তবে তোমার এখানে ফিরে আসার সম্ভাবনা কিন্তু প্রচুর।

জিয়াওজিয়ান একটা তৃপ্তির হাসি হেসে বললো, আমি তোমার দিকটা বিবেচনায় নিয়েই কথাটার অবতারণা করেছি, আমার কথা ভেবে বলিনি। কে জানে হয়তোবা কদিন পরেই ত্রাণ কাজে অংশ নেয়ার জন্য আমাকে এখানে আসতে হবে। তোমার প্রতিবেদনের পর এবারের ইউনান ভূমিকম্পের ত্রাণ কাজ সম্পাদনের জন্য জেনেভা থেকে যে আন্তর্জাতিকভাবে আপীল ঘোষণা করা হবে সে বিষয়ে আমি শতভাগ নিশ্চিত।

আমি বললাম, হয়তোবা তোমার কথাই সঠিক হবে।

প্রসঙ্গটা লুফে নিয়ে জিয়াওজিয়ান বললো, এখানেতো কাজের পরিধি আরো বিস্তৃত হয়েছে এবং সে প্রেক্ষিতে তোমার মিশনের পরিসরটা আরো বাড়ানো যেতে পারে।

আমি বললাম, সেটা হলে আমি খুশি হতাম কিন্তু আমার নিজ দেশে যে জায়গাটায় আমি কাজ করতাম তা কিন্তু খালি পড়ে রয়েছে। ইতিমধ্যে মঙ্গোলিয়াতে একটা মিশনের জন্য জেনেভা আমার কথা ভাবছে বলে জানতে পেরেছি তবে বাংলাদেশে আমাদের সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল তা বিবেচনা করবেন কিনা বলতে পারছি না।

জিয়াওজিয়ান বললো, আমরা আশা করবো চীন দেশে তোমার কাজের স্থায়িত্ব ও পরিসর আরো বৃদ্ধি পাক।

আমি বললাম, আসলে চীন এমন একটা দেশ যেখানে সৌন্দর্যের সাথে বৈচিত্রের সমাহার অতুলনীয়। আমার স্বল্প সময়ের এই মিশনে আমি হুবেই, আনহুয়ি, হুনান, শিয়াংশী, লায়নিং ও ইউনান প্রদেশসমূহে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি এবং যখন যেখানে গিয়েছি সেখানের সৌন্দর্য ও রূপ-বৈচিত্রে বিমোহিত হয়েছি। সবচেয়ে বড় কথা হলো এদেশের হাজার বছরের ঐতিহ্য ও কৃষ্টি অন্বেষণ করে বের করতে হয়না, আপনা আপনিই তা চোখের সামনে প্রতিভাত হয়। আমারতো মনে হয় যে, হাজার হাজার বছরের প্রচেষ্টায় মানব সভ্যতার যে উন্মেষ আজ ঘটেছে তাতে চীন দেশের অবদান কতটুকু তা আমরা পরিমাপ করতে পারবো না। তাইতো এটা সর্বদাই বলি যে এমন একটা দেশে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য বলে মনে করি।

জিয়াওজিয়ান বললো, তোমার মিশনের যে কয়টা দিন অবশিষ্ট রয়েছে সেটা সদ্ব্যবহারের সঠিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। তুমিতো কাজের মধ্যেই ডুবে ছিলে, অপরূপ এই দেশটার কতটুকুই বা অবলোকন করতে পেরেছো?

আমি বললাম, বিরাজমান অবস্থায় নতুন কোন পরিকল্পনা করা যাবে না। তুমিতো জানই যে মিশন শেষ করারও একটা প্রস্তুতি আছে এবং আমাকে এখন তাই করতে হবে। আমাকে নিয়ে তোমার এই ভাবনার জন্য তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে ভবিষ্যতে কোন কাজে আবার যে চীন দেশে আসতে পারার সম্ভাবনা তো রয়েছেই।

জিয়াওজিয়ান একটু হেসে এ প্রসঙ্গে আর কোন কথা না বলে তাঁর হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে একটা বই নিয়ে তাতে নিমগ্ন হলো। এই মুহূর্তে ওর ভাবনার মিশ্র প্রতিক্রিয়ার কিছুটা হলেও আঁচ করতে পারলাম। মাত্র কয়েকদিনের পরিচয়েও একজন মানুষ অন্যজনের মঙ্গলের জন্য কি নিবিড়

ভাবেইনা অভিলাষী হতে পারে তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পূর্বেও বহুবার হয়েছে আজ আবার সেটাই অনুভব করলাম।

বিমান যখন বেইজিংয়ে অবতরণ করলো তখন ভরদুপুর। আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম, অপেক্ষমান ড্রাইভার আমাদেরকে স্বাগত জানালো। গাড়ি ছুটে চললো বেইজিং শহরের দিকে। রাস্তায় প্রচুর পরিমাণে ট্রাফিক। জিয়াওজিয়ান আমাকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে অফিসে দেখা হবে বলে প্রস্থান করলে।

আমি রুমে গিয়ে পরিপাটি হয়ে বাইরে বের হয়ে অফিসের পথ ধরলাম। আধা ঘন্টার মধ্যেই অফিসে পৌঁছুলাম এবং প্রতিবেদনটি প্রিন্ট করে নিলাম এবং বসের রুমের দিকে এগিয়ে গেলাম।

বসও এই সময়ে তাঁর রুমের বাইরে এলেন এবং আমাকে দেখেই উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, তোমার কথাই ভাবছিলাম। আশা করি তুমি ভাল আছো এবং আশা করি তোমার সফরটাও ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

আমি বসকে সম্ভাষণ জানিয়ে বললাম, আমি সম্পূর্ণ ভালো আছি এবং সফরটাও ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি।

বস অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন, তোমার প্রতিবেদনের অপেক্ষায় রয়েছি। তোমার মতামতের উপর ভিত্তি করেই জেনেভা থেকে আপিল লাঞ্চের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

আমি আমার হাতটা প্রসারিত করে প্রতিবেদনটি বসের হাতে দিলাম।

প্রতিবেদনটি লুফে নিয়ে দু-একটি পাতা উল্টিয়ে দেখে বস বললেন, সফর থেকে ফিরে আসার সাথে সাথেই প্রতিবেদনটি যে আমার হাতে তুলে দিতে পারলে এটা তোমার কর্তব্যের প্রতি একাগ্রতা ও নিষ্ঠার দিব্য প্রকাশ। নিশ্চয়ই তুমি সফরের মধ্যেই প্রতিবেদনটি লিখে ফেলেছো। তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি একটুখানি হেসে বসকে আমার অভিব্যক্তি প্রকাশ করলাম।

বস বললেন, আমি এখুনি জেনেভায় মেল পাঠাচ্ছি। যদিও প্রাথমিকভাবে দশ হাজার পরিবারের ত্রাণ সহায়তার জন্য জরুরি ত্রাণ সহায়তা ফাণ্ড থেকে কিছু অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তবে বাকিটা আপিলের পর নির্ধারিত হবে। তুমি একদিন অনেক পরিশ্রম করেছো। কাল তুমি বিশ্রাম নেবে, অফিসে আসবে না।

তড়িঘড়ি করে বস তাঁর রুমে প্রবেশ করলেন। আমি আমার রুমে প্রত্যাবর্তন করলাম। টেবিলের উপর এলোমেলো কাগজপত্র গোছগাছ করতে করতে চেয়ারে বসেই ভাবলাম যে চীন দেশে আমার মিশনের সময়কাল সীমিত হয়ে আসছে। ক্যালেণ্ডার দেখে আমি নিজেই অবাক হলাম। আর মাত্র দশদিন পর আমাকে বেইজিং ছাড়তে হবে। সামনের দিনগুলোতে কি কি কাজ করতে হবে তা মনের ভেতরে উঁকি দিতে থাকলো। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো মিশন শেষের প্রতিবেদন তৈরি করা। এছাড়া বড় ধরনের কোন কাজ আমার বাকি নেই। আমি চীনে আমার মিশন শুরু করার পর থেকে আজ অব্দি কোন কাজ অসমাপ্ত রাখিনি। মিশন রিপোর্টটা দু-একদিনের মধ্যেই লিখা শুরু করবো বলে মনে মনে অঙ্গীকার করলাম। বস আমাকে আগামীকাল ছুটি দিয়েছেন। তার দুইদিন পর সাপ্তাহিক ছুটি। এই বন্ধের সময়টা সদ্ব্যবহার করতে পারলে মিশন রিপোর্টের অর্ধেকটা লিখে ফেলতে পারবো বলে ধারণা করলাম।

এরমধ্যে সোলভেগ আমার রুমে ঢুকে আমাকে সম্ভাষণ জানিয়ে বললো, তুমি কেমন আছো? তোমার তো দেখাই পওয়া যায় না।

আমি বললাম, ভাল আছি। ইউনান ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের জন্য কয়েকদিনের জন্য কুনমিং গিয়েছিলাম। হয়তোবা তাই তোমার সাথে দেখা হয়নি।

সোলভেগ বললো, ইউনান ভূমিকম্পের বিষয়ে তুমি কি তোমার প্রতিবেদন চূড়ান্ত করেছো? কারণ ঐ প্রতিবেদনের একটা কপি আমার প্রয়োজন।

আমি বললাম, হ্যাঁ, প্রতিবেদনটি বসের নিকট জমাও দিয়ে দিয়েছি। তবে মেইল করে তোমাকে প্রতিবেদনটি পাঠাচ্ছি।

সোলভেগ আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললো, যদি তোমার সময় থাকে তবে চলেনা আজ আমরা একসাথে ডিনার করি। আমি সোলভেগকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, আজ দুপুরেইতো সফর থেকে ফিরেছি, হাতে কিছু কাজও রয়েছে। অন্য কোনদিন তোমার সাথে অবশ্যই ডিনার করবো।

সোলভেগ আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রস্থান করলো।

একটু পরেই সিনথিয়ার ফোন পেলাম। সে আমার সাথে সন্ধ্যার সময় দেখা করবে বলে জানালো।

অফিসের কাজকর্ম শেষ করে হোটেল ফিরে এলাম। সন্ধ্যা হতে বেশি বাকি নেই। হাতমুখ ধুয়ে পোষাক পরিবর্তন করে পরিপাটি হয়ে নিলাম। বাইরে ঠান্ডার প্রকোপ বেশি, কে জানে সিনথিয়ার সাথে বাইরে কোথায়ও যেতে হবে কিনা।

অল্পক্ষণের মধ্যেই রিসিপশন থেকে সিনথিয়ার ফোন পেলাম। নিচে নেমে এসে লবিতেই ওকে পেলাম।

শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর সিনথিয়া বললো, আশা করি ভালো আছো। সকালের ফ্লাইটেই কি ফিরে এসেছো?

আমি বললাম, হ্যাঁ, সকালের ফ্লাইটাই ধরতে পেরেছি এবং দুপুরের মধ্যেই বেইজিং পৌঁছেছি।

সিনথিয়া বললো, চল, রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসি।

আমরা রেস্টুরেন্টে গিয়ে এক কোণায় একটা টেবিল নিয়ে বসলাম। এখান থেকে বাইরের দৃশ্য ও আকাশের কিয়দাংশ দৃষ্টিগোচর হয়। রেস্টুরেন্টে ভিড় এখনও বাড়েনি, বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটা টেবিলে মাত্র সাত আট জন অতিথি রয়েছে।

আমি বললাম, কুনমিং থেকে পরশুদিন তোমাকে বিদায় দেয়ার পর রাতে ভূমিকম্পের প্রবল ঝাঁকুনির অভিজ্ঞতা লাভ করেছি এবং ঐ রাতেই তোমাকে নিয়ে এক দুর্দান্ত স্বপ্ন দেখেছি। তুমি আর আমি মিলে ভূমিকম্পে আটকে পড়া লোকজনকে উদ্ধার করছিলাম এবং অসংখ্য দুর্গত মানুষজনকে আশ্বাস দিচ্ছিলাম যে ভয়ের কিছূ নাই, মনোবল হারাবেন না ইত্যাদি ইত্যাদি।

সিনথিয়া একটু হেসে বললো, আমরা যে কাজ করতে অভিলাষী সেই স্বপ্নইতো দেখবো। একজন মানবসেবী মানুষের মঙ্গলজনিত স্বপ্ন দেখবে এটাইতো স্বাভাবিক।

তা ইউনান ভুমিকম্পের হালহকিকত কেমন দেখলে? আশা করি পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলে সফর করতে পেরেছো।

আমি বললাম, হ্যাঁ, পাহাড়ি এলাকার চড়াই উৎরাই পথে ছোটখাট ধসের কারণে যে প্রতিবন্ধকতা

সৃষ্টি হয়েছিলো তা অপসারিত হওয়ায় সফরটা করতে পেরেছি। তবে তোমার কথাই ঠিক যে এবারের ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা খুবই কম যদিও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্য।

সিনথিয়া বললো, আজ সকালে আমাদের সংস্থার এক সভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, যেহেতু স্থানীয় সরকার ও বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী সাহায্য-সহযোগিতা করছে সেহেতু আমরা ইউনানে এবার ত্রাণকাজে অংশগ্রহণ করছি না।

তাছড়া পাহাড়ি এলাকার জনগোষ্ঠীর গৃহ নির্মাণে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য সামগ্রী যেমন কাঠ, পাথর, বাঁশ ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য। তবে শক্ত-সমর্থ ঘর নির্মাণ সংক্রান্ত কারিগরী সহায়তা প্রদানের জন্য আমরা কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। তা তোমরা কি ধরনের সহায়তা করবে বলে ভাবছো?

আমি বললাম, সফর থেকে ফেরার পরই আজ অপরাহ্নে আমার প্রতিবেদন বসের কাছে জমা দিয়েছি এবং বস তাৎক্ষণিকভাবে জেনেভায় আমাদের সদর দপ্তরে তা প্রেরণ করেছেন। আশা করছি এবারের ইউনান ভূমিকম্পে জেনেভা থেকে আপিল লাঞ্চ করা হবে। ইত্যবসরে দশ হাজার পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী বিতরণ আগামী দুদিনের মধ্যেই শুরু হবে।

সিনথিয়া বললো, এই ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের সময় তুমি কি পুনরায় কুনমিং যাবে?

আমি বললাম, ত্রাণসামগ্রী বিতরণে আমার যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। তাছাড়া আমার মিশনের সময়কাল শেষ হতে আর মাত্র দশদিন বাকি। সংক্ষিপ্ত এসময়ে ইচ্ছা থাকলেও বাইরে কোথায়ও সফরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছি না।

আমার প্রস্থানের কথা শুনামাত্রই সিনথিয়া এমনভাবে নড়ে উঠলো যেনো ওর সাড়া শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেলো। মায়াবী ও বিস্ফোরিত একটা অভিব্যক্তিতে সে যেনো কেঁপে উঠলো। ডাগর দুটি চোখ প্রসারিত করে আমার দিকে তাকালো। এই মুহূর্তে ওর রক্তিম মুখমণ্ডল ও এমন অসাধারণ অভিব্যক্তি আমি এর আগে কখনো প্রত্যক্ষ করিনি। মনে মনে ভাবলাম যে চীন থেকে আমার প্রত্যাবর্তনের সময়কালটা জানলেও নির্দিষ্ট দিন তারিখতো আর সে জানেনা, আজ যখন বিষয়টি প্রকাশ হলো যে আর মাত্র দশদিন পর আমাকে ফিরে যেতে হবে তখন তাঁর এই আশ্চর্যান্বিত পরিবর্তন ও বিস্ময় প্রকাশ অস্বাভাবিক নয়।

কিছুটা সময় নিচের দিকে তাকিয়ে থেকে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, উঠো।

আমি বললাম, কোথায় যাব? এখানেতো আমাদের ডিনার করার কথা।

আমার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে আমাকে অনুসরণ কর বলে সে লবির দিকে হাঁটা শুরু করলো। আচমকা ঘটে যাওয়া ঘটনার অতিশয্যে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। একটা চাপা বিষাদে আমার হৃদয়-মন ছেয়ে গেল। কেমন যেনো একটা স্মৃতিবিধুরতা আমাকে পেয়ে বসেছে। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত সিনথিয়ার পেছনে হাঁটতে শুরু করলাম।

লবি পার হয়ে সিনথিয়া হোটেলের বাইরে বেরিয়ে আসলো।

মুহূর্তের মধ্যে ওর নীল রংয়ের গাড়িটা স্ট্রাট দিয়ে আমাকে বললো, গাড়িতে উঠো।

সুবোধ বালকের মতো আমি গাড়িতে উঠে বসলাম। সিনথিয়ার গাড়ি উন্মুক্ত রাস্তায় বের হলো।

নির্বিকার অভিব্যক্তি নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে সিনথিয়া। ওর মুখে কোন কথা নেই। আমিও চুপচাপ বসে সন্ধ্যার বেইজিংয়ের দৃশ্যাদি দেখছিলাম তবে মনের ভেতর আলোড়ন আমারও হচ্ছিলো। স্পষ্ট অনুধাবন করলাম যে, এই আচরণ আমার প্রতি ওর অভিমানের একটা অংশ। এর কারণ হতে পারে যে কেনো আমি আমার মিশন শেষের দিনক্ষণটি ওকে জানাইনি?

অনেকক্ষণ ধরে গাড়ি চলছে।

আমার মনের মধ্যে ঝড় শুরু হলো। মনে হলো যে এতোদিন আমি যে সিনথিয়ার সাথে উঠাবসা করেছি সে যেনো হঠাৎ করেই তিরোহিত হয়েছে। আজ আমি এক নতুন সিনথিয়ার মুখোমুখি হয়েছি। সে একাগ্রচিত্তে সামনে তাকিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। হঠাৎ করেই দিগন্তে উদীয়মান চাঁদের দেখা পেলাম। চাঁদ দেখে মনে হলো হয়তোবা কয়েকদিন পরেই পূর্ণিমা। এখন মনে হচ্ছে যে আমরা শহর এলাকা ছেড়ে বাইরে কোথায়ও যাচ্ছি। অনেকদূর যাওয়ার পর হঠাৎ করেই মূল রাস্তা ছেড়ে গাড়িটা একটা সরু রাস্তা দিয়ে যেতে শুরু করলো। এখানে কোন আলো নেই। চাঁদের আলোয় জায়গাটা কেমন যেনো চেনা চেনা মনে হলো। একটু এগুনোর পর জায়গাটা চিনতে পারলাম। সিনথিয়া একবার এই বনভূমিতে আমাকে পূর্ণিমার চাঁদ দেখানোর জন্য নিয়ে এসেছিলো এটা হলো সেই নির্জন স্থান। যদিও আজ পূর্ণিমার রাত নয় তবুও আকাশের চাঁদটা সেদিনের মতোই বড় দেখাচ্ছে। সেইদিন যেখানে গাড়িটা পার্কিং করা হয়েছিল আজও সেখানেই পার্কিং করা হলো। সিনথিয়াকে অনুসরণ করে আমি গাড়ি থেকে নামলাম। যে কাঠের গুঁড়িটার উপর সেদিন বসেছিলাম সিনথিয়া সেখানে গিয়ে বসলো। আমিও ওর পাশে গিয়ে বসলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত নেমে এসেছে। ঝিঁঝিঁ পোকারা শব্দ করে ডাকছে। সামনে লেকটার অচঞ্চল পানিতে চাঁদের আলোকচ্ছটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনতিদূরে কোথায়ও কোন ঝরণা থেকে পানি যেনো ছলাৎ ছলাৎ শব্দ করে নিচে গড়িয়ে পড়ছে। সামনে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল। সেদিনের মতো আজও মনে হলো যে বনের পূর্বদিকটায় আগুন লেগেছে অর্থাৎ চন্দ্রালোকে বনাঞ্চল উপচে পড়েছে। সব মিলিয়ে সে এক চিত্তাকর্ষক নৈসর্গিক দৃশ্য।

সিনথিয়া এখনো নিশ্চুপ। গাছের গুঁড়ির একটা শুকনো ডালের সাথে ঢেলান দিয়ে বসে মাথাটা উঁচিয়ে চাঁদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। অসহনীয় শীতের প্রকোপ মৃদুমন্দ বাতাসে আরো তীব্রতর হয়ে উঠছে অথচ সিনথিয়া নির্বিকার।

অপার্থিব ঐ নিস্তব্ধ নীরবতা ভেঙ্গে আমি বললাম, আজ তোমার কি হলো সিনথিয়া, এমনতো চুপচাপ তুমি নও? তুমি কি আমার উপর অভিমান করলে? চীন দেশ থেকে আমার প্রস্থানের দিন তারিখ তোমাকে জানাইনি বলে কি তুমি আমাকে এভাবে শাস্তি দিচ্ছো?

সিনথিয়া চকিতে আমার দিকে তাঁকিয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং আমার হাতদুটো ধরে উচ্চ কণ্ঠস্বরে বললো, তুমি কি এখনো আমাকে চিনতে পারোনি? অনেক অপেক্ষার পর আমি তোমার দেখা পেয়েছি। অনাদিকাল ধরে সঞ্চিত দুঃখ বেদনা ভরা এই পৃথিবীর অমসৃণ ও বন্ধুর পথে একনিষ্ঠ হবে আমাদের যাত্রা। আমাদের পথ এক ও অভিন্ন তাতো তুমি জান। এতো কিছু জানার পরও এখানে তোমার মিশন শেষের তারিখ ওদেশ থেকে তোমার প্রস্থানের দিনক্ষণ কেন আমাকে আরো আগে জানালে না?

সিনথিয়ার এমনতরো ব্যবহারে আমি হতচকিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অমায়িক কন্ঠে বললাম, আমার প্রস্থানের দিনক্ষণটি তোমাকে জানানো হয়নি বলে আমি সত্যিই দুঃখিত তবে আমার মিশনের

মেয়াদ সম্পর্কে ইতিপূর্বে তোমার সাথে অনেক আলোচনায় উল্লেখ করেছি।

সিনথিয়া আমার হাতদুটো ছেড়ে দিয়ে পুনর্বার গাছের গুঁড়িটার উপর বসে বললো, তোমার দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নেই। এটাই এই পৃথিবীর নিয়ম। দেখা হওয়া, পরিচয় হওয়া ও বন্ধুত্ব হওয়ার অমোঘ পরিণতি হলো বিদায় ও বিচ্ছেদের বাস্তবতাটাকে মেনে নেয়া। তোমার ক্ষেত্রেইবা এর ব্যতিক্রম হবে কেনো?

আমি বললাম, বিদায়ের কথা বলছো, সেটাতো সাময়িক সময়ের জন্যও হতে পারে। সময় সুযোগ হলে আমিতো আবার চীন দেশে আসতে পারি, একইভাবে তুমিওতো বাংলাদেশে আসতে পারো।

সিনথিয়া বললো, ভবিষ্যতে যা হবার তাই হবে। আমরা এখন বর্তমান নিয়ে কথা বলছি। তোমার সাথে আমার যা কাজ তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখনো বাকি রয়ে গেছে। আমার ভাগ্য ভালো যে তোমার প্রস্থানের সময়টা অন্তত দশদিন পূর্বে জানতে পারলাম। এটা যদি তিন কিংবা চারদিন হতো তবে কি হতো ভাবতে আমার শরীর শিহরিত হয়ে উঠছে।

রাত বেড়ে যাচ্ছে তাই প্রসঙ্গটা একটু পাল্টিয়ে দেয়ার জন্য বললাম, এখানে এখন অসহনীয় ঠান্ডা, গাড়ির ভেতর বসলেও শীতের প্রকোপ থেকে কিছুটা হয়তো রক্ষা পেতাম।

সিনথিয়া একটু মৃদু হেসে বললো, দুঃখিত, তুমি শীতে কষ্ট পাচ্ছো। চলো, আমরা এখন ফিরে যাই।

আমরা গাড়িতে উঠলাম এবং যথারীতি মূল রাস্তায় উঠে শহরের দিকে এগিয়ে চললাম। রাস্তায় গাড়ির চলাচল তুলনামূলকভাবে কম। কিছুদূর গিয়ে গাড়িটা যেখানে থামলো সেই জায়গাটা আমার চেনা চেনা মনে হলো। গাড়ি থেকে নেমে যে রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম সেখানে আমরা এক পূর্ণিমার রাতে ডিনার করেছিলাম। মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠলো এখানকার দৃশ্যাবলী দেখে। রেস্টুরেন্টের প্রবেশপথে বিস্তৃত বিভিন্ন রংয়ের বাগান-বিলাস চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দৃশ্যমান। অতীব মনোরম চারিদিকের দৃশ্যাবলী।

একজন সুদর্শনা মহিলা আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। আমরা কোণের একটা টেবিল নিয়ে বসলাম। মনে হলো এই টেবিলে পূর্বেও বসেছিলাম। তবে সেদিন চাঁদের আলো টেবিল ছুঁয়ে ছিলো, আজ তা নেই।

সিনথিয়া বললো, আরো কিছুটা সময় আগে আসলে এই টেবিলটায় চাঁদের আলো পাওয়া যেতো।

আমি আশ্চর্যের সাথে সিনথিয়ার দিকে তাকালাম। আমার ভাবনার প্রতিফলনটাই ওর মুখ থেকে নিঃসৃত হলো।

আমি বললাম, আবার তোমার টেলিপ্যাথির সন্ধান পেলাম। মনে মনে ভাবছিলাম যে, প্রথম যেদিন এখানে এসেছিলাম সেদিন পূর্ণিমার চাঁদের আলো এই টেবিলটাকে আলোকিত করেছিলো। আর তুমি সঙ্গে সঙ্গে বললে যে কিছুক্ষণ আগে আসলে চাঁদের আলো পাওয়া যেতো।

সিনথিয়া রহস্যঘেরা সেই চিরাচরিত হাসি ছড়িয়ে বললো, টেলিপ্যাথি নয়, তোমাকে বুঝি বলেই তোমার না বলা কথাও কিছুটা হয়তোবা বুঝতে পারি। কথা না বাড়িয়ে এবার ডিনারে মনোনিবেশ করো।

ডিনার করার সময় একটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলাম, সিনথিয়া কেমন যেনো গম্ভীর হয়ে গেছে। মনে হলো কিছু একটা অপার অনুভূতির মধ্য দিয়ে তাঁর এই সময়কালটা অতিবাহিত হচ্ছে।

সাধারণত খাওয়ার সময় আমরা নানাবিধ কথাবার্তা বলি এবং হাসি তামাশা করি কিন্তু এবার সে আমার দিকে তাকাচ্ছে না এবং কোন কথাও বলছে না। মনে হলো ওর মনের মধ্যে একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ওর রহস্যবেষ্টিত অভিব্যক্তিতে কোন অমঙ্গলের চিহ্ন যে নেই তা বুঝতে পারলাম। সিনথিয়ার এই আচরণ আমাকে উদ্বেল করে তুললো। ডিনার শেষ করে গাড়িতে উঠলাম। শীতের রাতে জ্যোৎস্নাপ্লুত রাস্তায় সিনথিয়ার পাশে বসে গাড়ি চালনা উপভোগ করতে করতে অল্পক্ষণের মধ্যেই হোটেলে ফিরে এলাম।

স্থির গাড়ির মধ্যে এবার সিনথিয়া আমার দিকে তাকালো। দেখলাম ওর চোখদুটো ভেজা। হয়তোবা গাড়ি চালাতে চালাতে চোখ থেকে আরো পানি ঝরেছে। মহামায়ায় আচ্ছন্ন কিন্তু সুতীক্ষ্ণ ও শাণিত দৃষ্টির সামনে আমি কেমনযেনো এক বিহব্বলতায় আচ্ছন্ন হলাম।

সিনথিয়া বললো, এই সাপ্তাহিক ছুটিতে তুমি কি ব্যস্ত থাকবে?

আমি বললাম, মিশন শেষের টুকিটাকি কিছু কাজ রয়েছে তবে ওগুলো দুএকদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে।

সিনথিয়া বললো, খুব ভালো কথা। আগামী রবিবার দিন পুরোটাই আমার জন্য নির্ধারিত রাখবে। ভালো থেকো। শুভ রাত্রি।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম এবং ওকেও শুভ রাত্রি বলে বিদায় দিলাম। সিনথিয়া প্রস্থান করলো। ওর গাড়ির ব্যাকলাইটের আলো অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম।

হোটেলে ঢুকতেই রিসিপশনিস্ট আমাকে শুভেচ্ছা জানালো এবং তাঁর সাথে হোটেলে আমার অবস্থান সম্পর্কিত কিছু আলোচনা হলো। আমি উপরে উঠে আমার রুমে প্রবেশ কললাম।

অনেকক্ষণ হলো বিছানায় গড়াগড়ি খাচ্ছি কিন্তু ঘুম আসছে না। সিনথিয়ার রহস্যময়তা আমার চিন্তার জগতে ঝড় তুলে বারবার ঘুরতে ফিরতে থাকলো। সিনথিয়া যে নিষ্ঠাবান ও নিবেদিতপ্রাণ একজন নারী তাতো আমি এতোদিনে ভালভাবে হৃদয়াঙ্গম করতে পেরেছি। সে ব্যথিত মানুষের দুঃখবেদনা সহ্য করতে পারে না। এ যাবৎকাল পৃথিবীতে যত অত্যাচারী সম্রাট, রাজা, শাসক তথা ব্যক্তিবর্গ সাধারণ মানুষের অধিকার হরণ করছে, হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছে এরং মানুষকে নির্যাতন করেছে তাদের প্রতি সিনথিয়ার যে ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ তা আমাকে শুধু বিস্মিতই করেনি আমার কাছে সে একজন মহীয়সী নারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর কয়েকটা দিন পরেই আমি বেইজিং ছেড়ে ঢাকায় চলে যাব। চীনদেশে আমার আটমাস সময়কালের অনন্য কিছু স্মৃতি আমি বহন করে নিয়ে যাব। চীনের মনোরম ভূ-প্রকৃতি, পাহাড়-পর্বত, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, মানুষের ব্যবহার ইত্যাদি সবকিছু সত্ত্বেও যদি সিনথিয়ার সাথে আমার পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা না হতো তবে যে পূর্ণতা আজ উপলব্ধি করছি তার কিয়দংশও হয়তোবা পেতাম না। বিগত দিনগুলোতে সিনথিয়ার সাথে ঘটনাবহুল চিত্রগুলো মানসপটে উঁকি দিচ্ছে, কিছুতেই ঘুম আসছে না।

সিনথিয়া একদিন বলেছিলো, আমাদের এই যে পরিচয় এটা দৈব কোন ঘটনা নয় বরঞ্চ নির্ধারিত ও অবশম্ভাবী। আজ আমিও নির্দ্বিধায় ওর এই উক্তি স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে করি। মানুষের কল্যাণে নিবেদিত সিনথিয়া এতটাই অসাধারণ যে, ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহেও ওর মতো একটা চরিত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমনতর চিন্তা ও সুখানুভূতির মধ্যে একসময় কখন যে ঘুমিয়ে গেলাম টের পেলাম না।

আজ আর প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠা হলো না। ভেবেছিলাম তিয়েনএনমেন স্কয়ারে যাব। ব্যস্ততার মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় অনেকদিন হলো তিয়েনএনমেন স্কয়ারে যাওয়া হয় না। অগত্যা কি আর করা, রুমের মধ্যেই কিছুটা সময় সাদামাটা ব্যায়াম করে নিলাম। শাওয়ার নিতে নিতে ভাবলাম আজ অফিসে যাবো, বস আমাকে ছুটি দিলেও অফিসে যাওয়াটা যুক্তিযুক্ত হবে। অনেক টুকিটাকি কাজ বাকি রয়েছে, এদিকে আমার হাতে সময় অত্যন্ত কম। পরিপাটি হয়ে ল্যাপটপের ব্যাগটি কাঁধে ঝুলিয়ে হোটেল থেকে বের হলাম। হোটেলের ফ্রন্ট গেটের দারোয়ান আমাকে শুভেচ্ছা জানালো। কেতাদুরস্ত দারোয়ান প্রতিদিনই হোটেলে ঢোকার সময় ও বের হওয়ার সময় আমাকে শুভেচ্ছা জানায়। সকাল বেলায় কারো শুভ কামনায় সিক্ত হলে মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠে, দিনটাও ভাল যায়। আমি দারোয়ানকে পাল্টা শুভেচ্ছা জানিয়ে অফিসের পথে পা বাড়লাম। হেঁটে হেঁটে অফিসে যাওয়া এখন আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। চারিদিকের দোকানপাট, বাইসাইকেলের বহর, ট্রাফিক জ্যাম, ছুটে চলা মানুষের ব্যস্ততা ইত্যাদি দেখতে দেখতে সময়টা ভালই কেটে যায়। প্রথম প্রথম বেশ দূর মনে হলেও এখন আর তা মনে হয় না।

হাঁটতে হাঁটতে কেমন যেনো একটা নষ্টালজিয়ায় আচ্ছন্ন হলাম। মনে হলো আর মাত্র কয়েকটা দিন পরেইতো আমি এপথ দিয়ে আর হাঁটবো না, এই যে অনেকদিনের চেনাজানা ফুটপাত, পরিবেশ, কোলাহল, কত মানুষের সাথে অন্তরঙ্গতা সব কিছুরই অবসান ঘটবে। ঐযে সামনে দু রাস্তার সংযোগস্থলে ঠেলাগাড়ির উপর স্থাপিত স্ট্রীট ফুড বিক্রেতা, যে অতি যত্নে মুরগি ও খাসির মাংসের টুকরো কাঠিতে গেঁথে নিয়ে বিভিন্ন মসল্লা সহযোগে ডুবো তেলে ভেজে স্যাতো তৈরি করে, তাকেও আমি মিস করবো। গরম গরম ভাজা স্যাতো খেতে সত্যিই অপূর্ব। অফিস থেকে ফেরার সময় প্রায়ই এখান থেকে স্যাতো কিনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়েছি। রাশিয়ান ডেলিগেট ইগোর আমাকে এই খাবারের হাতেখড়ি দিয়েছে। মুখরোচক এই খাবার লোকজন লাইন ধরে কিনে খায়। বাইরের খোলা খাবার নিরাপদ নয় জেনেও মাঝে মধ্যেইতো এ সকল খাবার খাচ্ছি। আমি চলে গেলে এই স্যাতো বিক্রেতার একজন কাষ্টমার কমে যাবে। এমনতর চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়ে অফিসে এসে হাজির হলাম।

এখনো অফিসে কেউ আসেনি। মনে মনে ঠিক করলাম যে আমার মিশন রিপোর্ট আজকে শুরু করবো। ল্যাপটপটা অন করে এককাপ কফি বানিয়ে বসে পড়লাম। নোটবুক বের করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি হাতের নাগালে নিলাম। একপাতা শেষ করতেই এক ঘন্টা পার হয়ে গেলো। এদিকে আমার সহকর্মীগণ নানা কাজে আমার শরণাপন্ন হওয়ায় মনঃসংযোগে বিঘ্ন ঘটেছিলো।

এরই মধ্যে বস আমার রুমে এসে একটা চেয়ার টেনে বসে বললেন, শুভ সকাল, আশা করি ভালো আছো। তা তোমাকে তো আমি আজ বিশ্রাম নিতে বলেছিলাম। অফিসে এলে কেন?

আমি বললাম, রাতের ঘুমের মধ্য দিয়ে সকল ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে, তাই ভাবলাম অফিসে গিয়ে ছোটখাট কাজগুলো শেষ করে ফেলি। তুমিতে জানই যে আমার মিশন শেষ হতে আর মাত্র হাতেগোনা কয়েকটি দিন রয়েছে।

আমার কথার রেশ ধরে বস বললেন, মঙ্গোলিয়ায় কিছুদিন কাজ করার জন্য তোমাকে আমরা মনোনীত করেছিলাম কিন্তু ঢাকায় তোমাদের সেক্রেটারি জেনারেলের নিকট থেকে অনুমোদন পাওয়া যায়নি। তিনি কারণ দেখিয়েছেন যে, দেশেই তোমার প্রচুর কাজ জমা হয়ে রয়েছে।

আমি বললাম, এই সংবাদটি আমিও শুনেছি।

বস বললেন, মিশন শেষের সময়টায় অনেক ব্যস্ততা থাকে। তোমার সুবিধামতো একটা দিন নির্ধারণ করো যাতে আমরা সবাই একসাথে ডিনার করতে পারি।

আমি বললাম, বিদায় ভোজন? আগামী সপ্তাহের যে কোন দিন নির্ধারণ করা যেতে পারে।

বস বললেন, তথাস্তু, তবে আগামী সপ্তাহে বৃহস্পতিবার ডিনারের দিন ধার্য করা হলো। আচ্ছা, তোমার ফ্লাইট যেনো কবে?

আমি বললাম, আগামী সোমবার সকালে।

এরপর বস আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার রুম থেকে প্রস্থান করলেন।

আমি আর এক কাপ কফি নিয়ে এলাম। কি কি কাজ করতে হবে, কার কার সাথে দেখা করতে হবে তার একটা ফিরিস্তি করে ফেললাম। সিনথিয়ার জন্য উইকএণ্ডের দুটো দিন রেখে দিলাম। এরপর পুনরায় প্রতিবেদন লেখায় মনোযোগী হলাম। দুপুর নাগাদ প্রতিবেদনের অনেকটাই লিখে ফেলতে পেরেছি বলে মনে হলো।

অফিস করিডোরে সোলভেগের সাথে দেখা হলো। আমি ওকে লাঞ্চের প্রস্তাব দিলাম। রস ও মাইকেও একসাথে লাঞ্চ করবো বলে জানালাম।

আফিস থেকে হেঁটে হেঁটে নিকটবর্তী একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসলাম। আজকের লাঞ্চটার হোস্ট আমি, এইমর্মে সবাইকে অবহিত করলাম। নানাবিধ গল্পগুজবের মধ্যে দিয়ে আমাদের লাঞ্চ সমাপ্ত হলো। অফিসে ফিরে এলাম এবং কাজ শেষ করে বিকেলে হোটেলে ফিরলাম।

সন্ধ্যার পর আমার হোটেলের অদূরে একটা সুপারমলে চলে এলাম। উদ্দেশ্য কিছু কেনাকাটা করা। কিন্তু শুধুমাত্র চকোলেট ছাড়া আর কি কি কিনবো তা এখনোও ঠিক করতে পারিনি। এ জন্যই দোকানের মালামালগুলো দেখার পর নির্ধারণ করতে হবে যে কি ধরনের দ্রব্যাদি কেনা যায়। এরপর দেড় ঘন্টা সময়ের মধ্যে কিছু কাপড়-চোপড়, গিফট আইটেম ও কয়েকটা খেলনা ছাড়া আর কিছু কিনতে পারিনি। এতেই হাতে বেশ কয়েকটি প্যাকেটের সমাহার ঘটেছে। মনে মনে ভাবলাম এখন আর কিছু কিনবো না। পেটটা চোঁ চোঁ করছে এবং কিছু খেতে ইচ্ছে করছে। সামনেই একটা রেস্টুরেন্ট এবং ওখানে ঢুকবো বলে সামনে এগিয়ে গেলাম।

এই সময়ে হঠাৎ করেই কে যেনো বলে উঠলো, শুভ সন্ধ্যা, কেমন আছো?

নিমিষেই মাথাটা ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকালাম। দেখলাম সিনথিয়া। নীল বসনে আবৃত নীলাম্বরী।

আমি পেছন ফিরে এগিয়ে গিয়ে বললাম, শুভ সন্ধ্যা, আমি ভালো আছি। তুমি কেমন আছো?

সিনথিয়া বললো, ভালো আছি। কিছু কিনবো বলে এখানে এসেছিলাম, তোমার সাথে দেখা হয়ে ভালো হলো। চলো রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসি। বেশ ক্ষুধা পেয়েছে।

সিনথিয়াকে অনুসরণ করে রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করলাম। আমার মতো ওর হাতেও কয়েকটা প্যাকেট। ওগুলো টেবিলের পাশে নামিয়ে রেখে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ও বসলো। ভালো করে চেয়ে দেখলাম যে ওর চেহারার মলিনতা এখনোও দূর হয়নি।

সিনথিয়া বললো, দেশে তোমার প্রিয়জনদের জন্য কি কি গিফট্ কিনলে?

আমি বললাম, কিছু কাপড়-চোপড়, খেলনা ও চকোলেট কিনেছি। অন্যান্য কি কেনা যায় সেটা এখনও নির্ধারণ করতে পারিনি। তা তুমি কি কেনা কাটা করলে?

সিনথিয়া বললো, আমার কিছু জরুরি দ্রব্যাদি ছাড়াও তোমার জন্য কিছু কিনলাম। তুমি দেশে ফিরে গেলে তোমার প্রিয়জনদের প্রত্যাশা মেটাতে তো তোমাকে কিছু নিতেই হবে।

আমি বললাম, এই ক্লেশটুকু তোমার না করলেই কি চলতো না? মূলত, এর আগেও বিভিন্ন সময়ে আমি নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করেছি ফলে আমার স্যুটকেসটার অবস্থা তেমন একটা ভালো নেই।

সিনথিয়া বললো, আমি এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করেই দু-একটা গিফট্ কিনেছি এবং এতে তোমার স্যুটকেসের জায়গার কোন সমস্যা হবে না।

আমি সামান্য মাথা নাড়িয়ে হেসে বললাম, তোমার যা মর্জি।

প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে সিনথিয়া বললো, তোমার তো এখন অনেক কাজ, অনেক ব্যস্ততা। তোমার কি এমন কোন কাজ রয়েছে যেটা আমি করে দিতে পারি?

আমি বললাম, আমার তেমন কোন ব্যস্ততা নেই। এখন 'এণ্ড অব মিশন রিপোর্টটা' শেষ করতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত। ওটা অর্ধেকটা শেষ করে ফেলেছি। আগামী দুদিনের মধ্যে লেখা শেষ করে অফিসে জমা দিতে পারবো বলে আশা করছি। তারপর একটা স্যুটকেস ও একটা ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে সোজা এয়ারপোর্টের দিকে ছুটবো।

সিনথিয়া আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললো, জীবন যেখানে যেমন। ভাবতে অবাক লাগছে যে আর মাত্র কটাদিন পরে তোমাকে আর এখানে পাওয়া যাবে না, চলে যাবে দূরদূরান্তে। হয়তো বা আর কোনদিন এখানে আসবে না। এমনওতো হতে পারে যে এরপর আর কোনদিন তোমার সাথে দেখা হবে না।

ওর কথার গুরুত্ব অনুধাবন করে আমি বললাম, দেশে ফিরে গিয়ে যে অভাবটা আমি সবচেয়ে বেশি অনুভব করবো তা হলো তোমার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অভিনব চিন্তাধারা প্রসূত কথোপকথন এবং মমত্ব ও মর্যাদার বন্ধনে অভিষিক্ত আমাদের বন্ধুত্ব। চীন দেশে আমার স্বল্প সময়কালে তোমার কাছ থেকে আমি যা জেনেছি, শিখেছি এবং পেয়েছি তা এতটাই অনন্য ও অমূল্য যে এর কোন তুলনা করা আমার সাধ্যের বাইরে।

কোলাহলময় পরিবেশের মধ্যেও একটা বিষাদের ছায়া যেনো জেঁকে বসলো আমাদের এই ছোট্ট টেবিলটা জুড়ে। সিনথিয়া আমার দিকে পূর্ণদৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললো, তোমার অবর্তমানে কি আমাদের বন্ধুত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে? আর কখনো যদি দেখা নাও হয় তবু অনুভব ও অনুভূতির মধ্যে সুদৃঢ় থাকবে আমাদের বন্ধুত্ব। সত্যিকারের বন্ধু জীবনে হয়তোবা একবারই আসে যার উপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায়। তুমিতো আমার তেমনই একজন বন্ধু।

আমি নিশ্চুপ হয়ে ওর মলিন মুখাবয়বে বিষাদের কালো মেঘগুলোর ছুটোছুটি দেখছিলাম।

হঠাৎ করেই সিনথিয়া বাস্তবে ফিরে এসে বললো, আমি সত্যিই তোমাকে এখানে পেয়ে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। চলো, এবার খাবারের কথা নিয়ে ভাবি।

ও পরিচারিকাকে ডেকে খাবারের ফিরিস্তিটা জানিয়ে দিলো।

খাবার খেতে খেতে সিনথিয়া বললো, আগামী সপ্তাহের শেষের দিকে আমাকে আবার কুনমিং যেতে হবে তবে তুমি থাকবে না ভেবে ভাল লাগছে না। তোমার সাথে একত্রে কাজ করার আনন্দটাই আলাদা কারণ আর্ত মানবতার প্রকৃত অর্থ কি তা তুমি বোঝ। আমার এই আক্ষেপটুকু

থেকেই গেলো যে চীন দেশে সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডারের বৈচিত্রের সাথে তোমাকে তেমনভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে পারলাম না। এই ভাণ্ডারের প্রাচুর্যের গভীরতা সত্যিই অভিনব। আগামী কোন সময়ে যদি তুমি আবার চীন দেশে ফিরে আসো তবে আমার কথার মর্মার্থ তোমাকে বুঝাতে পারবো।

আমি বললাম, তুমি যথার্থই বলেছো, এখানকার অনেক কিছুই প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমার না হলেও বিশ্ব সভ্যতায় তোমাদের অবদানের প্রমাণ আমার দৃষ্টি এড়ায়নি।

ডাগর চোখদুটি মেলে ধরে একটুখানি হেসে মাথা নাড়িয়ে আমার কথা সমর্থন করলো ও।

খাবার শেষ করে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার সময় সিনথিয়া বললো, আগামী দুদিন তোমার সাথে দেখা নাও হতে পারে তবে সাপ্তাহিক ছুটির দুটো দিন কোন কাজ রাখবে না।

আমি বললাম, ও দুটো দিন তোমার জন্য রাখা আছে, কোনরূপ দুশ্চিন্তা কোরো না।

সামনে এগিয়ে একটা লাইটপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে সিনথিয়া একটি প্যাকেট আমার হাতে তুলে দিয়ে বললো, আমার পক্ষ থেকে তোমাকে ছোট্ট একটি উপহার দিলাম।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমার হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা গ্রহণ করলাম। মুহূর্তের জন্য হলেও ওর অভিব্যক্তিতে একটা পুলকিত মনোভাব প্রকাশ পেলো।

আমি ধন্যবাদ জানিয়ে ওকে বিদায় দিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। গিফটের প্যাকেটটা খুলে একটা বিখ্যাত ব্রাণ্ডের রিষ্ট ওয়াচ, সুদর্শন একটা টাই ও একটা মানি ব্যাগ পেলাম। সিনথিয়ার মমত্ববোধ ও আবেগের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হলাম।

এরপর দুটো দিন বেশ সাদামাটা অবস্থায় কাটলো। মিশন শেষের প্রতিবেদন সম্পূর্ণ করে বসের কাছে জমা দিয়ে দিয়েছি। এখন নিজেকে একেবারে হালকা মনে হচ্ছে। গতকাল বিকেলে শাওলিংয়ের বাসায় গিয়ে ওর দাদা এবং সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে এসেছি। শাওলিংয়ের পরিবারটি আমার কাছে অনন্য বলে আমার মনে হয়েছে। ওদের বাসা থেকে বিদায় বেলায় শাওলিংয়ের অশ্রু আমাকে বিষাদে আচ্ছন্ন করে তুলেছিলো। এখন এই পড়ন্ত বিকেলে তিয়েনএনমেন স্কয়ারে বসে কিছুটা সময় কাটাচ্ছি। উন্মুক্ত এবং বিশাল এই চত্বরটি এখন অনেক মানুষের পদচারণায় মুখর। সকলে ও বিকালে এখানে বেশি মানুষের সমাগম ঘটে।

এখন আমার হাতে আর কোন কাজ নেই। আজ রাতে আমার অফিসের সহকর্মীগণ ওমর খৈয়াম রেস্টুরেন্টে জড়ো হবে এবং ডিনারের পর আমাকে অফিসিয়ালি বিদায় জানাবে।

সন্ধ্যার পূর্বেই হোটেলে ফিরে এলাম। পরিপাটি হয়ে নিচে নেমে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ওমর খৈয়াম রেস্টুরেন্টে পৌঁছে গেলাম।

রেস্টুরেন্টের প্রবেশ পথেই আমাদের বস মিঃ রবার্টসন আমাকে শুভ সন্ধ্যা বলে স্বাগত জানালেন। আমিও তাঁকে শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে তাঁর সাথেই ভেতরে প্রবেশ করলাম। বিশালকায় কক্ষটির এক কোণে একটা বড়সর টেবিলে সবাই উপবিষ্ট, আমি প্রবেশ করা মাত্রই সবাই উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে স্বাগত জানালেন। আমিও প্রত্যুত্তরে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বসের পাশে নির্দিষ্ট চেয়ারটায় বসলাম।

আজকের এই ডিনারে মিসেস রবার্টসনও যোগদান করেছেন দেখে খুবই ভাল লাগলো। তাঁকে আমি উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করলাম। তিনিও সহাস্য বদনে আমাকে ধন্যবাদ জানালেন।

বস বললেন, আমাদের মধ্যে দু-একজন এখনো এসে পৌঁছুতে পারেননি তবে আশা করি তাঁরা সহসাই চলে আসবেন। সবার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, খাবারের অর্ডার পূর্বেই দেয়া হয়েছে, এখন পরিবেশনার অপেক্ষা মাত্র।

ঠিক এই সময়ে আরো দুজন সহকর্মী এসে হাজির হলেন। বস খুশি মনে খাবার পরিবেশনার জন্য বললেন।

বলাবাহুল্য যে খাবারের আইটেমগুলোর মধ্যে আমার পছন্দসই নান রুটি ও কাবাবের সন্ধান পেলাম। নানাবিধ গল্পগুজবের মধ্যে দিয়ে ডিনারের পর্বটি এগিয়ে চললো। শুধুমাত্র বিশেষ ধরনের পানীয় সতর্কতার সাথে পরিহার করলাম। খাবারের সবকটি ডিসই সুস্বাদু। ইন্ডিয়ান ফুড সবার কাছেই সমাদৃত এবং পশ্চিমা জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগ মানুষতো এর একনিষ্ঠ ভক্ত। সবার মতো আমিও উদর পূর্তি করে তৃপ্তির সাথেই খেলাম।

ডিনার শেষের পর বস বললেন, আজকের এই ডিনারে অংশগ্রহণ করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা জানেন যে, আমাদের সহকর্মী মিঃ হারুন তাঁর মিশন শেষ করে আগামী সোমবার বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছেন। বিগত আট মাস সময়কাল আমরা একত্রে কাজ করেছি। এবারের বিপর্যয়কর বন্যা শুরুর পর মিঃ হারুন চারটি প্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় কাজ করেছেন। মূলত তার কাজ করার কথা হুবেই এবং আনহুয়ি প্রদেশে কিন্তু রাশিয়ান ডেলিগেট ইগর স্কাবলোসকী সময়মতো না আসায় হূনান এবং জিয়াংসি প্রদেশের দায়িত্বও তাঁকেই নিতে হয়েছে। চারটি প্রদেশের বন্যা আক্রান্ত এলাকাগুলোতে একনাগাড়ে সফর ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা সহজ কোন বিষয় নয়। এরপর ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার পর লাইওনিং এবং ইউনান প্রদেশে প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে জরিপ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের কাজটিও তাঁকেই সম্পাদন করতে হয়েছে। মিঃ হারুনের কাজগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলো কারণ তাঁর প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করেই জেনেভা সদর দপ্তর ত্রাণের পরিধি ও আর্থিক সহায়তা কতটুকু প্রয়োজন তা নিরূপণ করেছে। এ সকল কাজ তিনি অত্যন্ত সতকর্তা ও পারদর্শিতার সাথে সফলভাবে সম্পাদন করেছেন। মাঠ পর্যায়ে ভ্রমণের প্রয়োজনে কাউকে না পেলেও মিঃ হারুন ছিলেন আমাদের সর্বশেষ ভরসা। আমি আজ আপনাদের সামনে মিঃ হারুনকে তাঁর চায়না মিশনের সমুদয় কাজ সূচারু ও দক্ষতার সাথে সম্পাদনের জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আশা করবো আগামী সময়ে পৃথিবীর কোন না কোন অঞ্চলে তাঁর সাথে আবার কাজ করার সুযোগ আমার হবে।

বসের বক্তৃতার পর সবাই সমস্বরে হাততালি ও উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে অভিনন্দন জানালো। এরপর রস আরমিটেজ, সোলভেইগ ওলাফ্‌সডোটিয়ার ও মাইক আসওয়ার্থ কিছু স্মৃতিচারণমূলক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন।

এবার বসের অনুরোধে আমি উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বললাম, আর্ত মানবতার সেবায় নিবেদিত আমাদের এই সংস্থায় কর্ম জীবনের আটাশ বছরের মধ্যে এটাই আমার প্রথম আন্তর্জাতিক মিশন। আমি নিজেকে এজন্য সৌভাগ্যবান মনে করি যে চীন দেশের মতো একটি বৈচিত্রপূর্ণ দেশে আমার প্রথম আন্তর্জাতিক মিশন শুরু করতে পেরেছি এবং এমন কয়েকজন সহকর্মীর সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি যারা শ্রেষ্ঠতায় অনন্য এবং গুণে ও মানে অতুলনীয়।

আপনাদের সবার সার্বিক সহযোগিতা না পেলে আমি আমার কাজ সফলভাবে করতে পারতাম না। এটা আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে আমি এখানকার জন-মানুষ এবং আপনাদের নিকট থেকে

যে শিক্ষা পেয়েছি তা আগামী দিনে আমার পাথেয় হয়ে থাকবে। মিঃ জিম রবার্টসনের মতো আমিও আশা পোষণ কারি যে আগামী দিনে আমি যেনো আপনাদের সাথে আবার কাজ করার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করতে পারি। চীন দেশে স্বল্প সময়ের এই মিশনে কাজ সম্পাদনকালীন কোনরূপ ভুলত্রুটি অথবা আমার আচরণে কারো মনে কোন কষ্টের কারণ ঘটে থাকলে আপনাদের নিজ গুণে তা ক্ষমা করে দেবেন। আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমার বক্তব্যের পর সবাই ইঠে দাঁড়িয়ে মুহুর্মুহু করতালি দিয়ে আমাকে অভিনন্দিত করলো। ডিনার শেষে একে একে সবার সাথে করমর্দন করে বিদায় নিলাম। বস তাঁর গাড়িতে আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিলেন এবং সোমবার সকালে যাবার পূর্বে আবার দেখা করবেন বলে জানালেন।

রাত অনেক হয়েছে। রুমে প্রবেশ করে জানালার পাশে একটু বসলাম। বেইজিং এখনো জেগে রয়েছে। বাইরে বেশ শীত। জানালার কাঁচে জলীয় বাস্পের আস্তরণ, একটু খুলতেই একরাশ শীতার্ত বাতাস গলগলিয়ে রুমে প্রবেশ করলো। জানালাটা বন্ধ করে বিছানার দিক এগিয়ে গেলাম। নির্ঝঞ্ঝাট ঘুমে রাত পার হলো।

প্রত্যুষে উঠে জগিং করতে বের হলাম। তিয়েনএনমেন স্কয়ার ঘুরে হোটেলে যখন ফিরলাম তখন সাতটা বাজে। শাওয়ার নিয়ে পরিপাটি হয়ে টেলিভিশন খুলে বিবিসি সংবাদ শুনছিলাম।

এমন সময় সিনথিয়ার ফোন পেলাম।

নিচে নেমে রিসিপশনের সামনে ওকে দেখে সকালের সম্ভাষণ জানালাম। সিনথিয়াও আমাকে যথারীতি সম্ভাষণ জানালো। আমরা এগিয়ে গিয়ে রেস্টুরেন্টের কোণের বারান্দা সংলগ্ন একটা টেবিল নিয়ে বসলাম। কাঁচের বাইরে মনোরম নীলাভ আকাশ এখান থেকে ভালভাবে দৃশ্যমান বলে এখানেই আমরা বসতে পছন্দ করি। সাপ্তাহিক ছুটির দিনের সকাল, তাই ভিড় এখনো অনেক কম।

সিনথিয়া বললো, বিগত দুইদিন তোমার সময় কেমন কাটলো?

আমি বললাম, ব্যস্ততায় কেটেছে। অফিসের নানাবিধ কাজ শেষ করেছি। চেনাজানা অনেকের সাথে দেখা সাক্ষাত করেছি। শাওলিংয়ের বাড়িতেও গিয়ে সবাইকে বিদায় জানিয়ে এসেছি। এরপর টেলিফোনে বিভিন্ন প্রদেশের সহকর্মীদেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছি।

সিনথিয়া একটু মলিন হাসি হেসে বললো, তাহলেতো অনেক কাজই করে ফেলেছো, বাকিতো আর কিছুই নেই।

আমি মাথা নাড়িয়ে একটু হাসলাম। সিনথিয়ার মুখটা মলিন ও শুকনো দেখাচ্ছে। দুদিন পূর্বে শপিংমলে ওকে যেমনটি দেখেছি আজও ঐ গম্ভীরতা ওর মুখ থেকে একটুকুও অপসারিত হয়নি। আসলে কয়েকদিন পূর্বে যখন আমার প্রস্থানের দিনক্ষণটি ও জেনেছে, সেদিন থেকেই ওর যে পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করছি এখন পর্যন্ত সেটা তেমনিই রয়ে গেছে, কোন পরিবর্তন হয়নি।

সিনথিয়া বললো, দেশে ফিরে যাওয়ার আনন্দে তুমি যে বিভোর তা তোমার চেহারায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আমি বললাম, তোমার অনুমান যথার্থ। দূরে কোথায়ও অনেকদিন থাকার পর আপনজনদের সান্নিধ্য কার না ভাল লাগে বল? তবে তোমার সাথে যখন তখন দেখা করতে পারবো না সে কথা যখনি ভাবছি তখনই একটা বিষাদের কালোছায়া আমার অনুভূতিকে স্পর্শ করে যাচ্ছে।

জলছলছল মায়াবী চোখদুটো আমার দিকে প্রসারিত করে সিনথিয়া বললো, তোমার চলে যাওয়ার পর হয়তো তোমাকে আমি হারিয়ে ফেলবো। আসলে কি জানো, এই ভূবনে আমাদের ক্ষণিকের যে অবস্থান সেখানে যাদি বেদনার অবগাহনটুকু না থাকতো তবে আনন্দটা আসলে কি তা আমরা চিনতে পারতাম না, আনন্দের স্বাদ আমরা গ্রহণ করতে পারতাম না। তবে একথাও সত্যি যে বিষাদের যাতনা যত কঠিনই হোক মানুষ তা সহ্য করে নিতে পারে। এই নশ্বর পৃথিবীতে বিষাদ বেদনা ভুলে থাকার গুণাবলীও আমাদের অন্তরে প্রোথিত করে দেয়া হয়েছে। মানুষ চলে যায় কিন্তু তাঁর স্মৃতি থেকে যায়, সেই স্মৃতিটুকু রোমন্থন করে তাঁর প্রিয়জন আনন্দ খুঁজে বেড়ায়।

আমাকে নিশ্চুপ দেখে এবার সিনথিয়া একটা মৃদু হাসি দিয়ে বললো, পৃথিবীতে মানুষের জীবন এভাবেই চলে। আমাদেরও চলবে।

আমি সিনথিয়ার অন্তরের বেদনার গভীরতা পরিমাপ করতে না পারলেও অনুধাবন করতে পারলাম যে আজ তাঁর মনোজগতের অনিন্দ অনুভূতির অমিয় ফল্গুধারা বেদনায় পর্যবসিত হয়েছে। ওর এই নিরহংকার বিষাদের ছায়া আমাকে আচ্ছাদিত করে তুলছে ক্রমান্বয়ে। এক অভূতপূর্ব ও অতলান্ত শিহরণ বেদনা বিধুর হয়ে আমার মনোজগতকে উদ্বেলিত করে তুলছে। আজ দিনের প্রথম প্রহরেই ওকে দেখে মনে হচ্ছে যে এক সুউচ্চ বেদনার পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে সজল নয়নে ও বলছে ঐ পাহাড়টা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দাও, শেষ করে দাও সকল বিরহ আর বেদনা এই পৃথিবী থেকে। আজকের মতো এমন অপরূপ গম্ভীরতা ইতিপূর্বে আমি সিনথিয়ার মধ্যে খুঁজে পাইনি।

আমরা উঠে গিয়ে কিছু খাবার সংগ্রহ করে টেবিলে ফিরে আসলাম।

সিনথিয়া প্রগাঢ় কন্ঠে বললো, ব্রেকফাস্টের পরই আমরা বাইরে বেরুবো, এমনও হতে পারে যে আজ আমরা বেইজিং ফিরে আসতে পারবো না। তবে চিন্তার কিছু নেই, অতিরিক্ত গরম কাপড়সহ তোমার যা কিছু প্রয়োজন হবে বা হতে পারে তার সবকিছুই আমার গাড়িতে রয়েছে।

আমি খাবারে মনোনিবেশ করলাম এবং কিছুক্ষণ পর বললাম, বেইজিংয়ে এখন আর আমার কোন কাজ নেই, অফিসের সকল দায়িত্ব শেষ করে ফেলেছি সুতরাং আর কোন পিছুটান নেই। চীন দেশে আমার অবস্থানের শেষ সময়টুকু তোমার সাথে কাটাতে পারছি এটা আমার পরম সৌভাগ্য। এখন যদি তুমি কোন নিরুদ্দেশ যাত্রার কথাও বল আমি সানন্দে তোমার সাথেই আছি।

সিনথিয়া চপস্টিকটি মুখ থেকে নামিয়ে আবার একটু মৃদু হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, শুনে খুশি হলাম। আজ আমাদের সফর ও দিনটার কথা মনে রেখো।

আমি বললাম, শুধু আজকের দিন নয়, বেইজিংয়ে তোমার সাথে দেখা হওয়ার পর হৃদয়গ্রাহী, রহস্যময় ও অসম্ভবপ্রায় যেসকল ঘটনা ঘটেছে তার কিছুই আমি ভুলে যাইনি এবং কোনদিন ভুলবো না।

সিনথিয়া কফির কাপটা মুখ থেকে নামিয়ে বললো, এবার চলো, তোমার কথামতো আমরা এখন নিরুদ্দেশে যাত্রার আয়োজন করি।

আমি সিনথিয়াকে অনুসরণ করে হোটেলের পার্কিং লটে গিয়ে গাড়ির পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। সিনথিয়া সামনের দরজাটি খুলে আমাকে বসার আমন্ত্রণ জানিয়ে ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসলো। আমার সিটের সামনে ড্যাসবোর্ডে সযত্নে রক্ষিত একগুচ্ছ ফুলের তোড়া দেখে মনে মনে উল্লসিত হলাম। নানাবর্ণের ফুল সমৃদ্ধ তোড়া থেকে এক মোহময় সুবাস ছড়িয়ে গাড়ির ভেতরের পরিবেশ

মোহনীয় করে তুলেছে। দৃঢ়তার সাথে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে সিনথিয়া বড় রাস্তায় নেমে সোজা এগিয়ে চললো। সাপ্তাহিক ছুটির দিনের সকালে রাস্তায় গাড়ি চলাচল এমনিতেই কম থাকে তদুপরি শৈত্যপ্রবাহের কারণে আজকে রাস্তাটা প্রায় খালি বলেই মনে হচ্ছে। বাইরের পরিবেশটা প্রচণ্ড ঠান্ডা তবে গাড়ির ভেতরটা বেশ গরম। বাইরে বিরাজমন কুয়াশার হালকা আস্তরণটি মাঝে মাঝে গভীর হচ্ছে আবার বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সূর্যের আলো কুয়াশার আস্তরণ ডিঙ্গিয়ে কখনো উঁকি দিচ্ছে আবার অপসৃত হচ্ছে। শহর এলাকা ছেড়ে যতই সামনে এগিয়ে যাচ্ছি বাইরের ঝাপসা পরিবেশটা ততই প্রকট হয়ে উঠেছে। একটা প্রচণ্ড একাগ্রতা নিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে গাড়ি চালাচ্ছে সিনথিয়া।

সময় অতিবাহিত হচ্ছে, গাড়ি চলছে। কোথায় যাচ্ছি তা বুঝতে না পারলেও বেইজিংয়ের বাইরে প্রত্যন্ত কোন অঞ্চলের দিকে যাচ্ছি বলে অনুমান করলাম। সমান রাস্তার পরিবর্তে এখন উঁচু নিচু পাহাড়ি রাস্তা মাড়িয়ে গাড়ি চলছে। একটা গভীর নীরবতার মধ্যে নিমজ্জিত আমি একাগ্রচিত্তে রাস্তার দুপাশের অসাধারণ দৃশ্য অবলোকন করে চলেছি। মাঝে মধ্যে সিনথিয়ার দিকে তাকাতে গিয়েও তা অবদমিত করে তৎপরিবর্তে আড়চোখে ওকে দেখে নিচ্ছি। ওর চোখেমুখে আজ যে গাম্ভীর্য ও প্রগাঢ়তা এসে বাসা বেঁধেছে তা যে নিছক অর্থহীন নয় তা বুঝতে পারলাম। তবে ইতিপূর্বে সিনথিয়াকে আমি এমনভাবে নিবিষ্টতার মধ্যে আচ্ছন্ন থাকতে দেখিনি। মৃদু শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া কোন অভিব্যক্তিজনিত ধ্বনিরও উন্মেষ ঘটছে না। এরই মধ্যে প্রায় তিন ঘন্টা পার হয়ে গেছে।

হঠাৎ করেই রাস্তার পাশে ফাঁকা একটা জায়গায় গাড়ি থামিয়ে সিনথিয়া বললো, চলো, সামনের রেস্টুরেন্টে গিয়ে এক কাপ কফি পান করি।

আমি তথাস্তু বলে ওকে অনুসরণ করে রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করলাম।

জায়গাটা অত্যন্ত মনোরম। পেছন দিকের পাহাড়ের ঢালটা যেখানে এসে সমতলে মিশেছে ঠিক সেখানে অবস্থিত পাথরের দেয়াল ঘেরা ঘরটি হচ্ছে রেস্টুরেন্ট। ঘরটির উপরে টাইল্স দেয়া হলেও ওগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত যে বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া ভেতরে প্রবেশের পথ নেই। বাইরে কয়েকটি গাড়ি পার্ক করা রয়েছে। রেস্টুরেন্টের ভেতরের পরিবেশটা বেশ মনোরম। বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা হলেও ভেতরটা গরম। ওয়াশ রুমে গরম পানি পাওয়া গেল। হাত মুখ ধুয়ে বাইরে এসে দেখলাম যে সিনথিয়া কোণের একটা টেবিল নিয়ে বসেছে।

আমি ওর পাশে বসে বললাম, এই রেস্টুরেন্টের অবস্থানটা সত্যিই অনবদ্য, পেছনের সবুজ পাহাড়টা দেখে আমি সত্যিই অভিভূত। এমন একটা দৃশ্যের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ দানের জন্য তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সিনথিয়া তাঁর আনত নয়নদুটি আমার দিকে প্রসারিত করে বললো, এই বিশাল সৃষ্টিজগতে সুন্দরের যে অবাধ বিচরণ সেটা পর্যবেক্ষণের সাধ্য ও সুযোগ সবার ভাগ্যে জোটেনা। আবার অনেকে তা দেখে সেখানে সুন্দরের লেশমাত্র খুঁজে পায় না অথবা কি দেখছে বুঝতেই পারে না। তারা সত্যিই দুর্ভাগা।

আমি ওর মুখাবয়বে দৃঢ়তা ও কিছুটা ভ্রুকুঞ্চন দেখে বুঝলাম যে ও এখনও কোন একটা অস্বাভাবিকতার মধ্যে থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি। ইতিমধ্যে ওর চোখদুটো কিছুটা ফুলে

উঠেছে এবং একটা রক্তিম আভা মুখমন্ডলে ছড়িয়ে পড়েছে। অসামান্য রূপবতী ওর এই রূপান্তর ওকে আরো অনিন্দসুন্দর করে তুলেছে। স্বচ্ছ কাঁচে ঘেরা জানালা ভেদ করে ওর দৃষ্টি যেনো দূর পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ছে। অসম্ভব আনমনা মনে হলেও সে যে কিছু একটা দৃঢ়তায় আবিষ্ট সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। বিগত সময়টাতে ওর এমনতর ইস্পাত কঠিন অভিব্যক্তির মুখোমুখি আমি হইনি। আজ কি হলো তা যেমন বুঝতে পারলাম না তেমনিভাবে এসংক্রান্ত কোন প্রশ্নও আমি ওকে করলাম না। কৌতুহল নিবৃত্ত করে মনে মনে ভাবলাম যে ইতিপূর্বে সংঘটিত নানাবিধ রহস্যপূর্ণ ঘটনার মতো আজও কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে যা আমার অনুমানের বাইরে সুতরাং অপেক্ষা করতেই হবে কৌতুহল যতই হোক। আমার অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বার বার ওকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেলেও এ বিষয়ে ও নিশ্চুপই থেকে গেলো। ওর এই অযাচিত আচরণ কঠিন হলেও নতুন কিছু প্রাপ্তির আশায় উন্মুখ হয়ে রইলাম।

ওয়েটার প্লেট ভর্তি স্ন্যাকস্ ও দু কাপ কফি আমাদের সামনে উপস্থাপন করে বললো, আরো কিছু প্রয়োজন হলে অনুগ্রহ করে বলবেন।

সিনথিয়া ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটু হাসলো।

স্ন্যাকস্ ও গরম কফি পানের পর বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। রেস্টুরেন্টের বাইরে বেরুতেই একরাশ ঠান্ডা চারিদিক থেকে ঘিরে ধরলো। রোদ্রের বিরাজমান তাপ অমৃতের মতো মনে হলো। সিনথিয়াকে অনুসরণ করে গাড়িতে গিয়ে বসলাম। গাড়ি ঘুরিয়ে রাস্তায় নেমে সাবলীলভাবেই ও গাড়ি চালাতে লাগলো। ছুটে চলছে গাড়ি। এভাবে প্রায় ঘন্টাখানেক চলার পর ডানদিকের অপেক্ষাকৃত একটা সরু রাস্তা ধরে গাড়ি এগিয়ে চললো। পাহাড়ি অঞ্চল, বাড়িঘরের আধিক্য নেই বললেই চলে। যতই সামনে এগুচ্ছি ততই ঘন বনাঞ্চলে চারিদিক ছেয়ে যাচ্ছে। আঁকাবাঁকা রাস্তায় গাড়ির গতি এখন অনেক কম। এভাবে চলতে চলতে দু'ঘন্টা অতিবাহিত হলো। এর মধ্যেই হঠাৎ করে একটা বসতির দেখা মিললো। রাস্তার একপাশে ছড়ানো ছিটানো বেশ কয়েকটি বাড়ি। কয়েকটি ছেলেমেয়ে আমাদের গাড়ি দেখে ছুটে আসতে থাকলো। বুঝতে পারলাম যে এখানে বাইরের মানুষের চলাচল কম। আরো আধা ঘন্টা সময় সামনে এগিয়ে গিয়ে গাড়িটি বামদিকে বাঁক নিয়ে আরো একটি সরু রাস্তায় গিয়ে ঢুকলো। এবার নিরেট ঘন বনাঞ্চল মাড়িয়ে আমরা এগিয়ে চলছি। এভাবে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে রাস্তার পাশের উঁচু ঢাল জায়গায় একটা সুদৃশ্য পাকা দালানের দেখা পেলাম। কয়েকটা বাঁক গলিয়ে গাড়ি দালানের সামনের লনে গিয়ে স্থিত হলো। দালানের ভেতর থেকে একজন যুবক দৌড়ে এসে গাড়ির সামনে দাঁড়ালো এবং সিনথিয়াকে সম্ভাষণ জানালো। গাড়ি থেকে নেমে সিনথিয়া ওর সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো যে ওর নাম চিয়াহাউ। আমি ওকে সম্ভাষণ জানালাম। সেও আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানালো এবং বললো যে এখানকার মনোরম দৃশ্য আপনাকে মোহিত করবে।

সিনথিয়াকে অনুসরণ করে কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করলাম। অত্যন্ত পরিপাটি করে সাজানো দালানটায় কয়েকটি বেডরুম রয়েছে। চিয়াহাউ একটি রুমের প্রতি ইঙ্গিত করে আমাকে ওটি ব্যবহার করতে বললো।

সিনথিয়া বললো, বনাঞ্চল হওয়ায় এখানে শীতের প্রকোপ কিছুটা বেশি তবে ওয়াশ রুমে গরম পানি পাবে। পরিপাটি হয়ে নাও।

আমি সিনথিয়াকে ধন্যবাদ জানালাম। চিয়াহাউ আমাকে আমার রুমে নিয়ে এলো। প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে গরম পানির পরশে চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। পরিপাটি হয়ে কিছুক্ষণ পর ড্রইং রুমে ফিরে চিয়াহাউকে অপেক্ষমান দেখলাম। সে আমাকে ডাইনিং রুমে নিয়ে এলো। সেখানে টেবিলের উপর গরম খাবারের বাহার দেখে আমি স্তম্ভিত হলাম। প্রতিটি ডিস থেকে ধোঁয়ার উদ্‌গীরণ দেখে মনে হলো যে এগুলো এখনি উনুন থেকে নামানো হয়েছে।

সিনথিয়া আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বললো, বেইজিং থেকে এই জায়গাটার দূরত্ব তেমন বেশি না হলেও ভ্রমণটা বেশ লম্বা। এতো দীর্ঘ সময়ে নিশ্চয়ই তোমার ক্ষিধের উদ্রেক হয়েছে। তাড়াহুড়ো না করে পেট পুরে খাও, আমাদের হাতে প্রচুর সময় রয়েছে।

আমি বললাম, ক্ষিদে পেয়েছে এবং পেট পুরে অবশ্যই খাব। তবে এতদূরের এই বিজন বনে খাবারের এতো আয়োজন দেখে আামি বিস্মিত হয়েছি।

সিনথিয়া বললো, এটি একটি রেস্টহাউজ। এখানে বিদ্যুৎ ও টেলিফোন সংযোগ রয়েছে। আমি চিয়াহাউকে নির্দেশ দিয়েছিলাম খাবারগুলো প্রস্তুত করতে সুতরাং আশ্চর্য না হয়ে পেটপুরে খেয়ে নাও।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে খাওয়াতে মনোনিবেশ করলাম। রুম হিটারের বদৌলতে রুমের ভেতরটায় উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভাল লাগছে। সিনথিয়াও খাবার নিয়ে খেতে শুরু করলো। আমরা দুজন খাচ্ছি আর চিয়াহাউ পরম যত্নের সাথে আমাদেরকে মেহমানদারী করে চলেছে। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে আমরা ভোজনপর্ব শেষ করলাম।

এরপর চিয়াহাউ বড় সাইজের মগ ভর্তি কফি আমার হাতে ধরিয়ে দিল। ধোঁয়া উদ্‌গীরিত গরম কফি মুখে দিতেই বোঝা গেল যে যোগ্য কোন কারিগরের হাতে এই সুস্বাদু কফি তৈরি হয়েছে। এহেন গরম কফির কল্যাণে সড়ক পথে দীর্ঘযাত্রার ক্লান্তিটুকু নিমিষেই উধাও হয়ে গেল। মনে মনে ভাবলাম আরো এক মগ কফি পেলে মন্দ হতো না। সিনথিয়া একটু নড়েচড়ে বসল এবং চিয়াহাউকে আমার জন্য আরো এক মগ কফি আনতে বললো। অন্য সময় হলে এটা যে একটা টেলিপ্যাথি তা ওকে বলতাম কিন্তু আজ যেহেতু সে একটা ভাবগাম্ভীর্যতার মধ্যে নিমজ্জিত সেহেতু এ নিয়ে আর কথা বাড়ালাম না। আরো এক মগ কফি হাতে নিয়ে আমি চিয়াহাউকে ধন্যবাদ জানালাম।

সিনথিয়ার অবারিত উদাস দৃষ্টি বার বার আমাকে উতলা করে তুলছে এবং একটা অস্বস্তিতেও ভুগছি কিন্তু আমি ধৈর্যধারণ করে অপেক্ষায় আছি ওর এমনতর আচরণের ফলাফলটুকু প্রত্যক্ষ করার জন্য। সিনথিয়ার সাথে আমার পরিচয়ের পর দীর্ঘ আট মাসে ওর অনেক কথা আমি শুনেছি এবং ওর মনোবেদনা ও মনোবাসনার অনেক কিছুর সাথে আমি পরিচিত হতে পেরেছি। এই জগতে কোন নারী অতীত দিনের নিগৃহীত ও নিষ্পেষিত মানুষের জন্য চোখের জল ঝরায়, বিচার দাবী করে এবং আগামী দিনের জন্য একটি সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনের অভিলাষ পোষণ করে তেমনটিতো আমি কখনো দেখিনি অথবা শুনিওনি। বিগত কয়েকদিনের ঘটনাপ্রবাহ এবং ওর রহস্যময় অভিব্যক্তির মধ্যে দুরন্ত কোন কিছুর ইঙ্গিত বহন করছে তা কিছুটা অনুমান করতে পারলেও এর ব্যাপ্তি কতটুকু তা বুঝতে পারলাম না। তবে আমি নিশ্চিত যে রহস্যময়ী সিনথিয়া আজ ব্যতিক্রমী কোন কিছুর মুখোমুখি দাঁড় করানোর জন্যই এই সুদূর বিজন বনে আমাকে নিয়ে এসেছে।

আমার এমনতরো এলোমেলো চিন্তাধারার মধ্যে হঠাৎ করেই সিনথিয়া আমাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে বললো এবং উঠে গিয়ে একটি কক্ষে প্রবেশ করলো। চিয়াহাউ আমাকে আমার কক্ষে নিয়ে গিয়ে বিছানাটা পরিপাটি করে দিয়ে একগাল হেসে রুম থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো। রুমের ভেতরটা অপেক্ষকৃত উষ্ণ। বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। অবসন্নতায় কিছুটা ঝিমিয়ে পড়লাম। এরমধ্যে কখন যে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলাম তা বুঝতে পারলাম না। অনেকক্ষণ পর বাঁশরীর করুণ একটা সুরঝংকারে আমার ঘুম ভাঙ্গলো। বিছানা ছেড়ে বাইরে গিয়ে দেখলাম যে কড়িডোরে বসে চিয়াহাউ বাঁশি বাজাচ্ছে। আমাকে দেখে কিছুটা লজ্জা পেয়ে মুখ থেকে বাঁশি নামিয়ে নিল। আমি ওর বাঁশির তারিফ করলাম।

এমন সময় সিনথিয়া তাঁর রুম থেকে বেরিয়ে এসে বললো, আমার মনে হয় আমরা পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে পেরেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ডিনার শেষ করে আমাদের গন্তব্যের দিকে রওয়ানা হবো।

আমি জিজ্ঞাসু নেত্রে ওর দিকে তাকালাম এবং ভাবলাম ডিনারের পর গন্তব্যের দিকে রওয়ানা হওয়ার অর্থ হলো রাতের অন্ধকারে অরণ্যে প্রবেশ। অমি প্রমাদ গুনলাম, কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারলাম না। সিনথিয়ার চোখে মুখে ও অভিব্যক্তিতে এক অসামান্য দৃঢ়তা বিরাজ করছে। ওর মুখাবয়াব এক অপার্থিব আলোর দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল হলেও সেখানে বেদনার মহাসাগরের গর্জন আমি শুনতে পাচ্ছি। এখন পশ্চিমাকাশে রঙ্গীণ আভা ছড়িয়ে সূর্য দিগন্ত রেখায় বিলিয়মান।

চিয়াহাউয়ের আহ্বান শুনে বাস্তবে ফিরে এলাম। ডিনার পরিবেশিত হয়ে গেছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি টেবিলে গিয়ে বসলাম। সিনথিয়া অল্প কিছু খাবার নিয়ে তাঁর ডিনার শেষ করলো এবং খাবারের পর আমাকে তৈরি থাকার জন্য বলে তাঁর রুমে প্রবেশ করলো। খাবারগুলো সুস্বাদু হওয়ায় আমি কিছুটা সময় নিয়ে পেট পুরে খেলাম। এরপর রুমে গিয়ে গরম কাপড়গুলো পরিধান করে নিলাম।

সিনথিয়া রুম থেকে রের হয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। আমি যথারীতি ওকে অনুসরণ করলাম এবং গাড়িতে গিয়ে বসলাম। আমি চিয়াহাউকে হাত নেড়ে বিদায় জানালাম। সিনথিয়া গাড়ি ঘুরিয়ে সামনের রাস্তা ধরে এগিয়ে চললো। তখন চারিদিক অন্ধকারে নিমজ্জিত। জনমানবহীন গভীর অরণ্য, আমার সারা শরীরে শিহরণ বয়ে যাচ্ছে বারবার। একসময় আমার হৃৎপিন্ডের শব্দ এতটাই উচ্চকিত হলো যে সিনথিয়া হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে আমাকে বললো, তুমি এতো উতলা হচ্ছো কেন? আমার উপর ভরসা রাখো এবং আমাকে বিশ্বাস করো।

আমি বললাম, কিছুটা ভয় পেয়েছি বটে তবে তুমি কোন চিন্তা করোনা। তোমার গন্তব্যে এগিয়ে যাও। আমাকে তুমি স্বাভাবিক অবস্থাতেই পাবে।

সিনথিয়া আবার সামনে এগিয়ে চললো। হেড লাইটের আলোতে সম্মুখস্থ বনাঞ্চল আলোকিত হচ্ছে কিন্তু পরক্ষণেই তা অপসৃত হয়ে পেছন দিকটা নিকষ কালো অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে। এভাবে ঘন্টাখানেক চলার পর হঠাৎ গাড়ি ডান দিকে ঘুরে গিয়ে কাঁচা এবড়োথেবড়ো রাস্তা ধরে চলতে শুরু করলো। আমি নিশ্চুপ পুতুলের মতো বসে রইলাম। এভাবে আরো আধা ঘন্টা চলার পর একটা ফাঁকা জায়গার পাশে গাড়ি দাঁড়ালো। ফাঁকা জায়গাটার প্রান্তসীমায় বিশালকায় একটি বৃক্ষের অবস্থান লক্ষ্য করলাম। সিনথিয়া গাড়ির হেড লাইট নিভিয়ে দিল। নিকষ অন্ধকার

চারিদিক থেকে আমাদেরকে ঘিরে ধরলো। সময় একটু একটু করে গড়িয়ে যাচ্ছে। আমরা নির্বাক। কিন্তু কি আশ্চর্য, এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যেও একটা আলোর পরশ অত্যন্ত ধীর গতিতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সামনের গাছপালা ও দৃশ্যাদি একটু একটু করে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। মনে মনে ভাবলাম যে অন্ধকার অরণ্যেরও নিজস্ব একটা আলো রয়েছে। কিছুটা দূরের পাহাড় থেকে ঝর্ণাধারার কুলকুল শব্দ ভেসে আসছে। চারিদিকে ঝিঁঝি পোকারা ডেকে চলেছে অবিরাম। ঝাঁকে ঝাঁকে অগণন জোনাকিরা আলো জ্বালাচ্ছে আর নেভাচ্ছে। সেকি অসাধারণ মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। আমার অনুভূতির সবকটা দ্বার উন্মুক্ত হলো। আশে পাশে এখানের প্রতিটা মুহূর্ত যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা সর্বান্তকরণে অনুধাবন করলাম সুতরাং সংকল্পে দৃঢ়তর হলাম যে কোন কিছু থেকে কোনক্রমেই বঞ্চিত হওয়া চলবে না।

এরই মধ্যে নীরবতা ভেঙ্গে গাড়ির দরজা খুলে নামতে নামতে সিনথিয়া বললো, গাড়ি থেকে নেমে আমাকে অনুসরণ করো। ঘটনার অতিশয্যে ও উত্তেজনায় আমি এতটাই বিভোর হলাম যে প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও আমার ললাট ও কপোল ঘামতে শুরু করলো।

আমি বিনা বাক্য ব্যয়ে গাড়ি থেকে নেমে আলো আঁধারের মায়াবী পরিবেশে স্থিত হলাম। জায়গাটা কিছুটা ফাঁকা হওয়ায় তারাভরা আকাশ দৃশ্যমান হলো। মনে হলো এই বনাঞ্চলে আজ আমাদের অভিলাষ সাফল্যমণ্ডিত করতে পাহারায় নিয়োজিত আছে ঐ অগণন তারকাদল।

সিনথিয়াকে অনুসরণ করলাম। সে গাড়ি থেকে নেমে দৃঢ় চিত্তে হেঁটে হেঁটে সামনের বিশাল বৃক্ষটার কাণ্ড বরাবর গিয়ে দাঁড়ালো। আমিও ওর পিছু পিছু এগিয়ে গেলাম। হিমশীতল পরিবেশ কিন্তু এখনও ঘামছি। বৃক্ষটার বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করামাত্রই সারা শরীরে শিহরণ বয়ে গেল। গাছটার কাণ্ড বরাবর বৃত্তাকার কিছুটা উঁচু পরিসর দেখে একটা বেদি বলে মনে হলো। আমি এগিয়ে ওর থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়ালাম। কিছুটা সময় নির্বাক কাটলো।

অশ্রসজল সিনথিয়া দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আমার দিকে একনিষ্ঠ হয়ে বেদিটার উপর বসে বললো, আমার মুখোমুখি বস।

আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ওর সামনে বসে পড়লাম। বনফুলের সুবাস নিয়ে একরাশ বাতাস আমাদেরকে পরশ বুলিয়ে গেল। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম উদীয়মান চাঁদের আলোতে এক মায়াবী আবেশ ছড়িয়ে পড়ছে সারা বনময়। এদিক-সেদিক হালকা কুয়াশার আস্তরণে আলো-আঁধারের মোহময় খেলা। রাত এগিয়ে চলেছে গভীরতার দিকে। লোকালয় থেকে বহুদূরে নির্জন অরণ্যে এই মায়াভরা রাতে রহস্যময়ী এক নারীর সামনে আমি ঠায় বসে আছি। আমরা নির্বাক হয়ে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। রাত তার পরিস্ফুট সৌন্দর্য দিয়ে বনানীকে মহিমান্বিত করে তুলছে। আজ পূর্ণ যৌবনা উদ্বেলিত বনরাজি। এরই মধ্যে চাঁদ দিগন্ত ছাড়িয়ে কিছুটা উপরে উঠে গেছে। এভাবে অনেকক্ষণ কেটে যাওয়ার পর অত্যন্ত ধীরলয়ে আমার দিকে তাকিয়ে সিনথিয়া বললো, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দুটি সত্ত্বার অবস্থান অর্থাৎ একই নামের দুজন মানুষ এক দেহাবয়বের মধ্যেই বসবাস করে। এ দুজনার মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ চলছে অহর্নিশ। একজন সামনে টানলে অন্যজন পেছনে টানছে। একজন সুশ্রী অন্যজন কদাকার। তবে বেশিরভাগ মানুষই তাঁদের ভেতরকার কদাকার মানুষটাকে অবদমিত ও অতিক্রম করতে পারে কিন্তু কিছুসংখ্যক মানুষ ইচ্ছে করেই ঐ কদাকারের বন্দনা নিয়ে মত্ত থাকে এবং তরাই বিপত্তি ঘটায় পৃথিবীতে। তাইতো মানুষের সভ্যতার দীর্ঘ পথে যুগে যুগে তুমি যেমন এমন মানুষ পাবে যারা সৌহার্দ ও মানবতার

বন্ধনে সমাজকে সুষমামণ্ডিত করে শান্তির অমিয়ধারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়েছেন আবার এমন মানুষও বিস্তর পাবে যারা কখনো বিনা কারণে অথবা নিজ স্বার্থ চরিতার্থে সামান্য কারণেই অগণিত মানুষ নিধন করেছে এবং দুঃখ কষ্ট ছড়িয়ে পৃথিবীতে অভিশপ্ত হয়ে রয়েছে।

সিনথিয়া তাঁর পরিধেয় বস্ত্রের একাংশ দিয়ে অশ্রু মুছে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলো, তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না যে আমি মুনি-ঋষিদের মতো মাঝে মধ্যেই নির্জনে ধ্যান করতে ভালবাসি এবং ধ্যানমগ্নতার মধ্যে মানুষের কর্মকাণ্ডের হিসাবনিকাশ করি। এর মধ্যে আনন্দ যেমন পাই আবার মর্মবেদনা নিয়ে বিষণ্নতার সাগরে নিমজ্জিত হই। পৃথিবীর যুদ্ধবাজ নায়ক ও রাজপুত্রদেরকে ধিক্কার, নিন্দা ও অভিসম্পাত দেই আর বলি আজ কোথায় তোমাদের সেই মিথ্যা অহঙ্কার আর গর্ব। অথচ অফুরন্ত ক্ষমতাধর তোমরা সেই দিনগুলোতে যদি তোমাদের বিবেককে সংযত করে মানুষের কল্যাণের পথে অবিচল থাকতে তবে পৃথিবীর ইতিহাসে তোমরা ঘৃণিত হতে না, মানুষের অন্তরে ভালবাসায় সিক্ত হতে পারতে। মানুষের মত অবয়ব হলেও তোমাদের মতো অমানুষগুলোর জীবনকালে সম্পাদিত কর্মকাণ্ড ও তথাকথিত সৃজনশীলতা নিয়ে এখন আমার অনেক প্রশ্ন, পশুর সাথে মানুষের পার্থক্যটুকু কোথায় তা অনুধাবন করতে তোমরা ব্যর্থ হয়েছো, তোমরা পৃথিবীকে চরমভাবে অপমান করেছো এবং কলুষিত করেছো।

আমি বললাম, যা হবার তাতো হয়েই গেছে। পৃথিবীর সে সকল খল নায়কেরাতো কালের আবর্তে হারিয়ে গেছে।

সিনথিয়া বললো, তারা হারিয়ে গেছে কিন্তু তাদের কুকীর্তিগুলো হারিয়ে যায়নি, বেদনাতুর ইতিহাস হয়ে রয়ে গেছে। তারা হারিয়ে গেলেও তাদের খেলার মাঠে নতুন খেলোয়াড়দের আবির্ভাব ঘটছে নিয়তই, জায়গাটা খালি থাকছে না। অঘটনঘটনপটীয়সী ঐ স্বার্থান্বেষীরা যুদ্ধ-বিগ্রহ-সন্ত্রাস সৃষ্টি করে অগণিত মানুষের সর্বনাশ করে চলেছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো যে তারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও বিবেকহীন।

দারুণভাবে সংক্ষুব্ধ সিনথিয়া অগ্নিমূর্তি ধারণ করে উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত ঊর্ধ্বমূখী করে আর্ত চীৎকার করতে থাকলো। আমি তোমাদের ঘৃণা করি, আমি তোমাদের ঘৃণা করি, আমি তোমাদের ঘৃণা করি।

সিনথিয়ার সেই আর্ত চীৎকার অরণ্যের মধ্যে তরঙ্গায়িত হলো। মুহূর্তের মধ্যে অরণ্যস্থ সবকিছুই সরব হয়ে উঠলো। প্রবল বাতাসে বৃক্ষের পত্ররাজি ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে চললো চারিদিকে। উথাল-পাথাল হলো বনের পরিবেশ। বনের পশুপাখি ডানা ঝাপটিয়ে ডেকে উঠলো একযোগে। পশুদের গর্জন ও পাখিদের গুঞ্জনধ্বনি আমার কাছে দিব্য হয়ে ধরা দিল। মনে হলো তারাও বলছে আমরা তোমাদের ঘৃণা করি, আমরা তোমাদের ঘৃণা করি, আমরা তোমাদের ঘৃণা করি।

ক্রন্দনরত সিনথিয়া মাথায় হাতদুটো রেখে বেদির উপর বসে পড়লো। এভাবে কেটে গেল অনেকক্ষণ।

এরপর আমাকে হতচকিত করে হঠাৎ করেই সিনথিয়া সৌম্যমূর্তি ধারণ করে উঠে দাঁড়িয়ে উর্ধ্বমূখী হয়ে চেয়ে থেকে শান্ত অথচ দৃঢ় কন্ঠে বললো, হে বিশ্বভুবনের কর্ণধার, তুমি আমাকে সৃজন করেছো, পৃথিবীতে সুষ্ঠু পরিবেশ বিন্যস্ত করে আমাকে স্থিত করেছো, আলো-বাতাস-পানি দিয়ে করুণা করেছো, সুস্বাদু খাদ্যসমগ্রী দিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছো। তুমি মহামহিম, আমাকে

জ্ঞান-গরিমা দিয়ে বিবেকবান করেছো, আত্মীয় স্বজনের মায়াবন্ধনে আমাকে প্রাঞ্জল করেছো, আমাকে অনুধাবন করতে পারে তেমন বন্ধু-বান্ধব দিয়েছো। যৌবন দিয়েছো, ভালবাসা দিয়েছো, প্রেম দিয়েছো, সন্তান-সন্ততি দিয়ে আমাকে ধন্য ও প্রতিস্থাপিত করেছো, তোমার চিরঞ্জীব সত্তা ও শাশ্বত মর্মবাণীর কথা জানিয়ে আমকে মহিমান্বিত করেছো, সকল ভালো লাগা ও সকল ভালো করার মর্মার্থ আমাকে শিখিয়েছো, ভালো কাজ ও মন্দ কাজের পার্থক্য নির্ণয় করে তা আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছো। মানুষ মানুষকে ভালবাসবে, শ্রদ্ধা করবে, একে অপরের সুখ-দুঃখের ভাগী হবে, তেমনটাই তুমি সৃষ্টির পর থেকেই মহান বার্তা বাহকদের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছো। কিন্তু কই কিছু মানুষতো তোমার কথা শুনছে না। তারা যুদ্ধ-বিগ্রহ করছে এবং তাদের স্বার্থান্বেষণে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ মৃত্যুবরণ করছে, নিগৃহীত হচ্ছে। সৃষ্টির পর থেকে আজ অব্দি মানুষের হাতে কতশতকোটি মানুষ যে মৃত্যুবরণ করেছে, কত মানুষ নিগৃহীত হয়েছে সে হিসাব আমাদের অজানা। অথচ প্রতিটা জীবনইতো তুমি মহা-মূল্যবান করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছো। আমার জীবনটাকে আমি যখন আমার সামনে উন্মোচন করি তখন উপলব্ধি করি যে আমার জীবন আমার কত প্রিয়। তুমিতো সবার জীবন সবার কাছে মহিমান্বিত ও প্রিয় করে গচ্ছিত রেখেছো। কিন্তু এই পূত-পবিত্রতার দেয়াল ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়ে কিছু যুদ্ধবাজ ও স্বার্থান্বেষী পিশাচরা অগণিত মানুষের প্রাণ সংহার করে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে পৃথিবীময়। অতীতের নির্মম ঘটনাগুলো আমাদেরকে বিস্মিত করেছে এবং বর্তমানের ঘটনাগুলো আমাদেরকে কাঁদাচ্ছে। এ কথাতো নির্ধিধায় বলা যায় যে ভবিষ্যতেও ঐ নরপশুরূপী কিছু মানুষ আবার অগণিত নিরীহ মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে আবির্ভূত হবে। নিগৃহীত হবে সৃষ্টির সেরা জীব লক্ষকোটি মানুষ। এই পূঞ্জীভূত বেদনা যুগের পর যুগ পেরিয়ে আমার অন্তরে এসে বাসা বেঁধেছে। এক দুর্দান্ত ঘৃণা ও আত্মর্ভৎসনায় আমি পর্যুদস্ত। আমি আর এই বোঝা বইতে পারছিনা। আমি এ সকল মর্মান্তিক অন্যায়ের বিচার চাই-এর প্রতিকার চাই।

আকাশের দিকে দৃষ্টি সমুন্নত রেখে চিৎকার করে কাঁদছে সিনথিয়া। অঝোরে অশ্রুধারা গড়িয়ে পরছে ওর দু গণ্ড বেয়ে বেয়ে। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মূর্তির মতো ওর বিমূর্ত অবয়বের দিকে স্তম্ভিত নয়নে তাকিয়ে আছি।

হঠাৎ করে এগিয়ে এসে একটি বেত আমার হাতে দিয়ে সিনথিয়া চিৎকার করে বললো, আমাকে বেত্রাঘাত করো। প্রচণ্ডভাবে বেত্রাঘাত করো। আমাকে আঘাত না করলে আমি স্বস্তি পাব না।

সিনথিয়ার উচ্চস্বরের ক্রন্দন প্রতিধ্বনিত হয়ে বনারণ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। মনে হলো বনের সকল পশুপাখি নিবিষ্ট হয়ে ওর ব্যথা অনুভব করছে এবং আমাকে প্রতিপক্ষ ভেবে সবাই একযোগে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে বললাম, তোমাকে বেত্রাঘাত করবো কেন? তুমি কি কোন দোষ করেছো? তুমি তো ক্ষণজন্মা এক মহামানবী। তোমার তুলনা শুধু তুমিই। এতো বড় বিশ্ব, কোটি কোটি মানুষের কলতানে মুখরিত। কই এতো মানুষের মধ্যে কেউতো তোমার মতো চিৎকার করে ঐ নির্যাতিত মানুষদের পক্ষ অবলম্বন করছে না, অমানুষদের বিচার দাবী করছে না? তবে তুমি নিজেকে এতো নিগৃহীত মনে করছো কেন?

সিনথিয়া তাঁর হাতদুটো প্রসারিত করে বললো, আমরা যারা এর প্রতিকার করতে পারছি না তারা সবাই সমভাবে দায়ী। আমি দায়ী, তুমিও এর দায় এড়াতে পারো না।

আমি ধীর পায়ে সিনথিয়ার সামনে এগিয়ে গিয়ে বললাম, তোমার সাথে পরিচয়ের পূর্বে আমি কোনদিন তোমার মতো করে আত্মদৃষ্টির এতো গভীরে যেতে পারিনি, তোমার মতো ভাবতেও পারিনি। পৃথিবীব্যাপী এইযে এতো অত্যাচার জমা হতে হতে আকাশচুম্বী হয়ে উঠেছে কই আমিতো কখনো এর প্রতিবাদ করিনি। আমার মতোই লক্ষ কোটি মানুষ এর প্রতিবাদ করেনি। জ্ঞানী, গুণী, ইতিহাসবিদ, রাজনীতিবিদ কাউকেতো তোমার মতো করে উচ্চারণ করতে শুনলাম না। আজ এই বিজন অরণ্যে কুহেলিকাময় রাতে পৃথিবীর লক্ষকোটি মানুষের প্রতিনিধি হয়ে আমি তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমি নিঃসন্দেহে অপরাধী তথা মহা অপরাধী। আমার বিচার কর। আমাকে বেত্রাঘাত করো।

আমার কথা শুনে ফণাতোলা সাপের মতো বিক্ষুব্ধ হয়ে ফুসতে লাগলো সিনথিয়া। এরপর বিদ্যুত গতিতে সামনে এগিয়ে এসে আমার হাত থেকে বেতটা নিয়ে আমার পিঠ বরাবর সজোরে আঘাত হানতে থাকলো। সোয়েটার ও মোটা জ্যাকেট থাকা সত্ত্বেও প্রচণ্ড ব্যথায় আমি কুঁকড়ে উঠলাম। মাত্র তিনটা বেত্রাঘাতের পর সিনথিয়া থেমে গিয়ে বেতটা সজোরে নিক্ষেপ করে বৃক্ষটার কাণ্ড বরাবর বসে চিৎকার করে ক্রন্দন করতে থাকলো।

বেত্রাঘাতের আওয়াজ আর সিনথিয়ার মর্মক্রন্দন প্রচণ্ডতর হয়ে একটা ঢেউ সৃষ্টি করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। বনের সকল পশুরা এদিক সেদিক ছোটাছুটি করতে থাকলো এবং পাখিরা ডানা ঝাপটিয়ে একযোগে ডেকে উঠলো। একটা পাগলা বাতাস গাছপালা নাড়িয়ে আমাদের উপর দিয়ে বয়ে গেলো। মনে হলো পৃথিবীর সকল বাদ্যযন্ত্র করুণ সুরে একযোগে বেজে উঠছে এবং লক্ষ লক্ষ বাদকেরা সিনথিয়ার ক্রন্দনধ্বনির সাথে বেদনার্ত সুর মূর্ছনায় চারিদিক ভরিয়ে তুলছে।

আমি ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে ওর সম্মুখে উপবিষ্ট হয়ে বললাম, তুমি ঠিক কাজটিই করেছো। আমি নিবিষ্ট মনে উপলব্ধি করেছি যে এই বেত্রাঘাত শুধু আমি নয়, পৃথিবীর সকল মানুষের উপরেই পড়েছে। তুমি শান্ত হও, তোমার ক্রন্দন আমাকে উতলা করে তুলছে।

আমাকে সন্তর্পণে কাছে টেনে নিয়ে আমার পিঠের উপর হাত বুলাতে বুলাতে ক্রন্দনরত সিনথিয়া বললো, এই আঘাতটা আমি তোমাকে করিনি। তোমার মাধ্যমে পৃথিবীর বিবেকবান সকলকেই আঘাত করেছি। তোমাকে আঘাত করার জন্য আমি ব্যথিত হলেও আমি জানি না তোমার মতো এই ব্যথা ক'জন উপলব্ধি করতে পারছে?

এতোক্ষণে সিনথিয়ার মর্মবেদনার সাথে আমি একাত্ম হয়ে গেলাম। ওর দুরন্ত কান্নার সাথে আমার কান্না যোগ হলো। আমরা কেঁদে চলেছি, বিরামহীন কান্না। পাখিরাও আমাদের সাথে পাল্লা দিয়ে ডানা ঝাপটিয়ে বিষাদময় ডাকে ডেকে চলেছে। জোনাকিরা ঝাঁক বেঁধে উড়ে আসছে আবার অপসৃত হচ্ছে। পাগলা বাতাসের অশান্ত নৃত্যে বনফুলের সুবাস প্রখর হচ্ছে। বৃক্ষ থেকে ঝড়ে পড়া ছোট ছোট ফুলের পরাগ আমাদের উপর ছড়িয়ে পড়ছে। আকাশের অনুজ্জ্বল তারারাও আমাদের ব্যথার ভাগী হয়ে আরো উজ্জ্বল হয়ে মিটমিট করে জ্বলছে।

মহীরুহটার বিশাল কাণ্ড বরাবর পিঠ ঠেকিয়ে সিনথিয়া তাঁর পদযুগল প্রলম্বিত করে বসেছে। ক্রন্দনরত আমার মাথাটাকে টেনে নিয়ে ওর কাঁধের উপর স্থাপন করে সেও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলো। গণ্ড বেয়ে অশ্রুজল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকলো। প্রচণ্ড ভাবাবেগে আমরা এভাবেই স্থিত হয়ে রইলাম। রাত এগিয়ে চললো। দূরে কোথায়ও রাতজাগা পাখিদের ডাক শোনা গেল। হয়তোবা রাতের তৃতীয় প্রহর পার হলো।

সিনথিয়া একটু নড়েচড়ে বসে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললো, তোমাকে একটা কথা বলবো বলে দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষায় আছি। যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছি সেদিনই আমার মনে হয়েছে যে তুমিই সেই মানুষ যাকে এই কথাটা বলার জন্য আমি নিরন্তর সন্ধান করে চলেছি। আজ এই বনানীর ছায়াতলে সেই কথাটা বলবো বলেই তো তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি।

আমি ভারাক্রান্ত পরিবেশের আবেশ থেকে নিজেকে যথাসম্ভব ছিন্ন করে বললাম, তোমার কণ্ঠ নিসৃত কথা আমি বাণী বলে গণ্য করি। আমি সত্যিই ভাগ্যবান যে তুমি তোমার দীর্ঘলালিত কোন উক্তি আমাকে শোনাবে বলে বাসনা পোষণ করেছো। তুমি নির্দ্বিধায় সে কথাটি আমাকে বলতে পারো।

আমার কথা শোনার পর সিনথিয়া অপলক আমার দিকে চেয়ে আছে। চাঁদের আলো আরো উজ্জ্বল হয়েছে। দৃষ্টিসীমায় এখন ঝাপসা ভাবটা কেটে গেলেও হালকা কুয়াশাচ্ছন্ন অরণ্যের রহস্যময়তা যেনো আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এক দুরন্ত ঝড় শেষে চরিদিক এখন প্রশান্ত।

সিনথিয়া আরো একটু এগিয়ে এসে আমার কর্ণকূহকের অতি সন্নিকটে ওর মুখটা নিয়ে স্পষ্ট কণ্ঠে ফিস ফিস করে বললো, "এই পৃথিবীর সকল মানুষ আমরা একে অপরের আত্মীয়, পরম আত্মীয়"।

কথাটা শোনার সাথে সাথে আমি বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাঁকালাম। একটা দুরন্ত নিনাদ যেন ধরা থেকে উর্ধাকাশে উত্থিত হলো। একরাশ বাতাস সোঁ সোঁ শব্দ তুলে সিনথিয়ার কথাটাকে প্রতিধ্বনিত করে বনময় ছড়িয়ে দিল। বনরাজীর মধ্যে চঞ্চলতার তীব্র একটা হিল্লোল বয়ে গেলো। পশুরা ডেকে উঠলো। পাখিরা ডানা ঝাপটিয়ে গুঞ্জনে ফেটে পড়লো। জোনাকিরা আলো ছড়িয়ে নৃত্য করতে থাকলো। পৃথিবীর সকল বাদ্যযন্ত্র বিষাদের সুর পরিহার করে এবার এক মহা আনন্দের সুরে ঝংকৃত হতে থাকলো। বন ফুলগুলো সবটুকু সুবাস ছড়িয়ে প্রবাহমান বাতাসে হেলে দুলে লুটিয়ে পড়লো। ঝর্ণার কুলকুল ধ্বনি প্রবলতর হয়ে রাতের অরণ্য মুখরিত করে তুললো। কথাটার প্রতিধ্বনি উচ্চকিত হয়ে বনময় তরঙ্গায়িত হতে থাকলো।

আমি মনের গভীরে অতলান্ত সাগরে নিমজ্জিত হলাম। মনে মনে ভাবলাম যে সিনথিয়ার এই ছোট্ট কথাটুকুতো নতুন কোন কথা নয়, ইতিপূর্বে এই ভাবধারার কথা আমি শুনেছি। মানুষের কল্যাণকামী মহামনীষীগণ যুগ যুগ ধরেইতো এ কথার প্রতিধ্বনি করে আসছেন কিন্তু আজ কেন এই ছোট্ট কথাটা এতো তাৎপর্যপূর্ণ নতুন কথা বলে মনে হচ্ছে? এই কথাটার অন্তর্নিহীত অর্থ ও এর মাহাত্ম্য তাহলে কি আমি ইতিপূর্বে অনুধাবন করতে পারিনি? পরিস্থিতি আমাকে উতলা করে তুললো।

আমি ওর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললাম, আমি সম্পূর্ণ নির্মোহ হয়ে বলছি যে তোমার এই কথাটি শাশ্বত-সত্য কথা। এই সত্য এখন আমার কাছে উদ্ভাসিত এবং স্পষ্ট। আমি তোমাকে কথা দিলাম যে এই সত্য আমি লালন করবো আজীবন। মানুষের সাথে মানুষের চিরায়িত সম্পৃক্ততার এই মহান বাণী আমি প্রচার করবো। এখন আমি দেখছি যে এই পৃথিবীতে যারা যত মানুষ মেরেছে তারা তাদের আপনজন আত্মীয়দেরকেই মেরেছে। মানুষ তাঁদের চিরায়িত পরম আত্মীয়দেরকেই নিগৃহীত করেছে, অসম্মান করেছে।

অবনমিত মুখটা একটু উপরে তুলে নিয়ে সিনথিয়া বললো, স্বার্থের বশবর্তী হয়ে অনৈতিক বাসনা চরিতার্থ করার মাধ্যমে যে নিরন্তর গ্লানি ও অমর্যাদা রয়েছে তা ঐ দুরাচারীরা কোনদিন বুঝেনি।

ওর কথার রেশ ধরে আমি বললাম, যুগের পর যগে ধরে বঞ্চিত ও নিগৃহীত মানুষের জমাকৃত বেদনার যে আখ্যান রচিত হয়েছে তার কিছুটাও যদি ওদের উপলব্ধির মধ্যে থাকতো তবে মানুষ একে অপরের প্রতি এতো নির্মম হতে পারতো না।

আমার কথাগুলো অত্যন্ত নিবিষ্ট হয়ে শুনে একটা তৃপ্তির হাসি হেসে সিনথিয়া বললো, আমার মন ও মননে সঞ্চারিত বেদনার বোঝাটি এখন হাল্কা হলো। এখন বোঝা বইবার দায়িত্বটাও ভাগ হয়ে গেল।

এরপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে ঝড়ে পড়া একটা বনফুল হাতে নিয়ে নড়াচড়া করতে করতে সিনথিয়া বললো, পৃথিবীর মানুষের প্রতি অবারিত অমিয়ধারায় যে বিগলিত করুণা অতি সন্তর্পণে অনন্তকাল ধরে বয়ে চলেছে তা স্বার্থন্বেষীরা দেখতে পায় না। অথচ এই অবারিত আশির্বাদগুলোর একটাও যদি প্রত্যাহত হয় তবে এই ধরণিতে মানুষের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে 'শাশ্বত ইচ্ছাশক্তির প্রত্যাশা হলো যে মানুষ ঐ চিরজাগ্রত নিরন্তর সত্ত্বার প্রতি অবিচল থেকে ভালবাসার আবহে সবাই সবাইকে আপন করে নেবে'। তুমি আর আমি যদি শতভাগ পরিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা নিয়ে এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে ভালবাসতে পারি তবে সবাই তা কেন পারবে না?

আবার কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে সিনথিয়া বলে চললো, তোমার প্রতি আমার সনির্বন্ধ একটা অনুরোধ থাকবে যে তুমি দেশে ফিরে গিয়ে আগামী কোন সময়ে একটি পুস্তক রচনা করবে। ঐ পুস্তকটিতে চীন দেশে তোমার অভিজ্ঞতার কথা বলবে এবং আমার সাথে তোমার ভাব বিনিময়, আলাপন ও ঘটনার বিষয়াবলী বিধৃত করবে।

সমস্ত ভাবাবেগ থেকে বেড়িয়ে এসে আমি সর্বান্তকরণে বললাম, তোমার এই মহৎ ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে বলছি যে অনুরোধ নয় এটাকে আমি আদেশ হিসাবেই গণ্য করছি। আমি দেশে ফিরে গিয়ে সুবিধামত সময়ে তোমার আমার সকল অনিন্দ সুন্দর কথা ও ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে অবশ্যই একটি পুস্তক রচনা করবো।

আমার কথা শুনে একটা তৃপ্তিকর হাসি ছড়িয়ে সিনথিয়া বললো, ঐ দিকে চেয়ে দেখ, প্রকৃতি কি অপরূপ সাজে বিকশিত হচ্ছে।

আমি অপর দিক তাকাতেই অতি মৃদু আলোর আভাস দেখতে পেলাম। অতি সন্তর্পণে অন্ধকারের পিছু নিয়েছে আলো। ধীরে ধীরে আলোর স্ফুরণ ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। আমরা নির্বাক হয়ে অনুভব করছি প্রকৃতির চিরাচরিত এই খেলা। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্যের আভায় রক্তিম হলো পূবাকাশ।

সিনথিয়া উঠে দাঁড়িয়ে বললো, এবার আমাদের ফেরার পালা। গাড়িতে গিয়ে বসো।

ওকে অনুসরণ করে গাড়িতে গিয়ে বসলাম। বনপথ মাড়িয়ে ছুটে চললো গাড়ি। রেস্ট হাউজে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে পরিপাটি হলাম। চিয়াহাউয়ের সযত্ন তত্ত্বাবধানে সকালের নাস্তাটা দারুণভাবে সম্পন্ন হলো। গরম এক মগ কফি পান শেষে ওকে বিদায় জানালাম। সিনথিয়া গাড়ি নিয়ে পথে নামলো। চড়াই-উতরাই পথ পার হয়ে যখন বেইজিং পৌছলাম তখন মধ্যাহ্ন পার হয়ে গেছে। একটা রেস্টুরেন্টে খাবার খেয়ে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলাম।

আমার হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সিনথিয়া বললো, এই ভ্রমণটায় তোমার কষ্ট হয়েছে তা আমি অনুভব করতে পারছি কিন্তু কি করবো, এটা যে তোমার আমার শেষ ভ্রমণ। আশা করি

আমরা কৃতকার্য হয়েছি। অত্যুক্তি কিছু হয়ে থাকলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে। কাল সকালে আমি আসবো এবং এয়ারপোর্টে তোমাকে পৌঁছে দেব।

আমি বললাম, আমার জীবনে অবিস্মরণীয় ঘটনাটি কাল রাতে ঘটে গেছে। তুমি ছিলে মধ্যমণি। আসলে তুমি একজন মহীয়সী নারী। তুমি এই পৃথিবীর আশির্বাদ। তোমাকে নিরন্তর অভিনন্দন।

সিনথিয়ার গাড়ি বড় রাস্তায় নেমে দৃষ্টিসীমার বাইরে চল গেল। আমি হোটেলে ফিরে এসে পরিপাটি হয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলাম।

গভীর রাতে নিদ্রা ভঙ্গ হলো। পরিশীলিত একটি স্বপ্ন দেখছিলাম। স্বপ্নে ঐ বনভূমিতে বিচরণ করছিলাম। বিশাল বৃক্ষটা থেকে বৃষ্টির মতো ঝড়ে পড়া ফুলের পরাগে স্নাত হচ্ছিলাম। সিনথিয়া নৃত্য করতে করতে বলছিল যে ঐ বনফুলের পরাগের সাথে হৃদয়ের পরাগ মিশিয়ে নাও তারপর চারিদিকে ছড়িয়ে দাও, মানুষ আনন্দিত হবে, মানুষের হৃদয় প্রফুল্ল হবে, সবাই সবাইকে ভালবাসতে শিখবে।

বিছানা ছেড়ে উঠে রুমের মধ্যে পায়চারি করলাম। স্বপ্নের কথাগুলোর মর্মার্থ আমাকে উদ্বেলিত করে তুললো। আবার বিছানায় গিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। আধো আধো ঘুমে রাত ভোর হলো।

বেইজিংয়ে আজকে আমার শেষ দিন। জানালা দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছিলাম। এ দৃশ্য আমি অনেকদিন ধরেই দেখছি তবে আজকের দেখার মধ্যে পার্থক্যটা অনেক। উদীয়মান সূর্যের আভা পূর্ব দিগন্তে আবির ছড়িয়ে দিয়েছে। দীর্ঘ আট মাস সময় এই হোটেলে আমার অবস্থান। কেমন যেনো একটা মায়ায় ভরা আবেশে আচ্ছন্ন হলাম। আর কিছুক্ষণ পর আমি হোটেল থেকে প্রস্থান করবো হয়তো আর কোনদিন এখানে আসা হবে না। তবে ভাবতে ভাল লাগছে যে অনাগত দিনে এই জানালায় দাঁড়িয়ে অন্য কেউ আমার মতোই বাইরের দৃশ্য অবলোকন করবে এবং আনন্দিত হবে।

ভাল করে শাওয়ার নিয়ে পরিপাটি হলাম। গোছানো সুটকেসদুটো আবার পরীক্ষা করে নিলাম। এরপর লাগেজগুলো নিয়ে নিচে নেমে এলাম। ইত্যবসরে চেকআউট হয়ে হালকা নাস্তাসহ এককাপ কফি পান করে নিলাম। রিসিপশনে কর্মরত পরিচিতজনেরা আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার আসার আমন্ত্রণ জানালো। আমি ওদেরকে ধন্যবাদ জানালাম।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে সিনথিয়া এসে হাজির হলো। সকালের সম্ভাষণ বিনিময়ের পর সিনথিয়ার গাড়িতে গিয়ে বসলাম। ওয়েটার সুটকেসদুটো গাড়িতে তুলে দিলো। গাড়ি ছুটে চলছে এয়ারপোর্টের দিকে।

আজ সিনথিয়া অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও উচ্ছল। বিগত কয়েকদিন ওর মধ্যে যে অস্থিরতা ও গম্ভীরতা লক্ষ্য করছিলাম আজ তার লেশমাত্রও খুঁজে পেলাম না। সাজগোজে চীনের লোকজ সংস্কৃতির প্রতিফলন দেখে অবাক হলাম। এই প্রথম ওকে এই সাজে সজ্জিত দেখলাম।

সিনথিয়া মৃদু হেসে বললো, রাতটা কেমন কাটলো, ঘুমোতে পেরেছো কি?

আমি বললাম, ঘুম ভালই হয়েছে তবে অসম্ভব সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখে গভীর রাতে জেগে উঠেছি। পরশু রাতের সেই অরণ্যাভিযানের স্মৃতিচারণ মগ্নতায় বাকি রাত পার করেছি।

সিনথিয়া বললো, আমার ঘুমও তথৈবচ তবে তোমার মতো স্বপ্ন কিন্তু আমিও দেখেছি। একেরারে

পরিচ্ছন্ন স্বপ্ন। পরিচ্ছন্ন স্বপ্নগুলোর অধিকাংশই বাস্তবতার প্রতিফলন অথবা বাস্তবে রূপান্তরিত হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। আমি তেমন একটা দিনের স্বপ্নে বিভোর যেদিন সকল অত্যাচার পরাভূত হবে এবং পৃথিবীব্যাপী সহমর্মিতা ও ভালবাসার দৃঢ় বন্ধনে সবাই উদ্বেলিত হবে। সে দিনের সেই অগণন মানুষের আনন্দমিছিলে শান্তির ধ্বজা উড়িয়ে তুমি আর আমি দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাব পৃথিবীর সবকটি পথে পথে। আমরা আনন্দ আর পরিতৃপ্তির জোয়ারে ভাসবো আর চিৎকার করে বলবো যে এই ধরণিতে জন্ম সফল হয়েছে আমাদের।

আমি বললাম, আমিও তোমার মতো অনাগত সেই দিনের জন্য প্রতীক্ষায় থাকলাম। সে দিনের আনন্দবিহারে তোমাকে কোটি মানুষের ভিড়ে আমি ঠিকই তোমাকে খুঁজে নেবো।

এভাবে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে আমরা এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছুলাম। টার্মিনাল গেটে লাগেজসহ আমি নেমে গেলাম। সিনথিয়া গাড়ি পার্ক করে ফিরে আসবে বলে বললো। আমি সুটকসদুটোর অতিরিক্ত ওজনের বিষয়ে এমিরাটস এয়ারলাইন্সের এক কর্মকর্তার সাথে কথা বলার পর সমস্যার সমাধান হলো। এরপর বোর্ডিংপাস সংগ্রহ করে নিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই সিনথিয়া চলে এলো। ওর হাতে একগুচ্ছ ফুলের একটি তোড়া। তোড়ার সাথে ছোট সোনালী রংয়ের সুদর্শন একটি এনভেলপ টেপ দিয়ে সাঁটা। ওর আহ্বানে লাউঞ্জের মধ্যস্থিত একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসলাম। ও দুকাপ কফির অর্ডার দিলো।

সিনথিয়া দাঁড়িয়ে ফুলের তোড়াটি আমার হাতে দিয়ে বললো, আমার অন্তর নিংড়ানো নিরন্তর শুভেচ্ছা তোমার সাথে থাকলো। বিগত আটটি মাসের অনেক সময় তুমি আমাকে দিয়েছো আর আমরা সেই সময়ের সদ্ব্যবহার করে আমাদের চিন্তাধারা ও মননশীলতা আরো পরিশীলিত করে মানুষের কল্যাণের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে পেরেছি। তোমার অবদান আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আর মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত পর তোমাকে আমি হারিয়ে ফেলবো। আর কোনদিন তোমার সাথে দেখা নাও হতে পারে। তুমি চলে গেলেও তোমার স্মৃতিময়তার মধ্যেই হয়তোবা তোমার সাথে দেখা হবে, কথা হবে এবং ভাবেরও বিনিময় হবে। আমার স্মৃতির গভীরে সঞ্চিত সকল আনন্দ ছাপিয়ে সেখানে এখন তুমি সমাসীন।

আমার আচরণ ও ব্যবহার যদি কখনো তোমাকে বিব্রত করে থাকে তবে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখো।

সিনথিয়া তাঁর জলে ভরা ছলছল চোখদুটি আমার দিক থেকে সরিয়ে নিয়ে চেয়ারে উপবিষ্ট হলো।

আমি বাকরুদ্ধ হয়ে বসে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে কিছুক্ষণ পর বললাম, তুমিইতো একদিন বলেছিলে যে আমাদের এই সম্মিলন কোন আকস্মিক ঘটনা নয় বরঞ্চ বহু পূর্ব থেকে নির্ধারিত আজ্ঞানুবর্তিতার একটি অংশ মাত্র। তোমার সেই উক্তির প্রকাশ ও ফলাফল দেখে আজ আমি স্তম্ভিত সুতরাং অন্তরের মাধুরী মিশিয়ে তোমার কথা আমি প্রত্যয়ন করছি। আমার জন্য তোমাকে অনেক ক্লেশ ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমার অনিচ্ছাকৃত কোন ভুলত্রুটি তোমার মনোকষ্টের কারণ হয়ে থাকলে তা তুমি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখো।

সিনথিয়ার নয়নযুগল থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে আমি অশ্রু সংবরণ করার প্রয়াস পেলাম।

সিনথিয়া হাসির ব্যর্থ চেষ্টা করে বললো, কফি এসে গেছে, তোমার সাথে আমার শেষ কফির আসর, বেদনার অবগাহনে আজকের কফিপানের সময়টুকু অম্লান হয়ে থাকুক।

কফিপান শেষে বিদায় নিয়ে সিনথিয়া উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে পুনর্বার ধন্যবাদ জানিয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে উঠে দরজার সামনে গিয়ে ফিরে তাকিয়ে তর্জনী উঁচিয়ে তাঁর সেই রহস্যময় করুণ স্মিতহাসির আবেশ ছড়িয়ে ধীর পদক্ষেপে চলে গেলো।

আমি নির্বাক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উদাস নয়নে ওকে দেখলাম। বিষাদের একটা ঝড় আমার অন্তর মথিত করে বয়ে গেলো।

আমি আমার ল্যাপটপের ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলাম। উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে গিয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, যে চেয়ারটায় অল্পকিছুক্ষণ পূর্বে সিনথিয়া বসেছিলো তা এখন শূন্য পড়ে রয়েছে। টেবিলের কফির খালি কাপদুটো এখনও প্রমাণ করছে যে কিছুক্ষণ পূর্বে এখানে আমরা দুজন বসে কফি পান করেছিলো।

বাস্তবতায় ফিরে গিয়ে ডিসপ্লে স্ক্রীণ দেখে গেট নম্বর শনাক্ত করে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। এরই মধ্যে বিমানে আরোহণের বিজ্ঞপ্তি শোনা গেল। এমিরাটস এয়ারলাইন্সের বিমানে উঠতে গিয়ে জানতে পারলাম যে আমার সিট বিজনেস ক্লাশে উন্নীত হয়েছে। বিজনেস ক্লাশে সিট পরিবর্তনের বিষয়ে আশ্চর্য হলাম। ভাবলাম এটাও কি সিনথিয়ার রহস্যময়তার কোন প্রভাব?

জানালার সন্নিকটে সিটটায় বসার পর হঠাৎ মনে হলো যে সিনথিয়া তাঁর রহস্যময় হাসির সাথে ডান হাতের তর্জনী উঁচিয়ে কি বোঝতে চায় তা জানা হলো না। বিষয়টি তাঁর কাছ থেকে জেনে নেওয়ার প্রবল বাসনা সত্ত্বেও ভুলে যাওয়ার কারণে বিপত্তিটা ঘটলো। তবে আমি নিশ্চিত যে সেই চিরবিরাজমান মহামহিমের উপলব্ধির আহ্বান জানানোর জন্যই সিনথিয়ার তর্জনী উত্থিত হয়।

সিট বেল্টটি বেধে নিয়ে স্থিত হলাম। ফুলের তোড়ার সাথে সাঁটা এনভেলপটি খুলে একটি চিঠি পেলাম, সিনথিয়া লিখেছে-

বিদগ্ধ বন্ধু আমার,

চীন দেশে তোমার আমার বন্ধুত্বের সেতুবন্ধনে যে সকল ঘটনাপ্রবাহ আমাদের দুজনাকে উদ্বেলিত ও শিহরিত করেছে সেগুলো হীরা জহরতের চেয়েও দামী, ওগুলো হারিয়ে যেতে দিওনা। তোমার সাথে আমার ভাবের আদান প্রদান একটা অবিশ্বাস্য উচ্চতায় সমাসীন। আমি অনুক্ষণ অধীর আগ্রহ নিয়ে একজন বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলাম। তোমাকে প্রথমদিন দেখার পর আমি নিশ্চিত হলাম যে তুমিই আমার সেই প্রার্থিত বন্ধুজন যার অপেক্ষায় আমি কালাতিযাপন করছি। তোমাকে আবিষ্কারের পর অপার আনন্দে আমি এতটাই উদ্বেল হলাম যে মনে হলো একটা প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস আমার অন্তর সাগরে ভয়ঙ্কর তরঙ্গ তুলে নাচিয়ে-ভাসিয়ে এক অনুপম বেলাভূমিতে নিয়ে আমাকে আছড়ে ফেললো। দুর্বার আনন্দ-উচ্ছলাতায় আমি অভিষিক্ত হলাম। ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত আমি আমার অভিলাষ তোমাকে জানালাম। জীবনের বেদনার্ত অর্জনটুকু আমি তোমাকে দিলাম। আমার অর্জনকৃত ঐ অমূল্য সম্পদের হিসাব নিকাশ করাটাও জরুরি। তুমি কথা দিয়েছো যে আমাদের অন্তরঙ্গতায় উৎসরিত সম্পদগুলোর কথা তুমি প্রকাশ করবে। একটা বই রচনা করবে। অগণিত মানুষ বইটা পড়ে আনন্দ বেদনার দোলাচলে নির্মোহ সত্যের মুখোমুখি হবে। আমি অধীর আগ্রহ নিয়ে তোমার বই প্রকাশের সেই শুভদিনের অপেক্ষায় থাকলাম।

ইতি-

সিনথিয়া

সিনথিয়ার ছোট্ট চিঠিটা আমাকে আনমনা করে তুললো। বিমানের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ভাবাবেগে যেনো ভেসে যেতে থাকলাম। ভাবলাম যে চীন দেশে আমার সকল বর্তমান এখন অতীতে পর্যবসিত হয়েছে। এমন একটি বৈচিত্রময় দেশে মানবতার সেবায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সফলভাবে সম্পাদন করায় অপার আনন্দ বোধ করলাম এবং নিজেকে নিজে ধন্যবাদ জানালাম। সিনথিয়ার স্মৃতি অন্তর জুড়ে পরিব্যাপ্ত। আবারো মনে হলো যে সিনথিয়া এই পৃথিবীর একজন অনন্য মানবী। মানুষের দুঃখকষ্ট নিয়ে অনেকেই ভাবে, কথা বলে কিন্তু সিনথিয়ার মতো একাত্ম হয়ে মমতার গভীর অনুভূতিতে সিক্ত হয়ে ক'জন সংগ্রামে লিপ্ত হতে পেরেছে?

বিমান আকাশে উড়াল দিলো। সুদীর্ঘ পথ, বেইজিং থেকে জেনেভা। বিমানের সবকটি সিটই পরিপূর্ণ। জানালা দিয়ে তাকিয়ে মায়াভরা চীনের দৃশ্য যতটুকু পারা যায় দেখে নিচ্ছি। এয়ার হোস্টেজরা অত্যন্ত যত্ন সহকারে আমাদের পরিচর্যা করছে। চা কফি পানীয় যখন যার প্রয়োজন পাওয়া যাচ্ছে। বিজনেস ক্লাশের সিটগুলো বেশ বড় এবং একটির থেকে অপরটির দূরত্ব বেশি। আমার পাশের মধ্যবয়সী যাত্রীটির ঘুম কাতরতার কারণে তাঁর সাথে আলাপ করার সুযোগ হলো না। ইতিমধ্যে বিমান অনেক উচ্চতায় উঠে গেছে। নিচের দৃশ্যাদি অস্পষ্ট হওয়ায় জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে স্ন্যাকস্ ও কফি পরিবেশিত হলো। স্ন্যাকস ও কফি পান করে পরিতৃপ্ত হলাম এবং প্রশস্ত সিটে গা এলিয়ে দিয়ে একটু ঘুমানোর প্রয়াস পেলাম। ভাবলাম যে জেনেভায় দুদিনের অবস্থানকালীন সময়ে ডিব্রিফিং শেষ করে দর্শনীয় দুএকটি স্থান অবলোকন করবো। এরপর দেশে ফিরে গিয়ে অন্তত তিন দিন পরিবার পরিজন নিয়ে হৈ হুল্লোর করবো। এরপরতো আবার মহাব্যস্ততা নিয়ে ছুটাছুটি করতে হবে আমার বৈচিত্রময় কাজের ভুবনে।

দীর্ঘ একটা ভ্রমণ শেষে নির্বিঘ্নে সুইজাল্যান্ডে পৌঁছুলাম। জেনেভা শহরের বনেদি সৌন্দর্য পুনর্বার আমাকে মুগ্ধ করলো। পরদিন আমাদের সংস্থার সদর দপ্তরে হাজির হলাম। পিডার ড্যাম ও সায়মন মিসিরী আমাকে সংবর্ধনা জানালেন এবং চীন দেশে আমার কাজের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। এশিয়া প্যাসেফিক ডেস্কের নির্ধারিত কর্মকর্তাদের সাথে একের পর এক সাক্ষাৎ করে ডিব্রিফিংয়ের কাজ চলতে থাকলো। দুদিন পর ডিব্রিফিং শেষ হলো। এবার বাংলাদেশে ফেরার পালা।

পরদিন এয়ারপোর্টে গিয়ে সায়মন মিসিরী কর্তৃক প্রদত্ত চিঠির বলে সুটকেসদুটোর অতিরিক্ত ওজন বহনের দায় থেকে মুক্তি পেলাম। এমিরাটস এয়ারলাইন্সের বিমানে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। বিমানে যাত্রীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। জানালার পাশে আমার সিট এবং পার্শবর্তী দুটি সিট খালি। বেশ নির্বিঘ্ন বিমান ভ্রমণ। নির্ধারিত সময়েই বিমান আকাশে উড়লো। কিছুক্ষণ পর স্ন্যাকস ও কফিপানের পর পরিতৃপ্ত হলাম। সেই কাকডাকা ভোরে ঘুম থেকে উঠে সবকিছু গোছগাছ শেষে ভারী সুটকেসদুটো টানাটানি করে ট্যাক্সিতে উঠানো নামানো ইত্যাদি করতে করতে একটা ক্লান্তিজনিত অবসাদ আমাকে পেয়ে বসেছিলো। কফিপানের পর সেই ক্লান্তি কিছুটা দূর হলো। শরীর এলিয়ে দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখায় মনোযোগী হলাম। ইত্যবসরে বিমান অনেক উপরে উঠে গেছে। নিচের দৃশ্য ভাল দেখা না গেলেও অবারিত আকাশের নীলাভ ক্যানভাসে প্রকৃতির আঁকা ছবিগুলো দেখছি।

নিজেকে নিয়ে ভাবতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম যে আমি এখন একজন পরিতৃপ্ত মানুষ। সারা অন্তর জুড়ে কোনরূপ চাপ ও গ্লানির কোন চিহ্ন খুঁজে পেলাম না। সাতপাঁচ ভাবনার মধ্যে একটু

ঘুমানোর বাসনা জাগলো। বিমানের ভেতর সুনসান নীরবতা। বেশিরভাগ যাত্রীরা তন্দ্রাচ্ছন্ন। এভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেলো। ঘুমতো এলোই না বরঞ্চ এক ধরনের নষ্টালজিয়া আমাকে পেয়ে বসলো। একের পর এক স্মৃতি হৃদয়পটে ভেসে উঠছে। আমি বাস্তবে ফিরে আসার চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না।

এমনতরো চিন্তা ও উদ্বেলতার মধ্যে কখন যে ঘুমিয়ে গেলাম টের পেলাম না। স্বপ্ন দেখলাম সিনথিয়াকে। সিনথিয়া আমার সম্মুখে দণ্ডয়মান। শ্বেতশুভ্র ভূষণে সজ্জিত সিনথিয়ার পোশাকের প্রান্তগুলো বাতাসে উড়ছে। সেই অনাবিল মায়াভরা হাসি ওর মুখে।

আমার সান্নিধ্যে আরো একটু এগিয়ে এসে ও বললো, তুমিতো আকাশ পছন্দ করো কিন্তু এই বদ্ধ বিমানের ভেতর বসে এতো বড় আকাশটা দেখবে কি করে ? চলো আমরা বিমানের ছাদটা অপসারণ করি।

এ কথা বলার পর সিনথিয়া হাতের একটা ইশারা করলো আর সাথে সাথেই বিমানের ছাদ অপসারিত হলো। যাত্রীরা সবাই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে চীৎকার শুরু করলো। প্রবল বাতাসে সবাই দোলা খেতে লাগলো।

আমি বললাম, একি করলে সিনথিয়া, আচ্ছাদনহীন বিমানটা কি চলতে পারবে?

একটা অট্টহাসি দিয়ে সিনথিয়া বললো, চিন্তা করোনা। বিমান ভ্রমণ নির্বিঘ্ন হবে। আমরা আরো ঊর্ধ্বকাশে উঠে আমাদের ভ্রমণের বৈচিত্রময়তা সৃষ্টি করবো।

সিনথিয়ার যাদুময়ী হাতের ইশারায় বিমান ঊর্ধ্বাকাশে উঠতে শুরু করলো। আমরা প্রচণ্ড গতিতে উপর দিকে উঠছি। এভাবে ঊর্ধ্বগতির প্রভাবে আমাদের চেনা পৃথিবী ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। যতই দূরে সরে যাচ্ছি ততই পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে। এভাবে চলতে চলতে এক সময় পৃথিবীটা একটা টেনিস বলের রূপ ধারণ করলো। দিনের আলো ফিকে হতে হতে আঁধারে পর্যবসিত হলো। আকাশভরা অগণন তারার মেলায় ঊর্ধ্বাকাশ সুশোভিত হয়ে উঠলো।

যাত্রীরা অনেকেই পৃথিবীকে হারিয়ে ফেলার ভয়ে চিৎকার করছে।

এবার আমি ভয় পেয়ে বললাম, আমরা কি তাহলে অন্য কোন গ্রহের দিকে ছুটে চলছি?

সিনথিয়া আমাকে আশ্বস্ত করে বললো, ভয় পেয়ো না। এখানে ভয়ের কিছু নেই। স্থির ও অচঞ্চল থাকো তবে পৃথিবীর দিকে লক্ষ্য রাখো।

আমি বললাম, পৃথিবীতো এখন একটা মার্বেলের মতো দেখাচ্ছে। যাত্রীরা সবাই ঐ পৃথিবী নিয়েই কথা বলছে।

এভাবে চলতে চলতে একসময় পৃথিবী ক্ষুদ্রাকৃতি হয়ে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেলো। তারপরও আমরা ঊর্ধ্বাকাশে উত্থিত হতে থাকলাম।

হঠাৎ করেই একসময় আমাদের বিমানের ঊর্ধ্বারোহন গতি শ্লথ হতে থাকলো এবং কিছুক্ষণ পর সম্পূর্ণ স্থির হলো। সে এক মায়াবী পরিবেশ। চারিদিক অন্ধকারময় হলেও নক্ষত্রমণ্ডলীর আলোর বিচ্ছুরণে আমরা সবাই সবাইকে ভালভাবে দেখতে পাচ্ছি। এখন বিমানের পরিসরটা অনেক বড় মনে হচ্ছে। পাইলটের দরজার পেছনটায় একটা উঁচুমতো বেদি দেখতে পেলাম।

ঐ বেদির উপর দাঁড়িয়ে সিনথিয়া বিমানের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললো, মহাশূন্যের এই

অভূতপূর্ব পরিবেশে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি আশা করি যে আপনারা সবাই উর্ধাকাশ যাত্রা উপভোগ করছেন। এই বিমানে আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সুহৃদ রয়েছেন। তাঁর প্রতি সম্মান রেখে বলছি যে এই রহস্যময়তা একটি বিরল ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হলেও নিরর্থক নয় মোটেই। আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন যে এই ব্যতিক্রমী ঘটনার পেছনে আমার কি উদ্দেশ্য রয়েছে?

চারিদিকটা একটু দেখে নিয়ে ও আবার বললো, চেয়ে দেখুন কেমন প্রশান্ত পরিবেশ এখানে। আমাদের উর্ধ্বারোহন আকাশের নির্দিষ্ট পথ বরাবর থাকায় এখানে বায়ু এবং অক্সিজেন রয়েছে বলেই আমরা সাবলীলভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারছি। সবাই মনোযোগ সহকরে শুনুন, এখন এখানে সংঘটিত এই ঘটনাটির পেছনে একটা উদ্দেশ্য অবশ্যই রয়েছে। আমরা যারা পৃথিবী নামের একটি গ্রহে বসবাস করি তাঁদের মধ্যে কতিপয় দুরাচারী মানুষ নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থের জন্য অগণিত শান্তিপ্রিয় মানুষের দুঃখের কারণ হয়ে বিচরণ করছে। অতীতেও তারা ছিলো, বর্তমানেও তারা রয়েছে এবং আমি শঙ্কা প্রকাশ করছি যে ভবিষ্যতেও তারা একই কাজের পুনরাবৃত্তি করবে। কিন্তু একথা স্বতঃসিদ্ধ যে আশীর্বাদপুষ্ট মানুষ পৃথিবীতে শান্তির জন্য কাজ করবে, একে অপরের সাথে সহমর্মিতার অপার বন্ধনে বিরাজমান থেকে প্রত্যেকের জন্মকে সার্থক করবে।

একটু থেমে আরো কিছুটা সামনে এগিয়ে এসে সিনথিয়া দৃঢ়তার সাথে আবার বললো, এভাবে আমাদের বসতির বিপর্যস্ততা মেনে নেয়া যায় না। আমাদের প্রাণপ্রিয় গ্রহটার অসামান্য মর্যাদাবান মানুষদেরকে আর অপমানিত হতে দেয়া যায় না। এবার আমরা ঐ নরপিশাচদেরকে প্রতিহত করবো। এখন আমাদের সময় এসেছে, আমরা কণ্ঠ উঁচিয়ে সমস্বরে বলবো "এই পৃথিবী শান্তির নিলয়, এখানে আমরা সবাই একে অপরের আত্মীয়, পরমাত্মীয়"।

এবার সিনথিয়া সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললো, পৃথিবী নামের গ্রহটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি না, অথচ ওটা রয়েছে দূরবর্তী একটি স্থানে। এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের বিশালতার মধ্যে আমাদের পৃথি বীর আয়তন একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বালুকণার কোটি ভাগের একভাগের চেয়েও কম। তবে এই নশ্বর পৃথিবীতে আমরা কিসের বড়াই করে চলেছি? পৃথিবীর এই সংক্ষিপ্ত জীবনে লোভ, লালসা ও সম্পদই কি শুধুমাত্র আমাদের আরাধ্য? অথচ অনাদিকাল ধরে নিভৃতে বয়ে চলা করুণাধারার প্রতি আমাদের বিমুগ্ধতা কোথায়? শাশ্বত সুন্দরের প্রশংসা ও প্রত্যাশা পূরণ করতে আমাদের এতো দ্বিধা কেনো? অনন্ত ভালবাসায় সিক্ত মানুষ এ সকল গুণাবলী পরিহার করে অপরজনকে নিগৃহীত করছে কেনো?

এবার উত্তেজিত যাত্রীরা সবাই একসাথে উচ্চকিত কণ্ঠে বলে উঠলো "এই পৃথিবী শান্তির নিলয়, এখানে আমরা সবাই একে অপরের আত্মীয়, পরমাত্মীয়"। ঠিক এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বলে উঠলাম, "এখানে বঞ্চনা, অধিকার হরণ, অমর্যাদা ও ঐতিহ্যগত রীতিনীতি পালনে বাধাদানের মাধ্যমে অশান্তি সৃষ্টির কোন অবকাশ নেই, যারা তা করার অপচেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চলমান থাকবে। অন্যান্য যাত্রীরা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে আমার কথার প্রতিধ্বনি তুলে বলে উঠলো, এখানে অশান্তি সৃষ্টির কোন অবকাশ নেই, যারা তা করার অপচেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চলমান থাকবে। এই পৃথিবী শান্তির নিলয়, এখানে আমরা সবাই একে অপরের আত্মীয়, পরমাত্মীয়"। এই স্লোগান অনেকক্ষণ ধরে চললো।

এবার সিনথিয়ার মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো। সে সবাইকে আশ্বস্ত করে তাঁর হাত প্রসারিত করে অবরোহনের ইশারা করলো। বিমানের ছাদ সংযোজিত হলো এবং হঠাৎ করেই বিমান গতিময়তা ফিরে পেলো এবং আমরা প্রচণ্ড গতিতে নিচের দিকে নেমে যেতে থাকলাম। সবাই দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো আবর্তিত পৃথিবীটাকে আবার দেখবে বলে।

সিনথিয়া বললো, ঐ যে দূরে আলোর বিন্দুটি দেখা যাচ্ছে ঐটাই আমাদের পৃথিবী।

সবাই সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো, ঐ যে আমাদের পৃথিবী, ঐ যে আমাদের পৃথিবী।

ক্রমান্বয়ে পৃথিবী এগিয়ে আসতে থাকলো, বড় হতে হতে অনেক বড় হলো। এবার পৃথিবীর সাগর, পাহাড়, নদনদী, তৃণভূমি দৃষ্টিসীমার মধ্যে চলে এলো।

আবার সবাই সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো, ঐ যে আমাদের পৃথিবী, ঐটাই আমাদের পৃথিবী। অপার আনন্দে অনেকেই কেঁদে কেঁদে চিৎকার করে বললো, ঐ যে আমাদের পৃথিবী, ঐটাই আমাদের পৃথিবী।

একটা অনাবিল তৃপ্তির হাসি হেসে সিনথিয়া সবার প্রতি হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানালো।

এবার আমার সন্নিকটে এসে ও বললো, আমাদের সাধনা সার্থক হতে চলেছে। ভালো থেকো বন্ধু।

সিনথিয়া বিমানের দরজা খুলে হাওয়ায় ভেসে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

হঠাৎ করে একটা ঝাঁকুনী অনুভব করলাম। তন্দ্রাচ্ছন্নতা কাটিয়ে বাস্তবে ফিরে এলাম। এতোক্ষণ কি তা হলে স্বপ্নে বিভোর ছিলাম? সুখস্বপ্নটা ভেঙ্গে গেলো বলে হতাশ হলাম। রহস্যময়ী সিনথিয়ার উচ্ছল মুখাবয়ব স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো। ভাবলাম ওর আবেশবলয় থেকে আমার অবমুক্তি নেই। এ ধরনের আনন্দময় স্বপ্ন এখন বারংবার আমাকে দেখতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলাম। সম্ভবত বিমানের চাকা নামানোর সময় সৃষ্ট ঝাঁকুনিতে আমার ঘুম ভেঙ্গেছে।

ক্যাপ্টেনের গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, সম্মানিত যাত্রীগণ আমরা এখন ঢাকায় অবতরণ করতে যাচ্ছি।

জানালা দিয়ে দেখলাম গাছপালা, জলাশয়, ছুটে চলা মানুষের ব্যস্ততা। দূরে একঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে হয়তোবা কূলায় ফিরে যাচ্ছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের বিমান রানওয়ে স্পর্শ করলো।

একজন একগাল হেসে বললো, আমরা গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম।

আমি একটু জোর গলায় বললাম, আমরা ঢাকা পৌঁছে গেছি তবে গন্তব্যে এখনো পৌঁছুতে পারিনি।

এয়ারপোর্টের ব্যস্তময় পরিবেশে ট্রলিতে সুটকেসদুটো তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখলাম যে গিন্নি গাড়ি নিয়ে অপেক্ষায় রয়েছে।

আমি গিন্নিকে সম্ভাষণ জানালাম।

গিন্নিও আমাকে সম্ভাষণ জানালো।

আমি গিন্নির হাত স্পর্শ করে বললাম, অনেকদিন পর দেশে এসে তোমাদেরকে দেখতে পেয়ে খুব ভাল লাগছে।

গিন্নি বললো, তুমি ফিরে এসেছো সেটাই বড় কথা।

ঢাকার পিচঢালা পথ ধরে ধীর গাতিতে গাড়ি এগিয়ে চললো।

আমি বললাম, যে বিশাল জ্যাম দেখছি তাতে মনে হয় আগামী দু ঘন্টার আগে মগবাজার পৌঁছতে পারবো না।

গিন্নি বললো, ঢাকা শহরে গাড়ির আধিক্য ও মানুষের সংখ্যা দুটোই দিন দিন বেড়ে চলেছে। সুতরাং পথ চলতে বিপত্তিতো হবেই। আমরা এখন এই পরিস্থিতিতেই অভ্যস্ত।

আমি চেয়ে দেখলাম অসংখ্য মানুষের ব্যস্ততা ও চলাফেরায় সড়কগুলো যেনো উপচে পড়ছে। হঠৎ আমি ভাবান্তরিত হলাম। মনে হলো যেনো পৃথিবীর সকল মানুষ ঢাকার নাস্তায় এসে জড়ো হয়েছে। আমি ভাবলাম সিনথিয়ার মহা মুল্যবান ভাবাদর্শ পৃথিবীর মানুষের মাঝে প্রচারের মোক্ষম সুযোগতো আমার হাতের নাগালেই রয়েছে।

আমি পুলকিত হয়ে সিটের উপর মুস্টিবদ্ধ একটা দৃঢ়তর আঘাত করে গলা ফাটিয়ে উচ্চ কণ্ঠে বললাম, এবার কাজটা শুরু করতেই হবে, আর বিলম্ব নয়।

আমার হঠাৎ এই অস্বাভাবিক ভাবান্তর ও আচরণে উদ্বেগ প্রকাশ করে গিন্নি আমাকে বললো কি আবোল-তাবোল বকছো তুমি? কি হলো তোমার, একটু শান্ত হও।

এদিকে ড্রাইভার হতচকিত হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রাস্তার পাশে নিয়ে গাড়ি থামালো।

আমি সিনথিয়ার মোহগ্রস্ততা থেকে নিজেকে মুক্ত করে বাস্তবে ফিরে এসে গিন্নিকে বললাম, কিছু মনে করোনা, একটা জরুরি কাজের কথা মনে হয়ে হয়েছে আরকি।

দুঃখ প্রকাশ করে ড্রাইভারকে গাড়ি চালাতে বললাম। গাড়ি আবার সচল হলো।

গিন্নি বললো, চীন দেশে বিশাল একটা সফরের পর তোমার মাথাটা ঠিক আছেতো? এবার বাড়ি চলো। সবাই তোমার অপেক্ষা করছে।

আমি বললাম, ভেবোনা, স্বজ্ঞানেই আছি। তবে অপেক্ষমান সবার জন্যই আমার অনেক কথা বলার রয়েছে।

পশ্চিম আকাশে সূর্যের রক্তিম আভায় বিজরিত আবিরের মোহময় খেলা আমাকে উন্মনা করে তুললো। অসংখ্য গাড়ির মিছিল এগিয়ে চলছে সামনে, সাথে আমরাও চলছি। রাজপথের চারিধারে ছুটে চলা মানুষগুলো যেনো ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে আর দুরন্ত বাসনায় উদ্বেলিত আমি ওদের দিকে চেয়ে আছি নির্নিমিখ।

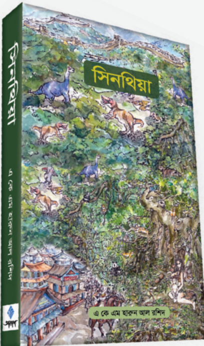
লেখক পরিচিতি

এ কে এম হারুন আল রশিদ ১৯৪৭ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রেড ক্রসে যোগদান করেন। আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্টের ডেলিগেটদের সাথে নিয়ে এবং তাঁদের সাথে একাত্ম হয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধাহত মানুষের জন্য সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্টের সহায়তায় তিনি 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি' প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ঐ কর্মসূচিতে একাদিক্রমে ২৬ বছর কর্ম সম্পাদনের পর তিনি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ এবং সমাজভিত্তিক দুর্যোগ প্রস্তুতি বিভাগের পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি কর্তৃক মনোনীত হয়ে 'আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট ফেডারেশন' এর ডেলিগেট হিসাবে চীন, ভারত, শ্রীলংকা ও ইন্দোনেশিয়ায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নানাবিধ কর্মকাণ্ড সম্পাদন করেন।

অবসর গ্রহণের পরও হারুন আল রশিদ আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট, আমেরিকান রেড ক্রস ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি পরিচালিত মায়ানমার থেকে বলপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন বিষয়ে পরামর্শক হিসাবে কাজ করেছেন।

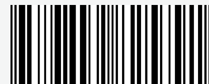
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের ১৩ই অক্টোবর সংগঠক হিসেবে হারুন আল রশিদকে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির ৫০ বছরে পদার্পণ ও আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে আজীবন সম্মাননা প্রদান করেন।
এ কে এম হারুন আল রশিদ ২০২৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি অসুস্থতাজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন।



মূল্য: ৫০০ টাকা

সিনথিয়া, *এ কে এম হারুন আল রশিদ*

প্রকাশকাল : একুশে বইমেলা ২০২৪ ইং
প্রতিষ্ঠাতা প্রকাশক: বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. সাদত আলী সিকদার
প্রকাশক:
আলমগীর সিকদার লোটন
সুর জাহান পুনম


ISBN: 978-984-98257-9-1



সিকদার প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস্
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
বিক্রয়কেন্দ্র: চন্দ্রবিন্দু ডটকম
৩৪ বাংলাবাজার (১ম তলা), ঢাকা-১১০০





এ কে এম হারুন আল রশিদ (১৯৪৭-২০২৩)



জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)র স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে ওয়্যারলেসে কথা বলছেন। পেছনে বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটির উপ-মহাসচিব সাইদুর রহমান, সিপিপির কর্মকর্তা হারুন আল রশিদ ও গোলাম রব্বানী দন্ডায়মান



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ২০২১ সালের ১৩ই অক্টোবর 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি' এর ৫০ বছরে পদার্পণ ও আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে সংগঠক হিসেবে হারুন আল রশিদকে আজীবন সম্মাননা প্রদান।



